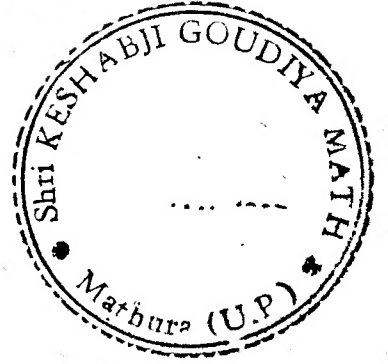


শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ন্ত:

# শ্রীমদ্ভক্তি-সংবাদঃ

( প্রথমঃ খণ্ডঃ )



ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষক-চার্য্যাবর্য্য-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতাব্দী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ-

পাদপদ্মানুকম্পিত

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতৃ-

সভাপতিনা চ পরিব্রাজকচার্য্যেণ

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামিনা

সম্পাদিতঃ

প্রকাশক :—

শ্রীমতী প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিত্তার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ',

(রায়সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট),

সম্পাদক

শ্রীসারস্বত গোড়ীয় আসন ও মিশন,

২৯-বি, হাজরা রোড, কলিকাতা।

ভিক্ষা-সাত টাকা

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণজন্মবাসর ( ৪৬০ শ্রীগোবিন্দ ) ।

কে. ভি. আশ্রায়াও কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড  
পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড,  
ইণ্ডালাী, কলিকাতা, ইহতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

# শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ

( শ্রীমদ্ভাগবতটীাকাদশঃ স্কন্ধঃ )

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ ব্রহ্মাঋজৈর্দেবৈঃ প্রজৈশৈরারতোহভ্যগাৎ ।

ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ১ ॥

অনুয় । শ্রীশুকঃ উবাচ,—(অতঃপরমতিবিস্তরেণাত্ম-  
বিজ্ঞাং নিরূপয়িতুং তৎপ্রস্তাবমাহ,) অথ (অনন্তরম্) ঋজুজৈঃ  
(সনকাদিভিঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রজৈশৈঃ (মরীচ্যা-  
দিভিঃ) আবৃতঃ (পরিবৃতঃ) ব্রহ্মা (কৃষ্ণঃ দিদৃক্ষুঃ সন্  
দ্বারকাম্) অভ্যগাৎ (গতবান্) ভূতগণৈঃ বৃতঃ (পরিবৃতঃ)  
ভূতভব্যেশঃ (ভূতানাং সর্বেষাং প্রাণিনাং ভব্যেশো মঙ্গল-  
বিধায়কঃ বা ভূতং অতীতং ভব্যং অনাগতং তয়োঃ দৈশঃ  
নিয়ামকঃ) ভবঃ (শিবঃ) চ যযৌ (দ্বারকায় গতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা  
স্বীয় তনয় সনকাদি কুমারগণ, ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ এবং  
মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণে পরিবৃত হইয়া এবং সর্বজন-  
মঙ্গলপ্রদ শিব ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত  
হইরাছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তবং সংহত্যাস্তধিঃস্বং কুলং প্রভুম্ ।

জাহ্না ভবেদয়ং প্রেষ্ঠঃ বর্ষে স্বাভীষ্টমুদ্ধবঃ ॥

আঋজৈঃ সনকাদিভিঃ ভূতানাং প্রাণিনাং ভব্যস্ত

কল্যাণস্ত দৈশো দাতা অভ্যগাৎ দ্বারকামিতি কৰ্ম্মপদেন  
চতুর্থশ্লোকস্থেনাশ্রয়ঃ ॥ ১ ॥

সারার্থদর্শিনীর বঙ্গানুবাদ ।

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব  
বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে স্বকুলবিনাশাস্তে অন্তর্হিত  
হইতে ইচ্ছুক জানিয়া প্রভুপ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাঁহার নিকট  
নিজের অভীষ্ট জ্ঞাপন করিলেন।

(ব্রহ্মা) ঋজুজ অর্থাৎ সনকাদি পুত্রগণসহ। ভূত  
অর্থাৎ প্রাণিগণের ভব্য অর্থাৎ কল্যাণের দৈশ—দাতা  
(শিবও) গমন করিলেন। চতুর্থশ্লোকস্থ ‘দ্বারকায়’ এই  
কৰ্ম্মপদসহ অশ্রয় ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী ।

“নম ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥

শ্রীবার্ভানবীদেবীদয়িতায় রূপাক্ষরে ।

কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভাবে নমঃ ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রোচ্যশ্রীরাগানুগতভক্তিদ ।

শ্রীপৌরকরণশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্ত তে ॥

নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।

রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধাস্তধাস্তহারিণে ॥”

মুকং কবোতি বাচালং পঙ্কুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

চৈতন্যচরণাঙ্কোজমকরনলিহো ভজে ।  
 যেবাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোহপ্যমরো ভবেৎ ॥  
 শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে মহাবদাত্মবিগ্রহম্ ।  
 নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ শ্রাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥  
 নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীঅদ্বৈতং মহেশ্বরম্ ।  
 শ্রীবাসন্ধ তথা বন্দে গৌরশক্তিং গদাধরম্ ॥  
 যেনান্নকম্পিতং বিশ্বমুদ্রবপ্রাণনির্ঘেষেঃ ।  
 তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণম্ ॥  
 শ্রুতসমুত্তম্য ভক্ত্যা কেবলয়া হি মাধবঃ ।  
 অজিতোহপি জিতোহেষ ইতি ভগবতো মতম্ ॥  
 ভগবান্ স্বগুণৈর্মুগ্ধো রতস্তেষাং হি কীর্তনে ।  
 আগতো গুরুরূপেণ লোককল্যাণতৎপরঃ ॥  
 স্বেচ্ছাঅদানলীলোহয়ং স্বানুর্নিত্যবিরাজিতঃ ।  
 আচার্য্যব্যাক্রপেণ স্বলীলাং মামশ্রাবয়ৎ ॥  
 পিবন্তং তন্মুখাঙ্কোজ-চ্যুতং হরিকথাযুতম্ ।  
 নাং প্রেরয়ত্যযোগ্যং তু কথামৃতানুকীৰ্তনে ॥  
 “শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্ ।  
 অর্চনং বন্দনং দাত্তং সখ্যামান্নবিবেদনম্ ॥  
 নবধা-ভক্তিব্যোগস্ত সাক্ষ্যং কীর্তনেন হি ।  
 গৌরকৃষ্ণমতং হীদং—‘কীর্তনীরঃ সদা হরিঃ’ ॥  
 ইত্যাদেশাচ্চ গৌরস্ত শ্রীগুরোঃ শিক্ষয়া পুনঃ ।  
 প্রবৃত্তোহহং বরাকোহপি ভাগবতানুকীৰ্তনে ॥  
 অজ্ঞানং বুদ্ধিহীনং চ ভক্তিহীনং সুদুর্কলম্ ।  
 কীর্তনে কুরু মাং যোগ্যং গুরুদেব মহেশ্বর ॥  
 নিজোচ্ছিষ্টপ্রসাদস্ত প্রদানেন সদাত্মগম্ ।  
 পৃষ্ঠং বিধত্তে বস্ত্রৈশ্চ শ্রীধরস্বামিনে নমঃ ॥  
 শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ ।  
 তস্ত প্রসাদপাত্রং হি বিশ্বনাথো মহোদয়ঃ ॥  
 বিশ্বস্ত নাথরূপোহসৌ ভক্তিবদ্বাদর্শনাৎ ।  
 ভক্তচক্রে বর্তিতস্তাং চক্রবর্তীনাথ্যভাবৎ ॥  
 সারার্থদর্শিনী নাম্নী টীকা কৃত্বা দয়ালুনা ।  
 গোড়ীয়ভক্তসিদ্ধান্তং সুরহস্তং প্রকাশিতম্ ॥  
 তত্তানুগ্রহলাভায় সারার্থবোধনায় চ ।  
 ভাষাটীকা কৃতৈবাত্র য়া সারার্থানুদর্শিনী ॥

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুণা নাম্না ভক্তিবিবেক ভারতী ।

শ্রীসারস্বতগোড়ীয়-ভক্তচরণ-সেবিনা ॥

সনক, সনক, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চারিজন ব্রহ্মার মানসপুত্র । ইহারা নিষ্ক্রিয়, অস্থলিতবীৰ্য্য এবং মোক্ষধর্মনিষ্ঠ । সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য এবং তপস্তা—এই চারিটি বিচার্য্য বৃত্তি । সেই বৃত্তিচতুষ্টয়ই মূর্তিমান চতুঃসন ইহারা আবেশাবতার । “সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম । জীবরূপ ‘ব্রহ্মার’ আবেশাবতার নাম ।” চৈতন্যচরিতামৃত ম ২০।৩৬৭

ভব—শিব । “বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ” ভাগবত ১২।১৩।১৬, এই বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে শ্রীশিব,— বৈষ্ণব শিরোমণি । তাহা ছাড়া ষষ্ঠ স্কন্ধে (৬।৩২০-২১) স্বদুতগণের প্রতি শ্রীযমের উক্তি হইতেও জানা যায় যে ইনি ভাগবতধর্ম্মাভিজ্ঞ দ্বাদশ মহাজনগণের মধ্যে অত্মতন । অতএব তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্কভূতের নিত্য কল্যাণদাতা ।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে অধার্ম্মিকগণের এবং দুষ্ট ছল-রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ধরণীদেবী গোরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন এবং করণকণ্ঠে অশ্রুসিক্তবদনে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা ধরণীদেবীর ক্লেশের কথা শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর ও দেব-গণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করেন । তাঁহারা তথায় স্থিরচিন্তে বিশ্ববিনাশন বাহ্যাকল্পতরু ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার জগন্নাথকে পুরুষহন্ত দ্বারা উপাসনা করেন । ব্রহ্মা, সমাধিমধ্যে আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে বলিলেন,—“হে দেববৃন্দ, তোমরা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর এবং শীঘ্র তদনু-ষ্ঠানে যত্নবান্ হও । আমাদের নিবেদনের পূর্বেই ভগবান্ ধরণীর ভ্রংশ অবগত হইয়াছেন । সেই নিখিলেশ্বর ভগবান্ ভূতারহরণের জন্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন । তোমরা ভগবদংশভূত পার্শ্বদগণের সহিত যজুদিগের কুলে আবিভূত হও । দেবপত্নীগণ ততোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন । সর্কৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীভাসুদেব স্বয়ংই বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন । সহস্রবদন



শ্রীসঙ্কর্ষণ তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই সেবার জন্ত অগ্রেই  
আবির্ভূত হইবেন। যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত  
এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়াও  
ভগবানের আদেশে প্রাহুভূত হইবেন।” ব্রহ্মা দেবতা-  
গণকে এইরূপ আদেশ করতঃ এবং ধরণীদেবীকেও বিবিধ-  
বাক্যে সাস্তনা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।  
( ভাগবত ১০।১।১৭-২৬ )।

সত্যব্রত ও লীলারত ভগবান্ ইহার পর সপার্বদ  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ অতিমগ্ধ্য লীলাবিলাসে  
ত্রিলোকবাসী জীবগণকে স্বচরণে সমাকর্ষণ করিলেন।

স্বেচ্ছাময় ভগবানের প্রকটলীলার পুনঃ অপ্রকটনের  
ইচ্ছা হইল। সর্বভূতাত্মাস্তর্যামীর এই ইচ্ছা ব্রহ্মার  
হৃদয়েও প্রেরণা প্রদান করিল। নিজ নাতিপগজ ব্রহ্মার  
প্রার্থনায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্তুতরাং ভক্তবাঞ্ছা-  
পূর্ণকারী ভগবান্ সেই ব্রহ্মারই প্রার্থনায় পুনঃ অপ্রকাশিত  
হইবেন বলিয়াই ব্রহ্মা আশ্বজ, দেবাদিগণও শিবসহ  
দ্বারকায় অবস্থিত সেই প্রভু কৃষ্ণের নিকটে গমন  
করিলেন ॥ ১ ॥

অঙ্গিরসঃ, রুদ্রাঃ, সাধ্যাঃ চ, বিশ্বে দেবতাঃ, গন্ধর্বাঃ,  
অম্বরসঃ, নাগাঃ, সিদ্ধচারণগুহকাঃ, ঋষয়ঃ, পিতরঃ  
( অগ্নিত্র্যাদয়ঃ ) চ এব সবিত্তাধরকিন্নরাঃ ( বিত্তাধরৈঃ  
কিন্নরৈশ্চ সহিতা এতে ) সর্বে কৃষ্ণদীদৃক্ষবঃ ( কৃষ্ণং  
দ্রষ্টুমিচ্ছবঃ সন্তঃ ) দ্বারকাম্ উপসংজ্ঞমুঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥ ২-৪ ॥

**অনুবাদ।** হে মহারাজ! মরুৎগণে পরিবেষ্টিত  
ভগবান্ ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,  
ঋতুগণ, অঙ্গিরাসমূহ, রুদ্রগণ, সাধ্য, বিশ্বদেবগণ, গন্ধর্ব্ব,  
অম্বর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ গুহকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ,  
বিত্তাধর ও কিন্নরগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী হইয়া  
ভগবান্ যে শ্রীবিগ্রহের দ্বারা নরলোকের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক  
সমগ্র জগতে অখিল লোকের পাপবিধবংশী যশঃ বিস্তার  
করিয়াছেন—তাদৃশ পরমরমণীয় অপূর্ব্ব বিগ্রহ দর্শনের  
নিমিত্ত দ্বারকায় উপনীত হইলেন ॥ ২-৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** যেন বপুষা নরলোকমনোরমস্তুং কৃষ্ণং  
দীদৃক্ষব ইত্যভেদোক্ত্যা বপুষঃ সকাশাজ্জীবন্ত যথা ভেদস্তথা  
নেশ্বরেষু জাপিতং। যদুন্তং—“দেহদেহিবিভাগশ্চ  
নেশ্বরে বিভূতে কচিৎ” ইতি ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** “যে বপুদ্বারা নরলোক-মনোরম  
সেই কৃষ্ণকে দর্শনেক্ষু সকলে—এই প্রকার অভেদ-  
উক্তি দ্বারা বপু হইতে জীবের সেরূপ ভেদ,  
ঈশ্বরের সেরূপ নহে ইহাই জাপিত হইয়াছে; যেমন  
কৃষ্ণপুরাণে কথিত আছে—“ঈশ্বরে দেহদেহিভেদ কদাপি  
থাকে না” ৪ ॥

**অনুদর্শিনী।**

শ্রীভগবানের দেহ ও শ্রীভগবান্ অভিন্ন—

দেহাত্মাপাধেরনিরূপিতত্বা—

স্তবো ন সাক্ষান্ন তিদাত্মনঃ শ্রাৎ।

অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ

শ্রাতাং নিকামস্বয়ি নোহবিবেকঃ ॥

তাং: ১০।৪।১২

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোহশ্বিনৌ।  
ঋভবোহঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥  
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহকাঃ।  
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিত্তাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥  
দ্বারকামুপসংজ্ঞমুঃ সর্বে কৃষ্ণদীদৃক্ষবঃ।  
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।  
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

**অনুব্র।** ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যেন বপুষা (শ্রীবিগ্রহেণ)  
নরলোকমনোরমঃ (নরলোকস্থ মনোরমঃ সন্) লোকেষু  
(সর্বলোকেষু) সর্বলোকমলাপহম্ (সর্বোবাং লোকানাং  
মলং পাপমগহন্তীতি তথাভূতং) যশঃ বিতেনে (বিস্তারিত-  
মান্) (তদতিশুল্লরং বপুর্দীদৃক্ষবঃ সন্তঃ) মরুদ্ভিঃ (বৃতঃ)  
ভগবান্ ইন্দ্রঃ, আদিত্যাঃ, বসবঃ, অশ্বিনৌ, ঋভবঃ,

ভক্ত অকুর শ্রীভগবানকে বলিলেন—আপনার দেহাদি  
উপাধি-নিরূপিত নহে, একারণ আপনার জন্ম তথা দেহ-

দেহীর ভেদ থাকিতে পারে না। অপর, আপনার অবিজ্ঞা নাই সূতরাং তন্নিবন্ধন বন্ধ ও মোক্ষ হইতে পারে না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন,—“যদি বলেন ‘আমার অবিজ্ঞা না থাকিলে এই অবিজ্ঞা-সম্বন্ধীয় দেহ কোথা হইতে আসিবে?’ তদন্তর এই যে, আপনার দেহাদি উপাধি অবিজ্ঞাহেতু, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞকর্তৃক নিরূপিত হয় নাই; অতএব জীবৎ আপনার সংসার অথবা জন্মলাভ হয় না। যদি জীবের গ্রায় অবিজ্ঞাজনিত দেহই আপনার হইত, তবে আপনি স্বতন্ত্র হইলেও জীবৎই জন্মাদিমান হইতেন। অতএব আপনার দেহাদির উপাধিস্ব-অভাবহেতু জীবের গ্রায় আপনার সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে। অতএব জীবের গ্রায় দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা আপনার নাই। আপনার দেহ আপনিই, অর্থাৎ আপনার দেহ-দেহীর পার্থক্য নাই। অতএব আপনার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই।”

“নিরঞ্জনং নিগুণমদ্বয়ং পরম্” ভাঃ ১০।৫।১৫৬

শ্রীমুচুকুন্দও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—আপনি নিরঞ্জন, নিগুণ, অদ্বয় ও শ্রেষ্ঠ।

‘মহু সত্যং নিগুণং এবাশ্মি ইদং মদীয়ং বপুস্ত্ব গুণময়মেব বদন্তীত্যত আহ—অদ্বয়ং স্বং স্বদ্বপুশ্চ ন ভিন্নং স্বমেব স্বদ্বপু্যরিত্যর্থঃ।’—বিশ্বনাথ।

যদি প্রশ্ন হয় যে, সত্য আমি নিগুণ, দৃশ্যমান মদীয় বপু কিন্তু গুণময়ই। তদন্তরে বলিতেছেন—অদ্বয় অর্থাৎ তুমি এবং তোমার বপু ভিন্ন নহে, তুমিই তোমার বপু—এই অর্থ।

অতএব শরীরী ভগবান্ ও তাঁহার শরীর একই পদার্থ। জীবের গ্রায় তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

‘মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি—পরং উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ;—‘ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ’ ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি—‘মম

ভূতমহেশ্বরম্’ মম স্বজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাত্মন্ত্যামপি মহাস্তমীশ্বরম্। তস্মাজ্জীবৈশ্বর্যে মম পরমেশ্বরস্ত তনুর্ভিন্না; তনুরেবাং অহমেব তনুঃ, সাক্ষাদ্ ব্রহ্মৈব—শাক্তং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ (ভাঃ ৩।১।৮) ইতি মদভিজ্ঞঃ শুকোক্তেরিতি ভবাদৃশৈস্ত্ব বিশ্বস্তামিতি ভাব।”—শ্রীল বিশ্বনাথ।

‘মানুষী তনুকেই বিশেষভাবে বলিতেছেন—পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ভাব অর্থাৎ সত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এই অর্থ—অমরকোষে ভাব শব্দে সত্তা, স্বভাব ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পদমতাবেকেও বিশেষভাবে বলিতেছেন—ভূতমহেশ্বর, আমার অর্থাৎ পরমেশ্বর আমার তনু ভিন্ন নহে, তনুই আমি, আমিই তনু অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মই—আমার জ্ঞাতা শুক বলিয়াছেন—‘শব্দৈকবেত্ত্বয়ে ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন’। অতএব তোমাদের গ্রায় তত্ত্বগণেরও ইহাই বিশ্বাসযোগ্য—এই ভাব’।

শ্রীভগবান্ আত্মবিগ্রহ। অর্থাৎ সেই ত্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ।

‘ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।’

—ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

‘তদেবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপত্বং সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা তথাশ্চৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্’।—শ্রীল জীবপাদ।

‘এই প্রকারে সিদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপী (ভগবানের) যেরূপ বিগ্রহই আত্মা তদ্রূপ আত্মাই বিগ্রহ—ইহা সিদ্ধ হইল।’

ঐ আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং ঘণীভূত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই বিগ্রহ—

‘ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়’—গোঃ ভাঃ উঃ পুঃ বিঃ ১ শ্লোঃ।

‘কিং তদ্রূপমিত্যাदि—ত্রীবিগ্রহাকারং স্বরূপং বস্তু তস্মৈ’।—শ্রীল বিশ্বনাথ

‘তাহার রূপ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে—“শ্রীবিগ্রহ-  
কার স্বরূপ যাহার তাঁহাকে’।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও কাশীবাসী জনৈক  
বিপ্রকে বলিয়াছেন—

‘কৃষ্ণনাম’, ‘কৃষ্ণস্বরূপ’— দুই ত সমান।

‘নাম’, ‘বিগ্রহ’, ‘স্বরূপ’,— তিন একরূপ।

তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দস্বরূপ॥

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ‘ভেদ’।

জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে ‘বিভেদ’ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—১৭শ পরিচ্ছেদ।

একধে কথা হইতেছে, ভগবান্ ও তাঁহার শরীর যদি  
একই পদার্থ হয় এবং ভগবান্ যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না  
হন, তাহা হইলে নরলোকের উহা দর্শনের সম্ভাবনা  
কোথায় ?

তত্বতরে ‘কৃষ্ণমেনমবেহি’—ভাঃ ১০।১৪।৫৫ শ্লোকের  
দ্বিতীয় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ-বলেম—

“তাহার মীমাংসা এই যে, জগতের হিতের জ্ঞান  
নির্হেতুক অচিন্ত্য দয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই জগতে  
জগজ্জনের নিকট দেহধারীর মত প্রতীত হন; স্বয়ং  
ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলিয়া ঐরূপ প্রকাশিত হন মাত্র।  
তাঁহার অতর্ক্য ইচ্ছায় তৎকর্তৃক স্বীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের  
দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হন কিন্তু তৎকর্তৃক অগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ  
তাঁহাকে স্বয়ংই শব্দাদির দ্বারা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।

অতএব ভাগবতামৃত-গ্রন্থে ধৃত অথান্ন রামায়ণ-  
বচনে দেখা যায়,—“নিত্যাব্যাক্তোহপি ভগবানীকতে  
নিজশক্তিভেদঃ। তামৃতে পরমানন্দঃ কঃ পুণ্ড্রোহ্যমিতং  
প্রভুঃ” অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য অব্যাক্ত হইয়াও নিজ  
শক্তিতে ব্যক্ত বা দৃশ্য হ । তাঁহার শক্তি ব্যতীত কে  
সেই অমিত ও পরমানন্দ প্রভুকে দর্শন করিবে ?

ঐ শ্লোকের অর্থে গোড়ীয় বৈষ্ণব্যাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীল  
সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—“ততঃ স্বয়ং প্রকাশ-  
শক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোহ্যবিব্যাক্তো ভবেন্নৈব ন  
নেত্রবিষয়তঃ” ॥ অর্থাৎ ভগবানের স্বেচ্ছাপ্রকাশিকা

প্রকাশক শক্তিদ্বারা তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুতে অব্যাক্ত  
হইতে পারেন, কিন্তু তিনি নেত্রের বিষয়ীভূত ব্যাপার  
নহেন।”

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১০।৮৬।২০-২১ শ্লোকদ্বয়ে  
দেখা যায়, আনন্দ, ধর্ম, কুরু, জাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য,  
পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্গদেশবাসিগণ  
এবং অত্যাশ্র দেশস্থিত নরনারীগণ নিজ নিজ নেত্রদ্বারা  
তৎকালে অমুরাগসহকারে শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল নিরীক্ষণ  
করিয়াছিলেন। ত্রিলোকগুরু ভগবান্ তৎকালে নিজ  
দৃষ্টিপাত দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারবিমুক্তদৃষ্টি জনগণকে অভয়  
ও ভক্তজ্ঞান বিতরণপূর্বক সুর-মানব-কীর্তিত, পাপ-  
বিনাশন, দ্বিজাণ্ডলপ্রকাশক স্বীয় যশোগান শ্রবণ করিতে  
করিতে ক্রমে বিদেহরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের যে দর্শন, তাহা কেবল  
তাঁহার অতর্ক্য অচিন্ত্য রূপাশক্তিরই মহৈশ্বর্য্য জ্ঞাপক।  
তিনি রূপা করিয়া যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কে নিজদর্শন-সামর্থ্য  
প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান্ই তাঁহাকে দেখিতে পান।

“ন শক্যঃ স স্ময়া দ্রষ্টুমস্মাভিবা বৃহস্পতে।

যশ প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমহতি ॥”

মহাতারত শাঃ পঃ ৩৩৮।২০

হে বৃহস্পতে, তুমি অথবা আমরা তাঁহাকে দর্শন  
করিতে সমর্থ নহি। তিনি বাঁহাকে রূপা করেন, তিনিই  
তাঁহাকে দেখিতে পান।

“সচ্চিদানন্দরূপস্তাৎ শ্রীং কৃষ্ণোহধোক্ষজোহপ্যসৌ।

নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥”

পদ্মে

সচ্চিদানন্দরূপ কৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় হইয়াও নিজশক্তি-  
প্রভাবে ভক্তগণকে নিজদর্শনদান করাইতে সমর্থ।

শ্রীগৌরপার্বদ ভক্তপ্রবর শ্রীবাস নিজপ্রভুকে বলিয়া-  
ছেন—

‘অদৃশ্য অব্যাক্ত তুমি হইয়াও নাথ।

করণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ' আপনে।

যারো অল্পগ্রহ কর, জানে সেই জনে ॥”

চৈতন্যভাগবত অ ৯ অ

তবে এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে তাঁহারই রূপায় ও ইচ্ছায় ভক্ত ও অভক্ত সকলেই দর্শন করিলেও উভয়ের দর্শন এবং দর্শনফল এক নহে। কেননা, ভক্তবৎসল ভগবান্ অল্পকুল জনগণকে নিজরূপাদৃষ্টি দানে নিজ মাধুর্য্যের অল্পভবসহ পরমানন্দজনক স্বদর্শন করান, আর প্রতিকূল কংসাদি অসুরগণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় পিত্তদুষ্ট রসনায় মৎস্তশুণ্ডিকা ভোজনের ছায় ভগবানের মাধুর্য্যাত্তব-রহিত ভগবদর্শন করিয়া পরম দুঃখই লাভ করে। ইহাতে সমদর্শী ভগবানের বৈষম্য দোষ নাই, জীবের চিত্তবৃত্তিই দোষ।

তথ্য

ইন্দ্র—আদিব্যাকারিক দেবতাবিশেষ। স্বায়ত্ত্ব, স্বাদোচিব, উত্তম, ভাস, বৈবস্বত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দম-সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্ম-সাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দশ মন্বন্তর। এই চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্র বা দেবতার রাজ্যও চতুর্দশ—যজ্ঞ, রোচন, সত্যজিৎ, ত্রিশিখ, বিভু, মজ্জদ্রুম, পুরন্দর, বলি, অদ্রুত, শলু, বৈধ্বত, গন্ধমানা, দিবস্পতি ও শুচি। (ভাঃ ৮মঙ্কঃ ১ম অঃ, ৫ম অঃ ও ১১শ অঃ দ্রষ্টব্য)

নরুদগণ—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে উৎপন্ন গণ-দেবতাবিশেষ। ইহাদের সংখ্যা উনপঞ্চাশৎ। ভাঃ ৬।৮।৬২-৬৪।

আদিত্য—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, স্বষ্টী, দমিতা, ভগ, বাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—ছাদশ আদিত্য কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। ভাঃ ৬।৬।৩৯।

অষ্টবসু—দ্রোণ, প্রাগ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু ও বিভাবসু। ভাঃ ৬।৬।১০-১১।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বরূপধারী স্বর্ঘ্যের ঔরসে উৎপন্ন বমজ পুত্রদ্বয়—ভাঃ ৬।৬।৪০।

ঋতুদেবগণ—আপ্য, প্রভূত, ঋতু, পৃথুক ও দিবৌকস নামধারী—ভাঃ ৪।৪।৩৩।

অঙ্গিরা—ব্রহ্মার মানসপুত্র। সপ্তর্ষির অগ্রতম ভাঃ ৩।২।২২

একাদশ রুদ্র—মহু, মল্ল, মহিনস্ মহান্, শিব, ঋতুধ্বজ, উগ্রবেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত। ভাঃ ৩।২।১২  
রৈবত, অজ, ভব, একপাদ, অহিব্রহ্ম, ব্যাকপি, ভীম, বাম, উগ্র, বহুরূপ ও মহান্—ভাঃ ৬।৬।১৭-১৮

বিশ্বদেবগণ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরুরবা ও মদ্রব—দশজন—ভাঃ ৬।৬।৭।

সাধ্য—মন, মন্তা, প্রাণ, নর, পান, বীর্ঘ্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু দ্বাদশ-গণদেবতা। ভাঃ ৬।৬।৭

গন্ধর্ষ দেবযোনিবিশেষ। ব্রহ্মার কান্তি হইতে জন্ম—(ভাঃ ৩।২।৩৮)। বিশ্বাবসু প্রভৃতি স্বর্গীয় গায়কগণ।

অঙ্গরা—ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২।৩৮) স্বর্কেষ্টা ও নর্ত্তকীগণ।

নাগগণ—ব্রহ্মার কেশ হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২।৪৮)

সিদ্ধ—ব্রহ্মার অন্তর্দান-শক্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনি-বিশেষ। (ভাঃ ৩।২।৪৪)

চারণ—দেবগণের স্তুতিপাঠক। “দেবান্যং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।” পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড।

গুহক—কুবেরের অমুচর।

ঋষিগণ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। ভাঃ ৩।২।২২।

পিতৃগণ—অঘিষাত্তা, বহির্ষদ, স্ত্রুভাস্বর বা সৌমা, অাজ্যপা, উপহৃত বা উম্পা, ক্রব্যাদ বা হবিষ্যন্ত ও স্ককালিন পিতৃসংজ্ঞক দেবযোনিবিশেষ। ব্রহ্মার অদৃশ্যকায় হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২।৪২)।

বিদ্যাদেবগণ—ব্রহ্মার অন্তর্দানশক্তি জাত ইন্দ্রজাল বিদ্যানৃত্যনিপুণ দেবযোনিবিশেষ (ভাঃ ৩।২।৪৪)।

কিন্নরগণ—স্বর্গীয় গায়ক—ব্রহ্মার প্রতিবিম্ব হইতে উৎপন্ন (ভাঃ ৩।২।৪৫)। ২-৪ ॥

তস্তাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহাক্ৰিভিঃ ।

ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাঙ্কঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥৫৥

**অনুব্র**—অবিতৃপ্তাঙ্কঃ (ন বিতৃপ্তানি অক্ষীণি ইন্দ্রিয়ানি যেবাং তে ব্রহ্মদয়ঃ) মহাক্ৰিভিঃ (মহতীভিঃ ঋদ্ধিভিঃ ভোগ্য ভোগোপকরণৈঃ) সমৃদ্ধায়াং (পূর্ণায়াং, অতএব) বিভ্রাজ মানায়াং (শোভমানায়াং) তস্তাং (দ্বারকায়াং) অদ্ভুত দর্শনম্ (অদ্ভুতম্ অতি সুন্দরং দর্শনং রূপং যন্ত তং) কৃষ্ণং ব্যচক্ষত (অপগম্) ॥৫৥

**অনুবাদ**—হে রাজন্! অনন্তর সেই ব্রহ্মাদি দেবতা-গণ অতুল ঐশ্বর্যাদি বৈভবসম্বিত পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী পরম শোভনীয় দ্বারকানগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া অতিসুন্দর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ॥৫৥

**বিশ্বনাথ**—তস্তাং দ্বারকায়াং ব্যচক্ষত অপগম্ ॥৫৥

**বঙ্গানুবাদ**—তাহাতে অর্থাৎ দ্বারকাতে (কৃষ্ণকে) দর্শন করিয়াছিলেন ॥৫৥

### অনুদর্শিনী

দ্বারকার পরিচয়—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বংশ নিহত হইলে কংগপত্নীদ্বর পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করিয়া তাহাদের বৈধব্যের কারণ পিতার নিকট বর্ণন করে। জরাসন্ধ শোকাক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবী যাদবশূত্র করিবার নিমিত্ত অপরিমিত সৈন্ত লইয়া ক্রমাগত মগধনগর মথুরা অবরোধ করে। অতঃপর অষ্টাদশবার দুন্দুয় সম্ভাবনা কালে নারদ কর্তৃক প্রেরিত কালযবন ও যুদ্ধাশী হইয়া তিন কোটি স্বেচ্ছসৈন্তে মথুরানগর অবরোধ করিল। সন্ধর্ষণ-সহায় শ্রীকৃষ্ণ, কালযবনের মথুরা অবরোধ এবং জরাসন্ধের অদূর্বর্তী ভাবী আক্রমণে তদাশ্রিতগণের বিপদ চিন্তা করিয়া তাবিলেন—অগ্নি এক দ্বিপদ দুর্গম দুর্গ রচনা করিয়া তন্মধ্যে আত্মীয়গণকে স্থাপন পূর্বক পশ্চাৎ কাল-যবনকে বিনষ্ট করিব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আলোচনা করিয়া সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গ এবং তন্মধ্যে এক অতি আশ্চর্যজনক নগর প্রস্তুত করিলেন। উক্ত নগর মধ্যে বিশ্বকস্মার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পনৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যথাযথরূপে রাজপথাди বিস্তৃত

হইয়াছিল, উত্তানসমূহ সুশোভিত ছিল। স্বর্ণময় অট্টালিকাদি বর্তমান ছিল। উক্তনগর চতুর্দিক লোকপূর্ণ ছিল ও উহা রাজগৃহসমূহ সর্বোপরি শোভমান ছিল। দেবরাজ ইন্দ্ৰ, সুরধর্মী নারী দেবসভা এবং পারিজাত; বরুণদেব, অতিবেগবান্ শুক্রবর্ণ অশ্বসকল, কুবের পদ্ম প্রভৃতি অষ্টকোশ এবং অত্যাশ্র লোকপালগণ নিজ নিজ বিভূতি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। অত্যাশ্র সিদ্ধিগণও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিজ নিজ সিদ্ধি-সকল তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ নগরে অবস্থিত সমুদ্রগণ ক্ষুংপিপাসাদি মর্ত্যধর্মে অভিভূত হইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সমস্ত আত্মীয়জনকে মথুরা হইতে ঐ পুরমধ্যে আনিয়াছিলেন। ভাঃ ১০৫০।৪৫-৫৭

পদ্মপুবাণ উত্তরপথে দেখা যায়—

সুসুগ্ধামথুরায়ান্ত পৌরাণন্তজ জনাধিনঃ ।

উদ্ধৃত্য সহসা দ্বারকো দ্বারকায়াং স্থদেশয়ৎ ॥

প্রবুদ্ধা স্তে জনাঃ সর্বৈ পুত্রদ্বারসমম্বিতাঃ ।

হৈম-হর্ষতলে বিষ্টা বিশ্বয়ং পরমং যযুঃ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ জনাধিন মথুরায় নিদ্রিত পৌরজনকে রাত্রিকালে সহসা দ্বারকায় লইয়াছিলেন। সেই সকল লোক জাগ্রত হইয়া পুত্রপরিবারসম্বিত আপনাদিগকে স্বর্ণভবনে অবস্থিত দেখিয়া পরম বিশ্বয় প্রাপ্ত হন।

দ্বারকাধাম নিত্য—ভগবানের স্থায় ভগবানের নাম, ধাম, বিগ্রহ সবই নিত্য ও অপ্রাকৃত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবক্ষেত্রে মথুরা রাজনীলাক্ষেত্রে দ্বারকা এবং বাল্য ও পৌণ্ড্র লীলা ক্ষেত্রে বৃন্দাবন প্রাকৃত জগতে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও ভগবানের স্থায় অপ্রাকৃত ও নিত্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

প্রকৃতির পার ‘পর্যোয়ান’ নামে ধাম।

কৃষ্ণবিগ্রহ বৈছে বিভূত্যা দ গুণবান ॥

সর্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাশ্রি বিশ্রাম ॥

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি ।  
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল, ত্রিবিধে স্থিতি ॥  
সর্কোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক নাম ।  
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম ॥  
মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।  
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্বুহ হৈঞ ॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম অঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুও সনাতন শিক্ষায় বলিয়াছেন,—  
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।  
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥  
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্যপূর্ণ তিন ধাম ।  
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥  
... ..  
ব্রজে কৃষ্ণ সর্কৈশ্বর্য প্রকাশে 'পূর্ণতম' ।  
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' ॥

এখন কথা হইতেছে পরব্যোমে অবস্থিত ধামসমূহের  
সহিত প্রপঞ্চে অবস্থিত এই ধামসমূহের সম্বন্ধ কিরূপ ?

ইহার গীমাংসায় গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজ জীব-  
গোস্বামী প্রভুর স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ হইতে জানা যায়, -

নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে 'তৎসর্কোপরি গোলোকে  
শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্ । বিহরেৎ পরমানন্দী গোপী  
গোকুলনায়কঃ ইতি তদেবং সর্কোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোহ-  
স্তীতি সিদ্ধম্ । স চ লোকস্তত্তলীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ  
দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থানত্রয়াক্ষক ইতি নির্ণীতম্ ।  
অতঃ তু ভুবি প্রসিদ্ধান্তেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন  
শ্রবন্তে, তেবামপি বৈকুণ্ঠান্তরং প্রপঞ্চাতীতত্বনিত্যাস্থা-  
লৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাম্পাদত্ব-কথনং ।"

অর্থাৎ নারদপঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান-প্রসঙ্গে উক্ত  
হইয়াছে, সেই ধাম সকলের উপরিভাগে গোলোকে  
সর্কদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব  
পরমানন্দে বিহার করেন । তাহা হইলে সর্ক-  
লোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয় । সেই কৃষ্ণ-  
লোকেই সেই সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশ-

ভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাক্ষক 'দ্বারকা', 'মথুরা' ও 'গোকুল'  
নামক স্থানত্রয়—তাহাই নির্ণীত হইল । অতঃ প্রপঞ্চাগত  
পৃথিবীতে সেই সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই  
শুনা যায় ; যেহেতু তাহাও অত্ৰ বৈকুণ্ঠের ত্রায় প্রপঞ্চের  
অতীত, নিত্য আলৌকিক-রূপবিশিষ্ট ও ভগবানের  
নিত্যাম্পদ বলিয়া কথিত ।

স্কন্দপুরাণ-বচনেও দেখা যায়,—

যা যথা ভুবি বর্তন্তে পূর্ব্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।

তাস্থা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তলীলার্থমাদৃতাঃ ॥

এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরীসমূহের  
অবস্থিতি আছে, সেই প্রকার পুরীত্রয় তাহার লীলার  
উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত ।

গোলোক, গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম

কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥

( চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ )

নিত্যং সনিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

স্বত্যাশেষাশুভহরং সর্কমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ভাঃ ১১।৩।২৪

ভগবান্ মধুসূদন হরি তথায় নিত্যকাল বিরাজমান  
রহিয়াছেন । ঐ স্থানের অরণ্যমাত্রেরই মানবগণের সর্ক-  
প্রকার অশুভ বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ।

সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে দ্বারকা বা দ্বারাবতী  
অন্ততম,—

অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী হুবন্তিকা ।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা ॥

কুরুপতির পুরঙ্গণাগণ বলিয়াছেন—

অহো বত স্বর্ষশসন্তিরঙ্গরী

কুশস্থলী পুণ্যযশস্বরী ভুবঃ ।

পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেবিতং

স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥

ভাঃ ১।১০।২৭

উঃ কি আশ্চর্য্য ! দ্বারকাপুরী স্বর্গের কীর্ত্তিকেও  
তিরঙ্গার করিতেছে, অতএব স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট এবং  
ইহা পৃথিবীর পবিত্রকীর্ত্তি বিধান করিতেছে । কেননা সেই

দ্বারকাবাসী প্রজাবৃন্দ অত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অমুগ্রহ  
নিমিত্ত তাঁহার অতীষ্ট সহাস্ত্র নয়ন সৰ্ব্বদা দর্শন করেন ।

অদ্বুতদর্শন কৃষ্ণ—‘অতি সুন্দরদর্শন’ কৃষ্ণকে ব্রহ্মাদি  
দেবগণ ‘অতৃপ্তনয়নে’ দর্শন করিয়াছিলেন । অর্থাৎ ঐ  
কৃষ্ণমূর্তি ঈদৃশ সুন্দরদর্শন যে, বারংবার দর্শন করিয়াও  
তাঁহাদিগের নয়নের তৃপ্তি হইল না । তৃপ্তি না হইবার  
বিশেষ কারণ আছে । যে বস্তুর কালে পরিবর্তন হয়  
অর্থাৎ যে বস্তু পুরাতন হয়, তাহার দর্শনেই জীবের  
তৃপ্তি হয় । কিন্তু যাহা নিত্য-নূতন, যাহা প্রত্যেক দর্শনে  
নূতন অমুভূত হয়, তাহাকে দর্শন করিয়া কেহ কখনই  
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না ; বরং দর্শনের অভিলাষ  
ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । শ্রীকৃষ্ণের মধুরতম শ্রীমূর্তি  
নিত্য-নূতন বলিয়াই দেবগণ তদর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে  
পারেন নাই ।

“ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ সৰ্ব্বমনোহর শ্রীমূর্তি প্রকট  
করিয়াছিলেন যে তিনি নিখিল-লোকলাবণ্যবিজয়িনী  
স্বীয় অঙ্গপ্রভাঙ্গার মানবগণের নয়ন আকর্ষণ করিয়া-  
ছিলেন । অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ-দর্শন ব্যতীত চক্ষুর অত্ম দর্শনে  
অপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছিল ।” ভাঃ ১।১।৬

শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্তনকারী জগদগুরু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী  
নিজ ইষ্টদেবের রূপবর্ণনায় বলিয়াছেন,—

যশাননং মকরকুণ্ডলচাক্ষুর্কর্ণ-

ব্রাজ্যং কপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।

নিত্যোৎসবং ন তত্পূর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো

নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেষচ ॥

ভাঃ ৯।২৪।৬৫

যাঁহার মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডলশোভিত কর্ণ, শোভমান  
কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস,—এই সমস্ত নিত্যোৎসব  
চক্ষুদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন  
এবং দর্শনবোধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত  
হইতেন ।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিজের শ্রীমুখেই এই

শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজপার্বদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী  
প্রভুকে শুনাইয়াছেন,—

সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজরাজ ।

কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি’ রাজ্যশাসনে

করে সঙ্গে চন্দ্ৰের সমাজ ॥

ছুই গও সূচিকণ, জিনি’—মণি সুদর্পণ,

সেই ছুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।

ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,

সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥

করনখ চান্দের ঠাট, বংশী উপর করে নাট

তার গীত মুরলীর তান ।

পদনখ—চন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন,

নৃপূরের ধ্বনি যার গান ॥

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,

বিলাসী রাজা সতত নাচায় ।

জু—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুগুণ—ছুই কাণ,

নারীমন-লক্ষ্য বিক্ষে তায় ॥

এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,

বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত ।

কাহোঁ স্থিত জোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে

সব লোক করে আপ্যায়িত ॥

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-বুর্ণন,

মস্তী যার এ-ছুই নয়ন ।

লাবণ্য—কেলি-সদন, জননেত্ররসায়ন,

সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥

যাঁর পুণ্যপুঞ্জকলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,

ছুই আঁখি কি করিবে পানে ?

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে, মনঃকোভ,

ছুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥

না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিলা আঁখি ছুটি,

তাতে দিলা নিমিষ-আছাদন ।

বিধি—জড় তপোধন, বসন্তু তার মন,

নাহি জানে যোগ্য স্বজন ॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,

বিধি হঞা হেন অবিচার।

মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,

তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দর্শনে অস্ত্রের অতৃপ্তি ত দূরের কথা,  
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নিজরূপ-দর্শনে নিজেই অতৃপ্ত ও বিশ্বস্ত,—

যমার্ভ্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-

মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগর্দেঃ

পরং পদং ভূষণভূষণাক্ষম্ ॥ ভাঃ ৩২।২

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বীয় যোগমায়াবলে প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় শ্রীমূর্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকর্ষ্য এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃষ্টের মধ্যে পরম অলৌকিক ॥ ৫ ॥

স্বর্গোত্তানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদুত্তমম্।

গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তষ্টবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয় । (তদা তে) স্বর্গোত্তানোপগৈঃ (স্বর্গো-  
ত্তানৈঃ) মাল্যৈঃ (পুষ্পৈঃ) যদুত্তমং (যদুবরং) জগদীশ্বরং  
(শ্রীকৃষ্ণং) ছাদয়ন্তঃ (আবৃণন্তঃ) চিত্রপদার্থাভিঃ (চিত্রাণি  
মনোহরাণি, শৃঙ্খলবদ্ধ প্রায়ানি পদাণি অর্থাৎ যাস্থ তাভিঃ)  
গীর্ভিঃ (বাণীভিঃ) তুষ্টবুঃ (স্তববন্তঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । অনন্তর তাঁহারা স্বর্গীয় নন্দন-কাননজাত  
পুষ্পমাল্যরাশি-দ্বারা যদুবর জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত  
করিয়া স্তললিত পদ এবং স্তমধুর অর্থযুক্ত বাক্যদ্বারা তাঁহার  
স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ । স্বর্গোত্তান এবোপগৈরূপগতৈঃ । চিত্রাণি  
শৃঙ্খলাবদ্ধপ্রায়ানি পদানি অর্থাৎ যাস্থ তাভির্গীর্ভিঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । স্বর্গোদ্যানে উপগ অর্থাৎ উপগত ।  
চিত্র অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধপ্রায় পদ এবং অর্থ যাহাতে সেই  
বাক্য দ্বারা ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী । দেবগণ স্বর্গ হইতে নন্দন-কাননজাত

পুষ্পদ্বারা সুরচিত যে মাল্য আনিয়াছিলেন, তদ্বারা  
যদুবল-ভূষণ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিলেন।  
শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের প্রিয়তম। সুতরাং তাঁহাদের অত্যন্ত  
প্রিয়বস্ত্র নন্দন-কাননজাত পুষ্পসকল দ্বারাই তাঁহারা  
শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিলেন। কেবল তাহাতেই সম্যক  
হইতে পারিলেন না,—বিচিত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ ও অর্থযুক্ত  
শ্রুতিমনোহর স্ততিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে  
প্রবৃত্ত হইলেন।

যে কাব্যের পূর্ব পূর্ব পঙ্ক্তির চরমস্থ বর্ণ, পদ ও তাহার  
অর্থ উত্তর পঙ্ক্তির আদিম বর্ণ, পদ ও পদের অর্থসমূহের  
সাদৃশ্য থাকে, তাহাকে ‘চিত্রকাব্য’ বলে ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ,

নতাঃ স তে নাথ পদারবিন্দং

বুদ্ধীজিয়প্রাণমনোবচোভিঃ ।

যচ্চিন্ত্যতেহত্বদি ভাবযুক্তৈ-

মুমুকুভিঃ কৰ্ম্মময়োকুপাশাং ॥ ৭ ॥

অন্বয় । শ্রীদেবাঃ উচুঃ,—(হে) নাথ ! কৰ্ম্মময়ো-  
কুপাশাং (কৰ্ম্মময়াং উরোদৃঢ়াং পাশাং বন্ধনাং)  
মুমুকুভিঃ (মুক্তিকামিভিঃ) ভাবযুক্তৈঃ (যোগনিষ্ঠৈঃ নৈঃ)  
যৎ (কেবলং) অত্বদি (হৃদয়ে) চিন্ত্যতে (ন তু দৃশ্যতে  
তৎ) তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং) (দৃষ্টা বয়ম্)  
বুদ্ধীজিয়প্রাণমনোবচোভিঃ নতাঃ সঃ (নমস্কৃতবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । শ্রীদেবগণ বলিলেন, হে নাথ ! মুমুকুগণ  
দৃঢ় কৰ্ম্মময় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি কামনায় হৃদয়মধ্যে  
কেবলমাত্র যাহার ধ্যান করিয়া থাকেন, সাক্ষাৎ দর্শন  
করিতে পারেন না, আমরা আপনার কুপায় সেই  
শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন  
এবং বাক্যদ্বারা সর্বতোভাবে আপনাকে প্রণাম  
করিতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ । বুদ্ধা বুদ্ধাধিষ্ঠানেন হৃদয়েণেন্দ্রিয়েণেতি  
দৃগ্ভ্যাং পদ্যোং দোৰ্ভ্যাঞ্চৈতর্যঃ । প্রাণেন প্রাণবতা



দেহেনেতি জাম্বাভঙ্গ্যাপি লক্ষ্যনি। বধাহঃ,—“দৌর্য্যাং  
পত্যাঞ্চ জাম্বাভঙ্গ্যাপি শিরসা দৃশ্য। মনসা বচসা  
চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ” ইতি। যচরণারবিন্দং  
কেবলমন্তুহুদি চিত্ত্যতে ন তু দৃশ্যতে। তৎ বয়ং দৃষ্ট্বা  
নতাঃ অ ইত্যাহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ‘বুদ্ধি-দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধির অবিষ্টান  
হৃদয়-দ্বারা, ইন্দ্রিয়-দ্বারা অর্থাৎ অক্ষিহৃদয়, পদদ্বয় ও বাহু-দ্বয়  
দ্বারা। প্রাণদ্বারা অর্থাৎ প্রাণবান্ দেহদ্বারা, ইহাতে  
জাম্ব প্রভৃতি অসংখ্য অঙ্গও পরিলক্ষিত। যেমন কথিত  
আছে—“বাহুদ্বয়-দ্বারা, পদদ্বয়-দ্বারা, জাম্বদ্বয়-দ্বারা, বক্ষঃ-  
স্থলদ্বারা, মস্তকদ্বারা, নয়নদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা যে  
প্রণাম তাহা ‘অষ্টাঙ্গ প্রণাম’ বলিয়া কথিত।” ঐহাচর  
চরণারবিন্দ কেবল অন্তঃহৃদয়ে চিস্তিত হয়, দেখা যায় না,  
তাহা আমরা দেখিয়া প্রণাম করিতেছি। অহো, আমাদের  
কি সৌভাগ্য! ॥ ৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবের প্রারম্ভে  
ভগবান্কে বলিলেন, হে নাথ! আমরা আপনাকে  
‘বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ’ প্রণাম করিতেছি। অর্থাৎ  
আমরা জগৎকার্য্যে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত  
প্রস্তাবে আপনিই একমাত্র নাথ বা স্বামী। আপনিই মূল  
কর্ত্তা। আমরা আপনার শক্তিতেই শক্তিমান হইয়া  
আপনার ঈক্ষিত কার্য্যে ব্রতী। আপনাকে ছাড়িয়া  
আমাদের ব্যক্তিগত কোন সামর্থ্য নাই এবং আমরা  
অনাথ।

ভগবান্ই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ষ্টা—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামম্ভজং প্রভুঃ।

মাত্রার্থক্ ভবার্থক্ আত্মনৈহকল্পনায় চ ॥ ভাঃ ১০।৮।৭।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—রাজন, জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও  
মুক্তির জন্ত ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণ  
সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই জন্ত বলিলেন—আমাদের যে  
কোন অংশে কর্তৃত্বের অভিমান হয়, আমরা সেই সেই অংশ  
আপনাতে অর্পণ করিয়া আপনারই সেবা করিতে চাই।

আমরা যে বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে সদস্য বিচার করি; যে  
চক্ষুদ্বারা দর্শন করি, যে পদদ্বয়ের দ্বারা যাতায়াত করি ও  
যে বাহুদ্বারা কার্য্য করি; যে প্রাণন-শক্তির দ্বারা দেহের  
ইতস্ততঃ সঞ্চালন করি; যে মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করি  
এবং যে বাক্যের দ্বারা মনোগত ভাব মুখে প্রকাশ করি—  
এ সকলই -আপনার প্রদত্ত আমাদের ব্যবহারোপযোগী  
উপকরণ মাত্র। আপনি অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ে  
অবস্থান করিতেছেন। আপনার ঈক্ষণেই ইহার  
কার্য্যক্ষেত্রে করণের কার্য্য করিয়া থাকে। আপনার প্রদত্ত  
সামগ্রীই আপনার সেবায় প্রদান করিলাম। আপনি  
কৃপাপ্রকাশে গ্রহণ করুন।

ভাবযুক্ত মুমুক্শুগণই কেবল ভগবানের চরণ অন্তরে  
চিস্তা করেন কিন্তু দেখিতে পান না। ইহার দ্বারা বুঝা  
যায় যে, ভাবরহিত শুদ্ধ মুমুক্শুগণ ভগবানের চরণচিস্তনেও  
অযোগ্য। দেবতাগণ সেই শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারই  
রূপ-গুণাদির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে অষ্টাঙ্গে  
প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
করিয়া বলিলেন—অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য! ॥ ৭ ॥

ঋং মায়য়া ত্রিগুণয়াঅনি দুর্বিভাব্যং

ব্যক্তং সৃজন্তবসি লুপ্তসি তদগুণস্থঃ।

নৈতৈর্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ

যৎ স্মে স্মখেইব্যবহিতেহভিরতোহনবদ্যঃ ॥৮॥

**অনুব্র।** (হে) অজিত! ঋং তদগুণস্থঃ (তত্ত্বাঃ

মায়য়া গুণেষু সদ্ভাবিষু নিয়ন্তৃৎস্বেন স্থিতঃ সন্, তয়া)  
ত্রিগুণয়া (ত্রিগুণমব্যা) মায়য়া আত্মনি (স্বস্মিন্ আধারভূতে)  
দুর্বিভাব্যং (মনসাপি অবিতর্ক্যং) ব্যক্তং (মহাদাদি  
প্রপঞ্চং) সৃজসি, অবসি (পালয়সি) লুপ্তসি (সংহরসি)।  
এতৈঃ (সৃষ্টাদিভিঃ) কর্ম্মভিঃ ভবান্ বৈ (নুনং) ন  
অজ্যতে (পুণ্যপাপাদিভিঃ ন লিপ্যতে) যৎ (যস্মাৎ)  
অনবদ্যঃ (অবিদ্যাদিদোষরহিতঃ) অব্যবহিতে (অনার্যতে)  
স্মে (আত্মস্বরূপে) স্মখে অভিরতঃ (রমমাণোহস্মি) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।** হে অজিত ! আপনি সত্ত্বাদি মায়িক গুণসমূহের নিয়ন্তৃত্বপূর্ণে অবস্থান করিয়া স্বীয় ত্রিগুণময়ী মায়া-দ্বারা আধারভূত স্বরূপেই মহত্ত্ব প্রভৃতি অচিন্তনীয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন ; অথচ এই সকল কর্মদ্বারা আপনি স্বয়ং লিপ্ত নহেন, কেননা, আপনি অবিজ্ঞাদি-দোষরহিত এবং অনাবৃত বলিয়া সর্বদা স্বাত্মানন্দে বিরাজিত ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ ।** অম্মাদিভিরীশ্বরৈরপি নমস্তত্তে তব দুর্ষিতকর্তা পরম-পরমেশ্বরত্বমেব হেতুরিত্যাছস্বমিতি । ব্যক্তং বিশ্বং তদগুণস্থঃ তত্ত্বা মায়ায়া গুণেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ । সৃষ্টাদিকং কুর্ষন্নপি এতৈঃ কল্পভির্বান্ নাজ্যতে ন লিপ্যতে । তত্র হেতুঃ । যঃ স্বীয়ে স্তখে অব্যবহিতে অনাবৃত্তেহভিরতঃ ন তু জীব ইব স্তখে অবিজ্ঞয়া আবৃত্তে সতি রমণাত্বাদীনঃ, অতএব স কল্পভিলিপ্তঃ । এবঞ্চ ত্বমনবজঃ স তু সাবজঃ ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** “আপনি যে আমি প্রভৃতি ঈশ্বর-গণেরও নমস্ত কেন, তাহার হেতু—আপনার দুর্ষিতকর্তা পরম-পরমেশ্বরত্ব । ব্যক্ত অর্থাৎ বিশ্ব—তদগুণস্থ অর্থাৎ সেই মায়ার গুণসমূহে নিয়ন্তৃত্বপূর্ণে স্থিত । সৃষ্টাদি করিয়াও এই সকল কর্মের দ্বারা আপনি লিপ্ত হন না । তাহার হেতু যিনি স্বীয় অব্যবহিত অর্থাৎ অনাবৃত স্তখে অভিরত । জীবের তায় নিজের স্তখ অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে রমণের অভাবহেতু দীন নহেন । অতএব জীব কর্মের দ্বারা লিপ্ত । আর এই ভাবেই আপনি অনবজ, সে কিন্তু সাবজ” ॥ ৮ ॥

**অনুদর্শিনী ।** মায়াধীশ ভগবান্ রূপা করিয়া লোক-উদ্ধারহেতু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও মায়ামুক্ত ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহার সমস্ত ভূতের মহেশ্বরত্ব এবং তাঁহার পরম ভাব বুঝিতে পারে না । এমন কি, অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট ঐ ভগবান্কে প্রাকৃত কর্মফলবাহ্য জীবগণের অত্মত্ব বিচার করিয়া অবজ্ঞা করে । এ কথা গীতায় স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন ;—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুবা ই তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

ভগবন্মায়া কেবল মর্ত্যজীবগণের উপরই এইরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহে, দেবগণের উপরও স্বপ্রভাব বিস্তার করে—ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপতনয় বুদ্ধি করিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ংই গোপবালক ও গোবৎস হরণ করিয়া, শিব—স্বভক্ত বাণরাজার পক্ষে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্র—স্বযজ্ঞভঙ্গ ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞারম্ভে সপ্তাহকাল সামার্য্যামুরূপ প্রলয় মেঘবর্ষণ করিয়া, অগ্নি—দাবানলরূপে নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে দাহ করিতে যাইয়া, বরুণ—কৃষ্ণপিতা নন্দরাজকে ভৃত্যদ্বারা অপহরণ করিয়া এবং অত্যাচার সকলে নানাভাবে এইরূপ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু পরম কারুণিক সর্বলোক-প্রভু ভগবানের অপার রূপায় সকলেই স্বদোষমুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে আশ্রয় পাইয়াছিলেন । আজ আবার সেই অধোক্ষজ মায়াধীশ ভগবানের চরণ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজে নিজে ঈশ্বরাত্মিনী দেবগণ পুনরায় ঐ মায়ায় মুগ্ধ না হন,—তজ্জগুই এই প্রকার শুব. করিলেন ।

তাহা ছাড়া, সংসার-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সংসারীর তায় লৌকিক পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ এবং পারলৌকিক যজ্ঞ-দানাদি সংকল্পসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া পুনরায় জীব তাঁহাকে সাধারণ লোকের তায় জ্ঞান করিয়া অপরাধী না হয়—তজ্জগুও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত, পূজা ও স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে পরম-পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত করিলেন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরমপরমেশ্বর—

নভাঃ স্ব তে নাথ সদাজিৎ পঙ্কজঃ

বিরিঞ্চি-বৈরিঞ্চ্য-সুরেন্দ্রবন্দিতম্ ।

পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং

ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥ ভাঃ ১।১১।৫

দ্বারকাবাসী প্রজাগণ বলিলেন—হে নাথ, আপনার পাদপঙ্কজের বন্দনা করি । স্বয়ং ব্রহ্মা, সনকাদি কুমারগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ উহা বন্দনা করিয়া থাকেন । এ সংসারে যাহারা শ্রেয়ঃ কামনা করে, ঐ পাদপদ্ম তাহাদের পরম অবলম্বন । কাল ব্রহ্মাদিরও প্রভু হইলেও আপনার পাদপদ্মের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয় না ।

কেবল প্রণিপাতাদি সেবা ও বাক্যদ্বারা তাঁহাকে মহামহেশ্বর বলিলেন না—তিনি নিজের কৰ্ম্মেই যে নিজে শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে ‘অজিত’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সংসারীর জায় সকল কার্য্য সমাধা করিলেও আপনার ঐ কৰ্ম্মসমূহ সাধারণ কৰ্ম্ম নহে—লীলা; এবং ঐ কৰ্ম্মে আপনি আসক্ত হইয়া কৰ্ম্মজিত নহেন;—আপনি অজিত।

দেবতাগণ আরও বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি এই ব্যক্ত বিশ্বে অবস্থিত হইলেও মায়ায় গুণাধীন নহেন—গুণাতীত এবং গুণনিয়ন্তা। ইহাই আপনার পরম-পরমেশ্বরত্ব। কেননা,—

এতদীশনমীশশ্চ প্রকৃতিস্বোহপি তদুত্তরৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাশ্চৈবৈখা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ভা: ১।১১।৩৮

প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসরিকর্ষেও মায়াগুণে বুদ্ধ হয় না।

‘ভগবান্ স্বয়ং গুণসমূহে অবস্থান করেন, গুণগণও তাঁহাতে অবস্থান করে, তাহা হইলেও গুণের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ নাই। বস্তুতঃ ভগবানেরই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠানস্বৈ এবং অধিষ্ঠাতৃত্বে নিগুণস্বই উক্ত হইয়াছে। “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চেতি” —গো: ভা:

অর্থাৎ তিনি সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং নিগুণ।

“সদ্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ”

—বিষ্ণুপুরাণ

ঈশতত্ত্বে সদ্বাদি প্রাকৃতগুণসকল থাকিয়াও নাই।

হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে: পরঃ ॥

ভা: ১০।৮।৫

—শ্রীবিষনাথ।

ভক্ত অর্জুন ভগবান্কে বলিয়াছেন—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত বা অধিকারী। তুমি স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে

বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান কর,

স্বমাগ্নঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতে: পরঃ।

মায়াং বুদ্ধস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবলো স্থিত আত্মনি ॥

ভা: ১।৭।২৩

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

আত্মগ্বেবাত্মনা আত্মনাং স্বজে হ্মাহুপালয়ে।

আত্মমায়াভূতাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা ॥

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণাময়ঃ।

ভা: ১০।৪৭।৩০-৩১

অর্থাৎ আমি স্বকীয় মায়াশক্তির বলে নিজের মধ্যেই ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণস্বরূপ নিজের দ্বারা নিজেতেই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার সাধন করিতেছি। আত্মা জ্ঞানময় এবং গুণাতীত বলিয়া বস্তুতঃ গুণসমূহে অননুগত ও শুদ্ধস্বরূপ।

দেবগণ আরও বলিলেন, প্রভো! আপনি এই বিশ্বে বাস করিলেও বিশ্ববাসী জনমাত্র নহেন; কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা। ‘কৰ্ম্ম করিতে গেলে কৰ্ম্ম-স্পৃহা থাকা চাই এবং কৰ্ম্মান্ত্যস্তানের পর কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয়’,—ভগবানের এইরূপ প্রণেয় অবকাশ না দিয়াই বলিতেছেন,—

প্রভো! সৃষ্ট্যাদি কৰ্ম্ম করিয়াও আপনি কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না; ইহার কারণ আপনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র বিশ্ব রচনা করিয়াছেন; অথচ এই সকল কৰ্ম্মে লিপ্ত নন। আপনি স্বয়ং ত লিপ্ত নহেনই, এমন কি, যিনি আপনার রূপায় আপনাকে অলিপ্ত জানিতে পারেন, তিনি নিজেও কৰ্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। ইহা আপনারই রূপায় আমরা অবগত হইয়াছি। তাহা ছাড়া আপনার শ্রীমুখবাক্যও পাই;—

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভির্নাস বধ্যতে ॥

গী: ৪।১৪

দেবতাগণ বলিলেন;—প্রভো! সৃষ্ট্যাদি কৰ্ম্মে আপনার

লিপ্ত না হইবার কারণ এই যে, আপনি আপনার নিজের অনাবিল আনন্দেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বরং আপনার রূপাপ্রদত্ত আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়।

অর্জিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।

আত্মানন্দেন পূর্ণশ্চ করবাণি কিমল্লকঃ ॥ ভাঃ ১০।৫৮।৮

রাজা নগ্নজিৎ যথাবিধি পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এইরূপ कहিলেন, হে জগৎপতে, নারায়ণ, আপনি আত্মানন্দে পরিপূর্ণ; অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্রজন আপনার কোন প্রিয়কার্য্য অমুষ্ঠানে সমর্থ হইবে?

‘রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়াং লক্শনন্দী ভবতি। কো হেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাং যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দয়তি।’—তৈত্তিরীয় ২।৭

সেই পরমতত্ত্বই রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কেই বা শরীর ও প্রাণচেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ না হইতেন; তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! জীবের আত্মানন্দ অবিচ্ছাদ্য আবৃত হওয়ায় সে দীন। অতএব জীব কর্ণের দ্বারা লিপ্ত। আর আপনি রাগাদিদোষরহিত; জীব কিন্তু রাগাদিদোষবৃত্ত। অবিচ্ছা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ। মায়ায় প্রভু ভগবান্ উহার বশীভূত নন; কিন্তু প্রভুর বিভিন্নাংশ জীব ঐ দোষ-সমূহে বদ্ধ হইবার যোগ্য।

“মায়াবীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।”

চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ।

হ্লাদিচ্ছা সংবিদাল্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিচ্ছা-সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

—শ্রীধর।

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সঙ্ঘিৎ-শক্তিদ্বারা আল্লিষ্ট; কিন্তু জীব অবিচ্ছাদ্য সংবৃত্ত, স্মরণ্য সংক্লেশ-সমূহের আকর।

এবং তিনি আরও বলিয়াছেন—

স ঈশো যদংশে মায়া, স জীবো যন্তয়াদ্বিতঃ।

স্বাবিভূত-পরমানন্দ স্বাভিভূত-স্বভূঃখভূঃ ॥

স্বদৃগুথবিপর্য্যাসতবতেদজভীশ্চঃ।

যন্মায়া জুব্রাস্তে তমিমং নৃহরিং হুম ॥ —শ্রীধর

অর্থাৎ মায়া যাঁহার বশীভূত তিনিই ঈশ্বর, মায়াদ্বারা যিনি পীড়িত সেই জীব। স্বয়ং ভগবানেই পরমানন্দ অবস্থিত, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের নিজমধ্যেই আত্যন্তিক দুঃখ-ভূমিকা অবস্থিত। জীব যে নৃহরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজ মায়িক দর্শন হইতে জ্ঞাত বিপরীত বুদ্ধি- (অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত) জনিত ঈশ্বরসম্পর্ক-রহিত বিশ্বে ভেদদর্শনহেতু ভয় ও শোক ভোগ করিতে থাকে, সেই শ্রীমুসিংহদেবকে আমরা প্রণাম করি ॥৮॥

গুন্ধিন্ৰূপাং ন তু তথৈভ্য ছুরাশয়ানাং

বিচ্ছাশ্রুতাদ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।

সদ্ধাত্মনাগৃহত তে যশসি প্রবুদ্ধ-

সচ্ছদ্ময়া শ্রবণসমুত্থয়া যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

অস্বয়। (হে) ঈদ্য! (স্বত্যা!) (হে) ঋষভ! (শ্রেষ্ঠ!) তে (তব) যশসি (যশোবিষয়ে) শ্রবণ-সমুত্থয়া (শ্রবণেন সমুত্থয়া পরিপুষ্টিয়া) প্রবুদ্ধসচ্ছদ্ময়া (অতিবুদ্ধয়া সত্যা শ্রদ্ধয়া) সদ্ধাত্মনাং (সত্যং) যথা (যদ্বং গুন্ধিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ) ছুরাশয়ানাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) নৃপাং (মহ্মায়াং) বিচ্ছাশ্রুতাদ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ (বিচ্ছা উপাসনা, শ্রুতং বেদার্থশ্রবণং মননাদি চ, অধ্যয়নং বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নং, দানম্, তপঃ, ক্রিয়া চাত্মায়ণাদিরূপা ক্রিয়া চ তাভিঃ) তু তথা (তদ্বং) গুন্ধিঃ ন (ন স্যাৎ) ॥৯॥

অনুবাদ! হে জগৎপূজ্য! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! গুরু-মুখবিগলিত আপনার বিমল যশোরাশিশ্রবণ-জনিত-শ্রদ্ধা-ফলে সাধুদিগের যেরূপ বিশুদ্ধতা লাভ হয়, বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত মানবগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা এবং চাত্মায়ণাদিক্রিয়া দ্বারা সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয় না ॥৯॥

**বিশ্বনাথ**। অতো যথা তচ্চরণমেব নমস্তং তথৈব  
হৃদয়শ্চ এব শ্রবণশ্রবণাদিবিষয়ীকর্তব্যমিত্যাহঃ শুদ্ধিরিতি,—  
হে ঈড্য, হু ভো বিদ্যাভিত্তিস্থা শুদ্ধির্ন ভবতি। যত-  
স্তাভিরেব দুরাশয়ানাং বিদ্যাভিত্তিগর্ভেণ দুষ্টি এব আশয়ঃ  
প্রায়ঃ প্রাদিত্যর্থঃ। সত্ত্বান্নানাং শুদ্ধসত্ত্বপুংস্বাং অবতারানাং  
মধ্যে স্বভব, হে শ্রেষ্ঠ। তে তব যশসি শ্রোতুং স্বর্ভুং  
কীর্তয়িতুঞ্চ প্রবন্ধা সতী শ্রেষ্ঠা যা শ্রদ্ধা তয়া যথা শুদ্ধিঃ  
প্রাপ্য। কীদৃশ্চা শ্রবণেন শাস্ত্রাদিশ্রবণেন সম্ভূতয়া  
পরিপুষ্টয়া ॥৯॥

**বঙ্গানুবাদ**। “অতএব যেমন তাঁহার চরণই  
প্রণামের বিষয়, তেমনই তাঁহার যশকেই শ্রবণ-শ্রবণ  
প্রভৃতির বিষয় করা উচিত। হে ঈড্য (পূজ্য) বিদ্যা-  
দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি হয় না, যেহেতু তাহাদিগের দ্বারা ই-  
দুরাশয়গণের বিদ্যাভিত্তিগর্ভজন্তু চিত্ত দুষ্টি হইয়া থাকে।  
হে সত্ত্বান্না অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বপুংস্বাং অবতারগণের স্বভব অর্থাৎ  
শ্রেষ্ঠ, তোমার যশে যে শ্রদ্ধা শুনিতে, শ্রবণ করিতে ও  
কীর্তন করিতে বদ্ধিত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠা—তাহা দ্বারা সেরূপ  
শুদ্ধি হয়। কিরূপ শ্রদ্ধা, না, শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রাদিশ্রবণ  
দ্বারা সম্ভূত অর্থাৎ পরিপুষ্টা” ॥৯॥

### অনুদর্শিনী

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! ভক্তগণ  
আপনার যে চরণ সর্বদা চিন্তা করেন, এবং আপনি  
নিজপ্রয়োজন না থাকিলেও রূপাপূর্বক যে চরণ  
পৃথিবীতে প্রকট করিয়াছেন, উহা সর্বদাই প্রণামের বিষয়।  
কিন্তু আপনার কন্ঠের প্রয়োজন না থাকিলেও আপনি  
অবতীর্ণ হইয়া যে বিবিধ ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন,  
উহা কেবল আপনার ভক্তগণের বিনোদনের জন্ত হইলেও  
উহা বিষয়রাগী, অশাস্ত্রান্না জীবগণেরও চিত্ত-সংশোধনের  
জন্ত। সুতরাং আপনার অলৌকিক যশোরাশি শ্রবণ-  
শ্রবণাদি করা একান্তই কর্তব্য। কেননা, ঐ যশঃকথা-  
শ্রবণে জীবের চিত্ত সহজে ও অতি অল্প প্রযত্নে  
পরিশোধিত হয়, এবং আপনার সেবায় শ্রদ্ধা লাভ হয়।

হে পূজ্য! বিদ্যা—অর্থাৎ দেবতাস্তর-উপাসনা, শ্রুত—  
বেদার্থশ্রবণ ও মনন, অধ্যয়ন—বিধিপূর্বক গুরুসমীপে  
বেদাদি পাঠ, দান, তপস্শা—কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান  
এবং ক্রিয়া—বর্ণাশ্রমামুরূপ যজ্ঞ ও সঙ্কোপসনার অনুষ্ঠানাদি  
—চিত্তশুদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রে বর্ণিত হইলেও ঐ সকল  
উপায়ে অনেক স্থলে মঙ্গলের বিপরীত অমঙ্গলই আনয়ন  
করে; কেননা দুরাশয় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিদ্যাদির  
শুভ ফল বিনয়াদিলাভের পরিবর্তে গর্বাদিদ্বারা অভিভূত  
হইয়া অধিকতর চিত্তমালিন্যদোষে দুষ্টি হয়; যথা—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোহধ্যয়নং স্বধর্ম-

ব্যাখ্যা-রহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে স্বজিতেন্দ্রিয়াণাং

বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাস্তিকানাং ॥

ভাঃ ৭।৯।৪৬

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ নিজ ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের স্তোত্রে  
বলিয়াছেন,—হে অন্তর্ধামিনি! মৌন, ব্রত, শাস্ত্রনৈপুণ্য,  
তপস্শা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জনবাস, জপ ও  
সমাধি—এই দশটা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ।  
ঐগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে জীবনযাত্রা-  
নির্বাহোপযোগী উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে এবং দম্ভের  
ফল নিয়ত একরূপ নহে বলিয়া দাস্তিক ব্যক্তিগণের পক্ষে  
কখনও জীবনোপায় হয়, কখনও বা নাও হইয়া থাকে।

অতএব হে প্রভো! আপনার অলৌকিক যশোরাশি-  
শ্রবণেই চিত্তের প্রকৃত শুদ্ধি হয়, অল্প উপায়ে হয় না।

শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোকপ্রাপ্তির জন্ত বিষুতীর্থ  
নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শুভ ফল না  
পাইয়া অবশেষে হরিকথা-কীর্তনকারী পরমভাগবত শ্রীমুত  
গোস্বামী প্রভুর সন্নীপে হরিকথা-শ্রবণের জন্ত সমাগত  
হইয়া বলিয়াছিলেন—

কো বা ভগবতস্তত্ত্ব পুণ্যশ্লোকেভ্যাকর্ষণঃ।

শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদশ্বঃ কলিমলাপহম্ ॥ ভাঃ ১।১।১৬

সেই পবিত্র-চরিত্র হরিগণপূজ্য উরুক্রম ভগবানের  
কলিকলুহারণী কীর্তিকথা শুদ্ধিকামী অর্থাৎ আত্ম-

শোধানার্থী কাহারই বা শ্রবণ করা উচিত নয়? অর্থাৎ সকলেরই শ্রবণ করা কর্তব্য।

ঋষিগণের প্রশংসামূহের উত্তর দিতে বাইয়া শ্রীশ্রুত গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—

শ্রুতং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীৰ্ত্তনঃ।

হৃদন্তঃস্থো হৃদদ্রাণি বিধুনোতি স্মৃৎ সতাম্॥

ভাঃ ১২।১৭

যাহার নাম শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন পরমপাবন; এবিধ সাধুগণের হিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্ৰাকৃত কথা ও নাম গুণ-শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্য্যামী চৈত্যান্তরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

প্রায়োপবেশন-ব্রতধারী মহারাজ পরীক্ষিৎ জগদগুরু শ্রীল শুকদেবের নিকট ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পুনঃ পুনঃ শ্রবণের জন্ত বলিতেছেন—হে মহাভাগ, যে প্রকারে আমি যাবতীয় বিষয়মূল হইতে নিমুক্ত নিঃসঙ্গ মনকে অধিলাত্না ত্রীকৃষ্ণে সন্নিবেশিত করিয়া আমার কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তদ্বিবর আমাকে বলুন। কেননা, আমি বৃষ্টিতে পারিয়াছি,—

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতচ্চ স্বেচ্ছিতম্।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্থানং ভাবসরোরুহম্।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্ত যথা শরৎ॥ ভাঃ ২।৮।৪-৫

অর্থাৎ যিনি শ্রীহরির বিক্রমাদির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীৰ্ত্তন করেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রবৃত্ত ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদ্ভিত হন।

শ্রীহরি কর্ণরন্ধ্রদ্বারা (ভক্তজনের স্বীয়কৃত দাণ্ড-সখ্যাদি ভাবরূপ হৃৎপদে) কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া কাম-ক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বোতোভাবে অর্থাৎ কিছু মাত্র অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন; যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী-তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ইহার মীমাংসা এই যে,—“কুন্তস্থ মলযুক্ত জলে নির্মল বা দ্রব্যান্তর মিশ্রণে কেবল কুন্তস্থ জল শোষিত বা নির্মল

হয়, নদী-তড়াগাদির জল নির্মল হয় না। আবার কুন্তস্থ জল নির্মল হইলেও কুন্তের তলদেশেই ঐ মল থাকিয়া যায়। অতএব কুন্তকে চালনা করিলে পুনরায় কুন্তস্থ জল মলযুক্ত হয়। এইরূপে তপস্যা দি সর্ব্বোতোভাবে সকলের মনোমল বা সর্ব্বপাপ দূর করিতে পারে না, পাপের অবশেষ থাকিয়া যায়। তাহাও আবার সকলের পক্ষে নহে, কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ পাপ কিছু কালের জন্ত প্রশমন করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বজীবের সকল পাপ নিঃশেষিতরূপে হরণ করেন। নদীতড়াগাদি সর্ব্বত্রস্থিত সলিলের ময়লা যেমন শরদা-গমনে বিনষ্ট হয় ইহাই তাহার উদাহরণ।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বাক্যেই ইহার মীমাংসা,—

শ্রুতং গুণতং বীৰ্য্যাণ্যুদামানি হরেমুহুঃ।

যথা স্মৃজাতয়া ভক্ত্যা শুক্লোন্মাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥

ভাঃ ৬।৩।৩২

যাহারা শ্রীহরির উদ্যান পরাক্রম-গাথা নিরন্তর শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করেন, ভক্তি স্প্রকাশিত হইয়া তাঁহা দগের অন্তঃকরণকে যেরূপ বিশুদ্ধ করে, ব্রতাদি সেরূপ করিতে পারে না।

বিজ্ঞাতপঃপ্রাণনিরোধ-মৈত্রী-

তীৰ্থাতিবেক-ব্রত-দান-জপৈঃ।

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেহন্তরাষ্ট্রা

যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ভাঃ ১২।৩।৪৮

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাষ্ট্রা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাদান, তপস্যা, প্রাণায়াম, প্রাণিহিতাকাজী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান ও জপদ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না।

শ্রীভগবান্ সদ্ভাষা—

সঙ্গং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতো

শরীরিণং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ।

বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-

স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ভাঃ ১০।২।৩৪

হে ভগবন্! আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় অর্থাৎ মায়াতীত চিন্ময় বপু প্রকটন করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোকসকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্তা ও সমাধিযোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন।

তাই এ স্থলেও সেই ভগবানের প্রকট বপুকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেন, হে সদ্ভাস্মা অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্ববপু-বিশিষ্ট প্রভো, আপনি অবতারগণের মধ্যে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, কেননা,—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ব ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

ভাঃ ১।৩২৮

পূর্বে যে সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষোত্তম শ্রীহরির স্বয়ং অংশ, কেহ কেহ অংশাবেশ-অবতার এবং অংশের অংশবিভূতির প্রবতার। এই সকল অবতার প্রতিযোগে যখনই জগৎ দৈত্য-পীড়িত হয়, তখনই দৈত্যোপকৃত জগৎকে নিকরঙ্গ করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

সব অবতারের করি' সামান্য লক্ষণ।

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিলা গণন ॥

তবে স্তত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।

যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥

অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥

চৈঃ চঃ আ ২।৬৮-৭০

দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো, তোমার বশঃ শ্রবণে শ্রদ্ধাই প্রকৃত শুদ্ধি। ঐ শ্রদ্ধা আবার তোমারই বশঃ শ্রবণ, শ্রবণ এবং কীর্তন করিতে করিতে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠা এবং উহা শাস্ত্রাদি-শ্রবণ-দ্বারা পুরিপুষ্ট।

অনেকেই মনে করেন যে ভগবানের বশঃ শ্রবণে সকলেরই শ্রদ্ধা আছে এবং সকলেই বশের কথা আলোচনা করেন এবং শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিচার স্থায়সঙ্গত নহে, কেননা, ভগবানের বশঃ শ্রবণে

শ্রদ্ধা সকলের ভাগ্যে সহজলভ্য নহে;—উহা ভগবানেরই অর্হেতুকী কৃপালভ্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপী এই ব্রজেন্দ্রনন্দনই বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মাও ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥

চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১

এই ভক্তিলতাবীজ অর্থে শ্রদ্ধা। স্মরণ্য সাধুগুরুসঙ্গ-ব্যতীত ভগবানে শ্রদ্ধালাভ হয় না এবং সাধুগুরুর নিকট ছাড়া অত্ৰ ভগবানের বশঃ প্রকৃতভাবে আলোচিত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। একথা ভগবান্ শ্রীকপিলাবতারেই বলিয়াছেন;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জ্ঞানগাদাশ্বপর্ববগ্ন্য নি

শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ভাঃ ৩।২৫।২৫

সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার বীৰ্য্য বা সাহায্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদিকা কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিচ্ছিন্নবৃত্তির বদ্বন্দ্বরূপে আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্ভিত হইবে।

শ্রীগমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

\* \* \*

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয়—শ্রবণ-কীর্তন।

সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥

অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাঙ্গে রুচি উপজয় ॥

রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতাসুর ॥

সেই রতি গাচ হৈলে ধরে প্রেম নাম ।

সেই প্রেমা প্রয়োজন, সর্বানন্দধাম ॥

চৈঃ চঃ ম ২২ ও ২৩ পঃ

শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রুৎ ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি ।

সাধকানাময়ং প্রেমং প্রাক্তর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ৪।১১

শ্রীমদ্ব্যাহ্যপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে সাধন-  
ভক্তির চতুষ্টয় সাধনাপ্র বর্ণনে ‘সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া’ বলিয়া  
একটি সাধনাপ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অর্থ  
সাধুগণ যে মার্গে গমন করিয়া হরিভক্তিলভা করিয়াছেন  
সেই মার্গেরই অহুগমন। কেননা, ভাগবত-মহাজনগণ-  
প্রদর্শিত-পথই অপ্রাস্ত এবং সর্বলোকনন্দলকর। জীব  
যদি সেই পথানুযায়ী না চলিয়া নিজ নিজ মায়াবিমুঢ়  
চিত্তের খেলালে হরিকথা শ্রবণ করে, কীর্তন করে এবং  
শ্রদ্ধা ভক্তির অভিনয় করে তবে উহা মহাজনগণের এবং  
শাস্ত্রসমূহের অমুমোদিত না হওয়ার ভক্তিপ্রিয় ভগবান  
তুষ্ট হন না। সুতরাং ঐরূপ শ্রদ্ধায় হরিশ্রীতি হয় না  
বলিয়া দেবতাগণ ‘শ্রদ্ধা’কে শাস্ত্রাদি-শ্রবণ-দ্বারা পরিপূর্ণ  
বলিয়া বিশেষ করিলেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত  
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিগ্রন্থের পূর্ববিভাগের দ্বিতীয় লহরীর  
৪৬ শ্লোকে সাধুবর্ণ্যাহুগমন কথা বুঝাইতে যাহিয়া বলিয়া-  
ছেন; যথা—

হান্দে—স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পদ্মাঃ সস্তাপবজ্জিতঃ ।

অনবাধুশ্রমং পূর্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

ব্রহ্ম-যামলে চ—শ্রতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।

ঐকান্তিকী হরেভক্তিরূপাতায়ৈব কল্পতে ॥

অর্থাৎ মঙ্গলের হেতু সস্তাপবজ্জিত সেই পথেরই  
অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে-পথে পূর্বে সাধুগণ অনায়াসে  
গমন করিয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপ্রভৃতি এবং পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত  
যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির অভিনয়, উহা কেবল উৎপাতই  
আনয়ন করে। ॥ ৯ ॥

শ্রায়স্তবাজ্জিব্রশুভাশয়ধুমকেতুঃ

ক্ষেমায় যো মুনিভিরাঙ্গদোহমানঃ ।

যঃ সাহৃতৈঃ সমবিভূতয় আশ্রবন্তি-

ব্রাহ্মহর্ষিতঃ সননশঃ স্বরতিক্রমায় ১০ ॥

অহুয় । মুনিভিঃ ( মুখুভিঃ ) ক্ষেমায় ( মোক্ষায় )  
আদ্রহদা ( প্রেমাদ্রহদা ) যঃ উহমানঃ ( চিন্ত্যমানো ভবতি )  
যঃ ( চ ) আশ্রবন্তিঃ ( আশ্রা স্বমেব নাথস্বেন বর্তসে যেষাং  
তৈঃ ) সাহৃতৈঃ ( ভট্টৈঃ ) সমবিভূতয়ে ( সমানৈশ্বর্য্যায় )  
ব্রাহ্ম ( ব্রাহ্মদেবাদিব্রাহ্ম ) অর্চিতঃ ( পূজিতঃ , কিঞ্চ তেনু  
কৈশ্চিদাশ্রবন্তিহীরৈঃ ) স্বরতিক্রমায় ( স্বর্গমতিক্রম্য বৈকুণ্ঠ-  
প্রাপ্তয়ে ) সননশঃ ( ত্রিকালম্ অর্চিতঃ সঃ ) তব  
অজ্জিঃ ( পাদপদ্মং ) নঃ ( অশ্রাকম্ ) অশুভাশয়ধুমকেতুঃ  
( অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধুমকেতুঃ দাহকঃ ) শ্রুৎ  
( ভবতু ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । হে প্রভো ! মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ  
মুক্তিলাভের জন্ত প্রেমার্দ্ৰ হৃদয়ে বাঁহার শ্রীপাদপদ্ম  
সুতত চিন্তা করেন, আশ্রিত ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্যলাভের  
নিমিত্ত ব্রাহ্মদেবাদিব্রাহ্ম মধ্যে বাঁহার আরাধনা করেন  
এবং কতিপয় আশ্রয় দ্বীপ ব্যক্তি স্বর্গাদি স্থলকেও তুচ্ছ  
করিয়। মালোক্যরূপা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির জন্ত ত্রিকাল বাঁহার  
অর্চনা করেন, আপনার সেই সর্বভীষ্টপ্রদ পাদপদ্ম  
আমাদের যাবতীয় বিষয়বাসনাদাহনকারী ধুমকেতুস্বরূপ  
হউন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ । তথৈব ত্বেচ্চরণ এব ধ্যেয়োহর্চনীযশ্চ যঃ  
স চাস্মাভির্দৃষ্ট ইত্যত ইদমাশাস্মহে ইত্যাহঃ, -শ্রাদিতি ।  
অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধুমকেতুর্দাহকঃ শ্রাদস্ত ।  
প্রেমার্দ্ৰহদা উহমানচিন্ত্যমানঃ । যশ্চ সাহৃতৈর্ভট্টৈঃ  
সমবিভূতয়ে সাত্ত্বিকগমোক্ষায় । যদ্বা । সমানাং স্বর্গাপ-



বর্ণনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনাং নারায়ণপরাণাং বা বিভূতিঃ  
প্রেমসম্পত্তিস্তত্বে । আত্মা স্বমেব নাথত্বেন বর্তসে যেষাং  
তৈঃ । স্বরতিক্রমায় স্বর্গাদিবাসনাত্যাগায় চার্চিতঃ ।  
যদুক্তং প্রহ্লাদেন,—‘কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্ত বৃণে  
বরম্’ ইতি তা ৭।১০।৭ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** সেই রূপই আপনার যে চরণ ধ্যান  
ও পূজা করা উচিত তাহা আমরা দর্শন করিলাম । অতএব  
আমরা প্রার্থনা করিতেছি অশুভচিত্তের অর্থাৎ বিষয়-  
বাসনার ধ্বংসকর্তৃক অর্থাৎ দাহক হউক । প্রেমার্দ্ৰহৃদয়ে  
উহ্মান অর্থাৎ চিন্তিত হইয়া যিনি সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণ-  
কর্তৃক সমবিভূতি অর্থাৎ সমান-ঐশ্বর্যলক্ষণ মোক্ষ-জন্তু  
অথবা সম অর্থাৎ স্বর্গমোক্ষনরকে তুল্যদর্শনশীল নারায়ণপর  
ভক্তগণের যে বিভূতি অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি তন্নিমিত্ত । আত্মা  
অর্থাৎ তুমিই ঐহাদের নাথরূপে বর্তমান তাঁহাদিগের  
দ্বারা । স্বরতিক্রম নিমিত্ত অর্থাৎ স্বর্গাদিবাসনাত্যাগ-  
নিমিত্ত অর্চিত । যেমন প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—আপনার  
নিকট হইতে হৃদয়ের কামসকলের অমুৎপত্তির বর প্রার্থনা  
করি ॥ ১০ ॥

**অনুদর্শিনী ।** ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কহিলেন—  
প্রভো ! আপনার যে চরণকমল হৃদয়ে চিন্তা করিলে  
কর্ণের স্পৃষ্ট পাশ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, শ্রদ্ধাস্থিত  
হইয়া যে চরণপদ্মের অমল যশোরশি-শ্রবণে অন্তঃকরণের  
প্রকৃত শুদ্ধি হয় এবং যে চরণগুণলের ধ্যান ও পূজা করা  
কর্তব্য তাহা আমরা আপনারই রূপায় দর্শন করিলাম ।  
অতএব আপনার চরণগুণলে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি  
যে, আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদেরও বিষয়বাসনাসমূহের  
দাহকান্নি-স্বরূপ হউন ।

আপনার শ্রীচরণে আমাদেরও একরূপ প্রার্থনা অসম্ভব  
নহে । কেননা, আপনারই শ্রীমুখবচনের রূপা-উক্তি  
অনুসারে আমরা এইরূপ প্রার্থনা করিবার সুযোগ  
পাইতেছি,—

মামগ্ৰীণত আয়ুধান্ দর্শনং তুর্লভং হি মে ।

দৃষ্টা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥ ভাঃ ৭।৯।৫৩

আপনি আপনারই ভক্ত প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন—  
হে আয়ুধান্, আমাকে প্রসন্ন না করিয়া আমার দর্শন  
অতিশয় তুর্লভ, আমাকে দর্শন করিয়া প্রাণিগণকে  
আত্মার্থে অপূর্ণ কামহেতু শোক করিতে হয় না ।

হে প্রভো ! আপনার ঐ অভয়চরণ কেবল যে  
আমাদেরই পূজ্য ও নমস্ত তাহা নহে—মুনিগণ, ভক্তগণ,  
আত্মজীবীরগণ সকলেই সর্বদা আপনার চরণগুণলের  
অর্চন করিয়া থাকেন ।

সাত্বত অর্থাৎ ভক্তগণ প্রেমার্দ্ৰ-হৃদয়ে সমান ঐশ্বর্য  
অথবা স্বর্গমোক্ষনরকতুল্যদর্শী নারায়ণপরভক্তগণের বিভূতি  
অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তিলাভের জন্ত, আপনার ঐ চরণ চিন্তা  
করিয়া থাকেন ।

( স্তম্ভ ) সাধুগণ বা ভক্তগণই ঐহাংর স্ববিভূত বর্তমান  
আছেন, তিনি সমান অর্থাৎ বিষ্ণু । সেই বিষ্ণুই ঐহাদিগের  
ভজনীয় তাঁহারাই—সাত্বত বা ভক্ত ।

অথবা সৎ অর্থাৎ নিত্যতত্ত্ব ভগবান্ ইহাদের আছেন  
তাই সত্ত্বঃ তাঁহারাই সাত্বতাঃ অর্থাৎ ভক্তসকল ।

অতএব হে প্রভো ! সাত্বত বা ভক্তগণই আপনার  
স্বাভাবিক ভক্ত । অতএব ত্রায় নিজকামনা-সিদ্ধিকালে  
তাঁহারা আপনার তাত্‌কালিক ভক্ত হন না ।

ভক্তগণের কেহ কেহ আপনারই সেবার জন্ত সান্তি-  
বা ( ভাঃ ৩২।৯।১০ ) ঐশ্বর্যলক্ষণমুক্তি প্রার্থনা করেন ।  
কেননা—‘সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাধার । তবু  
কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥’ ( চৈঃ চঃ ম-৬।২৬৭ )  
আবার কেহ বা কিছুই প্রার্থনা করেন না—নিষ্কামভাবে  
আপনার চরণসেবাই করেন । তাঁহারাই,—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।

স্বর্গাপবর্ণনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ভাঃ ৬।১৭।২৮

অর্থাৎ নারায়ণপরাগণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেও  
ভয়প্রাপ্ত হন না । তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান  
ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ।

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ‘নরক’ করি’ মানে ।

চৈঃ চঃ ম ১৯।২।১৪

এইরূপ ভক্তগণের বিভূতি বা সম্পত্তিই আপনার প্রেমসেবা, তাঁহারা প্রেমসেবা ব্যতীত কিছুই প্রার্থনা করেন না।

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।

স্বস্বার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

চৈঃ চঃ আ ৪।২০৪

হে প্রভো! আর 'আত্মবুদ্ধি' অর্থাৎ আত্মবান্ধব, আত্মা অর্থে তুমিই যাহাদের নাথরূপে বর্তমান তাঁহারা স্বর্গাদিবাসনাত্যাগের জন্ত তোমার ঐ চরণকমল অর্চন করিয়া থাকেন। কেননা, স্বর্গাদিরাজ্য ভোগময় এবং অনিত্য।

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।

ক্লীণপুণ্যঃ পতত্যর্ক্যাগনিচ্ছন্ কালচামিতঃ ॥

ভাঃ ১১।১০।২৬ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

আপনি স্বভক্ত অর্জুনকেও ইহা বলিয়াছেন—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্লীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি

এবং ত্রয়িধর্মমুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে। গীঃ ৯।২১

অর্থাৎ তাহারা পরে সেই প্রভুভুক্তজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ের অমুগত হইয়া এই স্বর্গ-মর্ত্যালোকে গতায়ত করিতে থাকে।

জীবের জড়ইন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। ঐ কাম ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়ের প্রতি জীবকে আকৃষ্ট করে। বিষয়সকল অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল। কোন সময়ে প্রভুত চেষ্টায়ও বিষয় লাভ হয় না, আবার কোন সময়ে লাভ হইলেও পুনরায় নষ্ট হইয়া যায়। জীব, দৃষ্ট জগতে বিষয়-সংগ্রহে এই প্রকার দুঃখিত ও পীড়িত হইয়া অদৃষ্ট স্বর্গাদি লোকের প্রার্থনা করে এবং তল্লোকলাভের জন্ত—

স্বপ্নোপমমুং লোকসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।

আশিষো হৃদি সঙ্কল্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥

ভাঃ ১১।২।৩১ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

সুতরাং হে প্রভো। এই দুর্বীর কামনা বা বাসনার ত্যাগ না হইলে জীবের কোন প্রকারেই মঙ্গললাভ হয় না। আপনার রূপাদৃষ্টি ব্যতীত এই কামনাত্যাগের অত্র কোনও উপায় নাই। তাই ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে আপনি নিজে যখন বর-প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সর্বকামনারহিত এবং কেবলমাত্র আপনার সেবা-কামী প্রহ্লাদ জীবগণের শিক্ষা-প্রদানের জন্ত বলিয়াছেন—  
যদি দাস্তসি মে কামান্ বরাংস্তুং বরদর্ষভ।

কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্ত বৃণে বরম্ ॥

ভাঃ ৭।১০।৭

অর্থাৎ হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার অতীষ্ট বরই দান করেন তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কাম-বাসনার অন্তঃপত্তিই প্রার্থনা করি।

হে প্রভো! আমরাও তাই আপনার চরণকমলকে বিষয়বাসনার দাহক হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতেছি। ১০।

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাণৌ

ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।

অধ্যাত্মযোগে উত যোগিভিরাভ্যাসাং

জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্ট ॥১১॥

অন্থয়। (হে) দৈশ! (যাজ্ঞিকৈঃ) প্রযতপাণিভিঃ (সংযতহস্তৈঃ) হবিঃ (আজ্যং) গৃহীত্বা অধ্বরাণৌ (আহবনীয়ার্দৌ) ত্রয্যা (বেদত্রেয়েণ) নিরুক্তবিধিনা (নিরুক্তেন নির্দিষ্টেন বিধিনা) যঃ চিন্ত্যতে, উত (কিঞ্চ) অধ্যাত্মযোগে (আত্মাধিকারে যোগে) যোগিভিঃ (অপি) আভ্যাসাং (আত্মনস্তব মাসা অগ্নিমাди: তাং) জিজ্ঞাসুভিঃ (তৎ কামৈশ্চিন্ত্যতে, কিঞ্চ) পরমভাগবতৈঃ যঃ পরীষ্টঃ (সর্বতঃ পূজিতঃ স তবাজির্গৌহস্তভাশয়ধুমকেতুঃ শ্রাদ্ধিতি পূর্বেনাশয়ঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। হে জগৎপতে! যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সংযতহস্তে যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ পূর্বক বেদত্রেয়-নির্দিষ্ট-বিধানানুসারে আহবনীয় যজ্ঞাগ্নিমধ্যে ইন্দ্রাদিরূপে যে যজ্ঞ-পুরুষের চিন্তা করেন এবং অধ্যাত্মযোগের যোগিগণ

অগ্নিাদি প্রাপ্তির কামনায় যাঁহার ধ্যান করেন, বিষয়-বাসনাধিকারী নিক্ষিপ্ত পরমভাগবত-কর্তৃক সর্বত্র সেবিত তাদৃশ আপনার চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনার দাহকাগ্নি স্বরূপ হউক ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ** । ন কেবলং সাহচর্যেব স্বমিষ্টঃ কিন্তু কশ্মিজ্ঞানিতিরপীতাহঃ য ইতি । প্রযতপাশিত্তিঃ সংযত-হস্তঃ হবির্গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ আহবনীয়াদৌ যাজ্ঞি-কৈর্যশ্চিস্ত্যতে ঐজুজাদিবিভূতয় এবৈজ্ঞাদয়ো ন তে বদন্তে ইতি ভাব্যত ইত্যর্থঃ । উত তথা অধ্যাত্মযোগে আত্মাধিকারে যোগে যোগিভিরপি আত্মনস্তব মায়াতরণার্থং জিজ্ঞাস্তুভিষ্চিস্ত্যতে । যত্তি তীর্থিতং ভবতি তৎপ্রথমং জিজ্ঞাস্তত এবৈতি ভাবঃ । পরমভাগবতৈস্তু পরি সর্বতো-ভাবেন নিকামতয়েব ইষ্টঃ স তবাস্ত্বি রস্বাকমণ্ডভাশয়-ধুমকেতুঃ স্তাদিতি পূর্বেণাশয়ঃ ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ** । “কেবল যে সাহচর্য অর্থাৎ ভক্ত-গণেরই আপনি ইষ্ট, তাহা নহে, কিন্তু কশ্মিজ্ঞানিগণেরও বটে । প্রযতপাশি অর্থাৎ সংযতহস্তদ্বারা হবি অর্থাৎ হোমযুত গ্রহণ করিয়া অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নিতে হোমের উপকরণাদিতে যাজ্ঞিকগণকর্তৃক যিনি চিস্তিত হন অর্থাৎ ইজ্ঞাদিদেবগণ আপনারই ভূজাদি বিভূতি, আপনা হইতে তাঁহারা ভিন্ন নহেন এইরূপে চিস্তিত হ'ন । অধ্যাত্মযোগে যোগিগণও আত্মার অর্থাৎ আপনার মায়ার পার হইবার জন্ত জিজ্ঞাস্ত হইয়া চিন্তা করেন । যাহা তরণের ইচ্ছা হয়, প্রথমে তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয় । পরম ভাগবতগণের কিন্তু পরি অর্থাৎ সর্বতোভাবে নিকামতার সহিতই ইষ্ট আপনার চরণ আমাদের অন্তঃশায় ধুমকেতু হউন—এই পূর্বের সহিত অশয় ॥” ১১ ॥

**অনুদর্শিনী** । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন, হে প্রভো ! আপনি যে কেবল ভক্তগণেরই ইষ্ট, তাহা নহে, কশ্মি-জ্ঞানি প্রভৃতি সকলেরই ইষ্ট । কশ্মিগণ যজ্ঞাদি-কর্ণের দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি আপনারই চরণ সেবা করিয়া থাকেন ।

বদি বলেন যে, যজ্ঞে যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে বৃত্ত অর্পিত হয়, যাজ্ঞিক সেই সেই দেবতারই ধ্যান করে

এবং আহুতি প্রদান মস্ত্রে সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখ করে ; তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় কিরূপে ?

তদুত্তরে আমরা আপনারই শ্রীমুখ-বচনে পাই—

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।”

গী ৯।২৪

এতদ্ব্যতীত—

শ্রিয়ৌ নিবাসৌ যশোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ ।

বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥

ভাঃ ১।১১।২৬

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ ।

না নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ । ভাঃ ২।৫। ৫

অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান, মুখচন্দ্র সকলপ্রাণিচক্ষুর সৌন্দর্য্যামৃতপানের পানপাত্র-স্বরূপ, বাহুসকল লোকপালগণের আশ্রয়, পাদপদ্ম সার-গানকারী ভক্তগণের ধাম ।

বেদ সকল নারায়ণপর, দেবতা সকল নারায়ণের অঙ্গসমুত্ত, স্বর্গাদি লোকসকল নারায়ণাশ্রিত, যজ্ঞ সকল নারায়ণপর ।

তাই প্রভো, ঐ সকল যাজ্ঞিকগণ সংযতহস্তদ্বারা অগ্নিতে যুতাহুতি প্রদান করিতে যাইয়া যজ্ঞাগ্নিতে, উপকরণাদিতে ইজ্ঞাজ্ঞিদেবগণকে আপনারই ভূজাদি বিভূতি এবং আপনা হইতে তাঁহারা ভিন্ন নহেন এইরূপ চিন্তা করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন ।

দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো ! অধ্যাত্মযোগে যোগিগণও আপনার মায়ার পার হইবার জন্ত মায়াতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত হইয়া আপনারই ঐ চরণকমল চিন্তা করেন । কেননা, এই মায়ার আপনারই শক্তি, দুর্বল জীবের পক্ষে উহা দুর্ভরতক্রমা । যাঁহারা কেবল আপনার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়ার সমুদ্র পার হইতে পারেন—ইহা আপনারই উক্তি—

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়ার দুর্ভরতয়া ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

গী ৭।১৪

আপনার শক্তি—এই মায়া কেবলমাত্র জীবগণের  
দুরতিক্রমা নহে—

‘অতো ভাগবতী মায়া মায়িণামপি মোহিনী ।’ ভাঃ ৩।৬।৩৯

অতএব ভগবানের মায়া মোহনকারিগণেরও মোহিনী ।

আপনারই রূপাব্যতীত আপনার দুপারা মায়া পার  
হইবার অত্র উপায় নাই বলিয়া যোগিগণ আপনার  
রূপালাভের জন্ত আপনারই ঐ চরণপদ্ম চিন্তা করেন ।

আর পরমভাগবতগণ সর্বতোভাবে কামনা-রহিত  
হইয়া আপনার যে চরণ পূজা করেন, আপনার সেই চরণই  
আমাদিগের দুষ্ট চিত্তবাসনা-সমূহের দাহকাগি হউন ।

সেই পরমভাগবতের লক্ষণ—

ন কামকর্ষবীজানাং যস্য চেতসি সত্ত্বঃ ।

বাস্তদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভাঃ ১।২।৫০

অর্থাৎ বাঁহার চিত্তে ভোগবাসনা, ভোগ্য-বিষয়ের  
কামনা এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় কর্ষ উৎপন্ন হয় না, বাস্তদেবৈক-  
নিলয় অর্থাৎ যিনি একমাত্র ভগবান্ বাস্তদেবকে আশ্রয়  
করিয়াছেন—সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম ।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণশিক্ষায় ও শ্রীদনাতনশিক্ষায়  
বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব ‘শান্ত’ ।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি ‘অশান্ত’ ॥

চৈঃ চঃ ম ১৯।২৪৯

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন ।

কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ম ২৪।২৭৬।১১ ॥

পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালস্নেহঃ

সংস্পর্কিনী ভগবতী প্রতিপত্তিবচ্ছ্রীঃ ।

যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদদনো

ভূয়াৎ সদাজিহ্নু রশুভাশয়ধুমকেতুঃ ॥১২॥

অশ্রয় । ( হে ) বিভো ! ইয়ং ভগবতী শ্রীঃ ( লক্ষ্মীঃ )  
প্রতিপত্তীবৎ ( অহং যত্র বসামি তত্রৈব বক্ষসি পর্যুষিতাপীয়ং  
বসতীতি সপত্তীবৎ ) সংস্পর্কিনী ( সংস্পর্কমানা

ভবতি, তথাপি তাং স্পর্কমানাং শ্রিয়মনাদৃত্য ) যঃ  
( ভবান্ ) পর্যুষ্টয়া ( পর্যুষিতয়াপি ) অমুয়া ( বনমালয়া )  
সুপ্রণীতং ( স্তৃষ্টু সম্পাদিতং যথাভবতি তথা ) অহং  
( পূজাম্ ) আদদৎ ( ভক্তৈরর্পিতেয়মিতি প্রীত্যা স্বীকৃতবান্  
তস্ত ) তব অজিহ্নুঃ ( পাদপদ্মং ) সদা নঃ ( অস্বাক্ )  
অশুভাশয় ধুমকেতুঃ ( অশুভানাশায়ানাং বিষয়বাসনানাং  
ধুমকেতুর্দাহকেহগ্নিঃ ) ভূয়াৎ ( ভবতু ) ॥১২॥

অনুবাদ । হে বিভো ! আপনার বক্ষঃবিলাসিনী  
ভগবতী লক্ষ্মীদেবী স্বীয় নিবাসস্থলে পর্যুষিত বনমালা  
দর্শন করিয়া সাপন্নভাবে দীর্ঘাপরায়ণা হইলেও ভক্তপ্রদত্ত  
বলিয়া আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও অনাদর প্রদর্শন পূর্বক  
সেই পর্যুষিতা বনমালা-দ্বারা সম্পাদিতা পূজা প্রীতি-  
সহকারে স্বীকার করিয়াছেন । হে দেব ! তাদৃশ ভক্ত-  
বৎসল আপনার পাদপদ্ম আমাদের বিষয়বাসনারাশির  
দাহকাগি হউক ॥১২॥

বিশ্বনাথ । ঐকান্তিকস্বভক্তনিবেদিতং পত্র-  
পুষ্পাদিকং পর্যুষিতমপি সর্বোৎকৃষ্টা লক্ষ্ম্যাঃ সকাশাদ-  
প্যুৎকৃষ্টঃ করোষীত্যেবং তব ভক্তবাৎসল্যমিত্যাহঃ,—  
পর্যুষ্টয়েতি । ইডভাব আর্ষঃ । অহং যত্র বসামি  
তত্রৈব বক্ষসি পর্যুষিতাপীয়ং বসতীতি প্রতিপত্তীবৎ  
সপত্তীবৎ শ্রীঃ স্পর্কমানা ভবতি । তথাপি তাং স্পর্কমানাং  
শ্রিয়মনাদৃত্য যো ভবান্ পর্যুষিতয়াপি অমুয়া মর্দেকান্তিক-  
ভক্তৈনার্পিতেয়ং তদীয়ং ত্যক্তুম্ননহেতি বুদ্বৈবাদ্রিয়-  
মাণয়া সুপ্রণীতং স্তৃষ্টুপপাদিতং অহং পূজামাদদৎ  
স্বীকৃতবান্ তস্ত তবাজিহ্নুঃ অত্র স্পর্কিনীত্যাৎপ্রেক্ষেব দ্রষ্ট-  
লোককৃতা নতু শ্রিয়ঃ কয়াচিৎ কাপি স্পর্কা দৃষ্টা ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ । “ঐকান্তিক নিজভক্তগণনিবেদিত  
গত্রপুষ্পাদি পর্যুষিত ( বাসি ) হইলেও সর্বোৎকৃষ্টা  
লক্ষ্মীর অপেক্ষাও উহা আপনি উৎকৃষ্ট মনে করেন,  
এইরূপ আপনার ভক্তবাৎসল্য । ‘পর্যুষিত’ স্থলে ইকার  
লোপ করিয়া যে ‘পর্যুষ্ট’ পদ তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ আর্ষ-  
প্রয়োগ । আমি যেখানে বাস করি সেই বক্ষোদেশেও  
পর্যুষিতা হইয়াও বনমালা বাস করিতেছে, এইরূপ

প্রতিপত্তী অর্থাৎ সপত্নীর ছায়া লক্ষ্মীদেবী স্পর্ধা করেন। তথাপি স্পর্ধাময়ী সেই লক্ষ্মীকেও অনাদর করিয়া যে আপনি 'ইহা আমার ঐকান্তিক ভক্তকর্তৃক অর্পিত, অতএব ইহা ত্যাগ করা উচিত নহে' এই বুদ্ধিতে আদরে স্বীকৃত পর্য্যুষিত বনমালা দ্বারা সুপ্রণীত অর্থাৎ সুস্থ সম্পাদিত অর্হণ অর্থাৎ পূজা গ্রহণ বা স্বীকার করিয়াছেন, সেই আপনার চরণ। এম্বলে 'স্পর্ধিনী' (কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ) দ্রষ্টারই কল্পিত, প্রত্যুত লক্ষ্মীদেবীর কৃত্রাপি কাহারও সহিত স্পর্ধা দৃষ্ট হয় নাই" ১২ ॥

**অনুদর্শিনী।** ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টলাভের জন্মই শুভ করিতেছেন সুতরাং যাহাতে ভগবানের অধিকতর প্রীতি সম্পাদিত হয় সেইজন্ম মুনি—মুমুক্শু, সাংসৃত-সাধকভক্ত, ধীর, যাজ্ঞিক, যোগী ও পরম ভাগবতগণের দ্বারা সেবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-মহিমা কীর্তন করিতে করিতে উপরি উক্ত ছয় প্রকার সেবকগণের মধ্যে পরমভাগবতগণের বিশেষত্ব কীর্তন করিতেছেন। কেননা, ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট ভক্তই অধিক প্রীতির পাত্র ইহা শ্রীভগবানেরই উক্তি হইতে জানা যায়,—

সাধবো হৃদয়ং মহৎ সাধুনাং হৃদয়বৃহৎ।

মদন্তস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৮

অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অল্প কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট ভক্ত অপেক্ষা অল্প কেহই অধিক প্রীতির পাত্র নহেন। এমন কি, ভগবান্ নিজ বঙ্কো-বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ভক্তকে অধিক ভালবাসেন—

“যন্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্তমানাং

নাত্যাদ্রিয়ং পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ। ভাঃ ৩।১৬।২১

শ্রীচতুঃসন কহিলেন—আপনি পরমভাগবতগণে এতই একান্ত আদৃত যে, বিদ্রুত পরিচর্যা দ্বারা সেব্যমানা

লক্ষ্মীকেও অধিক আদর করেন না। তাহা ছাড়া আপনিই বলিয়াছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

ভাঃ ১১।১৪।১৫ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

ভক্তের অর্পিত জল, তুলসীও ভগবানের অতি প্রিয়—  
‘পরিজনামুরাগবিরচিতসবলসংশকদলিলসিতকিশলয়-  
তুলসিকাদূর্দীকুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্যয়া কিল পরম পরি-  
ভূগ্যসি।’ ভাঃ ৫।৩।৫

ভক্তরাজ নাভির যজ্ঞ ভক্তবৎসল ভগবান্ নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া যজ্ঞভূমিতে একটি হইলে ঋত্বিকগণ তাঁহার শুভে বলিয়াছিলেন—হে পরিপূর্ণস্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগভরে বাস্পগদগদ-স্ততিবাক্য, জল, শুদ্ধ-পল্লব, তুলসী ও দূর্দীকুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা-সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

শ্রীভগবানের বাক্যেও দেখা যায়—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নানি প্রযতান্মনঃ ॥ গী ৯।২৬

অর্থাৎ প্রযতান্মা বিদ্রুতচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত মেহপূর্বক স্বীকার করি।

তাহা ছাড়া ভগবান্ এইরূপ ভক্তবৎসল যে—

তুলসীদলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেন বা।

বিক্রীণীতে স্বমাদ্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে।

তুলসীদল ও গওষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম মলিন বসন পরিহিত, ক্ষীণকায় শিরাজালব্যাপ্ত ভক্ত ‘সুদামা’ এক সময়ে ‘খুদকণ’ লইয়া প্রভুদর্শনে এই দারকার আগমন করেন এবং কৃষ্ণেচ্ছায় ষোড়শসহস্র মহিষীগণের অবস্থানক্ষেত্র

অন্তঃপুরে কৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণিণী দেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হন। তৎকালে প্রিয়তমার পর্য্যটনস্থিত ভগবান্ দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সম্বর গাত্রোথান পূর্বক নিকটে আসিয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। প্রিয়সখা বিপ্রবরের এবম্বিধ অঙ্গ-সংস্পর্শে অতিশয় সুখলাভ করিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নেত্রাশ্রবিন্দু বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং নিজ পর্য্যটকে বসাইয়া নানাভাবে নিজে ভক্তের সেবা করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা শ্রীকৃষ্ণিণী দেবীও পতির আদর্শে স্বয়ং ভক্তকে চামর বাজন করিয়াছিলেন।

পরদিন ভক্তবর গৃহে ফিরিয়া যাইতে যাইতে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন—

অহো ব্রহ্মণ্যদেবন্ত দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া।

যদ্রিদ্ভতমো লক্ষ্মীমাল্লিষ্টো বিম্রতোরসি ॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরন্তিতঃ ॥

ভাঃ ১০।৮।১৫-১৬

অর্থাৎ—অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বরূপে দর্শন করিয়াছি। যেহেতু বক্ষোদদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করিয়াও তিনি মাদৃশ অতি দরিদ্রকে (লক্ষ্মীহীনকে) আলিঙ্গন করিয়াছেন।

মাদৃশ দরিদ্র পাপিজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজবৃগলদ্বারা এই ব্রাহ্মণ্যধর্মকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী সতত শ্রীকৃষ্ণবক্ষে বিরাজিত থাকিলেও ভগবান্ যখন ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন এবং ভক্তসংগৃহীত সামান্য খুদকণ, লক্ষ্মীদেবীপ্রদত্ত বিচিত্র সর্বোত্তম ভোজ্য অপেক্ষাও সাদরে গ্রহণ করেন তখন সেইরূপ ভক্তের স্তূর্হু অর্থাৎ ভক্তিভরে প্রদত্ত মালা বাহা পশ্চাতে পর্য্যুথিত হইয়া যায় তাহা যে সেই বক্ষে ধারণ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাদিদেবতাগণ ভগবানের এইরূপ অসাধারণ ভক্তবৎসলতার বিষয় স্বরণ করিয়া সেইরূপ ভক্তগণসেবিত

ভগবানের চরণকমলকে আপনাদিগের বিষয়বাসনাসমূহের দাহক হইবার জন্ত ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করিলেন।

উৎপ্রেক্ষা—প্রকৃতবস্তুর অগুপ্রকার সম্ভাবনারূপ অর্থালঙ্কার। প্রাকৃতগুণরহিত, অপ্রাকৃতগুণসিদ্ধ ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তগণকর্তৃক সমর্পিত মালাও অপ্রাকৃত। স্মরণ্য সে মালা পর্য্যুথিত হয় না। আবার শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের নিত্য-সেবিকা। স্মরণ্য ভক্তদত্ত সেই মালা ভগবান্ অঙ্গীকার করায় এবং তাঁহার প্রেষ্ঠের ভূষণ হওয়ায় তাঁহার স্পর্শের সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহা দ্রষ্টার করণামাত্র, পরন্তু ইহা প্রণয়বিনোদ-উক্তিমাত্র।

বনমালা—পুষ্পময়ী চরণপর্য্যন্ত লম্বা ॥ ১২ ॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতংপতাকে।

যন্তে ভয়াভয়করোহস্মরদেবচক্ষোঃ।

স্বর্গায় সাধুযু খলেশ্বিতরায় ভূমন্

পাদঃ পুণাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ১৩ ॥

অন্থয়। (হে) ভূমন্! (হে) ভগবন্! (বলিবন্ধনে) ত্রিবিক্রমযুতঃ (ত্রিবিক্রমৈশ্বর্যতঃ, কিঞ্চ) ত্রিপতংপতাকা (ত্রিধা পতন্তী ত্রিষু লোকেষু বা পতন্তী গঙ্গা পতাকা যন্ত সঃ) কেতুঃ (অতুরতো বিজয়ধ্বজ ইব) তে (তব) যঃ পাদঃ অস্মরদেবচক্ষোঃ (অস্মরদেবসেনয়োঃ উভয়োঃ) ভয়াভয়করঃ (যথাক্রমে ভয়ঙ্করোহভয়ঙ্করশ্চ, তথা) সাধুযু (স্বরেষু) স্বর্গায় খলেষু (অস্মরেষু চ) ইতরায় (অধোগমনায় দুঃখায় চ ভবতি, স তব) পাদঃ ভজতাং নঃ (অস্মাকম্) অঘং (পাপং) পুণাতু (শোধয়তু) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। হে ভূমন্! হে ভগবন্! বলিরাজের বন্ধনের নিমিত্ত ভবদীয় শ্রীচরণ ত্রিলোকব্যাপ্ত করিয়া বিজয়-ধ্বজরূপে এবং আপনার সেই শ্রীচরণাছুতা ত্রিলোক-বিহারিণী গঙ্গাদেবী তাঁহার পতাকারূপে শোভা পাইয়া-ছিলেন। ভবদীয় উক্ত শ্রীচরণকমল তৎকালে অস্মরগণের নিকট দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর, পরন্তু দেবগণের নিকট স্বর্গপ্রদ;

অভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন অর্থাৎ সাধুগণের মঙ্গলপ্রদ, পরন্তু অসাধুগণের ধ্বংসপ্রদ, আপনার সেই পাদপদ্ম ভজনশীল আমাদের পাপ বিনাশ করুন ॥ ১৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** স চ তবাজিযুঃ প্রায়ঃ সর্বলোকানুভব-  
প্রসিদ্ধ এবৈত্যাচ্ছঃ,—কেতুরত্যাচ্ছিত্তো বিজয়ধ্বজ ইব তব  
পাদঃ পুনাতু ত্রিবিক্রমেহবতারে যুতঃ মহাবিভূতিযুক্ত  
ইত্যর্থঃ। ত্রিধা পতন্তী ত্রিযু লোকেষু বা পতন্তী গর্গৈব  
পতাকা যন্ত সঃ। অস্তুর দেবচন্দ্রোত্তমসেনরৌরুভয়োর্ভয়া-  
ভয়করঃ। সাধুসু সুরেরু স্বর্গায় খলসু সুরেরু ইতরায় অধো-  
গমনায় এবমুতন্তে পাদঃ ভজতাং নোহমং পুনাতু  
শোধয়তু। অদাদিতি পাঠে যজ্ঞী আর্ষী। অঘাত্তজতোহ-  
অান পুনাতু। তথাচ ঋতিঃ। ‘চরণং পবিত্রং বিততং  
পূরাণম্। যেন পূতস্তরতি দুস্ততানি’ ইতি ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আপনার ঐ পাদপদ্ম প্রায় সর্ব-  
লোকের অনুভবপ্রসিদ্ধ। উত্তোলিত বিজয়ধ্বজের স্থায়  
আপনার চরণ ত্রিবিক্রমে অর্থাৎ বামন অবতারে যুত  
অর্থাৎ মহাবিভূতিযুক্ত। ত্রিপংপতাক অর্থাৎ তিনভাগে  
পতিত। অথবা তিনলোকে পতিত। গঙ্গাই ষাঁহার পতাকা।  
অস্তুরদেবচমু অর্থাৎ তদুভয়ের সেনাদ্বয়ের ভয়াভয়কর।  
সাধু অর্থাৎ সুরগণের পক্ষে স্বর্গপ্রাপক, খল অর্থাৎ অস্তুর-  
গণের পক্ষে ইতর অর্থাৎ অধোগমনপ্রাপক এমন আপনার  
চরণ ভজনশীল আমাদের অঘ (পাপ) শোধন করুন।  
‘অঘাৎ’ এই গাঠ হইলে ‘ভজতাম্’ এই যজ্ঞী ব্যাকরণবিরুদ্ধ  
আর্ষপ্রয়াগ। সেহুলে অঘাত্তজতঃ অমান পুনাতু  
এইরূপ হইত। ঋতি বলিতেছেন—ভক্ত বিধৃত অনাদি  
বা নিত্যনূতন চরণ। ষাঁহা দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া জীব  
পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ১৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে  
প্রভো! আপনার ঐ পাদপদ্ম সর্বলোককারাধ্য এবং  
সকলের অনুভবপ্রসিদ্ধ হইলেও উহা চিরকালই ভক্তের  
শঙ্কপাতী—ভক্তের রক্ষা ও অভক্তের বিনাশ করাই ঐ  
চরণের স্বভাব। তাই ঐ চরণকমল ভক্তগণের পক্ষে  
অভয়প্রদাতা এবং অভক্তগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর; সাধু

অর্থাৎ সুরগণের পক্ষে স্বর্গপ্রদাতা এবং খল অর্থাৎ  
অসুরগণের পক্ষে সংসাররূপ অধোগমনপ্রাপক। অতএব  
আপনার ভক্তপক্ষগ্রহণকারী ঐ চরণকমল আপনার  
ভজনকারী আমাদের পাপ শোধন করুন। কেননা,  
জ্ঞানিক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমান্বক জীবসমূহের  
পালনার্থ ধার্মিকগণের সুখপ্রদ ও দুঃখদিগের বিনাশক  
বিশুদ্ধসম্ময় মংগ্লাদিরূপসকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া  
থাকেন—

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা

ক্ষেমাং লোকস্ত চরাচরস্ত।

মদ্বোপপন্নানি স্তথাবহানি

সতাত্তদাশি মুহঃ খলানাম্ ॥ ভাঃ ১০২২৯

বিশেষতঃ—

তবাবতারোহয়নধোক্কেজ্জ

ভুবোভাণামুরভারজন্মানাম্।

চমুপতীনাগভবায় দেব

ভবায় যুচ্চরণামুভবন্তিনাম্ ॥ ভাঃ ১০২৩০

দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—হে দেব, অধোক্কেজ্জ, গুরুভার-  
জনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসৈন্যধিপতিগণের  
বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্তই এই মর্ত্যধামে  
আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে।

আপনার শ্রীমুখেরও উক্তি—

যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্ত তদাত্মনং হৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীঃ ৪।৭-৮

হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের  
অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবিভূত  
হই। সাধুগণের পরিভ্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম-  
সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

হে প্রভো! দুঃখের নিগ্রহ করায় আপনার নির্দয়তার  
আশঙ্কা করিতে হইবে না, কেননা—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্য যথার্থকে ।

তদ্বদেব মহেশশ্রু নিয়ন্তৃগুণদোষমোঃ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতা স্তবোধিনী ।

অর্থাৎ স্বীয় শিশুসন্তানের প্রতি মাতার লালন ও তাড়ন ব্যবহারে যেমন মাতার অকারুণ্য (নিষ্ঠুরতা) প্রকাশ পায় না, প্রত্যুত মেহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিশ্বর স্বরূপালন ও অনুর বিনাশেও দমাই প্রদর্শিত হয়।

অতএব হে প্রভো, আপনি সকলের প্রতি সমদর্শী হইয়াও ভক্তগণকে আপনার স্বচরণে অত্যধিক আকৃষ্ট দেখিয়া নিজ অতর্ক্য কৃপাশক্তি বাধ্য হইয়াই ভক্তের প্রতি অধিক মমতাবিশিষ্ট হন—

সমোহং সর্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্টোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভক্তস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

গীঃ ৯।২৯

অর্থাৎ আমার রহস্য এই যে,—আমি সর্বভুতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ নাই, কেহ প্রিয় নাই। যিনি আমাকে ভক্তিপূরক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাহাতে আসক্ত থাকি।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—প্রভো, আপনার চরণারবিন্দ যে ভক্তকলুষ-হরণে প্রধান উদ্যোগী তাহা আপনার ত্রিবিক্রম বা বামনাবতারে ত্রিবিধভাবে বিশেষরূপে মহাবিভূতিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বলি-রাজের বন্ধনে আপনার যে ত্রিপাদ-বিক্ষেপে ত্রিনলোক ব্যাপ্ত হইয়াছিল, আপনার যে চরণ হইতে উদ্ধৃত সলিল ত্রিধারায় ত্রিভুবনে প্রবাহিত হইয়া সংসার-তরণের পতাকারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনার সেই চরণ আমাদের চিত্তের পাপ শোধন করুন।

ভগবানের ত্রিবিক্রমস্বরূপ, যথা,—

মধুরতপস্বনমাল্যাবৃতো

ররাজ রাজন্ ভগবান্ভুক্তক্রমঃ ।

ক্ষিতিং পদৈকেন বলেবীচক্রেন

নভঃ শরীরেণ দিশশ্চ বাহতিঃ ॥

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং

ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মধপি ।

উরুক্রমস্ত্রিবিষ্টপশ্চাপ্যুপাখ্যে

মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥

ভাঃ ৮।২০।১৩-১৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ ত্রিবিক্রমও তৎকালে সমুজ্জল কিরীট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডল, শ্রীবৎস কোম্বভ, মেখলা, পীতাম্বর এবং ভ্রমর-পঙ্ক্তি-বিরাজিত বনমালায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইতে-ছিলেন। তিনি এক পদবিজ্ঞাসে বলির যাবতীয় ভূমি-ভাগ, শরীরদ্বারা আকাশ-প্রদেশ, ভূজসকল দ্বারা দিক্‌সমূহ আক্রমণ করিলেন। পরে দ্বিতীয় পদ স্বর্গ আক্রমণ করিলে, তৃতীয় পদ বিজ্ঞাসের জন্ত বলির অণুমাত্র স্থানও বর্তমান রহিল না। যেহেতু ত্রিবিক্রম শ্রীহরির চরণ স্বর্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করিতে করিতে মহঃ জন এবং তপোলোকের অতীত সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তখন জগতে বলির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্ত তৃতীয়পদ-পূরণচ্ছলে ভগবান বলিকে বন্ধন করিলেন। বলির সর্পস্ব-অপব্রত হওয়ায় দৈত্যগণ বলির নিষেধ সত্ত্বেও ভগবান্নৈদ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তদীয় পার্শ্বদবর্গের দ্বারা পরাজিত হইয়া বলির আদেশে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সর্বস্বাস্ত্যঃ, বরুণপাশে আবদ্ধ ভক্ত বলি বলিলেন—

বহুস্তমঃশ্লোক ভবাগ্নমেরিতঃ

বচো ব্যালীকং স্তববধ্য মত্ততে ।

করোমূতং তন্ন ভবেৎ প্রলম্বনং

পদং তৃতীয়ং কুরু শীঘ্রি মে নিজম্ ॥

ভাঃ ৮।২২।২

অর্থাৎ হে উত্তমঃশ্লোক ! হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতি-বাক্য মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলে আমি তাহার সত্যতা সম্পাদন করিতেছি, আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। আপনি আমার মস্তকেই আপনার তৃতীয় পদ বিজ্ঞাস করুন।



গঙ্গার ত্রিধারা—

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদ্রূপক্রমতঃ

পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র ।

স্বধূতভূমভসি সা পততী নিমাত্তি

লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কাঁতিঃ ॥

ভাঃ ৮।২।১৪

অর্থাৎ ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল উৎক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় স্বধূনীকপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিত হইয়া শ্রীহরির বিমল কীর্তির দ্বায় ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে।

(১) “ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে পবিত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছিলেন। (২) পঞ্চম স্বষ্কের সূমের বর্ণনায় বামনদেবের বামপদের অঙ্গুষ্ঠ নখে অণ্ডকটাহের উর্দ্ধভাগ নির্ভিন্ন বহিজলধারাই গঙ্গা। (৩) কোথাও বা সাক্ষাৎ নারায়ণই দ্রবরূপে গঙ্গা। এই তিনটা জলধারা মিলিত হইয়া গঙ্গা হইয়াছেন।” —শ্রীবিষ্ণুনাথ।

(১) এবিষয়ে শ্রীউদ্ধবদেব মহারাজা পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন যে ভগবানের দ্বিতীয় চরণ যখন সত্যলোকে প্রবিষ্ট হইলেন তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভগবানের সমীপে গমন করিয়াছিলেন। মরীচি প্রভৃতি খণ্ডিগণ সত্যলোকবাসিগণ সকলেই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে প্রসারিত এই পাদপদ্মে পাত প্রদান করিলেন এবং স্তম্ভিত্তরে পূজা ও স্তব করিলেন।

(২) পঞ্চম স্বষ্কের সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীউদ্ধবদেবের বচনে দেখা যায়,—(হে রাজন্) যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলির যন্তে গমন করিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যখন পাদক্ষেপ করেন, সেই সময় দক্ষিণ চরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন উর্দ্ধদিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার বামপদে অঙ্গুষ্ঠ-নখে অণ্ডকটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাতে এক গর্ত্ত হইল, ঐ গর্ত্ত দিয়া পৃথিব্যাदि অষ্ট আবরণের বহিভূতা কারণার্ণব-সম্বন্ধিনী এক চিগ্নরী

জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়। প্রক্ষালন হেতু ভগবানের পাদপদ্মে হইতে যে অকণবর্ণ কুক্ষুম বিগলিত হইয়া থাকে, তাহাই কিঙ্ক-স্বরূপে ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারা স্পর্শমাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি ক্ষালন করিতে পারে; কিন্তু উর্হা স্বয়ং অতিশয় নির্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ঐ ধারা সাক্ষাৎ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া ‘বিষ্ণুপদী’ এই নামেই কীর্ত্তিতা হইতেন; জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি তিন সংজ্ঞা ছিল না। সহস্রধূগ পরিমিত সূদীর্ঘকাল পরে ঐ ধারা প্রবলোকে অবতীর্ণ হন। পণ্ডিতগণ সেই প্রবলোকেই ‘বিষ্ণুপদ’ বলিয়া থাকেন।

(৩) ‘যোহর্সৌ নিরঞ্জনো দেবচিৎস্বরূপৌ জনার্দনঃ।

স এব দ্রবরূপেণ গঙ্গাশ্চো নাত্রে সংশয়ঃ।’

কৃষ্ণসন্দর্ভ—৬৮ সংখ্যা।

পূর্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।

কৃষ্ণগুণ গায় মহা আনন্দ প্রচুর ॥

নারদঠাকুর গায়—গণেশ বাদক।

পুলকে পুরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥

সঙ্গীত-সুতান তিনে গায় একমলে।

ব্রহ্মাও ভেদিল শব্দব্রহ্মের হিম্মোলে ॥

একে সে মহেশ—আরে কৃষ্ণের আবেশ।

নারদের বাণী—তাঁহে বাদক গণেশ ॥

অধির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঞি।

মহেশ-নারদ মিলি যথা গুণ গাই ॥

কহিল—না গাও গুণ—শুন হে মহেশ।

তো সত্তার গান-তত্ত্ব না বুঝি বিশেষ ॥

তোমার সঙ্গীত-গানে নাহি রহে দেহ।

আউলায় শরীরবন্ধ—দ্রবময় নেহ ॥

শুনিয়া ঠাকুর বাণী হাসয়ে মহেশ।

গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার বিশেষ ॥

ইহা বলি গায় গুণ অধিক উল্লাস।

ব্রহ্মাও ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ ॥

দ্রবিলা শরীর প্রভু ক্ষীণ হৈল তন।

তরাসে মহেশ কৈল গান-সম্বরণ ॥

সম্বরণ কৈল গান—থির হৈল মতি ।

সেহ সে কারুণ্য-জল লোকে আছে গাতি ॥

সেই দ্রবব্রহ্ম নাম করণার জল ।

তীর্থরূপী জনার্দন ঘোষয়ে সকল ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—আদিখণ্ড ।

গঙ্গা—ত্রিলোকবিহারিনী—

যন্ত্রামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসারাম

ভূমো চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্ ।

মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো

গঙ্গেন্তি চেহ চরণামু পুন্যতি বিশ্বম্ ॥

ভাঃ ১০।৭০।৪৪

ভক্তরাজ শ্রীনারদ বলিলেন—হে ভুবনমঙ্গলকর !  
স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে সুবিস্তৃত এবং দিগ্বাণ্ডলের ভূষণ-  
স্বরূপ ভবদীয় যশোরশি এবং স্বর্গে ‘মন্দাকিনী’ নামে,  
পাতালে ‘ভোগবতী’ সংজ্ঞার ও পৃথিবীতে ‘গঙ্গা’ নামে  
প্রসিদ্ধ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম-প্রফালনবারি বিশ্বকে পবিত্র  
করিতেছেন ।

অতএব হে প্রভো ! আপনার ঐ পাদপদ্মই আমাদের  
পাপ বিধৌত করুন ॥ ১৩ ॥

নশ্যোতগাব ইব যন্ত বশে ভবন্তি

ব্রহ্মাদয়স্তনুভূতো মিথুরদ্যমানাঃ ।

কালস্ত তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্ত

শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্ত ॥১৪॥

অন্তর্যম । মিথুঃ ( মিথঃ ) অদ্যমানাঃ ( বৃদ্ধাদিভিঃ  
পীড়্যমানাঃ ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভূতঃ ( জীবা অপি ) নসি  
( নাসিকায়াম্ ) ওতাঃ ( নাসিকামাবিধ্য বদ্ধাঃ ) গাবাঃ  
( বলীবদ্ধাঃ ) ইব প্রকৃতি পুরুষয়োঃ ( অপি ) পরস্ত  
( অতীতস্ত, ততশ্চ ) কালস্ত ( প্রবর্তকস্ত ) যন্ত তে ( তব )  
বশে ( পারতন্ত্র্যে ) ভবন্তি ( বর্তন্তে ) নতু জয়পরাজয়য়োঃ  
স্বতন্ত্রা ইত্যর্থঃ তস্ত ) পুরুষোত্তমস্ত ( তব ) চরণঃ নঃ  
( অশ্বাকং ) শং ( মঙ্গলং ) তনোতু ( বিস্তারয়তু ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । হে প্রভো ! বলীবদ্ধ যেমন নাসাবিদ্ধ  
রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর আন্তঃপ্রবর্তী হয়, সেই প্রকার  
পরস্পর যুদ্ধাদিপীড়িত ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীবগণ প্রকৃতি-  
পুরুষাতীত কালরূপী যে নিয়ামকপুরুষের অধীনে চলিতে-  
ছেন অর্থাৎ কখনও স্বতন্ত্রভাবে পরিচয়প্রদানে সমর্থ  
নহেন, আপনি সেই প্রকৃতিপুরুষের নিয়ামক । আপনার  
শ্রীচরণকমল আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ । নহু যুগং ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরী লোকৈকভজনীয়া  
ভূতাপি কিমিতি মাং তজ্জথে তত্রাহঃ—নসি নাসিকায়াম্  
ওতা আবিধ্য বদ্ধা বলিবদ্ধা ইব যন্ত তব বশে ভবন্তি ।  
মিথুমিথো মৎসরাদিদোষৈঃ পীড়্যমানা ইত্যনৈশ্বৰ্য্যমুক্তং  
বতঃ কালস্ত তেষাং কলয়িতুর্নিয়ন্তুন চ তথা কোহপি  
নিয়ন্তেত্যাহঃ—প্রকৃতিপুরুষদ্বোরপি পরস্ত শ্রেষ্ঠস্ত ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি প্রশ্ন হয় আপনারা ব্রহ্মাদি ঈশ্বর,  
লোকের ভজনীয় হইয়াও আমার ভজন করেন এ কিরূপ ?  
তাহারই উত্তর দেওয়া হইতেছে—নাসিকা-বিদ্ধ করিয়া  
বদ্ধ বলীবদ্ধের স্থায় যে আপনার বশে আছে । মিথু  
অর্থাৎ মিথঃ অর্থাৎ পরস্পর অদ্যমান অর্থাৎ মৎসরাদি-  
দোষপীড়িত অতএব ইহাদের ঈশ্বরতার অভাব পরিলক্ষিত ।  
যেহেতু আপনি কাল কলয়িতা অর্থাৎ তাঁহাদের নিয়ন্তা,  
কিন্তু আপনার এরূপ কোন নিয়ন্তা নাই । আপনি  
প্রকৃতি-পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কহিলেন,—হে  
প্রভো ! নাসাবদ্ধ বলীবদ্ধকে তাহার চালক তাহাকে যে  
কার্যে নিযুক্ত করেন সে যেমন সেই কার্যই করিতে বাধ্য  
হয়, আমরাও তেমন আপনার ইচ্ছাধীনে থাকিয়া স্ব স্ব  
নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিতেছি । আমরা ঈশ্বরভিমানী  
হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বর নহি । কেননা, যে  
রজোতমো গুণের ক্রিয়া—মৎসরাদি দোষ, আমরা সেই  
রজতমো গুণাধীন । আমরা কালভয়ে ভীত, কাল  
আমাদের নিয়ন্তা, কিন্তু আপনার কোন নিয়ন্তা নাই ।  
আপনি প্রকৃতি-পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম । আপনার  
ঐ চরণ আমাদের সুখ বিস্তার করুন ।

সকলেই পরমেশ্বরের অধীন—

তমেব মৃত্যুমমৃতং তাত দৈবঃ

সর্কীয়ানোপৈহি জগৎপরায়ণম্।

যস্মৈ বলিং বিশ্বস্থজো হরস্তি

গাবো যথোতা নসি দামষস্তিতাঃ ॥ ভাঃ ৪।১।২৭

পৌত্র এবকর্তৃক যক্ষবর্গের বিনাশদর্শনে স্বায়ম্ভুব মনু  
তথায় আগমন করিয়া বলিলেন—হে বৎস, তিনি অভক্ত  
পুরুষগণের পক্ষে মৃত্যু এবং ভক্তগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ।  
তিনিই বিশ্বের পরমেশ্বর ও জগৎপারায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়।  
সর্কাস্তঃকরণে তুমি সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।  
নাসাবদ্ধ বলীবর্দসমূহ যেরূপ প্রভুর কার্য্য করিতে বাধ্য  
হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণও পরমেশ্বরের নিমিত্ত  
পূজার উপহার আহরণ করিয়া থাকেন।

“সর্কো বহামো বলিমীশ্বরায়

প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥ ভাঃ ৫।১।২৪

ব্রহ্মা বলিলেন—নাসাবদ্ধ বলীবর্দাদি চতুষ্পদ প্রাণি-  
সকল যেরূপ দ্বিপদ মনুষ্যগণের ইচ্ছাধীনে কৰ্ম্ম করে,  
তদ্রূপ আমরাও সকলে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কৰ্ম্ম করি।

অন্তঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভূবে।

হজ্ঞানতত্ত্বং পৃথগীশমানিনঃ।

অজ্ঞাবলেপাক্তমনোহঙ্কচক্ষুষ

এবোহমুক্ষম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ ভাঃ ১০।১৪।১০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে  
উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং আপনা হইতে  
স্বতন্ত্র ঈশ্বরভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে  
আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব ‘এই ব্রহ্মা আমার  
আজ্ঞাধীন ভূত্য ও দয়ার পাত্র’ এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা  
করুন।

পিতা গুরুত্বং জগতামধীশো।

দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।

হিতায় স্বেচ্ছাতত্ত্বভিঃ সমীহসে।

নানং বিধুবন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ভাঃ ১০।২৭।৬

দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—জগতের পিতা, উপদেষ্টা,

নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র  
ঈশ্বরভিমানিগণের গর্ব বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের  
জন্তু লীলাবতারসমূহের প্রকট করেন।

তবাবতারোহয়মকুর্ধামনু

ধর্ম্মস্ত গুপ্তৈ জগতো ভবায়।

বয়ঞ্চ সর্কো ভবতামুভাবিতা

বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥

ভাঃ ১০।৬।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অকুর্ধামনু, ধর্ম্মরক্ষা এবং  
জগতের অভ্যুদয়ের জন্তু আপনার এই অবতার। নিখিল-  
লোকপালগণ আমরা আপনাকর্তৃক পালিত হইয়াই  
সপ্তভুবনের পালন করিতেছি।

ব্রহ্মাও কালভয়ে ভীত—

যস্মাদ্বিতেম্যাহমপি দ্বিপদার্কধিক্ষ্য-

মধ্যাসিতঃ সৰুললোকনমন্তত্বং যৎ।

তেপে তপো বহসবোহবরুক্ষৎসমান-

স্তম্মৈ নমো ভগবতেহধিমথায় ভূভ্যম্ ॥

ভাঃ ৩।৯।১৮

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্, সর্বলোকমাত্ত দ্বিপদার্ক-  
কালহায়ী স্থানাক্রুত হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই  
এবং আপনাকে পাইবার জন্তু বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক  
তপস্তা করি, সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনাকে  
নমস্কার করি।

শ্রীভগবানু স্বয়ংই বলিয়াছেন—

লোকানাং লোকপালানাং মন্তয়ং কল্পজীবিনাম্।

ব্রহ্মণোহপি ভয়ং মন্তো দ্বিপদার্কপরাযুষঃ ॥

ভাঃ ১১।১০।৩০—অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বর কাহারও অধীন নহেন।

স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়স্বাধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।

বলিং হরস্তিচিরলোকপাঠৈঃ

কিরীটকোটিভিত্তপাদপীঠাঃ ॥

ভাঃ ৩।২।২১

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ । তিনি ত্রিশক্তির অধীশ্বর—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই ; তিনি স্বীয় পরমানন্দস্বরূপে পরিপূর্ণকাম । ইন্দ্রাদি অসংখ্য লোকপাল পুজোপহার সমর্পণপূর্বক কোটা কোটা কিরীটসংঘট্টধ্বনিদ্বারা তাঁহার পাদপীঠের স্তব করেন ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২১ পুঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদিগৌবিন্দ সর্বকারণকারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ চরিতামৃত মধ্য ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ-

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ শ্বেঃ ৬।৭

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।

যারে বৈছে নাচার, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৫ পুঃ

পুরুষ ও প্রকৃতি—

অনাদিরাত্মা পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিংশং যেন সমন্বিতম্ ॥

স এষঃ প্রকৃতিং স্থল্লাং দৈবীং গুণময়ীং বিভূঃ ।

যদৃচ্ছ্যৈবোপগতামত্যপগত্য লীলয়া ॥ ভাঃ ৭।২।১০-৪

শ্রীকপিলদেব, মাতা দেবহৃতিকে বলিলেন—অনাদি (নিত্য) পরমাত্মাই পুরুষ ; তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক—অসঙ্গ বলিয়া প্রাকৃত গুণরহিত, তিনি সর্বোজ্জ্বলের অগম্য কারণার্ণবধামপতি—স্বপ্রকাশ বস্তু ; এই বিশ্ব তাঁহারই ঈক্ষণযুক্ত হইয়া প্রকাশিত ।

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী অব্যক্তা, গুণময়ী প্রকৃতি, লীলার্থ তাঁহার সমাপবর্তিনী হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে

তাহাকে বহিরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ দূর হইতে তাহাতে ঈক্ষণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন ।

“সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান ।

প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীর্যের আধান ॥”

চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৭২

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই পুরুষ এবং প্রকৃতির মীমাংসায় বলিয়াছেন—আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধ । আবরণ শক্তিদ্বারা বদ্ধ জীবোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অবিচ্ছাকর্তৃকই উক্ত দেহদ্বয়ে অভিমান, বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধ চিৎকণ । বিক্ষেপাত্মিকায়ুত্তি মায়ায় । পারমেশ্বরী জড়-মায়া স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিক দেহদ্বারা আবৃতস্বরূপ জীবাত্মাকে ধর্ম্মার্থকামাদি প্রদান করিয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করে । পুরুষও জীব এবং ঈশ্বরভেদে দ্বিবিধ । যে অমুচিৎবস্তুর সংসারচক্রভ্রমণের অর্থাৎ মায়ায় বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে—সেই ‘জীব’ । আর যিনি প্রকৃতিকে বশে রক্ষা করিয়া বিশ্ব-সৃষ্টাদি কার্য্য করিতে সমর্থ—তিনিই মায়াবীশ ঈশ্বর ।

তির্য্যস্বমুদ্রবিবুধাদিষু জীবযোনি-

স্বাত্মোচ্ছ্রাণ্যকৃতশেতুপরীপয়া যঃ ।

রেমে নিরন্তবিষয়েহপ্যবরুদ্ধদেহ-

স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ভাঃ ৩।৯।১৯

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্, আপনি স্বেচ্ছাক্রমে তির্য্যক দেব নরাদি জীবযোনিতে স্বীয় নিত্য মূর্ত্তি প্রকট করিয়া এবং আত্মরামতাহেতু বিষয়মুখ হইতে নিবৃত্ত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালনের জন্ত ক্রীড়া করিয়া থাকেন । অতএব আপনিই পুরুষোত্তম ।

‘উপাধি-ধর্ম্মের সংস্পর্শ নাথাকা হেতু ভগবান্ই পুরুষোত্তম । মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, সমষ্টিজীবাত্তর্ঘ্যমীর্গভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টিজীবাত্তর্ঘ্যমী পুরুষত্রয় হইতেও উত্তম বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—শ্রীবিদ্বনাং ॥ ১৪ ॥

অস্থাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা—

মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাত্ঃ ।

সোহয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ

কালো গভীররয় উত্তমপুরুষস্তু ॥ ১৫ ॥

অনুব্র। ( শ্রুতয়দ্ব্যাম্ ) অব্যক্ত-জীবমহতাম্ ( অব্যক্তং প্রকৃতিঃ, জীবঃ পুরুষঃ মহান্ মহত্ত্বং ত্রেবাম্ ) অপি কালং ( কলয়িতারম্ বা নিয়ন্তারম্ ) আত্ঃ ( কথয়ন্তি, তত্বম্বেব ) অশ্চ ( বিশ্বশ্চ ) উদয়স্থিতিসংযমানাং ( সৃষ্টি-স্থিতিসংহারিণাং ) হেতুঃ ( নিমিত্তং ) অসি ( ভবসি ) ত্রিনাভিঃ ( ত্রিণী চাতুর্শাস্ত্রানি নাভয়ো যশ্চ সঃ ) অখিলা-পচয়ে ( অখিলশ্চ বিশ্বশ্চ অপচয়ে বিনাশে ) প্রবৃত্তঃ গভীররয়ঃ ( গভীর-বেগ-চেষ্টা ) অয়ং কালঃ ( সংবৎসরাত্মকঃ কালঃ ) সঃ স্ম উত্তমপুরুষঃ ( পুরুষোত্তমো ভবসি ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। হে দেব! ঐতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্ত্বেরও নিয়ন্তরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, স্মরণ্য আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ-স্বরূপ। হে নাথ! আপনিই ভুবনের সংহারার্থে প্রবৃত্ত চাতুর্শাস্ত্ররূপ ত্রিনাভিযুক্ত সংবৎসরাত্মক অতীব দেগশালী কালস্বরূপ; অতএব আপনিই পুরুষোত্তম ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। উক্তমেব পুরুষোত্তমদ্বনুপাদয়তি — অশ্চ জগত উদয়াদীনাং হেতুরসি তথা অব্যক্তং নাসা-কারণোপাধিঃ জীব উপহিতঃ মহান্ মহত্ত্বাদিঃ কার্যো-পাধিস্তেষামপি কালং কলয়িতারং নিয়ন্তারং ব্রাহ্মাত্ঃ। তথা অয়ং সংবৎসরাত্মকো যঃ কালঃ ত্রিনাভিঃ ত্রীণি চাতুর্শাস্ত্রানি নাভয়ো যশ্চ স তব গভীর-রয়ঃ গভীরবেগশ্চেষ্টা অত কার্যকারণাতীতত্বাৎ জীবাত্মনস্বাচ স্বম্বেবোত্তমঃ পুরুষঃ। যতুক্তং গীতাসু — ‘যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরোদপি চোত্তমঃ। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ’ ইতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত পুরুষত্তমের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। এই জগতের উদয়াদির হেতু আপনি। আর অব্যক্ত মায়ার কারণোপাধি, জীব উপহিত এবং মহত্ত্বাদি কার্যোপাধি—ইহাদের কাল অর্থাৎ নিয়ন্তা বলিয়া আপনি

খ্যাত। আর এই সংবৎসরাত্মক যে কাল ত্রিনাভি অর্থাৎ তিনটি চাতুর্শাস্ত্র বাহার নাভি এমন। আপনার গভীররয় অর্থাৎ গভীর বেগ বা চেষ্টা অতএব কার্যকারণের অতীত বলিয়া ও জীব হইতে উত্তম বলিয়া আপনিই উত্তম পুরুষ। গীতায় (১৫।২৮) উক্ত হইয়াছে—‘যেহেতু আমি ক্ষরতত্ত্বের অতীত এবং অক্ষরতত্ত্ব হইতেও উত্তম, সেই হেতু লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত’ ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকৃষ্ণাদি দেবতাগণ বলিলেন— হে প্রভো! আপনি কেবল পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন, অব্যক্ত জীব ও মহত্ত্বের নিয়ন্তা। সংবৎসরাত্মক কালকে এক এক ভাগে চারিভাগ করিয়া নির্দেশ পূর্বক তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ঐ কাল ত্রিনাভি নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই কাল আপনার গভীর বেগ বা চেষ্টা। কার্যকারণ ও জীব হইতে উত্তম বলিয়া আপনিই পুরুষোত্তম।

শ্রীভগবান্—জীব অব্যক্ত ও মহত্ত্বাদির নিয়ন্তা—

অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সা পরা গতি। — কঠঃ। প্রকৃতি হইতে অক্ষর শ্রেষ্ঠ, অক্ষর অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। মহত্ত্ব হইতে অব্যক্ত বা প্রধান শ্রেষ্ঠ, প্রধান হইতে তৎপ্রবর্তক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ; পরমেশ্বর হইতে অশ্চ কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পরম অবধি, তিনিই পরম পুরুষার্থ।

ত্রিনাভিযুক্ত কালচক্রের পরিচয়—

ন তেহজরাক্ষত্রমিরায়ুরেবাং

ত্রয়োদশাং ত্রিশতং বষ্টিপর্দ।

বস্মেন্মনস্তচ্ছদি যৎ ত্রিনাভি

করালস্রোতো জগদাচ্ছিত্ত ধাবৎ ॥

ভাঃ ৩২।১।১৮

শ্রীকর্দম ঋষি শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া স্তবমুখে বলিলেন— প্রভো, আপনার ত্রিনাভিরূপ কালচক্র অত্যদ্ভুত; উহা অজর ব্রহ্মস্বরূপ অক্ষোপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, অধিমাংস বা মলমাসের সহিত ত্রয়োদশ মাস

ইহার ত্রয়োদশ অর, তিনশত বষ্টি অহোরাত্ররূপ ইহার তিনশত বষ্টি পৰ্ব, ষড় ঋতু ইহার ষড় নেমি, অনন্ত ক্ষণলব্ধি ইহার পত্রাকার ধারা, তিন চাতুর্দশ ইহার নাভি অর্থাৎ অধারভূত বলয় ; ইহার বেগ অতিশয় তীব্র । হে ভগবন, এই কালচক্র সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করিয়া ধাবমান হইলেও ইহা আপনার তত্ত্বগণের আয় হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না ।

কাল—শ্রীভগবানের চেষ্টা —

যোহয়ং কালস্তত্ত্বং তেহব্যক্তবক্ষ্যে

চেষ্টামাহশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।

নিমেবাদিবৎসরাস্তো মহীয়ানং

স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপঞ্চে ॥ ভাঃ ১০।৩২৬

দেবকীদেবী স্মৃতিকাগৃহে আবির্ভূত ভগবান্কে বলেন—হে প্রকৃতি-প্রবর্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে, নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত সেই সর্ব-সংহারক মহান্ কালকে বেদসকল বিয়ুৎস্বরূপ আপনার চেষ্টা বা লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন । আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্বমঙ্গলময় কারণ । আমি আপনাকে প্রণয় হইতেছি ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ গীঃ ১৫।১৬

অর্থাৎ লোকে দুইটি পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর । ভূতসমূহ ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর ।

“ক্ষর অর্থাৎ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর—জীব, স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় না—অক্ষর ব্রহ্মই । \* \* এক জীবই অনাদি অবিজ্ঞানদ্বারা স্বরূপবিচ্যুত হইয়া কন্দ-পরতন্ত্র সমষ্ট্যাঙ্ক ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত ভূতসমূহ হইয়া থাকে । দ্বিতীয় পুরুষ অক্ষর কিন্তু কূটস্থ । একই অবিচ্যুত স্বরূপে সর্বকালবাপী ।”

—শ্রীবিষ্ণুনাথ ।

উত্তমঃ পুরুষত্বঃ পরমাত্মৈতু্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ গীঃ ১৫।১৭

সেই পরমাত্মরূপ দ্বিতীয় অক্ষর-পুরুষ—সামান্যতঃ অক্ষর-পুরুষরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম ; তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রেয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতস্বরূপে বিরাজমান ।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

গীঃ ১৫।১৮

তৃতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষর-পুরুষের নাম—‘ভগবান্’ । আমিই সেই ভগবত্ত্বজ্জ ; আমি—ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ ‘ব্রহ্ম’ ও ‘পরমাত্মা’ হইতে উত্তম । অতএব লোকে ও বেদে আমাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া উক্তি করে ।

“ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার অতীত অক্ষরপুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উত্তম অবিকার অর্থাৎ পরমাত্ম-পুরুষ হইতেও উত্তম ।” \* \* । উপাসক-বৈশিষ্ট্যেই উপাস্তের বৈশিষ্ট্যলাভ, ‘চ’কার প্রয়োগে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথাদি হইতেও “ইহারা পুরুষের অংশ, কলা ; কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্”—এই স্মৃতিজ্ঞি হইতে আমি উত্তম ।”

শ্রীবিষ্ণুনাথ ।

“অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটি পুরুষ এবং অক্ষর-পুরুষের তিনটি প্রকাশ,—সামান্য প্রকাশ “ব্রহ্ম” (জগৎ সৃষ্ট হইলে তাহাতে সর্বব্যাপি-সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্মের বিপরীত অবস্থায় লক্ষিত অক্ষর-পুরুষ), উত্তম প্রকাশ ‘পরমাত্মা’ এবং সর্বোত্তম-প্রকাশ ‘ভগবান্’ ।”—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ।

যো মামেবমসংযুতো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিত্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ গীঃ ১৫।১৯

যিনি নানামতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে ‘পুরুষোত্তমত্ব’ বলিয়া জানেন, তিনি সর্ববিৎ এবং তিনি সর্বভাবে আমাকে ভজনা করিতে সমর্থ ॥ ১৫ ॥

ততঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াশ্চ বীৰ্য্যঃ  
ধত্তে মহান্তমিব গৰ্ভমমোঘবীৰ্য্যঃ ।  
সোহয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোশং  
হৈমং সমসজ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

অনুব্র। ততঃ (পুরুষোত্তমাৎ) পুমান্ (আদি-  
পুরুষঃ) বীৰ্য্যং (শক্তিং) সমধিগম্য (প্রাপ্য) যয়া  
(মায়য়া) অমোঘবীৰ্য্যঃ (অব্যর্থবীৰ্য্যঃ সন্) অস্ত (বিশ্বস্ত)  
গৰ্ভং (বীজং) ইব (যং) মহান্তং (মহত্ত্বং) ধত্তে (উৎপাদয়া  
নাস) সঃ অয়ং (মহান্) তয়া (এব মায়য়া) অনুগতঃ (সন্)  
আত্মনঃ (স্বাত্মাৎ) বহিঃ (বহির্দেশে) আবরণৈঃ (সমুদ্ভিঃ)  
উপেতং (আবৃতং) হৈমং (হিরণ্যম্) অণ্ডকোশং  
সমসজ্জ (সৃষ্টবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। হে পুরুষোত্তম! আপনার নিকট হইতে  
আদি পুরুষ অমোঘবীৰ্য্য মহাবিষ্ণু কারণাক্রিশায়ী শক্তি  
লাভ করিয়া যে মায়াক্রিয়াদ্বারা এই বিশ্বের বীজস্বরূপ  
মহত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই মহত্ত্ব সেই মায়াদ্বারা  
যুক্ত হইয়াই নিজ হইতে বহির্দেশে সপ্তাবরণবিশিষ্ট হিরণ্ময়  
অণ্ডকোশের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। জীব-পুরুষ হইতে উত্তমত্ব বলিয়া  
পুরুষাদিপ্যুত্তমত্বমভিব্যঞ্জয়ন্তি—ততঃ সকাশাৎ পুমান্ আদি-  
পুরুষঃ সমধিগম্য শক্তিং প্রাপ্য যয়া মায়য়া দ্বারা বীৰ্য্যং  
বীৰ্য্যরূপং মহান্তং ধত্তে কমিব অস্ত বিশ্বস্ত গৰ্ভমিব সোহয়ং  
মহান্ তয়ৈব মায়য়া অনুগতঃ সন্ আত্মনঃ সকাশাদাণ্ডকোশং  
সমসজ্জ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীব-পুরুষ হইতে উত্তমত্ব বলিয়া  
প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষ হইতেও উত্তমত্ব অভিব্যক্ত হইতেছে।  
আপনার নিকট হইতে পুমান্ আদিপুরুষ সমধিগমন করিয়া  
অর্থাৎ শক্তিলভ করিয়া যাহাদ্বারা অর্থাৎ মায়াদ্বারা বীৰ্য্য  
অর্থাৎ বীৰ্য্যরূপ মহত্ত্বকে ধারণ করেন। কিসের ত্রায়,  
না, এই বিশ্বের গর্ভের ত্রায়। সেই মহত্ত্ব মায়াদ্বারা  
অনুগত হইয়া নিজ হইতে অণ্ডকোশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে  
প্রভো! আপনি প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষেরও আকর। আদি  
পুরুষাবতার আপনার বীৰ্য্যলাভ করিয়াই অমোঘবীৰ্য্য  
কারণাবশ্যায়িক্রমে মহত্ত্বকে ধারণ করেন। সেই মহত্ত্ব  
আপনার মায়ায়ুক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে বহির্ভাগতের  
অভ্যন্তরে-স্বর্ণ অণ্ডকোশ সৃষ্টি করেন।

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।

সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥

চরিতামৃত মধ্য ২০শ পঃ

বিষ্ণোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাখ্যো বিদুঃ।

একম্ মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং স্বপংসংস্থিতম্।

তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাস্বা বিমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণ

বিষ্ণুর তিনটীরূপ—প্রথম মহত্ত্বের স্রষ্টা, কারণাক্রি  
শায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টি-ব্রহ্মাওগত  
পুরুষ; তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাওগত পুরুষ, তিনি  
প্রতিজীবের অন্তর্ধামী ঈশ্বরও পরমাত্মা। এই তিনটীর  
তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

জগৎ পৌরুষং রূপং ভগবান্নহাদিভিঃ।

সমুতং বোড়শকলমাদৌ লোকসিস্থক্ষয়া ॥

ভাঃ ১।৩।১

ভগবান্ শ্রীহরি লোকসৃষ্টিমানসে সর্বপ্রথমে মহাদি-  
দ্বারা সমুত ও বোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ  
করিয়াছিলেন।

আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরস্ত

কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মানশ্চ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি

বিরাট্ স্বরাট্ স্থান্ম চরিত্ব ভূমঃ ॥ ভাঃ ২।৬।৪২

প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা কারণাক্রিশায়ী পুরুষই ভগবানের  
প্রথম অবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি,  
মন প্রভৃতি মহত্ত্ব, মহাত্ম্যাদি অহঙ্কার, সদ্ধাদিগুণ,  
ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তাঁহার  
বিভূতিরূপ।

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎকারণ ।

আগ্ন-অবতার করে মায়া'র দর্শন ॥

চরিতামৃত আদি ৫ম পঃ

বাস্তাদয়ো বিকুরীণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া ।

লক্ষবীৰ্যাঃ স্ফজতাং সংহতাঃ প্রকৃতেৰ্হলাৎ ॥

ভাঃ ১১।২২।১৮ শ্লো অৰ্পপরে দৃষ্টব্য

তৎ তস্মৈশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো

যন্মায়োথ গুণবিক্রিয়োপনীতান্ ।

অর্থান্ জুয়নপি হৃদীকপতে ন লিপ্তো

যেহেতু স্বতঃ পরিত্যক্তাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

**অনুব্র।** ( হে ) হৃদীকপতে ! ( হৃদীকেশ ! ) যৎ ( যস্মাৎ ) মায়য়া ( প্রকৃত্যা ) উথগুণবিক্রিয়য়া ( উথ উজ্জৃঙ্খিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়া ) উপনীতান্ অর্থান্ ( শব্দাদি-বিষয়ান্ ) জুয়ন্ ( জুয়মানঃ ) অপি ( তৈঃ ) ন লিপ্তঃ ( তেষু অনাসক্তো ভবতি ) তৎ ( তস্মাৎ ) ভবান্ ( এব ) তস্মৈশ্চ : ( স্বাবরশ্চ ) চ জগতঃ ( জঙ্গমশ্চ ) চ অধীশঃ ( নিয়ন্তা ) । যে ( তু ) অহে ( জীবা যোগিনো বা তে ) স্বতঃ পরিত্যক্তাং ( অবিজ্ঞমানাং ত্যক্তাদ্ বা বিষয়-জ্যোষণাং ) অপি বিভ্যতি স্ম ( বাসনামাত্রেন বধ্যস্ত ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।** হে হৃদীকপতে ! আপনি মায়াকর্তৃক প্রকাশিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-দ্বারা উপনীত শব্দাদি-বিষয়সমূহের ভোগ করিয়াও অনাসক্ত, অতএব আপনিই স্বাবর-জঙ্গমের একমাত্র নিয়ন্তা । পরন্তু অত্যাচ্ছ জীব বা যোগিগণ অবিজ্ঞমান বিষয়ভোগ হইতেও সৰ্বদা ভয়প্রাপ্ত হন ॥ ১৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** এবঞ্চ মূলভূতঃ পরমেশ্বরস্বমেবেত্যাহঃ, তদিতি । যস্মাদেবং ততস্মাৎ তস্মৈশ্চ স্বাবরশ্চ চ জগতো জঙ্গমশ্চ চ ভবানধীশঃ । স্রষ্টা পুরুষ ঈশ্বরশ্চ তমপ্যধিকরোবীত্যর্থঃ । বদ্যস্মান্মায়য়া উথ উথিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিস্তয়োপনীতানর্থান্ বিষয়ান্ জুয়ন্ মর্ত্যাদিশরীরেষু জীবদ্বারা পরমাত্মৈব স্বং জুয়মাণঃ সন্নপি হৃদীক-

পতে, হে ইন্দ্রিয়নিয়ন্তঃ, ন লিপ্তঃ যে স্বহেতু যোগিনস্তে স্বতঃ সেন পরিত্যক্তাদপি বিষয়জ্যোষণাভিভ্যতি বাসনামাত্রেন বধ্যস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এইরূপ মূলভূত পরমেশ্বর আপনিই । যেহেতু উহা এইরূপ, সেইহেতু তস্থিবান্ অর্থাৎ স্বাবরের এবং জগৎ অর্থাৎ জঙ্গমের আপনিই অধীশ্বর । স্রষ্টা-পুরুষ অধীশ্বর, আপনি তাঁহাকেও অধিকার করেন । যাহা হইতে মায়াকর্তৃক উথিত যে গুণবিক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি তাহাদ্বারা উপনীত ( প্রাপিত ) অর্থ অর্থাৎ বিষয়সমূহ জুয়ন্ ( -জুয়মান ) অর্থাৎ মর্ত্যাদি-শরীরে জীবদ্বারা পরমাত্মা আপনিই ভোগপ্রাপ্ত হইয়াও হৃদীকপতে অর্থাৎ হে ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা, লিপ্ত হন না । অতঃ পরমাত্মা অর্থাৎ যোগিগণ স্বয়ং পরিত্যক্ত বিষয়ভোগ হইতেও ভীত থাকেন, বাসনামাত্রই বন্ধনপ্রাপ্ত হন । ১৭ ।

**অনুদর্শিনী।** শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন— হে প্রভো ! আপনি প্রকৃতি-পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, অব্যক্ত, জীব, মহৎ, কাল প্রভৃতির নিয়ন্তা, পুরুষাবতার-গণের আশ্রয় অতএব আপনিই পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ । আপনি এই স্বাবর-জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডেরও অধীশ্বর । হে হৃদীকপতে আপনি- পরমাত্মারূপে সৰ্বদেহে বিরাজিত থাকিয়াও আপনার মায়াকর্তৃক উৎপাদিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ অমৃতভব করিয়াও তাহাতে কিছু-মাত্র লিপ্ত হন না । আর অতঃ সকলেই বিষয়ত্যাগ করিয়াও ভোগ-বাসনা থাকা হেতু সেই বিষয়সঙ্গ হইতে ভীত ।

কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব—

“এতো চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।”

ব্যাখ্যা এবং প্রমাণ ভাঃ ১১।৬।১০ ও ১৪ শ্লোক দৃষ্টব্য ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।

সৰ্ব-অবতারী, সৰ্বকারণ-প্রধান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ,—সবার আধার ॥



সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।

সর্কৈশ্বৰ্য্য-সর্কৈশক্তি-সর্কৈবদ পূর্ণা॥

চরিতামৃত নখাচম পঃ।

যাঁ'র ভগবতা হৈতে অশ্রুর ভগবতা।

স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।

কৃষ্ণের পরমাত্মরূপ—

তির্য্যগ্নুত্ৰবিবুধাদিবি জীববোশি-

ধাত্মোচ্ছ্রাশ্রুতসেতুপরীক্ষা যঃ।

রেমে নিবন্তবিষয়োহপ্যবক্কদেহ-

স্তম্বে নমো ভগবতে'পুরুষোত্তমায়॥ ভাঃ ৩।৯।১৯

ব্যাখ্যা ভাঃ ১১।৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ জীবদেহে থাকিয়াও কৰ্ম্মলিপ্ত নহেন -

অনাদিত্বান্নিগুণস্বাং পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥

গীঃ ১৩।৩১

ভগবান্ কহিলেন—হে কৌন্তেয়, পরমাত্মা অব্যয়, অনাদিও নিগুণ। শরীরে অবস্থান করিয়াও কৰ্ম্ম করেন না বা কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না।

ভক্ত অর্জুনও শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—

ত্ৰয়াম্বাঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

মায়াং ব্যুদস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥

ভাঃ ১।৭।২৩

অর্থ পূর্বে ভাঃ ১১।৬।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে।

তয়োরন্তঃ পিপ্লবং স্বাদ্বত্যনগ্নগ্নোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুখমানঃ।

জুষ্ঠং যদা পশুত্যত্মনীশমন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

মুণ্ডক ৩।১।১-২।

সর্কদা সংবৃত্ত সখ্যভাবাগ্নে জুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন নায়াদীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিহুতানে নানাবিধ স্বাদবৃত্ত স্ববৃত্তস্বরূপ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অতজন নায়াদীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কৰ্ম্মফলের ভোক্তা জীব

একই দেহবৃক্ষে অবস্থান পূর্বক মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূলসূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জ্ঞাত শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই, তখন সমস্ত শোক-নিমুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অল্পশীলন করেন।

এতৎ সম্পর্কে পরে ভাঃ ১১।১১।৬-৭

শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য। ১৭।

আয়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-

ক্রমগুলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডেঃ।

পদ্মাস্ত্র বোড়শসহস্রমনজ্ববাণৈ

যশ্চেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভভ্যঃ ॥১৮॥

অনুব্র। আয়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-ক্রমগুল প্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডেঃ ( আয়াবলোকো মন্দহসিতবিল-সিতোহবলোকস্তস্ত লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবো-হভিপ্রায়স্তেন হারি মনোহারি যদ্ ক্রমগুলং তেন প্রহিতা যে সৌরতমন্ত্রাস্তেঃ শৌণ্ডেঃ প্রগল্ভৈঃ ) অনজ্ববাণৈঃ ( কামস্ত্র বাণৈঃ সন্মোহনৈঃ ) করণৈঃ ( কামকলাভিঃ ) বোড়শসহস্রং পদ্মাস্ত্রঃ তু ( কল্পিণ্যাদয়ো মহিষ্য ) যস্ত ইন্দ্রিয়ং ( মনঃ ) বিমথিতুং ( ক্ষোভয়িতুং ) ন বিভভ্যঃ ( ন সমর্থঃ ) স ভবান্ ন লিপ্ত ইতি পূর্বেণাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। হে বিতো! যুহুমন্দহাস্তসহকারে দৃষ্টিকটাক্ষ-পাতদ্বারা আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মনোহর জয়গুলের ভঙ্গি-নিষ্কপে কেলিবিলাস-মন্ত্রযোগে এবং প্রগল্ভতাপূর্ণ স্ত্রীপুণ অনজ্ববাণ ও কামকলাদিদ্বারা কল্পিণী প্রভৃতি বোড়শসহস্র পত্নীগণ আপনার চিত্তকে আদৌ ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। স্বয়ং ভগবদ্রূপঃ সাক্ষাৎ স্বত্বপ্রাকৃত-বিষয়েষপি ন লিপ্ত ইত্যাহঃ—আয়াবলোকো মন্দহসিত-বিলসিতোহবলোকস্তস্ত লবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতো যো ভাবোহভিপ্রায়স্তেন মনোহারি যদ্ ক্রমগুলং তেন প্রহিতা যে সৌরতা মন্ত্রাস্তেঃ শৌণ্ডেঃ প্রগল্ভৈঃ অনজ্ব বাণৈ-বাণতুল্যৈঃ করণৈঃ কামকলাভিঃ বোড়শসহস্রং পদ্মাস্ত্রঃ

বিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং ন শেকুঃ পত্নীনাঞ্চিচ্ছক্তিবৃদ্ধিভাভাসাং  
কামকলা অপ্যপ্রাকৃত্যশ্চিময়া এব তাভিরপ্যবশীকারদর্শনা  
দলিপ্ত এব ত্বম্। কিঞ্চ পারিজাতাচ্ছাহরণজ্ঞোপিতবশী-  
কারদর্শনাং তাস্চ কদাচিত্তাসাং চিৎশিষ্য প্রেমময়োহ প-  
ভবস্তীতু্যচ্ছলনীলমণৌ প্রতিপাদিতম্। ততশ্চ হং প্রেমবশ্চ  
এব ন তু প্রাকৃত্যপ্রাকৃতকামবশ ইতি ভাবঃ। যদ্বা  
বিমথিতুং ব্রজসুন্দর্য ইব বিশেষেণ মথিতুং ন শেকুঃ।  
কিন্তু যাবাস্তত্র প্রেমাংশস্তাবদেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ।** সাক্ষাৎ স্বয়ং শগবদ্রূপ আপনি অপ্রা-  
কৃত বিষয়েও লিপ্ত নন। স্মারাবলোক অর্থাৎ মন্দমিত  
(মূতুহাস্ত) দ্বারা বিলসিত অবলোক (দৃষ্টি) তাহার লব  
অর্থাৎ কটাক্ষদ্বারা দর্শিত যে ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় তাহার  
দ্বারা হারি অর্থাৎ ননোহারি যে জন্মগুণ ভদ্বারা প্রহিত  
(প্রেরিত) যে সকল সুরতবিষয়ক মন্ত্র, তদ্বারা শৌণ্ড অর্থাৎ  
প্রগল্ভ অনঙ্গণ অর্থাৎ অনঙ্গের বাণতুল্য করণ অর্থাৎ  
কামকলা দ্বারা ষোড়শসহস্র পত্নী বিমথিত করা বা ক্লক  
করিতে সমর্থ হন নাই। পত্নীগণ চিৎশক্তিবৃদ্ধিসম্পন্ন  
বলিয়া তাঁহাদের কামকলা অপ্রাকৃত চিময়। তাঁহাদিগের  
কর্তৃক বশীকরণের অভাব দেখিয়া জানা যায় আপনি  
অলিপ্ত। কিন্তু পারিজাতাদির আহরণ-দ্বারা জ্ঞাপিত  
বশীকরণ দেখিয়া তাঁহারা কখন বা তাঁহাদের চিৎশিষ্যে  
প্রেমময়ীও হইয়া থাকেন, ইহা উজ্জলনীলনগিগ্রছে  
প্রমাণীকৃত। সেস্থলেও আপনি প্রেমবশ্চই, প্রাকৃত  
অপ্রাকৃত-কামবশ্চ নহেন। অথবা বিমথিত করিতে  
অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের ত্রায় বিশেষভাবে মথিত করিতে  
পারেন নাই কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ প্রেমাংশ সেই  
পরিমাণেই ॥ ১৮ ॥

দ্রষ্টব্য—এই শ্লোকটি ও ভাঃ ১০।৬।১৪ শ্লোক একই।

**অনুদর্শনী।** শ্রীব্রজাদি দেবতাগণ বলিলেন—  
হে প্রভো! আপনি জীবহৃদয়ে অন্তর্ধামিরূপে অবস্থান  
করিয়া বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ত  
আবদ্ধ নহেন, অধিকন্তু আপনার চিৎশক্তি সমন্বিত  
ষোড়শসহস্র মহিষীগণের বিচিত্র হাবতাবেরও বশীভূত

নহেন। তবে যে প্রেমবতী সত্যভামার প্রার্থনায় আপনি  
পারিজাত আহরণলীলা করিয়াছিলেন উহাতে আপনি  
যে কেবল প্রেমবশ, কামবশ নহেন—তাহাই প্রমাণিত  
হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ অধিক প্রেমবতী বলিয়া আপনকে  
বিশেষভাবে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু পত্নীগণ নিজ  
নিজ প্রেমের পরিমাণে আপনাকে বাধ্য করিয়াছেন।  
প্রেমের পরিমাণ অনুসারে আপনার বাধ্যতার পরিচয়।

নূনং ব্রতমানহতাদিনেশ্বরঃ

সমর্চিতো হস্ত গৃহীতপাণিভিঃ।

পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মূছ-

ব্রজস্রিয়ঃ সংযুগ্মহৃদযাশয়াঃ ॥ ভাঃ ১১।৩।২৮

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগকালে কুলনারীগণ পরস্পর  
বলিতেছেন, হে সখি, যে অধরামৃতের আশায় ব্যাকুলচিত্ত  
ব্রজবনিতাগণ সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই অধরসুধাই  
যাহারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়া থাকেন ইহার সেই সকল  
পাণিগৃহীতা পত্নীগণ এই বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই  
পূর্ক পূর্ক জন্মে বিবিধ বহুভূত, স্নান ও হোমাদি দ্বারা  
সম্যক প্রকারে পূজা করিয়াছিলেন।

মহিষীগণের পরিচয়—

অগ্নিপুত্রো মহাত্মানন্তপশা জীত্বমাপিরে।

ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভূম্ ॥

মহাকৌশ্লে।

অর্থাৎ মহাত্মা অগ্নিপুত্রগণ তপস্তাদ্বারা জীত্ব প্রাপ্ত  
হইয়া জগদ্যোনি, বিভূ, অজ বাসুদেবকে স্বামিরূপে  
লাভ করিয়াছিলেন।

ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ।

হংস এবমতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনাৰ্দ্দিনঃ ॥

তস্মৈতা শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ।

চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্ত তাঃ স্মৃতাঃ ॥

সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শীকলা।

ষোড়শৈব কলা যাস্ত গোপীকৃপা বরাদ্ধনে ॥

একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ মহস্রোণ পৃথক্ পৃথক্।

ঈন্দ্রে প্রভাসখণ্ডে।

অর্থাৎ ষোড়শসহস্র গোপী তথায় সমাগত হইলেন। পরমাত্মা জনার্দন কৃষ্ণ হংসদৃশ। হে দেবি, ইহারা তাঁহারই ষোড়শ শক্তি বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, তাঁহারা তাঁহারই কলারূপ। হে বরাক্ষনে, তাঁহারা সম্পূর্ণ মণ্ডল। মালা আকারে ষোড়শকলা, বাঁহারা ঘোলটী কলা তাঁহারা গোপীরূপ। এক এক কলা সহস্র সংখ্যায় ভিন্ন হইয়া পৃথক পৃথক।

সুতরাং মহিবীণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। শুধু তাহাই নহেন, তাঁহারা গোপীগণেরই প্রকাশ। কেননা, পান্দে কার্তিকি মাহাত্ম্যে “কৈশোরে গোপকথা-স্তা যৌবনে রাজকথাকাঃ”—অর্থাৎ কৈশোরে বাঁহারা গোপকথা যৌবনে তাঁহারই রাজকথা। অতএব পূর্ণতম শ্রীউদ্ধাবন-নাথ কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ যেমন দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমা ফ্লাদিনীশক্তি গোপীগণেরও পূর্ণপ্রকাশ পট্টমহিবীণ।

কৃষ্ণশ্রু পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূতগোকুলান্তরে।

পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥

( ভক্তিরসামৃত ) — শ্রীবিষ্ণুনাথ।

আবার পট্টমহিবীণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নিত বলিয়া তাঁহাদের কটাক্ষাদিতে প্রাকৃত-কামভাবের সম্ভাবনা নাই।

উদ্ধামভাবপিণ্ডনামলবল্লহাস-

ব্রীড়াবলোকনিহতোহমদনোহপি যাসাম্।

সংনুহ চাপমজহাং প্রমদোত্তমাস্তা

যন্তেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥

তময়ং মত্ততে লোকো হসন্তমপি সঙ্গিনম্।

আন্ত্রোপম্যেন মল্লজং ব্যাপৃধানং যতোহবুধঃ ॥

ভাঃ ১।১।১৩৬।৩৭

যে সকল পরমাত্মদরীগণের গুঢ় হাব-ভাব-স্বচক নির্মল মনোহর হস্ত ও সলজ্জ অপাঙ্গ-নিষ্ফেপে নিতান্ত মুগ্ধ কামের রিপু সাক্ষাৎ মহাদেবও সন্মোহ-প্রাপ্ত হইয়া পিনাকধনু পরিত্যাগ করেন বা স্বয়ং কন্দর্প কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া লজ্জাক্রমে কুস্তমধনু পরিত্যাগ করেন, তাদৃশ

মহেশ-মদন-বিজয়িণী বরবর্ণিনী ললনাশ্রেষ্ঠগণও কপট হাবভাববিক্রমাদি-দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের মন ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, তাদৃশ নির্দ্বিকার, প্রাকৃত-সঙ্গাভীত শ্রীকৃষ্ণকে অতত্ত্বজ্ঞতা-হেতু এই সকল প্রাকৃত মায়ামুগ্ধ লোক নিজের স্থায় কামব্যাপারযুক্ত প্রকৃতিসঙ্গী সামান্য মর্ত্য মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

“নৈশ্চল্যই ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব লক্ষণ। সুতরাং তিনি প্রেমবশ। আবার চিহ্নিতের বিলাস বিশেষই প্রেম। সুতরাং প্রেমময়ী পট্টমহিবীণের কটাক্ষাদি, তদুখিত কাম, তৎকারণ এবং রমণ সকলেই চিন্ময়ত্ব-হেতু বিষয়শব্দে বলিতে অশক্যবিধায় মায়িক শব্দ-স্পর্শাদির স্থায় বিষয়শব্দমাত্রে অভিহিত হইয়াছে।...পট্টমহিবীণ সকলেই চিহ্নিত। সুতরাং তাঁহাদিগের কটাক্ষাদিতে প্রাকৃত প্রকাশের সামর্থ্য নাই।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

উজ্জলনীমগ্নিগ্রন্থে ‘হাস্যিভাব’ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে,— ‘পল্লীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিভা। কচিভেদিত-সন্তোগত্বঞ্চ সাম্রা সমঞ্জসা’ ॥ ৩৩ ॥ অর্থাৎ বাহাতে পল্লীভাবাভিমান বুদ্ধি হয়, বাহা গুণাদিশ্রবণে উৎপন্ন হয় এবং বাহাতে কখন কখন সন্তোগের ত্বঞ্চ জন্মায়, সেই রতির নাম সামঞ্জসা।

‘সমঞ্জসাতঃ সন্তোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুখিতৈ-র্ভাবৈবশ্রুতা দুষ্করা হরেঃ’ ॥ ৩৫ ॥ অর্থাৎ সমঞ্জসা রতি হইতে সন্তোগেচ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন সন্তোগ-স্পৃহা হইতে উখিত যে হাবভাবাদি, তদ্বারা হরিকে বশীভূত করা দুষ্কর হয়।

এই বাক্যের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত আলোচ্য শ্লোকের ‘লোচনরোচনী’ টীকায় শ্রীলজীবগোস্বামী প্রভু বলেন— ‘পল্লীগণ করণসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে মথনে সমর্থ হন নাই। ইহা পাওয়া গেলেও তাঁহাদিগকে প্রেমাংশের পরিমাণে মথনে সমর্থ হইয়াছিলেন’।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরেও কামপ্রবেশের সামর্থ্য নাই—

কামং দহন্তি কুতিনো ননু রোষদৃষ্টা

রোষং দহন্তুত তে দহন্ত্যাসহম্।

সোহং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি

কামঃ কথং হু পুনরন্ত মনঃ শ্রয়তে ॥ ভাঃ ২।৭।৭

শ্রীব্রহ্মা, নারদকে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতি দেবতাগণ  
রোষযুক্ত-দৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন বটে, কিন্তু সেই  
রোষ তাহাদের চিন্তকেই দগ্ধ করে, তাঁহারা কামকে  
দগ্ধ করিতে পারেন না ; কারণ তাঁহারা নিজেদের রোষে  
নিজেরাই অভিভূত হন, পরন্তু সেই রোষ ভগবানের  
অমল অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে ভয় করে অতএব তাঁহার  
মনে কি প্রকারে কাম আশ্রয় করিবে ?

কেননা তিনি—

তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্যমানমুখাযুধঃ ।

পীতাদ্বরধরঃ শ্রদ্ধী সাক্ষান্মনাথ-মন্মথঃ ॥ ভাঃ - ৩।১৩২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—সেই ( রোদনকারিণী ) গোপী-  
গণের মধ্যে হান্সবদন, পীতবসন, বনমালী সাক্ষাৎ মদন-  
মোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন ।

‘বৃন্দাবনে ‘অপ্রাকৃত নবীন মদন’ ।

পুরুষ, যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম ।

সর্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥

চরিতামৃত মঃ ৮পঃ

চড়ি’ গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন-মথ,  
নাম ধরে মদনমোহন ।

জিনি’ পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব-কন্দর্প,  
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ঐ মঃ ২।১পঃ

তবে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা সত্যভামার জন্ত  
পারিজাত আহরণ করিয়াছিলেন উহা—

প্রিয়ং প্রভুগ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া

বিধিৎসুরাচ্ছূদ্যুতরং যদর্থে ।

বজ্রাদ্রব্যং তং সগণে ক্রবাঙ্কঃ

ক্রীড়ামৃগো নুনময়ং বধূনাম্ ॥ ভাঃ ৩।৩৫

শ্রীউদ্ধব, বিহ্বরকে কহিলেন - গ্রাম্য-ব্যবহারে লোকে  
যে রূপ প্রিয়ার প্রিয়সাধন করিয়া থাকে, সত্যভামাকে  
সম্ভুষ্ট করিবার জন্ত তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ হইতে পারিজাত

হরণ করায় বজ্রপাণি ইন্দ্র বধুদিগের ক্রীড়ামৃগের ছায়  
স্বর্ণব লইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

শ্রীস্বহগোষামীও বলিয়াছেন—

তময়ং মন্ততে লোকো হৃদযন্তমপি সঙ্গিনম্ ।

আয়্যোপমোন মনুজং ব্যাপৃধানং যতোহবুধঃ ॥

ভাঃ ১।১১।৩৭

অর্থ আলোচ্য শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ।

“পারিজাতার্থ সত্যভামার প্রতি আসক্তির ছায়  
বহব্যাপার দর্শনে সদসদ্বিবচনশূন্য নীলমণিকে কাচের ছায়  
প্রেমকে বিব্রাসক্তি বলিয়া নিশ্চয় করে ।” - শ্রীবিদ্যনাথ ।

ইহার মীমাংসা—‘গ্রাম্য’ অর্থে ‘কামী’ । এই কার্ষ্যের  
দ্বারা প্রাকৃত চক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত কামীর ছায়  
দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাকৃতকামী নহেন ।  
শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত-প্রেমভক্তিবশ । তিনি সত্যভামার  
অপ্রাকৃত প্রেমে বশীভূত হইয়াই সেবকের প্রীতি-  
সাধনেচ্ছায় পারিজাত আনয়ন করেন । ইন্দ্র, ভক্তের  
ভক্তিবশ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রাকৃত  
স্ত্রীগণের সৌন্দর্য্যমাত্রলোভে জড় কামবশ বলিয়া অনুমান  
করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে ধাবমান হইয়াছিলেন ।

—শ্রীজীব

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী রামবিহারী এই মদনমোহন  
শ্রীকৃষ্ণের প্রণামে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাদিজয়সংকটদর্প-কন্দর্প-দর্পহা ।

জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসনগুণমণ্ডনঃ ॥

ব্রহ্মাদিদেব-বিজয়ী অতিগর্ভিত কন্দর্পের দর্পহারী  
গোপী-রাসনগুণ-শোভিত রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ।

শ্রীগোপীগণের ভজনপরাকর্ষা—

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় (৪।১) বলিয়াছেন—

মে যথা মাং প্রপদন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বদ্বীলুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্শ্ব সর্কশঃ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হইতে ।

যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

দে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভঞ্জে।

তাহাতে প্রনাগ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥

চরিতামৃত আদি ৪ পঃ

ন পারয়েহং নিরবস্থাসংযুজাং

সমাধুরূতাং বিবুধাযুগাপি বঃ।

যা মাহভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্য তদঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—আমার সহিত তোমা-  
দিগের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জয়  
গৃহশৃঙ্খল ত্রিন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্ম  
আমি দেবতাদিগের হ্রাস দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার  
প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমরা  
নিজ নিজ সাধুরূতাদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।

তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥

আদিপুর্বাণ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজ  
শরীর আমার ভোগ্য বলিয়া তাহাতে বহুপ্রকাশ করেন,  
হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর  
কেহই নাই।

অতএব প্রেমিকাপ্রার্থে ব্রজসুন্দরীগণ অপ্রাকৃত মদন---  
শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে ক্ষোভিত করিয়াছিলেন আর পরী-  
গণের মধ্যে ষাঁহার যতদূর প্রেম, তিনি সেই পরিমাণে  
অজিত ভগবানকে পরাজয় করেন ॥ ১৮ ॥

বিভ্যাস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যঃ

পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হস্তম্।

আনুশ্রবং শ্রুতিভিরজ্বজমঙ্গসঙ্গৈ-

স্তীর্থদ্বয়ং শুচিসদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। (তথাৎ) তব অমৃত কথোদবহাঃ (অমৃত-  
রূপা বা কথা তদেব উদম্ উদকং বহন্তীতি তথা কীর্তি-  
নৃত্যঃ তথা) পাদাবনেজসরিতঃ (পাদপ্রক্ষালননৃত্যঃ গঙ্গাশ্যচ)  
ত্রিলোক্যঃ শমলানি (পাপানি) হস্তং (বিনাশয়িতুং)

বিভ্যঃ (সমর্থাঃ, অতএব) শুচিসদঃ (শুচরে আত্ম-  
বিশুদ্ধার্থং সীদন্তি ক্লিষ্টান্তি প্রযতন্তে তে বিশুদ্ধিকামাঃ,  
স্বাশ্রমধর্মস্থিতাঃ, শুদ্ধচেষ্ঠা জনাঃ) শ্রুতিভিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ।  
আনুশ্রবং (গুরোরুচ্চারণমনুশ্রয়ত ইত্যনুশ্রবঃ বেদস্তুত্রভবং  
কীর্তিরূপং তীর্থং তথা) অঙ্গসঙ্গৈঃ অজ্বিজং (চরণনিঃসৃতং  
নৃত্যাত্মকং-তীর্থমিতি) তে (তব) তীর্থদ্বয়ং উপস্পৃশন্তি  
(সেবন্তে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। হে দেব! আপনার লীলাকথামৃত-  
প্রবাহিনী কীর্তিনদী এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মবিনিঃসৃত  
নদীসমূহ ত্রিলোকবাণীর পাপ দূরীকরণে সমর্থা। সেই  
হেতু স্বাশ্রমধর্মস্থিত শুদ্ধচেষ্ঠাপরায়ণ বিশুদ্ধকামী পুরুষগণ  
শ্রুতিমূলে গুরুমুখনিঃসৃত বেদোক্ত আপনার লীলামৃত-  
প্রদারিনী কীর্তি-তীর্থ এবং অবগাহনদ্বারা ভবদীর্ঘ পাদপদ্ম-  
সম্প্রদাতা গঙ্গাতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। যতপি স্বমেবমলিগুপ্তথাপি তব লীলামৃতং  
চরণামৃতঞ্চ সংসারবন্ধাক্লোবান্মোচয়ত্যেবেত্যাহঃ—বিভ্য  
ইতি। তব অমৃতরূপা বাঃ কথাস্তা এব উদবহাঃ  
পুণ্যনদ্যঃ। পাদাবনেজসরিতো গঙ্গাশ্চ শমলাস্ত্রিবিজা-  
মালিছানি হস্তং বিভ্যঃ সমর্থাঃ। কেন প্রকারেণ, আনুশ্রবং  
গুরোরুচ্চারণমনুশ্রয়ন্ত ইত্যনুশ্রবঃ পুরাণাশ্রুতং ভবং  
লীলামৃতং তীর্থং শ্রুতিভিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ। অজ্বিজং  
তীর্থঞ্চ অঙ্গসঙ্গৈঃ এবং শুচিসদঃ শুদ্ধচেষ্ঠা জনাঃ তীর্থদ্বয়ং  
উপস্পৃশন্তি অধিকং সেবন্তে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও এইরূপে আপনি অলিপ্ত,  
তথাপি আপনার লীলামৃত ও চরণামৃত লোককে সংসার-  
বন্ধন হইতে মুক্ত করে। আপনার অমৃতরূপ যে সকল  
কথা তাহারই উদবহ অর্থাৎ পুণ্যনদী। পাদাবনেজসরিতং  
অর্থাৎ গঙ্গাও শমলসমূহ অর্থাৎ অবিজ্ঞানালিন্য-সকল নাশ  
করিতে সমর্থ। কিরূপে? আনুশ্রব অর্থাৎ গুরুর উচ্চারণ  
শ্রদ্ধায় শ্রবণ করা হয়, পুরাণাদি, তাহাতে উৎপন্ন লীলামৃত-  
তীর্থ শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা এবং অজ্বিজ বা  
পাদজাততীর্থ অঙ্গসঙ্গের দ্বারা এই ভাবে শুচিসং অর্থাৎ  
শুদ্ধচেষ্ঠ-জনগণ দুই তীর্থকে উপস্পর্শ বা প্রচুর সেবা  
করেন। ১৯।

**অনুদর্শিনী।** শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন—হে প্রভো! আপনি সর্ববিষয়ে অলিপ্ত হইলেও আপনার লীলামৃত ও চরণামৃত বা কথামৃত ও চরণামৃত অথবা কীর্তিতীর্থ ও পাদতীর্থ জীবের অবিজ্ঞানালিঙ্গ নাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপ্রমুখাং শ্রবণকারী বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ণের দ্বারা আপনার কীর্তিতীর্থ এবং অঙ্গ-স্পর্শদ্বারা পাদতীর্থের সেবা করিয়া থাকেন।

কীর্তিতীর্থ ও পাদতীর্থ ত্রিভুবনব্যাপ্ত—

যদবিশ্রুতিঃ শ্রুতিভূতেদমলং পুনাতি

পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।

ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদজ্জিৎপদ্ম-

স্পর্শোখশক্তিরভিবর্ষতি নোহখিলার্থাম্ ॥

ভাঃ ১০।৮।২৯

ভীষ্ম, দ্রোণাদি, ধৃতরাষ্ট্রাদি শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের প্রশংসা করিতেছেন—ঐহার শ্রুতিগণ প্রশংসিত বিমল কীর্তি, পাদপ্রক্ষালন-বারি গঙ্গাদেবী ও বাক্যস্বরূপ বেদ-শাস্ত্র এই বিশ্বের অতিশয় পবিত্র করিতেছেন এবং এই পৃথিবী কালপ্রভাবে বিনষ্ট-মাহাত্ম্য হইয়াও ঐহার পাদ-পদ্মস্পর্শে পুনরায় শক্তিমতী হইয়া আমাদের যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করিতেছেন (সেই শ্রীকৃষ্ণ সধনযুক্ত হইয়া আপনার গৃহে বর্তমান থাকার আপনারা বস্তুতই স্বার্থকজন্মা)।

লীলামৃত ও চরণামৃত ত্রিলোক-পবিত্রকারী—

যন্ত্রামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াম্

ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।

মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাখো

গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্ ॥

ভাঃ ১০।৭।৪৪ অর্থ ভাঃ ১১।৬।১৩ শ্লোঃ দ্রঃ

কথামৃত-শ্রবণে স্পৃহা—

ন মেহসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মননশনাদনী।

পিবতোহচ্যুতপীষ্মমত্তত্র কুপিতাদ্বিজাং ॥

ভাঃ ২।৮।২৬

গঙ্গাতীরে প্রারোপবেশনে উপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন, অনশন হইতে এবং কুপিত দ্বিজ হইতেও আমার চিত্ত ব্যাকুল হইবে না কারণ, আমি আপনার বাক্যরূপ-সমুদ্রোথিত অচ্যুত-কথামৃত পান করিতে থাকিব।

তত্ত্ব প্রপন্নখিললোকপানা

মবস্থিতানাংমুখ্যাসনে স্বে।

অর্থায় জাতস্ত্র যদুধত্ত্ব

বার্তাং সখে কীর্তয়ঃ তীর্থকীর্তেঃ ॥ ভাঃ ৩।১।৪৫

প্রায় সর্বতীর্থে মজ্জনাশ্বে শ্রীউদ্ধবের সহিত মিলিত বিদূর বলিলেন—হে সখে, শবণাগত নৃপতিবর্গের ও স্বীয় অনুশাসনে অবস্থিত অত্যাচ্য ভক্তজনের প্রয়োজনার্থ শ্রীভগবান্ অজ হইয়াও যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সংসার-তারিণী কীর্তিবৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবার্তা কীর্তন করুন।

কথামৃত-পানের ফল—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্

কবিভিরীড়িতং কন্ধ্যাপহম্।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং

ভুবি গৃগস্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ভাঃ ১০।৩।১৯

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—আপনার কথামৃত আপনার বিরহকাতর-জনগণের জীবনস্বরূপ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেমসম্পত্তি দায়ক এবং কীর্তনকারিগণ-কর্তৃক বিস্তৃত। স্মরণ্য যে ব্যক্তি উহা কীর্তন করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

যদলুচরিতলীলা-কর্ণপীষ্ম-বিপ্রট্

সকৃদদন-বিধূত-দম্বধম্মা বিনষ্টাঃ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীন।

বহব ইহ বিহঙ্গা তিক্চুৰ্য্যাং চরন্তি ॥ ভাঃ ১০।৪৭।১৮

শ্রীরাধিকাদেবী ভ্রমরবে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বিবেকিগণ ঐহার চরিত্র-লীলাকথামৃতের কণিকামাত্র

কর্ণপুটে আস্থাদান করিয়া রাগাদি-বৃন্দরহিত ও ভোগে  
নিম্পৃহ হইয়া দুঃখপূর্ণ গৃহ-পরিজন-পরিত্যাগ করিয়া  
প্রাণধারণনিমিত্ত তিস্তাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাৎশ  
কৃষ্ণের কথা আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

আনুশ্রব বা শ্রীশুক্রমুখে কথা-শ্রবণের স্বার্থকতা—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরস্তি চ দেবমায়াং

শ্রীশুদ্রহৃৎশবরা অপি পাপজীবাঃ।

যন্তদ্রুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-

স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ভাঃ ২।৭।৪৬

শ্রীব্রহ্মা, নারদকে বলিলেন—ভগবানের ষাঁহার  
একান্ত আশ্রিত ভক্ত তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া  
ষাঁহার শিক্ষা করেন, তাঁহার শ্রী, শূদ্র, হুণ, শবর ইত্যাদি  
পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহার হংস, গজ, গু-  
শারিকাদি তির্য্যগ্যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া  
জানিতে পারেন এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন।  
সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীশুক্র-প্রমুখাং ভগবানের কথা  
শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকেন, তাঁহার যে  
ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে  
পারিবেন এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাদতীর্থ ও কীর্ত্তিতীর্থসেবী বাহ্যভ্যন্তরে শুচি—

অথানঘাভ্যে শুব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-

রন্তর্কহিঃস্নানবিধূতপাপানাম্।

ভূতেষ্মক্ৰোশস্মসদ্বশীলিনাং

ত্ৰাং সঙ্গমোহমুগ্রহ এব নম্ভব ॥ ভাঃ ৪।২৪।৫৮

শুভকারী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বলিলেন—আপনার  
শ্রীচরণযুগল যাবতীয় পাপনিবর্তক। অভ্যন্তরে আপনার  
কীর্ত্তিতীর্থে এবং বাহ্যে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিয়া ষাঁহাদের  
পাপ বা অভদ্ররাশি বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ ষাঁহার  
বাহ্যভ্যন্তরে শুচি হইয়াছেন এবং ষাঁহাদের রাগদ্বৈ-  
বিরহিত-চিন্তে সরলতাাদি সদগুণরাশি বিজ্ঞান, আপনি  
রূপা করুন যেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়, তাহা  
হইলেই আমাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট অমুগ্রহের  
নিদর্শন দৃষ্ট হইবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবাদরায়ণিকবাচ, —

ইত্যভিষ্ট্যুয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধ্বতিহরিম্।

অভ্যভ্যযত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

অনুব্র। শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—সেশঃ (ঈশেন

কৃদেন সহিতঃ) শতধ্বতিঃ (ব্রহ্মা) বিবুধৈঃ (দেবগণৈঃ সহ)  
হরিং (শ্রীকৃষ্ণম্) ইতি (এবম্) অভিষ্ট্যুয় (স্তত্বা) প্রণম্য  
(চ) অম্বরম্ (গগনম্) আশ্রিতঃ (গগনস্থঃ সন্)  
গোবিন্দম্ অভ্যভ্যযত (উবাচ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুক্রদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র!

কৃষ্ণ ও দেবগণের সহিত শতধ্বতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে এই  
প্রকার শুভ ও প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে অবস্থানপূর্বক  
পুনরায় গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

ভূমেভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।

তমস্মাভিরশেষাঙ্ঘ্র্য তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

অনুব্র। শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) অশেষাঙ্ঘ্র্য!

(সর্বাঙ্ঘ্র্য) (হে) প্রভো! ভূমে: ভারাবতারায়  
(ভূতারহরণায়) অস্মাভিঃ পুরা ঙ্গ (যথা) বিজ্ঞাপিতঃ  
(উক্তঃ) তৎ তথা এব উপপাদিতং (ত্বয়া তথা এব  
সম্পাদিতম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—সর্বাঙ্ঘ্র্য! প্রভো!

পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত পুরাকালে আমার আপনার  
নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম আমাদের প্রার্থনা  
সেইরূপ যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। নমু যুগ্মাভিঃ ক্ষীরোদশায্যেব

বিজ্ঞাপিতঃ নম্বহং তত্রাহ, অশেষাঙ্ঘ্র্য, হে সর্বাভতারা-  
বতারিস্বরূপ, তত্ৰাপি ঙ্গংস্বরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা আপনারা ক্ষীরোদশায়ীকেই

জানাইয়াছিলেন, আমাকে নহে—এরূপ পূর্বপক্ষ হইলে  
উত্তর। অশেষাঙ্ঘ্র্য অর্থাৎ সর্ব-অবতারের অবতারি-  
স্বরূপ। তাঁহারও আপনিই স্বরূপ ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ীকেই ভূমির  
ভাঃহরণের নিমিত্ত জানাইয়াছিলেন—ভাঃ ১০।২।১৮-২০

শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীরও মূল—

নারায়ণস্বং নহি সর্বদেহিনা-

মাত্মাস্ত্রীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাং

তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ভাঃ ১০।১৪।১৪

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই  
নারায়ণ, কেননা আপনি সর্বদেহধারি-জীবসমূহের আত্ম-  
স্বরূপ—অর্থাৎ নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন  
যিনি, তিনি নারায়ণ—আপনিই সেই। হে অরীশ, আপনি  
অখিললোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন  
তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ।  
নর হইতে উদ্ধৃত চতুর্কিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত  
জল ধাহার অয়ন—আশ্রয় তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ  
আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি। আপনার শ্রীমূর্ত্তি পরম  
সত্য, বিরাট স্বরূপের আয় আপনার নারায়ণরূপ মায়িক  
নহে।

“কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।

আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥

ব্রহ্মা বলেন, তুমি কিনা হও নারায়ণ।

তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টে যত জীবরূপ।

তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।

জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বআশ্রয় ॥

নার শব্দে কহে সর্ব জীবের নিচয়।

অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।

এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥

জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।

তাহা সব হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥

অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা।

তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥

নারের অয়ন যাতে করহ পালন।

অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥

ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ত্ত্ব।

তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্শ্ব ॥

তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি।

তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতিগতি ॥

নারের অয়ন যাতে কর দরশন।

তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥

কৃষ্ণ কহেন, ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।

জীব হুদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥

ব্রহ্মা কহে, জলে জীবে যেই নারায়ণ।

সে সব তোমার অংশ,—এ সত্য বচন ॥

কারণাক্ষি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।

মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়া ॥

সেই তিন জলশায়ী সর্ব-অন্তর্ধামী।

ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।

ব্যষ্টিজীব-অন্তর্ধামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।

তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।

তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ ॥

চরতিমূর্ত আ ২য় পঃ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সংসৃ সত্যসন্ধেষু বৈ জয়া।

কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

অম্লয়ঃ। জয়া বৈ (নিশ্চিতং) সত্যসন্ধেষু (সত্যে  
সন্ধা অভিসন্ধির্যেবাং তেষু) সংসৃ (সাধুষু) ধর্ম্মঃ চ স্থাপিতঃ



(সদ্বর্শে রক্ষিতঃ, তথা) সর্বলোকমলাপহা (সর্বেষাং লোকানাং মলং পাপম্ অপহন্তীতি তথাভূতা) কীর্তি চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা (বিস্তারিতা) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।** আপনি সত্যানুসন্ধিৎসু সাধুগণের মধ্যে সদ্বর্শপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সকল লোকের পাপ-বিনাশকারিণী কীর্তি সর্বত্র বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

**বিশ্বনাথ।** বিক্ষিপ্তা বিস্তারিতা ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিস্তারিত ॥ ২২ ॥

অবতীৰ্য্য যদাবংশে বিভ্রূতপমনুত্তমম্ ।

কৰ্ম্মাণ্যুদ্যামবৃত্তানি হিতায় জগতোহকুথাঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** অনুত্তমং (ন বিত্ততে উত্তমং যস্মাৎ তৎ) রূপং (বিগ্রহং) বিভ্রূৎ (বিভ্রাণো) যদোঃ বংশে অবতীৰ্য্য জগতঃ হিতায় (মঙ্গল্যায়) উদ্যামবৃত্তানি (উদ্যামানি উৎকটানি বৃত্তানি বিক্রমাঃ যেষু তানি) কৰ্ম্মাণি অকুথাঃ (অং কৃতবান্) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** আপনি সর্বোত্তম বিগ্রহ ধারণপূর্বক যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত বিবিধ-বিক্রম-বিশিষ্ট লীলাসমূহের সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ ।

শৃণুন্তঃ কীর্তয়ন্তুশ্চ তরিশ্যন্ত্যজ্ঞসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।** (হে) ঈশ! কলৌ (কলিযুগে) সাধবঃ (সদাচারনিষ্ঠাঃ) মনুষ্যাঃ যানি তে (তব) চরিতানি (তানি) শৃণুন্তঃ কীর্তয়ন্তুঃ চ অজ্ঞসা (অন্যাসেন) তমঃ (অজ্ঞানং) তরিশ্যন্তি (অতিক্রমিষ্যন্তি) ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।** হে ঈশ! কলিযুগে সদাচারনিষ্ঠ সাধুজনগণ আপনার ঐ সকল চরিতাবলী শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া অন্যাসেনে অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ২৪ ॥

যদুবংশেহবতীর্ণশ্চ ভবতঃ পুরুষোত্তম ।

শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাদিকং প্রভো ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।** (হে) প্রভো! (হে) পুরুষোত্তম!

যদুবংশে অবতীর্ণশ্চ ভবতঃ পঞ্চবিংশাদিকং শরচ্ছতং (বর্ষশতং) ব্যতীয়ায় (অতিক্রান্তমভূৎ) ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।** হে প্রভো! হে পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণ হইবার পর আপনার মানবপরিমিত একশত পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল অতীত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** শরচ্ছতং বর্ষশতম্ ॥ ২৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** শরচ্ছত অর্থাৎ শতবর্ষ ॥ ২৫ ॥

নাধুনা তেহখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্ ।

কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥

ততঃ স্বধাম পরমং বিশম্ব যদি মন্যসে ।

সলোকান্ লোকপালায়ঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥

২৬-২৭ ॥

**অনুবাদ।** (হে) অখিলাধার! অধুনা তে (তব) দেবকার্য্যাবশেষিতং ন (ভূতারহরণাদিকার্য্যং নাস্তীত্যর্থঃ) ভূমিতারশ্চ নিরাকৃতত্বাৎ ইদং কুলং চ (যদুবংশশ্চ) বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ম্ (অন্তর্হিতপ্রায়ম্) অভূৎ, ততঃ (তস্মাৎ) যদি মন্যসে (ইচ্ছসি তর্হি) পরমং (সর্বোৎকৃষ্টং) স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) বিশম্ব (যাহি তথা) সলোকান্ (লোটকঃ সহিতান্) বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ লোকপালান্ নঃ (অস্মান্) পাহি (রক্ষ) ॥ ২৬-২৭ ॥

**অনুবাদ।** হে অখিলাধার! ভগবন্! সম্প্রতি আপনার ভূতার-হরণরূপ দেবকার্য্য সাধন হইয়াছে এবং যদুবংশও ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; অতএব আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সর্বোৎকৃষ্ট স্বীয়ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশপূর্বক লোকসমূহের সহিত বৈকুণ্ঠকিঙ্কর মাদৃশ লোকপালদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬-২৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** ন দেবকার্য্যাবশেষিতং দেবকার্য্যস্তাবশেষো নাস্ত্যধুনোত্যর্থঃ। নষ্টপ্রায়মন্তর্হিতপ্রায়ং নশের-দর্শনার্থত্বাৎ। স্বধাম প্রপঞ্চাগোচরীভূতং দ্বারবারাঃ প্রকাশবিশেষং কৃষ্ণস্বরূপেণ প্রবিষ্ট। বৈকুণ্ঠ-শ্বেত-দ্বীপাদিকন্ত নারায়ণাদিস্বরূপেন সর্বাংশমাদায়াবতীর্ণ-ত্বাৎ ॥ ২৬-২৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** দেবকার্যের এখন আর অবশেষ বা বাকি নাই । নষ্টপ্রায় অর্থাৎ অন্তর্হিতপ্রায় যেহেতু নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন । স্বধাম—প্রপঞ্চের অগোচরীভূত, দ্বারকার প্রকাশ বিশেষ কৃষ্ণরূপে প্রবেশ করুন, বৈকুণ্ঠ-ক্ষেত্রে পিতৃ নারায়ণাদিরূপে, যেহেতু (কৃষ্ণরূপে) সর্ব অংশ লইয়াই অবতীর্ণ ॥ ২৬-২৭ ॥

**অনুদর্শিনী ।** শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে প্রভো ! আমাদিগের প্রার্থিত কার্য শেষ হইয়াছে । যত্ববংশও অন্তর্হিতপ্রায় । সর্বাংশী আপনি আপনার শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বারকায় প্রবেশ করুন এবং নারায়ণাদি অবতারসমূহ বৈকুণ্ঠে গমন করুন ।

শ্রীকৃষ্ণই সর্বাংশ-আশ্রয়—

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয় ।

সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥

চরিতামৃত আ ৫ পঃ

স্থয়ং ভগবানের কৰ্ম্ম নহে ভারহরণ ।

স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।

ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।

আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥

নারায়ণ, চতুর্ভূহ, মৎস্তাদি অবতার ।

যুগ-মহাস্তরবতার, যত আছে আর ॥

সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ।

ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ঐ ৪ পঃ

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে ভাগবতের

স্বশাস্ত্ররূপে পিতৃঃ স্বরূপৈ-

রভ্যদ্যমানেন্দ্রকম্পিতাত্মা ।

পরাবরেশো মহদংশযুক্তো

হজোহপি জাতো ভগবান্ যথাগিঃ ॥ ভাঃ ১।২।১৫ ।

এলোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—‘স্বীয় শাস্ত্ররূপ অর্থাৎ বসুদেবাদি ভক্তগণ ইতর—বিকৃতরূপ অর্থাৎ ভীষণ-দর্শন কংসাদি দৈত্যকর্তৃক গীড়্যমান হইলে অগ্নিমস্থন-কাষ্ঠ

অরণি হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ চিদচিদীশ্বর পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি বিলাসের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া কৃষ্ণলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন ।

তাই শ্রীব্রহ্মা এখন অপ্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় থাকিতে বলিয়া নারায়ণাদি অবতারসমূহকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণের জন্ত প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৬ - ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবচ,—

অবধারিতমেতন্মে যদাথ বিবুধেশ্বর ।

কৃতং বঃ কার্যমখিলং ভূমেভারোহবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

**অন্বয় ।** শ্রীভগবান্ উবাচ,—( হে ) বিবুধেশ্বর ! ( ব্রহ্মণ্! সর্বং কার্যং নিষ্পন্নমিতি ) যৎ আথ ( যং কথয়সি ) ( তৎ ) এতৎ মে ( ময়া ) অবধারিতং ( নিশ্চয়েন জাতং এব ) ( যতঃ ) ভূমেঃ ভারঃ অবতারিতঃ ( অপসারিতস্তথা ) বঃ ( যুস্মাকম্ ) অখিলং কার্যম্ ( অপি ) কৃতং ( সম্পাদিতম্ ) ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিবুধেশ্বর ! আপনি আমার যে সর্বকার্য সম্পন্নের কথা বলিয়াছেন তাহা আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি, যেহেতু পৃথিবীর ভার অপসারিত এবং আপনাদের সকল কার্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

তদিদং যাদবকুলং বীৰ্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োকৃতম্ ।

লোকং জিঘৃক্ষুঃক্রন্দং মে বেলেয়েব মহার্ণবঃ ॥ ২৯ ॥

**অন্বয় ।** ( পরন্তু ) বীৰ্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োকৃতম্ ( বীৰ্য্যং বলিষ্ঠং শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহস্তুয়োঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা উদ্ধতং ) ( অতএব ) লোকং জিঘৃক্ষুঃ ( নাশয়িতুয়ুদযুক্তং ) তৎ ইদং যাদবকুলং মে ( ময়া ) বেলেয়া মহার্ণবঃ ইব রুদ্ধং ( নিবারিতম্ ) ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ ।** পরন্তু বীৰ্য্য, শৌর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত এই যাদবকুল মহাসমুদ্রের ছায় লোকবিনাশার্থ উদ্যোগী

হইয়াছে, কেবলমাত্র আমি তীরভূমির জায় ইহাকে রুদ্ধ করিতেছি ॥২৯॥

**বিশ্বনাথ** । বীৰ্য্যং বলিষ্ঠত্বং শৌৰ্য্যং যুদ্ধোৎসাহ-  
স্তয়োঃ শ্রিয়া সম্পত্ত্যা উদ্ধতং হতাং হননাদুদগতং অবধ্য-  
মিত্যর্থঃ । লোকং জিঘৃক্ষং অনন্তত্বাদ্যাপ্তুমিচ্ছং ময়া  
অচিন্ত্যশক্তিনা দ্বারকায়ামেব রুদ্ধমতথা সৰ্বভুলোকেহপি  
মাতুলমপৰ্য্যাপ্তমিতি ভাবঃ ॥২৯॥

**বঙ্গানুবাদ** । বীৰ্য্য অর্থাৎ বলিষ্ঠত্ব, শৌৰ্য্য অর্থাৎ  
যুদ্ধোৎসাহ এই দুইয়ের শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি তদ্বারা উদ্ধত  
অর্থাৎ হত বা হনন হইতে উদগত অর্থাৎ অবধ্য । লোককে  
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ অনন্তত্বহেতু ব্যাপিয়া থাকিতে  
ইচ্ছুক । অচিন্ত্য-শক্তি আমাকর্তৃক দ্বারকাতেই রুদ্ধ  
অতথা সমস্ত ভুলোকেও পরিমিত থাকিবার পক্ষে  
অপৰ্য্যাপ্ত ॥ ২৯ ॥

**অনুদর্শিনী** । শ্রীভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার  
পরিকর এবং তাঁহার বিহার-কাল সকলই অনন্ত এবং  
অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট—

(১) মাতা যশোদা যে শিশু-ভগবানকে স্বীয় ক্রোড়ে  
রাখিয়া আদর করিতেন সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিমিত উদরেই  
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছেন । আবার সেই ভগবানের  
যে পরিমিত কটিদেশে অনতিদীর্ঘ কিঙ্কণী বেষ্টন করিয়া-  
ছিলেন সেই শিশুরপী ভগবানকে বন্ধন করিতে যাইয়া  
গৃহের এবং নন্দব্রজের সকলের গৃহস্থিত অপরিমিত দাম-  
সমূহদ্বারাও বন্ধন করিতে পারেন নাই । অধিক আশ্চর্য্যের  
বিষয় এই যে, বন্ধনকালে সেই উদরটা তিলমাত্রও বন্ধিত  
হয় নাই ।

(২) বোলকোশী বৃন্দাবন-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য  
গোবৎস চরাইতেন । সেই বৃন্দাবনের এক এক প্রদেশেই  
ব্রহ্মা পঞ্চাশৎ-কোটিযোজনপ্রমাণের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড  
দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন ।

(৩) রাসলীলার প্রহরচতুষ্ঠয়াত্মক এক রজনীতেই  
যুগসংস্র-পরিমিতকাল প্রবেশ করিয়াছিল ।

সুতরাং ভগবানের পরিবারবঙ্গ বাদবগণও সেই

অচিন্ত্য-শক্তিবলে কেবলমাত্র দ্বারকা-প্রদেশেই আবদ্ধ  
ছিলেন—

এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্ত চ ।

অবিচিন্ত্যপ্রভাবদ্বাদ্রে কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥

ভাগবতামৃত ।

অর্থাৎ প্রভুর, প্রভু-প্রিয়গণের প্রভুর ধামের এবং  
সময়ের অবিচিন্ত্যপ্রভাবহেতু কিছুই দুর্ঘট অর্থাৎ অসম্ভব  
নহে । ( ভাঃ ১০।১২।৩ ও ১০।৩৩।৩৯ শ্লোক টীকায়  
শ্রীল বিশ্বনাথ ) ॥ ২৯ ॥

যদসংহৃত্য দৃষ্টানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্ ।

গন্ত্যাম্যনেন লোকেহত্মুদ্বেলেন বিনজ্জ্যতি ॥ ৩০ ॥

**অন্বয়** । ( অতঃ ) দৃষ্টানাং ( গর্কিতানাং ) যদূনাং  
বিপুলং কুলং যদি ( অহম্ ) অসংহৃত্য ( অবিনাশ ) গন্ত্যামি  
( স্বধাম গমিষ্যামি তদা ) উদ্বেলেন ( উল্লজ্জিত-মর্যাদেন )  
অনেন ( যদুকুলেন ) অয়ং লোকঃ বিনজ্জ্যতি ( বিনাশং  
প্রাপ্যতি ) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ** । সুতরাং গর্কদৃষ্ট এই যাদবগণের বিপুল  
কুলের সংহার না করিয়া যদি আমি স্বধামে গমন করি  
তাহা হইলে মর্যাদা-উল্লজনকারী এই যদুকুলদ্বারা লোক-  
সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥৩০॥

**বিশ্বনাথ** । দৃষ্টানাং মামকয়েন ধৃতাহঙ্করাণাং  
উদ্বেলেন অতিক্রান্তমর্যাদসমুদ্রোপমেনেত্যর্থঃ । লোকে  
ভুলোকঃ যতপি মৎপরিজনানামেষাং পরমধার্মিক্যাণাং  
যদূনাং ভারং পৃথিবীভারং ন মততে তদপি তস্তাঃ স্বামিনা  
ময়াহয়ং ভারোহবতারণীয় এব । স্ক্রুতমার্য্যা বনিতায়া  
অতিবহুতরভূষণভারো যথা তৎ-কাস্তেনাবতারায্যতে তথা ।  
যতপি স্পৃহনীয়স্ত বস্তনো ভারঃ স্তসহ এব তদপ্যতিভারস্ত  
ন স্তসহো যথাহকস্মাৎ প্রাপ্তোহপি কনকরাশিভারো  
গৃধ্রুনাপি বশিজা দূর্বহ এব । 'বৃতরথচরণোহভয়াচ্চলদ-  
'গুরিত্তি' ( ভাঃ ১।১১।৩৭ ) বাসবর্ণনাং তদ্বারোহপি পৃথিব্যা  
দুঃসহ এব দৃষ্ট ইতি ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। দৃষ্ট অর্থাৎ আমার স্বজন বলিয়া ধৃত-অহঙ্কার। উদ্বেল অর্থাৎ বেলাভূমি অতিক্রমশীল সমুদ্রের গ্রায় মর্যাদালঙ্ঘনকারী। লোক অর্থাৎ ভুলোক। যদিও আমার পরিজন এই পরমধার্মিক যদুগণের ভার পৃথিবীর ভার বলিয়া মনে হয় না, তথাপি পৃথিবীস্বামী আমার পক্ষে এই ভার অবতারণ করা উচিত। স্কুমারী বনিতার অতিবহুতরভূষণভার যেমন তাঁহার কান্ত অব-তারণ করেন, সেইরূপ। যদিও স্পৃহনীয় বস্তুর ভার সহিতে কষ্ট নাই, তাহাও অতিভার হইলে সহ করা সহজ নয়, যেমন অকস্মাৎ প্রাপ্ত হইলেও স্তব্ধদাশির ভার লোভী বণিকের পক্ষে দুর্ব্বল। ‘ধৃতরথচরণোহভ্যাজলদণ্ডঃ’ এই শ্লোকে ব্যাসবর্ণনা অনুসারে সেই ভারও পৃথিবীর পক্ষে দুঃসহ বলিয়াই দৃষ্ট ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ দেবগণকে বলিলেন— সমুদ্রের উদ্বেলিত জলরাশি বেক্রপ স্পৃঢ় বেলাভূমি-কর্তৃক রক্ষিত ভূভাগকেও জলপ্লাবনের দ্বারা বেলাভূমির মর্যাদা লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, সেইরূপ এই যদুকুল আমাকে স্বজন বলিয়া অহঙ্কৃত হইয়া আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত ভুলোককে ধ্বংস করিয়া আমার মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারে।

যদুগণ পরমধার্মিক—

শয্যাসনটিনালাপ-ক্ৰীড়ানানাদিকর্ম্মশ্চ।

ন বিদুঃ সন্তমাস্থানং বৃক্ষঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥

ভাঃ ১০।৯।৪৬

শ্রীকৃষ্ণগত-চিত্ত সেই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান প্রভৃতি কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজদিগকে ভুলিয়া যাইতেন।

ব্রহ্মণ্যানাং বদাত্তানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।

বিপ্রশাপঃ কথমভূদৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥

ভাঃ ১১।১।৮

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—(হে মুনিবর) ব্রাহ্মণভক্ত, বদাত্ত, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের ব্রহ্মশাপ কি জন্ত সংঘটিত হইয়াছিল?

ব্যক্তিগত সংখ্যার দ্বারাই পৃথিবীর ভার হয় না, তাহা

হইলে পৃথিবীতে পর্কত-সমুদ্রাদিও ত’ ভারবৃদ্ধ বস্তু। অতএব অধার্মিকগণের প্রাচুর্য্যই পৃথিবীর ভার হয়। ঐ সকল অধার্মিক ভগবানের দ্বারাই সংহত হয়। কিন্তু যদুকুল অধার্মিকবাচ্য নহেন, ভগবানেরই পরিকর। তাহা হইলে যাদবগণকে পৃথিবীর ভার বলিলেন কেন? তাহার তাৎপর্য্য এই-যে—

ভার দুই প্রকার—দুঃখরূপ ও সুখরূপ। প্রথম দুঃখরূপ ভার দুঃসহ, দ্বিতীয় সুখরূপ ভার সুসহ। যেমন জীবনসর্ব্বস্ব পতির ভার, ভারবোধ হইলেও উহা পত্নীর সহ, ক্রোড়স্থিত পুত্রের ভার ভারবোধ হইলেও পুত্রবৎসলা জননীর অলক্ষ্য এবং মস্তকস্থিত স্বীয় ধনের গুরুভারও বণিকের উপেক্ষণীয়, সেইরূপ পরমধার্মিক যদুকুলের ভারও পৃথিবীর অনায়াসে সহনীয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে, স্বল্পবল ব্যক্তির পক্ষে নিজের বহনোপযোগী ভার অপেক্ষা অধিক গুরুতর হইলে সে আর ঐ ভারবহনে সমর্থ হয় না। যেমন প্রকাশ আছে—

স্বনিগমমপহার মৎপ্রতিজ্ঞা-

মৃতমধিককর্ত্তুমবধ্নুতো রথস্থঃ।

ধৃতরথচরণোহভ্যাজলদণ্ড-

ইরিরিব হস্তমিভং গতান্তরীয়ঃ ॥ ভাঃ ১।৯।৩৭

কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম, নিকটে দণ্ডায়মান হরিকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—যিনি নিজের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আমার প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষা ও অধিক করিবার জন্ত সহসা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রথচক্র করে ধরিয়া এবং স্বীয় উত্তরীয় বসনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করতঃ হস্তীর প্রতি বেগে ধাবিত সিংহের গ্রায় আমার অভিযুখে ধাবিত হইয়াছিলেন।

এই উদাহরণে বুঝা যায় যে, ভগবানের শ্রীচরণবৃগল লাভ করিয়া ধরণী-দেবী পরমাধাত্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন সেই পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ নিজবল আবিষ্কার করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবানের সুখরূপ সুসহ ভারও পৃথিবীর পক্ষে দুর্ব্বল হইয়াছিল।

শ্রীসিংহাবির্ভাবেও দেখা যায়—

“প্রোৎসর্পত ক্লা চ পদাভিপীড়িতা ।” ভাঃ ৭।৮।৩৩

অর্থাৎ পাদতাড়িতা পৃথিবী তাঁহার দেগবশতঃ স্বহান হইতে বিচলিত হইয়াছিল ।

আবার তপোবলাধিক্য আবিষ্কারী পরমধার্মিক মহা-ভাগবত ঋষের সুসহ-ভারও পৃথিবীর পক্ষে ভারবোধ হইয়াছিল—

যদৈকপাদৈন স পার্শ্ববাজ-

স্তহৌ তদম্লুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।

ননাম তত্রার্কমিভৈকধিষ্ঠিতা

তরীব সবেত্যতরতঃ পদে পদে ॥ ভাঃ ৪।৮।৭৯

অর্থাৎ সেই রাজপুত্র ঋষ যখন একপাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অম্লুষ্ঠপীড়নে নিপীড়িতা হইয়া ধরিত্রী অর্কাংশে অবনত হইয়া পড়িলেন । বোধ হইল, যেন গজরাজ একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ পূর্বক দক্ষিণ ও বামপদ পরিবর্তন করিতেছে এবং সেই সময় তরণীখানি মুহমুহ প্রকম্পিত হইতেছে ।

অতএব যদিও যদুকুলের ভার পৃথিবীর ভার বলিয়া পরিগণিত হয় নাই তবুও যেমন সূক্ষ্মারী নারী বহুতর স্বর্ণরত্নাদি আভরণ পরিধান করিয়া উহাকে নিজ অপের ভার বলিয়া বোধ না করিলেও প্রেমবান্ পতি তাহার অঙ্গ হইতে উৎসবোপলক্ষে পরিধৃত কোন কোন আগন্তুক অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া অতি যত্নে নিজের তদ্ব্যবধানে রক্ষা করেন এবং সর্বদা-ব্যবহারোপযোগী আভরণ আর উন্মোচন না করিয়া পত্নীর অঙ্গেই রাখেন, ভগবান্ও সেইরূপ অংশাবতারকালে নিত্যপরিকররূপ যাদবাদিতে যে দেবভাগ্যের অংশসমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছিল সেই দেব-গণকে দ্বারকা হইতে প্রভাসে আনয়ন করিয়া উপসংহার করিয়াছিলেন।—( ভাঃ ৩।৩।১৪ শ্লোকের চীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ ) ॥ ৩০ ॥

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্ত দ্বিজশাপজঃ ।

যাস্তামি ভবনং ব্রহ্মন এতদন্তে তবানঘ ॥৩১॥

অনুয়। (হে) অনঘ! (হে) ব্রহ্মন! ইদানীং দ্বিজশাপজঃ (অস্ত) কুলস্ত নাশঃ আরব্ধঃ (কুলক্ষয়ঃ প্রবৃত্তঃ) এতদন্তে (এতস্ত যদুকুলনাশস্তান্তে বৈকুণ্ঠং যাস্তান্) তব ভবনং (ব্রহ্মলোকং) যাস্তামি ॥৩১॥

অনুবাদ। হে অনঘ! হে ব্রহ্মন! সম্প্রতি ব্রহ্মশাপে এই যদুবংশের বিনাশ আরম্ভ হইয়াছে । স্মরণ্য ইহার বিনাশ সাধন হইলে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিবার সময় আমি আপনার ব্রহ্মলোকে গমন করিব ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। নাশোহদর্শনং নিগূঢ়ায়াং দ্বারকায়াং প্রবেশমিত্যর্থঃ । এতস্ত প্রবেশনস্তান্তে তব ভবনং বিকুণ্ঠা-স্মরণ্যপেণ যাস্তামি তদুপরিগং বৈকুণ্ঠং যাস্তামিতি সন্দর্ভঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। নাশ অর্থাৎ অদর্শন অর্থাৎ নিগূঢ় দ্বারকায় প্রবেশ । এই প্রবেশের পরে বিকুণ্ঠাস্মরণ্যপে তোমার ভবনে যাইব, তৎপরে তদুপরিস্থ বৈকুণ্ঠে যাইব ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের নিত্যপরিকর যাদব-গণের নাশ নাই । যাদবগণে প্রবিষ্ট দেবগণ স্বর্গে গমন করিলে লোকদৃষ্টির অন্তরালে যাদবগণ তাঁহাদের নিত্য বসতিস্থল দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ।

বিকুণ্ঠাস্মৃত—রৈবত মন্বন্তরে শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে এক পত্নী ছিলেন । সেই শুভ্র এবং বিকুণ্ঠা হইতে স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠ (হরি) বৈকুণ্ঠনামক দেবশ্রেষ্ঠগণের সহিত স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্ত বৈকুণ্ঠেঃ সুরসন্তমৈঃ ।

ভয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥

ভাঃ ৮।৩।৪ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ,—

ইত্যাভ্যুত্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভুঃ প্রণিপত্য তম্ ।

সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপত্যত ॥ ৩২ ॥

অনুয়। শ্রীশুক উবাচ,—লোকনাথেন (কৃষ্ণেন)

ইতি (এবম্) উক্তঃ (কথিতঃ) দেবঃ স্বয়ম্ভুঃ (ব্রহ্মা) তং (কৃষ্ণং) প্রণিপত্য (প্রণম্য) দেবগণৈঃ সহ স্বধাম সমপত্যত (সমগতাং) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীশুকদেব কহিলেন,—লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক দেবগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অথ তস্তাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুথিতান্।

বিলোক্য ভগবানাহ যজুব্ধান্ সমাগতান্ ॥ ৩৩ ॥

**অনুব্র।** অথ (ব্রহ্মগমনান্তরং) ভগবান্ তস্তাং সমুথিতান্ (ভগবদিচ্ছয়ৈবাবিভূতান্) মহোৎপাতান্ বিলোক্য (দৃষ্ট্য়া) সমাগতান্ যজুব্ধান্ (যাদবশ্রেষ্ঠান্) আহ (কথিতবান্) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** ব্রহ্মা নিজধামে গমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে স্বীয় ইচ্ছানুসারে আবিভূত নানা-বিধ মহোৎপাত দর্শন পূর্বক সমাগত যাদবশ্রেষ্ঠগণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** মহোৎপাতান্ ভগবদিচ্ছয়ৈবাবিভূতান্ ‘মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটোত্তারিষ্ঠদর্শনমি’ত্যুক্তেন্তত্র তদ-সদৃশবাং ॥ ৩৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** মহোৎপাতসমূহ ভগবদিচ্ছাক্রমেই আবিভূত। ‘মুনিজনশরণ শ্রীকৃষ্ণ-আবাসে কখনও অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি?’ এই উক্তি অনুসারে সেখানে তাহাদের অসদ্ব্যবহেতু ॥ ৩৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তায় তাঁহার নিত্য লীলাস্থলী দ্বারকাও দেশ, কাল ও পাত্রাতীত। এহেন দ্বারকায় কালকৃত বিবিধ মহোৎপাতের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে নিজ-লীলাপরায়ণ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তথায় ঐ সকল অরিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সত্যের সমর্থনে দেখা যায় যে, শুমন্তক-মণিহরণে প্রয়োজক অক্রুরও কৃতবন্দ্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মণিহরণকারী শতদ্বার নিধন শ্রবণে ভয়ে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করেন। অক্রুর কানীতে গমন করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট ধন দান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া দ্বারকাবাসী

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাপূর্বকই অক্রুরকে তথায় বাইরা স্যমন্তকমণি ব্যবহারে অহুমতি দিয়াছেন। এইরূপ লোকের জল্পনা-কল্পনা-শ্রবণে সত্য-তামা ও বলরামাদির অবিশ্বাস হইলেও ভগবান্ আপনাতে আরোপিত অদ্ভুত কলঙ্ক অপনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে বাহাতে দ্বারকাবাসিগণ নিজেরাই অক্রুরকেও আনয়নে যত্নবান হন তজ্জন্ত আনয়নের কারণ—নানাপ্রকার অনিষ্টের উৎপত্তি তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। পুরবাসিগণের তখন বারম্বার শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, ও আধি-ভৌতিক সম্ভাপরূপ বিবিধ দুঃখ প্রাভূত হইতে লাগিল। তখন সকলেই অক্রুরের অহুপস্থিতি নিবন্ধনই যাবতীয় উৎপাত ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাই তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিলেন। তাই, শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

ইত্যঙ্গোপদিশ্যেত্যেকে বিশ্বিত্য প্রাণদাহতম্।

মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটোত্তারিষ্ঠদর্শনম্ ॥ ভাঃ ১০ ৫৭।৩১

হে রাজন, তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি প্রাণদাহত কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিশ্বিত হইয়া অক্রুরের প্রবাসকেই অমঙ্গল কারণ বলিতে লাগিল কিন্তু যেখানে একজনও মুনির নিবাস থাকে তৎপ্রভাবে সেই গ্রামেও কোনরূপ অনিষ্ট বা উৎপাত ঘটে না, আর যে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন এবং তদর্শনার্থী সকল মুনিরই অবস্থিতি (অথবা মুনিজন-শরণ শ্রীকৃষ্ণের আবাসে) তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত অক্রুরের প্রবাসমাত্র কারণে কখনও অমঙ্গল ঘটিতে পারে কি? অর্থাৎ পারে না ॥ ৩৩ ॥

### শ্রীভগবানুবাচ

এতে বৈ শুমহোৎপাতা বুত্তিষ্ঠন্তীঃ সর্বতঃ।

শাপশচ নঃ কুলস্ত্রাসীদব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যঃ ॥ ৩৪ ॥

**অনুব্র।** শ্রীভগবানুবাচ,—(হে যজুব্ধাঃ!) ইহ (দ্বারকায়) সর্বতঃ বৈ এতে শুমহোৎপাতাঃ বুত্তিষ্ঠন্তি (উত্তিষ্ঠন্তি) ব্রাহ্মণেভ্যঃ নঃ (অস্বাকং) কুলস্ত্র দুরত্যঃ (দ্যুরতিক্রমণীয়ঃ) শাপঃ চ আসীৎ ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যাদবশ্রেষ্ঠ-গণ! বর্তমানে দ্বারকাপুরীর সর্বত্র বিবিধ প্রবল উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের যদুকুলের প্রতি দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপও ঘটয়াছে ॥ ৩৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবান্ নিত্য দ্বারকাবাসী—  
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাসো  
যদুবরপরিবৎস্বৈর্দোভিরন্তনধর্ম্মম্।  
স্থিরচরবৃজিনয়ঃ স্তম্বিতশ্রীমুখেন  
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

তাঃ ১০।৯০।৪৮

ন বস্তব্যমিহাস্মাভিজিজীবিষুভিরার্য্যাকাঃ।

প্রভাসং স্তুমহৎপুণ্যং যাস্ত্যামোহতৌব মা চিরম্ ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।** (হে) আর্য্যাকাঃ! (মাননীয়াঃ!) জিজী-  
বিষুভিঃ (জীবিতুমিচ্ছুভিঃ) অস্মাভিঃ ইহ (দ্বারকায়াং)  
ন বস্তব্যম্ (অতঃপরং ন স্বাতব্যং, পরন্তু) অস্ত এব স্তুমহৎ  
পুণ্যং (স্তূপবিত্রং) প্রভাসং যাস্ত্যামঃ (অতঃ) মা চিরং  
(গমনবিলম্বং মা কুরুত) ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।** হে আর্য্যগণ! অতএব আমাদের  
জীবন রক্ষায় ইচ্ছা থাকিলে এখানে আর অবস্থান করা  
উচিত নহে। পরন্তু, অতাই আমরা পরম পবিত্র প্রভাস  
ক্ষেত্রে যাইব। স্মরণীয় বিলম্ব করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** প্রভাসমিতি মনিত্যপারিকরৈর্বিশিষ্টৈব  
দ্বারকা সদা বিরাজতু। তেষু প্রবিষ্টান্ দেবানেন যাদব-  
রূপান্ অলক্ষিতং তেভ্যঃ সকাশাৎ যোগবলেন নিক্ষান্ত  
প্রভাসং নীত্বা তত্রৈব তান্ মায়ায়া মোঘলসংগ্রামং প্রাপ্য  
স্বর্গং প্রস্থাপ্য বিকুষ্ঠাস্ত্যাদি-স্বরূপোহহমপি বৈকুণ্ঠাদি-  
ধামানি যাস্ত্যামি পূর্ণস্বরূপেণ তু সপরিকরোহং দ্বারকায়াং  
সদৈবাস্ম্যেবেতি ভগবন্মনোগতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আমার নিত্যপারিকরবিশিষ্টা দ্বারকা  
নিত্য বিরাজিত থাকুক। তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট যাদবরূপ  
দেবগণকে অলক্ষিতভাবে তাঁহাদের মধ্যে হইতে যোগবলে  
নিক্ষান্ত করিয়া প্রভাসে লইয়া সেইখানে তাঁহাদিগকে  
মায়াযোগে মোঘল-সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া  
বিকুষ্ঠাস্ত্যাদিস্বরূপ আমিও বৈকুণ্ঠধাম যাইব। কিন্তু পূর্ণ-  
স্বরূপে আমি সপারিকর দ্বারকাতেই আছি—ভগবানের  
এই-মনোগত (ভাব) জানিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

জনগণের অন্তর্ধামিরূপে ষাঁহার নিবাস অথবা গোপ-  
যাদবাদি মধ্যে ষাঁহার নিবাস কিম্বা যিনি জনগণের  
(জীবগণের) নিবাস বা আশ্রয়, দেবকীর উদরে জন্ম  
ষাঁহার পক্ষে বাদনাত্মক, বস্তুতঃ যিনি অজন্মা, যদুশ্রেষ্ঠগণ  
ষাঁহার সেবক অথবা যিনি যদুদিগের সভাপতি, ইচ্ছামাত্র  
নিরসনসমর্থ হইয়াও যিনি নিজ-বাহুবলে অথবা সতুল্য  
অর্জুনাदि ভক্তগণদ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিপক্ষ অস্তুর-সজ্জের  
বিনাশকারী, যিনি স্বাবর-ভঙ্গমগণের সংসার-দুঃখহারী  
অথবা যিনি ব্রজপুরস্থ নিজ-সেবকগণের তদীয় বিরহজনিত-  
দুঃখনাশকারী এবং স্তম্বিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতা-  
গণের অথবা মথুরা, দ্বারকা, ব্রজপুরস্থ বনিতাগণের  
কামবর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর এই বাক্যে ব্রজ-মথুরা-  
দ্বারকাধাম এবং তত্রত্য লীলার-নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।  
স্মরণীয় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থলী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের  
নিত্য অবস্থিতি।

গদ্যপুরণেও দেখা যায়—

নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি পুরীং দ্বারাবতীং তথা।

আর যাদবগণও ততুল্য—

এতে হি যাদবাঃ সর্ক্রে মদগা এব ভাবিনি।

সর্ক্ৰথা মৎপ্রিয়া দেবি মন্তুল্যাগুণশালিনঃ ॥

অর্থাৎ হে ভাবিনি, এই যাদবগণ সকলেই আমার  
গণ বা পারিকর। হে দেবি, তাহারা সর্ক্ৰথাকারে আমার  
প্রিয় এবং মন্তুল্যাগুণশালী।

নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তিজগৎপতিঃ।

নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিতৈত্বার্থ্য-সুখামুভূঃ ॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ জগৎপতি ভগবান্ নিত্যাবতার বা নিত্যলীলা-

বিশিষ্ট নিত্যমূর্ত্তি, নিত্যরূপ, নিত্যগন্ধ এবং নিত্য-ঐশ্বর্য-সুখানুভূতিবিশিষ্ট।

তাহা হইলে নিত্যলীলাপরায়ণ শ্রীভগবান্, নিত্য-পরিকরবর্গ যাদবগণকে এবং নিত্যলীলাদ্বীপী দ্বারকা ত্যাগ করেন না এবং প্রভাসে যাদবগণের মধ্যে যে পরস্পর সংগ্রাম তাহাও মায়িক—ইহা শ্রীভগবানেরই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

মৌঘল-লীলার তাৎপর্য—

“( স্বভক্ত উদ্ধবকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার পর) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে যাত্রাকালে যখন নানা দিক্ ও দেশ হইতে লোকসকল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিল তখন অস্ত্রের অজাতস্যারে বসিও আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল যে, ‘প্রভো, তু্যন আবার অধিকার কবে হইবে?’ তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, ‘আমার লীলাসমাপ্তিতে তোমার অধিকার আরম্ভ হইবে।’ অতএব আমার অন্তর্দ্বানের পরই কলিকে পৃথিবী অধিকারার্থ অমুমতি দিয়াছি। কিন্তু আমার অবতার-কালে সম্প্রতি ধর্ম্ম কৃতযুগ অপেক্ষা উৎকর্ষভালাভে পূর্ণ চারিপাদেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের এতাদৃশ প্রাবল্যে কলি কি প্রকারে অধিকার করিতে পারিবে? যখন কেবল একপাদমাত্র ধর্ম্ম থাকিবে, তখনই কলির অধিকারযোগ্যতা। ‘নিমিত্তের খণ্ডনে নৈমিত্তিকের খণ্ডন হইবে’—এই আয়ত্নসারে আমার প্রাকট্য-অভাবে তাদৃশ ধর্ম্মেরও অভাব হইবে। একপদ স্থির করা বিধেয় নহে। কেননা, সর্ব্বজগৎ-পবিত্রকারিণী মহাকীর্ত্তি-দেবী আমার প্রকট অভাবেও সর্ব্বত্রই জাগরুপা থাকিবেন। কিন্তু আমার অমুকুল, প্রতিকূল ও তটস্থ লোকসমূহের মধ্যে প্রতিকূলগণকে প্রায় সংহার করিয়াছি। সম্প্রতি রামাবতারের আয় সর্ব্বলোকসমক্ষেই আমার ধামবাসি-গণের সঙ্গে একত্রে আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলে অমুকূলগণ দ্বিগুণিত ভক্ত হইবে; অত্যন্ত-অমুকূলগণ কিন্তু পরমোৎকর্ষাবস্থ এবং শতগুণিত প্রেমিক হইবে।

তটস্থগণও পরমাশ্চর্য্য দর্শনে ভক্ত হইবে। এইরূপে প্রত্যুত ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইলে কলির প্রভুতালেশেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব কলির জন্ম ধর্ম্ম-সঙ্কোচার্থ কোনপ্রকারে অধর্ম্মমতকে উত্থাপন করিব। তাহার প্রকার এই—

স্বীয় লীলাপরিকর যদুগণের সঙ্গে দ্বারাবতীতেই যেমন ছিলাম তেমনিই বিরাজ-করিব। কিন্তু প্রাপঞ্চিক সর্ব্বলোকের দৃষ্টিতে তিরোহিতেরই মত দেখাইব। এবং প্রহ্মায়-শাস্ত্রাদি মদীয় নিত্যপরিকরগণের মধ্যে তন্ত্ৰ-বিভূতিস্বরূপ কন্দর্প, কার্ত্তিকৈয়াদি যে সকল দেবগণ প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদিগকে যোগবলে অদক্ষিতভাবে সেই সেই দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া সর্ব্বলোকলোচনেও সাধারণতঃ প্রহ্মায়াদিভাবে প্রকাশনান করিয়া তাহাদিগের ও অস্ত্র দ্বারকাবাসিগণের সঙ্গে প্রভাসে গমন করিব। তথায় দান, ধ্যান ও মধুপানাদি করাইয়া সেই সকল আধিকারিক ভক্তগণকে (দেবগণকে) স্ব স্ব অধিকারে স্বর্গেই প্রেরণ করিয়া অস্ত্র দ্বারকাবাসি-জনগণসহ দাশরথি-স্বরূপের-আমি বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিব। কিন্তু লোকলোচনে মায়াদোষ-প্রবেশে লোকসকল মনে করিবে যে, দ্বারাবতী হইতে নির্গত হইয়া যদু-বংশীয়গণ সকলে প্রভাসে গমন করিয়া ব্রহ্মশাপ প্রভাবে মধুপানে মত্ত হইয়া পরস্পর বৃদ্ধ করতঃ দেহত্যাগ করিল। পরমেশ্বরও ত্রীবলরামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে তাগ করিয়া স্বধামে আরোহণ করিলেন। তাহাতে আমার এই মল্লযুগশরীর মায়িক ও অনিত্য ইহা কেহ কেহ বলিবে। আমার মল্লযুগশরীর অবজ্ঞাই নিশ্চিত মহা অপরাধ। আমিই বলিয়াছি—“মৃত সকল মল্লযু-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।” তাহার ফলও কথিত হইয়াছে যে ‘যদি তাহারা ভক্ত হয়, তবে তাহাদিগের মৎপ্রাপ্তি-আশা নিষ্ফলা। যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তবে তাহাদিগের স্বর্গ লাভ হইবে না, যদি তাহারা জানী হয়, তবে মোক্ষ লাভ হইবে না, যেহেতু তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মুগ্ধ।’

কেহ বলিবে, পরমেশ্বর হইয়াও যখন দৃশ্য সাধারণ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন তখন সেই শরীর অনিত্যই।



তবে দিব্যদেহ দীর্ঘকালস্থায়ী আর মানুসদেহ অল্পকাল-স্থায়ী এইমাত্র উভয়দেহের মধ্যে ভেদ। অত্বে কিছু বলিবে যে, কুরুবংশ যেরূপ ধ্বংস হইয়াছিল সেইরূপই কৃষ্ণ স্ববংশও প্রভাসে ধ্বংস করিয়াছেন। এই প্রকার অধম বিজ্ঞানী দুর্জয়গণের কুমত শ্রবণ, জয়ন, অনু-মোদন এবং প্রচারাদি দ্বারা ধর্ম্য সত্যই একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। (সেইকালে কলি পৃথিবী অধিকার করিবে)। যেমন পিতাদি-দোষোপহত জনগণ ধবল ও উজ্জ্বল শব্দকেও মলিন ও নীত দর্শন করে, তেমনই নারাদোষাবৃত্তিচিন্তাশ্রুতিতে জনগণ সচ্চিদানন্দময়ী আমার নির্যাগলীলাকেও প্রত্যায়াদি-পরিকর-সহিত আমার দেহত্যাগ, এবং কল্পিত প্রভৃতি মহিমাগণের অগ্নি-প্রবেশাদিলীলাকে দুর্ববস্থায়ী প্রাকৃতিকভাবে দর্শন করিবে ও নির্ণয় করিবে। কেবল যে প্রাকৃত লোকসকল এইরূপ মনে করিবে তাহা নহে, মদংশজাত অর্জুনাদিও (ভাঃ ১।১৫।২০) অধিক কি, বৈশম্পায়নগরাশরাদি মুনিগণও স্ব-স্ব-সংহিতায় এইরূপ বর্ণনা করিবেন। কলির উত্তরোত্তর প্রাবল্যলাভের জন্ত মনুষ্য শব্দও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই অভিপ্রায়ে বেদান্তভাষ্য প্রচার করিবেন। সেই শাস্ত্র বার বার আলোচনা করিয়া হতবুদ্ধিজনগণ ব্যাখ্যা করিবে যে—“অনেকশক্তিমান হৃদয়কারণোপাধিমায়াই ভগবদেহ—ইহাই ভাস্করকৃত মত।”

—ভাঃ ১।১।৩০।৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীজগদ্বিশ্বনাথ।

শ্রীভগবানই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ত্বম্ব মদ্বর্ষমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।

মহায়াচি নামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥

ভাঃ ১।১।৩০।৪৯

অর্থাৎ তুমিও মদীয় ভক্তিধর্ম্য অবলম্বনপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ ও উদাসীন হইয়া এ-সমস্ত লীলা আমার মায়াকল্পিত জানিয়া শান্তিলাভ করিবে।

ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সনাতন-শিক্ষায় বলিয়াছেন—

“মৌঘল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দান।

কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥

মহিষী-হরণ আদি,—সব নায়াময়।”

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ

মায়াসা—“মৌঘল-লীলা মায়িকী; কিন্তু মায়িকী হইলেও ইহা সর্ববিধ মায়িক সৃষ্টির ত্রায় নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্তর্বর্তী ব্যাপার এবং অচিন্ত্য যোগমায়ার অনুমোদিত এইজন্ত ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক প্রকটলীলায় এই ব্যাপারটী অনুরমোহনার্থ সাধিত হয়। গোলোকে অপ্রকটলীলার মধ্যে এইরূপ কোনও হিংসা বা বধজনিত রক্তপাত-ব্যাপার নাই। বাস্তবদেবের প্রপঞ্চ প্রতি প্রকটলীলায়ই এই লীলার প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা নিত্য এবং ইহা দ্বারা কৃষ্ণ-বহির্গুণ পাবগুণগণ মোহিত হয় বলিয়া এই লীলা মায়িকী বা ইন্দ্রজালবৎ।”—‘ভগবান্ স্বাত্মমায়য়া’—ভাঃ ৩।৪।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজগদ্বিশ্বনাথ ॥৩৫॥

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্গৃহীতো যক্ষগোড়ুরাট।

বিমুক্তঃ কিল্বিবাং সাত্তো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। দক্ষশাপাং যক্ষগা (ক্ষয়রোগেণ) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ) উড়ুরাট (চন্দ্রঃ) যত্র (প্রভাসতীরে) স্নাত্বা সত্ভঃ (তৎক্ষণাৎ) কিল্বিবাং (ক্ষয়রোগরূপাং পাপাং) বিমুক্তঃ (সন্) ভূয়ঃ (পুনঃ) কলোদয়ম্ (কলা-বুদ্ধিং) ভেজে (প্রাপ্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। দক্ষশাপে চন্দ্র এক সময়ে ক্ষয়রোগা-ক্রান্ত হইয়া এই প্রভাসতীরে স্নান করতঃ তৎক্ষণাৎ ক্ষয়রোগ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পুনরায় কলাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। যক্ষগা রোগেণ গৃহীতোহপি যত্র স্নানমাত্রং কৃত্বা তস্মাৎ দুঃখাৎ বিমুক্তঃ কলাবুদ্ধিং ভেজে ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যক্ষারোগে গৃহীত হইয়াও যেখানে স্নানমাত্র করিয়া সেই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া (চন্দ্র) কলাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনুদর্শিনী। চন্দ্রের যক্ষারোগ-প্রাপ্তির হেতু—

কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রাণীন্দোঃ পত্ন্যস্ত ভারত।

দক্ষশাপাং সোহনপত্যস্তাস্থ যক্ষগ্রহাদিতঃ ॥

ভাঃ ৬।৬।২৩।

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভারত, কৃষ্ণিকাদি নক্ষত্রগণ চন্দ্ৰের পত্নী ছিলেন। চন্দ্র সকল পত্নীকে অবজ্ঞা করিয়া রোহিণীর প্রতি সাতিশয় অমুরক্ত ছিলেন। অতএব দক্ষ-প্রজাপতি অত্যাচ্ছ কন্যাদিগের দুঃখসন্দর্শনে ক্রুপিত হইয়া চন্দ্রকে ‘ক্ষয়রোগে পীড়িত হও’ বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার কোন পত্নীর গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হয় নাই।

শ্রীভগবান্ পূর্বশ্লোক-কথিত নিজের মনোগত-যুক্তি-রক্ষার জন্ত সকলকে সেই প্রভাসতীর্থের ব্রহ্মশাপ-শমনের যোগ্যতা দেখাইলেন ॥ ৩৬ ॥

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্ ।  
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতাক্সসাম্ ॥  
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধায়োপ্তা মহাস্তি বৈ ।  
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নোভিরবার্ণবম্ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অন্বয় । বয়ম্ (অপি) তস্মিন্ (প্রভাসতীর্থে) আপ্লুত্যা (স্নাত্বা) পিতৃন্ সুরান্ চ তর্পয়িত্বা নানাগুণবতা (যড়্রসোপেতেন) অক্সসাম্ (অন্নেন) উশিজঃ (কমণীয়ান্) বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা, তেষু পাত্রেষু (বিপ্রেষু) মহাস্তি দানানি শ্রদ্ধয়া উপ্তা (সমর্প্য) নোভিঃ অর্ণবং (সমুদ্রং) ইব (তৈঃ) দানৈঃ বৃজিনানি (কিষ্কিণি) বৈ (নুনং) তরিষ্যামঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ । অতএব আমরা উক্ত প্রভাস-তীর্থে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণান্তর বড়রসযুক্ত অন্নদ্বারা উৎকৃষ্ট বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া নৌকাযোগে সমুদ্রতরণের আয় উক্ত দানাদি দ্বারা পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ । উশিজঃ কমণীয়ান্ অক্সসাম্ অন্নেন । উপ্ত্যুতি যথা স্নক্ষেত্রে বীজযুগ্মং বহুকলং ভবতি তথা দানং সংপাত্রে ইতি স্তোতয়তি ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । উশিক্ অর্থাৎ কমণীয় । অক্সসাম্

অর্থাৎ অন্নের দ্বারা । যেরূপ স্নক্ষেত্রে বপন করা বীজ বহুকল দেয়, সেইরূপ সংপাত্রে দান । ৩৭-৩৮ ।

অনুদর্শিনী । স্নক্ষেত্রে অর্থাৎ উর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে প্রতি বীজ হইতে যেরূপ বহু ফল পাওয়া যায় ; তদ্রূপ সংপাত্রে অর্থাৎ দান করিলে প্রদত্ত অর্থের বহু পরিমাণে অধিক অর্থ-লাভ হয় । যথা—

“সমমাত্রাক্ষণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণকৃৎবে ।

অধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥”—স্মৃতি ।

অর্থাৎ অত্রাক্ষণে দান করিলে পরজীবনে তৎসমতুল্য ফললাভ হয়, বর্ণব্রাহ্মণকে দান করিলে, দানের দ্বিগুণ ফল হয়, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বাহা দান করা যায়, তাহার শত-সহস্রগুণ ফল পাওয়া যায় আর বেদবেদান্তাদিতে পারদত্ত ব্রাহ্মণকে বাহা কিছু দান করা যায়, তাহার ফলের অন্ত নাই ॥ ৩৭-৩৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ,—

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন ।

গন্ত্য কৃতধিয়স্তীর্থং শ্রন্দনান্ সমযুযুজন্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয় । শ্রীশুকঃ উবাচ । (হে) কুরুনন্দন ! ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবম্ আদিষ্টাঃ যাদবাঃ তীর্থং (প্রভাসতীর্থং) গন্ত্য কৃতধিয়ঃ (কৃতসঙ্কল্পাঃ সন্তঃ) শ্রন্দনান্ (রথসমূহান্) সমযুযুজন্ (বার্হৈযুক্তান্ চক্ৰুঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুনন্দন ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যাদবগণ এইরূপ আদিষ্ট হইলে তাঁহারা প্রভাস-তীর্থ গমনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজ নিজ রথে বাহন সংযুক্ত করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তন্নিরীক্ষ্যাক্রবো রাজন্ শ্রদ্ধা ভগবতোদিতম্ ।

দৃষ্ট্ৱারিষ্ঠানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমব্রতঃ ॥

বিবিক্ত উপস্ঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।

প্রণম্য শিরসাপাদৌ প্রাজলিস্তমভাষত ॥ ৪০-৪১ ॥

অন্বয় । (হে) রাজন্ ! ঘোরাণি অরিষ্ঠানি (উৎপাতান্) দৃষ্ট্ৱা (বিলোক্য তথা) ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন)

উদিতম্ (কথিতং বাক্যং) শ্রদ্ধা তৎ (তেসাম্ প্রভাসতীর্থ-  
গমনোদ্যোগং চ) নিরীক্ষ্য নিত্যং কৃষ্ণম্ অনুরতঃ (সেব-  
মানঃ) উদ্ধবঃ জগতাম্ দৈবদেবং (শ্রীকৃষ্ণং) বিবিভে  
(একান্তে) উপসঙ্গম্য (প্রাপ্য) শিরসা (তস্ত্র) পাদৌ  
প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ (সংযোজিতহস্তঃ সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণম্)  
অভাষত (কথিতবান্) ॥ ৪০-৪১ ॥

**অনুবাদ ।** হে রাজন! তৎকালে ভগ্নানক উৎপাত-  
সমূহ দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের কথিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং  
যাদবগণের প্রভাসতীর্থে গমনোদ্যোগ দর্শন করিয়া  
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত উদ্ধব একান্তে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে  
প্রাপ্ত হইয়া মস্তক অবনতপূর্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া  
কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।  
সংহৃত্যেতৎ কুলং নুনং লোকং সন্ত্যজ্যতে ভবান্ ।  
বিপ্রশাপং সমর্থোহপি প্রত্যহন্ ন বদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ ।** (হে) দেবদেবেশ! (দেবানামপি দেবা  
ব্রহ্মাদয়স্তেবামীশ! (হে) যোগেশ! (হে) পুণ্যশ্রবণ-  
কীর্তন! (পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্তনং চ যস্ত তৎ সংঘোধনে)  
যৎ (যস্মাৎ) দৈবদেবঃ (ভবান্) সমর্থঃ (অতথাকর্তুং শক্য)  
অপি বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ (প্রতিহতবান্) ভবান্  
নুনং (নিশ্চিতম্) এতৎ কুলং সংহৃত্য (সংহারং কৃৎস্না)  
লোকং (মর্ত্যালোকং) সন্ত্যজ্যতে (পরিত্যজ্যতি) ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ ।** হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ্বর! হে  
পুণ্যশ্রবণকীর্তন! আপনি দৈবদেব স্তরার ব্রহ্মশাপকে  
অতথা করিতে সর্বতোভাবে সমর্থ হইয়াও উহাকে  
প্রতিহত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই, এই কারণ  
আপনি নিশ্চয়ই এই যত্নকুলকে সংহার করিয়া মর্ত্যালোক  
পরিত্যাগ করিবেন ইহাই অস্বপ্নিত হয় ॥ ৪২ ॥

**বিশ্বনাথ ।** দেবানামপি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তেবামীশেতি  
দেবকার্য্যং ব্রহ্মপ্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া সর্বং সম্পাদিতমিতি ভাবঃ ।

ন কেবলমেতদর্থমেবাবতীর্ণমভূঃ, কিন্তু দুর্ভিতর্কবিচিত্ররস-  
ময়রূপগুণচরিত্রপ্রকাশনয়া ভক্তজনানন্দনার্থমপীত্যাহ, হে  
যোগেশেতি । বহুভং ‘যমর্ত্যালীলাপয়িকং স্বযোগ-  
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্’ ইতি জনিষ্যমাণজনতা-  
নিস্তারার্থমপীত্যাহ, পুণ্যেতি । অত এতৎ স্বদীয় সর্ব-  
বিবিৎসিতস্ত্র নিষ্পন্নত্বাদিদানীমিং লোকং সন্ত্যজ্যতে ।  
নূনমিতি বিতর্কে ভবানস্তর্ধাতীতি তর্কয়ামি । কৃষ্ণ  
শাপনিবর্তকং প্রভাসস্নানমুপদিশসি কিন্তুদর্শনাদপি প্রভাস-  
স্নানমধিকং তবেৎ? বিপ্রশাপ এবাং মা ফলত্বিত তব  
মনোগতে সত্যপি কিং শাপঃ প্রভবিতুং শক্যুয়াং? তস্মাত্ত-  
বাক্রান্তধিৎসেব দৃশ্যতে যৎ যতঃ সমর্থোহপি ভবান্  
বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ ন প্রতিহতবান্ ॥ ৪২ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** দেবগণের মধ্যে দেব অর্থাৎ ব্রহ্মাদি  
তাঁহাদের দৈবদেব, অর্থাৎ দেবগণের কার্য্য ব্রহ্মার প্রার্থিতও  
আপনি সব সম্পাদন করিয়াছেন । কেবল এই নিমিত্তই  
আপনি অবতীর্ণ হন নাই, কিন্তু দুর্ভিতর্ক-বিচিত্র-রসময়-  
রূপগুণচরিত্র প্রকাশপূর্বক ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধন-নিমিত্ত ।  
হে যোগেশ! অর্থাৎ ‘নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শনপূর্বক  
যে মর্ত্যালীলাসমূহ গৃহীত হইয়াছিল।’ ভবিষ্যতে যাহারা  
জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই জনগণের নিস্তার জন্ত বলিতেছেন,  
‘পুণ্যশ্রবণকীর্তন’ । অতএব আপনার যাহা করিতে  
ইচ্ছা ছিল তাহা সমস্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া  
এক্ষণে এইলোক ত্যাগ করিবেন । নূনম্ অর্থাৎ আমি  
বিতর্ক করিতেছি যে আপনি অন্তর্ধান করিবেন । অথচ  
আপনি শাপনিবর্তক প্রভাস-স্নান উপদেশ করিতেছেন ।  
আপনার দর্শন হইতেও কি প্রভাস-স্নান অধিক হইবে?  
বিপ্রশাপ ইহাদের না ফলুক আপনার এই মনোগত  
হইলেও কি শাপ প্রবল হইতে পারিবে? অতএব  
এস্থলে আপনার অন্তর্ধানের ইচ্ছাই দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু  
সমর্থ হইয়াও আপনি বিপ্রশাপ প্রতিহত করিলেন  
না ॥ ৪২ ॥

অনুদর্শিনী ।

কালিন্দীমধুরস্বিমং মধুপতের্মাল্যেন নিষ্পাল্যতাং  
লক্ণেণাঙ্কিতম্বশরণে চ লসদগোরোচনা-রোচিষা ।

দ্বন্দ্বেনাৰ্গলসুন্দরেণ ভুজয়োত্রাজিষ্ণুমজ্জেন্ধবঃ  
মুখ্যং পারিষদেবু ভক্তিলহরীরুদ্রং ভজাম্যুদ্ধবম্ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিকু ।

যাঁহার শরীর কালিন্দীতুল্য স্নিগ্ধ শ্রামবর্ণ, যিনি  
কৃষ্ণের নির্মাণ্য-মাণ্য ও পীতবসনে বিভূষিত, যিনি  
অৰ্গলসদৃশ সুন্দর ভুজযুগে বিরাজমান এবং পদ্মনেত্র, যিনি  
পারিষদগণের মধ্যে মুখ্য ও ভক্তিশালী, সেই উদ্ধবকে  
আমি ভজনা করি ।

“ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার ।

ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম না জানয়ে আর ॥”

শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ব্যাসাবতার শ্রীলব্ধাবন-  
দাস ঠাকুরের এই গুঢ় ও সুসত্য বাক্য উদ্ধার করিয়া  
সর্বভূত-অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অন্তরজাতা তদীয়  
পার্ষদপ্রবর, তদভিন্ন শ্রীমৎ উদ্ধবকে আমি সর্বাত্মে প্রণাম  
করিতেছি ।

ভক্তের সন্তোষে প্রভুর সন্তোষ । সুতরাং ভক্তের  
রূপা হইলে প্রভুরও নিশ্চয়ই রূপা হইবে । এই আশায়  
বদ্ধহৃদয় হইয়া প্রভু-প্রিয়তম উদ্ধবের শরণাগত হইতেছি ।  
কেননা, তিনিই কৃষ্ণের সকল কর্ম জানেন । তাঁহার  
রূপাশক্তিতে এই উদ্ধব-সংবাদের অমূল্যলীনে সমর্থ হইব ।

ভগবান্ সর্বজীবের অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা বিরাজ  
করিলেও অভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; কিন্তু  
ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তগণের নিকট লুকাইতে পারেন  
কি ? না, —

অস্বরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ  
গোস্বামীর এই বাক্যকে সার জানিয়া আমরা ভক্তপ্রবর  
উদ্ধবের কথা আরম্ভ করিতেছি—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের নিকট ব্রহ্মশাপের গুরুত্ব  
ও তৎপ্রশমনের উপায় পুণ্যতীর্থ প্রভাসে স্থান-দানাদির  
বর্ণন করিয়া সকলকে তথায় যাইতে আদেশ প্রদান  
করিলেন । সকলেই তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য্য  
করিয়া প্রভাসে যাইবার জন্ত উছোগী হইলেন ।

ভগবানের আদেশে সকলের তীর্থগমনের উদ্যোগাদি  
দর্শন করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভক্তপ্রবর উদ্ধব নিজ  
প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে নিজ হৃদয়ের  
ভান প্রকাশ করিতে যাইয়া তাঁহাকে ‘দেবদেবেশ’,  
‘যোগেশ’ এবং ‘পুণ্যশ্রবণকীর্তন’—সম্বোধনই নিজ প্রভুর  
ও স্বীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং কৃষ্ণ-  
পরিগ্রহে মুখ্য উদ্ধবের নিকট ভগবান্ নিজ অন্তরের কথা  
লুকাইতে পারেন নাই, কেননা—

“আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।

তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

চৈঃ চঃ আ ৩ পঃ ।

ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধনের জন্তই ভগবদবতার —

“মন্ত্ৰজ্ঞানাং বিনোদার্থং করামি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥”  
পায়ে ।

“প্রপঞ্চং নিশ্চপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।

প্রগতজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥”

ভাঃ ১০।১৩।২৭

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত  
হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি-বর্দ্ধনকল্পে  
প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ।

“দেবদেবেশ”—ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবগণের কার্য্য  
নিষ্পাদন—

“ভূমেভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো ॥”

ভাঃ ১১।৬।২১

“নাধুনা তেহখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্ ॥”

ভাঃ ১১।৬।২৬ । অর্থ পূর্বে দ্রষ্টব্য ।

‘দেবদেবেশ’—বাক্যে ভূমির ( ভাঃ ১০।৫৯।১৫ ) এবং  
রাজগণের সম্বোধন ( ভাঃ ১০।৭৩।৮ ) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ যুচুকুন্মকে বলিয়াছেন—

“তথাপ্যত্নতনাত্তদ্ব শৃণুধ গদতো মম ।

বিজ্ঞাপিতো বিরিক্ষেন পুরাহং ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥

ভূমেভারায়মাণানামস্বরূপাং ক্ষয়ায় চ ।

অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকহুন্মভেঃ ॥”

ভাঃ ১০।৫১।৩৯-৪০ ।

হে রাজন্, তথাপি আমার বর্তমান কৃতান্ত বলিতেছি,  
শ্রবণ কর। পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে ধর্মরক্ষা এবং পৃথিবীর  
ভারভূত অস্তুরগণের বিনাশের জন্ত নিবেদন করিলে আমি  
যজুবংশে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি।

‘যোগেশ’—নিজযোগমায়ায় বস প্রদর্শনহেতু  
ভগবানের অবতার—

যক্ষমর্ত্যালৌপয়িকং যোগ-

মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগক্কেঃ

পরং পদং ভূষণভূষণাম্ ॥ ভাঃ ৩২।১২

শ্লোকার্থ পূর্বে ১১৬।৫ শ্লোকের অলুদর্শিনী দৃষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোরাবতারে তিনি নিজেই এই শ্লোকের  
অর্থ নিজপার্ষদ শ্রীসনাতন প্রভুকে শুনাইয়াছেন—

কৃষ্ণের যাতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,

নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেগুর, নবকিশোর নটবর,

নরলীলার হয় অনুরূপ।

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।

যে রূপের এককণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,

সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥

যোগমায়া চিহ্নজি, বিগুহসদ্ব-পরিগতি,

তার শক্তি লোকে দেখাইতো।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গৃহধন,

প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥

রূপ দেখি’ আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,

আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,

এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহেই ললিত ত্রিভঙ্গ,

তাহার উপর অঙ্কন নর্তন।

তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,

বিক্ষে রাবা-গোপীগণ-মন ॥

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ,

তাঁ-সবার বলে হরে মন।

পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,  
আকর্ষণে সেই লক্ষ্মীগণ ॥

চড়ি’ গোপী-মনোরথ, নম্রথের মন মথ,  
নাম ধরে মদনমোহন।

জিনি’ পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,  
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোপণ-চারণ রঙ্গে  
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।

যার বেণু-ধ্বনি ‘শুনি’ স্বাবর-জঙ্গম-প্রাণী,  
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥

মুক্তাহার বকপাতি, ইন্দ্রধনু-পিঙ্ক তথি,  
পীতাম্বর বিজলি-সঞ্চার।

কৃষ্ণ নব-জলধর, ভগৎ-শস্ত্র-উপর  
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥

মাধুর্য্য ভগবত-সার, ব্রজে কৈল পরচার,  
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,  
তাহা শুনি’ নাচে ভক্তগণ ॥ চৈঃ চঃ ম ২১ পঃ

“পুণ্যশ্রবণকীর্তন”—

শ্রুতং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।

হৃদন্তঃস্থো হৃদঙ্গাণি বিধুনোতি স্তব্ধং সতাম্ ॥

ভাঃ ১।২।১৭।

কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিলে চিত্ত পবিত্র হয়।  
কৃষ্ণ সাধুগণের পদম বস্তু। যে মানব তাঁহার কথা শ্রবণ  
করে, তিনি তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া কামাদি মনের দোষ-  
সমূহ দূর করেন।

অতএব - ভবেহ্মিন্ ক্লিষ্টমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।

শ্রবণশ্রবণার্থাণি করিত্মনিত্তি কেচন ॥

ভাঃ ১।৮।৫৫

শ্রীকৃষ্ণদেবী কহিলেন—আবার কেহ কেহ বলিয়া  
থাকেন যে, এই সংসারে যে সকল জীব অবিদ্যাবশে  
কামজালে জড়ীভূত হয় এবং কামবশে বিবিধ কর্মের  
অমুষ্ঠানজন্তু বিবিধভোগে জর্জরিত হয়, সেই জীবগণের

দুঃখনিবৃত্তির জ্ঞান নিত্য শ্রবণ ও শ্রবণের উপযোগী লীলা-  
সমূহের বিস্তারার্থই আপনি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

কলৌ জনিষ্যমানানাং দুঃখশোকতমোহুদম্।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥

ভাঃ ৯২।৬।৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্ম-  
গ্রহণ করিবেন, সেই সকল ভক্তদিগকে রূপা করিবার জ্ঞান  
ভগবান্ পবিত্রকারিণী শোকমোহাদি-তনোবিনাশিনী  
নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীভগবদ্বদর্শনই ব্রহ্মশাপমুক্তি—

ব্রহ্মদণ্ডাদিমুক্তোহহং সত্ত্বন্তেহচ্যুতদর্শনাৎ।

যন্মাম গুরুমখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।

সত্ত্বঃ পুন্যতি কিং ভুয়ন্তস্ত স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥

ভাঃ ১০।৩৪।১৭

সুদর্শন নামক বিদ্যার অগ্নিরা ঋষির অভিষাপে সর্প-  
যোনি লাভ করেন। শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে সর্পদেহ  
ত্যাগ করিয়া নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—হে অচ্যুত,  
আমি আপনাকে দর্শন করিয়াই সত্ত্ব ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত  
হইয়াছি। লোকে ঋষি নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই  
নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজেকে পবিত্র করে সেই  
আপনার পাদস্পর্শে আমি যে পবিত্র হইয়াছি, এ বিষয়ে  
আর বক্তব্য কি ?

অতএব প্রভো সাক্ষাৎ আপনি যেখানে বিরাজিত,  
সেখানে ব্রহ্মশাপের কোন প্রভাবই থাকিতে পারে না।  
সুতরাং আপনার অবতারের সকল উদ্দেশ্যই যখন সিদ্ধ  
হইয়াছে তখন আপনি যাইবার জ্ঞানই এই অভিনয়  
করিতেছেন।

নিত্যলীলা-পরিকর উদ্ধব বলিলেন—হে ভগবন্,  
আপনি স্বয়ং যেখানে বিরাজিত, সেখানে ব্রহ্মশাপের  
প্রভাব থাকিতে পারে না। আপনার ইচ্ছায় ঐ শাপ  
প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আপনি শাপ-নিবারণে সমর্থ হইয়াও  
উহা নিবারণ করিলেন না অধিকন্তু সকলকে দ্বারকা  
হইতে প্রভাস তীর্থে যাইবার আদেশ করিলেন।

এ বিষয়ে ভক্তপ্রবর শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

ভগবান্ জ্ঞাতসর্কার্থে দৈবরোহিণি তদগুণা।

কর্ত্ত্বুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যমোদত ॥

ভাঃ ১১।১।২৪

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ব্রহ্ম-  
শাপ অগুণ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না; বরং কালরূপী  
তিনি তাহা অনুমোদনই করিলেন।

ভক্ত উদ্ধব আরও বলিলেন—হে প্রভো, আপনার  
দর্শন হইতেও কি প্রভাসস্থানের মহিমা অধিক ? না,  
তাহা কখনই নহে। অতএব ব্রহ্মশাপ নিবারণ না করায়  
এবং যাদবগণকে প্রভাসে লইবার অভিপ্রায়ে আমার  
মনে হইতেছে যে, আপনি এই ছলেই অস্তিত্ব  
হইবেন ॥ ৪২ ॥

নাহং তবাজিৎকমলং ক্ষণাধর্মপি কেশব।

তাত্ত্বং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥৪৩॥

অন্নয়। (হে) কেশব! তব অজিৎকমলং (পদ-  
কমলম্) অহং ক্ষণাধর্ম্ অপি তাত্ত্বং ন সমুৎসহে (নেচ্ছামি)  
(অতঃ হে) নাথ। মাম্ অপি স্বধাম (বৈকুণ্ঠং) নয় ॥৪৩॥

অনুবাদ। হে কেশব! আপনার পদকমল আমি  
ক্ষণাধর্মকালও ত্যাগ করিতে অস্বীকারী নহি। অতএব  
হে নাথ! আমাকে আপনার নিজধাম বৈকুণ্ঠে লইয়া  
চলুন ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। নরীধরোহং যথেষ্টামি তথা করোমি  
তেন তব কিমিতি চেত্তত্রাহ,—নাহিমিতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আমি ত' দৈবর, যেমন ইচ্ছা  
তেমনই করি, তাহাতে তোমার কি ?—এই প্রশ্নের  
উত্তর ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণ  
পরিচর্যাগে অসমর্থ—

“অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রদা সঙ্কল্পীচর্যা  
স্বমনসি নিগুণদানানবরতস্বখেন বিস্মারিতদৃষ্টি-শ্রুতি-  
বিষয়জ্ঞখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি

সৰ্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সৰ্বীন্দ্ৰানি নিরতনিবৃত্তমনসঃ কথমুহ বা  
এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধবস্ত-  
চরণাশুজানুসেবাং বিম্বজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসার-  
পর্যাবর্ত্তঃ ॥” ভাঃ ৬।৯।৩৮

দেবগণ বলিলেন—“অতএব হে মধুসূদন, তোমার  
মহিমাযুতসমুদ্রের বিন্দুমাাত্রও যাঁহারা একবার পান করিয়া-  
ছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ-প্রসবণ উথিত  
হইয়া নায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া  
দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষা রহিত পরমভাগবত।  
তাঁহারা সৰ্বভূতের প্রিয়, সুহৃদ, সৰ্বীন্দ্ৰা ভগবান্ আপনাতে  
চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন। যাঁহারা  
পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয়-  
সুহৃদ, সেই ভক্তগণ, বাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে  
হয় না—আপনার সেই চরণাশুজসেবা বিরূপে পরিত্যাগ  
করিতে পারে ?”

তাই, ভক্ত উদ্ধব বলিলেন—হে কেশব, আপনি যেমন  
যাদবগণকে লইতেছেন, .. আমাকেও তজ্রপ সঙ্গে  
লউন ॥ ৪৩ ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।

কর্ণপীযুষমানাত্য ত্যজন্ত্যত্মস্পৃহাং জনাঃ ॥৪৪॥

অনুয়। (হে) কৃষ্ণ! নৃণাং কর্ণপীযুষং (কর্ণমৃতং)  
পরমমঙ্গলং তব বিক্রীড়িতম্ (লীলামৃতম্) আসাত্য  
(শ্রদ্ধা) জ্ঞানাঃ অত্ম স্পৃহাং (পুত্র কলত্রাদিমোক্ষাস্ত-  
স্পৃহাং) ত্যজন্তি (পরিহরন্তি) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ! মানবগণের কর্ণরসায়ন  
পরমমঙ্গলকর আপনার লীলামৃত শ্রবণ করিয়া জীবগণ  
স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় বাসনাসমূহ এবং এমন কি মোক্ষ বাসনা  
পর্যন্তও পরিত্যাগ করেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ। অত্মস্পৃহাং পুত্রকলত্রাদিমোক্ষাস্তস্পৃহাং  
ত্যজন্তি ন তু বিক্রীড়িতং ত্যজুং শরুুবন্তি। অহংস্ত্বং ত্বানপি  
ত্যজুং কথং শরুয়ামিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অত্ম স্পৃহা অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি

মোক্ষ পর্য্যন্ত স্পৃহা ত্যাগ করে, কিন্তু তোমার বিক্রীড়িত  
(লীলাচরিতামৃত) ত্যাগ করিতে পারে না। আমি  
তবে আপনাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কিরূপে সমর্থ  
হইব? ॥ ৪৪ ॥

অনুদর্শিনী।

কৃষ্ণলীলা শ্রবণের ফল—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদ্দধ বিষোঃ

শ্রদ্ধাষিতোহমুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

শ্রীমদ্রাধাপ্রভুভূত অনুবাদ—

ব্রজবধু সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।

যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥

হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।

তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, ‘মহাধীর’ হয় ॥

উজ্জল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।

আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

চরিতামৃত অ ৫ পঃ

সাধুই কৃষ্ণকথামৃতাগার—

যস্মিন্ সংকর্ণপীযুষে যশস্তীর্থবরে সঙ্কুৎ।

শ্রোত্রাজলিকপস্পৃশ্য ধুতুতে কৰ্ম্মবাসনাম্ ॥

ভাঃ ৯।২৪।৬২

সাধুদিগের কর্ণমৃত ও শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ শ্রীভগবানের  
যশ কর্ণপুটে পান বা একবারমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ  
হইলে পুরুষমাত্র কৰ্ম্মবন্ধন নাশ করিতে সমর্থ হয়।

মোক্ষস্পৃহা ত্যাগ—

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।

কুর্যন্তি কৃতিনং কেচিৎচতুর্বর্ণং তৃণোপমম্ ॥

ভাবার্থদীপিকা

আপনার কথামৃত সমুদ্রে মহানন্দে বিহারশীল কৃতার্থ  
জনগণ মোক্ষ বা চতুর্বর্ণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন।

হরিকথা শ্রবণ ত্যাগে অস্পৃহা—

সংসঙ্গাযুক্তদুঃসঙ্গে হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।

কীর্ত্যমানং যশো যন্ত সন্ধদাক্য গোচনম্ ॥

ভাঃ ১।১০।১১

সাধুসঙ্গপ্রভাবে গুজ্ঞাদিবিসয়রূপ দুঃসঙ্গ মুক্ত হইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাদের ( সাধুদিগের ) মুখকীর্তিত হুৎকর্ণরসায়ন কচিকর বাহার ( শ্রীভগবানের ) গুণলীলা চেষ্টাদি একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া সেই সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হন না ।

কৃষ্ণকথামৃত বর্ষণকারী সাধুদিগের সঙ্গই যখন পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না, তখন কৃষ্ণকথামৃত ত্যাগ করা যায় কি প্রকারে ? অর্থাৎ যায় না—

যদমুচরিতলীলা-কর্ণপীযুষ-বিপ্রট-

সন্ধদন-বিধুত-বন্দধর্মী বিনষ্টাঃ ।

সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসজ্য দীনা

বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥

ভাঃ ১।৪৭।১৮

অর্থ ৬।১১।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

আবার যে কৃষ্ণের কথামৃত ত্যাগ করা অসম্ভব, সেই স্বয়ং কৃষ্ণকে ত্যাগ করা যায় কি ? না, কখনই ত্যাগ করা যায় না—‘প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়া নাহি যায় ।’

ধৌতায়া পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুকতি ।

মুক্তসর্কপরিবেশঃ পাতঃ স্বশরণং যথা ॥ ভাঃ ২।৮।৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেবকে কহিলেন—(কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণকথা সংস্পর্শে) বাহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না । যেমন, যদি কোনও পথিক ধনাদি উপার্জননের ক্রেশ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব আশা নিবৃত্তি হওয়ায় তিনি আর নিজ গৃহশাস্তি ছাড়িয়া অন্ত্র যান না ।

শয্যাসনাটনস্থান স্নানক্রীড়াশনাদিষু ।

কথং হ্যং প্রিয়মাআনং বয়ং ভক্তাস্ত্যাজেম হি ॥৪।১॥

অনুব্র । ( হে দেব ! ) শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়া-

শনাদিষু ( একত্র শয়নাসনগমনাদিষু ক্রিয়াসু ) প্রিয়ম্ আআনং হ্যং ভক্তাঃ ( নিত্যং সেবিতবন্তঃ ) বয়ং হি কথং ত্যাজেম ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । হে দেব ! শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, স্নান, ক্রীড়া ভোজনাদি কার্যে প্রিয় আত্মস্বরূপ আপনার সেবা আমরা চিরকাল করিয়াছি । অতএব আপনাকে আমরা কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ । কিঞ্চ শয্যাদিষু হ্যং ভক্তাঃ পাদসম্বাহনা-  
জৈর্নিত্যং সেবিতবন্তো বয়ং কথং ত্যাজেম ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আরও ভক্তগণ আমরা শয্যাদিতে পাদসম্বাহন প্রতিযোগে নিত্য আপনাকে সেবা করিয়াছি, এখন কিরূপে আপনাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব ? ৪৫ ॥

অনুদর্শিনী ।

ভক্তগণের কৃষ্ণবিরহ অসহ—

তস্মিন্মাস্তথিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্ ।

দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ভাঃ ১।১০।১২

একসঙ্গে সর্বদা দর্শন, স্পর্শ, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও ভোজনাদিক্রিয়া করার সেই শ্রীকৃষ্ণে বাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইয়াছে সেই পাণ্ডবগণ কি প্রকারে তাঁহার বিচ্ছেদ সহ করিতে সমর্থ হইলেন ? ৪৫ ॥

হ্রয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৬॥

অনুব্র । ( ত্যক্তমুশরুবন্ প্রার্থয়ে, ন মায়াভয়াদিত্যাহ ) হ্রয়া উপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কার-চর্চিতাঃ ( হ্রয়োপভুক্তৈঃ স্রগাদিভিঃচর্চিতা অলঙ্কতাঃ ) উচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ ( তব প্রসাদ সেবিনঃ ) দাসাঃ ( বয়ং ) হি ( নিশ্চিতং ) তব মায়াং জয়েম ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ । হে নাথ ! আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই আপনার সঙ্গে গমন প্রার্থনা করিতেছি, পরন্তু মায়াভয়ে নহে । আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার উচ্ছিষ্ট-



ভোজী সেবক আমরা আপনার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ৪৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** ত্যক্তুমশকুবনৈব প্রার্থয়ে নতু মায়া-ভয়াদিভ্যাহ,—স্বয়তি। মায়াং জয়েমেতি সা যতশ্চান্ প্রতি বিক্রাম্যন্তী আয়াতি তর্হোতৈরেবাত্তৈঃ প্রবলীভূয় তাং জয়েম ন তু জ্ঞানাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই প্রার্থনা করিতেছি, মায়ার ভয়ে নয়। আমরা মায়া জয় করিতে সমর্থ। সে যদি আমাদের প্রতি বিক্রম প্রদর্শন করিতে আসে, তাহা হইলে এই সকল অস্ত্র দ্বারাই প্রবলীভূত হইয়া তাহাকে জয় করিতে পারিব, জ্ঞানাদি যোগে নয় ॥ ৪৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** “নোদ্ধবোহুপি মন্যুনাঃ” (ভা: ৩।৪ ৩১)। আমরা হইতে উদ্ধব অল্পমাত্রও ন্যূন নহেন—শ্রীভগবানের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীউদ্ধব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং তিনি স্বয়ংই মায়াজয়ী। তবে সাধক-ভক্তগণের পক্ষে পরোক্ষ-পূজাদি অপেক্ষা ভগবানের উপভুক্ত মাল্য-প্রসাদাদি সেবাদ্বারাই মায়া-জয় সূর্যের জানাইবার জন্ত আপনাকে সাধক-ভক্তগণের অগ্রতম দেখাইতেছেন। উদ্ধব কিন্তু মায়ার ভয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গী হইতে প্রার্থনা করেন নাই, বিরহ-বেদনার আশঙ্কাই এই প্রার্থনার কারণ। কেন না, তিনি স্বয়ংই এই বিরহব্যাপির বিক্রম অবগত ছিলেন—

চিরয়তি মণিমন্ডেষ্ঠুং চলিতে

মুরভিদি কুশহলীপুরতঃ

সমজনি ধ্বনবব্যাপিঃ

গবনব্যাপিধ্বিথার্থাথ্যঃ ॥ ভ: ৪: সি: ৩।২।৬৪

অর্থাৎ দ্বারকানগরী হইতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রামান্তকমণি অন্বেষণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অধিককাল বিলম্ব হওয়ায় উদ্ধব কৃষ্ণবিরহে নুতন আর একটা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। তিনি যে বাল্যাবধি কৃষ্ণ-প্রেমনাম্রত থাকায় লোকসমাজে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া

বিখ্যাত ছিলেন কিন্তু সেই দিন ঐ নামটী সার্থক হইয়াছিল।

শ্রীমভাগবত গ্রন্থে প্রহ্লাদ ঋবাদি ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহারই সম্মুখে তদীয় ভক্ত-সম্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং ভগবানই দুর্কাসার নিকট স্বভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া ভক্তবৎসলতা ও ভক্তপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোকে ভক্ত উদ্ধব প্রভুরই নিকটে তদীয় উচ্ছিষ্টের মহিমা কীর্তন করিয়া সাধন-জগতে অতুল্য রূপার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই স্তম্ভপু রূপার কথা দেবর্ষি নারদ মহেশ ও পার্বতীর নিকট প্রচার করিয়াছেন—

মোর বল—উচ্ছিষ্টভুঞ্জিয়া হরিদাস।

তোর মায়া জিনি—তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥

এছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।

শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥

এতদিন ধরি মোর পথ-পরিচয়।

আজিও না জানি হেন উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় ॥

উচ্ছিষ্টের বলে হরিদাস বল ধরে।

প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥

হেন মহাপ্রসাদ মুণ্ডি না ভুঞ্জিঁ কভু।

অন্তরে জানিলু মোরে বক্ষিয়াছে প্রভু ॥

দেবর্ষি নারদ এই মহাপ্রসাদ সেবায় লুপ্ত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সেবা করেন। ফলে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। পরে মহেশের নিকট আসিয়া প্রসাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। তাঁহার নথকোণে আবদ্ধ-প্রসাদদেবনে মহেশের প্রেমোদয় হয়। দেবী পার্বতী ঐ প্রসাদ না পাইয়া দুঃখিত হন পরে দেবদুর্ভব মহাপ্রসাদ জগতে আপাঙ্গর সাধারণের নিকট বিতরণের জন্ত প্রতিজ্ঞা করেন এবং তজ্জন্ত শ্রীনারায়ণের তপস্থা করেন। বৈকুণ্ঠনাথ দেবীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে স্বয়ং ভোজন করিয়া নিজ প্রসাদ নিত্যকাল বিতরণ করিতেছেন।

(—চৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড ও ব্রহ্মপুরাণ উৎকল খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

মহাবিক্রুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও দান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ  
চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন—

“মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধদাস ।

জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥

উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণেঁ তোর মায়া ।”

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯ অঃ ।

নিজ ভক্তি প্রচারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও তদানীন্তন  
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীবাঙ্গদেব সার্কভৌমকে প্রত্যুখে শয্যাভ্যাগের  
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া  
সাধন-ভক্তির অঙ্গ—প্রসাদ-সম্মান-মহিমা জানাইয়াছেন—

আজি মোর পূর্ণ হৈল সৰ্ব্ব অভিলাষ ।

সার্কভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥

আজি তুমি নিরুপটে কৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ।

কৃষ্ণ আজি নিরুপটে তোমা হৈল সদয় ॥

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন ।

আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন ।

বেদধর্ম লজ্জি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ৬ অঃ ।

মহাপ্রসাদ সেবন সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্ঠি অঙ্গসমূহের  
অন্ততম—

“ধূপ-মালা-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ।”

চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১২০

ভক্তি দ্বারাই মায়া জয় করা যায়, জ্ঞানাদি দ্বারা  
যায় না—

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষান্ তত্ত্বাণি তদুৎতরা ।

নারায়ণপরো মায়ামগ্নস্তরতি দুস্তরাম্ ॥

ভাঃ ১১।৩।৩৩

অর্থাৎ এতাদৃশ ভাগবতধর্মসমূহের শিক্ষাসহকারে  
নারায়ণপর পুরুষ উক্ত ধর্মসম্প্রদায় ভক্তিবলে দুস্তরা মায়া  
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥৪৬॥

বাতবসনা য শ্বষয়ঃ শ্রমণা উর্দ্ধমস্থিঃ ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ

॥৪৭॥

অনুয় । ( সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্যাদিক্রোশৈঃ কথঞ্চিৎ  
তরন্তি বয়ন্ত অনায়াসেনৈব তরিয়াম ইত্যাহ ) বাতবসনাঃ  
( দিগম্বরঃ ) শ্রমণাঃ ( আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রমাঃ ) উর্দ্ধমস্থিঃ  
( উর্দ্ধরেতসঃ ) শান্তাঃ ( নিক্রমাঃ ) অমলাঃ ( নিধূতপাপাঃ )  
যে শ্বষয়ঃ ( সন্ন্যাসিনঃ ) তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম ( ব্রহ্মলোকং )  
যান্তি ( প্রাপ্নুবন্তি ) ॥৪৭॥

অনুবাদ । হে দেব ! দিগম্বর, আত্মাভ্যাসে কৃতশ্রম,  
উর্দ্ধরেতা, শান্ত, বিমলচিত্ত ঋষি, সন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচর্যাদি  
বহু ক্রেশযুক্ত সাধন দ্বারা ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ । বাতবসনাচ্ছান্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাভিঃ  
সাদনৈর্ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম “তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং  
বিভজতে জগৎ । মমৈব তৎ ঘনং তেজো জাতুমর্হসি  
ভারত” ইত্যর্জুনং প্রতি ব্রহ্মজ্ঞেস্তবৈব তেজোবিশেষং তে  
যান্তি । সত্যং তে যান্ত, বয়ন্ত ন তৎ যিযাসামঃ কিন্তু  
অমুখচন্দ্রমধুরস্বিতজ্জ্বলাপানমতা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ ॥

৪৭॥

বঙ্গানুবাদ । বাতবসন ( দিগম্বর ) প্রভৃতি সেই  
সেই জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্মাখ্য তোমার ধাম  
অর্থাৎ হে অর্জুন সকল বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমব্রহ্ম  
স্বতঃসি মহাদাদিরূপে জগৎ বিভক্ত করিতেছে, উহা  
আমারই ঘন তেজবিশেষ বলিয়া জানিবে ( হরিবংশে )  
অর্জুনের প্রতি আপনার এই উক্তি অনুসারে আপনারই  
তেজোবিশেষ তাঁহারা প্রাপ্ত হন । সত্যই তাঁহারা প্রাপ্ত  
হউন, আমরা কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না ।  
কিন্তু আপনার মুখচন্দ্রের মধুর হাস্তজ্বলাপানে মত্ত হইয়া  
থাকিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী । ব্রহ্ম—ভাগবত তেজো বিশেষ—

দ্বারেন চক্রানুপথেন তন্তমঃ—

পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্ ।

সমগ্ৰুবানং প্রসমীক্ষ্য ফলন্তনঃ

প্রত্যাভিতাক্ষোহপি দধেহক্ষ্মিণী উভে ॥ ভাঃ ১০।৮।১৫১

(ভূমাপুরুষ কর্তৃক হৃত দ্বারকাবাসী বিপ্রবালক আনয়ন প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহগামী সখা ) অর্জুন চক্রের পশ্চাদবর্তী দ্বারপথে উক্ত অন্ধকারের দূরে অবস্থিত সুবিস্তৃত অনন্ত অপার উত্তম ভাগবত জ্যোতিঃ দর্শনপূর্বক প্রতিহত-দৃষ্টি হওয়ার নেত্রদ্বয় নিম্নীলিত করিলেন।

‘তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং পারভূতং তৎ বেদান্তাদি প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মভূতং ভাগবতং জ্যোতিঃ’ —শ্রীল সনাতন।

অর্থাৎ তম অর্থাৎ প্রকৃতির পারভূত বেদান্তাদি-প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্মভূত ভাগবত জ্যোতিঃ।

জ্যোতিঃ দর্শনে অর্জুন প্রশ্ন করিলে স্বয়ং ভগবান্ উত্তরে বলেন—‘ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহাবদৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মন্তেজন্তং সনাতনম্ ॥

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।

তাং প্রবিশু ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদ্বত্তমাঃ ॥

সা সাক্ষান্নাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্।

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্বনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥ হরিবংশ।

‘অত্র মন্তেজ ইতি তদ্বক্ষ্যমন্তেজোহপি। অহং স ইতি সোহহমেব তদ্বক্ষ্য, তেজন্তেজস্বিনোবভেদাৎ।’ শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ এই শ্লোকে মন্তেজ অর্থ সেই ব্রহ্ম আমার তেজই। আমি সেই তেজ ও তেজস্বী অভেদ বলিয়া আমি সেই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম—অঙ্গকাস্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।

বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥

‘সিন্ধলোক’ নাম তার প্রকৃতির পার।

চিংস্বরূপ, তাহা নাহি চিহ্নস্তি বিকার ॥

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ।

ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিহ্নস্তিবিলাস।

নির্বিশেষ জ্যোতির্বিধ বাহিরে প্রকাশ ॥

নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময়।

সায়ুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ

সিন্ধলোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।

সিন্ধা ব্রহ্মস্বখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিন্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মস্বখমগ্ন ও ভগবৎকর্তৃক বিনষ্ট অসুরগণ বাস করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখচক্রের মহিমা—

যস্থাননং মকরকুণ্ডলচাকর্য-

ব্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।

নিত্যোৎসবং ন তত্পুদ্‌শিতিঃ পিবন্ত্যো

নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতাঃ নিমেষ্চ ॥

ভাঃ ৯।২৪।৬৫, অর্থ—১১।৬।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কেননা—

মধুরং মধুরং বপুঃস্থ বিতো-

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধিমুদ্রাস্থিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোঃ বিষ্ণুসঙ্গলবাক্য।

“কৃষ্ণাঙ্গ-নাধুর্য্য-সিন্ধু, স্নমধুর মুখ-ইন্দু,

অতিমধুস্বিত-সুকিরণ।”

কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে স্নমধুর,

তাতে সেই মুখ সুধাকর।

মধুর হৈতে স্নমধুর, তাহা হৈতে স্নমধুর,

তাঁর যেই স্থিত জ্যোৎস্না-ভর ॥

মধুর হইতে স্নমধুর, তাহা হৈতে স্নমধুর,

তাহা হৈতে অতি স্নমধুর।

আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,

দশদিক্‌ ব্যাপে যার পূর ॥ চরিতামৃত ম ২১ পঃ

শ্রীগোপীগণের উহা দর্শনাকাজ্জা—

ব্রজজনান্তিহন্ বীর যোবিতাং

নিজজনস্বয়ংসনস্মিত ।

ভক্ত সখে ভবংকিস্করীঃ স নো

জলরহাননং চারু দর্শয় ॥ ভাঃ ১০৮১৬

হে বীর, তুমি ব্রজজনের বিরহজনিত আঁহির বিনাশ-কারী। তদীয় নিজজনের সৌভাগ্যোপ গরু এবং তজ্জন্তু বাম্যলক্ষণযুক্তমান তোমার হস্তমাত্রেই বিনষ্ট হয়, সখে আমরা তোমার কিস্করী, তোমার পঙ্কজবদন একবার আমাদিগকে দর্শন করাও ।

শ্রীগোপী-আমুগতো ভক্তবর উদ্ধবেরও সেই-প্রভু-মুখচন্দ্রের মধুর হস্ত পানে আকাজ্জা ॥ ৪৭ ॥

বয়স্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবদ্ব্যস্ত্ ।

ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্হস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তুস্তে কৃতানি গদিতানি চ ।

গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষেলি যন্ন লোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুয়। (হে) মহাযোগিন্! বয়ং তু ইহ কর্ম-বদ্ব্যস্ত্ (সংসারেষু দেবনরাদিষু) ভ্রমন্তঃ (অপি) তাবকৈঃ (ভক্তৈঃ) ত্বদ্বার্ত্তয়া (ত্বং কথাকীর্ত্তনেন) তে (তব) ন্লোকবিড়ম্বনং (মহুয়াঙ্করণং) যৎ গত্যুৎস্মিতেক্ষণ-ক্ষেলি (গতিশ্চ উৎস্মিতঞ্চ ইক্ষণঞ্চ ক্ষেলীপরিহাসশ্চ তৎ তথা) কৃতানি গদিতানি (উপদিষ্টানি) চ স্বরন্তঃ (তথা) কীর্ত্তয়ন্তঃ (চ) হস্তরং (হুস্পারং) তমঃ (সংসারদুঃখং) তরিষ্যামঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ। হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু সংসারে দেবমহুয়াকুলে পরিভ্রমণ করিয়াও তদীয় ভক্তগণের সহিত আপনার কথা কীর্ত্তনের দ্বারা এবং মানবলীলামুরূপ আপনার গমন, হস্ত দৃষ্টি, পরিহাসাদি ও ভবদীয় উপদেশ-বাণীর শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিয়াই হুস্পার সংসারদুঃখ অতিক্রম করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ স্বদেকান্তিনো মহাভক্তা মায়া-তরণং ভক্তেঃ ফলয়েন নৈবানুসন্দধতে। বয়ন্ত ন তাদৃশা

ইতি তাদৃশীং প্রৌঢ়িঃ কথং কুর্ন্ত ইতি দৈতেনৈবানু-মায়াতিতীর্থাংমারোপ্যাহ, বয়স্বিতি। তুর্ভিন্নোপক্রমে বয়ন্ত দাসা অপি সখ্যরসালম্বিনশ্চদাজ্জয়াপি জ্ঞানাত্যাস-মচিকীর্ষব এবৈতি ভাবঃ। হে মহাযোগিগ্নিতি তব যোগ-মায়াং মায়াঞ্চ নৈব বিবিদিষাম ইতি ভাবঃ। তাবকৈ-স্তত্তজ্জনৈঃ সহৈতি তে স্বস্বস্তুল্যস্বভাবা এবৈতি তৈরেবাস্বাকং সাহিত্যমুপপত্ততে ন বাতবসনাতৈরিতি ভাবঃ। তত্তরণে বঃ কঃ প্রকার ইত্যত আহ—স্বরন্ত ইতি। স্বদীয়চরিত্রশ্রবণকীর্ত্তনাদিসুদর্শনাত্তেজসৈবাস্বাকং তত্তমস্তরণং স্নগমমেবৈতি ভাবঃ। ক্ষেলিঃ প্রেয়স্তা সহ সৌরত-পরিহাসঃ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আরও আপনার ঐকান্তিক মহা-ভক্তগণ ভক্তির মায়াতরণরূপ ফল অনুসন্ধান করেন না। আমরা কিন্তু তাঁহাদের মত নই, সেরূপ প্রৌঢ়ি (বা সামর্থ্য) কি প্রকারেই বা করি, এইরূপ দৈন্তবশতঃ আপনাতে মায়া পার হইবার ইচ্ছা আরোপ করিয়া উদ্ধব বলিতেছেন। ‘তু’ এই অব্যয় ভিন্নোপক্রম বুঝাইতে ব্যবহৃত। আমরা কিন্তু দাস হইয়াও সখ্যরস অবলম্বনপূর্বক আপনার আদেশেও জ্ঞানাত্যাস করিতে অনিচ্ছু। হে মহাযোগিন্ অর্থাৎ আপনার যোগমায়া ও মায়া আমরা জানিতে ইচ্ছা করি নাই। তাবক অর্থাৎ আপনার ভক্তজনের সহিত। তাঁহাদের আমাদেরই ছায় স্বভাব, তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন উপযুক্ত; বাতবসনাদির সহিত নহে। (সেই মায়াতরণে তোমাদের কি প্রকার?)—এই প্রশ্নের উত্তর। আপনার চরিত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সুদর্শনাত্তেজ দ্বারাই আমাদের সেই তম হইতে নিস্তার স্নগম। ক্ষেলি অর্থাৎ প্রেয়সীর সহিত সুরত-সদ্বক্ষীয় পরিহাস ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুদর্শিনী। নিত্যসিদ্ধ ভক্তপ্রবর উদ্ধব এবারও আপনাকে সাধক-ভক্তগণের মধ্যে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্বলোকস্থ সন্ন্যাসী প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যা-দি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কথঞ্চিৎ মায়া উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহারা তোমার জ্যোতিরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু তোমার স্বরূপের সন্ধানও পান না। আর সাধকভক্তগণ ভক্তসঙ্গে

তোমার নামগুণচরিতাদি শ্রবণ-কীর্তনশ্রবণাদিদ্বারা ই  
অনায়াসে মায়া উত্তীর্ণ হন।

ঐকান্তিক ভক্তগণের কথা আর কি বলিব। অপরের  
পক্ষে সুদুস্পার মায়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করাত' দূরের  
কথা, তাঁহারা মায়াকে ভয়ই করেন না—

“নৈবোদ্ভিজ়ে পর ছুরতায়বৈতরণী।

স্বদীর্ঘ্যগায়নমহামৃতমগ্ধচিত্তঃ। ভাঃ ৭।৯।৪৩

প্রহ্লাদ বলিলেন—(হে সর্বোত্তম,) আপনার  
গুণগানরূপ বিশাল অমৃতত্বদে মগ্ধচিত্ত আমি ত্বস্তর ভব-  
বৈতরণী নদী হইতে ভয় করি না।

তাবক অর্থাৎ ভক্তের পরিচয়—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্-

ব্রহ্মন্তি মার্গাং অয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াতিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া।

বিনায়কানীকপমূর্দ্ধন্থ প্রভো। ভাঃ ১০।২।৩০

শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন—হে মাধব, হে প্রভো,  
আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথ-  
ত্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্বতোভাবে  
সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিয়োৎপাদনকারিগণের  
পালক-সমূহের নন্তকের উপর পদপ্রদানপূর্বক বিচরণ  
করিয়া থাকেন।

ভক্তসঙ্গে যখন সাধকভক্তের সাধনে প্রবৃত্তি তখন তিনি  
স্বভাবতঃই ভক্তসঙ্গই কামনা করিবেন। কেননা, ভক্তসঙ্গে  
শুধু ভজনে প্রবৃত্তি ও আলস্যসঙ্গে সংসারক্ষয় নয়—প্রেমভক্তি-  
লাভ হয়। ভক্তসঙ্গই ভগবানের সঙ্গ। তাই কেবল সাধক-  
ভক্ত নহে, সাধনসিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণও ভক্তসঙ্গ  
কামনা করেন—

দোহং প্রিয়ন্তু স্তুহদঃ পরদেবতায়।

লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরঞ্চগীতাঃ।

অঙ্কস্তিতর্ঙ্গ্যমুগ্ধগ্ণ গুণবিপ্রমুক্তো।

দুর্গাণি তে পদবৃগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ভাঃ ৭।৯।১৮

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—হে নৃসিংহ, দাস আমি আপনার  
পাদনিষয়স্থ ব্যক্তির সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া প্রিয়স্বহৃৎ

ও পরদেবতা ব্রহ্মসম্প্রদায়-প্রবর্তিত আপনার লীলাকথা  
বর্ণনাপূর্বক স্তমহৎ ছুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব।  
এমন কি, ভগবানের সঙ্গপ্রাপ্তির পর ভক্তের ভক্তসঙ্গে  
কামনা—

ভক্তিং মুহঃ প্রবহতাং স্বয়ি মে প্রসঙ্গে।

ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্।

যেনাজ্জসৌষ্ণমুরুব্যাসনং তবাকিং

নেষ্যে ভবদগুণকথামৃতপানমন্তঃ ॥ ভাঃ ৪।৯।১১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্ম-পুরুষ  
নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু  
মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক। এবমুত  
মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃতপানোন্মত্ত হইয়া  
অতিশয় ছুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবমাগর অনায়াসেই  
উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

ভক্তের অন্যসঙ্গ কাম্য নহে, কেননা, তাহাতে ইতর  
স্বৃতি হয়। “না দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ দগ্ধমপি ভবতো ভক্তি-  
হীনান্ পদাজ্জে।” মুকুন্দমালা-স্তোত্র।

ভক্তি-অনাদরকারী মুমূর্ষুর সঙ্গ ভক্তগণের অগঞ্জনীয়--  
ভববন্ধচ্ছিদে তন্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।

তবান্ প্রভুরহঃ দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ হৃদয়দাক্যাম্ ॥  
(হে প্রভো), ভববন্ধনচ্ছেদনকারী তোমার নিকট আমি  
মুক্তি প্রার্থনা করি না। তাহাতে তুমি প্রভু আর আমি  
দাস এই সম্বন্ধ লোপ পায়।

জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু-দাস।

তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥

তুমি প্রভু, মুক্তি দাস—ইহা নাহি যথা।

হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা ॥

চৈতন্যভাগবতম্ ১০ অঃ

ক্লে,লি—

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং

বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।

রহসি সংবিদো যাহুদিম্পৃশঃ

কুহক নো মনঃ কোভয়ন্তি হি ॥

ভাঃ ১০।৩।১০

শ্রীগোপীগণ বলিলেন—হে কপট, তোমার হাস্য, প্রীতির সহিত দৃষ্টি, সখীগণ সহ ক্রীড়া এবং যে সকল হৃদয়স্পর্শী নির্জন আলাপ তাহা পরম সুখপ্রদ! হে প্রিয়, ঐ সকল আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিতেছে।

শ্রীউদ্ধব সখ্যরসের আশ্রয় বা ভক্ত হইলেও তাঁহাতে উজ্জল রসের সমাবেশ, তাই শ্রীগোপী-আলুগতাই তাঁহার ভজন।

৪৮-৪৯ ॥

### শ্রীশুক উবাচ,—

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীমুত।

একান্তিনং প্রিয়ং ভূতামুদ্ধবং সমভাষত ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদ্গুদ্ধবসংবাদে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

অনুব্র। শ্রীশুক উবাচ,—(হে) রাজন্। ভগবান্ দেবকীমুত ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) এবং বিজ্ঞাপিতঃ (উদ্ধবেন উক্তঃ সন)। একান্তিনম্ (অনন্যদৈবতং) প্রিয়ং ভূতং উদ্ধবং সমভাষত (বক্তুমান্রেভে) ॥ ৫০ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়স্তায়মঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে ঐকান্তিক প্রিয় ভূত উদ্ধবকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। একান্তিনমিত্যাদিকং স্বাভিপ্রায়াবন্ধনে হেতুঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যং হর্ষিণ্যং ভক্তচেতসাম্।

একাদশে ষষ্ঠোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্তীক্লরকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। “একান্তী ইত্যাদি নিজ অভিপ্রায়-বিষয়ে অবধানের হেতু” ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাধুগণ-

সমতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যচিত্ত প্রিয়ভূত্যা। স্তবরাং ভগবান্ যেরূপ উদ্ধবের প্রিয়, উদ্ধবও তদ্রূপ ভগবানের প্রিয়। প্রিয় ব্যক্তি প্রিয়ের চিত্ত জানেন এবং নিজের চিত্তকথা প্রিয়কে জানান। তাহাতে আবার প্রিয় যদি পূর্ব হইতেই প্রিয়ের ভাব জানিতে পারেন তবে প্রিয় নিজের চিত্ত গোপান রাখিতে পারেন কি? তাই শ্রীভগবান্ যখন বুঝিলেন যে, উদ্ধব তাঁহার মনোভাব জানিয়াছেন, তখন তিনি উদ্ধবকে আর বঞ্চনা না করিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। একান্তী—“বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাপ্তো হরৌ।

তদগাঢ়প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগচ্ছতে ॥”

হরিতে সম্যক্ নিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতু পিতৃদেবাদি পরিত্যাগ-পূর্বক যিনি তাঁহাতে গাঢ় প্রেমপূর্ণ, তাঁহাকে একান্তী বলা হয়।

তাঁহার লক্ষণ— একান্তিনো যন্ত ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।

অত্যদ্ব্যুতং তচ্চরিতং স্মরণং

গায়ন্ত আনন্দসমুদ্ভয়গাঃ ॥ ভাঃ ৮।৩২ ॥

গজরাজ ভগবান্কে বলিলেন—ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ব্যুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্তনপূর্বক আনন্দ-সাগরে মগ্ন, তাঁহার ভগবানের নিকট কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না ॥ ৫০ ॥

আমরা ভক্ত-ভগবানের পরস্পর ব্যবহারলীলা কীর্তন-মুখে শ্রীউদ্ধব-গীতার প্রথম অধ্যায় শেষ করিতেছি -

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যন্ত্র করে।

তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

‘লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে।’

চরিতামৃত আ ৩ পঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

যদাথ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।

ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেহভিকাজ্জিগ্ধঃ ॥১॥

অন্তর। শ্রীভগবানু উবাচ (হে) মহাভাগ! মাং  
যৎ (সংস্কৃত্যতৎকুলমিত্যাदि इम्) আথ (কথিতবান্),  
তৎ মে (মম) চিকীর্ষিতং (কর্তুমিষ্টম্) এব (ভবতি)।  
(যতঃ) ব্রহ্মা ভবঃ (শিবঃ) লোকপালাঃ (চ সর্কে) মে  
(মম) স্বর্বাসং (বৈকুণ্ঠবাসম্) অভিকাজ্জিগ্ধঃ (অভিলাষিণঃ  
বর্তন্তে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবানু বলিলেন,—হে মহাভাগ!  
যদুকুলসংহার ও আমার বৈকুণ্ঠগমন বিষয়ে যাহা তুমি  
বলিয়াছ তাহা যথার্থই আমার অভিপ্রেত; যেহেতু ব্রহ্মা  
শিব ও অন্যান্য লোকপালসমূহ আমার বৈকুণ্ঠবাস কামনা  
করিতেছেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ। সপ্তমে জ্ঞানবৈরাগ্যে নিধিৎসু কৃষ্ণ  
উদ্ধবে। অবধূতোক্তগুরুষু প্রোবোচাষ্টৌ ধরাদিকান্ ॥  
সর্বাসং বৈকুণ্ঠবাসং প্রতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের জ্ঞান-  
বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য অবধূত-কথিত গুরুগণের মধ্যে  
ধরাদি আট জন গুরুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বর্বাসং অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসং প্রতি ॥ ১ ॥

অনুদর্শিনী। স্বরং—স্বর্গং—‘যাতুধান্যপি সা  
স্বর্গমবাপ জননীগতিম্’— ভাঃ ১০।৬।৩৮

অর্থাৎ সেই পুতনা রাকসী হইলেও জননীগণের প্রাপ্য-  
স্থানের তুল্য স্বর্গ লাভ করিয়াছিল।

‘স্বর্গং বৈকুণ্ঠমেব নতু নম্বরং স্বর্গম্’—শ্রীলবিশ্বনাথ।

আধিকারিক দেবগণের বসতি স্বর্গলোক। উহা  
অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণের বাস  
নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ। উহা সর্বোচ্চ সত্যলোক বা  
ব্রহ্মলোকেরও উপর। পূর্বে-ভাঃ ১১।৬।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতির পার ‘পরব্যোম’-নামে ধাম।

কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাदि-গুণবান্ ॥

সর্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাহাঙ্কি বিশ্রাম ॥

চরিতামৃত আ ৫ পঃ ১ ॥

ময়া নিম্পাদিতং হুত্র দেবকার্যমশেষতঃ।

যদর্থমবতীর্ণোহহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥২॥

অন্তর। অহং ব্রহ্মণা অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্)  
যদর্থম্ (যন্নিমিত্তং) অংশেন (বলরামেণ সহ) অবতীর্ণঃ  
(ভূভারহরণরূপং) দেবকার্যম্ অত্র ময়া অশেষতঃ (সর্বতঃ)  
নিম্পাদিতং হি (সম্পাদিতম্) ॥২॥

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূভার-  
হরণ-রূপ কার্যের জন্ত অংশরূপী বলরামের সহিত ভূতলে  
অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। সম্প্রতি সেই দেবকার্য সর্বতো-  
ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে ॥২॥

বিশ্বনাথ। অংশেন বলদেবেন সহ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অংশ অর্থাৎ বলদেবের সহিত ॥ ২ ॥

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নজ্জ্যাত্যন্তোহুবিগ্রহাং।

সমুদ্রঃ সপ্তমেহোনাং পুরীক্ণা প্লাবয়িষ্যতি ॥৩॥

অন্তর। (যৎ অবশিষ্টং) শাপনির্দগ্ধং (বিপ্রশাপন  
নষ্টপ্রায়ং) কুলম্ (যদুকুলম্) অন্তোহুবিগ্রহাৎ (পদম্পর  
কলহাৎ) নজ্জ্যতি বৈ (বিনশত্যেব কিঞ্চ) সমুদ্রঃ সপ্তমে

( দিবসে ) এতাং পুরীং ( দ্বারাবতীং ) চ প্লাবয়িষ্যতি  
হি ॥৩॥

**অনুবাদ ।** অবশেষে ব্রহ্মশাপদগ্ধ এই বহুকুল  
পরস্পর কলহ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—এবং শুদ্ধ হইতে  
সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে ॥৩॥

### অনুদর্শিনী ।

যদুকুল—শ্রীভগবানেরই কুল । যাদবগণ—শ্রীভগ-  
বানেরই নিজজন এবং তন্তুল্য—“এতে হি যাদবাঃ সর্কে  
মদগুণা এব ভাবিনি । সর্কথা মৎপ্রিয়া দেবি মন্তুল্যগুণ-  
শালিনঃ”—ইতি পাশ্বে । স্তুরাং তাঁহারা বিশ্রাম-অপূর্ণ  
এবং অবিনাশী । অতএব শ্লোকস্থ ‘নির্দগ্ধ’ শব্দে—‘নির্গতং  
দগ্ধং দাহো বস্মাৎ’—সন্দর্ভ । অর্থাৎ যাদবগণ—অনির্দগ্ধ  
বা বিনাশ রহিত, নিত্য ।

শ্রীদ্বারকাপুরী শ্রীভগবানের নিত্য বিহারস্থলী ।  
‘নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি পুরীং দ্বারাবতীং তথা’—ইতি  
পাশ্বে । সমুদ্র সেই শ্রীভগবদ্ধামকে প্লাবিত করিতে পারে  
না । অতএব শ্লোকস্থ ‘প্লাবয়িষ্যতি’—এই বাক্যে ‘চ’-  
দিক আবরণ করিবে’—এই অর্থই সুসঙ্গত । কেননা—

“প্লাবয়ামাস তাং শূতাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ ।

যদুদেবগৃহস্তে কং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ ॥

নাত্যক্রামস্ততো ব্রহ্মস্তুদছাপি মহোদধিঃ ।

নিত্যাং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ ॥”

—বিষ্ণুপুরাণ ।

“দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোহপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ ।

বর্জয়িত্ব মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥

নিত্যাং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।”—

ভাঃ ১১।৩।২৩-২৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ, শ্রীহরি দ্বারকাপুরী  
পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র তদীয় নিবাসস্থান ব্যতীত সমগ্র  
পুরীকে ক্ষণকাল মধ্যে জলপ্লাবিত করিল । ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান  
রহিয়াছেন ॥৩॥

যহৌবাং ময়া ত্যক্তো লোকোহয়ং নষ্টমঙ্গলঃ ।

ভবিষ্যত্যচিরাং সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥৪॥

**অন্বয় ।** ( হে ) সাধো ! অয়ং লোকঃ যর্হি ( যদা )  
এব ময়া ত্যক্তঃ ( পরিত্যক্তঃ ) ভবিষ্যতি ( তদাএব )  
কলিনা অপি নিরাকৃতঃ ( অভিভূতঃ সন্ ) অচিরাং  
( তৎক্ষণাৎ ) নষ্টমঙ্গলঃ ( মঙ্গলশূন্যঃ ভবিষ্যতি ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।** হে সাধো ! যে মুহূর্ত্তে আমি ধরণীতল  
পরিত্যাগ করিব তৎক্ষণাৎ কলির আক্রমণে অভিভূত  
হইয়া ইহা মঙ্গলহীন হইবে ॥৪॥

ন বস্তব্যং হ্যৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে ।

জনোহভদ্রকৃচির্ভজ ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

**অন্বয় ।** ( হে ) ভজ ! ময়া ইহ মহীতলে ত্যক্তে  
( সতি ) কলৌ যুগে জনঃ অভদ্রকৃচিঃ ( অধর্ম্মে কৃচির্ভজ  
তথাভূতঃ ) ভবিষ্যতি এব ( অতঃ ) হয়া ( অত্র ) ন বস্তব্যং  
( ন স্বাভাব্যং ) ॥৫॥

**অনুবাদ ।** হে ভজ ! আমাকর্তৃক এই মহীতল  
পরিত্যক্ত হইলে কলিযুগে মানবগণ অধর্ম্মে কচিপরায়ণ  
হইবে । অতএব তোমার এখানে অবস্থান করা কর্তব্য  
নহে ॥৫॥

হস্ত সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুযু ।

ময্যাবেশু মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ধিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥

**অন্বয় ।** হং তু স্বজনবন্ধুযু ( স্বীয়বন্ধুবর্গেষু ) সর্ব্বং  
স্নেহং পরিত্যজ্য ( ত্যক্ত্বা ) মনঃ ( চিত্তং ) ময়ি ( ভগবতি )  
সম্যক্ আবেশু ( নিধায় ) সমদৃক্ ( সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ সন্ )  
গাং ( ভূতলং ) বিচরস্ব ( বিচর ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।** অনন্তর তুমি স্বীয় আত্মীয়বন্ধুবর্গের  
প্রতি সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ প্রকারে আমার  
প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভূতলে বিচরণ  
করিত ॥ ৬ ॥



বিশ্বনাথ। অত্রাস্তরে মনসি ভগবান্ কিঞ্চিৎ পরামর্শ। কষ্টিগ্যাদিবিবাহবাণাচ্ছুরবধপ্রসঙ্গতস্তত্র তত্র বন্ধুমিলনপ্রসঙ্গতশ্চেদ্রপ্রস্থমিথিলাদিষু চ যাতায়াতৈর্মাং দিদৃক্ষাং ভূতলস্থভক্তানাং মনোরথো ময়া প্রায়ঃ সম্পাদিত এব। পৃথিব্যা অধঃস্থিতানাং বলি-রবিনন্দনাদীনামপি ষড়্গর্ভানয়নগুরুপুত্রানয়নপ্রসঙ্গেন উর্দ্ধস্থানাদিতিকশ্যপা-দীনামপি পারিজাতাচ্ছাহরণপ্রসঙ্গেন মহাবৈকুণ্ঠস্থানা-মাদিপুরুষভূমাদীনামপি বিপ্রবালকানয়নপ্রসঙ্গেন বাজ্রিতং মদর্শনং নিষ্পাদিতমেব, কিন্তু বদরিকাশ্রমবাসিনাং নরনারায়ণাদিপরহংসমহামুণীজ্ঞাণামেব মদর্শনৌৎসুক্যং ন সফলীভূতং বভূব। সম্প্রতি তু সপাদশতবর্ষপর্য্যন্তমং প্রাকট্যমধ্যাদা চ বৃত্তোত্যস্তত্র প্রহাপয়িতুময়মুদ্বব এব নিরূপয়িতব্যঃ। অয়ং হি মন্তুল্যস্থান্যং প্রতিমূর্তিরেব। তেভ্য উপায়নত্বেন দেয়ং মদীয়ভগবদ্বাচায়োজ্ঞান-বৈরাগ্যোরেকমেকং কণং মন্তুক্তিযোগং চ মহানর্য্যং রত্নমিবাদয় যাত্যন্তেষাং মনোহীষ্টং স্পষ্টমেব পুরয়িষ্যতি। যতপ্যস্ত্র মৎপ্রেমপরিপূর্ণস্ত্র স্বস্থে জ্ঞানবৈরাগ্যে বর্তেতে এবং সম্প্রতি ময়োগদেষ্টব্যোঃ পৃথক-জ্ঞানবৈরাগ্যোনাং স্যোবাস্ত্র জিহ্বক্ষা তদপি মদিচ্ছায়াং সত্যং তত্রাপ্যস্ত্র জিহ্বক্ষা ঋষুর্নৈবোৎপত্ততে তথৈব যতপ্যস্ত্র মবিচ্যুতো স্ত্র এব প্রাণহানিস্তদপি মদিচ্ছা-শক্তিরেব বলবতী প্রাণানস্ত্র পালয়িত্বা তাবদুরমপ্যেং যাপয়িষ্যতি, প্রাপঞ্চিকলোকালঙ্কিতং মদন্তিকেহপি স্থাপয়িষ্যতীতি পরামৃশ্চ চ শ্রীমদুদ্ববচেতসি জ্ঞানবৈরাগ্যো-ভক্তিযোগস্ত্র চ জিহ্বক্ষাং সঞ্চার্য্যাহ,—স্বস্থিতি। স্বজন-বন্ধুযু যাদবাদিষু মেহং পরিত্যাগ্যেতি তেষু তৎসম্বোধে দ্বিবিধঃ। মৎপরিচয়াং প্রথমত এব স্বদেহসম্বন্ধেনৈকঃ, মৎসম্বন্ধোথো দ্বিতীয়ঃ। তত্র পূর্ক এব স্বয়া ত্যক্তুশ্যক্যঃ স এব ময়া ত্যাগে বিধীয়তে ন তৃতরঃ, তদশক্যাস্তদবি-গীতত্বাচ্চেতি ভগবদাশয় উদ্ববেন জ্ঞায়ত এব ॥ ৪-৬ ॥

বজ্রানুবাদ। ইহার পরে মনে ভগবান্ কিছু পরামর্শ করিলেন। কষ্টিগী আদিগ সহিত বিবাহ, বাণ প্রভৃতি অস্তুরবধ প্রসঙ্গে ও তৎতৎ স্থানে বন্ধুমিলন প্রসঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ মিথিলা প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিয়া আমাকে

দর্শনেচ্ছু ভূতলস্থ ভক্তগণের মনোরথ আমি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছি, ষড়্গর্ভানয়ন ও গুরুপুত্র-আনয়ন প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিম্নস্থিত বলি যম প্রভৃতিরও, পারিজাতাদি-হরণপ্রসঙ্গে উর্দ্ধস্থ কশ্যপ প্রভৃতির এবং বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে মহাবৈকুণ্ঠস্থ আদি-পুরুষ ভূমা প্রভৃতিরও বাজ্রিত আমার দর্শন নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু বদরিকাশ্রম-বাদী নরনারায়ণাদি পরমহংস মহামুণীজ্ঞগণের মদর্শ-নৌৎসুক্য সফল হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রাকট্যকাল পঞ্চবিংশত্যধিক শতবর্ষ প্রায় সীমাপ্রাপ্ত বা সম্পূর্ণ। অতএব সে স্থলে প্রেরণের জন্ত উদ্ববকেই নিরূপণ করা সঙ্গত। ইনি আমারই তুল্য বলিয়া আমারই প্রতিমূর্তি। তাঁহাদিগকে দেয় উপহারস্বরূপ আমার ভগবদ্বাক্ষিত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের এক একটা কণাও আমাতে-ভক্তিব্যোগরূপ মহামূল্য রত্ন লইয়া গেলে তাঁহাদের মনোভীষ্ট স্পষ্টই পরিপূর্ণ হইবে। যদিও আমার প্রেম পরিপূর্ণ ইহার (উদ্ববের) প্রেমাস্তর্গত জ্ঞান-বৈরাগ্য আছে এবং সম্প্রতি আমার উপদেষ্টব্য পৃথক জ্ঞান-বৈরাগ্য গ্রহণে ইচ্ছা ইহার নাই, তাহা হইলেও আমার ইচ্ছা হইলে সে বিষয়েও ইহার গ্রহণেচ্ছা এক্ষণে উৎপন্ন হইবে, আর যদিও আমার বিচ্যুতিতে ইহার প্রাণহানি হয়, তথাপি আমার বলবতী ইচ্ছাশক্তি ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া ইহাকে দূরে প্রেরণ করিবে এবং প্রাপঞ্চিক লোকের অলঙ্কিতে আমার নিকটেও স্থাপন করিবে—এইরূপ পরামর্শ করিয়া শ্রীমদ উদ্ববের চিত্তে জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তিব্যোগের গ্রহণেচ্ছা সঞ্চার করিয়া বলিতেছেন। স্বজনবন্ধু অর্থাৎ যাদবগণে মেহ পরিত্যাগ করিয়া—এক্ষেত্রে তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার মেহ দ্বিবিধ আমার পরিচয়ে প্রথমতঃ স্বদেহ সম্বন্ধে এক প্রকার, আমার সম্বন্ধ-জনিত দ্বিতীয় প্রকার, তন্মধ্যে পূর্কপ্রকারই তুমি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, উহাই আমার সহিত ত্যাগ করা বিধি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারটী তদ্রূপ নহে, যেহেতু উহা তোমার পক্ষে অসম্ভব এবং উহা অবিগীত—ভগবানের এই মনোভীষ্ট উদ্বব জানেন ॥ ৪-৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীক্লিগী বিবাহ—

ভাঃ ১০।৫৩-৫৪ অধ্যায়।

শ্রীজাম্ববতী বিবাহ—ভাঃ ১০।৫৬ অঃ

শ্রীকালিন্দী প্রভৃতি পঞ্চকতা বিবাহ—ভাঃ ১০।৫৮ অঃ

নরকাসুর কর্তৃক অপহৃত কান্যাগণ বিবাহ—

ভাঃ ১০।৫৯ অঃ

বণাসুর বধ—ভাঃ ১০।৬৩ অঃ

পৌণ্ড্রকাদি বধ—ভাঃ ১০।৬৬ অঃ

ইন্দ্রপৃষ্ঠগমন—ভাঃ ১০।৭১ অঃ

মিথিলা গমন—ভাঃ ১০।৮৬ অঃ

যড়্গর্তানয়ন প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৮৫ অঃ

গুরুপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৪৫ অঃ

পারিজাতাদি হরণ প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৫৯ অঃ

বিপ্রবালক আনয়ন প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০।৮৯ অঃ

উদ্ধব—শ্রীকৃষ্ণতুল্য প্রতিমূর্তি—

নোদ্ধবোহৃষপি মন্যুনো যদগুণৈর্নাদিতঃ প্রভৃঃ।

অতো মদ্যুনাং লোকং গ্রাহয়সিহ তিষ্ঠতু ॥

ভাঃ ৩।৪।৩১

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিক্ৰিমাত্রও  
জ্ঞান নহে। গুণজয়ী এবং অক্ষুদ্রচিত্ত; এই জন্ত ইনিই  
মহিষয়ক-জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে এই  
জগতে অবস্থান করুন।

ভগবান্দের সংজ্ঞা—ঐশ্বর্য্যাসমগ্রাণ বীৰ্য্যাস্ত্র যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্য্যায়োশ্চৈব বন্ধাং ভগ ইতীক্ষণা ॥

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ  
সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য্য—এই ছয়টা  
অচিন্ত্যগুণ ভগ বলিয়া কথিত।

ভক্তি প্রেম মহামূল্য রত্ন—

অভিধেয়-নাম—‘ভক্তি’, ‘প্রেম’—প্রয়োজন।

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥

চরিতামৃত ম ২০ প

ভক্তিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহজ অবস্থিতি—

ভক্তিঃ পরেশামুভবো বিরক্তি-

রত্নত্র চৈব ত্রিক এককালঃ।

প্রপঞ্চমানস্ত যথাস্ততঃ স্যু-

স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ কৃদপায়োহমুখ্যাসম্ ॥ ভাঃ ১১।২।৪২

ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি  
বা উদরপুরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রেয় এক সঙ্গে  
ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে  
একসঙ্গেই ভক্তি, পরেশামুভব এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য-  
রূপ ভাবত্রয় অমুভূত হয়।

ভক্তের পৃথক ভাবে জ্ঞান বৈরাগ্যগ্রহণে অনিচ্ছা—

তস্মান্নভক্তিবৃক্তস্ত যোগিনো বৈ মদান্বনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

ভাঃ ১১।২।৩১

শ্রীকৃষ্ণে ইচ্ছাশক্তি প্রবলা—

“ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।”

চরিতামৃত ম ২০ পঃ

স্নেহ দ্বিবিধ—দৈহিক অর্থাৎ জড়-দেহসম্বন্ধে এবং  
পারমাণিক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে। ভগবৎসম্বন্ধ-বিনা যাহারা  
অপরকে আদর বা স্নেহ করেন, আর যাহারা সেইরূপ  
বুদ্ধিতে আদর বা স্নেহের গ্রাহক তাহারা উভয়েই বহির্দর্শী  
এবং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত। বিমুখমোহিনী-মায়াদ্বারা মুগ্ধ  
জানিতে হইবে।

অতএব কেবল দেহ-সম্বন্ধে স্নেহই পরিত্যাজ্য কিন্তু  
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে স্নেহ অবিগীত অর্থাৎ অনিন্দিত বা প্রশংসনীয়  
সুতরাং অপরিত্যাজ্য।

শ্রীকৃষ্ণদেবীর প্রার্থনা হইতেও ইহার স্তমীমাংসা  
পাওয়া যায়—

“স্নেহপাশমিমং ছিদ্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুযু বৃক্ষিষু ॥”

ভাঃ ১।৮।৪১

অর্থাৎ হে জগদীশ, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণের প্রতি  
আমার এই গভীর স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া দাও।  
যদি স্নেহনন্তবিষয়া মতিমধুপতেহসক্লং।  
রতিমুহুতাদাক্ষা গঙ্গেবোধয়দমতি ॥

ভাঃ ১।৮।৪২

অর্থাৎ হে মাধব, গঙ্গা যেমন কোন দিককে নিয় বলিয়া গণনা না করিয়া নিজ স্রোতকে সাগরান্ধ্রিতে প্রেরণ করেন তদ্রূপ আমার অব্যভিচারিণী সাধ্বী মতি ব্যবধান-মুক্ত হইয়া তোমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎ প্রীতিলভ করুক।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—‘তবে কি ব্রহ্মজ্ঞানে স্পৃহাবতী হইয়াছে? পৃথিবীগণে মেহছেদে আমাতেও যে মেহছেদ হয়। তদন্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে। তোমাতে মতি, রতি অর্থাৎ প্রীতি অনবচ্ছিন্ন ভাবে হউক। কিন্তু অনন্তবিষয়া তোমার তত্ত্বগণ তোমা হইতে অভিন্নই; তাঁহাদিগেতে প্রীতি ব্যতীত তোমাতেও প্রীতি সিদ্ধ হয় না। অতএব তুমি প্রসন্ন হও—ইহাতে তোমাতে ও তোমারগণে ব্যতীত অনন্ত মমতাসূচী কর। এই প্রার্থনায় তোমার তত্ত্ব পাণ্ডব ও যাদবগণেও মেহছেদ প্রার্থনা করিয়াছি। তাহা তোমার অবতারের পূর্ব হইতেই (পাণ্ডব ও যাদবগণে) দেহ-সম্বন্ধে যে ব্যবহারময় মেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাই বন্ধকত্বহেতু পাশরূপে প্রযুক্ত; তাহারই ছেদ, কিন্তু তোনার প্রিয়ত্ব-নিবন্ধন মেহের ছেদ নহে। অতএব গঙ্গা যেরূপ নিজ-স্রোতকে অখিল নদনদীর আশ্রয় সমুদ্রান্ধ্রিতে প্রবাহিত করে তদ্রূপ আমার মতিও সর্বভক্তাশ্রয় তোমাতে রতিলভ করুক।

পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন জানিয়া মাতা শচীদেবীকে দুঃখিতা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিতেছেন—

‘কে তুমি, তোমার পুত্র কেবা কার দাপ।

মিছা ‘তোমার মোর’ করি’ কর অমৃতাপ।

পুত্রস্নেহে করমোরে যত বড় ভাব।’

শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হয় লাভ।

আমার নিস্তার হয় তোমার পরিত্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ—ছাড় পুত্রজান ॥”

ইহা শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়।

বিশ্বস্তর-মুখপদ্ম একদৃষ্টে চায় ॥

চতুর্দশলোকনাথ মায়া কৈল দূর।

সর্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥

সেইক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল।

‘আপন তনয়’ বলি’ মায়া দূর কৈল ॥ চৈতন্যমঙ্গল।

ভাঃ ১১৭।২৯।৩৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ব উদ্ধব নিত্যসিদ্ধ সেবক। ক্ষুতরাং তাঁহাকে উপদেশ দিবার কিছুই নাই। তবুও ভগবান্ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানযোগ্যগণের প্রতি এই উপদেশ দিতেছেন। প্রভুর মনোভাব ভূতের অগোচর নহে এবং প্রভুর প্রীতি সম্পাদন করাই ভূতের কৃত্য; তাই উদ্ধব শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসুর অভিনয়ে প্রভুদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪-৬ ॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।

নখরং গৃহমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥৭॥

অন্তর। (নমু গুণদোষাভ্যাং বিষয়ে লোকে কৃতঃ সমদৃষ্টিঃ আদিত্যাহ) মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ গৃহমাণং ইদং যৎ (পৃথিব্যাদিকম্) (ভবতি তৎ সর্বং) মায়ামনোময়ং (জাগরে মায়ায়া কল্পিতং স্বপ্নে মনঃ কল্পিতং-চ) নখরম্ (অনিত্যং) চ বিদ্ধি (জানীহি) ॥৭॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! তুমি মনঃ, বাক্য, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই বিচিত্র বিশ্বকে মায়া-মন-কল্পিত এবং অনিত্য জানিও ॥৭॥

বিশ্বনাথ। নমু কীদৃশং সমুদকত্বং তত্রাহ, যদিদ-মিতি। মনআদিভিগৃহমানং যদিদং পৃথিব্যাদিকং বর্ততে তৎসর্বং জাগরে মায়াময়ং মায়াকল্পিতত্বাংশেন তুল্যমেব। স্বপ্নে মনোময়ং মনঃ কল্পিতত্বাংশেন সর্বং তুল্যমেব ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। কিরূপ সমদৃক এই প্রশ্নের উত্তর। মন প্রভৃতির দ্বারা গ্রহণীয় যে এই পৃথিবী আদি, সে সবই জাগ্রৎ অবস্থায় মায়াময় অর্থাৎ মায়াকল্পিতত্ব অংশদ্বারা তুলা, স্বপ্নে মনোময় অর্থাৎ মনঃ কল্পিতত্ব অংশদ্বারা সমস্তই তুলা ॥৭॥

**অনুদর্শিনী।** পূর্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানযোগ্য জনগণকে সমদৃষ্টি হইবার জ্ঞ উপদেশ করিয়াছেন। কল্পে সমদৃষ্ক হওয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, মন, চক্ষু, কণাদি দ্বারা জাগ্রদবস্থায় দৃশ্য বিশ্বের ক্ষিতি, অপ্, তেজ, প্রকৃতি গ্রহণীয় দ্রব্যসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলই মায়ারচিত বলিয়া সকলই নশ্বর ও মায়িক অতএব তুল্য বা সম এবং স্বপ্নে মানসদৃষ্ট বিচিত্রতায়ুক্ত বিভিন্ন বস্তৃ-সমূহ মনঃকল্পিত বা সকলই কাল্পনিক বলিয়া তুল্য বা সম ॥৭॥

পুংসোহযুক্তস্তা নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্ ।  
কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ৌ ভিদা ॥ ৮ ॥

**অন্বয়।** ( মনোময়ত্বে হেতুমা— ) অযুক্তস্ত ( বিক্ষিপ্ত মনসঃ ) পুংসঃ নানার্থঃ ( নানাদেবাদিরূপঃ ঘট-পটাদিরূপশ্চ অর্থঃ বিষয়ো যস্ত তথাভূতঃ ) ভ্রমঃ ( অহংমমা-আকোহখ্যাদৌ ভবতি ) সঃ ( ভ্রম এব ) গুণদোষভাক্ ( পুণ্যপাপস্বত্বদুঃখাদিয়ান্ ভবতি ) । গুণদোষধিয় ( ভ্রমবিজ্ঞপ্তিত-গুণদোষবুদ্ধেঃ পুংসঃ ) এব কর্ম্ম ( বিহিতম্ ) অকর্ম্ম ( তল্লোপঃ বিহিতাকরণম্ ) বিকর্ম্ম ( নিষিদ্ধম্ ) ইতি ভিদা ( ভেদো, অবিচ্ছাদ বিষয় এব ভেদ ইত্যর্থঃ ) ॥৮॥

**অনুবাদ।** বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবের নানা দেবাদিরূপ বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ ভ্রমই বস্তুতঃ-পক্ষে গুণদোষযুক্ত হয়। যাহার চিত্ত ঐ প্রকার গুণদোষে আবদ্ধ তাহার পক্ষেই কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মরূপ ভেদ উদ্ভিত হয় ॥৮॥

**বিশ্বনাথ।** উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি, পুংস ইতি । নানার্থো নানাবিধোহর্থো যো গুণদোষভাক্ অয়মর্থো গুণং ভজত ইত্যুৎকৃষ্টঃ অয়মর্থো দোষং ভজত ইতি নিকৃষ্টঃ । পুংসোহযুক্তস্তাজ্ঞানিন ভ্রমঃ ভ্রমপ্রতীত ইত্যর্থঃ । গুণ-প্রবাহপতিতানাং কো বার্থ উৎকৃষ্টঃ কো বা নিকৃষ্টস্তেবাং বা ক উৎকর্ষ কো নিকর্ষঃ । যদুক্তং চিত্রকেতুনা ‘গুণ-প্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোহমুগ্রহঃ । কঃ স্বর্গো

নরকঃ কো বা কিং স্মৃৎং দুঃখমেবেতি ।’ নহু বেদেইব বিধিনিষেধাভ্যাং গুণদোষাবুক্তৌ সত্যং বেদোহপ্যবিচ্ছা-বদ্বিষয় এবৈত্যাহ, কর্ম্মবিহিতং অকর্ম্ম তল্লোপঃ বিকর্ম্ম নিষিদ্ধমিতি ভিদা ভেদো গুণদোষধিয়ৌ গুণদোষয়োরেব ধীর্যস্ত তন্তুজ্ঞানিন এবোক্তেত্যর্থঃ ॥৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** যাহা বলা হইয়াছে, তাহারই বিস্তার। নানার্থ অর্থাৎ নানাবিধ অর্থ, যে গুণদোষভাক্ অর্থাৎ এই অর্থ গুণভজনা করে অতএব উৎকৃষ্টঃ এই অর্থ দোষ ভজনা করে অতএব নিকৃষ্ট। অযুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানী পুরুষের ভ্রম ভ্রমপ্রতীত। গুণপ্রবাহে পতিতগণের কোন্ অর্থটী উৎকৃষ্ট, কোন্টী বা নিকৃষ্ট, তাহাদের মধ্যে কোন্টী উৎকর্ষ কোন্টী নিকর্ষ ( বা নিকৃষ্টভাব ) ? চিত্রকেতু যেমন বলিয়াছেন ‘এই গুণপ্রবাহে কোন্টী শাপ, কোন্টী অমুগ্রহ, স্বর্গ কি, নরকই বা কি, স্মৃৎ কি, দুঃখই বা কি ।’ যদি বলা যায় বেদেই বিধিনিষেধদ্বারা গুণদোষ বলা হইয়াছে,— তাহা সত্য বটে। কিন্তু বেদেও অবিচ্ছাদবিষয় আছে। কর্ম্ম—বিহিত, অকর্ম্ম—তাহার লোপ বা অকরণ। বিকর্ম্ম—নিষিদ্ধ এই ভেদ আছে। গুণদোষধী অর্থাৎ গুণদোষে যাহার বুদ্ধি এমন অর্থাৎ অজ্ঞানী তাহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে ॥৮॥

**অনুদর্শিনী।** এই শ্লোকে পূর্বকথিত জাগতিক বিষয়গুলির মায়ামনোময়ত্বের কথা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

মনের কল্পনা অনুসারে গুণ ও দোষের প্রতীতি হয়। কল্পনাও অমুরাগ অনুসারে ঘটে এবং অমুরাগ বা ঘেষ মায়ার প্রবাহে উৎপন্ন হয়। অতএব অজ্ঞান হইতেই বিষয়ের গুণ-দোষ-প্রতীতি—

দেহিনাং দেহসংযোগাদ্ভ্রানীধ্বরলীলয়া ।

স্মৃৎং দুঃখং মৃতির্জন্ম শাপোহমুগ্রহ এব চ ॥

অবিবেককৃতঃ পুংসো হর্থভেদ ইবাশ্মনি ।

গুণদোষবিকল্পশ্চ ভিদের অজিবং কৃতঃ ।

ভাঃ ৬।৭।২৯-৩০

অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়ায় দেহীর দেহের সহিত সংযোগ

সংঘটিত হওয়ার স্মৃতি, হৃৎ, জন্ম, মৃত্যু এবং অনুরূপ ও  
অভিশাপ এই দ্বন্দ্বসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন স্বপ্নে অব্যবহৃত আত্মার ক্ষীরভোজন ও পুঞ্জ-  
মরণাদি নানাবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়, যেমন মালায় কখনও 'ইহা  
রজ্জু' ও কখনও 'ইহা সর্প' এইরূপ ভেদ প্রতীতি হয় তদ্রূপ  
জাগরণকালেও ইহা স্মৃতি, ইহা হৃৎ, এই ভেদজ্ঞানহেতু  
ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট এইরূপ পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে।  
ইহাও তাদৃশ ভ্রম।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্থাবস্থনঃ কিম্ ॥

বাচোদিতং তদনুতং মনসা প্যাতমেব চ ॥ ভাঃ ১১২৮।৪  
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

‘দ্বৈতে’ ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—‘মনোধর্ম’।

‘এই ভাল, এই মন্দ’—এই সব ‘ভ্রম’ ॥ চরিতামৃত অ ৪ পঃ

সুতরাং গুণপ্রবাহে ভাসমান জীবের মনোধর্মে উৎকৃষ্ট  
ও নিকৃষ্টের ভেদদর্শন আছে কিন্তু দেবী অধিকা গুণবিপ্র-  
মুক্ত চিত্তকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি অনুরূপ  
ও নিগ্রহ, স্বর্গ ও নরক এবং সুখদুঃখকে তুল্যদর্শন করিয়া  
ঐ অভিশাপ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুণপ্রবাহ  
অতিক্রমকারী ব্যক্তির নিকট প্রাপঞ্চিক উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট-  
ভাব কিছুই নাই।

বেদেও অবিচারবিষয় আছে—

“ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্ৰৈগুণ্যো ভবাজ্জুন।” গী ২।৪৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, বেদসকল ত্রিগুণ-  
সম্বন্ধীয় বিষয়-সম্বলিত, তুমি-নিত্ৰৈগুণ্য হও।

কর্মা কর্মান্বাদিও বৈদিক—

কর্মা কর্মান্বিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।

ভাঃ ১১২।১৩

অর্থাৎ কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম—ইহা বেদগম্য পরন্তু  
লৌকমুখে জ্ঞাতব্য নহে।

ইহার উদ্দেশ্য—বেদে যে বিধি বা নিষেধের কথা  
ব্যাপ্য করিয়াছেন, তাহা পরমার্থদর্শী জ্ঞানীর পক্ষে নহে;  
পরমার্থবিমূখ গুণপ্রবাহে পতিত ভ্রান্ত ও অজ্ঞ জীবকুলকে  
সংপথে আনয়নের জন্তই কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের উল্লেখ  
করিয়াছেন ॥৮॥

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।

আত্মনীক্ষস্ব বিততমান্নানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৯ ॥

অনুন্নয়। (কথমাঅনি পরিচ্ছিন্নে বিততং জগদীক্ষ-  
ণীয়ং তত্রাহ—) তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ (যুক্তো বশীকৃত  
ইন্দ্রিয়গ্রামো যেন সঃ) যুক্তচিত্তঃ (বশীকৃতচিত্তঃ) ইদং  
(সুখদুঃখময়ং) জগৎ আত্মনি (জীবে) (তথা) আত্মানং  
(চ) ময়ি অধীশ্বরে (পরমাঅনি নিয়ন্তরি) (নিয়মত্বেন)  
বিততং (হিতম্) দীক্ষস্ব (পশু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। অতএব তুমি ইন্দ্রিয়নিচয় ও চিত্তকে  
বশীভূত করিয়া জীবাত্মাতে এই সুখদুঃখময় ভোগ্য জগৎ  
এবং আত্মাকে পরমাঅনুরূপী আমার নিয়ত্বাধীনে দর্শন  
করিবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃন্দঃ।  
নিরুদ্ধচিত্তঃ সন্ ইদং সুখদুঃখময়ং জগৎ আত্মনি  
ভোক্তার জীবে ভোগ্যত্বেন হিতং পশু। তঞ্চ ভোক্তার-  
নাঅন্যং ময্যধীশ্বরে পরমাঅনি নিয়ন্তরি নিয়মত্বেন হিতম্  
দীক্ষস্ব ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব যুক্তেন্দ্রিয়গ্রাম অর্থাৎ বাহার  
ইন্দ্রিয়সমূহ নিরুদ্ধ হইয়াছে। যুক্তচিত্ত অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্ত  
হইয়া এই জগৎ অর্থাৎ সুখদুঃখময় জগৎ। আত্মায় অর্থাৎ  
ভোক্তাজীবে ভোগ্যরূপে স্থিত দেখ। সেই ভোক্তা  
আত্মাকে অধীশ্বর পরমাঅনি নিয়ন্তা আনাতে নিয়মত্বসহ-  
কারে হিত দর্শন কর ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। বেদোক্ত কর্মচারণে স্বর্গাদি অনিত্য  
লোকলাভ হয়। ঐ কর্ম ত্রিগুণের ক্রিয়া। অতএব  
কর্মচারণের করণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ  
করিয়া দৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব বিচারপূর্বক জীবের  
আত্মস্বরূপের অবধারণ করা কর্তব্য। পরে একমাত্র  
আশ্রয় ও প্রভু পরমাআর অধীনে জীবাত্মাকে দর্শন  
করিতে হইবে।

বদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণং

কর্তায়মীশং পুরুষং ব্রহ্মবোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥—মুণ্ডক ৩।৩

যখন হেমবর্ণ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্তা পুরুষকে দেখিতে পান তখন বিজ্ঞালাভফলে পাপপুণ্য ধারণা সমাগ্ররূপে ধৌত করিয়া নিঃশল ও সমতালাভ করেন ॥ ৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাং ।

আত্মানুভব-তুষ্টিয়া নাস্তুরায়ৈবিহৃৎসে ॥ ১০ ॥

অন্বয় । জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তঃ ( জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্য-নিশ্চয়ো বিজ্ঞানং তদর্থানুভবঃ তাভ্যাং সম্যগ্‌যুক্তঃ ততশ্চ ) আত্মানুভবতুষ্টিয়া ( আত্মানুভবেনৈব তুষ্টিচিত্তঃ ) ( অতঃ ) শরীরিণাম্ ( দেবাদীনাম্ ) আত্মভূতঃ ( প্রীতিপাত্রীভূতঃ ) অন্তরায়ৈঃ ( বিরৈঃ ) ( তং ) ন বিহৃৎসে ( বাধ্যসে ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । তুমি বেদতাৎপর্য্যনির্ণয়পূর্ব্বক স্তাহার অর্থানুভবের দ্বারা আত্মানুভবে তুষ্টিচিত্ত হইলে ষাবতীর দেবগণের প্রীতিপাত্র হইবে, তখন আর বিরৈের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ । নযেবং যুক্তচিত্তেযন কর্ম্মাকরণে দেবা-দম্যো বিদ্বান্ করিষ্যন্তি তজ্জাহ, জ্ঞানেতি । জ্ঞানং বেদ-তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ বিজ্ঞানং তদর্থানুভবস্তাভ্যাং সম্যক্‌ যুক্তঃ । ততশ্চাত্মানুভবেনৈব তুষ্টিচিত্তঃ ততশ্চ শরীরিণাং দেবাদী-নামপ্যানুভূতঃ প্রীতিপাত্রীভূতঃ শ্রাঃ । তথা চ শ্রুতি “আত্মা হেবাং স ভবতীতি” ততশ্চ নৈব তে বিদ্বান্‌ কুর্ষ্যু ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি একপ প্রশ্ন করা যায় যে যুক্তচিত্ত বলিয়া কর্ম্ম না করিলে দেবাদিগণ বিম্ব করিবে, তদুত্তরে বলিতেছেন । জ্ঞান অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয়, বিজ্ঞান অর্থাৎ তাহার অর্থানুভব, এই উভয় সংযুক্ত অর্থাৎ সম্যক্‌যুক্ত । সেইহেতু আত্মানুভব-জ্ঞাত তুষ্টিচিত্ত এবং তজ্জাত শরীরিগণের অর্থাৎ দেবাদিগণেরও আত্মভূত প্রীতিপাত্রীভূত হইবে । এ-বিষয়ে বেদ বলিতেছেন—“ইহাদের আত্মা তিনি হন” । তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় বিম্ব করিবেন না ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী । বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে দেবগণ

বিম্ব করেন, কেন না—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোহস্বিষ্টকামধুক্ ॥

দেবাম্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তং শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥ গী ৩।১০-১১

আদি সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিযুক্ত হও । এই যজ্ঞই তোমাদের ইষ্টকামপ্রদ হউন ।

এই যজ্ঞদ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে প্রীত কর । দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দানের দ্বারা প্রীতি প্রদান করুন । এইরূপ পরস্পর ভাষিত হইয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ কর ।

কিন্তু ষাহারা বেদবাক্যার্থ অবধারণ করিয়া বেদার্থ সাক্ষাৎকার করতঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত হইয়াছেন এবং সেই হেতু আত্মানুভব করিয়া তুষ্টিচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবগণের আত্মভূত অর্থাৎ প্রীতিপাত্রভূত হন । কেহ যেমন নিজের স্বরূপে নিজে অভ্যাচার করে না, তজ্জপ তাহারা দেবগণের আত্মস্বরূপ হওয়ায় বেদবিহিত কর্ম্ম অকরণেও দেবগণ তাঁহাদের কোন বিম্ব করেন না । শ্রুতি—“তন্তু হ দেবা নাভূত্যা দীপ্যতে” । অর্থাৎ দেবগণও সেই ব্রহ্মানুভবী ব্রহ্মবীর প্রতিবন্ধ হইতে সমর্থ হন না । ১০ ।

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে ।

গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্থকঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয় । উভয়াতীতঃ ( গুণদোষবুদ্ধ্যাতীতঃ অপি জ্ঞানীঃ ) অর্ভকঃ ( বালকঃ ) যথা ( ইব ) দোষবুদ্ধ্যা নিষেধান্‌ ন নিবর্ততে ( প্রাক্তনসংস্কারতো নিষেধান্নিবর্ততে এব কিন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা ) গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি ( বিহিতঞ্চ প্রায়শঃ করোতি ন তু গুণবুদ্ধ্যা পরন্তু প্রাক্তন সংস্কারাদেবেত্যর্থঃ ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।** গুণদোষবুদ্ধির অতীত বালক যেক্রপ প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত এবং বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত থাকে পরন্তু তাহা দোষগুণ-বিচারজনিত নহে। সেই প্রকার জ্ঞানীপুরুষও দোষগুণ-বিচার-বহিত হইয়া স্বভাবের প্রেরণাবশতঃই নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্তি ও বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চোৎপন্নজ্ঞানোহপি ন যথেষ্টাচরণো ভবতীত্যাহ—দোষেতি। গুণদোষবুদ্ধ্যতীতোহপি জ্ঞানী প্রাক্তনসংস্কারতো নিষেধানিবর্ত্তত এব কিন্তু ন দোষবুদ্ধ্যা বিহিতঞ্চ প্রায়শঃ করোতি ন তু গুণবুদ্ধ্যা যথার্ককঃ সঙ্কল্প-বিকল্পবিরহিতঃ কিঞ্চিং করোতি কুতশ্চিন্মিবর্ত্ততে চ তদ্বদিতি ॥১১॥

**বঙ্গানুবাদ।** আবার উৎপন্নজ্ঞান-লোকও যথেষ্টা-চরণ হন না। গুণদোষবুদ্ধির অতীত হইয়াও জ্ঞানী প্রাক্তন-সংস্কারবশে নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, কিন্তু দোষবুদ্ধিবশতঃ নহে। আর প্রায় বিহিত-কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে। যেমন সঙ্কল্প-বিকল্পবিরহিত শিশু কিছু করে, কোন কিছু হইতে বিরতও থাকে, তদ্রূপ ॥১১॥

**অনুদর্শিনী।** সংকল্প-বিকল্পবিরহিত বালক যেমন পূর্ব-সংস্কারবশতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করে না কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে; তদ্রূপ পূর্বোক্ত জ্ঞানবান্ পুরুষ পূর্বসংস্কারবশতঃই নিষিদ্ধ কর্ম করেন না, বিহিত কর্মই করেন। বালক কিন্তু অজ্ঞ এবং গুণদোষবুদ্ধিশূন্য বলিয়া বালকের আচরণে কখন কখন যথেষ্ট আচরণ দৃষ্ট হয়; আর ইহাঁর আচরণে কিন্তু তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কেননা, ইনি গুণদোষবুদ্ধির অতীত এবং বিজ্ঞ ॥১১॥

সর্বভূত-সুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।

পশুন্ মদাশ্লকং বিশ্বং ন বিপদেত বৈ পুনঃ ॥১২॥

**অনুবাদ।** (কিঞ্চ) জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ (জ্ঞানন্ত বিজ্ঞানন্ত চ তদ্বজ্জঃ) শান্তঃ সর্বভূতসুহৃৎ (সমদৃষ্টিঃ সন্

সর্বভূতানাং সুহৃৎ যঃ সং) বিশ্বং মদাশ্লকং পশুন্ (সর্বং মৎস্বরূপং জানন্) ন পুনঃ বিপদেত বৈ (ন পুনঃ সংসরেৎ) ॥১২॥

**অনুবাদ।** জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত শান্ত এবং সমদৃষ্টিবশতঃ সর্বভূতের সুহৃৎ পূর্বোক্ত জ্ঞানীপুরুষ বিশ্বকে মৎস্বরূপ বলিয়া বিচার করিবার ফলে পুনরায় সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥১২॥

### শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টে ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।

উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তৎ জিজ্ঞাসুর্য্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) নৃপ! ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) ইতি আদিষ্টঃ মহাভাগবতঃ (পরম ভক্তঃ) উদ্ধবঃ তদ্বিজ্ঞাসুঃ (তৎ জাতুমিচ্ছুঃ সন্) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রণিপত্য (প্রণম্য) আহ (উবাচ) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! শ্রীগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহাভাগবতে উদ্ধব এইরূপ আদিষ্ট হইলে তদ্বিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগান্ন যোগসম্ভব।

নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।** উদ্ধবঃ উবাচ। (হে) যোগেশ (যোগ-ফলদায়িন্!) যোগবিন্যাস। (যোগবিদ্যাং বিন্যাসো হ্যসো নামাতিগোপ্যো নিক্ষেপবিশেষঃ—যদ্বা যোগো-বিন্যস্ততে ক্রিয়তে যশ্চিন্) যোগান্ন! (যোগে আত্মা প্রকটো ভবতি যন্ত তৎসম্বোধনং) যোগসম্ভব! (যোগন্ত সম্ভবেৎ যস্মাৎ তৎসম্বোধনং চতুর্ভিরেতৈঃ সম্বোধনৈঃ স্বমহিমা কেবলং স্বয়োপদিষ্টং ন তু মদধিকারং পর্য্যালো-চ্যোতি ছোতিতং) মে (মম) নিঃশ্রেয়সায়। (পরমসম্বৎসর-ভায় ত্বয়া) সন্ন্যাস-লক্ষণঃ (সন্ন্যাসাত্মকঃ) ত্যাগঃ প্রোক্তঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে যোগেশ ! হে যোগবিন্যাস ! হে যোগাশ্রম ! হে যোগসম্ভব ! আপনি আমার পরমমঙ্গললাভের নিমিত্ত সন্ন্যাসলক্ষণরূপ ত্যাগের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** হে যোগেশ, যোগানাং কৰ্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিয়োগানাং দৈশ্বর্য অতএব যোগবিত্যাস, অনধিকারিণ্যপি ময়ি যোগং জ্ঞানং সম্প্রতি স্বপ্রভাবাদেব বিত্তস্তসীত্যর্থঃ যোগাশ্রম, হে যোগস্বরূপ, যদি স্বং ময়া প্রাপ্তস্তুহি সৰ্ব্বৈ যোগাঃ প্রাপ্তা এবৈতি ভাবঃ। কিঞ্চ যোগাভক্তিয়োগাদেব স্বং সম্ভবসি ভক্তেছাবির্ভবসীতি নহং ভক্তিয়োগো বিশেষতো দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** হে যোগেশ, যোগসকলের অর্থাৎ কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিয়োগের দৈশ্বর্য অতএব যোগ-বিত্যাস অর্থাৎ অনধিকারী আমাতেও যোগজ্ঞান সম্প্রতি নিজপ্রভাবেই হস্ত করিলেন, যোগাশ্রম অর্থাৎ হে যোগস্বরূপ, অর্থাৎ যদি আমি আপনাকে পাইয়া থাকি, তাহা হইলে সমস্ত যোগই পাইয়াছি। আর যোগসম্ভব অর্থাৎ যোগ বা ভক্তিয়োগ হইতেই আপনি সম্ভূত অর্থাৎ ভক্তগণে আবির্ভূত হন। আমাকে ভক্তিয়োগ বিশেষভাবে দেয় ॥ ১৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীউদ্ধব মহাভাগবত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিত্য প্রভু হইলেও শ্রীভগবানের এবং তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশাবলীর গৌরবে বিশেষতঃ ভগবান্ সম্প্রতি তাঁহাকে অতুল প্রেরণ করিবেন বলিয়া শ্রীউদ্ধব সুযোগ্য আপনাকে অতিশয় অযোগ্য মনন করিয়া তদ্বিজ্ঞানস্বরূপ হ্রাস বলিতেছেন—হে কৰ্ম-জ্ঞান এবং ভক্তিয়োগের দৈশ্বর্য ! আপনি যখন অনধিকারী আমাকে নিজপ্রভাবেই যোগজ্ঞান হস্ত করিবেন, তখন আমাকে অতুল কোন যোগের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেননা, আপনি যখন সম্মুখেই উপস্থিত, তখন আপনার দর্শনেই সকলযোগফল-প্রাপ্তি হইয়াছে। তবে মুক্তি দিয়াও আপনি যে ভক্তিয়োগ গোপন রাখেন (“মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স ন ভক্তিয়োগম্”—ভাঃ ৫।৬।১৮),

আর যে ভক্তিয়োগই আপনি ভক্তহৃদয়েই আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কৃপাবিশেষে সেই ভক্তিয়োগই আমাকে প্রদান করুন।

ভক্তিয়োগে ভক্তহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাব—

“স্বং ভক্তিয়োগপরিভাবিতহংসরোজ  
আস্মৈ শ্রুতেক্ষিতপথো নমু নাথ পুংসাম্।”

ভাঃ ৩।৯।১১

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্কে বলিলেন, হে নাথ ! (শুরুমুখে) ভবনীয় কথা শ্রবণস্থের লোকে আপনার সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার ভক্তগণের ভক্তিয়োগপূত হৃৎপদ্মে সৰ্বদা অবস্থান করেন।

“হে ভক্তিয়োগপরিভাবিত ভক্তিয়োগেনৈব পরি সৰ্ব্বতোভাবেন ভাবিতঃ প্রকটীকৃতো ভবতে ন্যস্তানিষ্টয়া ভক্তিয়োগ এব তৎপ্রকটীভবনস্ত প্রযোজকঃ শ্রাদিত্যর্থঃ।”—  
শ্রীবিশ্বনাথ।

অর্থাৎ হে ভক্তিয়োগপরিভাবিত, ভক্তিয়োগদ্বারা ই সৰ্ব্বতোভাবে প্রকটীকৃত আপনি। ভক্তিয়োগই আপনার প্রকটভবনের প্রযোজক হইয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

ত্যাগোহং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াশ্রুতিঃ।

সুতরাং স্বয়ং সৰ্ব্বাশ্রমভক্তৈরিত্যি মে মতিঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।** (পরন্তু হে) ভূমন্ ! (হে) সৰ্ব্বাশ্রম ! বিষয়াশ্রুতিঃ (বিষয়াবিষ্টচিত্তে: জ্ঞানৈঃ) অয়ং কামানাং ত্যাগঃ দুষ্করঃ (কৰ্ত্তুমশক্যঃ) (কিঞ্চ) স্বয়ি (স্বদ্বিষয়ে) অভক্তৈঃ (তু) সুতরাম্ (এব সুদুষ্করঃ) ইতি মে (মম) মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।** পরন্তপ হে ভূমন্ ! হে সৰ্ব্বাশ্রম ! বিষয়াবিষ্টচিত্ত জনগণের পক্ষে ভোগকামনা-পরিহার দুষ্কর বিশেষতঃ আপনার অভক্তের পক্ষে এই প্রকার ভোগ-পরিহার অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ১৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** বিষয়াশ্রুতিবিষয়াবিষ্টচিত্তৈস্তত্ত্বজ্ঞৈরপি দুষ্করঃ অতৈস্তেজস্ত সুতরাম্ ॥ ১৫ ॥



**বঙ্গানুবাদ।** বিষয়াস্ত্র অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টচিত্ত  
আপনার ভক্তগণের পক্ষেই দুষ্কর অভক্তগণের পক্ষে  
বিশেষভাবে ॥১৫॥

**অনুদর্শিনী।** জীবের কৃষ্ণসেবা-কামনা যে  
পরিমাণে প্রবল হয়, বিষয়-ভোগকামনা সেই পরিমাণেই  
দুর্বল হয়। যখন সেবা-কামনা পূর্ণভাবে সেবকের হৃদয়ে  
অধিকার করে, তখনই ভোগকামনা নিঃশেষিত হয়।  
অতএব ভক্তের কৃষ্ণনিষ্ঠায় বিষয়নিষ্ঠা-ত্যাগ সূকর হইলেও  
তৎপূর্ববর্তী অবস্থায় অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তির পূর্বে ভোগ-  
কামনা ত্যাগ দুষ্কর। অতরাং অভক্তগণের পক্ষে ঐ  
ত্যাগ অদুষ্করই—

বৃজ্ঞানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্জনঃ ।

অক্ষীণবাসনং রাজন দৃশ্যতে পুনরুৎপত্তম্ ॥

ভাঃ ১০।৫।১৬০

শ্রীভগবান্ মুচুক্ষুন্দকে বলিয়াছেন—হে রাজন, অভক্ত  
যোগী এবং জানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অহুষ্ঠানেও  
বাসনাশূন্য না হইয়া কদাচিৎ পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে  
দেখা যায় ॥১৫॥

সোহং মমাহমিতি মূঢ়মতিবিগাঢ়-

ত্বন্মায়য়া বিরচিতাঙ্গনি সান্নুবন্ধে ।

তত্ত্বজ্ঞানো নিগদিতং ভবতা যথাহং

সংসাধয়ামি ভগবন্নমুশাধি ভূতাম্ ॥ ১৬ ॥

**অল্পম্।** (হে) ভগবন্! (যং প্রতি ত্যাগাত্ম্য-  
পদিষ্টং) সঃ অহং সান্নুবন্ধে (পুত্রাদিসহিতে) ত্বন্মায়য়া  
(তব মায়য়া) বিরচিতাঙ্গনি (বিরচিতো আঙ্গনি দেহে,  
মম ইতি—অয়ং পুত্রাদিসদীয়ো ইতি—অহম্ (অয়ং দেহ  
এব অহমিতি) বিগাঢ়ঃ (নিমগ্নঃ) মূঢ়মতিঃ (মন্দবুদ্ধি-  
ভবামি, অতঃ) ভবতা নিগদিতম্ (কথিতম্) তৎ (উপ-  
দেশবাক্যং) তু যথা (যেন প্রকারেণ) অহম্ অল্পম্  
(অন্যাসেন) সংসাধয়ামি (আচর্যামি তথা) ভূতাম্  
(মাম্) অল্পশাধি (শনৈঃ শিক্ষয়) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।** হে ভগবন্! আপনি যাহাকে এই  
ত্যাগের উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সে আমি আপনার  
মায়্যারচিত দেহ-পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে ‘আমি আমার’  
জ্ঞান করতঃ অত্যন্ত নিমগ্ন আছি। অতরাং আমি  
অতীব মন্দমতি। অতএব আমি আপনার উপদেশবাক্য  
যাহাতে অন্যায়সে সম্যক আচরণ করিতে পারি আপনার  
এই ভূতাকে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করন ॥ ১৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** স চ বিষয়াবিষ্টচিত্তোহহমেব যত-  
ত্বন্মায়য়া বিরচিতো আঙ্গনি দেহে সান্নুবন্ধে পুত্রকলত্রাদি-  
সহিতে বিগাঢ়ো নিমগ্ন ইতি দেহস্তান্নকুপত্বমারোপিতং  
তেন তদাবেশত্যাগজনমেব তস্মাদুদ্ধারঃ প্রথমং কার্য্যাস্তদন-  
ন্তরমেব জ্ঞানাত্ম্যপদেশ ইতি ধ্বনিঃ । তত্ত্বস্মাৎ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সে বিষয়াবিষ্টচিত্ত আমিই যেহেতু  
আপনার মায়্যাবিরচিত সান্নুবন্ধ অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি  
সহিত আত্মা বা দেহে বিগাঢ় অর্থাৎ নিমগ্ন। এইভাবে  
দেহের অন্ধকূপত্ব আরোপিত, সেই হেতু তাহার আবেশ-  
ত্যাগরূপ তাহা হইতে উদ্ধার প্রথমে করণীয় তৎপরে  
জ্ঞানাদির উপদেশ ॥ ১৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভক্তপ্রবর উদ্ধব নিরন্তর কৃষ্ণবিষ্ট-  
চিত্ত হইয়াও ভগবন্মায়্যাবিরচিত দেহে ও পুত্রাদিতে  
নিমগ্ন ব্যক্তিগণের অত্যন্তমের ছায় বর্ণনা করিয়া শ্রীভগ-  
বানের নিকটে তদবস্থা হইতে উদ্ধার ও উপদেশের  
প্রার্থনা দ্বারা জীবকুলের পরমহিতকর শিক্ষকের কার্য্য  
করিয়াছেন। বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির জড়দেহে ‘আমি’  
ও দেহসম্পর্কিত গৃহ পুত্রাদিতে ‘মম’ অর্থাৎ আমারবুদ্ধি  
প্রবল। তৎকালে তাহাকে তত্ত্বকথা উপদেশ করিলেও  
সে উহা গ্রহণে সমর্থ হয় না—“বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং  
বিষয়াবেশঃ স্তূরতঃ। বারুণীদিগ্গতং বস্ত্র ব্রজেন্দ্রীং  
কিমাপ্নুয়াৎ ॥” অর্থাৎ বিষয়াবিষ্টচিত্ত জনগণের পক্ষে  
বিষ্ণুর প্রতি আবেশ স্তূরপরাহত। পশ্চিমদিকে অবস্থিত  
বস্ত্র জন্ত পূর্বাধিক গমন করিলে উহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা  
থাকে কি? অর্থাৎ থাকে না। ভগবন্মায়্যাবিরচিত দেহ-

গেছে আশ্চিচ্চিত্তজন শ্রীভগবানেরই রূপায় ঐ অবস্থা  
ত্যাগ করিয়া তাঁহারই শিক্ষায় ভজনে সমর্থ হয়।

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।

শ্রীপুত্র-মায়াজাল, এই সব 'কাল' ॥

চৈতন্য ভাগবত আঃ ১৬ অঃ

দেহারামী, সর্বকাম, সব আশ্বারাম।

কৃষ্ণরূপায় কৃষ্ণভজে ছাড়ি' সব কাম ॥

চরিতামৃত ম ২৪ পঃ

অর্থাৎ দেহারামী সর্বকামী, সকল কামনারূপ অনর্থ  
পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুগ্রহবলে কৃষ্ণভজন করেন ॥ ১৬ ॥

সত্যাত্ম তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোহুঃ

বক্তারমীশ বিবুদ্ধেপি নানুচক্ষে।

সর্বের বিমোহিতধিয়স্তব মায়্যয়েমে

ব্রহ্মাদয়স্তনুভূতা বহির্ভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুস্ময়। (হে) দৈশ! স্বদৃশঃ (স্বপ্রকাশিত) সত্যাত্ম  
(পরমার্থভূতাত্ম) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ-সম্বন্ধে) আত্মনঃ  
(মাং প্রতি) তে (ত্বতঃ) অতঃ বক্তাবৎ (বক্তৃৎ-দেবৈশ্ব)  
অপি ন অনুচক্ষে (ন হি পশ্যামি যতঃ) ব্রহ্মদয়ঃ ইমে  
তনুভূতঃ (দেহধারিণঃ সর্বৈ (এব) তব মায়্যায় বিমোহিত-  
ধিয়ঃ (মুগ্ধবুদ্ধ্যঃ) বহির্ভাবাঃ (বিবুদ্ধে অথবুদ্ধ্যঃ  
তবহিঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে দেব! এই স্বকাশ পরমার্থভূত  
ভগবন্ত দ্বয় উপদেশ আমার নিকট প্রদান করিবার বক্তা  
আপনি সত্যীত দেবগণের মধ্যেও কাহাকে দেখিতে ছ না,  
যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি দেহধারী-জীবগণেরও বুদ্ধি আপনার  
মায়ায় বিমোহিত হওয়ায় দেহ-পুত্রাদি বহির্বিষয়ে পরমার্থ  
বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। সত্যোগ্বেতি বজ্রী আখ্য। সত্যাত্ম  
সর্বকালদেশসত্যাকাং সন্তোয়া হি তদ্বা তে ত্বতঃ স্বত্ব  
মম দৃক্ জ্ঞানং যতন্তস্মাৎ আত্মনো মম আত্মনঃ পরমাত্মন-  
ত্বতঃ সকাশাদনুস্ম ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। 'সত্যাত্ম' আর্থপ্রয়োগ, সত্যাত্ম  
অর্থাৎ সর্বকাল-দেশ সন্তা যে আপনি তাহা হইতে স্বদৃক্  
স্বীয় অর্থাৎ আমার দৃক অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে, আত্মা  
অর্থাৎ আমার, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা যে আপনি তাহা  
হইতে অন্ত ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ সর্বকালদেশসত্যাত্ম  
বলিয়া সত্য—

"সত্যং পরং ধীমহি"। ভাঃ ১।১।১

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং

সত্যাত্ম যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যো।

সত্যাত্ম সত্যাত্ম সত্যেনেত্রং

সম্মান্যকং স্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ভাঃ ১০।২।২৬

শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণ ভগবানকে স্তব করিয়াছেন—  
আপনি সত্যব্রত, সত্যপর, ত্রিকাল সত্য, সত্যের উৎপত্তি-  
কারণ, সত্যে অবস্থিত, সত্যের সত্য, সত্য বচন ও  
সমদর্শনের প্রবর্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার  
শরণাপন্ন হইতেছি।

সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।

সত্যাত্ম সত্যাত্ম গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ ॥

মহাভারত, উত্তম পর্কে।

সত্যাত্ম ভগবান্ সত্যাত্মের বক্তা—

বক্তা সত্যাবিতা নাহো ধর্ম্মাত্মাত্ম তে ভূবি।

সত্যাত্মমপি বৈরিক্যায় যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ ॥

ভাঃ ১১।১৭।৫

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

অন্তে ঐ ধর্ম্ম জানেন না—

ধর্ম্মস্ত সাক্ষ্যগবৎ প্রণীতং

ন বৈ বিদ্বদ্বিষয়া নাপি দেবাঃ।

ন সিদ্ধমুখ্যা অস্তরা মনুষ্যাঃ

কুতো হু বিজ্ঞাধরচার্যাদয়ঃ ॥ ভাঃ ৬।৩।১২

শ্রীধর্ম, নিজদূতগণকে বলিয়াছেন—সত্য ধর্ম্মটী সাক্ষ্য  
ভগবৎ-প্রণীত, ঋষিগণও উহা নিশ্চয়রূপে জানেন না;  
দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অস্তুরগণ

ও মনুষ্যগণ, কেহই জানেন না; বিজ্ঞাধর ও চারুগণের  
কথা আর কি বলিব?

দেবগণও মায়ামোহিত—

যে বিক্ষিপ্তেজ্জিয়ধিয়ো দেবান্তে স্বহৃদি স্থিতম্।

ন বিদন্তি প্রিয়ং শব্দাত্মানং কিমুতাপরে ॥

ভাঃ ৯।৯।৪৭

খটাক্স রাজ বলিয়াছেন—দেবতারূপ ইঞ্জিয় ও বুদ্ধি-  
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় নিজ হৃদয়মধ্যে নিরন্তর বর্তমান  
অন্তর্ধামী শ্রীহরিকে জানিতে পারেন না, অতঃপর কথা  
কি? ॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ভবন্তমনবত্মনস্তপারং

সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্যম্।

নির্বিবলধীরহমু হে বৃজিনাভিতপ্তে।

নারায়ণং নরসংখং শরণং প্রপত্তে ॥ ১৮ ॥

অন্তর্য। উ হে (হে ভগবান্!) তস্মাৎ নির্বিবলধী:  
(নির্বিবল্য বিরক্তা ধীরশ্চ সং) বৃজিনাভিতপ্তঃ (বৃজিনৈর্দুঃখৈ-  
রভিতপ্তঃ) অহম্ অনবত্তং (মোহাদিদোষরহিতম্)  
অনন্তপারং (ন বিত্ততে অস্তঃ কালতঃ ন চ পারং দেশতশ্চ  
যশ্চ তং) সর্বজ্ঞম্ ঈশ্বরং অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্যং (কালাদিভির  
কুণ্ঠে বিকুণ্ঠলোকধিষ্যং স্থানং যশ্চ তম্) নরসংখং (নরো  
জীবন্তশ্চ সখ্যং) নারায়ণং (ভবন্তং) শরণং প্রপত্তে  
(প্রাপ্নোমি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। হে ভগবান্! অতএব আমি দুঃখাদি-  
দ্বারা সন্তপ্ত সর্ববিষয়ে বৈরাগ্যবান্ হইয়া মোহাদিদোষ-  
রহিত, কালদেশাদি-পরিচ্ছেদশূন্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্,  
কালাদিপরাভবরহিত, বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত, নরমাত্র  
অমুগ্রহপরায়ণ নারায়ণরূপী-আপনার শরণাগত  
হইতেছি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদ্ভবন্তমেবাহং প্রপত্তে। তত্র  
কশ্চিৎ সর্বগুণমণ্ডিতোহপি তুরাচারো ভবতীতি তদ্ব্যবহার্য-  
নাহ, অনবত্তম্। কশ্চিৎ সেবিতঃ ফলকালে বিনশতীতি  
তদ্ব্যবহার্যমাহ—অনন্তপারং ন বিত্ততেহন্তঃ কালতো

ন চ পারং দেশতশ্চ যশ্চ তম্। কশ্চিদকৃতজ্ঞো ভবতি  
ন চ ত্মিত্যাহ—সর্বজ্ঞম্। কশ্চিদসমর্থো রক্ষণে ন চ  
ত্মিত্যাহ,—ঈশ্বরম্। কশ্চিদভ্রান্তাপ্যদো ন চ ত্মিত্যাহ,—  
কালাদিভিরকুণ্ঠে বিকুণ্ঠলোকো ধিষ্যং স্থানং যশ্চ তম্।  
উ হে ভগবান্, নির্বেদে হেতুঃ বৃজিনৈর্দুঃখৈরভিতপ্তঃ।  
অত্র হকারগোরবায় ব্কারো যুক্ত ইব পঠনীয়ঃ। পরমং  
সর্বোৎকর্ষমাহ—নারায়ণং নারায়ণং মহৎশ্রষ্টাদিপুরুষসমূহ-  
প্রাপি পরমাত্মনং। পরমকৃপালুত্বমাহ—নরসংখং নর-  
মাত্রোহুগ্রাহায়াবতীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই জন্ত আপনাকেই আমি  
আশ্রয় করিতেছি। কেহ বা সর্বগুণমণ্ডিত হইলেও  
তুরাচার হইয়া থাকেন, এই সন্দেহ নিরাস করিয়া বলিতে-  
ছেন অনবদ্য অর্থাৎ কোনওরূপ দোষরহিত। কেহ বা  
সেবিত হইয়া ফলকালে নষ্ট হন, এই সন্দেহ নিরাস  
করিয়া বলিতেছেন অনন্তপার অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে  
বাহার অন্ত নাই ও দেশ বিচারে বাহার পার নাই। কেহ  
বা অকৃতজ্ঞ হন, কিন্তু আপনি ন'ন, আপনি সর্বজ্ঞ।  
কেহবা রক্ষণ-কার্যে অসমর্থ, আপনি ন'ন, আপনি ঈশ্বর।  
কেহবা ভ্রান্তাপ্যদ বা ভ্রান্ত-ভাজন, আপনি ন'ন,  
কালাদিদ্বারা অকুণ্ঠ বা সীমাবহিভূত বিকুণ্ঠলোক  
আপনার ধিষ্য বা স্থান। উ হে ভগবান্। নির্বেদে হেতু  
দেখাইতেছেন বৃজিন অর্থাৎ দুঃখদ্বারা অভিতপ্ত। 'হে'  
এ স্থলে 'হ' এই পাঠে উহা গোরব নিমিত্ত। 'বৃ' পরে  
থাকায় 'হ' লঘু, এই জন্ত 'বৃ' কে যুক্ত (ত্রি) করিয়া  
পাঠ করিতে হইবে। পরম সর্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—  
নারায়ণ নার অর্থাৎ মহৎশ্রষ্টা আদি পুরুষসমূহেরও পরম  
আশ্রয়। পরম কৃপালুত্ব কথিত হইতেছে—নরসংখ নর-  
মাত্রকেই অমুগ্রহ করিবার জন্ত অবতীর্ণ ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। অনবত্ত, অনন্তপার, সর্বজ্ঞ, অকুণ্ঠ  
পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয়নীয়—

বিলোকয়ন্তী নিরবত্তমাত্মনঃ

পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদৃশং।

গন্ধর্বসিদ্ধাসুরযক্ষাচারণঃ

ত্রৈপিষ্টপেয়াদিবু নাশবিন্ধত ॥

নুনং তপো যন্ত ন মন্থনির্জয়ো  
জ্ঞানং কচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবর্জিতম্ ।  
কশ্চিৎসাহাংস্তত্র ন কামনির্জয়ঃ  
স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যাপাশ্রয়ঃ ॥  
ধর্মঃ কচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং  
ত্যাগঃ কচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্ ।  
বীৰ্য্যং ন পুংসোহস্ত্যাজবেগনিবৃত্তং  
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জিতঃ ॥  
কচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং  
কচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ ।  
যত্রোভয়ং কুত্র চ সৌহৃদ্যমঙ্গলঃ  
সুখমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি নাম্ ॥  
এবং বিষয়াব্যভিচারিসদৃশৈ-  
র্বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াহংগাশ্রয়ম্ ।  
বত্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং  
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥

ভাঃ ৮।৮।১৯-২৩

(সমুদ্রমহানে আবিলুতা) শ্রীলক্ষ্মীদেবী তদনন্তর গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশ্বর, সিদ্ধ, চারণ এবং স্বর্গবাসিদেবগণমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া স্বভাবতঃ নিত্যকল্যাণ গুণযুক্ত ও হেয়-গুণ-রহিত নিজ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না ।

যাহার (দুর্কাসাদির) তপস্তা আছে, তাহার ক্রোধ জয় নাই, কাহারও (বৃহস্পত্যাদির) জ্ঞান আছে, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত নহে, কোন্ ব্যক্তি মহান্ (ব্রহ্মা) তথাপি তিনি কামজয়ী নহেন। আর যাহারা পরের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী তাহার (ইন্দ্রাদি) কি ঈশ্বর ?

কোন ব্যক্তিতে (গুত্রাদিতে) ধর্ম আছে সত্য, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতি দয়া নাই, কাহারও (দক্ষাদি) ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা মুক্তির কারণ নহে। কোন পুরুষের (শুভনিশুভাদির) বীৰ্য্য আছে, কিন্তু তাহা কালবেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, আর যাহারা (সনকাদি) বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গুণ-সঙ্গ বর্জন করিতে পারেন নাই ।

কোন ব্যক্তি (বলি প্রভৃতি) দীর্ঘজীবী, কিন্তু তাহার মঙ্গল ও শীল নাই, কোন ব্যক্তিতে (মহুপুত্রপৌত্রাদিতে) তাহা থাকিলেও তাহার জীবনের স্থিরতা নাই। কাহাতে (মহাদেবে) চিরায়ু, মঙ্গল ও শীল বর্তমান থাকিলেও তাহার অশুভ চেষ্টাযুক্ত, আর যিনি নির্দোষ (ভগবান শ্রীমুকুন্দ), তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না ।

এই প্রকার বিচার করিয়া রমাদেবী স্বতঃসিদ্ধ সঙ্গুণ ও নিরপেক্ষতায় শ্রেষ্ঠ, গুণাভীত, সর্বগুণসম্বলিত, অতএব স্বাভীষ্ট অথচ তাঁহার (রমার) অপেক্ষা রহিত শ্রীমুকুন্দ দেবকে স্বামিষ্বে বরণ করিলেন ।

বৈকুণ্ঠলোক মারাভীত ও নিত্য--

তস্তাগারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনম্ ।

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরম্ পদম্ ॥

পাদ্যোত্তর খণ্ডে ২৫৫ অ ৫৮ শ্লোক ।

সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরম-পদস্বরূপ ত্রিপাদভূত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ আছেন ।

ব্রহ্ম-লোকাদি অনিত্য--

“আব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।” গী ৮।১৬

হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক ইহাতে সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব ।

শ্রীকৃষ্ণ মহৎ অষ্টাদি পুরুষগণেরও পরমাশ্রয়--

মহৎ অষ্টা পুরুষ তিহো জগৎ কারণ ।

আত্ম-অবতার করে মায়া দরশন ॥

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী ।

ব্যষ্টিজীব-অন্তর্ধানী ক্ষীরোদকশায়ী ॥

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ ।

তঁহ তোমার প্রকাশ তুমি মূল নারায়ণ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বশ্রয় ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

চরিতামৃত আ ২ প ।

নরসংখ--“জ্ঞানং তদেতমলং দুঃখবাপমাহ

নারায়ণো নরসংখঃ কিল নারদায়।”

ভাঃ ৭।৬।২৭

অম্বর বালকদিগের বিশ্বাসের জন্ত ভক্ত-প্রহ্লাদ নিজ গুরুসম্প্রদায় বলিয়াছিলেন—নরসং ভগবান্ নারায়ণ এই দুইভাব অমল জ্ঞান পূর্বকালে নারদকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো, আপনি সর্বজীবহৃদয়ে অন্তর্ঘামিরূপে অবস্থিত আছেন। কিন্তু আপনাকে কেহই জানিতে পারে না। আজ আপনি, আপনারই নিতাদাস জীবমাত্রকে নিজতত্ত্ব নিজে জানাইবার জন্তই নরসংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব জীবের প্রতি ইহাই আপনার পরম অনুগ্রহ।

### শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।

সমুদ্ররন্তি হ্যাত্মানমান্বনৈবাশুভাশয়াং ॥ ১৯ ॥

অনুব্র। শ্রীভগবান্ উবাচ,—লোকে ( ইহ জগতি ) লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ( লোকতত্ত্ব বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ ) মনুজাঃ ( মনুষ্যাঃ ) প্রায়েণ আত্মনা ( বিবেকবুদ্ধ্যা ) এব আত্মানম্ অশুভাশয়াং ( বিষয়বাসনাতঃ ) সমুদ্ররন্তি হি ( পরিভ্রাযন্তে ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন,—ইহলোকে লোক-তত্ত্ব-বিচারপ্রবীণ মনুষ্যগণ প্রায়ই বিবেকবুদ্ধিদ্বারা নিজের চিত্তকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। ভো উদ্ধব, হ্যাত্মানং মূঢ়মতিং মনুজে অহম্ স্বাদৃশং সুধিয়ং বিবুধেষুপি নাবলোকে। লোকেহ-প্যত্র যতো নিকৃষ্টা অপি গুরুপদশং বিনাপি স্বীয়বুদ্ধি-বলাদেব তত্ত্বং জানন্তো দৃশ্যন্তে কিং পুনঃ সর্বস্বধীমুকুট-মণির্গাদৃশগুরুপদষ্টিনিখিলতত্ত্ব ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি। লোকতত্ত্ববিচক্ষণা দৃশ্যমানলোকভদ্রাভদ্রহেতুবিচারপ্রবীণাঃ। অশুভাশয়াং বিষয়বাসনাতঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে উদ্ধব, তুমি নিজেকে মূঢ়মতি মনে করিতেছ। আমি কিন্তু দেবগণের মধ্যেও তোমার তায় সুধী দেখি না। এই লোকেও তোমা হইতে নিকৃষ্ট-গণও গুরু উপদেশ বিনাই নিজ বুদ্ধিবলেই তত্ত্ব জানেন

এরূপ দেখা যায়, আর তুমি সর্বস্বধীমুকুটমণি তাহার উপর আমার তায় গুরু হইতে নিখিল-তত্ত্বের উপদেশ লাভ করিয়াছ, তোমার আবার কথা কি? লোকতত্ত্ব-বিচক্ষণ অর্থাৎ দৃশ্যমান লোকের ভদ্রাভদ্রহেতুবিচারে প্রবীণ। অশুভাশয় অর্থাৎ বিষয়বাসনা ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীউদ্ধব যেমন নিজেকে মূঢ়মতি বলিয়া প্রকাশ করিলেন, শ্রীভগবানও তাহার উত্তমতার পরিচয় দিয়া উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জীবকুলকে অসন্তোষনা ও বিপরীত ভাবনা হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত বলিলেন যে—বিচক্ষণ ব্যক্তির নিজের প্রজ্ঞা ও অমুসন্ধানাঙ্কিকা বুদ্ধিবলে দৃশ্যমান লোকের ভদ্রাভদ্র বিচার করিয়া হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অহিতকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান অর্জুনকেও এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন—

“উদ্ধরেদাত্মনা আত্মনং না আত্মানমবসাদয়েৎ।” গী ৬।৫

বিষয়াশক্তিরহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কলদ্বারা অবসন্ন করিবে না ॥ ১৯ ॥

আত্মনো গুরুরাষ্ট্রাব পুরুষস্ত বিশেষতঃ।

যৎ প্রত্যক্ষাত্মমানাত্মাং শ্রেয়োহসাবমুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

অনুব্র। পুরুষস্ত ( মনুষ্যস্ত ) আত্মা এব আত্মনঃ ( স্বস্ত ) বিশেষতঃ গুরুঃ ( হিতাহিত জ্ঞানে গুরুঃ ভবতি ) যৎ ( যস্মাৎ ) অসৌ ( আত্মা ) প্রত্যক্ষাত্মমানাত্মাং ( প্রত্যেক-ক্ষেণাত্মমানেন চ ) শ্রেয়ঃ ( পরমমঙ্গলম্ ) অনুবিন্দতে ( লভতে ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! মনুষ্যের আত্মাই নিজের বিশেষভাবে হিতাহিত বিচারে গুরু হইয়া থাকে; কারণ ঐ আত্মা নিজেই প্রত্যক্ষ ও অত্মমানের দ্বারা স্বীয় শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। য আত্মা কিঞ্চিৎ শ্রেয়ঃ প্রত্যক্ষণ বিন্দতে কিঞ্চিৎ পরামৃশ্যাত্মমানেনাপি ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আত্মা কোনও শ্রেয়ঃ প্রত্যক্ষদ্বারা লাভ করে, আর কোনও শ্রেয়ঃ পরামর্শ করিয়া অনুমান দ্বারা লাভ করে ॥২০॥

আত্মাই আত্মার গুরু বা বন্ধু—‘আত্মৈব হ্যাঁত্মনো বন্ধুঃ’  
গী ৬।৫।২০॥

**পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্য-যোগবিশারদাঃ।**

**আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥২১॥**

**অন্বয়।** (তত্র প্রত্যক্ষং দর্শয়তি) পুরুষত্বে (মহুযজ্ঞমনি) চ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ (সাংখ্যযোগান্ত্যং বিশারদাঃ নিপুণবুদ্ধয়ঃ, অতএব) ধীরাঃ (বিরেবিকিনঃ) সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতং (সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ উপবৃংহিতং পূর্ণং সর্বশক্তিমন্তঃ) মাম্ আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি (সাক্ষানাবিভূত-মবলোকয়ন্তি) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ।** মহুযজ্ঞমে সাংখ্যযোগনিপুণ বিরেকী পুরুষেরা সর্বশক্তিমান্ আমাকে সাক্ষাৎ আবিভূতরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

**বিশ্বনাথ।** তত্রাপি মহুযদেহগতা এব জীবাঃ প্রায়ো মাং জাতুং প্রভবন্তীত্যাহ, পুরুষত্বে চেতি। তত্রাপি ধীরাঃ নির্মৎসরাস্তত্রাপি সাংখ্যং জ্ঞানযোগভক্তিব্যোগ-স্তয়োবিচক্ষণাঃ। তত্রাচ ক্রতি—“পুরুষত্বে চাবিস্তরা-মাত্মাসহিতপ্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজাতং বদতি বিজাতং পশুতি। বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মতে র্যনামৃতমীশ-ভ্যোং সম্পন্নোহথৈতরেবাং পশুনাশনাশিপাসে এবাভি-জ্ঞানম্” ইতি ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** মহুয-দেহগত জীবগণ প্রায় আমাকে জানিতে সমর্থ। ধীর অর্থাৎ নির্মৎসরগণ সাংখ্য এবং জ্ঞানযোগ-ভক্তিব্যোগে বিচক্ষণ। এ সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন—মহুযজ্ঞমে সম্যক্ আত্মসহিত প্রজ্ঞান দ্বারা সংযুক্ত হইয়া যাহা বিজাত তাহার বলে দেখে, ভবিষ্যৎ দেখে, লোকালোক জানে, মর্ত্য বলিয়া অমৃত ইচ্ছা করে—এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন। আর অজ্ঞাত পশুগণের আহ্বার তৃষ্ণাই অতিজ্ঞান ॥ ২১ ॥

**অনুদর্শিনী।** মহুযদেহধারী জীব সকলের মধ্যে যাহারা নির্মৎসর এবং জ্ঞান ও ভক্তিব্যোগে বিচক্ষণ, তাঁহারা ই আমাকে জানিতে সমর্থ হয়। কেননা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দেহ অপেক্ষা মহুযদেহে জ্ঞানের আধিক্য বর্তমান। মহুযদেহে আত্মা অতি প্রকট-ভাবে অবস্থান করে। মহুযদেহস্থিত আত্মা প্রকৃষ্ট-জ্ঞানদ্বারা সম্পন্নতম হইয়া অর্থবিশিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে, বিচারিত বস্তু উপদেশত্বে দর্শন করে। ইহাই কর্তব্য বলিয়া জানে। প্রকাশরূপ স্বর্গ এবং অপ্রকাশ-রূপ নরক—এই উভয়লোক জানে। মরণধর্ম্মযুক্ত দেহদ্বারা সাধন করিয়া অমৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা আচ্যতম। ইতর অর্থাৎ মহুয-ব্যতিরিক্ত অশ্বাদি পশুগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণারই জ্ঞান আছে, শব্দার্থাদি জ্ঞান নাই।

মহুযদেহ কেবল পশু প্রভৃতির দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, দেবগণেরও কাম্য—

অহো বতৈবাং কিমকারি শোভনং

প্রসন্ন এবাং স্থিত স্বয়ং হরিঃ।

যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে

মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ভাঃ ৫।১৯।২০

(দেবভাগগণও এইরূপ কীর্তন করিয়া থাকেন) অহো, এই ভারতবর্ষজাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্তাই না করিয়াছিলেন অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মহুযজন্মলাভের নিমিত্ত আমরা বাসনা-মাত্রই করিয়া থাকি, ইহারা সেই ভারতভূমিতে মুকুন্দ-সেব-নোপযোগি-মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

**এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।**

**বহ্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥২২॥**

**অন্বয়।** একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদঃ (অনেক পাদ-যুক্তাঃ) তথা অপদঃ (পদমহিতা ইতি) বহ্যঃ পুরঃ (শরীরাগি ময়া) সৃষ্টাঃ সন্তি, তাসাং (মধ্যে) পৌরুষী

(মানুষী তন্মঃ) মে (মম) প্রিয়া (পুরুষার্থসাধকত্বাৎ  
প্রিয়া ভবতি) ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।** পৃথিবীতে একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ,  
চতুষ্পদ, বহুপদ এবং পদশূন্য নানাপ্রকার শরীর সৃষ্ট  
হইয়াছে, তাহার মধ্যে মনুষ্য শরীরই পুরুষার্থ-সাধকত্বহেতু  
আমার প্রিয় ॥ ২২ ॥

**বিশ্বনাথ।** অতঃ পুরুষত্বং স্তোতি,—একেতি ॥ ২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এই কারণে মনুষ্যত্বের প্রশংসা  
করিতেছেন ॥ ২২ ॥

**অনুদর্শিনী।** মনুষ্যদেহ ভগবানেরই প্রিয়—

সৃষ্টা পুরাণি বিবিধাত্তজয়াত্মশক্ত্যা

বৃক্ষান্ সরীক্ষপপশূন খগদন্দশুকান্

তৈস্তৈরতুষ্টিহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়

ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাণ দেবঃ ॥ ভাঃ ১১।৯।২৮

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যাকা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।

গৃহমাগৈশ্চ গৈলিঙ্গৈরগ্রাহ্যমমুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

**অভ্রম।** (অমুমানমাহ) অত্র (পৌরুষ্যাং পুরি  
মানবদেহে) যুক্তাঃ (পুরুষাঃ) গৃহমাগৈঃ (গৃহৈঃ  
(বুদ্ধাদিভিঃ) হেতুভিঃ (তথা) লিঙ্গৈঃ (ব্যাপ্তিমুখেন)  
অমুমানতঃ (অমুমানেন) অগ্রাহং (অগ্রত্যক্ষমপি) দৈশ্বরং  
(প্রবর্তকং) মাং অন্ধা (সাক্ষাৎ) মৃগয়ন্তি (অন্নিয়ন্তি) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর  
হইলেও এই মানবদেহধারী জীবগণ বুদ্ধাদি গুণ এবং  
প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ লক্ষণ-দর্শনে অমুমানের দ্বারা  
সকলের প্রবর্তকস্বরূপ আমাকে অমুমান করিয়া  
থাকেন ॥ ২৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** অত্র পৌরুষ্যাং পুরিহিতা অন্ধা সাক্ষাৎ  
কৃষ্ণরূপিণমপীশ্বরং মার্গয়ন্তি বুদ্ধা ভক্তিযোগবন্তঃ।  
হেতুভিঃ শ্রবণকীর্ণনাত্মৈঃ। “ভক্ত্যাহমেকস্যা গ্রাহা”  
ইতি মহন্তৈঃ। নহু বুদ্ধাদিপ্রবর্তকং অমুমানেন মার্গয়ন্তে।

দৃশ্যন্ত ইত্যত আহ,—গৃহমাগৈর্বুদ্ধাদিভিঃ গৈলিঙ্গৈর্ব্যাপ্তি-  
মুখেন বদমুমানং তস্মাদগ্রাহ্যং বুদ্ধাদিকরণানি  
কর্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাদ্বাস্তাদিত্যমুমানেনাস্বতন্ত্রঃ কর্তা  
জীবোহমুদীয়তে তথা প্রযোজকঃ স্বতন্ত্রোহন্তর্ধানী চ  
কথঞ্চিদমুদীয়তে ন তু কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানহং মম তর্কাতীত-  
ত্বান্নাক্রপগুণলীলৈশ্বৰ্য্যামপ্যতর্কত্বাদিতি ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এখানে মানবদেহে স্থিত জীবগণ  
সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপী-দৈশ্বর আমারে ভক্তিযোগবৃত্ত হইয়া  
অন্বেষণ করিতেছে। হেতুদ্বারা অর্থাৎ শ্রবণকীর্ণনাদি  
দ্বারা, আমারই কথা, ‘একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রহণ-  
যোগ্য অর্থাৎ আমাকে পাওয়া যায়’ ( ভাঃ ১১।১৪।২১)  
এই অমুসারে। যদি পূর্বপক্ষ করা যায় যে ইহাও দেখা  
যায় যে লোকে বুদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্তক আপনাকে অমুমান  
সাহায্যেও অমুমান করে, তাহার উত্তর। গৃহমাণ অর্থাৎ  
বুদ্ধি প্রভৃতি গুণও লিঙ্গের দ্বারা ব্যাপ্তিমুখে যে অমুমান  
তাহা হইতে অগ্রাহ্য; বুদ্ধি প্রভৃতি করণগুলি কর্তার দ্বারা  
প্রযোজ্য বা তাহার বাস্তবদিতুল্য করণ বলিয়া  
অমুমান দ্বারা স্বতন্ত্র কর্তা জীবকেই অমুমান করা যায়,  
প্রযোজক স্বতন্ত্র অন্তর্ধানীও কিছু অমুমান করা যায়,  
কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ আমি যে কৃষ্ণ আমাকে অমুমান করা  
যায় না, যেহেতু আমি তর্কাতীত ও আমার রূপগুণলীলা-  
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিও তর্কের বাহিরে ॥ ২৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** অমুমানের দ্বারা জীবাশ্রা ও পরমাত্মার  
সন্ধান পাওয়া যায়—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।

দৃষ্টৌবুদ্ধাদিভিঃ দ্রষ্টা লক্ষণৈরমুমানপটৈঃ ॥

ভাঃ ২।২।৩৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—জীব, বুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে  
সকল প্রাণিতে অন্তর্ধানীরূপে অবস্থিত ভগবান্ হ'রকে  
অমুভব করিতে পারেন। আবার করণস্বরূপ বুদ্ধি  
প্রভৃতি হেতু দ্বারা দ্রষ্টা-জীবাশ্রাও অমুমান দ্বারা অমুসিত  
হইয়া থাকে।

বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্ণের দ্বারা বাহ্য জাগতিক বস্তু-  
সকল উপলব্ধ হয়। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও বুদ্ধাদি জড়। তাহা

হইলে উপলব্ধি কর্তা ও দ্রষ্টা যে চেতন, তদ্বিষয়ে আর বিচারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, চেতন দ্রষ্টা ব্যতীত তাহাদিগের দর্শন সম্ভবপর নহে। অতএব বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকারিতাশক্তি-দর্শনের দ্বারা ই চেতন জীবাত্মা অনুমিত হন। যেমন বাস্তাসি। বাসী আদি— ‘বাইস’ নামক) অল্প কাষ্টেদনে উপযুক্ত হইলেও স্বয়ং কে’ন কার্য্য করিতে পারে না, তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োগ কর্তা হস্তবরের প্রয়োজন; তজপ বুদ্ধি আদি বোধনাদি কার্য্যে তৎপর হইলেও উহার জড় এবং করণস্থানীয় বলিয়া চেতন জীবাত্মা উহাদিগকে ব্যবহার করিয়া জ্ঞানাদিক্রিয়া নিপন্ন করিতেছেন।

যে রূপ একদেহস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ-কর্তা জীব, তজপ সর্বজীবেরই প্রযোজক অন্তর্ধ্যামী ও বিচার-সিদ্ধ এবং কথঞ্চিৎ অনুমিত হয়। কেননা বাস্তাদি যন্ত্রসমূহের পিচামক হস্তবর কর্তৃকর্তা হইলেও সে যেমন গৃহস্থামীর অধীন; তাহা-ই ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করে এবং তাহারই বিচারানুসারে ভিকর্ম্মের তাৎতমো স্বাধি-প্রদত্ত বখাযোগ্য পারশ্রমিক প্রাপ্ত হয় আবার কখনও বা কিছুই প্রাপ্ত হয় না; তজপ বুদ্ধাদির প্রযোজক জীবাত্মাও অস্বতন্ত্র। কর্তৃত্বে ও ভোক্তৃত্বে তাহার স্বাধীনতা নাই। কেননা, বুঝা যায় যে, অনেক সময় জীবাত্মা নিজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও যেন কাহারও ইচ্ছিতের অভাবে অভিলষিত কার্য্য করিতে পারি না, আবার অনেক সময় বিশেষ উদ্ভ্রম ও উৎসাহে কার্য্য করিয়াও যেন কাহারও আত্মকুলের অভাবে অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হয়। এই কথঞ্চিৎ অনুমিত তত্ত্বই জীবপ্রেরক, জীবের কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্রকর্তা পরমাত্মা।

(—শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মার্থ)।

অনুমান দ্বারা অস্বতন্ত্রকর্তা জীবকে এবং স্বতন্ত্রকর্তা অন্তর্ধ্যামীকেও কিছু অনুমান করা গেলেও স্বয়ং ভগবান্ ঈশ্বরকে অনুমান করা যায় না। কেননা, তিনি অন্তর্ধ্যামীরও অংশী—

অথবা বহুতৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবর্জ্জুন।

বিষ্টতাহামিদং কৃৎস্নমেকাংশেন ত্রিতো জগৎ ॥

গী ১০।৪২

হে অর্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মারূপে অখিল জগতে প্রসিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

সুতরাং পরমাত্মা কৃষ্ণাংশবৈভব—

পরমাত্মা য়েহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার ‘আত্মা’ হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুমানাদির দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। তিনি, তাহার রূপগুণলীলা ও ঐশ্বর্য্য সকলই তর্কাতীত—

“অনুমান প্রমাণ নহে দীপ্তরত্নজ্ঞানে।

কৃপাবিনা দীপ্তিরে কেহ নাহি জানে ॥”

চরিতামৃত ম ৬ পঃ

অপ্রাকৃত বস্তু তর্কাতীত—

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ॥

মহাভারত ভীষ্মপর্ক ৫।২২

যে ভাব অচিন্ত্য তাহাতে তর্কের যোজন্য করা উচিত হয় না। অচিন্ত্যের লক্ষণ এই যে—উহা প্রকৃতির অতীত।

কেননা, —“তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ”—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

তর্কের প্রাপ্তি নাই।

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।

অচিন্ত্য, উদ্ভাব তিনের না যায় কখন ॥

চরিতামৃত ম ৬ পঃ

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার।

তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥

ঐ অ ১২ পঃ

ভক্তিলভা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিব মুখ্যাদ্ - শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা ই লভা—

শৃণুতাং গদতাং শব্দদর্শতাং স্মৃতিবন্দিতাম্।

বৃণং সংবদতামন্তর্জাতা ভাশ্রমলান্মনাম্ ॥

ভাঃ ১০।৮৬।৪৬

ভক্ত শ্রুতদেব বলিলেন—হে ভগবান্, আপন নিরন্তর

ভবদীয় শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দন এবং পরস্পর ভবৎকথা



সংলাপরত মৎসরাদি মানিষ্ণুরহিতাঙ্গ পুরুষগণের হৃদয়-  
মধ্যে প্রকাশিত হন।

হৃদিস্থোহপ্যতিদূরস্থঃ কঙ্কবিক্ষিপ্তচেতসাম্।

আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোহপ্যস্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥

ভাঃ ১০।৮৬।৪৭

আপনি সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও  
কঙ্কবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের অহঙ্কার প্রভৃতি আত্মশক্তির  
দ্বারা অগ্রাহ্য এবং অতিকূরে অবস্থিত হইয়া থাকেন; পরন্তু  
শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি সংস্কারযুক্ত বিস্তৃতচিত্ত পুরুষগণের নিকটেই  
বর্তমান থাকেন।

“উপেতগুণাত্মনাম্ উপেতঃ প্রাপ্ত শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি-  
সংস্কার আত্মা অন্তঃকরণং যেযাং তেষাম্”—শ্রীধর ॥ ২৩ ॥

অত্রাপাদাহরত্বীমমিতিহাসং পুরাতনম্।

অবধূতস্ত সংবাদং যাদোরমিততেজসঃ ॥২৪॥

অন্থয়। (ভূয়ঃ অঘরব্যতিরেকাভ্যাসম্ভাবনা দনিবৃত্ত্যা-  
বিত্তিহাসমাহ অত্র অপি (অগ্নিন্ বিষয়ে) অমিততেজসঃ  
(পরমবিবেকিনঃ) অবধূতস্ত যদোঃ চ সংবাদং। সংবাদ-  
রূপম্) ইমং (বক্ষ্যমাণং) পুরাতনম্ ইতিহাসম্। (ইতি-  
বৃত্তং বৃত্তাঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্ততয়া বর্ণয়ন্তি) ॥২৪॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে পরমবিবেকী অবধূত এবং  
যদুর সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিবৃত্ত প্রাচীনগণ বর্ণন  
করিয়া থাকেন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। অত্রাপি অল্পমানগম্যত্বেহ্যন্তুর্ধামি-  
শ্বরূপস্ত মম প্রাপ্তাবপি ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। এই বিষয়েও অর্থাৎ অন্তর্ধামি-  
শ্বরূপ আমি অল্পমানদ্বারা অধিগম্য বা প্রাপ্তিযোগ্য  
হইলি ॥২৫॥

অনুদর্শনা। পূর্বলোকের অনুদর্শনার বিচার  
দ্রষ্টব্য ॥২৬॥

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরতুমকুতোঃস্ম।

কবিং নিরীক্ষা তরুণং যতুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্যবিং ॥২৫॥

অন্থয়। ধর্ম্যবিং (ধর্ম্যজ্ঞঃ) যতুঃ অকুতোভয়ং  
(নির্ভয়ং) চরন্তুং কবিং (বিবেকিনং) তরুণম্ অবধূতং  
(অভ্যঙ্গাদিসংস্কাররহিতদেহং) কঞ্চিৎ দ্বিজং নিরীক্ষ্য  
(তং) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥২৫॥

অনু-াদ। কোন এক সময়ে ধার্মিক যতু নির্ভয়ে  
বিচরণশীল বিবেকী দেহাদিসংস্কাররহিত তরুণবয়স্ক জনৈক  
অবধূত দ্বিজকে দর্শন করিয়া ‘জজ্ঞাসা’ করিলেন ॥২৫॥

শ্রীযত্নরূবাচ।

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মল্লকর্তুঃ স্তুবিশারদা।

যামাসাথ্য ভবঁল্লোকং বিদ্বাংশচরতি বালবৎ ॥২৬॥

অন্থয়। শ্রীযত্নঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্! অকর্তুঃ  
(কর্ণাণি অকুর্ততন্তব) ইয়ং স্তুবিশারদা (অতিনিপুণা)  
বুদ্ধিঃ কুতঃ কস্মাৎ জাতা, যাং (বুদ্ধিম্। আসাথ্য (প্রাপ্য)  
ভবান্ বিদ্বান্ (অপি) বালবৎ লোকং (অখিলভুবনং)  
চরতি (পর্যটতি) ॥২৬॥

অনু-াদ। শ্রীযত্ন বলিলেন,—(হে ব্রহ্মন্! আপনি  
কোনওরূপ কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও আপনার এই  
প্রকার অতিনিপুণা বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল? যাহার  
বলে আপনি বিদ্বান্ হইয়াও বালকের ত্রায় পৃথিবী পর্য্যটন  
করিতেছেন ॥২৬॥

প্রায়ো ধর্ম্যার্থকামেষু বিবিৎসারাক্ষ মানবাঃ।

হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥২৭॥

অন্থয়। (বৈলক্ষণ্যমেবাহ) প্রায়ঃ মানবাঃ আয়ুষঃ  
যশসঃ শ্রিয়ঃ হেতুনা (কামনয়া) এব ধর্ম্যার্থকােষু (তথা)  
বিবিৎসারাক্ষ চ (আত্মবিচারে চ) সমীহন্তে (প্রবর্তন্তে) ॥২৭॥

অনুবাদ। পৃথিবীতে মনুষ্যগণ প্রায়ই আয়ুঃ যশঃ  
ও ঐশ্বর্য কামনায় ধর্ম, অর্থ, কাম এবং আত্মবিচারে প্রবৃত্ত  
হন ॥২৭॥

**বিশ্বনাথ।** ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসয়াং বিবিদিষায়া-  
মাভুবিচারে চ আয়ুর্দাদেহেতুনা কামনয়ৈব সমীহন্তে  
প্রবর্তন্তে ॥২৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** ধর্মার্থকামে বিবিৎসাঃ বিবিদিষা  
অর্থাৎ আভুবিচারেও আয়ু আদির হেতু অর্থাৎ কামনারা  
প্রবর্তিত হয় ॥২৭॥

**অনুদর্শিনী।** সাধারণ লোকের তুচ্ছ ফল-কামনার  
ধর্মার্থকাম ও আভুবিচারে প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়া সাধারণ  
লোক হইতে অবধূতের বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যই দেখাইতে-  
ছেন ॥২৭॥

ত্বস্ত কল্পঃ কবিদক্ষঃ সুভগোহমৃতভাষণঃ ।

ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়ান্মত্তপিশাচবৎ ॥২৮॥

**অম্বয়।** ত্বং তু ( পরস্ত ) কল্পঃ ( দমর্থঃ ) কবিঃ  
( জ্ঞানী ) দক্ষঃ ( নিপুণঃ ) সুভগঃ ( সুন্দরঃ ) অমৃতভাষণঃ  
( মধুরভাষী অপি ) জড়ান্মত্তপিশাচবৎ কর্তা ন ( কণ্ঠদিপি  
কর্ষণঃ কর্তা ন ভবসি, তথা ) কিঞ্চিৎ ( অপি ) ন ইহসে  
( ন ইচ্ছসিচ ) ॥২৮॥

**অনুবাদ।** পরস্ত আপনি সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ,  
সুন্দর, মধুরভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের  
ছাদ বর্তমান থাকিয়া কোনরূপ কার্যের সম্পাদন বা চেষ্টা  
করিতেছেন না ॥২৮॥

**বিশ্বনাথ।** ত্বস্ত ন কণ্ঠচিং কর্ষণঃ কর্তা ন চ  
কিনপীহসে তত্র কল্প ইতি ন ত্বসামর্থ্যেনোতর্থাঃ । কবিরিতি  
নাঞ্জানেন দক্ষ ইতি ন স্বনিপুণ্যেন সুভগ ইতি ন তু  
কৌরুপ্যেণ হেতুনা বনিতাদিকমিচ্ছনীত্যর্থঃ । মিতভাষণ  
ইতি ন স্বাশ্রিতয়া কেনাপি সহ সংলাপমিচ্ছনীত্যর্থঃ ।  
কিস্তেতাদৃশোহপি জড়াদিবদ্বর্তসে ॥২৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** কিন্তু আপনি কোন কার্যের কর্তা  
নন, কিছুই জ্ঞানই আপনি চেষ্টা করেন না অথচ সেই  
বিষয়ে বলা অর্থাৎ অসামর্থ্যবশতঃ নহে, কবি অর্থাৎ অজ্ঞান-  
জ্ঞ নহে, দক্ষ অর্থাৎ অনিপুণ বলিয়া নহে, সুভগ অর্থাৎ  
কুরূপ বলিয়া বনিতাদি ইচ্ছা করেন না—এমন নহে,

মিতভাষণ অর্থাৎ অবাগী বলিয়া যে কাহারও সহিত  
সংলাপ ইচ্ছা করেন না—এমন নহে । কিন্তু এইরূপ  
হইয়াও আপনি জড়াদির ছায়া থাকেন ॥২৮॥

**অনুদর্শিনী।** মূক, বধির প্রভৃতি জনগণ নিজ  
নিজ শক্তির অভাবেই ভাষণ-শ্রবণাদি ব্যাপারে উদাসীন  
হয় । কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্বসামর্থ্য থাকিতেও স্বেচ্ছায়  
অবধূতের আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥২৮॥

জনেষু দহমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা ।

ন তপ্যসেহগ্নিনা যুক্তো গঙ্গাস্তঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

**অম্বয়।** ( মহানন্দশ্চ তব কুত ইতি পৃচ্ছতি ) কাম-  
লোভদবাগ্নিনা ( কামলোভরূপদাবাগ্নিনা ) জনেষু ( নরেষু )  
দহমানেষু ( সন্তপ্যমানেষু অপি ত্বম্ ) অগ্নিনা যুক্তঃ  
গঙ্গাস্তঃস্থঃ দ্বিপঃ ( গজঃ ) ইব ন তপ্যসে ( ন তপ্তো  
ভবসি ) ॥২৯॥

**অনুবাদ।** কামলোভরূপ দাবানলে মানবগণ  
নিরন্তর দহমান হইলেও আপনি অগ্নিসস্তাপযুক্ত গঙ্গাজল-  
মধ্যস্থিত হস্তীর ছায় সস্তাপে তপ্ত হইতেছেন না ॥২৯॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ তরুণশ্রাপি তব কামাদি-  
দস্তাপো ন কুত ইতি পৃচ্ছতি জনেষু ॥২৯॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর তরুণ হইলেও আপনাদি  
কামাদি সস্তাপ কেন নাই এই প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মস্মাত্মজ্ঞানন্দকারণম্ ।

ব্রহ্ম স্পর্শবিহীনস্ত ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥৩০॥

**অম্বয়।** ( হে ) ব্রহ্মন্ ! স্পর্শবিহীনস্ত ( বিষয়ভোগ-  
রহিতস্ত ) কেবলাত্মনঃ ( কলত্রাদিশূন্ত ) ভবতঃ আত্মনি  
( মনসি ) আনন্দকারণং পৃচ্ছতাং নঃ ( অস্মাকং সমীপে )  
হি ত্বং ব্রহ্ম ( আনন্দস্ত কারণং কথয় ) ॥৩০॥

**অনুবাদ।** হে ব্রহ্মন্ ! বিষয়ভোগাদিরহিত,  
কলত্রাদিশূন্ত হইয়াও আপনি কিরূপে ছদয়ে এই প্রকার  
আনন্দলাভ করিতেছেন তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু আমরা  
দিগকে তাহা বর্ণন করুন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। যুগ্মেব বার্তাং কথয়তীতি ত্রায়েন  
দৃষ্টমান এতাবানানন্দশ্চ তব কুত ইতি পৃচ্ছতি ত্বং হীতি।  
স্পর্শো বিষয়ভোগঃ কেবলাগ্নয়ঃ একাকিনঃ ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। মুখই বার্তা বলিয়া থাকে—এই  
ত্রায়ানুসারে দৃষ্টমান এত আনন্দ আপনার কিরূপে হইল  
—এই প্রশ্ন। স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ভোগ, কেবলাগ্না অর্থাৎ  
একাকী ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। মুখেই মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ  
পায়। অবধূত মহাশয়ের মুখে মহানন্দের প্রকাশ দেখিয়া  
যত্ন তাঁহাকে বলিলেন—সঙ্গপ্রিয় মানব অপরের সঙ্গে  
বিষয়ভোগে আনন্দ লাভ করে, আর আপনি ভোগরহিত  
ও নিঃসঙ্গ হইয়া এতাদৃশ আনন্দ লাভ করিয়াছেন  
কিরূপে ? ৩০ ॥

### শ্রীভগবানুবাচ।

যত্নৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।

পৃষ্ঠঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ ॥৩১॥

অন্বয়। শ্রীভগবানু উবাচ—ব্রহ্মণ্যেন (ব্রাহ্মণ-  
পরিচর্যাকারিণা) সুমেধসা (বুদ্ধিমতা) যত্ননা এবং  
সভাজিতঃ (সংকৃতঃ) পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) মহাভাগঃ  
দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) প্রাহ (উক্তবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবানু বলিলেন, ব্রাহ্মণদিগের  
পরিচর্যাপরায়ণ, বুদ্ধিমান যত্নকর্তৃক এইরূপে পূজিত ও  
জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাভাগ ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত রাজাকে  
বলিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মণ্যেনেতি তৎপরিচর্য্যৈব তদঙ্গী-  
করিষ্যন্ত্যর্থঃ। সুমেধসেতি স্ববুদ্ধিপ্রণীততন্মনস্কেনেতি  
তৎপ্রতিবচনে হেতুঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ পরিচর্যাৱারা  
ব্রাহ্মণকে যিনি বশ করেন, সুমেধা অর্থাৎ স্ববুদ্ধিপ্রণীত  
তন্মনস্ক। যত্নর প্রশ্নে ব্রাহ্মণের প্রতিবচনে বা উত্তরদানে  
ইহাই হেতু ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবানু, ধর্মজ্ঞ যত্নর স্বভাব ও  
বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

### শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।

যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামৌহ তান্ শৃণু ॥৩২॥

অন্বয়। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! (অহং)  
যতঃ (যেভ্যো গুরুভ্যঃ) বুদ্ধিং (জ্ঞানম্) উপাদায় (সংগৃহ্য)  
মুক্তঃ (সংসারসস্তাপাৎ মুক্তঃ সন্) ইহ (ভুলোকে)  
অটামি (পর্যটামি, তাদৃশাঃ) বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ (বুদ্ধ্যো-  
বোপাশ্রিতাঃ স্বীকৃতান তু উপদেশেন) মে (মম) বহবঃ  
গুরবঃ সন্তি। তান্ (গুরুন্) শৃণু ॥৩২॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি  
যে সকল গুরুবর্গের নিকট হইতে জ্ঞানলাভকরতঃ সংসার-  
তাপ হইতে মুক্ত হইয়া এই ভুলোকে পর্যটন করিতেছি,  
আমার খীয় বুদ্ধিবলে স্বীকৃত সেই সকল গুরু জগতে  
বর্তমান আছেন। তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। বুদ্ধ্যেবোপাশ্রিতাঃ ন তুপদেশেন  
সাংসারিকসস্তাপাশ্রুতঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধ্যুপাশ্রিত, উপদেশদ্বারা সাংসারিক  
সস্তাপ-মুক্ত নহে ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রাহ্মণ যত্নকে বলিলেন যে, আমি  
নিজ বুদ্ধিদ্বারাই তাঁহাদিগকে গুরুত্বে গ্রহণ করিয়াছি।  
তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ উপদেশ পাই নাই।

সাংসারিক সস্তাপ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক  
ও আধিভৌতিক ॥৩২॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোহগ্নিশ্চৈত্ৰমা রবিঃ।

কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদগজঃ ॥৩৩॥

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ।

কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥৩৪॥

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতির্যশ্রিতাঃ ।

শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামবশিক্ষমিহাজ্ঞানঃ ॥৩৫॥

অনুব্র। ( গুরুনাহ ) ( হে ) রাজন্ ! পৃথিবী বায়ুঃ  
আকাশম্ আপঃ অগ্নিঃ চন্দ্রমাঃ রবিঃ কপোতঃ অজগরঃ  
সিদ্ধুঃ পতঙ্গঃ মধুকৃৎ ( ভৃঙ্গঃ ) গজঃ মধুহা ব্যাধঃ হরিণঃ  
মীনঃ পিঙ্গলা ( তন্নামী বেশা ) কুররঃ ( পক্ষিবিশেষঃ )  
অর্ভকঃ ( বালকঃ ) কুমারী শরকৃৎ ( অয়স্কায়ঃ ) সর্পঃ  
উর্গনাভিঃ স্বপেশকৃৎ ( ভ্রমরবিশেষঃ ) এতে চতুর্বিংশতিঃ  
গুরবঃ মে ( ময়া ) আশ্রিতাঃ ( বুদ্ধা স্বীকৃতাঃ ) এতেষাং  
( গুরুণাং ) বৃত্তিভিঃ ( আচরণৈঃ ) আজ্ঞানঃ ( স্বতঃ ) শিক্ষাঃ  
( শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্ ) ইহ অবশিক্ষম্ ( জ্ঞাতবান্  
অগ্নি ) ॥৩৩-৩৫॥

অনুবাদ। হে রাজন্ ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ,  
জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ,  
ভ্রমর, হস্তী, মধুহরণকারী, ব্যাধ, হরিণ, মৎস্ত, পিঙ্গলানামী  
বেশা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, বাগনির্দ্বাণকারী কোনও  
এক লোহকার, সর্প, উর্গনাভ এবং পেশকারী (কীট)—এই  
চতুর্বিংশতি গুরুকে আমি নিজবুদ্ধিবারা হৃদয়ে আশ্রয়  
করিয়াছি, ইহাদের আচরণ দর্শন করিয়া স্বয়ং শিক্ষণীয়  
বিষয়সমূহ অবগত হইয়াছি ॥৩৩-৩৫॥

বিশ্বনাথ। এতেষাং বৃত্তিভিরেবাজ্ঞানঃ শিক্ষাঃ  
শিক্ষণীয়ানর্থান্ অবশিক্ষম্ ॥৩৫॥

ব। অনুবাদ। ইহাদের বৃত্তিবারাই শিক্ষা অর্থাৎ  
শিক্ষণীয় অর্থসমূহ ইহাদের অনুসরণে শিখিয়াছি ॥৩৫॥

যতো যশ্চশিক্ষামি যথা বা নাহুযাত্মজ।

তত্থা পুরুষব্যাজ্জ নিবোধ কথ্যামি তে ॥৩৬॥

অনুব্র। ( হে ) নাহুযাত্মজ ! ( যযাতিপুত্র ) পুরুষ-  
ব্যাজ্জ। যতঃ ( যস্মাদ্ গুরোঃ সকাশাৎ ) যথা বা ( যেন  
প্রকারেণ ) যৎ অশিক্ষামি তৎ ( শিক্ষণীয়ং বিষয়ং ) তথা  
তে ( তুভ্যং ) কথ্যামি নিবোধ ( শৃণু ) ॥৩৬॥

অনুবাদ। হে যযাতিন্দন ! পুরুষব্যাজ্জ। আমি

এই সকল গুরুবর্গের মধ্যে যাহা যেকপে শিক্ষা করিয়াছি  
তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

ভূতৈরাক্রম্যমাণোহপি ধীরো দৈববশাত্তুগৈঃ ।

তদ্বিদ্বান্ চলেদ্যমার্গাদবশিক্ষং ক্ষিতেব্রতম্ ॥৩৭॥

অনুব্র। ( ক্ষিতেঃ কমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ ) ধীরঃ  
( বিবেকী ) দৈববশাত্তুগৈঃ ( দৈবাধীনৈঃ ) ভূতৈঃ  
( প্রাণিভিঃ ) আক্রম্যমাণঃ ( পীড়্যমানঃ ) অপি তৎ বিদ্বান্  
( ভূতানাং দৈববশবস্তিত্বং জানন্ ) মার্গাৎ ( ধর্ম্মমার্গাৎ ) ন  
চলেৎ ( ন বিচলিতো ভবেৎ ) ক্ষিতেঃ ( জর্নৈঃ পাদাঘাতা-  
দিভিঃ পীড়্যমানায়া অপি অবিচলিতায়াঃ পৃথিব্যা ইতি  
ক্ষমারূপং ) ব্রতং ( নিয়মম্ ) অবশিক্ষম্ ( অশিক্ষিত-  
বানস্মি ) ॥৩৭॥

অনুবাদ। ধীর ব্যক্তি দৈবাধীনে ভূতগণের দ্বারা  
উৎপীড়িত হইয়াও উহাকে দৈবপ্রেরিত জানিয়া ধর্ম্মপথ  
হইতে বিচলিত হইবেন না ; প্রাণিপদাহতা হইয়াও  
পৃথিবীর অবিচলিত অবস্থা দর্শনে আমি তাহার নিকট  
হইতে ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। ক্ষিতেঃ কমাং শিক্ষিতবানিত্যাহ,—  
ভূতৈরিতি। দৈববশাঃ পিত্রাদয়স্তেষাং অনুগৈঃ।  
তদ্বিদ্বান্ ভূতানাং দৈববশবস্তিত্বং জানন্ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীর নিকট ক্ষমাগুণ শিখিয়া-  
ছিলেন, তাই বলিতেছেন। দৈববশ পিত্রাদি তাঁহাদের  
অনুগগণের সহিত, তদ্বিদ্বান্ অর্থাৎ ভূতগণের দৈববশ-  
বস্তিত্ব জানেন ॥ ৩৭ ॥

অনুদর্শিনী। “দৈবাধীনং জগৎ সর্বং”—ত্রৈলোক্যবৈবর্তে।  
—সর্ব জগৎ দৈবাধীন।

“যা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ”—ভাঃ। ১।১৩।১২

নারদ বলিলেন—হে রাজন্, কাহারও জন্ত শোখ  
করিও না। যেহেতু এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন। অতএব  
দৈবাধীন অথ ভূত বা জীবের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভূখ  
দৈববিহিত—আমারই প্রাপ্য জাণিয়া ক্ষিতির স্থায় সছ  
করিতে হইবে ॥৩৭॥

শশ্বৎ পরার্থসর্কেহঃ পরার্থৈকাত্মসম্ভবঃ।

সাধুঃ শিক্ষিত ভূভূতো নগশিষ্যঃ পরাভ্যাত্মা ॥৩৮॥

**অনুবাদ।** ( পরতরুপা বৃক্ষরূপা চ যা পৃথিবী তন্ত্রাঃ শিক্ষিতমাহ ) শশ্বৎ ( সর্বদা ) পরার্থসর্কেহঃ ( পরার্থাঃ পরোপকারার্থাঃ সর্বা দীহা যন্ত সং ) পরার্থৈকাত্মসম্ভবঃ ( পরার্থ এব একাত্মতঃ সম্ভবো যন্ত সং ) সাধুঃ ভূভূতঃ ( পরতাং ) ( তন্ত্ৰ হি বৃক্ষতৃণনির্বাক্রমপ্রদবক্রিয়াঃ পরার্থা এব যথা তদ্বৎ ) শিক্ষিত। তথা ( তদ্বৎ ) নগশিষ্যঃ ( নগন্ত বৃক্ষন্ত শিষ্যঃ সন্ ) পরাভ্যাত্মাং ( পরাধীনাত্মতাং শিক্ষিত ইতি ) ॥৩৮॥

**অনুবাদ।** পরের উপকারের জন্ত যাহার সকল চেষ্টা এবং পরোপকারের জন্ত যাহার জীবন সেই সাধু পরোপকারার্থে বৃক্ষ, তৃণ, নির্বাক্রমপ্রদবক্রিয়া পরতের নিকট হইতে পরোপকারবৃত্তি এবং বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাধীন জীবন শিক্ষা করিলেন ॥৩৮॥

**বিশ্বনাথ।** পরতরুপা বৃক্ষরূপা চ যা পৃথিবী তন্ত্রাঃ শিক্ষিতং ক্রমেণাহ, শশ্বদিত্তি। পরার্থাঃ সর্বা দীহাঃ ভূধারণনির্বাক্রমোৎক্রমণস্বোৎপন্নরূপাদিপ্রদানরূপা-শ্চেষ্টা যন্ত সং। ভূভূতঃ শিক্ষিতং শিক্ষিতা চ এবভূতো ভবেদিত্যমরঃ। নগন্ত বৃক্ষন্ত শিষ্যঃ সন্ পরাভ্যাত্মাং শিক্ষিত। পরেষেবার্পিত আত্মা যেন তন্ত্ৰ ভাবন্তত্ৰ তাং। বৃক্ষং খলু স্থানাং স্থানান্তরং নীত্বা যদারোপয়তি সেচনাদিকঞ্চ করোতি তত্র সোহনুমত্তত এব ন তু বিপ্রতিপত্তত ইতি। তথা যোগী ভবেদিত্তি পরতাদত্র বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥৩৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** পরতরুপা ও বৃক্ষরূপা যে পৃথিবী তাহার শিক্ষা ক্রমে বলিতেছেন। পরার্থসর্কেহ অর্থাৎ যাহার দীহা বা চেষ্টা সমস্তই পরার্থ অর্থাৎ ভূধারণ, নির্বাক্রমোৎক্রমণ স্বোৎপন্নরূপাদিপ্রদানরূপ। ভূভূত পরত হইতে শিক্ষা করা উচিত, শিক্ষাদ্বারা এইরূপ হওয়া উচিত। নগ অর্থাৎ বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাভ্যাত্মা শিক্ষা করা উচিত। পরে অর্পিত আত্মা যার সে পরাভ্যাত্মা বৃক্ষ একস্থান হইতে অস্থানে আনিয়া যখন আরোপণ করা ও সেচনাদি করা হয়, সেখানে সে অনুমোদিত হয়,

বিপ্রতিপন্ন হয় না। সেইরূপ যোগী হওয়া উচিত, এই স্থলে পরত হইতে পার্থক্য দ্রষ্টব্য ॥৩৮॥

**অনুদর্শিনী।** পৃথিবীর অন্তঃপাতী পরত ও বৃক্ষকে গুরুত্রে প্রকাশ করিতেছেন—পরত যেমন পরোপ-কারার্থেই উৎপন্ন হইয়া ভূধারণাদি চেষ্টাবিশিষ্ট, যোগীও তদ্রূপ সেই শিক্ষায় পরার্থেই জীবন ধারণ করিবেন। কেননা—‘সজ্জনার্থেইচ্ছমত্তে ঐহিকিং বৃদ্ধিমান্মনঃ’।

পরত হইতে বৃক্ষের পরোপকারকার্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাই, বৃক্ষের শিষ্য হইয়া তৎকৃত পরোপ-কারকার্য-প্রণালী শিক্ষার ব্যবস্থা। পরত একস্থানে স্বাধীনভাবে অবস্থিত হইয়া পরোপকারী। আর বৃক্ষ পরাধীনে পরের বিবিধ উপদ্রব সহ্য করিয়াও পরার্থপর। অন্তের দ্বারা অবশ্যগত বা উৎপাটিত হইয়া বৃক্ষ একস্থান হইতে অস্থানে নীত হইয়া আরোপিত হইয়াও তথায় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় এবং খণ্ডনাদি কার্যকারিগণেরই উপকার করিয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন—

পশুতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকাত্মজীবিতান্।

বাতবর্ষাতপাঃ সন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥

অহো এবাং বরং জন্ম সর্বপ্রাপ্যপজীবনম্।

সুজনশ্চৈব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্বিনঃ ॥

পত্রপুষ্পফলছায়া-মূলবন্ধনদারুভিঃ।

গন্ধনির্ঘাসভস্মাহি তৌক্লঃ কামান্ বিতম্বতে ॥

ভাঃ ১০।২২।৩২।৩৪

তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্ত জীবনধারী মহাভাগবান্ এই বৃক্ষগণকে দর্শন কর। ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা, ও যৌত্র সহ্য করিয় আমাদের তজ্জন্ত কষ্ট নিবারণ করিতেছে। ইহারা সমস্ত জ বের জীবিকাস্বরূপ, অতএব ইহাদের জীবন ধন্ত। সজ্জনগণের ছায়া ইহাদের নিকট হইতেও বাচকগণ কখনও বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না। ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধন, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্ঘাস, তম্ব, অস্থি এবং পল্লবদির অল্প প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ্ভগবত্ প্রভুর শিক্ষায়ও  
বৃক্ষের আদর্শে কৃষ্ণ ভক্তের শিক্ষা পাওয়া যায়—

তৃণাদপি স্ত্রনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।  
অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়াঃ সদা হরিঃ ॥ ৩য় শ্লোঃ  
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণধন ।  
তুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥  
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।  
শুকাঞা মৈলেহ করে পানী না মাগয় ॥  
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন ।  
ঘণ্ট-বুটি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥  
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।  
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥  
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণমাগ লয় ।  
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর গ্রেম উপজয় ॥ ৫ঃ ৮ অ ২০ প ১৩৮ ॥

—

প্রাণবৃত্ত্যাব সন্তোষমুনি নৈবৈন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।

জ্ঞানং যথা ন নশ্চেত্ নাবকীর্যেত বাঞ্ছনঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । ( বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র  
প্রাণস্ত গুরুত্বমাহ ) জ্ঞানং যথা ন নশ্চেত্, বাঞ্ছনঃ ( যথা )  
ন অবকীর্যেত ( ন বিক্ষিপোত ), মুনিঃ ( তথা ) প্রাণবৃত্তা  
এব সন্তোষে ( প্রাণোহ্যাহারাদিমায়েণ বর্ত্ততে রূপরসাদীন-  
ইন্দ্রিয়বিষয়াংস্ত ন পেষতে, তথা মুনিরপি ভবেদিত্যর্থঃ । )  
ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ন এব ( ইন্দ্রিয়বৃত্তা সন্তোষং ন গচ্ছন্ত ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । প্রাণবায়ু যেরূপ জীবনধারণোপযোগী  
কেবলমাত্র আহাৰাদি লাভ করিয়াই প্রবাহিত থাকে, রূপ-  
রসাদি বিষয়ের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ মুনিবাক্তিও  
বাহ্যতে জ্ঞান বনষ্ট এবং বাক্য-মন বিক্ষিপ্ত না হয়,  
তাদৃশ প্রাণধারণোপযোগী জীবিকা অবলম্বনে সন্তুষ্ট  
থাকিবেন, পরন্তু বিষয়-সন্তোষদ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন  
করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ । বায়ুরপি দ্বিবিধঃ প্রাণো বাহ্যশ্চ, তত্র  
প্রাণা চক্ষিতমাহ—প্রাণবৃত্ত্যাব । প্রাণো হ্যাহারাদি-  
মায়েণ প্রবর্ত্ততে রূপরসাদীনৈন্দ্রিয়বিষয়াংস্ত নাপেক্ষত

ইত্যাঃ,—ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈবিষয়ৈঃ । তথা মুনিরপি ভবে-  
দিত্যর্থঃ । প্রাণবৃত্তের করণে মনোবৈকল্যে জ্ঞাননাশঃ  
শ্রাদতো দেহনিকীৰ্হাঃ কাষ্যঃ । কিঞ্চ বাঞ্ছনো যথা  
নাবকীর্যেত ন বিক্ষিপোতেত্যতিরূক্ষেণাসংস্কতেনাহারেণ  
বাঞ্ছনঃ নিঃসরেৎ, মনোহপি বিক্ষিপ্তং শ্রাদেবমতিম্লগ্ধে-  
নাপ্যালস্তশুকাদিবৃদ্ধ্যা বাঞ্ছনসোর্বিক্ষোভ ইতি তথা ন  
কুর্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

ব-ানুবাদ । বায়ুও দ্বিবিধ—প্রাণ ও বাহ্য ।  
তন্মধ্যে প্রাণ হইতে শিক্ষিত বিষয় বলিতেছেন । প্রাণ  
আহাৰাদিমায়ে প্রবৃত্ত হয়, রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের  
অপেক্ষা করে না । ইন্দ্রিয়-প্রিয় বিষয় লইয়া সেইরূপ  
মুনিও অনাসক্ত হইবে । প্রাণবৃত্তির অকরণে মন বিকল্প  
হওয়ার জ্ঞাননাশ হইবে, এইহেতু দেহনিকীৰ্হ করণীয় ।  
আর, বাক্য ও মন বাহ্যতে অবকীর্ণ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত না  
হইতে পারে, অতিরূক্ষ অসংস্কৃত আহাৰ দ্বারা বাক্য ও মন  
নিঃসৃত হয়, মনও বিক্ষিপ্ত হয় । এইরূপ অতিম্লগ্ধ আহাৰ  
দ্বারাও আলস্ত, শূকাদি বৃদ্ধি, বাক্য ও মনের বিক্ষোভ  
হয় । অতএব তাহা করা উচিত নয় ॥ ৩৯ ॥

অনুদর্শিনা । দেহের অভ্যন্তরে যে বায়ু ক্রিয়া করে  
তাহার নাম প্রাণ । প্রাণ কেবল আহাৰ্য চায়, আহাৰ্যের  
আশ্ব দ চায় না । মুনিও সেইরূপ প্রাণধারণের অভাবে  
জ্ঞাননাশ হয় জানিয়া রসাসক্তি তাগ করিয়া কেবলমাত্র  
জীবন রক্ষার জন্তই আহাৰ করিবেন, ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয়  
গ্রহণের জন্ত ব্যস্ত হইবেন না ।

শ্রীমদ্ভগবত্ভূও বলিয়াছেন—

“ভাল না খাইবে আর ভাল না গরিবে ।

\*

\*

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।  
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥

\*

\*

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ।

\*

\*

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি-উতি ধায় ।

শিম্বোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

চরিতামৃত অ ৬ পঃ

আহার্য্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন —

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

কটুশ্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণকক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসস্তেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

যাতযানং গতরসং পুতি পৰ্যুণিতঞ্চ বৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ।

গী ১৭।৮-১০

সাত্বিকপ্রিয় আহারসকল আয়ুঃ, সম্ভ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবৰ্দ্ধক। তাহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, হৈর্ঘ্যকারী ও দেহের হিতকারী।

অতি কটু (নিষাদি) অতি অম্ল, লবণ ও উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (লঙ্কা মরিচাদি) অতি বিদাহী (ভ্রষ্টচণকসর্ষপাদি), দুঃখ, শোক ও রোগকারী আহারসকল রাজস লোকের প্রিয়।

এক প্রহরের অধিককাল পক হইয়া থাকিলে যে দ্রব্য শৈত্য লাভ করে তাহা, নীরস খাণ্ড, যে খাণ্ডে পুতিগন্ধ হইয়াছে তাহা, যে খাণ্ড পূৰ্ব্বদিনে পক হইয়া পৰ্যুণিত আছে তাহা, গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মত্ত-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয় ॥৩৯॥

বিষয়েষ্যাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্বতঃ ।

গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জত বায়ুবৎ ॥৪০॥

অন্বয়। (বিষয়ান্ সেবমানোহপি তেষ্মনাসক্তিং বাহ্যদ্বাযোঃ শিক্তেতেত্যাহ) যোগী গুণদোষব্যপেতাত্মা (সুখদুঃখাদিচিন্তাসূচিতঃ সন্) নানাধর্ম্মেষু (শীতোষ্ণাদি-ধর্ম্মকেষু) বিষয়েষু সর্বতঃ আবিশন্ (তান্ ভূজানোহপি) বায়ুবৎ ন বিষজ্জত (আসক্তিং ন কুর্যাৎ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যোগী ব্যক্তি সুখদুঃখাদিচিন্তারহিত-চিন্তে শীতোষ্ণাদি নানাধর্ম্মযুক্ত বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াও বায়ুর হ্রায় সর্বত্র অনাসক্ত থাকিবেন। (বায়ু যেমন সর্বত্র প্রবেশ করিয়াও কোথাও আসক্ত হন না তদ্রূপ) ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ। বিষয়ান্ সেবমানোহপি তেষ্মনাসক্তিং বাহ্যদ্বাযোঃ শিক্তেতেত্যাহ, বিষয়েষ্যিতি। নানাধর্ম্মেষু লঘুত্বগুরুত্বোৎকর্ষনিকর্ষাদিমৎস্ব। ন হি বায়ুর্গহনে দহনে বা সমজ্জত তদৎ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়সেবা করিয়াও তাহাতে অনাসক্তি বাহ্যবায়ু হইতে শিক্ষণীয়। নানা ধর্ম্মে অর্থাৎ লঘুত্ব, গুরুত্ব, উৎকর্ষ-নিকর্ষাদিযুক্ত ধর্ম্মে। বায়ু গহনে বা দহনে আসক্ত হয় না, সেইরূপ ॥ ৪০ ॥

অনুদর্শিনী। বায়ু যেমন পুষ্টিত বনে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়াও ততদ্ব্যপেক্ষে আসক্ত হয় না, যোগীও তদ্রূপ শীতোষ্ণাদিনানাধর্ম্মযুক্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাতে সুখদুঃখাদি চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক অনাসক্ত থাকিবেন ॥ ৪০ ॥

পার্শ্ববেষিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদগুণাশ্রয়ঃ ।

গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বাযুরিবান্দৃক্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। আনন্দক (আত্মানং ততঃ পৃথক্ তয়া পশুতীতি সং) যোগী পার্শ্ববেষু (পঞ্চভূতময়েষু) ইহ দেহেষু প্রবিষ্টঃ (কিঞ্চ) তদগুণাশ্রয়ঃ (দেহধর্ম্মান্ বাল্যাदीনাশ্রিত্য বর্তমানোহপি) গন্ধৈঃ বায়ুঃ ইব (স যথা গন্ধৈর্ন লিপ্যতে তথা) গুণৈঃ (দেহগুণৈঃ) ন যুজ্যতে (নাসজ্যতে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। বায়ু যে-প্রকার বিবিধ গন্ধের আশ্রয়-রূপে প্রতিপন্ন হইয়াও তাহার দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যোগীপুরুষও পার্শ্বব পাঞ্চভৌতিক দেহ-সমূহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বাল্যাদি ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ। এবং দেহধর্ম্মানাসক্তিমপি তন্মাদেব শিক্তেতেত্যাহ,—পার্শ্ববেষিতি। অগন্ধো দুর্গন্ধোহয়মিতি তত্তদ্ব্যোগিত্বেন প্রতীয়মানোহপি বায়ুর্যথা ন তত্তদ্ব্যোগী এবং দেহধর্ম্মযোগেনাহংপ্রত্যয়েন প্রতীয়মানোহপি যোগী ন তদ্ব্যপেক্ষা, যত আনন্দক আত্মানং ততঃ পৃথক্ তয়া পশুতীতি সং ॥ ৪১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এইরূপে তাহা হইতেই দেহধর্ম্মে অনাসক্তিও শিক্ষণীয়। ইহা স্নগন্ধ, দুর্গন্ধ, সেই সেই যুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বায়ু যেমন সেই সেই যুক্ত নয়, সেইরূপ দেহধর্ম্মযোগে আমি প্রত্যয়দ্বারা প্রতীয়মান হইলেও যোগী তদ্ব্যর্থ নহেন। যেহেতু তিনি আত্মদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে তাহা হইতে পৃথগ্রূপে দর্শন করেন ॥ ৪১ ॥

**অনুদর্শিনী।** বাহু বায়ু হইতে যোগী দেহধর্ম্মে অনাসক্তি শিক্ষা করিবেন। অত্র বস্তুর স্নগন্ধ বা দুর্গন্ধ বায়ুতে যুক্ত হয় মাএ, কিন্তু উহা বায়ুর গুণ নহে। কেননা বায়ুতে গন্ধ-গুণ নাই। সেইরূপ বাল্য-যৌবনাদি দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু বর্তমানে দেহ সেই আত্মাকে আশ্রয় করায় দেহধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যোগী আত্মাকে সেই দেহধর্ম্মরহিত বলিয়া জানিবেন। যিনি আত্মদৃক্, তিনি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ দর্শন করেন ॥ ৪১ ॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু

ব্রহ্মাত্মভাবেন সমম্বয়েন।

ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো

মুনির্নভস্ত্বং বিততস্ত্র ভাবেয়ং ॥৪২॥

**অন্বয়।** ( একপ্রভাবয়ত্মানঃ অন্তর্কর্ষিতভাবেন বর্তমানত্বমসঙ্গত্বঞ্চেতি। আকাশাচ্ছিক্তিতং সম্ভাবনাবয়মাহ ) অন্তর্হিতঃ চ ( দেহান্তর্গতোহপি ) মুনিঃ ব্রহ্মাত্মভাবেন ( ব্রহ্মস্বরূপভাবনয়া ) স্থিরজঙ্গমেষু সমম্বয়েন ( অধিষ্ঠান-তয়ানুগমনেন ) ব্যাপ্ত্যা বিততস্ত্র ( সর্বগতস্ত্র ) আত্মনঃ অব্যবচ্ছেদং ( অপরিচ্ছিন্নত্বম্ ) অসঙ্গম্ ( অলিপ্তত্বং ) নভস্ত্বং ( আকাশতুল্যত্বং ) ভাবেয়ং ( চিন্তয়েৎ ) ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ।** মুনি পুরুষ দেহের অন্তর্গত হইলেও স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপভাবনা দ্বারা আকাশের ত্রায় স্থাবর, জঙ্গম যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠানকরতঃ অনুগমন করিলেও সর্বগত আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব এবং অসঙ্গ ভাব চিন্তা করিবেন ॥ ৪২ ॥

**বিশ্বনাথ।** পরমাত্মানোহন্তর্বহিরপি বর্তমানত্বমসঙ্গ-ত্বাকাশশ্রেণেত্যাকাশং দৃষ্ট্বা শিক্ষেতেত্যাহ,—অন্তরিতি দ্বয়েন। অন্তর্হিতশ্চ দেহান্তর্গতোহপি মুনির্যোগী বিবেকেন আত্মনঃ পরমাত্মানো বিততস্ত্র সর্বব্যাপকস্ত্র নভস্ত্বমাকাশ-সাদৃশ্যং ভাবেয়ং, তদেবাহ—স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যা সমম্বয়েন ব্যাপ্তিস্তয়া অব্যবচ্ছেদং অনবচ্ছিন্নত্বং যথা নভসঃ সর্বগতত্বাদন্ততো ন ঘটাদিভিঃ সঙ্গঃ পরিচ্ছেদো বা এবমাত্মানোহপি ॥ ৪২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** পরমাত্মা আকাশের ত্রায় অন্তর্বহিঃ বর্তমান ও অসঙ্গ, ইহা আকাশকে দেখিয়া শিক্ষা করা উচিত। অন্তর্হিত অর্থাৎ দেহান্তর্গত হইয়াও মুনি অর্থাৎ যোগী বিবেক দ্বারা আত্মার অর্থাৎ বিতত অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমাত্মার নভস্ত্ব অর্থাৎ আকাশের সহিত সমান ভাবনা করা উচিত। স্থিরজঙ্গমে ( অর্থাৎ চরাচর ) ব্রহ্মাত্মাব্যব-সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সমম্বয় দ্বারা যে ব্যাপ্তি তাহার সহিত অবচ্ছেদ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ভাব। যেমন আকাশ সর্বগত বলিয়া বস্ত্তঃ ঘটাদির সহিত সঙ্গ বা পরিচ্ছেদ হয় না, আত্মারও সেইরূপ ॥ ৪২ ॥

**অনুদর্শিনী।** পরমাত্মা সর্বব্যাপক হইয়াও অসঙ্গ—

জীবান্তর্ধামকো বিষ্ণুরাত্মনামা সমীরিতঃ।

তস্ত্র তু ব্রহ্মরূপত্বাদ্ধরিরন্তস্তথৈব চ ॥

পশ্চাদাকাশবদ্যাপ্তিমসঙ্গত্বং চ নিত্যশঃ ॥

তদ্ব্যভাগবত।

অর্থাৎ জীবের অন্তর্ধামী বিষ্ণু আত্মানামে কথিত। তাঁহার ব্রহ্মত্বহেতু অন্তরে ও বাহিরে তাঁহাকে আকাশবৎ ব্যাপ্তি ও অসঙ্গ দেখিবে ॥ ৪২ ॥

তেজোহব্রনমৈয়ৈর্ভাবৈর্মঘাটৈর্বাযুনৈরিতৈঃ।

ন স্পৃশ্যতে নভস্ত্বং কালমৃষ্টৈঃপুণৈঃ পুমান্ ॥৪৩॥

**অন্বয়।** বায়ুনা ঈরিতৈঃ ( প্রেরিতৈঃ ) মেঘাটৈঃ ভাবৈঃ নভঃ ( আকাশং যথা ) ন স্পৃশ্যতে, তদ্বৎ পুমান্ ( জীবোহপি ) কালমৃষ্টৈঃ তেজোহব্রনমৈঃ ( তেজশ্চ



আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ ) গুণৈঃ ( দেহাদিভি ন  
স্পৃশ্ততে ॥৪৩॥

**অনুবাদ।** বায়ুকর্ষক প্রেরিত মেঘাদি ভাবসমূহ  
দ্বারা আকাশ যেরূপ সংস্পৃষ্ট হয় না সেইরূপ পুরুষও  
কালসৃষ্ট তেজ-জল-অন্নাদিময় দেহাদি দ্বারা লিপ্ত হন  
না ॥৪৩॥

**বিশ্বনাথ।** তেজশ্চ আপশ্চ অন্নং পৃথিবী চ তন্ময়ৈঃ  
কাল সৃষ্টৈশ্চ গুণৈর্দেহাদিভিঃ পুমান্ ন স্পৃশ্ততে। যদ্বায়ু-  
নেরিতৈর্মেঘাঐশ্চ নৈভো ন স্পৃশ্ততে তদ্বৎ ॥ ৪৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** তেজোহবনময় অর্থাৎ তেজ  
( অগ্নি ), অপ্ ( জল ) ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী—এইসব যুক্ত  
কালসৃষ্ট গুণ অর্থাৎ দেহাদিদ্বারা পুমান্ বা পুরুষ স্পৃষ্ট হয়  
না। যেমন বায়ুপ্রেরিত মেঘাদি দ্বারা আকাশ স্পৃষ্ট হয়  
না, সেইরূপ ॥ ৪৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** আকাশ যেরূপ বায়ু-প্রেরিত আগম-  
পায়ী মেঘাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না তদ্রূপ দেহমধ্যে অবস্থিত  
পুরুষের আগমপায়ী দেহাদিতে সন্মুক্ত নাই ॥ ৪৩ ॥

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যাস্তীর্থভূর্নাম্।

মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ ॥৪৪॥

**অন্নয়।** ( হে ) নৃপ ! ( রাজন্ ! ) স্বচ্ছঃ ( নির্মলঃ )  
প্রকৃতিতঃ ( স্বভাবতঃ ) স্নিগ্ধঃ ( জনৈষমুরাগবান্ ) মাধুর্য্যঃ  
( মধুরালাপী ) নৃণাং তীর্থভূঃ ( তীর্থস্থানম্ ) অপাং মিত্রম্  
( উদকতুলাঃ ) মুনিঃ স্নিগ্ধোপস্পর্শকীর্তনৈঃ ( দর্শনাদিভিঃ )  
পুনতি ( পবিত্রীকরোতি ) ॥৪৪॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্ ! স্বচ্ছ জল যে প্রকার  
ব্যবতীয় বস্তুর মল বিধৌত করে তদ্রূপ নির্মলায়, স্বভাবতঃ  
পরোপকারী, মধুরালাপী মুনিপুরুষ মানবগণের তীর্থস্বরূপ  
হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও ভগবৎ কীর্তনদ্বারা তাহাদিগকে  
বিশুদ্ধ করেন ॥৪৪॥

**বিশ্বনাথ।** জলচ্ছিক্তিমাহ,— স্বচ্ছো নির্মলঃ  
প্রকৃতিতঃ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধঃ জনৈষু স্নেহকৃৎ মাধুর্য্যো মধুরা-

লাপী তীর্থভূঃ ভক্ত্যুপদেশেন লোকপাবনঃ অপাং মিত্রং  
জলতুলাঃ। অঘাদিভি পাঠে মিত্রং সখায়ং পুনতি  
স্বচ্ছাদিগুণৈরর্থাজ্জলসাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্ ॥৪৪॥

**বঙ্গানুবাদ।** জল হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বলিতে-  
ছেন। স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্মল প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ স্বভাবতঃ  
স্নিগ্ধ জনসমূহে স্নেহকারী মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরালাপী তীর্থভূ  
অর্থাৎ ভক্তি-উপদেশদানে লোকপাবন অপের মিত্র অর্থাৎ  
জলতুলা। ‘অপাং’ স্থলে ‘অঘাৎ’ এই পাঠে মিত্র অর্থাৎ  
সখাকে পবিত্র করেন। অর্থাৎ স্বচ্ছাদি গুণ দ্বারা জল-  
সাদৃশ্য জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** নিজে পবিত্র না হইলে অপরকে  
পবিত্র করা যায় না। জল স্বভাবতঃ স্বচ্ছ বলিয়া অশ্রের  
মল বিদূরিত করে, সেইরূপ মুনিও অন্তরের বিষয়ভোগ-  
স্পৃহা-মালিগ্ন পরিত্যাগে স্বয়ং পবিত্র হইয়া অপরকেও  
পবিত্র করিবেন।

তীর্থভূ—ভক্তি-উপদেশদানে যিনি লোকের হৃদয়-  
শোধন করেন তিনিই প্রকৃত তীর্থ। বরং ভক্ত তীর্থ  
হইতেও পবিত্র।

ম হস্তায়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনস্ত্যক্কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

ভাঃ ১০।৪৮।৩১ ও ১০।৮৪।১২

ভগবান্ অকুরাদিকে বলিলেন—ইহলোকে জলময়  
ক্ষেত্রসমূহ বস্তুতঃ ‘তীর্থ’ পদবাচ্য, কিম্বা গৃহায় ও শিলাময়  
বিগ্রহসকল ‘দেব’ পদবাচ্য হয় না; যেহেতু তীর্থ ও  
দেবগণ সেবকগণকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু  
ভবাদৃশ সাধুগণ দর্শনকালেই মানবগণকে পবিত্র করিয়া  
থাকেন।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।

তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রদান ॥

চৈতন্ত ভাগবত আ ১৭ অঃ ॥ ৪৪ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তো তুর্গর্ষোদরভাজনঃ।

সর্বভক্ষোহপি মুক্তাত্মা নাদন্তে মলমগ্নিবৎ ॥৪৫॥

**অন্নয়।** ( অগ্নেঃ শিক্ষিতমাহ ) তেজস্বী তপসা

দীপ্তঃ দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ ( দুর্ধর্ষঃ অক্ষোভাঃ স চাসাবুদর-  
ভাজনশ্চ অপরিগ্রহঃ ) যুক্তায়া ( মুনিঃ ) সর্কভক্ষাঃ অপি  
( তন্ত্র নিষিদ্ধ ভক্ষণং ন সম্ভবতি, ভ্রমাদ্ যদি ভক্ষয়েৎ তদা  
অপি ) অগ্নিবৎ ( অগ্নির্যথা দহনেহপি ন তদোষভাগ্  
ভবতি ) মলং ( তন্নিমিত্তং পাপম্ ) ন আদত্তে ( ন  
প্রাপ্নোতি ) ॥৪৫॥

**অনুবাদ ।** তেজস্বী, তপোদীপ্ত, দুর্ধর্ষ, অপরিগ্রহ-  
শীল, যুক্তায়া মুনি সর্কপ্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও ( অর্থাৎ  
তাহাতে নিষিদ্ধভক্ষণ সম্ভবপর নহে, যদি দৈবাৎ কোন  
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করেন তাহা হইলেও ) অগ্নির তায়  
তন্নিমিত্ত কোনরূপ পাপগ্রস্ত হন না ॥৪৫॥

**বিশ্বনাথ ।** বহুঃ শিক্ষিতমাহ, তেজস্বীতি ত্রিভিঃ ।  
দুর্ধর্ষঃ ক্ষোভয়িতুমশক্যঃ স চাসাবুদরভাজনশ্চ যুক্তায়া  
যোগী এবং ভবেদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

**বঙ্গানুবাদ ।** অগ্নি হইতে শিক্ষণীয় বিষয়  
বলিতেছেন। দুর্ধর্ষ অর্থাৎ যাহা ক্ষুদ্র করা যায় না ও  
উদরভাজন যুক্তায়া অর্থাৎ যোগী এইরূপ হইবেন ॥ ৪৫ ॥

**অনুদর্শিনী ।** মুনি অগ্নির তায় কাহারও বশীভূত  
নহেন। উদরভাজন—উদর মাত্রই পাত্র অর্থাৎ উদর  
ভরণের জন্ত যাহা প্রয়োজনীয় অনাসক্তভাবে ততটুকুমাত্র  
গ্রহণ করেন, সঞ্চয় করেন না ॥ ৪৫ ॥

**কচিচ্ছন্নঃ কচিং স্পষ্ট উপাস্ত্রঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্ ।**

ভুঙক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাপ্তস্তরাশুভম্ ॥৪৬॥

**অম্বয় ।** ( অগ্নেরেব শিক্ষান্তরমাহ, যথা অগ্নিঃ )  
কচিং ( কাষ্ঠভস্মাদিষু ) ছন্নঃ ( নিহিতঃ ভবতি ) কচিং  
( চ কাষ্ঠাদিষ্মারুচঃ ) স্পষ্টঃ ( সন্ ) শ্রেয়ঃ ইচ্ছতাম্ উপাস্ত্রঃ  
( ভবতি ) দাতৃণাং ( হোমাদিকর্তৃণাং ) প্রাপ্তস্তরাশুভং  
( ভূতং ভবিষ্যচ্চ পাপং ) দহন্ সর্বত্র ( হতং ) ভুঙক্তে  
( তথা এব মুনিঃ অপি ভবেৎ ) ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ ।** অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে গূঢ়রূপে  
নিহিত থাকিয়াও প্রকাশে শ্রেয়স্কাগিগণের উপাস্ত্র হইয়া  
হোমকারিগণের আহুতি গ্রহণপূর্বক তাহাদের ভূত-

ভবিষ্যৎ পাপরাশি বিনাশ করেন, সেইরূপ মুনিপুরুষও  
কোনস্থলে গূঢ়রূপে অবস্থান করিবেন ; আবার কোন  
স্থলে প্রকাশে আগমনপূর্বক মঙ্গলাকাজী জনগণের  
উপাস্ত্ররূপে অবস্থিত হইয়া দাতৃগণের ভূতভবিষ্যৎ পাপ-  
রাশি বিনাশপূর্বক সর্বত্র তাহাদের প্রদত্ত উপহারাদি  
গ্রহণ করিবেন ॥ ৪৬ ॥

**স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসঙ্গক্ষণং বিভূঃ ।**

প্রবিষ্টঃ ঈয়তে তত্তৎসরূপোহগ্নিরিবৈধসি ॥৪৭॥

**অনুবাদ ।** বিভূঃ ( পরমাত্মা ) স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদং  
সদসঙ্গক্ষণং ( দেবতিথ্যাগাদিরূপং বিপ্রশূদ্রাদিরূপং বা )  
প্রবিষ্টঃ ( সন্ ) এধসি ( কাষ্ঠে প্রবিষ্টঃ ) অগ্নি ইব তত্তৎ-  
সরূপঃ ঈয়তে ( প্রতীয়তে ) ॥ ৪৭ ॥

**অনুবাদ ।** বিভূ পরমাত্মা নিজ মায়া-রচিত দেব-  
তিথ্যাগাদি বা বিপ্রশূদ্রাদিরূপ বিবিধ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া  
কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নির তায় ততুল্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া  
থাকেন ॥ ৪৭ ॥

**বিশ্বনাথ ।** অগ্নির্যথা এধসি প্রবিষ্ট ঈয়তে মন্বনাত্ম  
প্রকটীভবতি তথৈব ভগবানিদং জগৎ প্রবিষ্ট ঈয়তে শ্রবণ-  
কীর্তনাদিভক্ত্যভ্যাসাৎ প্রত্যক্ষীভবতি ॥ ৪৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** অগ্নি যেমন ইন্ধনে প্রবিষ্ট প্রতীয়মান  
হইয়া মন্বন হইতে প্রকট হয়, সেইরূপ ভগবান্ এই জগতে  
প্রবিষ্ট প্রতীয়মান হইয়া শ্রবণকীর্তনাদি-ভক্তি-অভ্যাস  
হইতে প্রত্যক্ষ হন ॥ ৪৭ ॥

**অনুদর্শিনী ।** পরমাত্মার বহুরূপত্ব লীলা বলিতে-  
ছেন—

যথা হুবস্থিতো বহুর্দীর্ঘকালেক স্বযোনিষু ।

নানৈব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ।

ভাঃ ১২।৩।৩

যেমন এক অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত  
হইয়া কাষ্ঠাদির তারতম্যভেদে নানারূপে দৃশ্য হয়, তজপ  
বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর প্রাণিদিগের অন্তঃস্থিত হইয়া যোনিগত  
তারতম্য-প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পান।

পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হইলেও দেহোপাধি-  
উচ্চনীচত্বাদি তাঁহার স্বাভাবিক নহে। তিনি সর্বত্রই  
তাঁহার স্বরূপের পৃথকত্বও বিশেষত্বসহ বিরাজিত। যেমন  
অগ্নি কাষ্ঠাদিতে প্রবিষ্ট হইয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায়  
রাখে। অবশ্য বাহ্যে উহা উপলব্ধ না হইলেও যেরূপ  
অগ্নি প্রকট হইলে উহার বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় তদ্রূপ  
পরমাত্মার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিকৃপাধিকত্ব  
উপলব্ধি হয় না। কাষ্ঠস্থিত অব্যক্ত অগ্নি যেরূপ মন্থন-  
ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়, তদ্রূপ শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিব্যাজনে  
অন্তরস্থিত পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় ॥ ৪৭ ॥

বিসর্গাচ্চাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্ত নাত্মনঃ।

কলানামিব চন্দ্রস্ত কালেনাব্যক্তবত্সনা ॥ ৮৮ ॥

অনুন্নয়। (চন্দ্রমসঃ শিক্ষিতাং বুদ্ধিমাং) অব্যক্ত  
বত্সনা (অলক্ষিতবেগেন) কালেন চন্দ্রস্ত কলানাম্ ইব  
দেহস্ত (এব) বিসর্গাচ্চাঃ (জন্মাচ্চাঃ) শ্মশানান্তাঃ  
(মরণান্তাঃ) ভাবাঃ (ভবন্তি) আত্মনঃ (জীবন্ত) ন  
(তে ভাবা ন ভবন্তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। অব্যক্ত বেগযুক্ত কালের দ্বারা চন্দ্রের  
কলাসমূহের যে প্রকার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিন্তু তাহাতে চন্দ্রের  
কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইপ্রকার অব্যক্ত কালগতিতে  
দেহেতেই জন্মমরণাদি ভাবসমূহ প্রকাশ পায়, কিন্তু  
তাহাতে আত্মার কোনরূপ বিকৃতি ঘটে না, ইহাই চন্দ্রের  
নিকট আমি শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ। চন্দ্রাচ্ছিক্ষিতমাং, বিসর্গো জন্ম শ্মশানং  
মৃত্যুস্তদন্তা দশা দেহেষ্টব নাত্মনঃ, চন্দ্রস্ত পঞ্চদশকলা-  
নামেব যথা উৎপত্তাদয়ঃ ন তু ষোড়শশ্রামাকলারূপস্ত  
চন্দ্রস্ত ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। চন্দ্র হইতে শিক্ষণীয় বিষয়। বিসর্গ  
অর্থাৎ জন্ম, শ্মশান অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত দশা দেহেরই,  
আত্মার বা জীবের নহে। চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাসমূহেরই  
উৎপত্তি প্রভৃতি, ষোড়শ-অমাকলারূপ চন্দ্রের তেমন  
নয় ॥ ৪৮ ॥

অনুদর্শিনী। দেহের দশা—

জন্মাচ্চাঃ বড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্ত নাত্মনঃ।

ভাঃ— ৭।৭।১৮

প্রত্যক্ষদৃষ্ট জন্মাদি ছয়টি বিকার-দেহেরই আত্মার  
নহে। ছয় দশ বা অবস্থা—জন্ম, বিজ্ঞমানতা, বৃদ্ধি,  
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ১০।৫৪।৪৭  
শ্লোক আলোচ্য।

চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার ইতিবৃত্ত —

জ্যোতিঃশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সোমমণ্ডল চন্দ্র এবং  
তেজোময় মণ্ডল সূর্য্য, রসময় সোমমণ্ডল সূর্য্যের প্রতি-  
বিম্বেই চন্দ্ররূপে প্রতীত হয়। সূর্য্য একস্থানে অবস্থিত  
আছেন। তাহার চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত অশ্বিনী  
প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও মেঘাদি দ্বাদশ রাশিচক্রই  
জ্যোতিঃচক্র নামে অভিহিত। এই জ্যোতিঃচক্র মেঘাদি  
দ্বাদশ মাসে সূর্য্যমণ্ডল পরিক্রমণ করিয়া থাকে।  
পৃথিবী অহোরাত্রে চক্রের ত্রায় আপন কক্ষে পরিক্রমণ  
করিয়া ত্রিংশৎ দিবসে এই এক এক রাশিকে অতিক্রম  
করে। সূর্য্যের অভিমুখে প্রতীত পৃথিবীর ভাগে দিব্য  
এবং তদ্বিপরীতে রাত্রি। পৃথিবী এইরূপে দ্বাদশরাশি  
অতিক্রম করিয়া দ্বাদশমাসে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দিকে একবার  
পরিক্রমণ করে। আপ্যমণ্ডল চন্দ্রও কিঞ্চিন্নূন ত্রিংশৎ  
দিবসে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। যে সময়  
সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তরে আপ্যমণ্ডল সমস্ত রেখায় এক  
রাশিতে অবস্থান করে, তখন সূর্য্য্যভিমুখে অবস্থিত  
আপ্যমণ্ডলের ভাগই প্রতিবিম্বিত হয়, পৃথিবীর অভিমুখে  
অবস্থিত প্রতিবিম্বিতাংশের বিপরীতভাগে আলোকহীনতা-  
নিবন্ধন আর পৃথিবীর নিকট প্রতীত হয় না। পরে  
প্রতিপদাদি আরম্ভ করিয়া আপ্যমণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দিকে  
পরিক্রমণ করিতে গিয়া যেমন সমরাশি হইতে বিচ্যুত  
হইয়া দিব্য রাশিতে অবস্থান করে, অর্থাৎ সূর্য্য, আপ্য-  
মণ্ডল ও পৃথিবী ত্রিভুজের ত্রিকোণ স্থানীয় হয়, সেই সময়  
সূর্য্য-প্রতিবিম্বিত আপ্যমণ্ডলের আংশিক ভাগ পৃথিবীর  
নিকট পরিদৃষ্ট হয়; এবং ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকট হইতে

আপ্যমণ্ডল পৃথিবী পরিবেষ্টনার্থ যতই দূরে যাইতে থাকে, ততই তাহার স্বর্ষ্যপ্রতিবিম্বিতভাগ পরিবর্দ্ধিতভাবে পৃথিবীর নিকট পরিদৃষ্ট হয়। এই এক এক দিবসের প্রতিবিম্বিত পরিদৃষ্ট আপ্যমণ্ডলের অংশকে এক এক কলানামে সংজ্ঞিত করা হয়। এইরূপে পঞ্চদশ দিবসে আপ্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিজগতিতে যখন স্বর্ষ্য ও পৃথিবীর সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করে, অর্থাৎ পৃথিবী যখন স্বর্ষ্য ও আপ্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া সমস্তরৈখ্য একরাশিতে অবস্থান করে, তখন স্বর্ষ্য প্রতিবিম্বিত আপ্যমণ্ডলের ভাগ পূর্ণমাত্রায় পৃথিবীর অভিমুখেই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং আপ্যমণ্ডলে স্বর্ষ্যের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত যাহা পৃথিবী হইতে লক্ষিত হয়, তাহারই নাম পঞ্চদশকলার সমাবেশ পূর্ণচন্দ্র।

আবার চন্দ্র এক এক দিবসে যতই স্বর্ষ্যের সন্নীপবর্তী হইতে থাকে, ততই তাহার সেই প্রতিবিম্বিতাংশ পৃথিবীর দৃষ্টির বহিভূত হইতে লাগে, সেই অংশের নাম কলা। সেই কলা হ্রাসে কৃষ্ণপক্ষের আরম্ভ হইয়া পুনরায় যখন আপ্যমণ্ডল স্বর্ষ্য ও পৃথিবীর অন্তরালে সমস্তরৈখ্য একরাশিতে অবস্থান করে, তখনই অমাবস্যা হয়। অতএব আপ্যমণ্ডল যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, স্বর্ষ্যের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বগ্রহণে তাহার কখনও বাধা হয় না, সুতরাং পূর্ণচন্দ্ররূপেরও কোন বাধাত নাই, কেবল পৃথিবী সম্পর্কে তাহার ন্যূনতমিক দৃষ্টির তারতম্যে কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি এবং পূর্ণচন্দ্র ও অমাবস্যা। সুতরাং পৃথিবীর নিকটে অমাবস্যা ঘটিলেও তদ্বিপরীতে পূর্ণচন্দ্র আছে, কেবল গতির ইতরবিশেষ মাত্র (শ্রীধংসানিপাদকৃত টীকার মত্মানুবাদ)। সেইরূপ জীবাত্মার জন্মনাশাদি ঘটিকার কেবল দেহের সম্পর্কে মাত্র। আত্মা পূর্ণচন্দ্রের স্থায় অক্ষয়, অজর ও অমর ॥ ৪৮ ॥

কালেন হ্যোষবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যরৌ।

নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোহগ্নেয়ধার্ষ্ট্যম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। (সিংহাবলোকনেনাগ্নিদৃষ্টান্তেনৈব দেহানাং

ক্ষণভঙ্গুরতয়া বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিত্যাহ)। ওষবেগেন (ওষবৎ জল প্রবাহবৎ বেগো যন্ত তেন) কালেন অগ্নেঃ অর্জিবাং (জালানাং) যথা আত্মনঃ (সম্বন্ধিনাং) ভূতানাং (দেহানাং) প্রভবাপ্যরৌ (উৎপত্তিবিনাশৌ) নিত্যৌ (প্রতিক্ষণং ভবন্তৌ) অপি (তথা) ন দৃশ্যেতে হি (ন লক্ষ্যেতে) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। অগ্নিজালাসমূহের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলেও তাহা যেরূপ লক্ষিত হয় না সেই প্রকার জনপ্রবাহের স্থায় বেগশালী কালের দ্বারা জীবগণের দেহের অবস্থান্তর প্রাপ্তিবশতঃ প্রতিক্ষণে উৎপত্তি এবং বিনাশ ঘটিলেও তাহা লক্ষ্যীভূত হয় না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ। সিংহাবলোকনাত্ম্যেন পুনরপ্যগ্নেঃ সকাশাশ্চৈরাগ্যং শিক্ষিতমাহ,—কালেনৈতি। ওষবেগেন ওষবতাং মারুতাদীনামিব বেগো যন্ত তেন। আত্মনঃ সম্বন্ধিনাং ভূতানাং দেহানামিত্যর্থঃ। অর্জিবাং জালানাম্ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। “সিংহাবলোকনাত্ম্যাত্ম্যেন পুনরায় অগ্নির নিকট বৈরাগ্য-শিক্ষা বিষয় বলিতেছেন। ওষবেগ ওষ অর্থাৎ মারুতাদীর স্থায় যাহার বেগ সেই কালধারা। আত্মার অর্থাৎ তৎ-সম্বন্ধবিশিষ্ট ভূত অর্থাৎ ভূতসমূহের অর্থাৎ দেহসমূহের। অর্জিঃ অর্থাৎ জালাসমূহের ॥ ৪৯ ॥

অনুদর্শিনী। সিংহাবলোকনাত্ম্য—অর্থাৎ সিংহ যেমন সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ অবলোকন করে তদ্রূপ অবধূত মহাশয় শিক্ষাশুক্রবর্গের নাম ও তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বলিবার সময় অগ্নির কথা উল্লেখ করিবার পর চন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে পুনরায় পূর্বোক্ত অগ্নির কথা বলিতেছেন—

স্বরূপতঃ অগ্নির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যেমন বায়ুবেগে তাহার শিখারই উৎপত্তি ও বিনাশ তদ্রূপ আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, কালবেগে দেহেরই উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্ট হন ॥ ৪৯ ॥

গুণৈশ্চ গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুক্ততি ।

ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥৫০॥

**অন্বয়।** (আদিত্যাং শিক্ষিতমাহ) গোপতিঃ (স্বর্ঘ্যঃ যথা) গোভিঃ (রশ্মিভিঃ) গাঃ (জলানি) ইব যোগী গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) গুণান্ (বিষয়ান্) উপাদত্তে (স্বীকরোতি) যথাকালং (অর্থিত্যাগতে সতি) বিমুক্ততি (দদাতি) তেষু ন যুজ্যতে (লক্ষ্যমিতি দত্তমিতি বা অতিনিবেশং ন করোতি) ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ।** স্বর্ঘ্য যে প্রকার স্বীয় রশ্মির দ্বারা জলরাশি গ্রীষ্মকালে আকর্ষণপূর্বক বর্ষাকালে পুনরায় বিমর্জন করেন, সেই প্রকার যোগী পুরুষও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলেও যথাকালে অর্থাৎ যাচক উপস্থিত হইলে উহা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অতিনিবিষ্ট হন না ॥ ৫০ ॥

**বিশ্বনাথ।** স্বর্ঘ্যাজ্জিক্ষিতমাহ,—দ্রাভ্যাম্ গুণৈরি-  
ন্দ্রিয়ৈশ্চ গুণান্ বিষয়ান্ উপাদত্তে । যথাকালমর্থিত্যাগতে  
সতি বিমুক্ততি দদাতি চ । ন তেষু যুজ্যতে । ময়া লক্ষ্য  
ময়া দত্তা ইতি বাতিনিবেশং ন করোতি । গোভিঃ  
রশ্মিভিঃ গা জলানি গোপতিঃ স্বর্ঘ্যো যথা ॥ ৫০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** স্বর্ঘ্য হইতে শিক্ষণীয় বিষয়। গুণ  
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গুণ অর্থাৎ বিষয় সমূহকে স্বীকার  
করেন। যথাকালে অর্থাৎ অর্থি বা যাচক উপস্থিত হইলে  
ছাড়িয়া দেন অর্থাৎ দান করেন। তাহাতে আসক্ত নহেন।  
আমি লাভ করিয়াছি, আমি দান করিয়াছি এইরূপ  
অতিনিবেশ করেন না। গো অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা গা  
অর্থাৎ জলসমূহকে গোপতি অর্থাৎ স্বর্ঘ্য যেমন ॥ ৫০ ॥

**অনুদর্শিনী।** স্বর্ঘ্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা  
পৃথিবীর জন্তই পৃথিবী হইতে অষ্ট মাস কাল জল আকর্ষণ  
করেন এবং পৃথিবীর প্রয়োজন কালে—বর্ষার চারি মাস  
সেই জল প্রদান করেন; তদ্রূপ যোগীও ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা  
নিজ ভোগের জন্ত বিষয় গ্রহণ করিবেন না; পরের  
জন্তই সংগ্রহ করিবেন। যাচকাদি উপস্থিত হইলে  
তাহাদের ক্ষুধাদি অবসর অনুরূপে দান করিবেন। বিষয়-

সমূহ আমি লাভ করিয়াছি এবং আমি দান করিয়াছি  
এইরূপে কর্তৃত্বাভিমান দ্বারা বিষয়ে অতিনিবিষ্ট হইবেন  
না ॥ ৫০ ॥

বুধ্যতে যে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদগতঃ ।

লক্ষ্যতে স্থলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহর্কবৎ ॥৫১॥

**অন্বয়।** যে (স্ব-স্বরূপে) অবস্থিতঃ (বর্তমানঃ) আ  
র্কবৎ (স্বর্ঘ্য ইব) ভেদেন ন বুধ্যতে, (পরন্তু) ব্যক্তিস্থঃ  
(উপাধৌ প্রতিবিধিতঃ সন্) স্থলমতিভিঃ তদগতঃ  
(উপাধিপ্রবিষ্টঃ স্বর্ঘ্যঃ) ইব (ভেদেন) লক্ষ্যতে চ ॥ ৫১ ॥

**অনুবাদ।** স্বর্ঘ্য স্বীয় কিরণমণ্ডলের সহিত অভিন্নরূপে  
লক্ষিত হইয়াও যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রের প্রতিবিম্বিত  
হইলে স্থলবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের নিকট উহা বহুরূপে  
প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার আত্মা স্বরূপে অবস্থান কালে  
অভিন্নরূপেই লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ  
উপাধিতে প্রবেশ করিলে প্রতিবিম্বিত স্বর্ঘ্যের ত্রায়  
স্থলবুদ্ধিপরাগ পুরুষের নিকট পৃথকরূপে লক্ষিত হইয়া  
থাকে ॥ ৫১ ॥

**বিশ্বনাথ।** আত্মা পরমাত্মা সেন ভেদেন স্বরূপ-  
শক্তিমায়াশক্তি জীবশক্ত্যাঙ্কেনাবস্থিতোহর্কবদ্ বুধ্যতে,  
অর্কো যথা স্বমণ্ডলমেবকিরণাঙ্কেন ভেদেনাবস্থিতো  
বুধ্যত ইত্যর্থঃ । স্থলমতিভিস্তু ব্যক্তিস্থো জ্ঞাপদার্থ ইব  
তদগতঃ ব্যক্তিগতঃ উপাধ্যবচ্ছিন্ন আত্মা লক্ষ্যতে, অর্কবৎ  
অর্কো যথা জলাদি পরিচ্ছিন্নঃ ॥ ৫১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা স্বীয় ভেদদ্বারা  
অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আত্মাকরূপে  
অবস্থিত, অর্কবৎ অর্থাৎ অর্ক বা স্বর্ঘ্য যেমন স্বমণ্ডলমেঘ-  
কিরণাঙ্করূপে ভেদে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।  
স্থলমতিগণ কিন্তু ব্যক্তিস্থ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের ত্রায়  
তদগত, ব্যক্তিগত অর্থাৎ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন (পৃথক)  
আত্মা লক্ষিত হয়। স্বর্ঘ্য যেমন জলাদি দ্বারা  
(প্রতিবিম্বিত হইয়া) পরিচ্ছিন্ন ॥ ৫১ ॥

**অনুদর্শিনী।** স্থলমতিগণ বুঝিতে পারেন যে,

একই স্বর্য যেরূপ স্বমণ্ডল মেঘ-কিরণাত্মকভেদে গগনে অবস্থান করেন তদ্রূপ একই পরমাত্মা স্বরূপশক্তি-মায়া-শক্তি-জীবশক্তি-আত্মকে অবস্থান করেন। স্থূলমতিগণ কিন্তু গগনস্থ সেই স্বর্যকে জলাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যেমন উপাধিভেদে লব্ধ, হ্রস্ব, মলিনত্বাদিভেদে দর্শন করে তদ্রূপ সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন জীবে অবিম্বিত দেখিয়া তাঁহাকেও দেহাদি উপাধিবৃত্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন করে।

শ্রীভীষ্ম শ্রীভগবান্বে বলিতেছেন—

তমিমমহমজ্ঞং শরীরভাজাং  
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকন্নিতানাম্।  
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং  
সমাধিগতোস্মি বিধৃতভেদমোহঃ ॥

ভাঃ ১।৭।৪২

হে অজ, একই স্বর্য যেমন প্রাণিগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অবিষ্টানভেদে বহুবিধরূপে প্রতিভাত হয় তদ্রূপ আপনিও স্বয়ং একটি প্রাণিগণের প্রতিহৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া বহু বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। ভগবন্! এক্ষণে আপনার রূপায় আমার এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, আপনাকে সম্যক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সমুখে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম।

অনন্ত ক্ষটিকে যৈছে এক স্বর্যভাসে।

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ চরিতামৃত

আ ২ পঃ ॥ ৫১ ॥

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ।

কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনবীঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়। (কপোতাং শিক্ষিতমাহ) ক অপি (বিষয়ে) কেনচিৎ (সহ) অতিস্নেহঃ (অতি প্রীতিঃ) প্রসঙ্গঃ (উপলালনাআসক্তিঃ) বা ন কর্তব্যঃ (তং) কুর্ব্বন্ দীনবীঃ (বিবেকহীনঃ সন্) কপোতঃ ইব সন্তাপং (দুঃখং) বিন্দেত (প্রাপুয়াং) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। কোন বিষয়ে বা কাহারও সহিত অতিপ্রীতি বা লালনপালনাদি-জনিত আসক্তি কর্তব্য

নহে। তাহা হইলে বিবেকহীন কপোতের ত্রায় দুঃখ-লাভ করিতে হয় ॥ ৫২ ॥

বিশ্রনাথ। কপোতাচ্ছিক্ষিতমাহ, নাতীতি। প্রসঙ্গ উপলালনাদি ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। কপোত হইতে শিক্ষণীয় বিষয়। প্রসঙ্গ অর্থাৎ-উপলালনাদি ॥ ৫২ ॥

অনুদর্শিনী। প্রসঙ্গমজ্ঞর পাশমাগ্ননঃ কবয়ো বিহুঃ।

স এব সাধুযু ক্তো মোক্ষদ্বারমপাবৃত্তম্ ॥

ভাঃ ৩।২।২০

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞীপুত্রাদি প্রসঙ্গ উপলালনাদি বা (জ্ঞীপুত্রাদিতে) আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধু-পুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের অনাবৃত্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতোঁ।

কপোত্যা ভার্য্যা সার্কিম্বাস কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়। (দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি) কশ্চন কপোতঃ অরণ্যে বনস্পতোঁ (বৃক্ষে) কৃতনীড়ঃ (কৃতং নীড়ম্ কুলায়ঃ যেন সঃ) কপোত্যা ভার্য্যা সার্কিং কতিচিৎ সমাঃ (সংবৎ-সরান্) উবাস (তস্থে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। কোন এক কপোত বনমধ্যে একটি বৃক্ষের উপর বাসস্থান নিৰ্ম্মাণকরতঃ ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর তথায় বাস করিতেছিল ॥ ৫৩ ॥

কপোতো স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধাম্মণৌ।

দৃষ্টিং দৃষ্ট্যঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। (তয়োর্মিথঃ স্নেহপ্রসঙ্গো দর্শয়তি) স্নেহ-গুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহেন গুণিতং নিবন্ধং হৃদয়ং যয়োস্তৌ) গৃহধাম্মিণৌ (মৈথুণ্যসুখনিরতোঁ তৌ) কপোতো (কপোতঃ কপোতী চ) দৃষ্ট্যা দৃষ্টিম্ অঙ্গেন অঙ্গং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং ববন্ধতুঃ (সংযোজিতবস্তৌ) ॥ ৫৪ ॥

**অনুবাদ।** মৈথুল্যস্বপ্নের গৃহদ্বারের কপোত-কপোতী, স্নেহবদ্ধহৃদয়ে একের দৃষ্টি, অঙ্গ ও মনের দ্বারা অপরের দৃষ্টি, অঙ্গ এবং মনকে আকর্ষণপূর্বক সংযোজিত করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

**শয্যাসনাতনস্থানবার্তাক্রীড়াশনাদিকম্।**

**মিথুনীভূয় বিশ্রকৌ চেরুতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥**

**অনুবাদ।** ( তৌ ) বিশ্রকৌ ( নিঃশ্রকৌ ) মিথুনীভূয় ( মিলিত্বা ) বনরাজিষু ( অরণ্যমধ্যে ) শয্যাসনাতনস্থান-বার্তা-ক্রীড়াশনাদিকং ( তত্তৎকার্যজাতং ) চেরুতুঃ ( কৃত-বস্তৌ ) ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ।** তাহারা নিঃশব্দচিত্তে মিলিত হইয়া বনমধ্যে এক শয্যায় শয়ন, একত্রে উপবেশন, একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে অবস্থান, এবং পরস্পর আলাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদিকার্য সম্পাদন করিত ॥ ৫৫ ॥

**যং যং বাঙ্জতি সা রাজন্ তর্পর্যন্ত্যনুকম্পিতা।**

**তং তং সমনয়ং কামং কৃচ্ছে গাণ্যাজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥**

**অনুবাদ।** ( হে ) রাজন্! সা ( কপোতী ) তর্পর্যন্তী ( সহাসবীক্শিতালাপাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী ) ( অতএব তেন ) অনুকম্পিতা ( কৃপাপূর্বকম্ প্রচোদিতা সতী ) যং যং বাঙ্জতি অজিতেন্দ্রিয়ঃ ( স কপোতঃ ) কৃচ্ছেণ অপি ( অতি কষ্টেনাপি ) তং তং কামং সমনয়ং ( সম্পা-দয়ামাস ) ॥ ৫৬ ॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্! কপোতী সহাস-দৃষ্টিপাত ও আলাপাদি দ্বারা কপোতের প্রীতি উৎপাদনপূর্বক তাহার অনুকম্পিতা হইয়া যাহা যাহা প্রার্থনা করিত অজিতেন্দ্রিয় কপোত অতি কষ্টকর হইলেও তাহা আনিয়া তাহার কামনা পূরণ করিত ॥ ৫৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** তর্পর্যন্তী সুরতালাপবীক্শিতাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** তৃপ্তিকারিণী অর্থাৎ সুরতোপযোগী আলাপদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা কপোতের প্রীতিদায়িনী ॥ ৫৬ ॥

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহুন্তী কাল আগতে।

অগুনি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যাঃ সন্নিধৌ সতী ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ।** প্রথমং গর্ভং গৃহুন্তী সতী কপোতী কালে ( প্রসবকালে ) আগতে ( প্রাপ্তে সতি ) স্বপত্যাঃ সন্নিধৌ নীড়ে অগুনি সুষুবে ( প্রসুতবতী ) ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ।** অনন্তর কপোতী প্রথম গর্ভধারণ করিয়া প্রসবকাল আগত হইলে নিজ পতির সমক্ষে সেই নীড় মধ্যে কয়েকটি অণ্ড প্রসব করিল ॥ ৫৭ ॥

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।

শক্তিভিত্ত্বির্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনুরুহাঃ ॥ ৫৮ ॥

**অনুবাদ।** কালে ( তৎপরিপাককালে ) তেষু ( জল-ভরিতেষু অণ্ডেষু ) হরেঃ হ্রস্বিভাব্যাভিঃ ( অতর্ক্যাভিঃ ) শক্তিভিঃ রচিতাবয়বাঃ ( রচিতা অবয়বা যেষাং তে ) কোমলাঙ্গতনুরুহাঃ ( কোমলাঙ্গানি তনুরুহাশ্চ যেষাং তে ) ব্যজায়ন্ত ॥ ৫৮ ॥

**অনুবাদ।** পরে যথাকালে শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে ঐ সকল অণ্ড হইতে সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এবং রোমসংযুক্ত শাবকগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** প্রজাঃ ব্যজায়ন্ত ॥ ৫৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** প্রজা বা সন্ততি বিজাত বা উৎপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

প্রজাঃ পুণ্ড্রতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।

শৃঙ্খলৌ কুজিতং তাসাং নিবৃত্তৌ কলভাষিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ।** তাসাং ( প্রজানাং ) কুজিতং শৃঙ্খলৌ কলভাষিতৈঃ ( মধুরস্বনৈঃ ) নিবৃত্তৌ ( স্নেহিনী ) ( অতএব ) প্রীতৌ পুত্রবৎসলৌ দম্পতী প্রজাঃ ( শিশূন্ ) পুণ্ড্রতুঃ ( পোবরামাসতুঃ ) ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ।** অনন্তর পুত্রবৎসল কপোতমিথুন শাবকগণের কুজনধ্বনি শ্রবণ এবং মধুর শব্দে আনন্দিত হইয়া অতি প্রসন্নচিত্তে তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তাসাং পতত্রৈঃ স্মৃৎপার্শৈঃ কৃজিতৈমুঞ্চচেষ্টিতৈঃ ।

প্রত্যুদগমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

**অনুব্র।** পিতরৌ (পিতা চ মাতা চ তৌ) অদীনানাং (হৃষ্টানাং) তাসাং (প্রজানাং) স্মৃৎপার্শৈঃ (স্মৃৎপার্শৈঃ) পতত্রৈঃ (পত্শৈঃ) কৃজিতৈঃ মুঞ্চচেষ্টিতৈঃ (সুন্দরচেষ্টিতৈঃ) প্রত্যুদগমৈঃ (উৎপতনৈশ্চ) মুদং (হর্ষম্) আপতুঃ (প্রাপ্তৌ) ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ।** শাবকগণের পিতামাতা উভয়ে হৃষ্টভাব-যুক্ত শিশুগণের পক্ষদ্বয়ের স্মৃৎপার্শে, মধুর কুজন-শ্রবণে এবং সুন্দর চেষ্টা ও উৎপতনাদি-দর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছিল ॥ ৬০ ॥

**বিশ্বনাথ।** অদীনানাং হৃষ্টানাম্ ॥ ৬০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অদীন অর্থাৎ হৃষ্টশাবকগুলির ॥৬০॥

স্নেহানুবন্ধহৃদয়াবতোত্তং বিষ্ণুমায়ায়া ।

বিমোহিতৌ দীনধিরৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥৬১॥

**অনুব্র।** বিষ্ণুমায়ায়া বিমোহিতৌ (অতঃ) অতোত্তং স্নেহানুবন্ধহৃদয়ো (স্নেহেন অনুবন্ধম্ অমুরক্তং হৃদয়ং যয়ো স্তৌ) দীনধিরৌ (তৎপোষণ প্রবণতয়া ব্যাকুলচিত্তৌ) শিশূন্-প্রজাঃ (পুত্রান্) পুপুষতুঃ (পোষিতবন্তৌ) ॥৬১॥

**অনুবাদ।** বিষ্ণুমায়াবিমোহিত হইয়া পরস্পর স্নেহানুরক্ত কপোতদম্পতী সন্তানপালনের নিমিত্ত ব্যাকুলিতচিত্তে শাবকগণকে পালন করিতে লাগিল ॥৬১॥

**বিশ্বনাথ।** শিশূন্ বালান্ প্রজা অপত্যানি ॥৬১॥

**বঙ্গানুবাদ।** শিশু অর্থাৎ প্রজা অর্থাৎ অপত্য বা সন্তান ॥৬১॥

একদা জগ্যতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ ।

পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥৬২॥

**অনুব্র।** একদা কুটুম্বিনৌ তৌ (পিতরৌ) তাসাং (প্রজানাম্) অন্নার্থম্ (আহার্য্যার্থম্) জগ্যতুঃ (গতবন্তৌ) (তথা) অর্থিনৌ (আহারমাক্রান্তমার্গে) তস্মিন্ কাননে

(বনে) পরিতঃ (সর্বতঃ) চিরং (বহুক্ষণং) চেরতুঃ (চরিতবন্তৌ) ॥৬২॥

**অনুবাদ।** একদিন কুটুম্বপালনাসক্ত কপোত-দম্পতী শাবকগণের আহার্য্য-সংগ্রহের নিমিত্ত বনে গমন করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ তৎসম্বন্ধে বনমধ্যে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥৬২॥

দৃষ্ট্য়া তান্ লুক্ককঃ কশ্চিদযদৃচ্ছাতৌ বনেচরঃ ।

জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্থালয়াস্তিকে ॥৬৩॥

**অনুব্র।** (তদা) কশ্চিৎ লুক্ককঃ (ব্যাধঃ) যদৃচ্ছাতঃ (যদৃচ্ছয়া) বনে চরঃ (সন্) স্থালয়াস্তিকে (স্বস্ত্র আলয়স্ত্র নীড়স্ত্র অস্তিকে সমীপে) চরতঃ (ক্ৰীড়তঃ) তান্ (কপোতপুত্রান্) দৃষ্ট্য়া জালম্ আতত্য (প্রসার্য্য তান্) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥৬৩॥

**অনুবাদ।** সেই সময় জনৈক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে কপোতদম্পতীর নীড়সমীপে তাহাদের শিশুগণকে খেলা করিতে দেখিয়া জাল বিস্তার-পূর্বক তাহাদিগকে আবদ্ধ করিল ॥৬৩॥

**বিশ্বনাথ।** স্থালয়াস্তিকে স্বনীড়তলনিকটে চরতস্তান্ বালান্ জগ্রাহ ॥৬৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** স্থালয়াস্তিকে অর্থাৎ স্বীয় নীড়তল-নিকটে চরণশীল অর্থাৎ চরিতেছিল এমন অবস্থায় সেই বালকগুলিকে গ্রহণ করিল বা ধরিল ॥৬৩॥

কপোতশ্চ কপোতৌ চ প্রজাপোষে সদাৎসুকৌ ।

গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥৬৪॥

**অনুব্র।** (অনন্তরং) প্রজাপোষে (প্রজাপালনে) সদা উৎসুকৌ (অতস্তদাহারার্থং) গতৌ কপোতঃ চ কপোতৌ চ পোষণং (ভক্ষ্যম্) আদায় (গৃহীত্বা) স্বনীড়ম্ উপজগ্মতুঃ (আগতবন্তৌ) ॥৬৪॥

**অনুবাদ।** অনন্তর সন্তানপালনোৎসুক কপোত-কপোতী তাহাদের শিশুগণের আহার্য্য-সংগ্রহার্থ বনে



গিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ণপূর্বক স্বনীড়ে প্রত্যাগমন করিল ॥৬৪॥

**বিশ্বনাথ ।** পোষণং ভক্ষ্য ॥৬৪॥

**বঙ্গানুবাদ ।** পোষণং অর্থাৎ ভক্ষ্য ॥৬৪॥

কপোতী স্বাত্মজান বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্ ।  
তানভাষ্যবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভূশদুঃখিতা ॥৬৫॥

**অন্বয় ।** কপোতী স্বাত্মজান্ বালকান্ জালসংবৃতান্ (বন্ধান্, অতএব) ক্রোশতঃ (বিলাপং কুর্বতঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভূশদুঃখিতা (অতিশয়ঃ দুঃখিতা সতি) ক্রোশন্তী (রুদতী) তান্ (শাবকান্) অভাষ্যবৎ (তেষামভিমুখং গতবতী) ॥৬৫॥

**অনুবাদ ।** কপোতী নিজ শাবকগণকে জালবদ্ধ এবং ক্রন্দনরত নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া স্বয়ং রোদন করিতে করিতে তাহাদের দিকে ধাবিত হইল ॥৬৫॥

সাসকুৎস্নেহগুণিতা দীনচিন্তাজমায়য়া ।

স্বয়ংকাবধ্যত শিচা বন্ধান্ পশুন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥৬৬॥

**অন্বয় ।** অজমায়য়া (অজন্ত ভগবতঃ মায়য়া) অস-  
কুৎ (নিরন্তরং) স্নেহগুণিতা (স্নেহেন গুণিতা বন্ধা) দীন-  
চিন্তা (কাতরা) (তথা) অপস্মৃতিঃ (অপগতা স্মৃতিবৃত্তাঃ)  
সা কপোতী (তান্) বন্ধান্ পশুন্তী (অপি) স্বয়ং চ শিচা  
(জালেন) আবধ্যত (আবদ্ধা) ॥৬৬॥

**অনুবাদ ।** ভগবন্মায়্যা-বিমোহিত, নিরন্তর স্নেহাবদ্ধা ও অত্যন্ত কাতরা কপোতী স্মৃতিশূন্য হইয়া শাবকগণকে জালে আবদ্ধ দেখিয়াও নিজে জালে আবদ্ধ হইল ॥৬৬॥

**বিশ্বনাথ ।** বন্ধান্ স্ববালান্ পশুন্তী অপস্মৃতিঃ  
শোকেনাচেতনা সতী পতন্তী শিচা জালেনাবধ্যত ॥৬৬॥

**বঙ্গানুবাদ ।** বন্ধ নিজ সন্তানগুলিকে দেখিয়া  
অপস্মৃতি অর্থাৎ শোকে অচেতন হইয়া শিক্ অর্থাৎ জাল-  
দ্বারা আবদ্ধ হইল ॥৬৬॥

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বন্ধানান্ননোহপ্যধিকান্ প্রিয়ান্ ।  
ভার্য্যাকাংক্ষসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৬৭॥

**অন্বয় ।** (তদা) কপোতঃ চ আত্মনঃ (শরীরাত্) অপি অধিকান্ প্রিয়ান্ স্বাত্মজান্ (শাবকান্) বন্ধান্ (তথা) আত্মসমাং (আত্মানুরূপাং) ভার্য্যাং চ (বন্ধাং দৃষ্ট্বা) দীনঃ অতি দুঃখিতঃ (চ সন্) বিললাপ (স্তশোচ) ॥৬৭॥

**অনুবাদ ।** তখন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রগণকে এবং আত্মসমা ভার্য্যাকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া দীন কপোতও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥৬৭॥

**বিশ্বনাথ ।** চকারাৎ স্তশোচ ॥৬৭॥

**বঙ্গানুবাদ ।** 'চ' শোক করিয়াছিল ॥৬৭॥

অহো মে পশুতাপায়মল্পপুণ্যস্ত দুর্ম্মতেঃ ।

অতৃপ্ত্যাকৃতার্থস্ত গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥৬৮॥

**অন্বয় ।** অহো! (হে জনাঃ!) অতৃপ্তস্ত (দৃষ্ট  
স্বথেন অতৃপ্তস্ত) অকৃতার্থস্ত (অদৃষ্টস্বখমসম্পাদয়তঃ) অল্প  
পুণ্যস্ত দুর্ম্মতেঃ মে (মম) অপায়ং (বিনাশং) পশুত,  
(যতঃ) ত্রৈবর্গিকঃ (ধর্ম্মার্থকামরূপঃ ত্রিবর্গসাধনভূতঃ)  
গৃহঃ (গৃহাশ্রমঃ) হতঃ (নষ্টঃ) ॥৬৮॥

**অনুবাদ ।** হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! দৃষ্ট  
ঐহিক স্বখে অতৃপ্ত এবং অদৃষ্ট পারলৌকিক স্বখসম্পাদনে  
বিমুখ, অল্প পুণ্যবান, মাদৃশ দুর্ম্মতির বিনাশ দর্শন কর,  
কারণ আজ আমার ত্রিবর্গ-সাধনভূত গৃহাশ্রম নষ্ট  
হইল ॥৬৮॥

অনুরূপানুরূপা চ যন্ত মে পতিদেবতা ।

শূত্রে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্ঘ্যাতি সাধুভিঃ ॥৬৯॥

**অন্বয় ।** যন্ত মে (মম) পতিদেবতা (পতিরৈব  
দেবতা যস্তাঃ সা) অনুরূপা (অনুরূপতা) অনুরূপাচ  
(ভার্য্যা) শূত্রে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য সাধুভিঃ পুত্রৈঃ (সহ)  
স্বঃ (স্বর্গং) যাতি ॥৬৯॥

অনুবাদ। আমার পতিব্রতা, অন্নগতা এবং  
আত্মাহুতপা ভাষ্যা আমাকে একাকী শূণ্যগৃহে পরিত্যাগ-  
পূর্বক সাধুপুত্রগণের সহিত স্বর্গে গমন করিল ॥৬৯॥

সোহং শূণ্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।

জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥৭০॥

অনুবাদ। দীনঃ মৃতদারঃ (বিপন্নিকঃ) মৃতপ্রজঃ  
(নষ্টপুত্রঃ) বিধুরঃ (বিরহী) দুঃখজীবিতঃ (দুঃখেন  
জীবিতং যন্ত তথাবিধঃ সন্) সঃ অহং শূণ্যে গৃহে কিমর্থং  
বা জিজীবিষে (জীবিতুমিচ্ছামি) ॥৭০॥

অনুবাদ। পত্নীপুত্রহারা দীন আমি তদ্বিরহে  
কাতর হইয়া দুঃখময় জীবনধারণপূর্বক একাকী এই গৃহে  
কিছুই বা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি ॥৭০॥

তাংস্তুথৈবাবৃতান্ শিগ্ভিম্ভ্রাণ্ডস্তান্ বিচেষ্টতঃ।

স্বয়ং কৃপণঃ শিষ্ণু পশুন্নপ্যবুধোহপতং ॥৭১॥

অনুবাদ। অবুধঃ (মূর্থঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) (স  
কপোতঃ) তথা এব শিগ্ভিঃ (জালৈঃ) আবৃতান্  
মৃত্যুপ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ (মুক্তার্থঃ কৃতযজ্ঞান্) তান্  
(শাবকান্) পশুন্ অপি স্বয়ং চ শিষ্ণু (জালেষু) অপতং  
(পতিতো বভূব) ॥৭১॥

অনুবাদ। অনন্তর মূর্থ কাতরচিত্ত কপোত স্বীয়  
শাবকগণকে জালে আবদ্ধ, মৃত্যুপ্রস্ত এবং মুক্তির জ্ঞ  
যত্নশীল দর্শন করিয়াও স্বয়ং জালে নিপতিত হইল ॥৭১॥

বিশ্বনাথ। বিচেষ্টমানান্ পশুন্নপতং ॥৭১॥

বঙ্গানুবাদ। বিচেষ্টমান বা মুক্তির জ্ঞ যত্নপর  
দেখিয়া পড়িল ॥৭১॥

(ব্যাধঃ) গৃহমেধিনং তং কপোতং কপোতকান্  
(শাবকান্) কপোতীং চ লব্ধা সিদ্ধার্থঃ (লক্ষ্মনোরথঃ  
সন্) গৃহং প্রযযৌ (গতবান্) ॥৭২॥

অনুবাদ। অনন্তর নির্ভুর লুক্কচিত্ত ব্যাধ এইরূপে  
গৃহমেধী কপোত-কপোতী এবং শাবকগণকে পাইয়া  
সফলচিত্তে নিজগৃহে প্রস্থান করিল ॥৭২॥

এবং কুটুম্বশাস্তা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।

পুঞ্চন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোহবসীদতি ॥৭৩॥

অনুবাদ। এবং পতত্রিবৎ (কপোতবৎ) দ্বন্দ্বারামঃ  
(মিথুনপরঃ) কৃপণঃ (দীনঃ) অশাস্তা দ্বন্দ্বারামঃ (অজিতেক্রিয়ঃ)  
কুটুম্বী কুটুম্বং পুঞ্চন্ সানুবন্ধঃ (পুত্রকলত্রাদিসহিতঃ)  
অবসীদতি (ক্রিচ্ছতি) ॥৭৩॥

অনুবাদ। এই প্রকারে কপোতবৎ মিথুনস্বথরত,  
দীন, অজিতেক্রিয় বহুপোষ্যযুক্ত কুটুম্বী কুটুম্বপালনে-আসক্ত  
হইয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত ক্রেশ পাইয়া থাকে ॥৭৩॥

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্

গৃহেষু খগবৎ সন্তস্তমারুঢ্যুতং বিহুঃ ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং  
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

অনুবাদ। যঃ (পুমান্) অপাবৃতং (নিরাবরণং)  
মুক্তিদ্বারং (সাধনভূতং) মানুষং লোকং (দেহং) প্রাপ্য  
(লব্ধাপি) খগবৎ (কপোতবৎ) গৃহেষু সন্তঃ (ভরতি)  
তন্ আরুঢ্যুতং (শ্রেয়োমার্গম্ আরুহ চ্যুতং পতিতং)  
বিহুঃ (বুধা জানন্তি) ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়স্তাষয়ঃ।

অনুবাদ। যে পুরুষ মুক্তির অনাবৃত দ্বারস্বরূপ  
মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও কপোতবৎ মিথুনপর গৃহধর্ষে

তং লব্ধা লব্ধকঃ ক্রুরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।

কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥৭২॥

অনুবাদ। (ততঃ) ক্রুরঃ (নিষ্ঠুরঃ) লব্ধকঃ

আসক্ত হয়, বিবেকিগণ তাহাকে আকৃষ্টচ্যুত (অর্থাৎ  
শ্রেয়ঃপথে আরোহণ করিয়াও পতিত) বলিয়া অবগত  
হন ॥৭৪॥

\* \* \*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত।

### বিশ্বনাথ।

ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

একাদশে সপ্তমোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
একাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ে সাধুগণ-  
সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ  
সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের  
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্ত।

**অনুদর্শিনী।** “বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ শ্রাৎ”—(ভাঃ  
১।১।২২) অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি সকল দেহেই বিষয়-  
ভোগ সম্ভবপর কিন্তু পরমার্থসাধনের অমুকুল নহে।  
কিন্তু মনুষ্য জন্ম যুক্তিসাধনের উদ্যোগিত দ্বারস্বরূপ।  
সুতরাং পক্ষীর পক্ষেও যখন গৃহাসক্তি অনর্থের কারণ  
তখন মনুষ্যের পক্ষে ঐরূপ আসক্তি অতি নিন্দনীয়।

আকৃষ্টচ্যুত—শ্রেয়োগার্গের অত্যাচসোপাণে আরোহণ  
করিয়া চ্যুত অর্থাৎ স্থলিতপদ।

এই অধ্যায়ে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র,  
সূর্য ও কপোত—এই অষ্ট শিক্ষা-গুরু কথার বর্ণিত  
আছে ॥৭৪॥

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ

### শ্রীশ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।

দেহিনাং যদযথা দুঃখং তস্মাৎসেচ্ছত তদবুধঃ ॥১॥

**অনুব্র।** শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ। (অজগরাচ্ছিক্তি-  
মিত্যাং) হে রাজন্! যৎ (যস্মাৎ) দেহিনাং স্বর্গে নরকে  
এব বা (স্বর্গে নরকে চ) দুঃখং যথা (অবাস্তিতমপি  
প্রারক্কর্ষভোগস্তাবশ্তাবিত্যাং) (তথা) 'ঐন্দ্রিয়কম্'  
(ইন্দ্রিয়প্রভবং) সুখং (অবাস্তিতমেব শ্রাৎ) তস্মাৎ বুধঃ  
(বিবেকী) তৎ (ঐন্দ্রিয়কম্ সুখং) ন ইচ্ছত (লকুং যদ্বং  
ন কুর্যাৎ) ॥১॥

**অনুবাদ।** শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! কামনা  
না করিলেও জীবগণের স্বর্গে এবং নরকে প্রারক্কর্ষগারে  
অবাস্তিতভাবে দুঃখ যে প্রকার উপস্থিত হয়, সেই প্রকার  
ইন্দ্রিয়সুখও অবাস্তিতভাবেই উপস্থিত হইয়া থাকে।  
সুতরাং বিবেকী পুরুষ তাদৃশ সুখলাভের জন্ত কোনরূপ  
বন্ধ করেন না ॥১॥

### বিশ্বনাথ।

অষ্টমৈজগরাচ্ছাশ্চ গুরবো নববর্ণিতাঃ।

পিঙ্গলায়াঃ কথা যত্র নৈরাশুসুখদোদিতা ॥

স্বদেহনির্বাহার্থং বৃথা নাতিচেষ্টিতব্যমিত্যাজগর এব  
গুরুরিত্যাং,—সুখমিতি চতুর্ভিঃ। যথা দুঃখমবাস্তিতমপি  
শ্রাৎ তথা সুখমপি ভবেদেবেতি কিং তদিচ্ছয়েত্যর্থঃ ॥১॥

**বঙ্গানুবাদ।** অষ্টম অধ্যায়ে অজগর প্রভৃতি নয়টি  
গুরুর কথা এবং নৈরাশুসুখদোদিতা পিঙ্গলার কথা বর্ণিত  
হইয়াছে।

স্বদেহ নির্বাহের জন্ত বৃথা অতিরিক্ত চেষ্টা করা উচিত  
নহে। এস্থলে অজগরই গুরু—এই কথা সুখ প্রভৃতি  
চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন দুঃখ অবাস্তিত  
হইলেও অবশ্যই হইবে, সেইরূপ সুখও হইবেই। অতএব  
তন্নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া কি হইবে? ॥১॥

## সারার্থানুদর্শিনী।

সুখমৈন্দ্রিকং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।

সর্বত্র লভ্যতে দৈবানুত্থা হুঃখমযুক্ততঃ ॥ ভাঃ ৭।৬।৩

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিলেন—হে দৈত্যবালকগণ, আগ্নিগণের দেহযোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ-জ্ঞাত যে সুখ তাহা (পূর্বাদৃষ্টঅনুসারে) যত্ন ব্যতীতই হুঃখের দ্বারা মনুষ্য ও পশ্বাদিতে বর্তমান রহিয়াছে।

অপ্রার্থিতানি হুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।

সুখাত্ম পি তথা মগ্ধে দৈবমাত্রাতিরিচ্যতে ॥

বৃহস্পতিরদীয়ে ৭।৭৪

হুঃখ যেমন অবাঞ্ছিত হইলেও উপস্থিত হয়, সুখও তদ্রূপ, কেননা, উহা দৈবাধীন।

গ্রাসন্ত মিষ্টং বিরসং মহাস্তং স্তোকমেব বা।

যদৃচ্ছ্যৈবাপতিতং গ্রাসেদাজগরোহক্রিয়ঃ ॥২॥

ভানুয়। (শরীরনির্ঝাহমাত্রস্ত যথালঙ্ঘন কর্তব্য-মিত্যাহ) আজগরঃ (অজগরবৃত্তিঃ) অক্রিয়ঃ (উদাসীনশ্চ সন্) যদৃচ্ছ্যা এব (দৈবাদেব প্রযত্নং বিনা) আপতিতং (প্রাপ্তং) মিষ্টং (মধুরং) বিরসম্ (অস্বাদুং) মহাস্তং (প্রচুরপরিমাণং) স্তোকম্ (অল্পপ্রমাণম্) এব বা গ্রাসং (আহারং) তু গ্রাসেৎ (ভক্ষয়েৎ) ॥২॥

অনুবাদ। অজগরের বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ স্বাদু কিংবা স্বাদবিহীন, পর্যাপ্ত পরিমাণে অথবা অল্প পরিমাণেই হউক যেক্রপ আহার লাভ হইবে তাহাই নিবেকী পুরুষ ভক্ষণ করিবেন ॥২॥

বিশ্বনাথ। আজগরঃ অজগরবৃত্তিঃ। অক্রিয়ঃ অল্লচেষ্টঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। আজগর অর্থাৎ অজগরবৃত্তি। অক্রিয় অর্থাৎ অল্লচেষ্টাবিশিষ্ট ॥২॥

শরীতাহানি ভুরীণি নিরাহারোহনুপক্রমঃ।

যদি নোপনয়েদ্গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক ॥৩॥

অন্নয়। (যদা নাপতিত তদা কিং কর্তব্যং তত্রাহ)

গ্রাসঃ (ভোজ্যং) যদি ন উপনয়েৎ (উপগমেৎ) (তদা) দিষ্টভুক (প্রারব্ধমেব আহারপ্রতিবন্ধকম্ অনুভবনু ধৈর্য্যবান্ বৃধঃ) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব অনুপক্রমঃ (নিক্রমঃ) নিরাহারঃ (সন্) ভুরীণি অহানি (দীর্ঘকালং) শরীত (নিশ্চলত্বেন তিষ্ঠেদিতিার্থঃ) ॥৩॥

অনুবাদ। যদি কখনও ভোজ্যবস্তু যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধকেই আহারের প্রতিবন্ধক জানিয়া ধৈর্য্যসহকারে বিবেকী পুরুষ অজগরের দ্বারা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অনাহারেই দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন ॥৩॥

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদেহমকর্ম্মকম্।

শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥৪॥

অন্নয়। (নমু সমর্থোহপি শরীতয়েব কিম্ তদিত্যাহ) ওজঃ সহোবলযুতম্ (ওজ ইন্দ্রিয়বলং সহো মনোবলং বলং শরীরবলং তৈঃ যুতং তদযুক্তমপি) দেহম্ অকর্ম্মকং (নিশ্চেষ্টং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) শয়ানঃ (এব ভবেৎ) বীতনিদ্রঃ চ (স্বার্থে দত্তদৃষ্টিশ্চ ভবেৎ) (পরন্তু) ইন্দ্রিয়বান্ অপি ন জিহেৎ (দর্শনাদি ব্যাপারেষু ন যত্নং কুর্ধ্যাৎ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ইন্দ্রিয় বল, মনোবল এবং শরীর-বল-যুক্ত দেহকে নিশ্চেষ্টভাবে ধারণপূর্বক দেহনির্ঝাহের জ্ঞাত বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না এমন কি ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও বিষয় গ্রহণে যত্ন করিবেন না, পরন্তু ভগবচ্চিন্তাদি স্বার্থ-বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ। বীতনিদ্র ইতি স্বার্থে ভগবচ্চিন্তনাদৌ তু সর্বদা সাবধান এব ভবেৎ যস্মাৎ দেহনির্ঝাহার্থোত্তমেন সময়ো মা বৃথা যাস্তিত্যেতদধর্ম্মেবাজগরীবৃত্তিরাস্রিতা ন পুনঃ সৈব স্বার্থো জ্ঞেয়ঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বীতনিদ্র। স্বার্থ অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তাদি তাহাতে সর্বদা সাবধান হইবে, যেহেতু দেহনির্ঝাহের নিমিত্ত উত্তমের দ্বারা সময় যেন বৃথা না যায়, এই নিমিত্তই আজগরী বৃত্তি অবলম্বিত। তবে উহাকেই স্বার্থ বলিয়া জানিতে হইবে না ॥ ৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** প্রহ্লাদ অস্তুর বালকগণকে বলিতেছেন।

তৎ প্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ধ্যায়ঃ পরম্।

ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাষুজম্ ॥ ভাঃ ৭।৬।৪

অতএব সুরের জন্ত প্রয়াস করা কর্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, বৈবয়িক সুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না।

ভগবন্তজনের জন্তই আজগরী বৃত্তি অবলম্বিত হয়। অতএব ভজনকে স্বার্থ বা প্রয়োজন না জানিলে ঐ বৃত্তিকেই প্রয়োজন জানিলে ভজনফল—ভগবানের সেবা—লাভ না হইয়া বৃথা ক্লেশই লাভ হইবে—এবং স্বার্থ নষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥

মুনিঃ প্রসন্নগন্তীরো হুর্কিগাহ্যো হুরত্যয়ঃ।

অনন্তপারো হৃক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

অন্নয়। (সমুদ্রাচ্ছিক্তিমাংস) মুনিঃ প্রসন্নগন্তীরঃ (বহিঃ প্রসন্নশাস্তাবন্তর্গন্তীরঃশেচি সং) হুর্কিগাহ্যঃ (অলক্ষ্যভিপ্রায়ত্বাৎ পরিকলয়িতুমশক্যঃ) হুরত্যয়ঃ (তেজস্বিত্বাৎ অনতিক্রমণীয়ঃ) অনন্তপারঃ (স্বরূপাবির্ভা-বাৎ কালদেশতন্মাপরিচ্ছেদ্যঃ) অক্ষোভ্যঃ হি (রাগাত্ত-ভাবাদবিকার্যশ্চ সন্) স্তিমিতোদঃ (নিশ্চলোদকঃ) অর্ণবঃ ইব (সমুদ্রবৎ তিষ্ঠেৎ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।** মুনি বাহিরে প্রসন্ন এবং অন্তরে গন্তীর, অপরের লক্ষ্যের অতীত বলিয়া ইয়ত্তারহিত, তেজস্বিতা-বশতঃ অলঙ্ঘনীয়, দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, রাগাদি-রহিত অবিকারী হইয়া নিশ্চলোদক সমুদ্রের তায় অবস্থান করিবেন ॥ ৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** সমুদ্রাচ্ছিক্তিমাংস, — মুনিরিত্তি দ্বাভ্যাম্। গীত্তরোহপি পুরুষঃ স্তসমর্থধিরা কেনাপি নাবগতাভি, প্রায়ো ভবেৎ, তস্মাৎ যোগী হুর্কিগাহ্যঃ সর্কথৈবালক্ষ্য-মনোহন্তত্বঃ স্যাৎ। হুরত্যয়ঃ তেজস্বিত্বাদনতিক্রম্যঃ

অনন্তপারঃ কদাপ্যস্বাস্থ্যসময়েহপি কাপ্যতিকষ্টদেশেহপি বৈবশ্চ রাহিত্যাদেবানুদীর্ণস্বতত্ত্বঃ শ্রাদিত্যর্থঃ। বিজিত-কামাদিহাদাক্ষোভ্যঃ ॥ ৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সমুদ্র হইতে শিক্ষা। গন্তীর পুরুষের স্তসমর্থধীপ্রভাবে কোন উপায়েই তাহার অতিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। এইজন্ত যোগী হুর্কিগাহ্য অর্থাৎ সর্কদা অলক্ষ্যমান অনন্তত্ব হইবেন। হুরত্যয় অর্থাৎ তেজস্বী বলিয়া অনতিক্রমণীয়। অনন্তপার অর্থাৎ কদাপি অস্বাস্থ্য সময়ে ও যে কোন অতিকষ্টদেশেও বৈবশ্চরহিত বলিয়া বাঁহার তত্ত্ব বা বৃত্তান্ত অনুদীর্ণ বা অপ্রকাশিত থাকিবে। অক্ষোভ্য অর্থাৎ বাঁহার কামাদি বিজিত ॥ ৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** সমুদ্র উপরে গন্তীর হইয়াও যেমন অতলস্পর্শ, যোগীও সর্কবিষয়ে প্রশান্ত হইয়া নিজহৃদয়ের অতিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গন্তীর হইবেন। সমুদ্র রত্নাকর, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত রত্নসমূহ নির্ণয় করা যেমন সকলের দুঃসাধ্য, যোগীর অন্তরের তত্ত্ব যোগীই জানেন, অত্রে জানিতে সক্ষম নহে। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, স্তুরতাং অলঙ্ঘনীয়। যোগীও তেজস্বী বলিয়া কেহ তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে না। সমুদ্র অপার, যোগীও অস্বাস্থ্যে ও অতিকষ্টে অবস্থান করিলেও বিবশ না হওয়ায় তাঁহার মনোভাব অপ্রকাশিত। সমুদ্র মহাজলাধার বলিয়া যেমন অক্ষোভ্য অর্থাৎ অপরে তাহাকে ক্ষুভিত করিতে পারে না, তজ্রূপ যোগীও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিবয়রাগাদির অভাবে হৃদয়চাক্ষু-রহিত। স্তুরতাং তাঁহাকে কেহ ক্ষুব্ধ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

সমুদ্রকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।

নোৎসর্পেত ন শুশ্রোত সরিষ্ঠিরিব সাগরঃ ॥ ৬ ॥

অন্নয়। (কিঞ্চ) সরিষ্ঠিঃ সাগরঃ ইব (বর্ষাস্ত সরিষ্ঠিঃ সমুদ্রোহপি সাগরো যথা নোৎসর্পেৎ। গ্রীষ্মে তদ্বিহীনোহপি ন শুশ্রোৎ তথা) নারায়ণপরঃ মুনিঃ সমুদ্রকামঃ (সম্পূর্ণকামোহপি) ন উপসর্পেত (ন হৃষ্যেৎ) হীনঃ বা (তদ্বিহীনঃ) ন শুশ্রোত (ন শোচেৎ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।** বর্ষাকালে সমুদ্র যেরূপ নদীগণের জলরাশি ধারণপূর্বক হুষ্ট হয় না অর্থাৎ স্থিতি লজ্জন করে না, অথবা গ্রীষ্মকালে তদ্বিহীন হইয়া ফুটু হয় না অর্থাৎ শুষ্ক হয় না, সেই প্রকার নারায়ণভক্ত মুনিও কাম্যবস্ত-প্রাপ্তিতে হুষ্ট অথবা তৎ অভাবে দুঃখিত হন না ॥ ৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ বর্ষাস্থ সরিষিঃ সমুদ্রোহপি সাগরো যথা নোৎসর্পতে গ্রীষ্মে তদ্বিহীনোহপি ন শুষোৎ । তথা সমুদ্রকামঃ সম্পূর্ণকামোহপি মুনির্ন কামেন হৃষ্যেৎ দীনোহপি ন দৈন্তেন শোচেৎ । যতো নারায়ণপরন্তুমাধুর্য্যামুভবলাভালাভাত্যামেবাস্ত হর্ষশোকৌ শ্রুতাম্ ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর বর্ষাতে নদীগণের দ্বারা সমুদ্র হইয়াও সাগর যেমন উপসর্পণ বা সীমালজ্জন করে না ও গ্রীষ্মে তদ্রহিত হইয়াও শুষ্ক হয় না সেইরূপ সমুদ্রিকাম অর্থাৎ সম্পূর্ণকাম হইলেও মুনি কাম্যবস্তুর দ্বারা হুষ্ট অথবা তদ্বিরহিত হইয়াও দৈন্তবশতঃ শোকপরায়ণ হইবেন না । তিনি নারায়ণপর, তাঁহার মাধুর্য্য-অনুভবের লাভালাভ জ্ঞত্বই তাঁহার হর্ষ ও শোক হয়, অত্ কাৰণে নহে ॥ ৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন — আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বদৎ । তদৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্কে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥গী ২।৭০। কামকামী কখনই শান্তিলাভ করে না । অত্যাশ্র জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না । অতএব তিনিই শান্তিলাভ করেন ।

নারায়ণপর ব্যক্তির নিকট স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীনারায়ণের সেবাই প্রার্থনীয় বস্তু । অত্ অনিত্য বস্তুতে তাঁহার আস্থা বা প্রয়োজন নাই । স্মরণ্য তিনি বিষয়পর না হওয়ায় বিষয়-প্রাপ্তিতে হুষ্ট এবং বিষয়-নাশে শোকগ্রস্ত হন না । শ্রীনারায়ণের সেবার ফল—তন্মাধুর্য্য-অনুভবই, তাঁহার লাভ

অতএব হর্ষের কারণ এবং সেই মাধুর্য্যের অনুভবই, তাঁহার অলাভ স্মরণ্য শোকের কারণ হয় ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্য়া স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তন্তাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্ত্রয়ো পতঙ্গবৎ ॥৭॥

**অনুবাদ।** (রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রসৈঃ পঞ্চভির্বিষয়ে-র্মোহিতাঃ পতঙ্গ-মধুকর-গজ-হরিণ-মীনা হতাঃ । অত-শ্বেদনাসক্তৌ পশ্চাতে গুরবঃ । তত্র রূপবিলাসমোহিতা নশ্রুতি । পতঙ্গাচ্ছিক্তিমিত্যাং) অজিতেন্দ্রিয়ঃ দেবমায়াং (দেবমায়া-রচিতাং) স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্য়া তদভাবৈঃ (তস্তা ভাবৈঃ হাবভাবহেলাদিভিঃ) প্রলোভিতঃ (সন্) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ (পতঙ্গো যথা অগ্নিঃ দৃষ্ট্য়া প্রাণান্ ত্যজতি তথা) অন্ধে তমসি (ঘোরে নরকে) পততি ॥৭॥

**অনুবাদ।** অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৈবমায়া-রচিতা কামিনীকে দর্শন করিয়া তদীয় হাব-ভাবাদি বিলাসচেষ্টায় প্রলুপ্ত হইয়া অগ্নিমুখে-প্রধাবিত পতঙ্গের স্থায় ঘোর নরকে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করে ॥৭॥

**বিশ্বনাথ।** রূপাসক্তিনাশহেতুরিতি পতঙ্গাচ্ছিক্তি-মাহ,—দৃষ্টেতি দ্ব্যভ্যাম্ ॥৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** রূপাসক্তি নাশের হেতু ইহা পতঙ্গের নিকট শিক্ষণীয় ॥ ৭ ॥

**অনুদর্শিনী।**

মহতাং বনিতাকামঃ পতত্যন্ধে তমস্তলম্ ।

অত্ত্র নিরয়ং যাত দুঃখবান্ শ্রাদ্ধিপর্যায়ঃ ॥

ধর্ম-সংহিতা ।

রূপাসক্তির ফল—

সঙ্গং ন কুর্ষ্যন্তং প্রমদাস্ত জাতু

যোগস্ত পারং পরমাকরুণুঃ

সংসেবয়া প্রতিলক্কাঙ্কিতাভো

বদন্তি বা নিরয়দ্বারমস্ত ॥ ভাঃ ৩।৩।৩৯

ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিলেন—যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না । কারণ যোগীগণ বলেন যে

কামিনীকুল মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দার-  
স্বরূপ ॥ ৭ ॥

যোষিক্লিরণ্যাভরণাধরাদি-

দ্রব্যেষু মাযারচিতেষু মূঢ়ঃ ।

প্রলোভিতাত্মা হ্যাপভোগবুদ্ধা

পতঙ্গবনশ্চাতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

**অনুব্র।** ( স্ত্রিয়মুগলক্ষণীকৃত্যেতৎ , অপঞ্চয়তি )  
মাযারচিতেষু যোষিক্লিরণ্যাভরণাধরাদিদ্রব্যেষু ( কামিনী-  
কাঞ্চনভূষণবসনাদিদ্রব্যেষু ) উপভোগবুদ্ধা ( ভোগবাসনয়া )  
প্রলোভিতাত্মা ( আসক্তচিত্তঃ ) নষ্টদৃষ্টিঃ ( লুপ্তবুদ্ধিঃ সন্ )  
মূঢ়ঃ ( অবिवেকঃ পুরুষঃ ) পতঙ্গবৎ নশ্চাতি ( বিনাশে  
ভবতি ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।** অবিবেকী পুরুষ দৈবমাযারচিত কামিনী,  
কাঞ্চন, ভূষণ, বসনাদি দ্রব্যের ভোগবাসনায় প্রলুব্ধ ও  
হতজ্ঞান হইয়া পতঙ্গের তায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** যতপি জীহিরণ্যাदिषু মধ্যে স্ত্রিয়াং  
পঞ্চাপি বিষয়াঃ সন্তি তদপি যোষিদাদিষু প্রথমং দৃষ্টিরেব  
পতন্তীতি রূপত্বেব প্রাধাত্ম ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যদিও স্ত্রী, স্ববর্ণ প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রীতে  
রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পঞ্চরূপ বিষয়ই থাকে, যোষিৎ  
প্রভৃতিতে প্রথম দৃষ্টি পতিত হয় বলিয়া রূপেরই  
প্রাধাত্ম ॥ ৮ ॥

**অনুদর্শিনী।**

স্ত্রীরূপে পঞ্চভোগ—

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুবঙ্গ ভঙ্গ মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।  
একঃপ্রমাদী স কথং ন হত্যাতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥  
গাকড়ে ।

পতঙ্গ, গজ, হরিণ, মধুকর ও মীন এই পাঁচজন যখন  
রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ ও রস এই পঞ্চবিষয়ের এক একটীতে  
আসক্ত হইয়া এক একটী প্রাণীর প্রাণ হারাইতে দেখা  
যায়, তখন প্রমাদবশতঃ যদি কেহ একত্র এই পাঁচটীতে  
চিত্ত সমর্পণ করে, তাহার মৃত্যু অলঙ্ঘনীয় ।

“প্রথমং চক্ষুসঙ্গম” —এই প্রথালুযায়ী পঞ্চবিষয়বৃত্ত  
জীদেহের প্রথমেই রূপদর্শন হয়। সেই রূপজন্মোহে  
উপভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞানে পরিণামে দুঃখহেতু যোষিদাদিতে  
স্বখহেতু-জ্ঞানে জীবের সংসার হয় ॥ ৮ ॥

স্তোকং স্তোকং গ্রাসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্ত্ততে যাবতা ।

গৃহানহিংসমান্ তিষ্ঠেদবৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

**অনুব্র।** ( মধুকরাচ্ছিক্তিমাংহ ) মুনিঃ যাবতা ( যাবৎ-  
প্রমাণেন ভোজ্যেন ) দেহঃ বর্ত্ততে ( দেহযাত্রা ভবেৎ )  
গৃহান্ ( গৃহস্থান্ ) অহিংসন্ ( অপীড়য়ন্ তাবৎপ্রমাণমেব )  
স্তোকং স্তোকম্ ( অল্পং অল্পং ) গ্রাসং ( ভোজ্যং ) গ্রাসেৎ  
( গৃহীয়াৎ ) মাধুকরীং বৃত্তিং ( ভ্রমরস্ত বৃত্তিং ) ন অতিষ্ঠেৎ ( ন  
গৃহীয়াৎ, যথা মধুকরো বিশিষ্টগন্ধলোভেন একস্মিনেব পদ্মে  
বসন্ অন্তঃসময়ে মুকুলিতে তস্মিন নিবধ্যতে এবং মুনিরপি  
গুণলোভেনৈকমেব গৃহমাস্থিতঃ তন্মোহেন বধ্যতে ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।** ভ্রমর যেক্রপ বিশিষ্ট গন্ধলোভে একই  
পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে  
তাহাতেই আবদ্ধ হয় সেইরূপ মুনিগণ গুণলোভে এক  
গৃহস্থের আশ্রয় করিয়া তদীয় মোহে আবদ্ধ না হইয়া যে  
পরিমাণ ভোজ্য-দ্রব্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে  
সেই পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য গৃহস্থগণকে উৎপীড়ন না করিয়া  
নানা গৃহ হইতে অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করিবেন ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** মধুকরাচ্ছিক্তিমাংহ,—দাত্যাম্। মধু-  
করো যথা বিশিষ্টগন্ধলোভেনৈকস্মিনেব পদ্মে বসন্তঃসময়ে  
তস্মিন্ মুকুলিতে সতি বধ্যতে । এবং মুনিরপি গুণলোভে-  
নৈকমেব গৃহমাস্থিতস্তন্মোহেন বধ্যতে । তুতস্মাৎ স্তোকং  
স্তোকমল্পমল্পং গ্রাসং গৃহাদ্গৃহান্ গ্রাসেৎ যাবতা দেহো  
বর্ত্ততেতি গ্রাসানামাধিক্যন্যূনত্বে সিদ্ধে গৃহান্ গৃহস্থান্  
অহিংসন্ অপীড়য়ন্ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** মধুকর হইতে শিক্ষা। মধুকর  
যেমন বিশিষ্ট গন্ধলোভে একটী পদ্মমধ্যে থাকিয়া সূর্যাস্ত  
সময়ে উহা নিম্নলিখিত হইলে বদ্ধ হইয়া পড়ে, এইরূপ  
মুনিও গুণলোভে একটী মাত্র গৃহকে আশ্রয় করিয়া তাহার

মোহে আবদ্ধ হন, ইহা অনুচিত। অর্থাৎ স্তোকে অর্থাৎ অন্ন অন্ন গ্রাস অর্থাৎ ভোজ্য গ্রহণ করা উচিত, যে পরিমাণ দ্বারা দেহধারণ হইতে পারে; ভোজ্যের আধিক্যন্যূনত্ব হইল বলিয়া গৃহস্থকে পীড়াদান না করাই কর্তব্য।

**অনুদর্শিনী।** মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর একটি মাত্র পদ্য হইতে মধু সংগ্রহের লোভে যেমন পদ্য মধ্যেই আবদ্ধ হয়, মুনিও সেইরূপ স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া একজন মাত্র গৃহস্থের নিকট হইতে স্থূল ভিক্ষা লইতে গেলে, সেই ভিক্ষার লোভে গৃহেই আসক্ত হইবেন। কিন্তু ঐ ভ্রমর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে নিজের প্রয়োজনমত অন্ন অন্ন মধু সংগ্রহ করে, মুনিও সেইরূপ নিজ জীবন-রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ভোজ্য অন্ন অন্ন পরিমাণে বহু গৃহস্থের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবেন। এইরূপ করিলে ভগবদ্ ভজনের জন্ত নিজের জীবনও রক্ষা হয় এবং অন্ন পরিমাণ ভোজ্য সংগ্রহহেতু দাতা গৃহস্থেরও ক্লেশ হয় না। এইরূপ মধুকর-বৃত্তিই সর্বোচ্চশ্রেণী ভিক্ষারূপ।

“সনাতন কহে—আমি মাধুকরী করিব।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ?”

চরিতামৃত ম ২০প ৯ ॥

**অণুভাষ মহন্ত্যশ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।**

সর্বতঃ সারমাদভ্যং পুষ্পেভ্য ইব যটপদঃ ॥১০॥

**অন্বয়।** যটপদঃ (ভ্রমরঃ) পুষ্পেভ্যঃ ইব (যথা ক্ষুদ্রপুষ্পেভ্যো মহৎপুষ্পেভ্যশ্চ মধু গৃহ্নাতি তথা) কুশলঃ (বিবেকী) নরঃ অণুভ্যঃ চ (ক্ষুদ্রেভ্যো বা) মহন্ত্যঃ চ (বৃহন্ত্যো বা) শাস্ত্রেভ্যঃ সর্বতঃ সারম্ (উৎকৃষ্টাংশম্) আদভ্যং (গৃহীয়াৎ) ॥১০॥

**অনুবাদ।** ভ্রমর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ বিবেকী পুরুষও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্ব-প্রকার শাস্ত্র হইতে সারাংশ গ্রহণ করিবেন ॥১০॥

**বিশ্বনাথ।** মধুকরাং সারগ্রাহিত্বমপি ধর্ম্মং শিক্ষে-  
দিত্যাহ, —অণুভাষেতি ॥১০॥

**বঙ্গানুবাদ।** মধুকর হইতে সারগ্রাহিত্বও শিক্ষা করা উচিত ॥ ১০ ॥

**অনুদর্শিনী।** পুরোক্ত মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর হইতে অল্প শিক্ষার কথা বলিতেছেন—মধুকর যেমন সকলপ্রকার পুষ্প হইতেই পুষ্পসার মধু সংগ্রহ করে তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল শাস্ত্রের সারভাগ গ্রহণ করিবেন।

“সর্বতঃ সারমাদভ্যে যথা মধুকরো বুধঃ ॥”

ভাঃ ৪।১৮।২— ১০ ॥

**সায়ন্তনং শ্বন্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতম্।**

পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥১১॥

**অন্বয়।** (মধুকর বিবিধো। মধু ক্লান্তি পুষ্পাত্ম-  
চ্ছিত্ত গৃহ্নাতি মধুকর ভ্রমরঃ। মধু করোতি আহারয়েন  
স্বরূপেণ চেতি মধুমক্ষিকা চ তত্র প্রথমাক্ষিক্তিমুক্তং  
দ্বিতীয়াক্ষিক্তিমাংসং সায়ন্তনং শ্বন্তনং বা (সায়মিদং ভোক্ষ্যে  
শ্ব ইদং ভোক্ষ্য ইতি কৃত্বা বা) ভিক্ষিতম্ (অন্নাদি) ন  
সংগৃহীত (ন রক্ষ্যে কিম্ব) পাণিপাত্রোদরামত্রঃ (পাণি-  
পাত্রস্তন্মাত্রগ্রাহী কিম্বা উদরমেব অমত্রং পাত্রং যন্ত স  
একভিক্ষায়ামুদরপাত্রগ্রাহী ভবেৎ) মক্ষিকা ইব সংগ্রহী ন  
(মক্ষিকেব সঞ্চরী ন ভবতী) ॥১১॥

**অনুবাদ।** ইহা সাংকালে ভোজন করিব,  
ইহা আগামী দিনে ভোজন করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া  
মুণিগণ অন্নাদি সঞ্চয় করিবেন না। পরন্তু হস্তে কিংবা  
উদরে যে পরিমাণ অন্ন গ্রহণ করা যায় সেই পরিমাণ অন্ন  
গ্রহণ করিবেন, মধুকরের ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** মধু করোতীতি মধুকরশব্দেন মক্ষিকা পু-  
চ্যত ইতি। ততঃ শিক্ষিতমাংসং—সায়মিদং ভোক্ষ্যে শ্ব  
ইদং ভোক্ষ্যে ইতি ভিক্ষিতমন্নাদি ন সংগৃহীতেতি কিং  
পুনর্যন্তনং পৌর্নমাসিকং পৌর্নরাকং বেতি ভাবঃ। অত্র  
সায়ং শ্বো বা ভবিষ্যতি যদ্বস্ত দৃষ্টমন্নাদি তন্ত সংগ্রহো ন  
সম্ভবেদতঃ সায়ন্তনং শ্বন্তনং বা নিমন্তনং সংগৃহীয়াদিতি  
কোচিদাহঃ। কেন পাত্রেণ গৃহে গৃহে ভিক্ষাং কুর্ধ্যাদিত্যত



আহ,—পাণিপাত্র ইতি । সৰ্ব্বতো ভিক্ষিতগ্রাসানানীয়  
কুত্র স্থাপয়েদিত্যত আহ,—উদরামত্র ইতি । উদরমেব  
অমত্রং ভিক্ষানিধানভাণ্ডং যন্ত সঃ ॥১১॥

**বঙ্গানুবাদ ।** মধু করে বলিয়া মধুকর শব্দে  
মক্ষিকাকেও বলা হয় । তাহার নিকট শিক্ষা । সন্ধ্যায়  
ইহা খাইব, কাল ইহা খাইব এইরূপ ভিক্ষিত অন্ন সংগ্রহ  
করিবে না, পূৰ্ব্বদিনের পূৰ্ব্বমাস পূৰ্ব্বচন্দ্র প্রভৃতির ত'  
কথাই নাই । এস্থলে ভবিষ্যৎ সায়াং বা কল্যা অন্নাদি যে  
দৃশ্যবস্ত তাহা সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই, অতএব সন্ধ্যাকালীন  
বা আগামী কল্যাকার নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করা উচিত এরূপ  
কেহ কেহ বলেন । কি পাত্রদ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করা  
উচিত, তাহাতে বলিতেছেন পাণিপাত্র (হস্তদ্বারা) ।  
সৰ্ব্বস্থান হইতে ভিক্ষিতান্ন আনিয়া কোথায় রক্ষা করিবে ?  
তাই বলিতেছেন উদরামত্র অর্থাৎ উদরই অমত্র বা ভিক্ষা-  
রক্ষণ ভাণ্ড ঝাঁহার ॥ ১১ ॥

**অনুদর্শিনী ।** মধুকর দুই প্রকার । একপ্রকার কেবল  
পুষ্পে পুষ্পে পর্যটন করিয়া আহারমাত্র করে, সংগ্রহ  
করে না । দ্বিতীয় প্রকার মধুকর নিজের আহাৰ্য্য সংগ্রহ  
ও সঞ্চয় উভয় কার্য্যে রত থাকে । শেষ প্রকার মধুকর  
হইতে নিজের আহাৰ্য্যমাত্র সংগ্রহের শিক্ষা করিবেন ।  
তাই বলিতেছেন—আত্মোন্নতিকামী যোগী কখনও সঞ্চয়ী  
হইবেন না । তিনি প্রত্যহ উদরভরণার্থ ভোজ্য সংগ্রহ  
করিবেন । দুই দিবসের ভোজ্য একদিবসে সংগ্রহ  
করিবেন না । তবে পরদিবসের জন্ত নিমন্ত্রণমাত্র পূৰ্ব্ব-  
দিবসে স্বীকার করিতে পারিবেন । তাই বলিয়া পরদিনের  
ভোজ্য পূৰ্ব্বদিনে সংগ্রহ করিবেন না । যোগীর ভিক্ষা  
করিবার বা ভোজ্য রাখিবার কোন পৃথক পাত্র নাই ।  
অতএব পাণিপাত্রে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া উদরপাত্রে উহা  
রাখিবেন ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বন্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ ।

মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্চতি ॥১২॥

**অন্নয় ।** (এতদ্বিবর্ণোতি পুনঃ) ভিক্ষুকঃ সায়ন্তনং

শ্বন্তনং বা ন সংগৃহীত, সংগৃহ্ণন্ (সঞ্চয়ং কুর্কন্) মক্ষিকা  
ইব তেন (সংগ্রহদ্রব্যেন) সহ বিনশ্চতি (বিনষ্টো  
ভবতি) ॥১২॥

**অনুবাদ ।** ভিক্ষুক সায়াংকালের নিমিত্ত কিংবা  
আগামী দিনের জন্ত সংগ্রহ করিবেন না, সংগ্রহ করিলে  
মধুকরের আয় সঞ্চিত দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইতে হয় ॥১২॥

**বিশ্বনাথ ।** সংগ্রহে ক্রুতে সতি কিং ভবেদিত্যত  
আহ,—সায়ন্তনমিতি ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ ।** সংগ্রহ করা হইলে কি হইবে ? তাই  
বলিতেছেন ॥ ১২ ॥

**অনুদর্শিনী ।** যতি সংগ্রহী হইবেন না । সংগ্রহী  
হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন ।

বিরাগঃ সৰ্ব্বকামেভ্যঃ শিক্ষিতো মে মধুব্রতাং ।

কৃচ্ছ্রাণ্ডং মধুবদ্বিভং হস্তাপ্যন্তো হরেৎ পতিম্ ॥

ভাঃ ৭।১৩।৩৬

আজগরবৃন্তি মুনি প্রহ্লাদকে বলিলেন—আমি মধু-  
মক্ষিকা হইতে সকল বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা করিয়াছি ।  
কারণ অগ্রে বিভ্রাস্তামীকে বধ করিয়া মধুতুল্য প্রাপ্তবিত্ত  
হরণ করে । অর্থাৎ মধুমক্ষিকাগণ কর্তৃক কষ্টে সঞ্চিত মধু  
যেমন মধুব্রতগণকে হত্যা করিয়া অগ্রে হরণ করে তদ্রূপ  
লোকে একে অগ্রে হত্যা করিয়া তাহার কষ্টসঞ্চিত বিত্ত  
হরণ করে ॥১২॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুন্ স্পৃশেৎ দারবীৰ্মপি

স্পৃশন্ করীব বধ্যতে করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥১৩॥

**অন্নয় ।** (স্পর্শাশক্তিনাশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্ষিত-  
মিত্যাহ) ভিক্ষুঃ (মুনিঃ) পদা (পাদেন) অপি দারবীং  
(দারুময়ীম্) অপি যুবতীং ন স্পৃশেৎ, স্পৃশন্ অঙ্গসঙ্গতঃ  
(তদঙ্গসঙ্গাৎ) করীণ্যা করী ইব বধ্যতে (গজো যথা  
করিণীং প্রদর্শ্য নিখাত তৃণাদিপিহিতগর্ভে নিপাত্য বধ্যতে  
তথা ইব বধ্যতে) ॥১৩॥

**অনুবাদ ।** মুনি দারুময়ী জীমূতি দর্শন করিলেও  
তাহাকে পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন না, স্পর্শ করিলে তৎ

অঙ্গসংসর্গবশতঃ হস্তী যেমন হস্তিনী কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি পতিত ও বদ্ধ হন ॥১৩॥

**বিশ্বনাথ ।** স্পর্শাসক্তিশহেতুরিতি গজাচ্ছিক্তিত-  
মিত্যাহ,—দ্বাভ্যাম্ । পদা পাদেনাপি দারবীং দারুময়ী-  
মপি । গজো হি করিণীং প্রদর্শ্য তৃণাদিপিহিত গৰ্ভে  
নিপাতা বধ্যতে ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** স্পর্শাসক্তি নাশহেতু, এই শিক্ষা  
গজের নিকট লইতে হইবে। পদ দ্বারাও দারুময়ী  
হইলেও। করিণীকে দেখাইয়া গজকে তৃণাদি আচ্ছাদিত  
গৰ্ভে পাতিত করিয়া বদ্ধ করা হয় ॥ ১৩ ॥

**অনুদর্শিনী ।** বহু হস্তী ধরিবার জন্ত লোকে  
অরণ্যমধ্যে একটা প্রকাণ্ড গর্ত করিয়া উহা তৃণাদিদ্বারা  
আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তাহার মধ্যবর্তী উচ্চস্থানে  
একটা শিক্ষিত করিণীকে রাখিয়া দেয়। পরে যখন  
নিবিড় অরণ্য হইতে হস্তীযুগ্ম নির্গত হয় তখন ঐ করিণী  
চিৎকারধ্বনি করতঃ মিলিত হইবার ইঙ্গিত করে। হস্তীযুগ্ম  
করিণী-অঙ্গসঙ্গশায় তাহার নিকটে আসিলে করিণী নিজ  
অঙ্গসঙ্গে মুগ্ধ করিয়া অমনি তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত সেই  
গৰ্ভে পাতিত করে। নিকটে অবস্থিত মানব ঐ মাতঙ্গকে  
কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে। এইরূপে বিপুল বিক্রমশালী  
মাতঙ্গও স্পর্শস্বথ নিমিত্ত নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব  
যোগী শ্রীসঙ্গ-বিষয়ে সাবধান হইবেন। পদদ্বারাও  
দারুময়ী শ্রীমুগ্ধ স্পর্শ করিবেন না। কেননা—

“কাঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥”

চৈঃ চঃ ম ১১ পঃ

কাঠনারী স্পর্শ করা ত' দূরের কথা, দর্শনেও মন চঞ্চল  
হয়—

দূরীর ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।

দারু-প্রকৃতি হরে মনেরপি মন ॥

চৈঃ চঃ অ ২ পঃ ॥ ১৩ ॥

নাদিগচ্ছেৎ স্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কহিচিন্মৃত্যুমাশ্রয়ঃ ।

বলাধিকৈঃ স হত্তেত গজৈরগ্নৈর্গজো যথা ॥১৪॥

অন্নয় । প্রাজ্ঞঃ ( বিবেকী জনঃ ) কহিচিৎ (কদাপি)

আশ্রয়ঃ ( স্বস্ত ) মৃত্যুং ( মৃত্যুরূপাং ) স্রিয়ং ন অধিগচ্ছেৎ  
( নোপগচ্ছেৎ ) ( যতঃ ) সঃ ( স্রিয়মূপগতো জনঃ ) অগ্নৈঃ  
( অপটৈঃ ) গজৈঃ গজঃ যথা বলাধিকৈঃ ( তয়ানীতৈ-  
রগ্নৈর্জারৈঃ ) হত্তেত ( হতো ভবেৎ ) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।** প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কখনও নিজের  
মৃত্যুরূপা কামিনীর সংসর্গ কামনা করিবেন না, কারণ  
অধিক বলবান হস্তীর দ্বারা অগ্নি স্রিয় হস্তীর নিধনের জ্বায়  
শ্রীসঙ্গী পুরুষও উক্ত শ্রীলোক কর্তৃক আনীত অপর বলবান  
জার পুরুষের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে ॥১৪॥

**বিশ্বনাথ ।** ইয়ং মর্মেব ভোগ্যেতি স্রিয়ং নাধি-  
গচ্ছেৎ ন বিশ্বস্তঃ জ্ঞাৎ । যতস্তয়া আনীতৈর্বলাধিকৈর্জারৈঃ  
স কিল হত্তেত ॥১৪॥

**বঙ্গানুবাদ ।** এই শ্রী আনারই ভোগ্য বলিয়া  
অধিগমন করিবে না অর্থাৎ বিশ্বস্ত বা নিশ্চিত হইবে না।  
যেহেতু তাহার আনীত বলিয়ান উপপত্তির হস্তে মরণ  
হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

**অনুদর্শিনী ।** শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

“বিধাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন যাতি হি” ॥

ভাঃ ৮।৯।৯

ন হি কশ্চিৎ প্রিয়ঃ শ্রীগামঙ্গসা স্বাশিষাম্বনাম্ ।

পতিং পুত্রং ভ্রাতরং বা ব্রত্বার্থে ঘাতয়ন্তি চ ॥

ভাঃ ৬।১৮।৪২

কণ্ঠপ বলিলেন—নিজের অভীষ্টলাভের উদ্দেশে  
শ্রীগণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়তমরূপে প্রতীয়মান হয়,  
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রিয় কেহ নাই; স্বার্থের জন্ত  
তাহারা পতিপুত্র অথবা ভ্রাতার নাশ করে এবং অপরের  
দ্বারা করাইয়া থাকে।

স্রিয়ো হকরণাঃ ক্রুরাঃ দুর্ম্মাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।

ব্রত্বান্নার্থেহপি বিশ্বকং পতিং ভ্রাতরমপ্যত ॥

ভাঃ ৯।১৪।৩৭

উর্ব্বশী রাজা পুরুষবাকে বলিলেন—যেহেতু শ্রীগণ  
নির্দয়া ও কুটিলস্বভাবা, তাহারা সামান্য দোষও সহ  
করে না এবং নিজ স্বার্থের নিমিত্ত অশ্রদ্ধাদিতে ভীত হয়

না, স্ততরাং সামান্য কারণেই তাহারা বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

“পত্ন্যর্জায়েব পুংশ্চলী”—ভাঃ ৫।৬।৪

অসতী ভাৰ্যা যেমন জার অর্থাৎ উপপতিদিগকে স্রবোগ দিয়া নিজ স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়।

“যথা কৃতবিশ্বাসস্ত পত্ন্যঃ পুংশ্চলী জায়া জায়াণামবকাশং দদ্বা পতিং ঘাতয়তি”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপের উক্তি—ভাঃ ৬।১৮।৩৯-৪২, শ্রীভগবদ্ভক্তি—ভাঃ ৮।৯।৯-১০ এবং উদ্ধবীর উক্তি—ভাঃ ৯।১৪।৩৬-৩৮ দ্রষ্টব্য ॥১৪॥

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুক্কৈর্যদুঃখসংকিতম্।

ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্ছাত্তো মধুহেবাখিণ্মধু ॥১৫॥

অন্বয়। (ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহা গুরুরিত্যাহ) লুক্কৈঃ (আসক্তপুরুষৈঃ) দুঃখসংকিতং (দুঃখেন সংকিতং) যৎ (ধনং) দেয়ং (দান-যোগ্যং) ন, উপভোগ্যং চ ন (ভবেৎ) মধুহা তৎ মধু ইব (মধুহা মক্ষিকাভিঃ সংকিতং মধু যথা ভুঙ্ক্তে তদৎ) অতঃ (অপরঃ) অর্থবিৎ (লিঙ্গৈঃ তৎ গুপ্তং ধনং প্রাপ্তু-পায়ঞ্চ বেত্তি যথা মধুহা তরুকেটরাদিগতং মধু বেত্তি হরতি চ) তৎ অপি চ ভুঙ্ক্তে (ব্যবহরতি) ॥১৫॥

অনুবাদ। আসক্ত পুরুষ যে প্রকার দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করিয়া উহা দান বা নিজে উপভোগ করিতে পারে না পরন্তু মধুহা যেরূপ মধুমক্ষিকার সংকিত বৃক্ষকেটরাদিগত মধুর সন্ধান জানিয়া তাহা হরণ করে, সেই প্রকার অতঃ কোন পুরুষ লক্ষণাদি দ্বারা আসক্ত পুরুষের গুপ্ত ধনের সন্ধান জানিয়া তাহা উপভোগ করে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। ত্যাগভোগহীনো ধনসঞ্চয়ঃ পরগামী ভবতীত্যত্র মধুহা মে গুরুরিত্যাহ,—ন দেয়মিতি। তদন্তো বলী ভুঙ্ক্তে তেনাপি সংকিতমতঃ মধুহা মক্ষিকাভিঃ সংকিতং মধু যথা ভুঙ্ক্তে তদৎ। ননু স্তগুপ্তং ধনং কথমেত্যা জাত্বা হরেদিত্যত আহ,—অর্থবিৎ লিঙ্গৈরর্থং তদুপায়ঞ্চ

বেত্তীত্যর্থবিৎ। যথা মধুহা তরুকেটরাদিগতমপি মধু-মক্ষিকানুগমনেন বেত্তি ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। ত্যাগভোগহীন ধনসঞ্চয় পরগামী হয়, এ বিষয়ে মধুহা (বা মধুহরণকারী) আমার গুরু। তাহা অতঃ বলী ভোগ করে। তাহার দ্বারা সংকিতও অতঃ ভোগ করে, যেমন মধুহা মক্ষিকাগণের সংকিত মধু ভোগ করে, সেইরূপ। আচ্ছা স্তগুপ্ত ধন কিরূপে অতঃ জানিয়া হরণ করিবে তাই বলিতেছেন। চিহ্নাদি দ্বারা অর্থও তাহার উপায় যে জানে, সেই অর্থবিৎ। মধুহা যেমন তরুকেটরাস্তর্গত মধুও মক্ষিকার অনুগমন জানে ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। যাহারা ধন ত্যাগ বা দান করে না, নিজেরা ভোগও করে না, তাহাদের সংকিত অর্থ অপর বলবানে ভোগ করে। মক্ষিকার সংকিত মধু যেমন মধুহা ভোগ করে।

মধুমক্ষিকা তরুকেটরে মধুচক্র নির্মাণ করিয়া তথায় সর্বদা অবস্থান ও যাতায়াত করে বলিয়া তদনুগমনে মধুহা ঐ সংকিত মধুর সন্ধান পায়। সেইরূপ যে ব্যক্তি অতঃের অলঙ্কিত স্থানে গোপনে ভূগর্ভে ধন স্তুতিয়া রাখে সে সর্বদা তথায় স্তুতীক দৃষ্টি রাখে, স্থান মার্জন করে, উপবেশন করে এবং যাতায়াত করে।

যাহারা পরের গুপ্তবিস্ত-হরণে পটু তাহারা ঐ ব্যক্তির উপরি উক্ত লক্ষণসকল দর্শনে ধনের সন্ধান পায় এবং ধন হরণ করিয়া থাকে। সঞ্চয়ীর এই দশা দেখিয়াই বুদ্ধিমান সতর্ক হইবেন ॥১৫॥

সুহৃৎখোপার্জিতৈবিত্তৈরাশাসানান্ গৃহাশিষঃ।

মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্ক্তে যতিবৈ গৃহমেধিনাম্ ॥১৬॥

অন্বয়। (উত্তমং বিনাপি ভোগো ভবতীত্যত্রাপি স এব গুরুরিত্যাহ) মধুহা ইব (স যথা অতঃন সংকিতং মধু ভুঙ্ক্তে তথা) যতিঃ বৈ আশাসানান্ (কাময়মানান্) গৃহমেধিনাং সুহৃৎখোপার্জিতৈঃ বিত্তৈঃ (অতি দুঃখেন উপার্জিতৈঃ বিত্তৈঃ ধনৈঃ) গৃহাশিষঃ (গৃহেবু আশিষঃ,

অন্নাত্তর্থান্) অগ্রতঃ ভুক্তে (গৃহিণামাবশ্রুতেন দানবিধানাৎ) ॥১৬॥

**অনুবাদ।** মধুহা ব্যাধ যে প্রকার অন্যের সক্ষিত মধু হরণ করে যতি পুরুষও সেই প্রকার কামী গৃহস্থগণের অতি দুঃখে উপার্জিত অর্থের দ্বারা সংগৃহীত অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করেন ॥১৬॥

**বিশ্বনাথ।** স্বোত্তমং বিনাপি ভোগঃ সম্ভবেদিত্য-ত্রাপি স এব গুরুত্যাহ,—স্বদুঃখেতি। আশাসানান-গিতি বক্তব্যে বর্ণলোপ আর্ষঃ। “যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পক্ষান্নস্বামিনাবুভে। তয়োন্নমদক্সা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণ-ধরেৎ” ইতি ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** স্বীয় উত্তম বিনাও ভোগ সম্ভবপর, এবিষয়েও সে গুরু। আশাসান অর্থাৎ কামায়মান। আশাসানানাম্ বক্তব্য হইল এখানে একটি বর্ণের (‘ন’) লোপ আর্ষ। শাস্ত্রে আছে ‘যতি ও ব্রহ্মচারী উভয়েই পক্ষানের স্বামী বা অধিকারী। উহাদিগকে অন্ন না দিয়া আহার করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে’ ॥১৬॥

**অনুদর্শিনী।** গৃহস্থগণের পক্ষানে যতি ও ব্রহ্মচারীর অধিকার আছে। যে সকল গৃহস্থ অন্নদান করে না, যতী ও ব্রহ্মচারী তাহাদের পক্ষানের অগ্রভাগ গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন উত্তম বিহীনেও জীবন ধারণ হইল অন্যদিকে গৃহস্থের ধর্মকার্যে সাহায্য করায় পরোপকারও হয় ॥১৬॥

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ কচিৎ।

শিক্ষিত হরিণাদ্বন্ধান্গুগয়োগীতমোহিতাৎ ॥১৭॥

**অনুবাদ।** (হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ) বনচরঃ যতিঃ কচিৎ (কদাপি) গ্রাম্যগীতং (বিষয়সঙ্গীতং) ন শৃণুয়াৎ, মৃগয়োঃ (লুক্ককশ্চ) গীতমোহিতাৎ (গীতেন মোহিতাৎ) (অতএব) বন্ধাৎ (চ) হরিণাৎ শিক্ষিত (তাৎশ সঙ্গীতাসক্তেদোঁষং জানীয়াৎ ॥১৭॥

**অনুবাদ।** বনবাসী সন্ন্যাসী কখনও গ্রাম্যবিষয় সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন না, ব্যাধের মনোহারিণী গীতি শ্রবণে হরিণের মোহিত এবং আবদ্ধ অবস্থা দর্শনপূর্বক হরিণের নিকট সঙ্গীতাশক্তির দোষ শিক্ষা করিবেন ॥১৭॥

**বিশ্বনাথ।** প্রাকৃতগানমাধুর্য্যাসক্তিরনর্থহেতুরিতি হরিণাচ্ছিক্ষিতমাহ,—গ্রাম্যগীতিমিতি। তেন ভগবদগীতং শৃণুয়াদেব ॥১৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** প্রাকৃত গানমাধুর্য্যে আসক্তি অনর্থ-হেতু, ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। অতএব কেবল ভগবদগীতই শ্রবণ করা উচিত ॥১৭॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীশুকদেব গোস্থায়ী বলিয়াছেন—  
তস্মাৎ সর্বাশ্রমা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।  
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্তব্ধব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥

ভাঃ ২।২।৩৬

অতএব সর্বদা সর্বত্র ও সর্বান্তঃকরণে মানবের শ্রীহরির গুণাবলী শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য।  
শ্রবণের ফল—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং

কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সমুত্থম্।

পুশ্চি তে বিষয়বিদুষিতাশ্রয়ং

ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহাস্তিকম্ ॥ ভাঃ ২।২।৩৭

ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মার প্রকাশক; যাহারা এই ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিষয়দ্বারা দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্নহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের প্রণোত্তরে জানা যায়—

‘শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।

রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন ॥’

চৈঃ চঃ মঃ চ পঃ ॥১৭॥

গ্রাম্যগীত—যাহারা বিষয়সমূহ সেবা করে তাহারা গ্রাম্য অর্থাৎ বিষয়ী, তাহাদের গীত বা গান। ঐ গীত শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে বিষয়ভোগপিপাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে সংসাররূপ অনর্থ প্রাপ্তিই সার হয়।

নৃত্যবাদিত্রীগীতানি জুঘন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।

আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋগ্যশৃঙ্গো মৃগীমৃতঃ ॥১৮॥

অন্বয়। (হরিণশব্দাদেব হরিকীমৃত ঋগ্যশৃঙ্গোহপি গুরুজ্ঞাতব্য ইত্যাহ) মৃগীমৃতঃ ঋগ্যশৃঙ্গঃ (মুনিঃ) যোষিতাং (জ্ঞীণাং) গ্রাম্যাণি নৃত্যবাদিত্রীগীতানি জুঘন্ (সেবমানঃ) আসাং (যোষিতাং) ক্রীড়নকঃ (ক্রীড়াপুত্তলিকাতুল্যঃ) বশ্যঃ (বশীভূতশ্চ বভূব) ॥১৮॥

অনুবাদ। হরিকীতনয় ঋগ্যশৃঙ্গ জ্ঞীগণের গ্রাম্য নৃত্য, গীত ও বাজাদি শ্রবণে আসক্ত হইয়া তাহাদের ক্রীড়নকতুল্য ও বশীভূত হইয়াছিলেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ। গ্রাম্যগীতাসক্তেরূদাহরণমাহ,—

নৃতোতি ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। গ্রাম্য গীতাসক্তির উদাহরণ দিতেছেন ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। ঋগ্যশৃঙ্গ—“তত্র জাত্যন্তরজম্বু অনেক জাতিসংভবা মর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋগ্যশৃঙ্গো মৃগ্যঃ।” অর্থাৎ অজ্ঞাতীয় প্রাণির মধ্যে অনেক জাত্যভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। মৃগী হইতে ঋগ্যশৃঙ্গ।—বজ্র-হটিকোপনিষৎ। ইহাঁর গ্রাম্যগীতে আসক্তির কথা—রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৮ম ও ৯ম সর্গদ্বয় দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিতা জনো রসবিমোহিতঃ।

মৃত্যুম্চ্ছত্যসম্বুদ্ধির্মীনস্ত বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (রসাসক্তির্গাহেতুরিতি নীনাচ্ছিক্তিমিত্যাহ) অসদ্বুদ্ধিঃ (দুর্ভূদ্ধিঃ) জনঃ অতিপ্রমাথিতা (অতিক্রোডিকর্য দুর্জয়য়া) জিহ্বয়া রসবিমোহিতঃ (রসবিষয়ে বিমোহিতঃ সন্) বড়িশৈঃ (আমিষলিপ্তলোককটকৈঃ) মীনঃ তু বথা (তথা) মৃত্যুম্ ঋচ্ছতি (প্রাপোতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। আহায্যরসে বিষুদ্ধ মৎস্ত যেরূপ বড়িশিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুর্ভূদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষও সেইরূপ অত্যন্ত দুর্জয় রসনা কর্তৃক রসবিষয়ে আসক্ত হইয়া মৃত্যুলাভ করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। প্রাকৃতরসাসক্তিরনর্থহেতুরিতি নীনাচ্ছিক্তিমাহ,—জিহ্বয়েতি। বড়িশৈরামিষলিপ্তৈঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রাকৃতরসাসক্তি অনর্থহেতু, ইহা নীন বা মৎস্তের নিকট শিথিতে হইবে। বড়িশ আমিষলিপ্ত ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। মৎস্ত আমিষের লোভে আমিষলিপ্ত বড়িশের সন্ধান না পাইয়া যেরূপ ঐ আমিষ ভোজনে মৃত্যুলাভ করে, তদ্রূপ বহির্ভূখী বুদ্ধিবিশিষ্ট জন পরিণাম-অদর্শনে প্রাকৃত রসাসক্তিতে সংসার লাভ করে এবং—‘ঔপস্থ্যজৈহ্ম্যাকার্পণ্যাদ্ গৃহপালায়তে জনঃ’—তাঃ ৭।১৫।১৮ অর্থাৎ উপস্থ্য ও জিহ্মাসুখের জন্য দীনভাবাপন্ন হইয়া কুক্কুরের খায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগৌরস্বরূপ বলিয়াছেন—“জিহ্বার লাগিয়া যেই উতি উতি ধায়। শিশোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।” বৈরাগী হইএণ করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৬প ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রিয়ানি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।

বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরসশ্চ বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (দুর্জয়মুপপাদয়তি) নিরাহারাঃ মনীষিণঃ রসনং (জিহ্বাং) বর্জয়িত্বা তু (ইতরাণি) ইন্দ্রিয়ানি আশু জয়ন্তি (বশীকুর্যন্তি) (পরন্ত) নিরসশ্চ (নিরাহারশ্চ) তৎ (রসনং) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিমেষ গচ্ছতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। বিবেকী পুরুষ আহার বর্জন করিলে প্রায় সকল ইন্দ্রিয়কেই সত্ত্বর বশীভূত করিতে পারেন। কিন্তু উপবাসী পুরুষের রসনেন্দ্রিয়ের রসানুরাগ পূর্কপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন শ্রাদ্ধিজিতাত্তেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।

ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্বকং জিতে রসে ॥ ২১ ॥

অন্বয়। পুমান্ যাবৎ রসনং ন জয়েৎ (ন বশীকুর্য্যাৎ) তাবৎ বিজিতাত্তেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি অত্যানি রসনা-ব্যতিরিক্তানি ইন্দ্রিয়ানি যেন তথাভূতঃ) (অপি)

জিতেন্দ্রিয়ঃ ন শ্রাৎ ( পরন্তু ) রসে ( রসনেন্দ্রিয়ে ) জিতে ( বশীকৃতে সতি ) সর্বং জিতং ( সর্বানীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্রাঃ ) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।** পুরুষ যে পর্য্যন্ত রসনাকে জয় করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত অশ্রান্ত সকলইন্দ্রিয় বশীভূত করিলেও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, পরন্তু জিহ্বাবেগ জয় হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই জিত হয় ॥ ২১ ॥

**বিশ্বনাথ ।** তদেবং রূপগন্ধস্পর্শবদরসৈঃ পঞ্চভি-  
বিষয়ৈঃ পতঙ্গ-মধুকর-গজ-হরিণ-মীনাঃ পঞ্চ মোহিতা  
হতাঃ । তদুক্তং — “কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ  
পঞ্চভিরেব পঞ্চ । একঃ প্রমাদী স কথং ন হততে যঃ  
সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ”, ইতি । কিন্তুত্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি-  
প্রদং রসনেন্দ্রিয়মেবানর্থকারীত্যন্তস্ত জয়ে প্রযত্নং  
কুর্কীতেত্যাহ,—ইন্দ্রিয়ানীতি দ্বাত্যাম্ । অয়ং ভাবঃ ।  
যজ্ঞাহারশূন্যজ্যতে তর্হ্যত্বেন্দ্রিয়জয়ঃ কেবলং ভবতি  
রসনেন্দ্রিয়স্ত বর্দ্ধতে । যদি তু ভুজ্যতে, তর্হি পুনশ্চ রসা-  
সক্ত্যা সর্বেন্দ্রিয়শ্চেভঃ শ্রান্তশান্ত্যা রসনেন্দ্রিয়ং জেতব্যং  
যথা তদনুবর্তীতশ্রান্তপীন্দ্রিয়াণি জিতানি স্রাস্তাদৃশো  
রসনেন্দ্রিয়শ্চ জয়ন্ত রসনয়ৈব ভগবদুক্তনামকীর্তনরসাস্বা-  
দান্তবেৎ । যদুক্তং—“রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা  
নিবর্ততে” ইতি ॥ ২০—২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** এইভাবে রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও রস  
এই পঞ্চ বিষয় দ্বারা পতঙ্গ, মধুকর, গজ, হরিণ ও মীন  
মোহিত হইয়া হত হয় । কথিত আছে ( গারুড়ে )—  
‘কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চজন পাঁচটি  
বিষয় দ্বারা হত হয় । ইহাদের একটাই প্রমত্ত করিয়া  
তুলে, আর যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচটি বিষয়েরই সেবা  
করে, সে কেন না মরিবে?’ কিন্তু অশ্র ইন্দ্রিয়গণের  
বৃত্তিপ্রদ রসনা-ইন্দ্রিয়ই অনর্থকারী । অতএব তাহার জয়ে  
প্রযত্ন করা উচিত । যদি আহার ত্যাগ করা যায়, তবে  
কেবল অশ্র ইন্দ্রিয়ের জয় হয়, রসনেন্দ্রিয় কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত  
হয় । যদি আহার করা যায়, তাহা হইলে আবার রসের  
আসক্তিতে সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ ( উদ্রেক ) হয় । অতএব

এমনভাবে রসনা জয় করিতে হইবে, যাহাতে তদনুবর্তী  
অশ্র ইন্দ্রিয়গুলি যেমন বিজিত হইবে, তেমনি রসনেন্দ্রিয়ের  
জয়ও হইবে । ইহা কেবল রসনা দ্বারা ভগবানের উচ্চ  
নাম-কীর্তন-রসের আস্বাদ দ্বারাই হইতে পারে । যেমন  
উক্ত হইয়াছে রসত্যাগ করিলে উহার রস পর অর্থাৎ  
শ্রেষ্ঠতত্ত্ব দেখিয়া বিরত হয় ॥ ২০-২১ ।

**অনুদর্শিনী ।** ‘প্রাণবৃত্ত্যেব সন্তুষ্টিং’—( ভাঃ  
১১।৭।৩৯ ) পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইলেও রসনার অতি  
দুর্জয়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্তই বিশেষভাবে রসনারই কথা  
বলিতেছেন ।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারশ্চ দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ গী ২।৫৯

দেহধারি ব্যক্তি ( রোগাদিভয়ে ) আহারাদি বর্জন  
করিলেও বিষয় নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু, তাহাতে বিষয়তৃষ্ণা নষ্ট  
হয় না । পরন্তু, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরমতত্ত্বের  
রসমাধুর্য্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয়-তৃষ্ণা হইতে  
বিমুক্ত হন । কেননা, উৎকৃষ্ট বিষয়প্রাপ্ত হইলে রাগ  
স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয়ানুভব  
নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু বিষয়-ভোগেচ্ছা থাকে । আর  
ভগবদনুভূতিতে সেবারুত্তির উদয়ে জড় বিষয়-প্রবৃত্তি  
বিলুপ্ত হয় । ( ভোগেচ্ছা থাকে না ) ।

রসনার দুইটি কার্য্য—বাক্য উচ্চারণ ও রসাস্বাদন ।  
ইতর কথা উচ্চারণ ও ইতর রসাস্বাদনে রসনার বেগ  
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশ্রান্ত ইন্দ্রিয়গণেরও বেগ বৃদ্ধি পায়  
কিন্তু রসনা দ্বারা শ্রীভগবানের নাম উচ্চ-কীর্তনে এবং  
ভগবৎ প্রসাদ-সেবনে রসনাসহ সকল ইন্দ্রিয় বিজিত  
হয় ।

ভক্তরাজ অমরীষ এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—

“বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে” ।

“রসনাং তদর্পিতে” । ভাঃ ৯।৪।১৮-১৯

‘তদর্পিতে মহাপ্রসাদারে রসনাং জিহ্বাস্ব’

—শ্রীবিশ্বনাথ ।

শ্রীম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শরীর অবিভাজাল, জড়েক্রিয়, তাহে কাল

জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।

তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় স্তম্ভস্রুতি,

তাকে জেতা কঠিন সংসারে।

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা ভয়,

স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।

সেই অনামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,

প্রেমে ডাক চৈতন্তনিতাই ॥ ২০-২১ ॥

পিঙ্গলা নাম বেষ্ঠাসীদ বিদেহনগরে পুরা।

তস্তা মে শিক্ষিতং কিক্ষিগ্নিবোধ নৃপনন্দন ॥২২॥

অনুব্র। (পিঙ্গলায়া বৈরাগ্যং শিক্ষিতমিতি বক্তুং তদাখ্যানমাহ) (হে) নৃপনন্দন! পুরা (পূর্বকালে) বিদেহনগরে পিঙ্গলা নাম বেষ্ঠা আসাঁৎ, তস্তাঃ (সকাশাৎ) মে (যয়া) কিক্ষিৎ শিক্ষিতং (তৎ মন্তঃ) নিবোধ (শৃণু) ॥২২॥

অনুবাদ। হে নৃপনন্দন! পূর্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেষ্ঠা বাস করিত, তাহার নিকট হইতে আমি কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥২২॥

বিশ্বনাথ। পিঙ্গলায়া নৈরাশ্র্য শিক্ষিতমিতি তদুপাখ্যানমাহ,—পিঙ্গলেতি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। পিঙ্গলার নিকট নৈরাশ্র্য শিক্ষা করিবে। তাহার উপাখ্যান ॥২২॥

অনুদর্শিনী। এই অধ্যায়ের জ্ঞানপ্রকরণেও প্রসঙ্গক্রমে পরমাত্ত্বিত্ব দেখাইতেছেন।

সা শৈরিণোকদা কাস্তং সঙ্কেত উপনেষ্টতী।

অভূৎ কালে বহির্দ্বারে বিদ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২৩॥

অনুব্র। সা-শৈরিণী (কামচারিণী বেষ্ঠা) একদা কাস্তম্ (উপপত্তি) সঙ্কেতে (রতিস্থানে) উপনেষ্টতী (স্বসমীপমানেষ্যতী আনৈতুমিত্যর্থঃ) কালে (সায়ম্)

উত্তমং রূপং বিদ্রতী (দধানা সতী) বহির্দ্বারে অভূৎ (স্থিতা) ॥২৩॥

অনুবাদ। একদিন সেই কামচারিণী বেষ্ঠা নিজ গৃহে রতিস্থানে উপপত্তি আনয়ন করিবার জন্ত সন্ধ্যাকালে উত্তমরূপ ধারণপূর্বক বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছিল ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। সঙ্কেতে রতিস্থানে। উপনেষ্টতী স্বসমীপমানেষ্যতী আনৈতুমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। সঙ্কেতে অর্থাৎ রতিস্থানে। উপনেষ্টতী অর্থাৎ নিজ সমীপে আনিবার নিমিত্ত ॥২৩॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।

তান্ শুদ্ধদান্ দিস্তবতঃ কান্তান্মেনেহর্থকামুকী ॥২৪॥

অনুব্র। (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষবর!) অর্থ-কামুকী (অর্থান্তিলাষিণী) (সা) মার্গে আগচ্ছতঃ পুরুষান্ বীক্ষ্য (দৃষ্টা) তান্ (সর্কান্ পুরুষান্) দিস্তবতঃ (সধনান্ অতএব) শুদ্ধদান্ (মূল্যদান্) কান্তান্ (স্বর-জাহান্) মেমং (নির্দীতবতী) ॥২৪॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ধনান্তিলাষিণী উক্ত স্বারবগিতা সেই পথ দিয়া যে কোন পুরুষকে আগমন করিতে দেখিত, দর্শন মাত্রেই তাহাকেই ধনবান, মূল্যদাতা এবং স্বরতযোগ্য মনে করিতে লাগিল ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। শুদ্ধদান্ মূল্যং দত্ত্বা স্বরতগ্রাহিণঃ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। শুদ্ধদ অর্থাৎ মূল্য দিয়া স্বরত-গ্রাহী ॥২৪॥

আগতেষপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।

অপ্যাত্তো বিস্তবান্ কোহপি মামুপৈশ্চ্যতি ভূরিদঃ ॥২৫॥

এবং হ্রাশয়া ধবস্তনিদ্রা দ্বার্যাবলম্বতী।

নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপগত ॥২৬॥

অনুব্র। সা সঙ্কেতোপজীবিনী (যা সঙ্কেতে পুরুষান্ নীত্বা ততঃ প্রাপ্তধনে জীবতি সা) আগতেষু (মার্গসমাতেষু পুরুষেষু) অপযাতেষু (নয়নাগোচরং গতেষু সংস্) অপি বিস্তবান্ (ধনবান্ অতএব) ভূরিদঃ

( প্রচুরার্থপ্রদঃ ) অন্যঃ কঃ অপি ( পুরুষঃ ) মাম্ উটপশ্যতি  
( পরার্থঃ মম সন্নিপমাগমিষ্যতি ) এবং তুরাশয়া ধনস্তনিদ্রা  
( ধনস্তা বিনষ্টা নিদ্রা যন্তাঃ সা ) দ্বারি অবলম্বতী ( দ্বারম-  
বলম্বমানা ) নির্গচ্ছতী প্রবিশতী ( পুনঃ প্রবিশতি পুনর্নি-  
গচ্ছতোবাং কুর্বতী ) নিশীথম্ ( অর্দ্ধরাত্রং ) সমপশ্যত  
( প্রাপ ) ॥২৫-২৬॥

**অনুবাদ।** বেষ্ঠাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ-  
করিণী সেই পিঙ্গলা পথে কোন আগত পুরুষ চলিয়া  
গেলে অত্র কোন ধনবান্ এবং প্রভূত অর্থদাতা পুরুষ  
আমার নিকট আসিবে এইরূপ তুরাশার বশে নিদ্রাশূন্য  
হইয়া দ্বারদেশ আশ্রয় পূর্বক কখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ  
কখনও বা বহির্গমন করিতে লাগিল ; এইরূপে নিশীথকাল  
উপস্থিত হইল ॥২৫-২৬॥

**বিশ্বনাথ।** নিশীথং অর্দ্ধরাত্রং প্রাপ ॥২৬॥

**বঙ্গানুবাদ।** নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রি প্রাপ্ত  
হইয়াছিল ॥২৬॥

— —

তস্তা বিস্তাশয়া শুশ্রূষস্ত্রায়া দীনচেতসঃ ।

নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিস্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥২৭॥

**অনুয়।** ( অর্থ ) বিস্তাশয়া ( ধনাশয়া ) শুশ্রূষস্ত্রায়াঃ  
( শুশ্রূষ বস্ত্রং বদনং যন্তাঃ তস্তাঃ ) দীনচেতসঃ ( দীনং মলিনং  
চেতো যন্তাঃ ) তস্তাঃ ( পিঙ্গলায়াঃ ) চিস্তাহেতুঃ ( বিভচিষ্টেব  
হেতুর্যন্ত সঃ ) সুখাবহঃ ( পরিণামসুখপ্রদঃ ) পরমঃ নির্বেদঃ  
( অলং বুদ্ধিঃ, বৈরাগ্যং ) জজ্ঞে ( জাতঃ ) ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।** অনন্তর ধনাশার ফলে শুশ্রূষদনা,  
দীনচিত্তা পিঙ্গলার অর্থচিন্তা হইতেই পরিণাম সুখকর  
মহান বৈরাগ্য উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** বিভচিষ্টেব হেতুর্যন্ত সঃ ॥ ২৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** চিস্তাহেতু অর্থাৎ ধনচিন্তাই যাহার  
হেতু ॥ ২৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** আপাতদর্শনে ধনচিন্তাই পিঙ্গলার  
বৈরাগ্যের কারণ হইলেও উহার গুহ্য কারণ—তাহার পূর্ব  
সংস্কার । কেননা, বিষয়ের অপ্রাপ্তি বা নাশে বিষয়িগণের

যে বৈরাগ্য দেখা যায় তাহা তুংখাবহ কণিক এবং  
লৌকিক । আর পিঙ্গলার বৈরাগ্য—পরম এবং সুখাবহ  
অর্থাৎ অলৌকিক এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজাত আনন্দ-  
প্রদানকারী ॥ ২৭ ॥

তস্তা নির্বিকল্পচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম ।

নির্বেদং আশাপাশানাম্ পুরুষস্ত যথা হৃদি ॥ ২৮ ॥

**অনুয়।** নির্বিকল্পচিত্তায়াঃ ( নির্বেদগ্রস্তমনসঃ ) তস্তাঃ  
( পিঙ্গলায়াঃ ) যথা ( যথাবৎ ) গীতং মম শৃণু ( মন্তঃ আকর্ষণ ) ।  
নির্বেদঃ হি পুরুষস্ত আশাপাশানাম্ অসিঃ যথা ( অসিঃ বৎ  
তদবন্ধনচ্ছেদকো ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।** নির্বেদগ্রস্তা পিঙ্গলা যাহা কীর্তন করিয়া-  
ছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন । বৈরাগ্যই  
পুরুষের আশাপাশাসমূহের ছেদক অসি স্বরূপ ॥ ২৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** যথা মম যথাবদন্তঃ আশা এব  
সংসারবন্ধস্ত পাশাঃ স্তাস্তাসাং ছেদনে নির্বেদ এব  
অসির্ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যথা অর্থাৎ যথাবৎ । মম অর্থাৎ  
আমার নিকট হইতে । আশাই সংসারবন্ধনের  
পাশস্বরূপ । তাহার ছেদনে নির্বেদই অসিস্বরূপ ॥ ২৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** আশা পাশস্বরূপ—

আশাপাশশর্তৈর্কদ্ধাঃ কামক্রোধপরাধনাঃ ।

গীঃ ১৬।১২

( সেই ব্যক্তিগণ ) শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম  
ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট । অবিজ্ঞা, অস্মিতা, বাগ, দ্বেষ ও  
অভিনিবেশ এই পাঁচের মধ্যে রাগশব্দেই আশা বুঝিতেই  
হইবে । তাহারাই জীবের পাশবৎ বন্ধক । পাশছেদনে  
যেমন অসির প্রয়োজন ॥ ২৮ ॥

নহুজ্জাতনির্বেদো দেহবন্ধ জিহাসতি ।

( যথা বিজ্ঞানবহিতো মনুজো মমতাং নৃপ ) ॥ ২৯ ॥

**অনুয়।** অঙ্গ ! ( হে রাজন্ ! ) অজাতনির্বেদঃ ( ন  
জাতো নির্বেদঃ বৈরাগ্যং যন্ত সঃ জনঃ ) দেহবন্ধং ( দেহ-



বন্ধনং) ন জিহাসতি হি (ন তাজ্জুমেবেচ্ছতি) । (হে) নৃপ (হে রাজন্) যথা বিজ্ঞানরহিতঃ নমুজঃ নমতাং (ন জিহাসতি) ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্! পুরুষের হৃদয়ে বৈরাগ্য উপন্ন না হইলে সে দেহবন্ধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। (যে রূপ বিজ্ঞানরহিত মানব নমতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না) ॥ ২৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** তস্তাবগ্ণোপাদেয়ত্বমাহ,—নহীতি ॥২৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ইহা যে অবগ্ণ উপাদেয় তাহাই বলিতেছেন ॥ ২৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** নির্বেদ বা বিষয়-বৈরাগ্য অবগ্ণ উপাদেয়। কেননা, যে আশাপাশে বদ্ধ হইয়া জীব সংসারগতিতে বিভিন্ন দেহলাভ করে, উহা সেই সংসার-গতির নিবর্তক ॥ ২৯ ॥

### পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাশ্বনঃ ।

যা কাস্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥৩০॥

**অশ্বয়।** পিঙ্গলা উবাচ। অহো অবিজিতাশ্বনঃ (অবিজিতচিত্তায়াঃ) মে (মম) মোহবিততিং (মোহ-বিস্তরং) পশ্যত, যেন (হেতুনা) যা বালিশা (বিবেক-শূন্যাহং) অসতঃ কাস্তাং (তুচ্ছাং নরাং) কামং (কাম্য-বিশয়ং) কাময়ে (অভিলষামি) ॥৩০॥

**অনুবাদ।** পিঙ্গলা বলিল,—অহো! অজিতে-দ্রিয়তাবশতঃ আমার কিরূপ প্রবল মোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলে দর্শন কর, যদ্বারা আমি বিবেক-শূন্য হইয়া তুচ্ছ মানবের নিকট ধনাদি বস্তুর কামনা করিতেছি ॥৩০॥

**বিশ্বনাথ।** কামং কন্দর্পং কাময়ে, যেন কামেন হেতুনা অহং বালিশা মূঢ়া ॥৩০॥

**বঙ্গানুবাদ।** কাম অর্থাৎ কন্দর্পকে কামনা করে, যে কামনহেতু আমি বালিশা অর্থাৎ মূঢ়া ॥৩০॥

### অনুদর্শিনী

কামাসক্ত ব্যক্তিগণই মূঢ় বা মোহগ্রস্ত—

কামমাস্রিত্য হৃৎপূরং দম্তমানমদাষিতাঃ ।

মোহাদ্গৃহীত্বাসদগ্রহান্ প্রবর্তন্তেহুচিপ্রতাঃ ॥

গী ১৬।১০

হৃৎপূর কামকে আশ্রয়করতঃ দম্ত, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাগি খায়।

চরিতামৃত ম ২২ পঃ ॥৩০ ॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং

বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় ।

অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-

মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা ॥৩১॥

**অশ্বয়।** (বালিশত্বং প্রপঞ্চয়তি) । অজ্ঞা (মূঢ়া) অহং সমীপে সন্তম্ (অণুয্যামিতয়া সততং সমীপস্থং) রমণং (প্রহং) রতিপ্রদং (রতিসুখদং) বিত্তপ্রদং নিত্যম্ ইমম্ (অপরোক্ষমীশ্বরং) বিহায় (তৎসেবাং ত্যক্ত্বা) অকামদং (অভীষ্টভোগদানে অসমর্থং) দুঃখভয়াধিশোক-মোহপ্রদং তুচ্ছং (হীনং নরং) ভজে (ভজামি) ॥৩১॥

**অনুবাদ।** আমি এরূপ মূঢ়া যে—রতিসুখদ, বিত্তপ্রদাতা, নিত্যকালস্থায়ী, প্রিয়তম ঈশ্বর আমার নিকট সর্বদা বর্তমান থাকিলেও আমি তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া অভিলাষপূরণে অশক্ত দুঃখভয়হুচিস্তাশোক-মোহাদিপ্রদ তুচ্ছ পুরুষের সেবা করিতেছি ॥৩১॥

**বিশ্বনাথ।** সমীপে সমাস্তহৃদয়ে এব সন্তং । রমণ-মিতি । ইমমেব কথমহং ন রময়ামীতি ভাবঃ । রতি-প্রদমিতি অয়মেব কথং মাং ন রময়তু কিমন্তেন পাপিষ্ঠ-পুরুষেণেতি ভাবঃ । বিত্তপ্রদমিতি মদন্তরতিতুষ্টিহরং বিত্ত-মপি প্রচুরং দাস্তব্যেবেতি ভাবঃ । অকামদং কামপূর্ত্তিং দাতুমসমর্থং ভগবত্যেতাদৃশী মতিরন্তাস্তদা তস্তাং রজত্যাং তদঙ্গনে যচ্ছয়াগতশয়িতস্ত শ্রীদতাক্রোশত্বং কৃপাভরাদভূদিতি প্রাক্ষঃ ॥৩১॥

**বঙ্গানুবাদ।** সমীপে অর্থাৎ আমার অন্তর্দ্বন্দয়েই বর্তমান। রমণ, তবে ইহাকে কেন রমণ করাই না? রতি-প্রদ, তবে ইনিই বা কেন আমাতে রমণ করেন না, পাপিষ্ঠ পুরুষ অত্রে প্রয়োজন কি? বিত্তপ্রদ, তবে আমার দেওয়া রত্নিতে তুষ্ট ইনি প্রচুর ধন দিবেন। অকামদ অর্থাৎ কামপুত্তিদানে অসমর্থ। ভগবানে তাহার এইরূপ মতি তখন হইল, সেই রাত্রিতে তাহার অঙ্গনে বদুচ্ছাক্রমে আগত ও শয়িত শ্রীদত্তাত্রেয়ের রূপাভরে হইয়াছিল, এই ঈঙ্গিতে ॥৩১॥

### অনুদর্শিনী।

ভগবৎপ্রীতির অভাবে জীবের ভোগবাসনার উদয় হয়। তখন পুরুষগণ নিজদিগকে জীগণের ভোক্তা, রমণ, রতিপ্রদ, বিত্তপ্রদ প্রভৃতি অভিমান করে এবং জীগণও আপনাদিগকে পুরুষগণের ভোগ্যা, রমণী, বিত্তভোগিনী প্রভৃতি অভিমানে মত্ত হয়। সৌভাগ্যফলে বদুচ্ছাগতি-বিশিষ্ট কোন মহতের রূপালাত হইলে পুরুষ ও স্ত্রী নিজ নিজ হৃদয়ে নিত্য অবস্থিত হৃৎপতিকেই সকল বস্তুর একমাত্র ভোক্তা, রমণ, স্বপদে-রতিপ্রদ, বিত্তপ্রদ বুঝিতে পারেন ॥৩১॥

অহো ময়া আ পরিতাপিতো বৃথা

সাক্ষেত্যবৃত্ত্যতিবিগর্হাবর্ত্তয়া।

স্বৈগ্নারবাদ্ যার্থত্বেষাহনুশোচ্যাৎ

ক্ৰীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥৩২॥

**অনুবাদ।** (পরিচাপং প্রপঞ্চয়তি)। অহো যা (অহং : জৈগাং : জীলম্পটাং অথচ) অর্থত্বঃ (লুকাৎ অতএব) অনুশোচ্যাৎ নরাং ক্রীতেন (বিক্রীতেন) আত্মনা (দেহেন) রতিং (রমণং) বিত্তং চ ইচ্ছতী (প্রার্থিতবতী তয়া) ময়া অতিবিগর্হাবর্ত্তয়া (অতি বিনিন্দ্যা বা বার্ত্তা তয়া) সাক্ষেত্যবৃত্তা (সাক্ষেত্যেন বা বৃত্তিতয়া) আত্মা বৃথা (নির্বর্থকং) পরিতাপিতঃ (ক্লেশিতঃ) ॥৩২॥

**অনুবাদ।** হায় জৈগণ, অর্থলোলুপ, অনুতাপযোগ্য প্রভৃতির নিকট হইতে এই শরীর বিক্রয় দ্বারা রতিস্থ ও

বিত্তলাভের আশা করিয়া আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে আমার নিজের দেহকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিয়াছি ॥৩২॥

**বিশ্বনাথ।** বা অহং ক্রীতেন বিক্রীতেনাত্মন স্বদেহেন জৈগাং জীলম্পটানরাং বিত্তং রতিঞ্চ ইচ্ছতী অভুবম্। যদ্বা নরেন ক্রীতো য আত্মা মদেহস্তেন ॥ ৩২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যে আমি ক্রীত বা বিক্রীত আত্মা বা নিজদেহ দ্বারা জৈগণ অর্থাৎ জীলম্পট পুরুষ হইতে ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়া থাকিতাম। অথবা নরদ্বারা ক্রীত যে আত্মা অর্থাৎ আমার দেহ তদ্বারা ॥ ৩২ ॥

**অনুদর্শিনী।** বারবনিতাগণ জীলম্পট পুরুষগণের নিকট হইতে অর্থ ও রতি কামনায় নিজদেহ বিক্রয় করে ॥৩২॥

যদস্থিভিনির্মিতবংশবংশ-

স্থুং দৃঢ়া রোমনথৈঃ পিনদ্ধম্।

ক্ষরমবদারমগারমেতদ্

বিগ্নত্রেপূর্ণং মলমূত্রপৈতি কাহন্যা ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** (অহো ধিঙমাং যাহমতিবীভৎসিতং ন জনানীত্যাহ) যৎ (যশ্মাং) মৎ অত্যা কা (মাং বিনা অপরা কা নারী) অস্থিতিঃ নির্মিত বংশবংশাস্থুং (বংশো নাম স্থুগাম্ নিহিতস্তিষ্ঠ্যাগ্ বেদুর্কংস্থাস্তশ্মিন্মুভয়তো নিহিতা বেগবঃ। অস্থিতিরেব নির্মিতা বংশাদয়ো যশ্মিন্ তৎ। তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ পার্থাস্থীনি বংশানি স্থুগা হস্তপাদাঙ্গানি তথা) দৃঢ়া (চর্ম্মণা) রোমনথৈঃ (চ) পিনদ্ধং (চ্ছাদিতং) ক্ষরমবদারং (ক্ষরন্তি নবদ্বারাণি যশ্মিন্ তৎ) বিগ্নত্রেপূর্ণং (মলমূত্রপূর্ণং) এতৎ অগারম্ (এবমুতাগাররূপং নরশরীরং) উপৈতি (কান্তবুদ্ধ্যা সেবতে) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** আমি ব্যতীত অত্যা কোন নারী অস্থি নির্মিত বংশ, বংশ ও স্থুগাদি বিশিষ্ট চর্ম্ম, রোম ও নখরাদিতে আচ্ছাদিত, নয়টি ক্ষরনদ্বারযুক্ত মলমূত্র পরিপূর্ণ এই নরদেহকে কান্তবুদ্ধিতে সেবা করে ॥ ৩৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** অহো অতিবীভৎসং বিষ্টাগৃহমেবাহং  
শৃঙ্গাররসং স্বভোগ্যমবিদমিত্যাহ,—যদগারং অস্থিভিরেব  
নির্ম্মিতো বংশো বংশাঃ স্থগাশ্চ যশ্বিংস্তং । তত্র পৃষ্ঠে  
দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ । পার্শ্বাস্থীনি বংশানি হস্তপাদাস্থীনি  
স্থগাং । মৎ মন্তোহত্যা কা উপৈতি ॥ ৩৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অহো অতি বীভৎস বিষ্টাগৃহরূপ  
আমি শৃঙ্গাররসকে নিজভোগ্য বলিয়াই জানিতাম। যে  
আগার অর্থাৎ গৃহ অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত বংশ অর্থাৎ পৃষ্ঠে যে  
দীর্ঘ অস্থি। বংশ অর্থাৎ পার্শ্বের অস্থি, স্থগা অর্থাৎ  
হস্তপদের অস্থি। আমি ভিন্ন অস্ত্র কেই বা সেবা  
করে ? ॥ ৩৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** জীবের জড় শরীরকে বিষ্টাপূর্ণ গৃহের  
সহিত তুলনা করা হইয়াছে। গৃহের স্তম্ভের সহিত মেরুদণ্ডের  
ও ছত্রের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের কাঠগুলির সহিত মেরুদণ্ডের উভয়  
পার্শ্বের এবং হস্তপদের অস্থিসমূহের সহিত এবং গৃহের  
উল্লুখড়ের সহিত ত্বগাদির উপমা।

নবদ্বার—মুখমণ্ডলে ৭, অধোদেশে ২—॥ ৩৩ ॥

বিদেহানাং পুরে হুশ্মিরহমৈকৈব মুচধীঃ ।

যাতুমিচ্ছন্ত্যসত্যাত্মাদাত্মাং কামমচ্যুতাং ॥ ৩৪ ॥

**অনুব্র।** যা অসতী ( অহম্ ) আত্মদাং ( পরমানন্দ-  
স্বরূপপ্রদাং ) অস্যাং অচ্যুতাং অস্ত্রং ( তং বিনা অপরং নরং )  
কামং ( ভোগং ) ইচ্ছন্তী ( যাচমানা ) বিদেহানাম্  
( মৈথিলানাং ) অস্মিন পুরে হি অহম্ একা এব মুচধীঃ  
( বিবেকশূভ্রা ভবামি ) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** অসতী আমি পরমানন্দস্বরূপ-প্রদাতা  
ভগবান্ অচ্যুতকে পরিত্যাগ পূর্বক অস্ত্র মানবের নিকট  
ভোগ লালসা করায় এই বিদেহনগরে আমার স্থায়  
বিবেকশূভ্রা রমণী আর কেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** যা অহমসতী অচ্যুতাদাত্মাং হৃষী  
আত্মপ্রদাদপ্যন্তং পুরুষং কামং ভোগমিচ্ছন্তী যাচমানা ॥ ৩৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যে অসতী আমি কাম অর্থাৎ ভোগ

ইচ্ছা করিয়া আত্মদ অর্থাৎ আত্মপ্রদ বা যিনি আপনাকে  
দেন এই অচ্যুত ভিন্ন অস্ত্র পুরুষের নিকট যাজ্ঞা  
করি ॥ ৩৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবান্ আত্মপ্রদ—

কঃ পণ্ডিতস্বদপরং শরণং সমীয়া-

ভুক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ স্নহদঃ কৃতজ্ঞাং ।

সর্কান্ দদাতি স্নহদো ভজতোহভিকামা-

নাশ্মানমপ্যুপচর্যাপচর্যো ন যন্ত ॥ তাঃ ১০।৪৮।২৬

অর্থ পূর্বে ১১।৬।১২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

স্বভক্তের কালভয়নিবারক তিনি অচ্যুত—

ন চ্যবন্তে তু যন্তজনা মহত্যাং প্রলয়াপদি ।

অতোহচ্যুতেহখিলে লোকে বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ॥

—পাণ্ডে।

অর্থাৎ মহাপ্রলয়রূপ আপদেও যাহার ভক্তগণের  
পতন হয় না, সেই বিষ্ণুই নিঃসংশয়ভাবে অখিল লোকে  
অচ্যুত বলিয়া বিখ্যাত।

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।

তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা ॥ ৩৫ ॥

**অনুব্র।** ( সা এবং নির্বিঘ্না সতী অতঃপরমেবং  
করিষ্যামীত্যাহ ) অয়ম্ ( ঈশ্বরঃ ) শরীরিণাং ( জীবানাং )  
প্রেষ্ঠতমঃ ( প্রিয়তমঃ ) সুহৃৎ ( হিতকর্তা ) নাথঃ ( স্বামী )  
আত্মা চ ( অন্তর্ধ্যামী চ ভবতি ) অহম্ আত্মনা এব  
( আত্মানমেব নিবেশ ) তম্ ( অচ্যুতং ) বিক্রীয় ( বিশেষণ  
ক্রীড়া ) অনেন ( অচ্যুতেন সহ ) রমা যথা ( লক্ষ্মীযর্থী তথা )  
রমে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।** এই ভগবান্ অচ্যুতই জীবগণের প্রিয়তম  
স্বামী, হিতকারী এবং অন্তর্ধ্যামী। আমি আত্মনিবেদন  
দিনিময়ে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীদেবী যেমন তাঁহার  
সহিত বিহার করেন সেইরূপ বিহার করিব ॥ ৩৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** তর্হি কিমতঃ পরং চিকীর্ষদীতি চেদেবং  
করোমীত্যাহ,—স্নহদিতি । আত্মনা স্বদেহেনানেন দন্তেন  
তং বিক্রীয় বিশেষণ ক্রীড়া অহং প্রাপ্তেন তেন প্রেষ্ঠতমেন  
সহ রমে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তবে ইহার পর কি করিতে ইচ্ছা কর—এই প্রশ্নের উত্তর। আত্মা অর্থাৎ প্রদত্ত এই স্বদেহদ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে কিনিয়া প্রাপ্ত প্রিয়তম তাঁহার সহিত রমণ করিব ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ কেবল ভক্তিদ্বারা ই বিশেষভাবে লভ্য—‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ’—শ্রুতিঃ। ‘বশে কুর্যন্তি মাং ভক্ত্যা’—ভাঃ ৯।৪ ৬৬।

দেহ সমর্পণে ভগবৎ প্রাপ্তি—

এবা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিমর্নাষা চ মনীষিণাম্

যৎ সত্যমনুভেদেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥

ভাঃ ১।১২৯।২২ ( অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য ) ।

পিঙ্গলার আজ স্নসৌভাগ্যের উদয়ে সাধুরূপার তাঁহার ভগবৎস্মৃতি হইয়াছে। তাই সেই অন্তর্ধানী শ্রীভগবানেরই প্রেরণায় তাঁহার চরণপ্রাপ্তির বুদ্ধিলাভ হইয়াছে। স্মৃতির পিঙ্গলা বিচার করিয়াছেন যে, আত্মপ্রদ ভগবানকে আমার এই অনিত্য ও প্রাকৃত দেহ নিবেদন করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত নিত্যাত্মলাভে সেই কাম-দেবেরই কাম পূরণ করিব ॥ ৩৫ ॥

কিয়ং প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা য়ে কামদা নরাঃ ।

আত্মস্তবস্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিক্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্থয়। ( অত্মস্থাস্যেব্যস্তং দর্শয়তি ) । কালবিক্রতাঃ ( কালপ্রভাবে বিচলিতাঃ ) আত্মস্তবস্তঃ ( উৎপত্তিবিনাশ-বস্তঃ ) তে কামাঃ ( বিষয়াঃ ) কামদাঃ নরাঃ দেবাঃ বা ভার্য্যায়াঃ কিয়ং প্রিয়ং ( কিংপ্রমাণং প্রিয়ং ) ব্যভজন্ ( কৃতবস্তঃ ন কিঞ্চিং অতো নেহামুক্ত চ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহপি সেব্যোহস্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। সতত কালদ্বারা বিধ্বস্ত উৎপত্তি-বিনাশশীল এই সকল বিষয়রাশি, কামদ মনুষ্য এবং দেবতাগণ ভাষ্যার কিঞ্চিদ্ভিন্ন সুখপ্রদানে সমর্থ নহে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। যে কামা বিষয়াঃ যে কামদা বা নরাঃ দেবা বা তে সর্কে আত্মস্তবস্তঃ কালেনৈব বিক্রতাঃ অতো

ভার্য্যায়াঃ কিয়ং প্রিয়ং ব্যভজন্ কৃতবস্তঃ । ন কিঞ্চিং অত ইহামুক্ত চ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোহপি ময়া ন সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে কাম অর্থাৎ বিষয়সমূহ, কামদ যে নর বা দেব, তাহারা সকলে আদি ও অন্তঃকৃত, কাল-কর্তৃক বিক্রত, অতএব ভার্য্যার কি পরিমাণই বা প্রিয়-কার্য্য করিয়াছে? কিছুই না। অতএব ইহ বা অমুক্ত তন্তিন্ন আমি আর কাহারও সেবা করিব না ॥ ৩৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীহরি ব্যতীত কালান্বিত অত্ম কেহই সেব্য নহেন দেখাইতেছেন। দেবগণ বা নরগণ যে তাহাদের আশ্রিতজনের কোনও প্রিয়কার্য্য করিতে পারেন না তাহা তাহাদেরও তদনুগগণের অবস্থাদর্শনে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

বিষয়ভূষো নরপশবো য উপাসতে বিভূতীর্ন পরং স্বাম্ ।  
তেষামাশিষ দ্বৈশ তদনু বিনশ্বন্তি যথা রাজকুলম্ ॥

ভাঃ ৬।১৬।৩৮

চিত্রকেতু বলিলেন—হে দ্বৈশ, যে সকল বিষয়লিপ্সু নরপশু সর্বোত্তম আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বিভূতি ইচ্ছাদি দেবতার উপাসনা করে; রাজদত্ত সেবকের ভোগাসমূহ যেমন রাজকুলনাশের পর বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তাহাদের ঐ সকল দেবপ্রদত্ত ভোগ্যবস্তুরূপও তত্তদেবতার নাশান্তে বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

নুনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কক্ষণা ।

নির্ব্বেদোহয়ং ছুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্থয়। ( এবং নিশ্চিত্য স্বভাগ্যমভিনন্দতি ) যৎ ( বস্মাৎ ) ছুরাশায়াঃ ( দুষ্টা আশা যস্তা স্তস্তা ছুরাসনায়াঃ ) মে ( মম ) সুখাবহঃ ( পরমকল্যাণপ্রদঃ ) অয়ং নির্বেদঃ জাতঃ ( উৎপন্নস্তস্মাৎ ) মে ( মম ) কেন অপি ( কক্ষণা ) ভগবান্ বিষ্ণুঃ নুনং ( নিশ্চিতং ) প্রীতঃ ( সন্তুষ্টঃ ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। যেহেতু মদীর ছুরাসনাগ্রস্ত হৃদয়ে পরম কল্যাণপ্রদ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়

যে—আমার কোন কর্মদ্বারা ভগবান্ বিঃ শিষ্ট্যই প্রীত হইয়াছেন ॥৩৭॥

**বিশ্বনাথ ।** এবং নিশ্চিতা স্বভাগ্যমভিনন্দতি,—  
নুনমিতি । কেনাপি কর্মণেতি । ভো বিরক্তবর্ষ্য, ক্রুপয়া  
অন্য মঙ্গলম্বেব সফলীকুরু । অত্রৈব শেষ কিকিছুও ক্ষু-  
পিব চেতি যদৃচ্ছ্যৈবাগতং শ্রীদত্তাত্রেয়নুক্তা তৎস্থান-  
সংস্কারমার্জ্জনলেনপনাদিকং সাংসারকামে ভয়া কৃতমিতি  
প্রাঞ্চঃ ॥৩৭॥

**বঙ্গানুবাদ ।** এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বীয় ভাগ্যের  
প্রশংসা করিতেছে । হে বিরক্তবর্ষ্য (বৈরাগিশ্রেষ্ঠ দত্তাত্রেয়),  
কৃপাপূর্বক আজ আমার অঙ্গন সার্থক করন । এখানেই  
উপবেশন, শয়ন, কিছু ভোজন ও পান করুন এইরূপ  
যদৃচ্ছাক্রমে আগত শ্রীদত্তাত্রেয়কে বলিয়া সেই সন্ধ্যাকালে  
সেই স্থান সংস্কার মার্জ্জনলেনপনাদি করিল—এই  
ইঙ্গিত ॥ ৩৭ ॥

**অনুদর্শিনী ।** শ্রীভগবানের কৃপা-পেরিত শ্রীদত্তা-  
ত্রেয়ের সেবা ও সঙ্গলক্ষণ কর্ষে পিঙ্গমার নির্বেদ ও  
ভগবানে নতি হইয়াছিল ।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োদ্যম হয় ।

সাধুসঙ্গে তরে ; কৃষ্ণে রতি উপজয় ।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ষে 'ভক্তি' নয় ।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নাহি ক্ষয় ॥ চরিতামৃত—

ন ২২ প ॥৩৭॥

মৈবং স্মারম্ভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবঃ ।

যেনানুবন্ধা নিহত্য পুরুষঃ শময়চ্ছতি ॥৩৮॥

**অম্ময় ।** (নহু ধনাপ্রাপ্ত্য ক্লিষ্টাসি কথং বিষুঃ  
প্রীতস্তত্ৰাহ) পুরুষঃ যেন (নির্বেদেন) অনুবন্ধঃ (গৃহাদিকং)  
নিহত্য ( পরিত্যজ্য ) শমং ঋচ্ছতি ( শান্তিং গচ্ছতি ) মন্দ-  
ভাগ্যায়াঃ ( অহং মন্দভাগ্যা চেত্তর্হি নম ) নির্বেদহেতবঃ  
( নির্বেদস্য হেতবঃ ) এবং ক্লেশাঃ না স্মঃ ( ন ভবেয়ুঃ ) ॥৩৮॥

**অনুবাদ ।** যে বৈরাগ্যহেতু পুরুষ গৃহাদি পরিত্যাগ

করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে, আমি মন্দভাগ্য হইলেও  
এরূপ নির্বেদজনক এই সকল ক্লেশের উদয় হইত না ॥৩৮॥

**বিশ্বনাথ ।** নহু ধনাপ্রাপ্ত্য ক্লিষ্টাসি কথন্তে বিষুঃ  
প্রীতস্তত্ৰাহ,—মৈবমিতি । যদি মে বিষুর্ন প্রীতস্তদা মে  
মন্দভাগ্যায়া বেষ্টায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবো ন স্ম্যঃ ।  
যেন নির্বেদেন অনুবন্ধঃ গৃহাদিকং নিহত্য পরিত্যজ্য ॥৩৮॥

**বঙ্গানুবাদ ।** আচ্ছা ধন না পাইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত  
হইলে, বিষু হোমার প্রতি কিরূপ প্রীত ? ইহার উত্তর ।  
যদি বিষু আমাতে প্রীত নহেন, তবে মন্দভাগ্য বেষ্টা  
আমার ক্লেশ নির্বেদের হেতু হইত না । যে নির্বেদের  
হেতু অনুবন্ধ অর্থাৎ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া ॥৩৮॥

**অনুদর্শিনী ।** পিঙ্গমার মনোভাব এই যে,—  
আমি ধনকেই সার জানিয়া সর্বজন-বিগর্হিতা বেষ্টা-  
বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি । পূর্বে ধনাভাবে এইরূপ কষ্ট  
উপস্থিত হইলেও আমি ধন-সংগ্রহে বিরক্ত না হইয়া  
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তমের ধনোপার্জন করিয়াছি ।  
কিন্তু বর্তমানে ধনের অভাবে সেইরূপ কষ্ট উপস্থিত  
হইলেও পুনরায় ধনোপার্জনে প্রবৃত্তি হইতেছে না । এবং  
এই বৃত্তিতে ঘৃণা উপস্থিত হইয়া বিষয়ে নিবৃত্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-  
ভজনে প্রবৃত্তি হইতেছে । ইহার দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছি  
যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন । কেননা  
তাঁহার কৃপা হইলে জীবের তত্ত্বজনে অল্পরোগ এবং বিষয়ে  
বিরাগ হয় । বৈরাগ্যবশেই জীব গৃহাদি ত্যাগ করিয়া  
কাম অর্থাৎ ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করে ॥৩৮॥

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ।

তাক্ত্য ছুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥৩৯॥

**অম্ময় ।** (অতঃ) তেন ( শ্রীবিষ্ণুনা ) উপকৃতং  
( নির্বেদলক্ষণং কৃতরূপকারং ) শিরসা আদায় ( গৃহীত্বা )  
গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ( গ্রাম্যেষু নরেষু বিষয়েষু বা সঙ্গতাঃ )  
ছুরাশাঃ তাক্ত্য ( পরিত্যজ্য ) অধীশ্বরং তং ( শ্রীবিষ্ণুমেব )  
শরণং ( আশ্রয়ং ) ব্রজামি ( প্রাপ্নোমি ) ॥৩৯॥

**অনুবাদ ।** অতএব আমি ভগবদ্রুত এই উপকার

শিরোধার্য করিয়া গ্রাম্যবিষয়সম্বন্ধীয় দুরাশা পরিত্যাগ পূর্বক সেই জগদীশ্বর শ্রীহরিরই শরণ গ্রহণ করিব ॥৩৯॥

**বিশ্বনাথ** । অতন্তেন বিষুনা উপকৃতং কৃতমুপকার-মিমং নির্বেদলক্ষণং শিরসা গৃহীত্বা গ্রামোষু বিষয়েষু সঙ্গ-তাপ্যহম্ ॥৩৯॥

**বঙ্গানুবাদ** । গ্রাম্য অর্থাৎ বিষয়ে সঙ্গতা আমি পর্য্যন্ত সেই বিষ্ণুকৃত উপকাররূপ এই নির্বেদলক্ষণ শিরে ধারণ করিয়া ॥৩৯॥

**অনুদর্শিনী** । পিঙ্গলা কহিলেন—বিষয়সম্বন্ধে ভগবানই যখন রূপা করিয়া আমাকে এইরূপ নির্বেদ প্রদানে উপকার করিয়াছেন তখন উহাই আমার শিরোধার্য্য । আমি তাঁহার প্রীতির জন্ত তাঁহারই ভজন করিব ॥৩৯॥

সন্তুষ্টা শ্রদ্ধাভ্যোতদ্যথালভেন জীবতী ।

বিহরাম্যমুনৈবাহমাঅনা রমণেন বৈ ॥৪০॥

**অম্বল** । এতৎ ( উপকার ) শ্রদ্ধতী ( বিশ্বসতী ) যথালভেন জীবতী ( যদৃচ্ছাপ্রাপ্তেন বস্তুনা জীবনং দধান ) সন্তুষ্টা অহম্ আনুনা ( পরমাত্মরূপিণা ) রমণেন অমুনা এব ( শ্রীবিষ্ণুনৈব ) বিহরামি ( বিহারং করিষ্যামি ) বৈ ( নিশ্চিতং ) ॥৪০॥

**অনুবাদ** । অনন্তর এইরূপ ভগবদুপকারে শ্রদ্ধা-যুক্তা এবং যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবনধারণে সন্তুষ্টা আমি পরমাত্মরূপী রতিপ্রদ শ্রীহরির সহিতই বিহার করিব ॥৪০॥

**বিশ্বনাথ** । শরণং গতী সতী কীদৃশী বুভুসীত্যত আহ, সন্তুষ্টেতি । এতৎ শ্রদ্ধতী বিশ্বসতী এতদেব কিং তত্রাহ, বিহরামীতি ॥৪০॥

**বঙ্গানুবাদ** । শরণ লইয়া পরে কিরূপ হইতে ইচ্ছা কর ? তদুত্তরে সন্তুষ্টা ইত্যাদি এই প্রকার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসযুক্ত হইয়া কি হইবে ? তদুত্তরে বিহার করিব ইত্যাদি ॥৪০॥

**অনুদর্শিনী** । শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত ব্যক্তি ভগবানকেই নিজের প্রভু, রক্ষাকর্তা, গোপ্তা বা পালক

জানেন । তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করেন । যাহা কিছু লাভ করেন তাহা ভগবানেরই প্রদত্ত এবং যাহা কিছু হইতে বঞ্চিত হন, তাহাও ভগবানের দ্বারা গৃহীত জানিয়া যথালভে সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজপ্রভু-সেবায় রত থাকেন ।

শরণাগতের আচরণ—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।

তৎস্থানমাপ্রিতস্তম্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্র

শরণাগত ব্যক্তি শরীর দ্বারা ভগবলীলাস্থান আশ্রয় পূর্বক 'হে ভগবন্, আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনেও সেইপ্রকার জানিয়া আনন্দ লাভ করেন ॥৪০॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়েষু যিতেক্ষণম্ ।

প্রপ্তং কালাহিনাঅনং কোহয়ত্নাতুমবীশ্বরঃ ॥৪১॥

**অম্বল** । ( নমু ব্রহ্মাদীনু হিত্বা অমুনৈবেতি কোহয়ং নিয়মন্তত্ৰাহ ) অতঃ কঃ ( বিষ্ণুং বিনাপরঃ কো নাম ) সংসারকূপে ( সংসারঃ এব কূপঃ তস্মিন্ ) পতিতং বিষয়েঃ ( রূপরসাদিভিঃ ) যুযিতেক্ষণম্ ( অপহৃতবিবেকং ) কালা-হিনা ( কালঃ এব অহিঃ সর্পঃ তেন ) প্রপ্তং ( কবলিতম্ ) আননং ( জীবং ) ত্রাতুং ( রক্ষিতুং ) অধীশ্বরঃ ( সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ) ॥৪১॥

**অনুবাদ** । শ্রীহরি ব্যতীত সংসারকূপে নিপতিত রূপরসাদি বিষয়কর্তৃক অপহৃত বিবেক, কালরূপ সর্পের কবলে কবলিত জীবগণকে উদ্ধার করিতে কেহই সমর্থ নহে ॥৪১॥

**বিশ্বনাথ** । নমু ব্রহ্মাদীনু হিত্বা অমুনৈবেতি কোহয়মাগ্রহন্তত্ৰাহ,—সংসারেতি ॥৪১॥

**বঙ্গানুবাদ** । আচ্ছা, ব্রহ্মাদি ভ্যাগ করিয়া ইহাকে লইয়াই বা কিরূপ আগ্রহ ? তদুত্তর ॥৪১॥

**অনুদর্শিনী** । ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্র-গোপ নামক অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলেই কালানধীন এবং বিষয়যুক্ত । সুতরাং এক বিপন্ন ব্যক্তি যেমন অপর বিপন্ন ব্যক্তির বিপন্নাবেশে অসমর্থ, তদ্রূপ যে নিম্নে কালপ্রভ

সে অপর কালগ্রস্ত ব্যক্তিকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা  
করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন -

যত্র নিকিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিন্মৃততে ।

বিশ্বং বিশ্বংসয়ন্ বীৰ্য্যশৌৰ্য্যবিস্কুর্জিতক্রবা ॥

ভাঃ ৪১২৪।৫৬

কাল শৌৰ্য্য-বীৰ্য্য-বিস্কুরিত ক্রবৃগল দ্বারা বিশ্বকে  
বিশ্বংস করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনারই  
পাদমূলে শরণাগত হন, কাল তাঁহাকে তাঁহার বশুজন-  
রূপে গণনা করিতে সাহসী হন না।

স্বয়ং ভগবানও অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“তেষামহম্ সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং ।

গীতা ১২।৭

“তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন ভারত” ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্”

গীতা ১৮।৬২

হে ভারত, তুমি সৰ্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত  
হও। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি লাভ করিবে এবং  
নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥৪১॥

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নিকিঞ্চেত যদাখিলাং ।

অপ্রমত্ত ইদং পশ্চেদগ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥৪২॥

অনুব্র। (তর্হি কিমাত্মাত্মণোপাখিনা ভজিষ্ঠ্যসি স  
সৰ্ব্বতো নিকিঞ্চেত ভগবন্তুজনে প্রবৃত্তাত্মান এব সমর্থত্বা-  
দিত্যাং) যদা ইদং জগৎ কালাহিনা (এবং) গ্রস্তং পশ্চেৎ  
(ততশ্চ) অপ্রমত্তঃ (বিবেকযুক্তঃ সন্) অখিলাং (নিখি-  
লাদিহামুত্র চ ভোগাং) নিকিঞ্চেত (বিরতো ভবেৎ  
তদা) আত্মা (স্বয়ম্) এব আত্মনঃ (স্বস্ত) গোপ্তা হি  
(রক্ষণসমর্থো ভবতি) (ততঃ কেবলং প্রেয়েব ভজামীতি  
ভাবঃ) ॥৪২॥

অনুবাদ। যখন পুরুষ সমগ্র জগৎকে এই প্রকার  
কালদর্পগ্রস্ত দর্শনপূর্বক স্বয়ং বিবেকবান হইয়া সৰ্ব্বপ্রকার  
বিষয় ভোগ হইতে বিরত হয় তখন আত্মা স্বয়ংই নিজকে  
রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ॥৪২॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতিতুর্রাশাং কাস্ততর্জ্যাম্ ।

ছিত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সী ॥৪৩॥

অনুব্র। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ । এবং ব্যবসিতমতিঃ

(ব্যবসিতা কৃত নিশ্চয়া মতিঃ যত্নাঃ) সা (পিঙ্গলা) কাস্ত-  
তর্জ্যাং (কাস্তস্ত তর্জোহতিলামন্ততো জাতাং) তুর্রাশাং  
(তুর্ভিলাং) ছিত্বা (সমুজ্য) উপশমম্ (শান্তিং) আস্থায়  
(আশ্রিত্য) শয্যাং (শয়নম্) উপবিবেশ (আশ্রিত-  
বতী) ॥৪৩॥

অনুবাদ। শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—পিঙ্গলা মনে  
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপপতি সমাগম-তৃষাজনিত  
তুর্রাশা সম্যক প্রকারে পরিত্যাগপূর্বক চিতে শান্তিলাভ  
করতঃ শয্যায় শয়ন করিল ॥৪৩॥

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশুং পরমং সুখম্

যথা সংচ্ছিত্ত কাস্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং

সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে

পিঙ্গলোপাখ্যানেষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্র। (ফলিতমাহ) আশা হি (এব) পরমং  
দুঃখং নৈরাশুং (আশারাহিত্যমেব) পরমং সুখং (ভবতি) ।  
যথা (যতঃ) পিঙ্গলা কাস্তাশাং (কাস্তস্ত সমাগমাশাং)  
সংচ্ছিত্ত (বিনষ্ট) সুখং সুষাপ (সুথেন নিদ্রাং গতাবভূব) ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়-

শ্রাবয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ। অতএব ইহলোকে আশাই মানবের  
পরম দুঃখের এবং নৈরাশুই পরম সুখের মূল, কারণ

পিঙ্গলা কান্তসমাগমাশা পরিত্যাগ করিয়াই স্থখে নিদ্রা গিয়াছিল ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

**বিশ্বনাথ** । তর্হি কিমাত্মজ্ঞাপাধিনা ভজিষ্যসীতি  
তত্র নৈবেত্যাহ,—আত্মৈবেতি । যদা হাত্মা  
অখিলাদ্বোগান্নির্বিজ্ঞেত তত্র হেতুঃ ইদং জগৎকালাহিনা  
গ্রন্থং পশ্চেৎ তদা আত্মৈব আত্মনঃ স্বস্ত গোপ্তা সংসারা-  
দ্রক্ষিতা ভবেৎ মমাত্মা চ সংপ্রত্যোতাদৃশ এবাভূদতোহহং  
স্বত এব নিস্তীর্ণসংসারা অভূবমেব । তেনাতঃ পরং  
কেবলং প্রেমৈব তং ভজিষ্যে ইতি ভাবঃ ॥৪২-৪৪॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একাদশেষ্টিমোহধ্যায়ঃ সম্ভতঃ সম্ভতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
একাদশস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী টীকা  
সমাপ্তা ।

**বঙ্গানুবাদ** । তাহা হইলে আত্মজ্ঞান উপাধিদ্বারা  
ভজন করিবে? তদুত্তর ‘না’ । যখন আত্মা অখিল  
ভোগ হইতে নির্বিঘ্ন হইবে, তাহার হেতু এই জগৎকে  
কালসর্পগ্রস্ত বলিয়া দেখা বা বুঝা যাইবে, তখন আত্মাই  
আত্মার অর্থাৎ নিজের গোপ্তা অর্থাৎ সংসার হইতে  
রক্ষিতা হইবে । আমার আত্মাও সম্প্রতি এইরূপই  
হইয়াছে । অতএব আমি নিজ হইতেই সংসার পার  
হইলাম । অতঃপর কেবল প্রেমদ্বারাই তাঁহার ভজন  
করিব । ৪২-৪৪।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে সাধুগণ  
সম্ভতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার  
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

**অনুদর্শিনী** । পিঙ্গলা উপশমকে আশ্রয় করতঃ  
আত্মাকে অখিল ভোগ হইতে বিরত করিয়া আত্মার দ্বারা  
আত্মার আত্মা—শ্রীভগবানের প্রেমসেবা করিবার সঙ্কল্প

করায় বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকনিষ্ঠারূপ রাগ তাহাতে  
বর্তমান । অতএব তাঁহার ভক্তি বৈধী নহে, রাগরূপা ।  
বিশেষতঃ তাঁহার সাধনামুষ্ঠানের মধ্যে “শ্রীহরির সহিত  
বিহার করিব”—৪০ শ্লোকোক্ত শব্দে পিঙ্গলায় প্রেমময়  
তৃষ্ণা দেখা যাইতেছে । রাগাঙ্গিকা ভক্তির লক্ষণ—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্ৱ রাগাঙ্গিকোদিতা ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২ লঃ

অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে  
সেবনপ্রবৃত্তি তাহার নাম রাগ, কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী ( তদ্রূপ  
রাগময়ী ) হইলে রাগাঙ্গিকা নামে উক্ত হন ।

রাগাঙ্গিকা-ভক্তি—‘মুখ্যা’ ব্রজবাসী-জনে ।

তার অমুগত ভক্তির ‘রাগামুগা’ নামে ॥

ইষ্টে ‘গাতৃতৃষ্ণা’—রাগের স্বরূপ লক্ষণ ।

ইষ্টে ‘আবিষ্টতা’—তটস্থ লক্ষণ কথন ॥

রাগময়ী-ভক্তির হয় ‘রাগাঙ্গিকা’ নাম ।

তাহা শুনি’ লুপ্ত হয় কোন ভাগ্যবান্ ।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অমুগতি ।

চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি একমাত্র শ্রীভগবানকেই  
আশ্রয় করিয়া নিবৃত্ত হইলেন ।

এই অধ্যায়ে অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকৃৎ, গজ,  
মধুহা, হরিণ, মৎস্য ও পিঙ্গলা—নয়জন শিক্ষাগুরুর কথা  
বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের

সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ।



## নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্যং প্রিয়তমং নৃণাম্ ।

অনন্তং সূখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যন্তুকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥

অনুব্র। শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ । ( কুররাচ্ছিক্তিমাহ )  
নৃণাং ( নরাণাং ) যৎ যৎ প্রিয়তমং ( ভবতি তত্ততস্ত )  
পরিগ্রহঃ ( আসক্তিঃ ) হি ( নৃণাং ) দুঃখায় ( ভবেৎ ) তৎ  
বিদ্বান্ ( তস্ত পরিগ্রহস্ত দুঃখহেতুত্বং জানন্ ) যঃ ( জনঃ )  
তু অকিঞ্চনঃ ( ত্যক্তপরিগ্রহো ন তু দরিদ্রঃ ) ( ভবেৎ সঃ )  
অনন্তসুখং ( পরমশাস্তিঃ ) আপ্নোতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥১॥

অনুবাদ । শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—মানবগণের যে  
যে বস্তু অতিশয় প্রিয় হয় সেই সকল বস্তুর প্রতি আসক্তিই  
তাহাদের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যিনি এই  
আসক্তির পরিণাম জানিয়া অকিঞ্চন হইতে পারেন তিনি  
অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ । নবমে সপ্ত গুরবঃ কুররাঢ়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

দেহোহষ্টমস্তদেবং স্ত্যগুরবঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥

কুররাচ্ছিক্তিমাহ,—পরিগ্রহ ইতি দ্বাভ্যাম্ । যৎ যৎ  
প্রিয়তমং বস্তু তস্ত তস্ত পরিগ্রহঃ তত্তত্সাৎ যন্তুকিঞ্চনো  
নিম্পৃহঃ স এব বিদ্বান্ ন তং সূখমাপ্নোতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । নবম অধ্যায়ে কুররাদি সপ্তগুরু  
এবং তদতিরিক্ত দেহ-গুরুর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

কুরর পক্ষী হইতে শিক্ষা । যে যে প্রিয়তম বস্তু  
তাহার তাহার পরিগ্রহ । অতএব তাহা হইতে যিনি  
কিন্তু অকিঞ্চন নিম্পৃহ তিনিই বিদ্বান্, সেই সুখ প্রাপ্ত  
হন না ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী । বদ্ধজীব নিজ নিজ ইন্দ্রিয়  
তৃষ্টির জন্ত ইন্দ্রিয়-প্রিয় বস্তু সকলে আসক্ত হয় এবং সেই  
সেই বস্তু সংগ্রহে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কিন্তু ঐ সকল  
বস্তুর অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে ভয় ও চিন্তা এবং নাশে  
শোকের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীব, সুখের  
আশায় অসদ্বিত্তিরের তর্ষা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে

যাইয়া যে সকল অসৎ বা অনিত্য বস্তু সংগ্রহ করে,  
তাহাতে সুখের পরিবর্তে তাহাকে অধিকতর দুঃখভোগ  
করিতে হয়, অর্থাৎ দুঃখপ্রদ সুখই পাইতে হয়। কিন্তু  
যিনি অকিঞ্চন অর্থাৎ বিষয়ে নিম্পৃহ তিনি 'দুঃখপ্রদসুখ'  
প্রাপ্ত হন না কিন্তু নিরন্তর অনন্তসুখ লাভ করেন অতএব  
তিনিই বিদ্বান্—

অকিঞ্চনস্ত দাস্তস্ত শাস্তস্ত সমচেতসঃ ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সৰ্ব্বাঃ সূখময়া দিশঃ ॥

ভাঃ ১১।১৪।১৩ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

সামিষং কুররং জম্বুবলিনোহন্তে নিরামিষাঃ ।

তদামিষং পরিত্যজ্য স সূখং সমবিন্দত ॥ ২ ॥

অনুব্র। নিরামিষাঃ ( আমিষশূঢ়াঃ অলক্ষমাংসাঃ )  
বলিনঃ ( বলবন্তঃ ) অন্তে ( শ্যেন-গৃধাদয়ঃ কুররা বা  
সামিষং ( পরিগৃহীতামিষমুখং ) কুররং ( পক্ষিবেশেষং )  
( যদা ) জম্বুঃ ( হস্তমুপক্রমং চক্রুঃ ) তদা ( তস্মিন্কালে )  
সঃ ( কুররঃ ) আমিষং ( গৃহীতমাংসং ) পরিত্যজ্য  
( ত্যক্ত্য ) সূখং সমবিন্দত ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ । যখন মাংসগ্রাহী কুরর পক্ষীকে অপর  
অপ্রাপ্তমাংস বলবান্ গৃধাদি বা অগ্র কুররগণ আক্রমণ  
করিল তখন ঐ কুরর পক্ষী তাহার লব্ধ মাংস খণ্ড  
পরিত্যাগ করিয়াই শাস্তি লাভ করিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ । তদাহ,—সামিষং মাংসগ্রাহিণং স  
কুররঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । তাই বলিতেছেন—সেই আমিষ  
অর্থাৎ মাংসগ্রাহী কুরর ॥ ২ ॥

অনুদর্শিনী । যখন বলবান পক্ষী দুর্বল কুররকে  
বধ করিতে উত্তত হইল তখন সেই বুঝিয়াছিল যে সংগ্রহে  
দুঃখ এবং ত্যাগে সুখ ॥ ২ ॥

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাম্ ।

আত্মকৌড় আত্মরতির্বিরামীহ বালবৎ ॥ ৩ ॥

অনুব্র। ( অর্ভকাচ্ছিক্তিমাহ ) মে ( মম )

মানাপমানৌ ( মানশাপমানশ্চ ) ন স্তঃ ( ন বর্তেতে )  
গৃহপুত্রিণাং ( গৃহপুত্রবতাং ) চিন্তা ( চ ) ন ( ততোহহম্ )  
আত্মকীড়ঃ ( আত্মনৈব কীড়া যন্ত সঃ ) আত্মরতিঃ  
( আত্মনি রতিঃ প্রীতির্যন্ত সঃ ) ইহ ( অগ্নিন্ সংসারে )  
বালবৎ ( বালক ইব ) বিচরামি ( ভ্রামামি ) ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।** আমার লোককৃত মান অপমান এবং  
গৃহপুত্রাদি বিষয়ের চিন্তা নাই, অতএব আমি বালকের  
ভায়ে আত্মকীড়াশীল এবং আত্মতৃপ্ত হইয়া বিচরণ  
করি ॥ ৩ ॥

দ্বাবেবাচিন্তয়া যুক্তৌ পরমানন্দ আশ্রুতৌ ।

যৌ বিমুক্তৌ জড়ৌ বালৌ যৌ গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥৪॥

**অনুবাদ।** ( নবজসর্বজ্জয়োঃ কিং সাদৃশং নৈশ্চিন্ত্যং  
পরমং স্মৃতিমিত্যাহ ) যঃ বিমুক্তঃ ( অজঃ ) জড়ঃ ( অনুগমঃ )  
বালঃ ( বালকঃ ) ( ভবতি ) যঃ গুণেভ্যঃ পরং ( প্রকৃতে:  
পরং দৈশ্বর্যং ) গতঃ ( প্রাপ্তঃ ) ( তৌ ) দ্বৌ এব  
অচিন্তয়া ( চিন্তাশূন্যয়া ) যুক্তৌ ( অধিতৌ তথা )  
পরমানন্দে আশ্রুতৌ ( নিমগ্নৌ চ ) ( ভবতঃ ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।** অজ উদ্ভবরহিত বালক এবং গুণাতীত  
ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষ এই উভয়ই চিন্তারহিত এবং পরমানন্দে  
নিমগ্ন থাকেন ॥৪॥

**বিশ্বনাথ।** বালকাচ্ছিক্তিমাংস—নেতি ॥ ৩-৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** বালক হইতে শিক্ষা বলিতে-  
ছেন ॥৩-৪॥

কচিং কুমারী আত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্ ।

স্বয়ং তানহর্যামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।** ( কুমার্যাঃ শিক্ষিতং বক্তুমাখ্যায়িকামাহ )  
কচিং ( কদাচিং ) কুমারী ( বিবাহযোগ্যা বালিকা ) বন্ধু  
( পিত্রাদিষু ) ক্বাপি যাতেষু ( গৃহাৎ অত্র গতেষু ) আত্মানং  
বৃণানান্ ( স্ববরণার্থিনঃ ) গৃহম্ আগতান্ তান্ তু ( জনান্ )  
স্বয়ম্ অহর্যামাস ( আতিথ্যেন সংকৃতবতী ) ॥৫॥

**অনুবাদ।** একদিন কোন এক বিবাহযোগ্যা  
বালিকা তাহার পিত্রাদি কাৰ্য্যান্তরে অত্র গমন করিলে

তাহাকে বরণ করিতে গৃহে কয়েকজন পুরুষ উপস্থিত  
হওয়ায় নিজেই তাঁহাদের আতিথ্য সংকার  
করিয়াছিল ॥৫॥

**বিশ্বনাথ।** কুমার্যাঃ শিক্ষিতমাংস—তদাখ্যানেন  
কচিদিতি। অহর্যামাস আবৃতসর্কাঙ্গৈব গেহান্নিক্রম্য  
দর্ভাসনজলাদিভিরাতিথ্যং চক্রে । বন্ধুষু পিতৃমাত্রাদিষু ॥৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** কুমারীর নিকট শিক্ষা আখ্যায়িকা-  
যোগে বলিতেছেন। অর্হণ বা পূজা করিয়াছিল অর্থাৎ  
সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া  
কুশাসন জল প্রভৃতি দ্বারা আতিথ্য করিয়াছিল। বন্ধু অর্থে  
পিতামাতা প্রভৃতি ॥৫॥

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব ।

অবগমন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাস্চক্ৰুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥৬॥

**অনুবাদ।** ( হে ) পার্থিব ! ( হে রাজন্ ! ) তেষাম্  
( জনানাম্ ) অভ্যবহারার্থং ( ভোজনার্থং ) রহসি ( নিজ্জনে )  
শালীন্ ( তন্মামক ধাত্বানি ) অবগমন্ত্যাঃ ( কুট্টনেন তুষ্মুক্তান্  
কুর্সত্যঃ ) ( তন্ত্ৰাঃ ) প্রকোষ্ঠস্থাঃ ( হস্তপ্রকোষ্ঠভাগস্থিতাঃ )  
শঙ্খাঃ ( শঙ্খবলয়াঃ ) মহৎ ( উচ্চৈঃ ) স্বনং ( অত্রোচ্চাধাত-  
জনিতং শব্দং ) চক্ৰুঃ ( কৃতবস্তঃ ) ॥৬॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্ ! তাঁহাদিগের ভোজনার্থ  
শালিধাতু-কুট্টনে নিযুক্ত হইলে উক্ত কুমারীর হস্তস্থিত  
শঙ্খবলয়সমূহের পরস্পর আঘাতে উচ্চ ধ্বনি হইতে  
লাগিল ॥৬॥

**বিশ্বনাথ।** কদা তে আয়ত্তান্তি কদা তপ্তলান্  
করিষ্যন্তীতি মনসি কুর্সত্যান্তান্ত্যশ্চেষ্টিতমাংস—তেবামিতি ।  
শঙ্খাঃ শঙ্খবলয়াঃ ॥৬॥

**বঙ্গানুবাদ।** কখন তাঁহারা আসিবেন, কখন  
তপ্তল প্রস্তুত করিবেন, এইরূপ মনে করিয়া তাহার যে  
চেষ্টিত, তাহাই বলিতেছেন। শঙ্খ অর্থাৎ শঙ্খবলয় ॥৬॥

**অনুদর্শিনী।** তাঁহারা—পিতামাতা প্রভৃতি ॥৬॥

সা তজ্জুগ্মপিতং মহা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।

বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥৭॥

অনুব্র। মহতী (বুদ্ধিমতী) সা (কুমারী) তৎ (স্বয়ং শাল্যবহনং) জুগ্মপিতং (দরিদ্রতাছোতকং) মহা (জ্ঞাত্বা) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা সতী) ততঃ (হস্তপ্রকোষ্ঠাৎ) একৈকশঃ (ক্রমেনৈকৈকং) শঙ্খান্ ব্যভজ্ঞ (করাৎ অপসারিতবতী) পাণ্যোঃ (হস্তদ্বয়ে) দ্বৌ দ্বৌ (প্রত্যেকং দ্বৌ শঙ্খৌ) অশেষয়ৎ (অবশিষ্টতয়া রক্ষিতবতী) ॥৭॥

অনুবাদ। সেই বুদ্ধিমতী বালিকা ধাতু কুট্টন দরিদ্রতা-পরিচায়ক মনে করিয়া লজ্জায় নিজ হস্ত হইতে ক্রমশঃ বলয়গুলি অপসারিত করিয়া প্রত্যেক হস্তে দুই দুইটি অবশিষ্ট রাখিল ॥৭॥

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হুবল্লন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।

তত্রাপ্যেকং নিরভিভদেকস্মান্নাভবদ্-ধ্বনিঃ ॥৮॥

অনুব্র। ততঃ) অবল্লন্ত্যাঃ (শাল্যবহননরতারাঃ) (তন্ত্ৰাঃ) উভয়োঃ (দ্বয়োঃ) অপি স্ব শঙ্খয়োঃ ঘোষঃ (শব্দঃ) ২৫ হি। তত্র অপি (উভয়োরপি) একং একং নিরভিভদং (পৃথক্ কৃতবতী) (ততঃ) একস্মাৎ (শঙ্খাৎ) ধ্বনিঃ ন অভবৎ ॥৮॥

অনুবাদ। অতঃপর উক্তা বালিকা ধাতু কুট্টনে পুনরায় রতা হইলে ঐ উভয় শঙ্খের পরস্পর ঘর্ষণে শব্দ হইতে লাগিল, তখন এক একটি করিয়া শঙ্খ পৃথক করিয়া প্রতি হস্তে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখায় আর শব্দ হইল না ॥৮॥

বিশ্বনাথ। তৎ শাল্যবহনং দারিদ্র্যছোতকত্বাৎ জুগ্মপিতং মহতী বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

বঙ্গানুবাদ। সেই শাল্যবহন অর্থাৎ ধানভাঙ্গা দারিদ্র্য-পরিচায়ক বলিয়া জুগ্মপিত বা নিম্নিত। মহতী অর্থাৎ বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

অনুদর্শিনী। গৃহে পিতামাতার অল্পপস্থিতকালে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আহাৰ্য্য প্রদানে কুমারী ব্যস্ত হইল। চাউলের অভাব। উদুখলে মুয়লদ্বারা ধাতু কুট্টনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু হস্তস্থিত শঙ্খবলয়ের

ধ্বনি সেই কার্যের প্রতিবন্ধক হইল। বালিকা ভাবিল—আমি যখন গৃহাগত ব্যক্তিগণকে প্রথমে আসনাদি প্রদানে অভ্যর্থনা করিয়াছি তখন তাঁহারা আমার বলয়গুলি দেখিয়াছেন। এখন এই কুট্টন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বলয়ধ্বনি শ্রবণ করিলে আমিই ঐ কার্য করিতেছি বুঝিয়া তাহারা আমাদিগকে দরিদ্র হই জানিবেন। ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয় হইবে। বালিকা তখন বলয়ধ্বনি রহিত ঐ কুট্টনকার্য অগ্রে করিতেছে বুঝাইবার জন্তই স্বীয় হস্তস্থিত শব্দকারী বলয়গুলি খুলিয়া রাখিয়া কুট্টনকার্য করিতে লাগিল। এই জন্তই বালিকা বুদ্ধিমতী ॥৭-৮॥

অশ্বশিক্ষমিমং তস্মা উপদেশমনিন্দম।

লোকানমুচরন্নৈতান্ লোকতত্ত্ববিবিংসয়া ॥৯॥

অনুব্র। (নমু কুমার্যাস্তব চ কথং সঙ্গতিরিত্যাহ হে) অনিন্দম। (হে শত্রুনিষদন!) (অহং) লোকতত্ত্ব-বিবিংসয়া (লোকতত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছয়া) এতান্ লোকান্ অনুচরন্ (পর্যটন্) তন্ত্ৰাঃ (কুমার্যাস্তবঃ) ইমন্ উপদেশম্ অশ্বশিক্ষং (স্বচক্ষুর্ষৈব দৃষ্ট্বা ন তু সর্বজ্ঞত্বাজ্ জ্ঞাতবান্ ইতি ভাবঃ) ॥৯॥

অনুবাদ। হে শত্রুদমন! আমি লোকতত্ত্ব শিক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত পৃথিবীতে পর্যটন করিতে করিতে স্বচক্ষে কুমারীর নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছি ॥৯॥

বিশ্বনাথ। লোকানমুচরন্নৈতি। তদ্বিনে ময়া তত্রৈব স্থিতিমিতি সর্বেহপ্যোতে গুরবো ময়া স্বচক্ষুর্ষৈব দৃষ্ট্বা ন তু সর্বজ্ঞত্বাজ্ জ্ঞাতা ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেইদিন আমি সেখানে ছিলাম। এই সমস্ত গুরুকেই আমি স্বচক্ষে দেখিয়া জানিয়াছি; সর্বজ্ঞতাহেতু নহে ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। যদি প্রশ্ন হয় যে কুমারীর সহিত আপনাদের দেখা কিরূপে হইয়াছিল? তদুত্তরে বলিতেছেন সেইদিন আমি তথায় ছিলাম ॥ ৯ ॥

বাসে বহুনাং কলহো ভবেদ্বার্তা দ্বয়োরপি ।

এক এব বসেৎ তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০ ॥

**অনুব্র।** বহুনাং ( জনানাং ) বাসে ( একত্রবাসে )  
কলহঃ ( কলহ-হেতুঃ ) দ্বয়োঃ অপি ( একত্রবাসঃ ) বার্তা  
( গোষ্ঠীহেতুঃ ) ভবেৎ, তস্মাৎ কুমার্যাঃ কঙ্কণঃ ( শব্দবলয়ঃ )  
ইব একঃ এব ( একাকী এব ) বসেৎ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।** বহু ব্যক্তি একত্র বাস করিলে কলহ  
এবং দুই ব্যক্তি একত্র বাস করিলে পরস্পর রূথা কথলাপে  
কালান্তিপাত হয় বলিয়া কুমারীর কঙ্কণের দ্বায় একাকীই  
অবস্থান করিবে ॥ ১০ ॥

**বিশ্বনাথ।** বাসো বাসে ইতি চ দ্বৌ পাঠৌ । অত্র  
দরিদ্রকুমারী অপ্রাপ্তপতিকা ঋণংকারাভাবার্থঃ যথা  
কঙ্কণান্ দূরীকরোতি, তথৈব জ্ঞানযোগঃ স্বাপ্রিতান্  
মুনীন্ নিঃসঙ্গানৈব করোতি । যথা চ রাজকুমারী পতিমতী  
পতিমভিসরন্তী ঋণংকারসিদ্ধার্থং কঙ্কণান্ পরিধতে,  
তথৈব শ্রীমতী ভক্তিদেবী স্বাপ্রিতান্ বৈষ্ণবান্ মধুমধুরতর-  
নামকীর্তনধ্বনিরসার্থং তান্ পরস্পরসঙ্গিন এব বিধতে  
নত্সঙ্গিন ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** “বাসো” এবং বাসে দুইটা পাঠ ।  
এখানে অবিবাহিতা দরিদ্র কুমারী ঋণংকার দূর করিবার  
নিমিত্ত যেমন কঙ্কণ দূর করে, তদ্রূপই জ্ঞানযোগ স্বাপ্রিত  
মুনিগণকে নিঃসঙ্গই করে । আবার যেমন বিবাহিতা  
রাজকুমারী পতির নিকট অভিসার কালে ঋণংকার শব্দ  
শুনাইবার জন্ত কঙ্কণ সমূহ পরিধান করে, সেইরূপ শ্রীমতি  
ভক্তিদেবী নিজাপ্রিত বৈষ্ণবগণকে মধুর-মধুরতর-  
নামকীর্তনধ্বনি-রসের জন্ত পরস্পর সঙ্গী করিয়া দেন,  
অসঙ্গী নয়—ইহাই জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ স্নানাকীর্তনখ্যা  
ভক্তিতেই অত্যধিক অনুরক্ত—‘নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে  
যোগিনাং হৃদয়ে ন চ । মন্ত্রজ্ঞাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি  
নারদ ॥’—নাঃ পঃ সেই উচ্চকীর্তনে সমচিত্তবিশিষ্ট বহু  
ব্যক্তির একত্র সম্মেলন আবশ্যক । কিন্তু স্বতন্ত্রা, সর্বলোক  
পাবনী ভক্তিদেবীর রূপা ব্যতীত কেহই ভক্তিবাধ্য

ভগবানের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না ।  
সুতরাং ভক্তিদেবী ঐহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন,  
ঐহাদিগকে তিনিই পরস্পর সঙ্গী করিয়া নামকীর্তনে  
নিমুক্ত করতঃ স্বীয় আরাধ্য দেবেরই আনন্দবিধান করেন,  
কিন্তু অসঙ্গী করিয়া কীর্তনসেবা হইতে বঞ্চিত করেন না ।  
ভগবান্ যেমন বলিয়াছেন—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা  
মদীহাঃ ।

বেহন্যোন্ততো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সত্যজয়ন্তে মম  
পৌরুষাণি ॥ ভাঃ ৩২।৩৪

শ্রীভগবান্ দেবহৃতিকে বলিয়াছেন—আমার পাদসেবা-  
ভিরত মদর্পে চেষ্টাপর যে ভাগবতগণ পরস্পর সংমিলিত  
হইয়া আমারই মহিমা বর্ণন করিতে প্রাঘ্য বোধ করেন,  
ঐহারা সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা করেন না । ১০ ।

মন একত্র সংযুজ্যাজিতস্থাসো জিতাসনঃ ।

বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন প্রিয়মানমতস্তিতঃ ॥ ১১ ॥

**অনুব্র।** ( চিত্তৈকাগ্রতা বৈতাক্ষুর্ভিলক্ষণসমাধি-  
হেতুরিতি শরকারাচ্ছিক্তিমিত্যাহ ) জিতাসনঃ জিতস্থাসঃ  
অতস্তিতঃ ( সাবধানশ্চ সন্ ) বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন  
( বৈরাগ্যেণাবিক্শিপ্যমাণং অভ্যাসযোগেন লক্ষ্যে )  
প্রিয়মানম্ ( স্থিরীক্রিয়মাণং ) মনঃ একত্র ( একস্থিরেব  
লক্ষ্যে ) সংযুজ্যৎ ( নিবেশয়েৎ ) ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।** আসনজয়ী ও স্থাসজয়ী হইয়া সতর্কতার  
সহিত বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগের দ্বারা চিত্ত স্থিরপূর্বক  
একমাত্র লক্ষ্য বস্তুতেই মনোনিবেশ করিবে ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ।** চিত্তৈকাগ্র্যং শরকারাচ্ছিক্তিমিত্যাহ,  
—মন ইতি ত্রিভিঃ । রাগবলাদেব মন ইতস্ততঃ চলন্তীত্যত  
আহ—বৈরাগ্যেতি প্রিয়মাণং ভক্তিমিশ্রাষ্টাঙ্গযোগোক্ত-  
ধারণাভ্যাসেন ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** শরকার হইতে চিত্তের একাগ্রতা  
শিক্ষণীয় । রাগ বা আসক্তিবশেই মন ইতস্ততঃ ধাবিত  
হয় । প্রিয়মাণ ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগ কথিত ধারণাভ্যাস-  
পর ॥ ১১ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সৰ্বাননেষতঃ ।

মনসৈবেজিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥

শনৈঃশনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥

গী ৬।২৪-২৬

সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সৰ্বতোভাবে দূরকরতঃ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সম্যকরূপে নিয়মিত করিবে। ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লক্ষবুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে ধ্যান, ধারণাও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবেনা।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। কখন কখন বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্ন পূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে।

**ভক্তিয়োগমিশ্র ধারণাভ্যাস—**

কেচিৎ স্বদেহাস্তজ্জদ্যাবকাশে

প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্ ।

চতুর্ভূজং কঞ্জরখাঙ্গশজা-

গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ভাঃ ২।২।৮

কোন কোন যোগী পুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ জদয়-গহবরে বিরাজিত চতুর্ভূজ, শজচক্রগদাপন্নধৃক প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। ১১।

যস্মিন্মনো লক্ষপদং যদেতৎ

শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কৰ্ম্মরেণুন্ ।

সত্ত্বেন বুদ্ধেন রজস্তমশ্চ

বিধুয় নির্বাণমুপৈত্যনিবন্ধনম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।** (একত্রোতি কুত্র তদাহ) যৎ (লয়বিক্ষেপা-

অকম্) এতদ্ মনঃ যস্মিন্ (পরমানন্দরূপে ভগবতি) লক্ষপদং (লক্ষাস্পদং) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমেণ) কৰ্ম্মরেণুন্

(কৰ্ম্মবাসনাঃ) মুঞ্চতি (তাজতি) বুদ্ধেন (উপশমাভ্যকেন) সত্ত্বেন রজঃ তমঃ বিধুয় (পরিত্যজ্য) অনিবন্ধনম্ (ইন্ধনং গুণান্তংকার্য্যঞ্চ তদ্রহিতং সৎ) নির্বাণম্ (অবৃত্তিকং ধ্যোয়াকারেণাবস্থানম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) চ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।** লয়বিক্ষেপাত্মক এই মন যে পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে ক্রমশঃ কৰ্ম্মবাসনা ত্যাগ এবং পরিবর্জিত সত্ত্বগুণদ্বারা রজঃ ও তমোগুণ পরিহার পূর্বক ইন্ধনরহিত অগ্নির ত্রায় নির্বাণলাভ করে, সেই ভগবানের প্রতিই মনোনিবেশ করিবে ॥ ১২ ॥

**বিশ্বনাথ।** যস্মিন্ যস্মনো লক্ষপদং ভবতি তত্রস্থং এতন্মনঃ কৰ্ম্মরেণুন্ কৰ্ম্মবাসনা মুঞ্চতি ততশ্চ সত্ত্বেন বুদ্ধেন সতা রজস্তমশ্চ বিধুয়েতি রজস্তমসোরভাবে বিক্ষেপলয় শূন্যং মনোবৃত্তান্তর শূন্যং নির্বাণসত্যাত্মাপি ক্ষীণীভূতত্বাৎ নির্বাণং পরানন্দমুপৈতি। ইন্ধনং গুণান্তংকার্য্যঞ্চ তদ্রহিতম্ ॥ ১২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** বাহাতে বাহার মন লক্ষপদ হয়, তাহাতে স্থিত ইহার মন কৰ্ম্মরেণু অর্থাৎ কৰ্ম্মবাসনা ত্যাগ করে। তাহা হইতে সত্ত্ব প্রবৃত্ত হইয়া রজঃ তমকে বিধৌত করিয়া এই দুইয়ের অভাবে বিক্ষেপলয়শূন্য অত্বত্তিশূন্য মন নির্বাণসত্যও ক্ষীণ হইয়া গেলে নির্বাণ অর্থাৎ পরমানন্দলাভ করে। ইন্ধন অর্থাৎ গুণ ও তাহাদের কার্য্য তদ্রহিত। ১২।

**অনুদর্শিনী।** প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥

যুঞ্জন্বেবং সদাভ্যাসং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥

গী ৬।২৭-২৮

এইরূপ অভ্যাসও বিনাশপূর্বক বাহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিতরজা যোগী পূর্বোক্ত উত্তম সুখলাভ করেন।

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন।

ইহা যোগশাস্ত্র কথিত অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধি—

মনসো বৃত্তিশ্চত্বা ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ ।

যাহসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ বিতর্কাদি চতুর্ভেদ রহিত মনের ধ্যেয় ব্রহ্মাকারতার দ্বারা যে স্থিতি অর্থাৎ একাগ্রতা অবস্থা তাহাকে অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধি বলে । ১২ ।

তদৈবমাশ্রয়বরুদ্রচিত্তো

ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা ।

যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-

মিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে ॥১৩॥

অনুব্র। (তত্চ ন দ্বৈতক্ষুদ্রিরিত্যাহ) ইষুকারঃ (শর-নির্মাণাত্মা) ইষৌ (বাণে) গতাত্মা (তত্ত্ব ঋজুকরণে দত্তচিত্তঃ) যথা পার্শ্বে (সমীপে) ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) নৃপতিং ন বিবেদ (ন জ্ঞাতবান্) তদা আত্মনি (ভগবতি) এবম্ অবরুদ্রচিত্তঃ (নিরুদ্ধমনাঃ) বহিঃ (দর্শনাদিনা) (তথা) অন্তরে (স্থত্যা) কিঞ্চিৎ ন বিবেদ (ন জানাতি) ॥১৩॥

অনুবাদ। এক ইষুকার তাহার বাণ নির্মাণকালে বাণের ঋজুতার প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া তদ্বিবয়ে এত নিমগ্নচিত্ত হইয়াছিল যে তাহার নিকটস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয়ও জানিতে পারে নাই । তজ্জপ মুনি পুরুষও ভগবানে আত্মসমর্পণকালে এইপ্রকার নিমগ্নচিত্ত হওয়ায় দর্শনাদির দ্বারা বাহ্যবিষয় এবং অন্তরের দ্বারা আভ্যন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। আত্মনি ভগবতি ইষৌ গতাত্মা তত্ত্ব ঋজুকরণার্থং তদেকাগ্রচিত্তত্বাত্মনয়ীভবন্মনাঃ । ভেরী-বাক্ষ্যরঘোষৈরন্তিকে ব্রজন্তমপি নৃপতিং ন বেদ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা অর্থাৎ ভগবানে । ইষু বা বাণে গতাত্মা অর্থাৎ তাহাকে ঋজু করিবার জন্ত তাহাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া তন্মগ্নচিত্ত । ভেরীবাক্ষ্যরশব্দের সহিত নিকট দিয়া রাজা যাইতেছেন, তাহাও সে জানে না ॥১৩॥

অনুদর্শিনী। শরকার, শরনির্মাণকালে যেক্রপ শরেই দত্তচিত্ত হইয়া বাহিরে ভেরীশব্দসহ গমনশীল

রাজাকে দেখিতে পায় নাই বা অন্তরে অগ্রচিন্তার অবসর পায় নাই; তজ্জপ যোগীও অসংপ্রজ্ঞাতনামা সমাধিকালে পরমাত্মায় একাগ্রতাবশতঃ অবরুদ্ধ থাকায় বাহিরে ঘটাদি দর্শন করেন না বা অন্তরে স্থিতিস্থায়ী সূখাদি কিঞ্চিৎও জানিতে পারেন না ॥১৩॥

একচার্য্যানিকেতঃ শ্রাদ্ধপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ

অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোহন্নভাষণঃ ॥১৪॥

অনুব্র। (সর্পাচ্ছিক্তিমাহ) মুনিঃ (মুনিজনঃ সর্বপৎ)

একচারী (স যথা জনাচ্ছক্ষমান একাকী বিচরতি তথা) অনিকেতঃ (নিকেতরহিতঃ সদা) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) গুহাশয়ঃ (একান্তবাসী চ) আচারৈঃ (গত্যাদিভিঃ) অলক্ষ্য-মানঃ (সবিশেষে নির্দিশ্যে বেতি যথা ন লক্ষ্যতে তথা) একঃ (অসহায়ঃ) অন্নভাষণঃ (মিতভাবী) শ্রাৎ (ভবেৎ) (তদ্ব্যমুনিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ। মুনি সর্পের স্থায় একাকী ভ্রমণশীল, অনিকেত, সাবধান, একান্তবাসী, আচারাদির দ্বারা অলক্ষ্যগতি, অসহায় এবং মিতভাবী হইবেন ॥১৪॥

গৃহারন্তো হি দুঃখায় বিফলশ্চাক্রবাস্তানঃ ।

সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥১৫॥

অনুব্র। অক্রবাস্তানঃ (নখরদেহস্ত প্রাণিনঃ) গৃহারন্তঃ (গৃহনির্মাণং) দুঃখায় হি (তথা) বিফলঃ চ (ভবতি) সর্পঃ পরকৃতং (অশ্বেন নির্মিতং) বেশ্ম (গর্তাদিরূপং গৃহং) প্রবিশ্য (সুখম্ যথা ভবতি তথা) এধতে (বর্দ্ধতে) ॥১৫॥

অনুবাদ। নখর-দেহবিশিষ্ট জনগণের গৃহনির্মাণ দুঃখকর এবং বিফল হইয়া থাকে, সর্প পরকৃত গর্তাদিতে প্রবেশ করিয়া সুখে বৃদ্ধিলাভ করে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। সর্পাচ্ছিক্তিমাহ একচারীতি । যোগিসংসর্গস্তাপি ত্যাগে কুমারী গুরুঃ, জনসঙ্গত্যাগে সর্পঃ ; স যথা জনাচ্ছক্ষমান একাকী চরতি নিয়তনিকেত-রহিতত্বে সদা অপ্রমত্তত্বে একান্তবাসী চ আচারৈর্গত্যাদিভঃ

সবিষো নির্বিষো বেতি জনালক্ষ্যশ্চ অসহায়শ্চ মিতভাবী  
চ তদ্ব্যুনির্বর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥১৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** সর্প হইতে শিক্ষা। যোগিসংসর্গেরও  
ত্যাগে কুমারী গুরু। জনসঙ্গ ত্যাগে সর্প গুরু। সে যেমন  
লোকের ভয়ে একাকী বিচরণ করে, নিয়ত নিকেতরহিত  
বা নির্দিষ্ট গৃহশূন্য ও সর্বদা অপ্রমত্ত অর্থাৎ একান্ত বা  
নির্জনবাসী। আচার অর্থাৎ গতি প্রভৃতি দ্বারা সবিষ কি  
নির্বিষ এই বিষয়ে লোকের অলক্ষ্য, অসহায় ও মিতভাবী,  
মুনির সেইরূপ থাকা কর্তব্য ॥ ১৪-১৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** জনসঙ্গ ভক্তিবিনাশক—  
অত্যাচারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজ্ঞো নিয়মাগ্রহঃ।  
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ বড়ভিভক্তির্বিনশ্চতি ॥ উপদেশামৃত  
অধিক সংগ্রহ, বিষয়োত্তম, গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ,  
অন্তজনসঙ্গ, লোভ বা অস্থিরসিদ্ধান্ত বা চাক্ষল্য—এই  
ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়।

সর্প সর্বদা একাকী, গৃহশূন্য হইয়া নির্জনবাসী বলিয়া  
ক্রোধ ও দংশনাদির চেষ্টার অভাবে তাহাকে যেমন  
সবিষ বা নির্বিষ বুঝিতে পারে যায় না, যোগীও তদ্রূপ  
একাকী যোগচর্য্যরূপ জড়বৎ বিচরণ করিলে তাঁহার  
হৃদয়ের কোন বৃত্তিরই প্রকাশ পাইবার অবকাশ হইবে  
না ॥ ১৫-১৬ ॥

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বমৃষ্টঃ স্বমায়য়া।

সংহৃত্য কালকলয়া কল্লান্ত ইদমীশ্বরঃ।

এক এবাদ্বিতীয়েভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ ॥১৬॥

**অনুব্র।** ( কারকসামগ্রীনিরপেক্ষাৎ কেবলাদীশ্বরাদ্  
বিশ্বসৃষ্টি-সংহারাবর্ণনাভি-দৃষ্টান্তেন ময়া সম্ভাবিতাবিতি  
বক্তুং প্রথমং সংহারপ্রকারমাহ ) ঈশ্বরঃ ( জগৎপতিঃ )  
দেবঃ ( সর্কারাধ্যঃ ) নারায়ণঃ একঃ ( কারকনিরপেক্ষঃ )  
( সন্ ) স্বমায়য়া ( আত্মশক্ত্যা ) পূর্ব্বমৃষ্টং ( পুরা রচিতম্ )  
ইদং জগৎ কল্লান্তে ( প্রলয়ে ) কালকলয়া ( কালশক্ত্যা )  
সংহৃত্য ( সংগৃহ ) আত্মাধারঃ ( আত্মবাস্থ্যধারো যন্ত সঃ )  
অখিলাশ্রয়ঃ ( অখিলানাং শক্তীনাং আশ্রয়ঃ ) একঃ

অদ্বিতীয়ঃ ( সজ্জাতীয়-বিজ্জাতীয়-ভেদশূন্যঃ ) এব অভূৎ  
( আসীৎ ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।** জগৎপতি, সর্কারাধ্য নারায়ণ একাই  
অর্থাৎ অতের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ মায়াক্রিয়াকে  
পূর্ব্বমৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয়কালে কালশক্তির দ্বারা নিজের  
মধ্যে উহার সংহারপূর্ব্বক স্বয়ং আত্মাধার, অখিলাশ্রয়  
এবং সজ্জাতীয় চিদ্রূপী জীব ও বিজ্জাতীয় প্রধানাদি  
পদার্থান্তর রহিত হইয়াই অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** ঈশ্বরঃ কেন প্রকারেণ বিশ্বসৃষ্টাদিকং  
করোতীত্যেতন্ময়া উর্ণনাভেঃ সকাশাজ্ জ্ঞাতমিত্যাহ,—  
সার্কৈঃ বড়ভিঃ। একঃ স্বশক্তিব্যতিরিক্তকারকান্তরশূন্যঃ।  
নারায়ণঃ কারণার্ণবশায়ী কালকলয়া কালশক্ত্যা সংহৃত্য  
এক এবেতি ঈশ্বরাস্তরাত্বাদেকঃ সর্দৈব। তদানীন্ত  
মহাসমষ্টিব্যাপ্তিানাং নাশাদ্বিতীয়েভূৎ। আত্মবাস্থ্যধারো  
যন্ত সঃ। অখিলানাং শক্তীনাং আশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ঈশ্বর কি প্রকারে বিশ্ব-সৃষ্টি প্রভৃতি  
করেন, তাহা আমি উর্ণনাভির নিকট জ্ঞানিয়াছি। ( সাড়ে  
ছয়টি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন ) এক অর্থাৎ স্বশক্তি-  
ব্যতিরিক্ত অথ কারকশূন্য। নারায়ণ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী  
কালকলা অর্থাৎ কালশক্তিদ্বারা সংহার করিয়া একাই  
অর্থাৎ অত্ব ঈশ্বর অভাবে সর্বদা একল। সে সময়ে  
মহাসমষ্টিব্যাপ্তিসমূহের নাশহেতু অদ্বিতীয়, আত্মাধার  
অর্থাৎ আত্মাই যাহার আধার, তিনি অখিল শক্তিসমূহের  
আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিস্করায়

দ্বিতীয়াত্মনিধিযোগমায়য়া।

স্বজগদঃ পাসি পুনঃপ্রসিদ্ধাসে

যথোর্ণনাভিভগবন্ স্বশক্তিভিঃ।

ভাঃ ৩।২।১৯

শ্রীকর্দম ঋষি ভগবানের শ্রবণ করিতেছেন—হে ভগবন্,  
আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগৎসৃষ্টি-মানসে আত্মাতে  
অধিকৃত আপনার ঈক্ষণযোগ্যহেতু যোগযুক্তা দ্বিতীয়া  
মায়ার প্রভাবে সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় বহিরঙ্গরূপে স্বীকার

করিয়াছেন ; উক্তশক্তিদ্বয়দ্বারা উর্ণনাভির ত্রায় এই  
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় সাধন করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

কালেনাআত্মভাবেন সাম্যং নীতাস্থ শক্তিস্থ।

সদ্বাদিষাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।

কেবলাত্মভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥১৭-১৮॥

**অনুব্র।** আত্মভাবেন ( স্বপ্রভাবরূপেণ ) কালেন  
( কারণভূতাস্থ ) সদ্বাদিস্থ শক্তিস্থ সাম্যং নীতাস্থ (সতীযু)  
প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ( গুণসাম্যং প্রধানং তদুপাধিঃ পুরুষ-  
স্তয়োরীশ্বরঃ ) আদিপুরুষঃ ( সনাতনপুরুষঃ ) পরাবরাণাং  
( পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরেহন্তে চ মুক্তা জীবাত্তেযাং ) পরমঃ  
( প্রাপ্যঃ ) নিরুপাধিকঃ ( উপাধি সম্বন্ধশূন্যঃ ) কেবলাত্মভা-  
নন্দসন্দোহঃ ( কেবলোনির্বিষয়োহত্মভবঃ স্বপ্রকাশ  
আনন্দানাং সন্দোহঃ সমূহঃ পরমানন্দ ইত্যর্থঃ ) কৈবল্য  
সংজ্ঞিত ( মোক্ষশব্দাভিধেয়ঃ ) আস্তে ( বর্ততে ) ॥ ১৭-১৮ ॥

**অনুবাদ।** নিজ প্রভাবস্বরূপ কালের দ্বারা কারণ-  
ভূত, সদ্বাদি শক্তিসমূহ সাম্যাবস্থা লাভ করিলে, প্রকৃতি  
পুরুষাধীশ্বর, ব্রহ্মাদি এবং মুক্ত জীবগণের পরমাশ্রয়,  
নিরুপাধিক, পরমানন্দস্বরূপ, কৈবল্যসংজ্ঞক, সনাতন  
পুরুষই একমাত্র বর্তমান থাকেন ॥১৭-১৮॥

**বিশ্বনাথ।** আত্মভাবেন স্বপ্রভাবরূপেণ কালেন  
শক্তিস্থ সদ্বাদিস্থ সাম্যং নীতাস্থ সতীযু প্রধানশ্চ মায়ায়াঃ  
পুরুষাণাং জীবানাঞ্চ নিয়ন্তা পরাবরেবাং মুক্তবদ্ধজীবানাং  
পরমারাধ্যঃ কেবল এব কৈবল্যঃ স্বার্থে ঋণ্ণ। কৈবল্য-  
সংজ্ঞা জাতা যন্ত সং। জগৎপালনাদিব্যাপারাতাবাৎ  
কেবলশ্চাত্মভবানন্দসন্দোহরূপশ্চ সং। উপাধিমায়া তদ্ভা-  
স্তুদানীং স্তপ্তস্মান্নিকুপাধিকঃ। তদ্বক্তং তৃতীয়ে, স্তপ্তশক্তি-  
রস্তপ্তদৃগিতি ॥১৭-১৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** আত্মভাব অর্থাৎ স্বপ্রভাবরূপ  
কালকর্ষক সদ্বাদি শক্তিসমূহ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে।  
প্রধান অর্থাৎ মায়া এবং পুরুষ বা জীবগণের নিয়ন্তা,

পরাবর অর্থাৎ মুক্তবদ্ধ জীবগণের পরম অর্থাৎ পরমারাধ্য।  
কৈবল্য সংজ্ঞিত অর্থাৎ কৈবল্য বা কেবল বাহার সংজ্ঞা  
হইয়াছে। জগৎপালনাদি ব্যাপার না থাকায় কেবল ও  
অত্মভবানন্দ সন্দোহরূপ। উপাধি বা মায়া, তিনি সে সময়ে  
স্তপ্ত থাকায় নিরুপাধি। তৃতীয় স্বক্কে উক্ত হইয়াছে—  
'স্তপ্ত শক্তি, কিন্তু অস্তপ্ত দর্শন' ॥ ১৭-১৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** ঈশ্বরের প্রভাবই কাল—

'প্রভাবং পৌরুষং প্রাছঃ কালমেকে যতো ভয়ম্'

ভাঃ ৩।২৬।১৬

অর্থাৎ কেহ কেহ ঈশ্বরের প্রভাবকে 'কাল' বলিয়া  
থাকেন। যাহা হইতে জীবের ভয় হয়।

কেবলাত্মভবানন্দ—'স্বয়মুপলব্ধনিজস্বখাত্মভবো ভবান্'।  
ভাঃ ৬।৯।২ দেবগণ বলিলেন—যে নিজ স্বত্ব স্বয়ং  
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে আপনি তাহার অত্মভবস্বরূপ।

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশুদৃশ্তমেকরাট।

মেনেহসন্তুনিবায়ানং স্তপ্তশক্তিরস্তপ্তদৃক্ ॥

ভাঃ ৩।৫।২৪

সে সময় একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন,  
স্তবরাং তিনি দ্রষ্টা হইলেও অত্ম দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান  
নাই, অতএব মায়াদি শক্তি বিলীন হইয়া থাকাতে দৃশ্য  
এবং দ্রষ্টার অভাবে আপনি আপনাকে যেন অভাবযুক্ত  
বলিয়া মানিতেন, কিন্তু চিহ্নিত দেদীপ্যমানা ছিল, ইহাতে  
আপনি একেবারেই নাই এমনত বোধ করিতে পারেন  
নাই।

'প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ব্যতীত তাহার' ( সমষ্টি বিরাটের )  
প্রাকট্য অসম্ভব। যদি প্রশ্ন হয় যে, দৃষ্টি দ্বারাই ভোগ্যা  
তাঁহার সেই কান্তা মায়া তখন কিরূপ ছিল? উত্তর—  
স্তপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা শক্তি মায়া বাহার তিনি। প্রশ্ন—  
স্তপ্তা কান্তা সন্তোষ্যা নহে। আরও তাঁহার আনন্দের জগ্ন  
বহু স্তবগা কান্তাগণ জাগ্রতাবস্থায় বর্তমান থাকেন। তাই  
বলিতেছেন—দৃষ্ট চিহ্নিতবৃত্তিসমূহ অর্থাৎ লক্ষ্যাদি বাহার  
তিনি। তাহা হইলেও বিশ্বসৃষ্টিাদির নিমিত্ত হৃৎগা বহিরঙ্গা



মায়াশক্তি তখন অপেক্ষিতব্যই—এই ভাব।’ শ্রীল  
বিশ্বনাথ ।

তাহা হইলে ‘কৈবল্য’ শব্দে ভগবান্ কেবল একাকী  
নহেন—স্বভগা পট্টমহিবীর আয় তাঁহার স্বরূপভূত চিহ্ন-  
সহ বিদ্যমান ছিলেন। চিহ্নক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তি-  
হেতু ভগবানে ঐ শক্তি বর্তমান। থাকিলেও বস্তুত  
ভগবান্ আত্মাতেই অবস্থিত। ভগবান্ হইতে অভিন্নই  
সেই চিহ্নক্তি ভগবানের দেহেন্দ্রিয়পরিকররূপে অবস্থিত।  
—‘মায়াং বুদ্ধ্য চিহ্নন্ত্য কৈবল্যোস্থিত আত্মনি’—

তাঃ ১।৭ ২৩ শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকার  
মর্ম্মানুবাদ ॥ ১৭-১৮ ॥

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম ।

সংক্ষেভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥ ১৯ ॥

অনুব্র । (ততঃ কেবলাদেব সৃষ্টিং দর্শয়তি) অরিন্দম ।  
(অরীন্ রাগাদীন দময়িতুন্ সমর্থঃ) (সঃ) আদৌ (সৃষ্ট্যাদৌ)  
কেবলাত্মানুভাবেন (কেবলেন আত্মানুভাবেন কালেন)  
ত্রিগুণাত্মিকান্ স্বমায়াং (প্রকৃতিং) সংক্ষেভয়ন্ (প্রেরয়ন্)  
তয়া (স্বমায়া) সূত্রং (ক্রিয়াশক্তি প্রধানং মহত্ত্বং) সৃজতি  
(উৎপাদয়তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । হে অরিন্দম ! সেই ভগবান্ই সৃষ্টিকালে  
কেবল আত্মানুভাবরূপ কালশক্তিদ্বারা ত্রিগুণাত্মিক নিজ  
মায়াকে সংক্ষেভিত করিয়া তদ্বারা প্রথম ক্রিয়াশক্তি  
প্রধান সূত্রসংজ্ঞক মহত্ত্বের সৃষ্টি করেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ । সংহারং দর্শয়িত্বা সৃষ্টিং দর্শয়তি,—  
কেবলেন আত্মানুভাবেন চিহ্নক্তিপ্রভাবে স্বমায়াং প্রধানং  
প্রবোধ্য স্বেক্ষণেন সংক্ষেভয়ন্ সূত্রং ক্রিয়াশক্তি প্রধানং  
মহত্ত্বং সৃজতি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সংহার দেখাইয়া সৃষ্টি দেখাইতেছেন ।  
কেবল আত্মভাব অর্থাৎ চিহ্নক্তিপ্রভাবে স্বমায়া অর্থাৎ  
প্রধানকে ভাগত করিয়া নিজ ঈশ্বরদ্বারা ক্ষেভিত করিয়া  
সূত্র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্ত্বকে সৃষ্টি করেন ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী ।

কালবৃত্ত্যানুমায়ায়াং গুণমায়ামধোক্ষজঃ ।

পুরুষোন্মাত্তেন বীৰ্য্যমাধত্ত বীৰ্যবান্ ॥

ততোহভবন্নহত্ত্বমব্যক্তাং কালচোদিতাং ।

তাঃ ৩।৫।৬-২৭

ব্যাখ্যা ১।১৬।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্ ।

যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২০ ॥

অনুব্র । (ত্রিগুণকার্য্যাত্ম সূত্রসংজ্ঞায়াং কারণমাহ)  
যস্মিন (কারণভূতে সমষ্টিরূপে) ইদং বিশ্বং প্রোতং  
(প্রতিতং) যেন (অধ্যাত্মপ্রাণরূপেণ) (জীবঃ)  
সংসরতে (সংসারদশাং প্রাপ্নোতি) বিশ্বতোমুখং (নানা-  
বিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বং) সৃজন্তীম্ (অহঙ্কারদ্বারেন  
প্রকটয়ন্তীং) তাং (তৎসূত্রমেব) ত্রিগুণ-ব্যক্তিং (গুণত্রয়-  
কার্য্যম্) আহঃ (কথয়ন্তি শাস্ত্রকারা ইতি শেষঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । কারণভূত সমষ্টিরূপে যাহাতে এই বিশ্ব  
প্রতিত রহিয়াছে এবং যদ্বারা জীব সংসারদশা প্রাপ্ত হয়,  
শাস্ত্রকারগণ ত্রিগুণাত্মক বিচিত্র বিশ্বের অহঙ্কার দ্বারা  
প্রকটনকারী সেই সূত্রস্বরূপ মহত্ত্বকেই ত্রিগুণের কার্য্য  
বলিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ । তামিতি জীলিঙ্গেন সূত্রশ্চৈব পরামর্শঃ ।  
তৎ সূত্রমেব ত্রিগুণব্যক্তিং গুণত্রয় কার্য্যমাহুরিত্যর্থঃ ।  
কীদৃশীং বিশ্বতোমুখং নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্ব-  
মহঙ্কারেন দ্বারেন সৃজন্তীং ত্রিগুণকার্য্যাত্ম মহত্ত্বস্ত  
তস্ত সূত্রসংজ্ঞায়াং কারণমাহ—যস্মিন্ কারণভূতে সূত্রে  
সমষ্টিরূপপ্রাণে বিশ্বমিদং প্রোতং তথা চ শ্রুতিঃ, “বায়ুর্বে  
গৌতমঃ তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণাযুষ্ লোকঃ  
পুরুষ লোকঃ সর্বাণি ভূতানি সংসৃষ্টানি” ইতি । যেন  
চাধ্যাত্মরূপেণ প্রাণেন জীবঃ সংসরতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । তাম্ এই জীলিঙ্গ দ্বারা সূত্রই  
নির্দিষ্ট হইতেছে। সেই সূত্রে ত্রিগুণব্যক্তি অর্থাৎ  
গুণত্রয়ের কার্য্য বলেন। কি প্রকার? তদ্বত্তরে—

বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব অহঙ্কার দ্বারা সৃজ্যন্তী বা সৃষ্টিকারিনী। ত্রিগুণ কার্য সেই মহত্ত্বের সূত্র সংজ্ঞা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—যে কারণভূত সূত্রে সমষ্টিরূপপ্রাপ্তি এ বিশ্ব প্রোত বা প্রথিত। এ স্থলে বেদ বলিতেছেন—হে গোঁতম, বায়ুই সমষ্টিপ্রাণ সূত্রশব্দ বাচ্য। সেই বায়ুদ্বারা এই লোক ও পরলোক সমস্ত ভূত সংপ্রথিত। যে অধ্যাত্মরূপ প্রাণদ্বারা অর্থাৎ বায়ুত্মরূপে জীব সংসারদশ। প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

### অনুদর্শিনী।

সোহপ্যাংশগুণকালান্মা ভগবদ্দৃষ্টিগোচরঃ।

আত্মানং ব্যাকরোদাত্মা বিশ্বত্ৰাস্য সিস্কক্ষয়া ॥

মহত্ত্বাদ্বিকুরীণানহংতত্ত্বং ব্যজায়ত।

কার্য্যাকারণকত্রাত্মা ভূতেক্রিয়মনোময়ঃ ॥

ভাঃ ৩।৫।২৮-২৯

অনন্তর সেই মহত্ত্ব, চিদাক্সস, গুণ এবং গুণক্ষোভক কাল এই তিনের অধীন হইয়া সর্বাধ্যক্ষ ভগবানের দৃষ্টি পথে আগমন পূর্বক এই বিশ্বের সৃষ্টি করিবার জ্ঞান রূপান্তরিত হইল।

মহত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইল, ঐ অহঙ্কার কর্ম, কারণ, কর্তা এই তিনের আশ্রয় ॥ ২০ ॥

যথোর্ণনাভিহৃদয়াদূর্গাং সন্তত্য বক্তৃতঃ।

তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

অনুব্র। (তদেবং শিক্ষিতমর্থমুক্তা দৃষ্টান্তমাহ) উর্ণনাভিঃ (মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীটবিশেষঃ) যথা (যদং) হৃদয়াং (হৃদয়াহৃত্যতাম্) উর্ণাং (সূত্রং) বক্তৃতঃ (বক্ত্রেণ) সন্তত্য (প্রসার্য্য) তয়া (উর্ণয়া) বিহৃত্য (কীড়িত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) তাম্ (উর্ণাং) গ্রসতি মহেশ্বরঃ এবম্ (স্বতঃ এব বিশ্বং প্রসার্য্য তত্র বিহৃত্য পুনঃ প্রলয়ে স্বস্মিন্ এব উপসংহরতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যেমন উর্ণনাভি (মাকড়সা) স্বীয় হৃদয় হইতে উথিত উর্ণা (সূত্র) মুখ দ্বারা প্রসারণপূর্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনরায় স্বয়ংই উহাকে গ্রাস করে

সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্মাণপূর্বক কীড়াতে প্রলয়কালে নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। উর্ণনাভির্মাকড়ীতি খ্যাতঃ কীট-বিশেষঃ। হৃদয়াহৃত্যতং বক্তৃতঃ বক্ত্রেণ সংতত্য প্রসার্য্য বিহৃত্য কীড়িত্বা ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। উর্ণনাভি মাকড়ী (বা মাকড়সা) নামে খ্যাত কীটবিশেষ। হৃদয় হইতে উদ্গত বক্তৃ অর্থাৎ মুখদ্বারা সংতত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বিহার অর্থাৎ কীড়া করিয়া ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্বে ১।৯।১৬ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥ ২১ ॥

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।

স্নেহাদ্বেষান্ত্রয়াদপি যাতি তত্ত্বৎস্বরূপতাম্ ॥ ২২ ॥

অনুব্র। (ভগবদধ্যানপরাগাং তৎসাক্ষ্যং ন চিত্রমিতি পেশঙ্কতো ভ্রমরবিশেষাজ্ জাতমিত্যাহ) দেহী (জীবঃ) স্নেহাং (অমুরাগাং) দ্বেষাং ভয়াং বা অপি যত্র যত্র (যস্মিন্ যস্মিন্ বিষয়ে) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) সকলং (একাগ্রং) মনঃ ধারয়েৎ (নিবেশয়েৎ) তত্ত্বৎস্বরূপতাং (তত্ত্বং সমানরূপতাং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। দেহী জীব অমুরাগ, বিদেষ এবং ভয়-সহকারে যে যে বিষয়ের প্রতি বুদ্ধির দ্বারা একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে, সেই সকল বস্তু বা বিষয়েরই স্বরূপলাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। ভগবদধ্যানপরাগাং তৎসাক্ষ্যং ন চিত্রমিতি পেশঙ্কতো ভ্রমরবিশেষাজ্ জাতমিত্যাহ,—যত্রেতি দ্বাভ্যাং সকলমিতি মনস একস্তা অপি বৃত্তের্বদাহৃত্যগামিত্বং ন স্ত্রাতদৈব দেহী ধ্যেয়সাক্ষ্যং লভতে নাশ্চত্বেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবদ্ব্যানপরাগগণের তৎসাক্ষ্য বিচিত্র নয়, এই পেশঙ্কৎ বা ভ্রমরবিশেষের নিকট জানা যায়। সকল বা একাগ্র মন, মনের একটা মাত্র বৃত্তি যদি

অন্তগামিনী না হয়, তখনই দেহী ধ্যেয়ের সমানরূপ প্রাপ্ত হয়, অন্তপ্রকারে নহে ॥ ২২ ॥

**অনুদর্শিনী।** স্নেহে উত্তরের মৃগসারূপ্য লাভ দেখা যায়। আবার ‘অস্তে যা মতিঃ সা গতি’—এই জ্ঞানেও সারূপ্যলাভ দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

কীটঃ পেশঙ্কতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ ।  
যাতি তৎসাম্যতাং রাজন্ পূর্বরূপমসম্যজন্ ॥ ২৩ ॥

**অনুব্র।** (হে) রাজন্! কীটঃ (কোহপি কীটঃ) তেন (পেশঙ্কতা) কুড্যাং (স্বগৃহং) প্রবেশিতঃ (নিরুদ্ধঃ সন্) পেশঙ্কতং (বলবন্তং কীটং) ধ্যায়ন্ (ভয়েন চিস্তয়ন্) পূর্বরূপম্ অসম্যজন্ (অপরিহরনৈব) তৎসাম্যতাং (তস্য পেশঙ্কতস্ত সাম্যতাং সারূপ্যং) যাতি (প্রাপ্নোতি, যদা তে নৈব দেহেনাত্তসারূপ্যং দৃশ্যতে তদা কিং কর্তব্যং দেহান্তরেণ সারূপ্যং ঘটত ইতি) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** হে রাজন্! কোন এক দুর্বল কীট পেশঙ্কারী (বলবান কীট) কর্তৃক স্বগৃহে নিরুদ্ধ হইয়া ভয়ে সর্বদা তাহার চিন্তা করিতে করিতে নিজ পূর্বশরীর পরিহার না করিয়াই সেই পেশঙ্কারীর রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহান্তে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা লাভ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ২৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** কীট ইতি। তেন পেশঙ্কতা। তৎসাম্যতাং তৎসমানরূপতাম্। সাম্যতামিতি পাঠে আর্থতা। পূর্বরূপং পূর্বদেহং অসংত্যজমিতি ধ্যাতৃদেহ এব ধ্যেয়তুল্যাকারঃ স্তাৎ যথা ধ্রুবাদীনাং কচিস্তথা ধাতৃণাং ভক্তানাং দৃশ্যমানো দেহত্যাগস্ত ভক্তিয়োগস্ত রহস্ত্বরক্ষার্থং মতান্তরেৎখাতাভাবার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়ায়া দর্শ্যতে যথা কচিং সচ্চিদানন্দময়স্বদেহত্যাগোহপি, তদা চ তৎ প্রমাণবাক্যঞ্চ মুনিদ্বারা তথৈব মায়ায়া প্রকাশ্যতে। যথা প্রারব্ধকর্মনির্বাণোত্তপতৎ পাঞ্চভৌতিক ইতি দেহত্যাগশ্চ তদ্বৈবমিতি চ ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** তেন অর্থে পেশঙ্কং কর্তৃক। তৎসাম্যতা অর্থাৎ তৎসমানরূপতা। তৎসাম্যতা এরূপ পাঠ হইলে

আর্থদোষ। পূর্বরূপ অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ না করিয়াই অর্থাৎ যে ধ্যান করে তাহার দেহই যাহার ধ্যান করা হয়, তাহার তুল্য আকারবিশিষ্ট হয়; ধ্রুবাদির জ্ঞায় কোন কোন স্থলে সেইরূপ ধ্যানকারী ভক্তগণের যে দেহত্যাগ দেখা যায় উহা ভক্তিয়োগের রহস্ত্বরক্ষার নিমিত্ত। অন্তমতের উৎখাতকরণের অভাবজন্তু ভগবানই মায়া প্রদর্শন করেন। যেমন কোন কোন স্থলে সচ্চিদানন্দময় স্বদেহ-ত্যাগও হয়, তখন তৎপ্রমাণবাক্যও মুনিদ্বারা সেইরূপই মায়াপ্রভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন ‘প্রারব্ধ কর্মের নির্বাণ হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল’ তাঁহার দেহত্যাগ এইরূপ ॥ ২৩ ॥

### অনুদর্শিনী

কীটঃ পেশঙ্কতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমহুস্রন্।

সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামমুজমীষরে।

বৈরেণ পুতপাপানন্তমাপুরহুচিস্তয়া ॥

ভাঃ ৭।১।২৮-২৯

ভ্রমর (কাঁচপোকা) কর্তৃক ভিস্তিগর্ভে আবদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী (আমূল) কীট ভয় ও দ্বেষবশতঃ যেমন ভ্রমরেরই কেবল অরণ করিতে করিতে তাহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তি-প্রভাবে নিত্যনরস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকেও শত্রুভাবে চিন্তা করিলে মনের ঐ চিন্তা-প্রভাবে নিম্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করে।

প্রতিকূল-অমুশীলন-ফলে কৃষ্ণদেবিগণ যখন বৈরাগ্যবন্ধ ধারাও সদগতি লাভ করিতে পারে, তখন অমুকুল অমুশীলনফলে শুদ্ধভক্তগণ অবশ্য দ্বেষিগণের গতিলাভ করিবেন না,—তাঁহারা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন। কেননা—

যথা বৈরাগ্যবন্ধেন মর্ত্যস্তময়তামিয়াং।

ন তথা ভক্তিয়োগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

ভাঃ ৭।১।২৭

শ্রীনারদ বলিলেন—মল্লম্ব শত্রুতা করিয়া ভগবানে

যে প্রকার তন্ময় হইতে পারে, ভক্তিরোগ্য দ্বারা সেরূপ তন্ময় হইতে পারে না—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও স্বরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ইহার মীমাংসা করিয়াছেন—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।

তদ্বাক্ষর্য্যোবৈক্যাং কিরণাকোপমা-জুষোঃ ॥

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎশ্রুত ও প্রিয় ব্যক্তিদিগের একত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে। সে সকল, কিরণ-স্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ব বিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা,—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য এবং ভগবৎশ্রুতগণ বিলাসশূন্য ‘সিন্ধুলোক’ প্রাপ্ত হন।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্গম্য।

সাবুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

চরিতামৃত আ ৫ পঃ

ঐবের স্বশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন—

তদোত্তানপদঃ পুঞ্জো দদর্শাস্তকমাগতম্।

মৃত্যোমুক্তি পদং দত্তা আকরোহাঙ্কুতং গৃহম্ ॥

ভাঃ ৪।১২।৩০

যখন উত্তানপাদ-তনয় ঐব বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন।

শ্রীনারদের দেহত্যাগ—

প্রযুক্ত্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।

আরক্ককর্ষ্মনির্কাণো ত্রপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥

ভাঃ ১।৬।২৯

শ্রীনারদ, শ্রীবেদব্যাসকে কহিলেন—শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর ভগবৎ রূপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে প্রারক্ক-কর্ষ্ম নির্কাণ অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

শ্রীভগবানের রূপায় শ্রীনারদের অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ লাভ কালে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল ; এ

কিরূপ ?—উত্তর। ‘একটি লোক গরু দোহন করিতে করিতে গিয়াছিল’ বলিলে যেমন দোহন ও গমন এক-কালেই সংঘটিত হয়। সেইরূপ শ্রীনারদের ভৌতিক দেহত্যাগ ও চিন্ময়দেহপ্রাপ্তি তুল্যকালেই হইয়াছিল।

কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামী বলেন—ভাগবতী তনু অর্থাৎ পার্শ্বদতনুসমূহের অকর্ষ্মারক্কত্ব, শুদ্ধত্ব নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে। এইস্থানে আরক্ককর্ষ্মনির্কাণ অর্থাৎ আরক্ককর্ষ্মসমূহের নাশ। কেবল যে তখনই প্রারক্ক নাশ হইয়াছিল তাহা নহে, দেহপাতের পূর্বেও প্রারক্কের নাশ হইয়াছিল।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রারক্ক ত’ থাকিতেই পারে না—

তদা পূমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-

শুদ্ধাবভাবায়ুক্ততাঁশয়াক্রিতিঃ।

নির্দগ্ধবীজায়ুশ্যো মহীয়সা

ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যাশোকজম্ ॥ ভাঃ ৭।৭।৩৬

তখন সকল বন্ধনমুক্ত সেই পুরুষ ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায়, মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু তাঁহার অবিষ্টা প্রভৃতি অজ্ঞান এবং বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং তখন সম্যক্প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

এমন কি, শুদ্ধভক্তগণ বলেন যে, ভক্তির সাধন দশাতেই প্রারক্কের নাশ হয়—

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমশ্চ

পুংসাং তদজিহ্বরজসা জিতবড়্গুণানাম্।

চিত্রং বিদূরবিগতঃ সৰুদাদদীত

যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥ ভাঃ ৫।১।৩৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—( হে মহারাজ ) বিচিত্রশক্তি ভগবানের ভক্তগণ ভগবদ্গদরজোদ্ধারা ষড়্গুণ জয় করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ পৌরুষপ্রকাশ কিছু বিচিত্র নহে। কারণ অন্ত্যজও যদি একবার মাত্র ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তনুহুর্ভেই কর্ষ্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন।

শ্রীমদ্রহা প্রভুও বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ ‘প্রাকৃত’ কভু নয়।

‘অপ্রাকৃত’ দেহ ভক্তের ‘চিদানন্দময়’ ॥

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

‘অপ্রাকৃত’ দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ চরিতামৃত অ ৪ পঃ

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধনদশায় যখন ভক্তের প্রারব্ধ নাশ হইল তখন কর্মপ্রাপ্ত সেই দেহ থাকিল কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে,—শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই ঐ সাধকের কর্মনাশসত্ত্বেও ঐ দেহ বর্তমান থাকে।

তাহা ছাড়া ইহার শ্রেষ্ঠ মীমাংসা এই যে, গুরুমুখে শ্রবণপূর্বক ভক্তির আরম্ভ-দশা হইতেই শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎ প্রগতি-পরিচর্যাভিমুখী ভক্তিতে ভক্তগণের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রবিষ্ট হইলে শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদিজনিত শুদ্ধভক্তি শ্রবণাদির দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় এবং ভগবদ্গুণাদি অন্তরে ধারণা করায়, ভক্ত নিগুণ হন, ব্যবহারিক শব্দাদি-বিষয়ও আলোচনা করায় গুণময়ও থাকেন। এইরূপে ভক্তের দেহ আংশিক নিগুণ এবং আংশিক গুণময়। তাহার পর—ভোজনকারী পুরুষের প্রতি গ্রাসেই যেরূপ তৃষ্ণা, উদর পূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্যত্বের একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত-পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমোপাদ ভগবৎস্বরূপ স্ফুর্তি এবং ইতরবিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্ব অল্পভূত হয় (ভাগবতে ১১২৮২)—এই ত্রায়ীমুখারে ভক্তিবৃদ্ধি তারতম্যে নিগুণ দেহাংশসমূহের আধিক্যের তারতম্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণময় দেহাংশ-সমূহের ক্ষীণত্বের তারতম্য হয়। (অর্থাৎ ভক্তির উৎকর্ষে নিগুণ দেহের উৎকর্ষ, নতুবা গুণময় দেহের উৎকর্ষ)। সম্পূর্ণরূপে প্রেমের উৎপত্তিতে গুণময় দেহাংশসমূহের সম্যক নাশ হইলে ভক্তদেহ কেবল নিগুণই হয়।

ভক্তদেহ নিগুণ হইলেও বহির্গুণ ব্যক্তিগণের মতের উৎখাত না করিয়া এবং ভক্তিরহস্য রক্ষার জন্ত

শ্রীভগবানই মায়াধারা ভক্তের লোকদৃষ্ট স্থূল শরীর নাশ করেন। যেমন মৌষল লীলায় সপার্বদ যাদবগণের দেহপাত দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ বিনা মৃত্যুতেই তাঁহাদিগের দেহত্যাগ দেখাইয়াছেন। আবার কোথাও বা ভক্তিব্যোগের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের জন্ত ঐরূপ মায়িকী লীলা না দেখাইয়া ধ্রুবদিকে মশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়াছেন।

“জহগুণময়ং দেহং”—তাঃ ১০২৯১১ শ্লোকের টীকায়—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

এমন কি শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময় স্বদেহ-ত্যাগের ? ও অভিনয় দেখাইয়াছেন—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।

যোগধারণয়াগ্নেয়া দক্ষা ধামাবিশং স্বকম্ ॥

তাঃ ১১১১৬

অনন্তর তিনি ধ্যান ধারণার বিশুদ্ধবিষয়ীভূত লোকাভিরাম স্বীয় বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দক্ষ না করিয়াই নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইলেন ॥২৩॥

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।

স্বাশ্রোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ॥২৪॥

অন্নয়। (স্বদেহাদেব শিক্ষিতমাহ) প্রভো! (হে রাজন!) এতেভ্যঃ গুরুভ্যঃ মে (ময়া) এবং (পূর্বোক্ত-প্রকারেণ) এষা মতিঃ (পূর্বোক্তমেতৎ সর্বং জ্ঞানং) শিক্ষিতা (প্রাপ্তমধুনা) বদতঃ (কথয়তঃ) মে (মম সকাশাৎ) স্বাশ্রোপশিক্ষিতাং (স্বাশ্রুনো দেহাহুপশিক্ষিতাং) বুদ্ধিং (জ্ঞানং) শৃণু ॥২৪॥

অনুবাদ। হে প্রভো! এই সকল গুরুবর্গের নিকট হইতে আমি পূর্বোক্ত প্রকারে এই সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সম্প্রতি নিজ দেহ হইতে বাহ্য শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। স্বদেহাদপি শিক্ষিতমাহ,—স্বাশ্রুতি ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। “স্বদেহ হইতেও শিক্ষা” ॥২৪॥

দেহো গুরুমর্ম বিরক্তিবিবেকহেতু-  
বিভ্রং স্য সদ্ধনিধনং সততার্জ্যুদর্কম্ ॥  
তদ্ধাত্মেনে বিমৃশামি যথা তথাপি ।  
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥২৫॥

অনুব্র। ( গুরুত্বে হেতুঃ ) সততার্জ্যুদর্কং ( সততং সন্ততমার্জ্যুদর্কং দুঃখমেবোত্তরফলং তথা ) সদ্ধনিধনং ( উৎপত্তিবিনাশৌ চ ) বিভ্রং ( ধারণন ) বিরক্তিবিবেকহেতুঃ দেহঃ ( শরীরমিদং ) মম গুরুঃ স্য ( এবমতু্যপকারিত্বেহপি দেহেনৈবাস্থ্য কৰ্ত্তব্যোত্যাং ) তথাপি ( তাদৃগ্ গুরুত্বেহপি ) পারক্যং ( শৃগালাদিভক্ষ্যম্ ) ইতি অবসিতঃ ( নিশ্চিতবান্ সন্ ) অনেন ( দেহেন ) যথা ( যথাবৎ ) তদ্বানি ( বিজ্ঞেয়ানি ) বিমৃশামি ( নিরূপয়ামি ) ( তথা ) অসঙ্গঃ ( অনাসক্তঃসন্ ) বিচরামি ( পর্যটামি ) ॥২৫॥

অনুবাদ। নিরন্তর পরিণামে দুঃখপ্রদ, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই দেহ বৈরাগ্য এবং বিবেকের জনক বলিয়া আমার গুরু। তথাপি ইহা শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য—ইহা স্থির করিয়া এই দেহের প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র ইহার আশ্রয়ে তত্ত্বসমূহের নিরূপণ করিতে করিতে পর্যটন করেতেছি ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। গুরুত্বে হেতুঃ, বিরক্তিবিবেকয়োর্হেতুঃ, তত্র বিরক্তিহেতুত্বমাহ,—সদ্ধনিধনং উৎপত্তি-বিনাশৌ বিভ্রং। তৎকীদৃশং সততান্তিরেব উদর্ক উত্তরফলং যন্ততৎ। দেহৈকদেশঃ কুক্ষিরপি দ্বিত্রিদিবসীয়ভক্ষ্যসংগৃহ্ণন্ বিরক্ত ইবেতি তস্মাদপ্যসংগ্রহং শিক্ষেৎ। বিবেকহেতুত্বমাহ,—তদ্বানীতি। যথেনি। যথা তদ্বানি বিমৃশামি তথৈব শোত্রাদীন্দ্রিয়বতা অনেনৈব শ্রীভগবৎপ্রাপকশ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিময়ং ভক্তিব্যোগমপি প্রাপ্লোমীত্যর্থঃ। যথা কচ্ছিদ্রসিকো মহাভক্তঃ সৰ্ব্বরসাস্বাদত্ৰি রসালিপ্তঃ কিন্তু হরিরসাসক্তোহমুরাগী শ্রাৎ এবং জিহ্বাপি স্নাতাদিসৰ্ব-রসাস্বাদিত্ৰিপি ন তত্ত্বং সম্পর্কবতী কিন্তু তাষ্মলরসসম্পর্ক-বত্যেব দৃষ্টা। যত ইয়মরুণা শ্রাৎ। এবমতু্যপকারিণি গুরাবপ্যস্মিন্ দেহে স্থীয় ইতি স্থির ইতি বুদ্ধিন্ কৰ্ত্তব্যো-ত্যাং। পারক্যমত্ৰ স্তৌ বা শ্ব-শৃগালাদিভক্ষ্যমিত্যবসিতং

নিশ্চয়ো যস্মিন্ সঃ। পারক্যমিতি ক্লীবত্বমার্থম্। অতএব-সঙ্গঃ অত্রাসক্তিরহিতশ্চরামি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুরু যে কেন তাহার হেতু; বিরক্তি বিবেকের হেতু; তন্মধ্যে দেহ যে বিরক্তির হেতু তাহাই বলিতেছেন। সদ্ধনিধন অর্থাৎ উৎপত্তিবিনাশ বিভ্রং বা ধারণশীল। -সে কিরূপ? না, সততার্জ্যুদর্ক অর্থাৎ সতত আর্তিই বা কষ্টই যাহার উদর্ক বা পরিণামফল। কুক্ষি বা উদরও দেহের একদেশ, উহা বিরক্তের শ্রায় দুই তিন দিনের ভক্ষ্য সংগ্রহ হইতে বিরত; ইহার নিকটও অসংগ্রহ শিক্ষণীয়। এক্ষণে দেহ যে বিবেকের হেতু তাহা বলিতেছেন। যেমন তত্ত্বচিন্তা করি, সেইরূপ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত এই দেহদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিময় ভক্তিব্যোগও প্রাপ্ত হই। যেমন কোনও রসিক মহাভক্ত সৰ্ব্বরস আশ্বাদনশীল হইয়াও রসে অনাসক্ত, কিন্তু হরিরসে আসক্ত বা অমুরাগী হ'ন, এইরূপ জিহ্বাও স্নাত প্রভৃতি সৰ্ব্বরস আশ্বাদনশীল হইয়াও সেই সেই রসের সম্পর্কবতী হয় না, কিন্তু তাষ্মলরসেই সম্পর্কবতী হয় দেখা যায়, যে হেতু ইহা তৎসম্পর্কে রক্তিমাত্ৰ হয়। এইরূপ অতি উপকারী গুরু যে এই দেহ, ইহা স্থীয় বা স্থির এই বুদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য নয়, তাই বলিতেছেন—পারক্য অর্থাৎ পরের, অত বা কল্যা বা কুকুরশৃগালের ভক্ষ্য, এ বিষয়ে অবসিত অর্থাৎ নিশ্চয়শীল। পারক্য—এস্থলে ক্লীবত্ব প্রয়োগ আর্ষদোষদৃষ্ট। অতএব অসঙ্গ, দেহ বিষয়ে আসক্তি-রহিত হইয়া পর্যটন করি ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। দেহ অনিত্য—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অত বাদশতান্তে বা মৃত্যুর্বে প্রাণিণাং ধ্রুবাঃ ॥

ভাঃ ১০।১।৩৮

শ্রীবসুদেব কংসকে বলিলেন—হে বীর, যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতাই হউক অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত।

কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিময় ভক্তিব্যোগের অমুশীলন—

বাণী গুণানুকথনেশ্রবণৌ কথায়াং  
হন্তৌ চ কৰ্মস্ব মনস্তব পাদয়োনাঃ ।  
শ্রুত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে  
দৃষ্টিঃ সত্যং দরশনেনহস্ত ভবন্তনুনাং ॥

ভাঃ ১০।১০।৩৮

গুহকদ্বয় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—  
আমাদের বাক্য আপনার গুণকীর্তনে, শ্রবণবৃগল আপনার  
গুণকথাশ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার সেবাকার্য্যে, মন আপনার  
পাদপদ্মস্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল  
ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে এবং চক্ষু আপনার মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের  
দর্শনে রত থাকুক ।

দেহে অধিকার কাহার ?

দেহঃ কিময়দাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্নাতুরেব চ ।

নাতুঃ পিতুর্কী বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোহপি বা ॥

ভাঃ ১০।১০।১১

দেবর্ষি নারদ বলিলেন—এই শরীর (জীবিতকালে)  
অন্নদাতার, গুক্রনিষেককারী পিতার, গর্ভধারিণীর কি  
নাতামহের কিংবা মূল্য দিয়া ক্রয়কারীর অথবা বলপূর্ব্বক  
গ্রহণকারীর অথবা (প্রাণান্তে) দাহকারী অগ্নির,  
ভক্ষণকর্ত্তা কুকুরের কি নিজের, তাহা কিছু স্থির করা  
যায় না ।

দেহ পারক্যই—

কামান্ কাময়তে কামৈর্মর্ষদর্শমিহ পুরুষঃ ।

স বৈ দেহস্ত পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥

ভাঃ ৭।৭।৯৩

অর্থাৎ যে দেহের জন্ত পুরুষ ভোগকামনা করে, সেই  
দেহ পরনিগ্রহযোগ্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য অর্থাৎ  
আগমাপায়ী ।

প্রাণান্তে দেহ কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য—

নৈবাং মহামমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ।

ভাঃ ২।৭।৪২

শৃগাল-কুকুরভক্ষ্য এই প্রাকৃত শরীরে যাহাদের ‘আমি’  
ও ‘আমার’ বুদ্ধি আছে, ভগবান্ তাহাদের দয়া করেন না ।

মনুষ্যদেহে অবস্থিত জীবাত্মা এইরূপ বিচার  
করিতে পারেন, অত্য়দেহের আত্মার তাদৃশ বিচার-সামর্থ্য  
নাই ॥ ২৫ ॥

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্

পুষ্পাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতম্বন্ ।

স্বাস্তে সকচ্ছ্র মবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ

সৃষ্ট্যস্ত্র বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় । (সত্যতাত্ত্ব্যদর্কতাং প্রপঞ্চয়তি) (পুরুষঃ)  
সকচ্ছ্রঃ (কচ্ছ্রণ কঠেন সহ) অবরুদ্ধধনঃ (অবরুদ্ধানি  
সঞ্চিতানি ধনানি যেন সঃ) যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া (যন্ত দেহস্ত  
প্রিয়চিকীর্ষয়া ভোগসম্পাদনেচ্ছয়া) জায়াত্মজার্থপশুভৃত্য-  
গৃহাপ্তবর্গান্ (জায়াদিবর্গান্) বিতম্বন্ (সংবদ্ধয়ন্) পুষ্পাতি  
(বর্দ্ধয়তি) স্বাস্তে (স্বাস্থ্যবোহস্তে) বৃক্ষধর্ম্মঃ (বৃক্ষস্তেব  
ধর্ম্মো যন্ত সঃ) সঃ দেহঃ অস্ত্র (পুরুষস্ত্র) বীজং  
(দেহান্তরবীজং কৰ্ম্ম) সৃষ্ট্য (উৎপাদ্য) অবসীদতি  
(বিনশতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । পুরুষ বহুবিধ ক্লেশ সহকারে অর্থ সঞ্চয়  
করিয়া যে দেহের ভোগ সম্পাদনের জন্ত উক্ত অর্থদ্বারা  
স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গের পালন  
করিয়া থাকে, পরমায়ুর অবসানে সেই দেহই বৃক্ষের ত্রায়  
পুরুষের দেহান্তর সৃষ্টির বীজস্বরূপ কৰ্ম্ম সকল উৎপাদন  
করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ । নহু বিরক্তিবিবেকভক্তিযোগপ্রদাতুঃ  
সর্কেষপি গুরুষু শ্রেষ্ঠস্ত্র দেহস্ত্র নশ্বরস্ত্রাপি  
সেবাপরমাসক্ত্যেব কৰ্ত্তব্যং বুজ্যতে অত্থথা কৃতব্রতলক্ষণে  
দোষঃ শ্রাদিত্যতঃ কথমসঙ্গ ইতি ক্রবে সত্যং বিচিত্র-  
চরিত্রোহয়ং গুরুষতঃ পরমাসক্ত্যা সেব্যমানো হয়ং  
বিবেকবৈরাগ্যাদিকং কিমপি নোপদিশতি । প্রতু্যত  
সংসারমহান্ধকূপ এব নিঃক্ষিপতীত্যাহ,—জায়েতি দ্বাভ্যাম্ ।  
যন্ত দেহস্ত্র প্রিয়চিকীর্ষয়া জায়াদীন্ বিতম্বন্ বিস্তারয়ন্ সন্  
পুষ্পাতি যন্ত দেহস্ত্র প্রীতিচিকীর্ষা চেছ্রুপশ্রুতে তর্হি  
জায়াদীন্ সম্পাদ্য তানেব পুষ্পাতীত্যর্থঃ । স দেহঃ

অবরুদ্ধনঃ লুপ্তবিবেকাদিবিতঃ সন্ স্বাস্তে স্বভাষ্যবোহন্তে  
সকৃচ্ছ্ৰং যথা স্মৃতপা অবসীদতি নশ্রুতি । কিঞ্চাস্য পুরুষশ্চ  
বীজং দেহান্তরবীজং কৰ্ম্ম সৃষ্টী যেন পুনর্ভবপ্রবাহঃ শ্রাৎ  
বৃক্ষশ্রৌণবিরূপস্তেব ধর্ম্মো যশ্চ সঃ ॥ ২৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** আচ্ছা, বিরক্ত-বিবেক ভক্তিব্যাগ-  
দাতা সকল গুরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু যে দেহ, নশ্বর হইলেও  
ইহার সেবা পরম আসক্তির সহিত করা উচিত, অত্যা-  
কৃতরত্ন লক্ষণ দোষ হইয়া পড়ে, অতএব ইহার সম্বন্ধে  
অসঙ্গ কেন বলিতেছ? ইহার উত্তর—যাহা বলা হইল  
সত্য বটে, এই দেহরূপ গুরুটা বিচিত্র-চরিত্র, যেহেতু পরম  
আসক্তির সহিত সেবমান হইয়াও বিবেক বৈরাগ্যাদির  
কোন উপদেশ ইহা দেয় না । বরং সংসার মহাক্কুপেই  
নিক্ষেপ করে । তাই দুইটা শ্লোকে বলিতেছেন । যে  
দেহের প্রিয়সাধন করিবার ইচ্ছায় জায়াদি বিস্তার করিয়া  
পালন করে, সে দেহের প্রীতিসাধনের ইচ্ছা যদি উৎপন্ন  
হয় তাহা হইলে জায়াদি সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে  
পোষণ করে । সেই দেহ অবরুদ্ধ ধন অর্থাৎ লুপ্ত বিবেকাদি  
ধন হইয়া স্বাস্তে অর্থাৎ আয়ু শেষ হইলে সকৃচ্ছ্ৰ বা অতি  
ক্লেশের সহিত অবসাদ বা নাশপ্রাপ্ত হয় । আর এই  
পুরুষের বীজ অর্থাৎ দেহান্তর বীজ কৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়া  
যাহাতে পুনর্জন্মের প্রবাহ হইতে পারে । বৃক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ  
ওষধিরূপ বৃক্ষের শ্রাৎ যাহার ধর্ম্ম ॥২৬॥

**অনুদর্শিনী ।** দেহের নাশ হইলেও হৃৎকের নাশ  
হয় না । কেননা বৃক্ষ যেমন বৃক্ষান্তর বীজ সৃষ্টি করিয়া—  
‘বীজাদেব যথ’ বীজং’ ( ভাঃ ৬।১৫।৭ ) নাশ প্রাপ্ত হয়  
সেইরূপ বর্তমান দেহ পুরুষের দেহান্তর বীজ—কৰ্ম্ম সৃষ্টি  
করিয়া অর্থাৎ দেহপ্রবাহ রাখিয়া নষ্ট হয় ।

কৰ্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনান্নানুবহিঃ ।

কৰ্ম্মভিস্তম্বতে দেহমুভয়ং ত্রবিবেকতঃ ॥ ভাঃ ৭।৭।৪৭

কৰ্ম্ম সমাপ্ত হইলে যে ভোগের অবসান হইবে,  
তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ দেহী দেহদ্বারা কৰ্ম্ম  
আরম্ভ করেন, সেই কৰ্ম্মদ্বারা আবার অত্ন দেহ বিস্তার  
করিয়া থাকেন । এইরূপে অজ্ঞান দ্বারা কৰ্ম্ম ও দেহ,  
এই উভয়েরই বিস্তার হয় ।

অতএব কেবলমাত্র দেহের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত না  
হইয়া যে আত্মার অবিভ্রমানতায় দেহের অস্তিত্ব নষ্ট হয়,  
সেই আত্ম-কর্ম্ম—পরমাত্মা ভগবানের সেবা সাধনে  
নিরত থাকা কর্তব্য ॥২৬॥

জিহ্নৈকতোহমুমপকর্ষতি কহি তর্ষা

শিশ্নোহিত্যতস্তগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।

আণোহিত্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কৰ্ম্মশক্তি-

বহ্বাঃ সপত্না ইব গেহপতিং লুনস্তি ॥২৭॥

**অনুব্র ।** বহ্বাঃ ( অনেকাঃ ) সপত্নাঃ ( একস্বামিকাঃ  
প্রিয়ঃ ) গেহপতিং ইব ( যথা গেহদেহয়োনিয়ন্তারমপি  
স্বামিনং স্বাং স্বাং প্রতি নয়ন্তি তথা ) অমুং ( দেহং তদভি-  
মানিনং পুরুষং বা ) একতঃ জিহ্বা অপকর্ষতি ( আচ্ছিনতি )  
( তথা ) কহি তর্ষা কদাচিৎ ( পিপাসা ) শিশ্নঃ অততঃ ত্বক্  
উদরম্ শ্রবণং কুতশ্চিৎ দ্রাণঃ অততঃ চপলদৃক্ ক চ ( চঞ্চলা  
দৃষ্টিঃ ) কৰ্ম্মশক্তিঃ ( কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ স্ব-স্ব-বিষয়ং প্রতি )  
লুনস্তি ( ত্রোটয়ন্তি ) ॥২৭॥

**অনুবাদ ।** বহু পত্নীবিশিষ্ট স্বামীকে যেমন প্রত্যেক  
স্ত্রীই নিজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে সেইরূপ  
জিহ্বা, পিপাসা, শিশ্ন, ত্বক্, উদর, শ্রবণ, নাসিকা, চঞ্চল  
নয়ন এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়সকল এই দেহাভিমাত্রী মানবকে স্ব-স্ব-  
বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥২৭॥

**বিশ্বনাথ ।** তস্মাদৈশ্ম গুরবে দেহায় কৈবল্যং  
প্রাণধারণমাত্রং ভোজনং দেয়ং তদপ্যনাসক্ত্যেব । এইষাবাশ্ত  
গুরো গুরুশুশ্রূষা । শ্রদ্ধয়াইশ্ম ভোগাশ্চন্দীয়ন্তে তর্হি শূণু  
তত্ত্বমিত্যাহ,—জিহ্নেতি । অমুং দেহাসক্তং পুরুষং ।  
একতঃ রসং প্রতি জিহ্বা অপকর্ষতি অধঃপাতনার্থমাকর্ষতি  
আচ্ছিনতি কহি কদাচিত্তর্ষা পিপাসা জলং প্রতি । শিশ্নো  
ব্যবায়ং প্রতি । এবং ত্রগাদয়ঃ স্পর্শাদীন প্রতী । কৰ্ম্মশক্তিঃ  
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ । লুনস্তি ত্রোটয়ন্তি ॥২৭॥

**বঙ্গানুবাদ ।** অতএব এই গুরু—দেহকে কেবল  
প্রাণধারণমাত্র ভোজ্য দেওয়া উচিত, তাহাও অনাসক্তির  
সহিত । এই গুরুর ইহাই গুরুসেবা । শ্রদ্ধার সহিত যদি  
ভোগপ্রদত্ত হয় তাহা হইলে তত্ত্ব শ্রবণ কর । এই দেহাসক্ত



পুরুষকে একদিকে রসের প্রতি জিহ্বা আকর্ষণ অর্থাৎ  
অধঃপাতিত করিবার জন্ত আকর্ষণ বা বলপূর্বক আনয়ন  
করিতেছে। কখনও তর্ষা অর্থাৎ পিপাসা জলের প্রতি,  
শিক্ষণ ব্যবায় বা কামচরিতার্থতার প্রতি, আর ত্বক্ প্রভৃতি  
স্পর্শাদির প্রতি। কর্ষশক্তি অর্থাৎ কর্ষেদ্রিয়গণ লুনন  
বা ভাসিয়া চুরিয়া ফেলে ॥ ২৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** দস্থা-সদৃশ বড়িঙ্গ্রিয়ের ক্রিয়া—  
“এতে বড়িঙ্গ্রিয়নামাঃ দস্থা এব কর্ষণা দর্শন-স্পর্শন-  
শ্রবণাঽদানাঽব্রাণ-সঙ্কল্প-সমবসায় গৃহ-গ্রান্যোপভোগেন  
কুনাথজাজিতান্নোপরমপুরুষাধনলক্ষণো যোহসৌ  
ধর্ম্যন্তস্ত সাম্প্রায় ধনং বিলুপ্তস্তি।” ভাঃ ৫।১৪।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—দস্থা-সদৃশ এই বড়িঙ্গ্রিয়গণ (চক্ষু,  
কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন) নিজ নিজ কর্ষ অর্থাৎ  
দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আদান, আব্রাণ, বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা  
গৃহোচিত ভোগসকল উপভোগ করাইয়া অজিতেন্দ্রিয়  
কুবুদ্ধি মানবের পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা-লক্ষণ ধর্ম,  
যাহা পারলৌকিক ধর্ম বলিয়া কথিত হয়, সেই ধর্মরূপ  
ধন অপহরণ করে।

অতএব দেহাসক্ত ব্যক্তির দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া আত্ম-  
মঙ্গলকামী জন এই দেহকে ভোগায়তন না জানিয়া প্রাণ-  
ধারণোপযোগী ভোজ্যাদি অনাসক্তভাবে প্রদান করিয়া  
ইহাকে নিজ প্রাণপতি হৃদীকেশের সেবায় নিযুক্ত  
করিবেন।

এই শ্লোকেরই অনুরূপ শ্লোক ভাঃ ৭।৯।৪০ দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

**সৃষ্টা।** পুরাণি বিবিধাশ্রয়াজ্ঞাত্য।

বৃক্ষান্ সরীষপশূন্ খগদন্দশূকান্।

তৈস্তৈরতুষ্ঠহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়

ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥

**অনুয়।** (তদেবং দেহো গুরুরিত্যাদি ত্রিভি  
বিরক্তি-বিবেক-হেতুহুপপাশ্ত ইদানীমস্ত দেহজ্ঞাতিতুর্ভবং  
দর্শয়ন্নীশ্বরনিষ্ঠাং বিধন্তে) দেবঃ (ঈশ্বরঃ) আশ্রয়জ্ঞাত্য  
অজ্ঞাত্য (মায়য়া) বৃক্ষান্ সরীষপশূন্ (সরীষপান্ পশূন্ চ)

খগদন্দশূকান্ (খগান্ দন্দশূকান্ চ) বিবিধানি পুরাণি  
(শরীরাদি) সৃষ্টা তৈঃ তৈঃ (শরীরৈঃ) অতুষ্ঠহৃদয়ঃ (ন  
তুষ্ঠং হৃদয়ং যন্ত সঃ সন্) ব্রহ্মাবলোকধিষণং (ব্রহ্মণো-  
ইবলোকায় অপরোক্ষায় ধিষণা বুদ্ধি ষ্মিন্ তং) পুরুষং  
(পুরুষদেহং) বিধায় (সৃষ্টা) মুদং (সন্তোষম্) আপ  
(প্রাপ্তঃ) ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।** ভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বৃক্ষ,  
সরীষপ, পশু, পক্ষী কীট-পতঙ্গাদি বিবিধ শরীর রচনা  
করিয়া তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অবশেষে  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষদেহ সৃষ্টি  
করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** যস্মাদয়মপবর্গসাধক এক এব মনুষ্যদেহঃ  
সৃষ্টস্তস্মাদেনং নরকসাধনং ন কুর্যাদিত্যাহ, সৃষ্টেতি।  
পুরাণি শরীরাদি,—পুরুষং মনুষ্যদেহং। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বর-  
জ্ঞাবলোকে সাক্ষাৎকারে ধিষণা বুদ্ধির্ধ্বতন্তম্। তথাচ  
শ্রুতিঃ,—‘পুরুষস্তু চাবিস্তুরামায়’ ইতি। তথা তাভ্যো  
গামানয়ন্। তা অক্রবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি। তাভ্যোহ-  
শ্বমানয়ন্। তা অক্রবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি। তাভ্যঃ  
পুরুষমানয়ন্তা অক্রবন্ স্কৃতং বতেতি’ ॥ ২৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যেহেতু অপবর্গসাধক এই একমাত্র  
মনুষ্যদেহের সৃষ্টি, সেজন্ত ইহাকে নরকসাধন করা উচিত  
নহে। পুর অর্থাৎ শরীর। পুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যদেহ  
ব্রহ্মাবলোকধিষণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের অবলোক  
বা সাক্ষাৎকারে যাহার ধিষণা বা বুদ্ধি। বেদ  
বলিতেছেন—‘মনুষ্যদেহে আত্মাঅতি-প্রকট’ (পূর্বে  
ভাঃ ১।১।৭২১ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য) “তদনুসারে  
পুরুষ অগ্ন্যাদি দেবতাগণকে গোদেহ নির্মাণ পূর্বক অর্পণ  
করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘এই দেহ আমাদের সর্ব-  
কর্মের উপযোগী নহে।’ তখন তিনি তাঁহাদিগকে অশ্বদেহ  
নির্মাণ পূর্বক অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ‘এই  
দেহও আমাদের সর্বকর্মক্ষম হয় নাই।’ তখন পুরুষ  
মানবদেহ নির্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন।  
তাঁহারা বলিলেন, এই দেহ স্খচাক নির্মিত হইয়াছে।”—  
ঐতরেয়োপনিষৎ ২য় খণ্ড ২-৩ ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। মনুষ্যদেহে ঈশ্বর-নিষ্ঠাই একমাত্রকৃত্য—

নায়াং দেহো দেহভাজাং নুলোকে

কষ্টান্ কামানহর্তে বিড়্ভুজাং যে।

তপো দিব্যাং পুত্রকা যেন সত্ত্বং

শুধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যন্তনন্তম্ ॥ ভাঃ ৫।৫।১

শ্রীঋষভদেব কহিলেন—হে পুত্রগণ, ইহ জগতে দেহধারি-প্রাণিগণের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করিয়া ছুঃখপ্রদ বিষয় ভোগ করা উচিত নহে। ঐ প্রকার বিষয়-ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর-শুকরাদির মধ্যেও আছে। ভগবৎ-সেবাপর অপ্রাকৃত তপশ্চা করাই উচিত। যেহেতু তদ্বারা অন্তঃকরণ নির্মল হয়, হৃদয় নির্মল হইলে সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, তাহা অপার অর্থাৎ বিষয়ভোগাদির দ্বারা সমীম নহে।

‘যত্র বৈ মানুসী জাতিব্রহ্মণা চোপকল্পিতা ॥’.

ভাঃ ৬।৬।৪২

অর্থাৎ (সেই পুত্রগণের মধ্যে) আত্মাহুসন্ধান-বিশেষ দ্বারা ব্রহ্মা মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

‘যত্র যেষু আত্মাহুসন্ধানবিশেষবৎসু মানুসী জাতিশ্চোপকল্পিতা’—শ্রীবিষ্ণুনাথ

শ্রীভগবান্ বাগাদি-ইন্দ্রিয়সমূহ-সৃষ্টির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা পরমেশ্বরকে বলিলেন—‘আমাদের জন্ত যথাযোগ্য স্থান কল্পনা করুন যে স্থানে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্ন ভোজন করিব।’ তখন তিনি তাঁহাদিগের নিকট যথাক্রমে গোশরীর, অশ্বশরীর ও পুরুষশরীর আনিয়া সেই দেবগণকে চক্ষুরাদি বাহার যে স্থান তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বলায় তাঁহারা সকল দেহ অপেক্ষা মনুষ্যদেহই অভিলাষ করিয়াছিলেন। সকল দেবতার সকল বৃত্তির বিকাশের উপযোগী ও সর্বকৰ্মক্ষম বলিয়া মানব দেহকে ‘সুকৃত’ বলা যায়।

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—‘তাসাং মে পৌরুষীং প্রিয়ম্।’

ভাঃ ১১।৭।২২

শ্রীভগবান্ অন্তর্ধামিরূপে সকল দেহে বিরাজিত থাকিলেও তুল্যরূপে অভিযাক্ত নছেন। তিৰ্য্যগাদি

যোনি অপেক্ষা কেবল মানবদেহেই তিনি অপেক্ষাকৃত বিশেষভাবে প্রকাশমান। তাই পুরুষই পাত্র—

তেষেব ভগবান্ রাজ্ঞস্তারতম্যেন বর্ততে।

তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেষত ॥

ভাঃ ৭।১৪।৩৮

“তারতম্য অর্থাৎ তিৰ্য্যগাদি হইতে পুরুষে (পুরুষদেহে) আধিক্যে বর্তমান বলিয়া পুরুষ পাত্র।”

শ্রীবিষ্ণুনাথ ॥ ২৮ ॥

লক্ষ্য। সুহৃদ্বর্ভমিদং বহুসম্ভবান্তে

মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্

নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ শ্রাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুব্রজ। (তস্মাৎ) বহুসম্ভবান্তে (বহুনাং সম্ভবানাং জন্মানামন্তে) ইহ (সংসারে) অনিত্যম্ (অঞ্জনং) (অপি) অর্থদং (পুরুষার্থপ্রাপকং) সুহৃদ্বর্ভম্ ইদং মানুষ্যং (মনুষ্য-শরীরং) লক্ষ্য। অনুমৃত্যু (অনু নিরন্তরং মৃত্যু র্থত তৎ শরীরমিদম্) যাবৎ ন পতেৎ (তাবদেব) ধীরঃ (বিবেকী পুরুষঃ) তুর্ণম্ (শীঘ্রং) নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গলায়) যতেত (প্রযত্নং কুর্যাৎ) বিষয়ঃ (রূপরসাদিকং ভোগ্যং বস্তু) খলু (নিশ্চিতং) সর্বতঃ শ্রাৎ (পঞ্চাদিষোনিষপি ভবেৎ নতু নিঃশ্রেয়সম্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বহু জন্মের পর জগতে সুহৃদ্বর্ভ, পরমার্থ প্রদ এই অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া নিরন্তর মরণশীল দেহের পতনের পূর্ব পর্যন্ত বুদ্ধিমান পুরুষ কালবিলম্ব না করিয়া পরমমঙ্গলের জন্ত যত্ন করিবেন; বিষয়ভোগ সর্বত্র অর্থাৎ পঞ্চাদি জন্মে ও সর্বত্র লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু মানবের দেহে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। অনিত্যমপি অর্থদং নিত্যশ্রাপি বস্তুনঃ প্রাপকং তস্মাদিদং যাবন্ পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় যতেত যত ইদং অনুমৃত্যু অমৃত্যুজাতশ্চ পশ্চাদেব বর্তমানো মৃত্যুর্ধ্বতং ক্ষণভঙ্গুরস্বেনৈব বিশ্বস্তমিত্যর্থঃ। বিষয়ঃ পুনঃ সর্বতঃ পঞ্চাদিষোনিষপি প্রাপ্তঃ শ্রাদেব ॥ ২৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অনিত্য হইলেও অর্থদ্ব্যর্থ্যং  
নিত্যবস্তুর প্রাপক। অতএব ইহা যে পর্য্যন্ত না পতিত  
হয়, সে পর্য্যন্ত নিঃশ্রেয়স নিমিত্ত যত্ন করিবে। যেহেতু ইহা  
অনুমিত্য অর্থ্যং অনু বা অনুজাত বাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু  
বর্তমান অর্থ্যং ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া যাহা বিশ্বাস করা হয়।  
বিষয় আবার সর্বতঃ অর্থ্যং স্বাদিযোনি বা কুকুরাদি পশু-  
যোনিতেও পাওয়া যায় ॥ ২৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** দেহ পতন পর্য্যন্ত নিঃশ্রেয়স নিমিত্ত  
যত্ন করা কর্তব্য—

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায়া ভবমাশ্রিতঃ।

শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদেত পুঙ্কলম্ ॥ ভাঃ ৭।৬।৫

প্রজ্ঞাদ দৈত্যবালকগণকে বলিলেন—সেই কারণে  
বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া যে পর্য্যন্ত  
এই পরিপুষ্ট মানব শরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়,  
শৈশব হইতেই তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেমলাভের জ্ঞান যত্ন  
করিবেন।

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।

তাবৎ সেবহ রক্ষা করিয়া নিশ্চয় ॥

চৈতন্য ভাগবত আ ১৩ অঃ

দেহ ক্ষণভঙ্গুর—‘দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং

ক্ষণভঙ্গুরঃ।’ ভাঃ ১১।২।২৯

জীবগণের পক্ষে এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্লভ।

বিষয় সর্বত্র লভ্য—‘তল্লভ্যাতে দুঃখবদন্ততঃ স্তুখং’

ভাঃ ১।৫।১৮

অর্থ্যং বিষয়-স্তুখ দুঃখের স্তায় চেষ্টা ব্যতীত প্রাপ্তন  
কর্মবশতঃই সকল অবস্থায় পাওয়া যায়।

‘বিষয়স্তুখমন্ততঃ প্রাচীনকর্মত এব সর্বত্র নারক-  
শূকরজন্মাদাবপি লভ্যাতে দুঃখবৎ।’—শ্রীল বিশ্বনাথ ॥ ২৯ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।

বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গেহনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

**অনুব্র।** (তদেবং হেয়োপাদেয়-বিবেকং বহুধা  
নিরূপ্য ইদানীং যদুক্তং, বস্তু কল্পঃ কবিদর্শক ইত্যাদি

তত্ত্বোত্তরমাহ) এবং (বহুভ্যো গুরুভ্যঃ শিক্ষিতেন)  
বিজ্ঞানালোকঃ ( বিশিষ্টং জ্ঞানমেবালোকঃ প্রদীপো যন্ত  
সঃ ) সঞ্জাতবৈরাগ্যঃ ( সঞ্জাতং বৈরাগ্যং যন্ত সঃ ) মুক্তসঙ্গঃ  
( সঙ্গরহিত ) অনহঙ্কৃতঃ ( অহঙ্কাররহিতঃ চ সন্ ) আত্মনি  
( পরমাত্মনি ) ( স্থিত এব ) এতাং মহীং বিচরামি ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ।** আমি এইরূপে বহু গুরুর নিকট হইতে  
জ্ঞানলাভ করিয়া বিজ্ঞানালোকযুক্ত, জাতবৈরাগ্য,  
সঙ্গরহিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া পরমাত্মাশ্রিতরূপে এই  
ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

**বিশ্বনাথ।** যদুক্তং বস্তু কল্পঃ কবিদর্শক ইত্যাদি  
তত্ত্বোত্তরমাহ,—এবমেতি। আত্মনি পরমাত্মনি যৎ  
বিজ্ঞানং অপরোক্ষানুভবন্তুত্রেবালোকদৃষ্টিতাপ্যর্থ্যং যন্ত  
সঃ ॥ ৩০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে ‘আপনি  
কিন্তু সমর্থ, জ্ঞানী, নিপুণ ইত্যাদি’ ( ভাঃ ১১।৭।২৮ ),  
তাহার উত্তর। আত্মা অর্থ্যং পরমাত্মার যে বিজ্ঞান অর্থ্যং  
অপরোক্ষ-অনুভব তাহাতেই বাহার আলোক বা  
দৃষ্টিতাপ্যর্থ্যং ৩০ ॥

**অনুদর্শিনী।** অপরোক্ষানুভূতিতে বাহ্য-বিষয়-  
গ্রহণে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়াও আনন্দে  
অবস্থিতি হয় ॥ ৩০ ॥

নহোকস্মাদ্গুরোজ্ঞানং সুস্থিরং স্ত্রাং সুপুঙ্কলম্।

ত্র্যম্ভৈতদ্বিতীয়ং বৈ গীয়েতে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

**অনুব্র।** ( নহু কিং বহুভিগুরুভিঃ নহি স্বেতকেতু-  
ভৃগু-প্রমুখৈর্বহবো গুরব আশ্রিতা স্তত্রাহ ) ঋষিভিঃ  
অদ্বিতীয়ম্ ( অপি ) এতৎ ব্রহ্ম বহুধা ( সপ্রপঞ্চনিপ্রপঞ্চ-  
ভেদাদিভিঃ ) গীয়েতে ( কীর্ত্যতে ) বৈ ( ততঃ ) একস্মাৎ  
গুরোঃ ( সকাশাশ্রয়ঃ ) জ্ঞানং সুপুঙ্কলং ( সুপ্রচুরং )  
সুস্থিরং ( চ ) ন স্ত্রাং হি ( নৈব ভবেৎ )। অয়ং ভাবো নৈন্তে  
পরমার্থোপদেশগুরবঃ কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাত্ম-  
ন্যাসস্তাবনাদিমান্ত্রনিবর্তকাস্তোষাঞ্চ বহুধা যুক্তমেবেতি  
জ্ঞানপ্রদন্ত গুরুমেকমেব বক্ষ্যতি ) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।** ঋষিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর বহু প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, স্তুরাং একজন গুরুর নিকট হইতে লব্ধজ্ঞান সুপ্রচুর এবং স্থিতির নহে ॥ ৩১ ॥

**বিশ্বনাথ।** নমু মদতিজ্ঞং গুরুং শাস্ত্রমুপাসীতেতি তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমমিত্যাভ্যুজ্জিত্য এক এব গুরুরাশ্রয়ণীয়োহবগম্যতে। নাপি স্বেতকেতু-ভৃগুপ্রমুখৈব হিবো গুরব আশ্রিতাঃ। সত্যং মমাপি মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুরেক এব উপাস্তো বর্ততে। কিন্তু উপাসনায়-মামুখ্য-প্রাতিকূল্য-দৃষ্টান্তীভূতা এতে পদার্থাঃ পরামৃশ্য গুরুকৃতা ইত্যম্বয়-ব্যতিরেকাত্যাং মে শিক্ষাগুরব এবৈতে জ্ঞেয়াঃ। তথাপি স্বামিচরণৈরুপনিবন্ধো শ্লোকো ‘কপোত-মীন-হরিণা কুমারী-গজ-পন্নগাঃ। পতঙ্গঃ কুররশ্চাষ্টৌ হেয়ার্থে গুরুবো মতাঃ। মধুকুমধুহর্তা চ পিঙ্গলা চ দ্বয়োজ্ঞয়ঃ। উপাদেয়ার্থবিজ্ঞানে শেষাঃ পৃথু্যাদয়ো মতা’ ইতি। শিক্ষাগুরুগাং বাহুল্যমেব প্রায়োজ্ঞানদাচ্য-প্রযোজকমিত্যাহ, নহীতি। নমু শিক্ষাগুরবোহপ্যভিজ্ঞান-এব ভৈব্যরাশ্রিয়ন্তে সত্যং অভিজ্ঞজনানাং হি গোতমাদি নানামতামুসারিস্বাম্যয়া স্বসজাতীয়ান্তে কুত্র কুত্র কত্যরেষ্টব্য। ইত্যাহ,—ব্রহ্মেতি। অদ্বিতীয়ং বদব্রহ্ম এতৎ খলু সবিশেষনির্বিষেবভেদবিভেদৈর্দেহৈঃ ঋষি-ভির্গীয়েতে ইতি “নাসার্ববিষম্ মতং ন ভিন্নম” ইত্যভি-যুক্তবাক্যচ্চ ময়া ব্যবহারিক। এব পদার্থা শিক্ষাগুরবঃ কৃতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আচ্ছা, ‘আমার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শাস্ত্রগুরুর উপাসনা করিবে ( ভাঃ ১১।১০।৫ ) ও ‘অতএব উত্তম মঙ্গল জিজ্ঞাসু গুরুসকাশে প্রপন্ন বা আশ্রিত হইবে’ ( ভাঃ ১১।৩২।১ ) এই উক্তি সমূহ হইতে জানা যায় কেবল এক গুরুই আশ্রয়ণীয়। আর স্বেতকেতু-ভৃগুপ্রমুখগণ বহু গুরু আশ্রয় করেন নাই।—ইহার উত্তর—সত্য। আমারও মন্ত্রোপদেষ্টা উপাস্তগুরু একমাত্র। কিন্তু উপাসনাতে আমুখ্য প্রাতিকূল্য দৃষ্টান্তভূত এই সব পদার্থকে বিচার পূর্বক গুরু করা হইয়াছে, অতএব অম্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ইহাদিগকে আমার শিক্ষাগুরু বলিয়াই জানিতে হইবে।

তথাপি শ্রীধরস্বামিপাদ-কর্তৃক দুইটি শ্লোক উপনিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—কপোত, মীন, হরিণ, কুমারী, গজ, পন্নগ, পতঙ্গ ও কুরর এই আটটি হেয়ার্থে গুরু বলিয়া স্বীকৃত, মধুকুম, মধুহর্তা ও পিঙ্গলা এই তিনটি ( হেয় ও উপাদেয় ) দুই পক্ষে এবং পৃথু্যাদি অষ্টগুলি উপাদেয় বিজ্ঞানে স্বীকৃত। শিক্ষাগুরুর সংখ্যাধিক্য প্রায়ই জ্ঞানের দৃঢ়তা-প্রয়োজক। আচ্ছা, ভব্যগণ শিক্ষাগুরুরূপে অভিজ্ঞজন-গণকেই আশ্রয় করিবেন। উত্তর—সত্য, অভিজ্ঞজনগণের মধ্যে গোতমাদি নানামতামুসারী বলিয়া আমার দ্বারা নিজে নিজের স্বজাতীয় তাঁহারা ( অর্থাৎ মনুষ্য তাঁহারা ) কোথায় কোথায় অনুসন্ধান করিব বলিয়া বলিলেন ব্রহ্ম ইত্যাদি।—অদ্বিতীয় যে ব্রহ্ম, তাহা সবিশেষ-নির্বিষেব-ভেদ-বিভেদে ঋষিগণকর্তৃক বহুপ্রকারে বর্ণিত। ‘এমন ঋষি নাই যাহার মত ভিন্ন নহে’ ( মহাভারত ) এই প্রচলিত বাক্য হেতুও আমি ব্যবহারিক পদার্থসমূহকেই শিক্ষাগুরু করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

**অনুদর্শিনী।** গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু স্বরচিত বটসন্দর্ভের অন্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

‘মন্ত্রগুরুত্বক এব নিষেৎশ্রমানস্বাদুর্হাম্।

শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি।

‘শিক্ষাগুরোরবহুত্বমপি জ্ঞেয়ং।’

মন্ত্রগুরু একজনই, যে-হেতু অনেক দীক্ষাগুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব জানিতে হইবে।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।

তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥

চরিতামৃত আ ১ পঃ

কপোতাদি অষ্টগুরু হেয়ার্থে—কপোতের ত্রায় সঙ্গ হেয়। মীনের ত্রায় রসাসক্তি হেয়। হরিণের ত্রায় শব্দ-সক্তি হেয়। কুমারীকঙ্কণবৎ সজাতীয়বোগিসঙ্গও হেয়। গজের ত্রায় স্পর্শসক্তি হেয়। সর্পের ত্রায় জনসঙ্গ-নিয়তনিকৈতাদিক হেয়। পতঙ্গের ত্রায় রূপাসক্তি হেয়। কুররের আমিব ত্যাগের ত্রায় ধনাদিপরিত্রা হেয়।

মধুকুং আদি তিনের মধ্যে দুইটি ছেয় ও উপাদেয়ে গুরুবর্গ। তাহার মধ্যে মধুকুংতুল্য মাধুকরী বৃত্তি ও সার-সংগ্রহ উপাদেয়। মধুমক্ষিকার আয় সংগ্রহ ছেয়। মধু-হর্তার আয় পরকে ছুঃখদানে তাহার সঞ্চিতগ্রহণ ছেয়। উত্তম ব্যতীত দেহনির্বাহক-ভোগ উপাদেয়। পিঙ্গলার আশাময়ী পূর্বাবস্থা ছেয়া; কিন্তু নৈরাশ্র উপাদেয়। পৃথু্যাদির সহনাদি এবং পৃথিবীর অন্তরভেদ পরকতও বৃক্ষের সকল ধর্মই উপাদেয়।

ঋষিগণ পরস্পর অনৈক্য—

প্রভু কহে—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।

সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ॥

চৈঃ চঃ ম ১৭ পঃ।

ঋষিগণের প্রত্যেকেরই পৃথক মত। স্মৃতির আশ্রয় ঋষিগণের নিকটে যাইব তিনিই আমাকে ভিন্ন পথ দেখাইবেন। এইভাবে ভ্রমণ করিলে নানামতবাদে আমার চঞ্চল চিত্ত তত্ত্বনির্ধারণে পটু হইবেই না, অধিকন্তু অধিকতর চঞ্চল হইয়া হতবুদ্ধি হইবে। তাই, যে-সকল বস্তুর সহিত ভাষার বিনিময়ে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে না, সেই সকল ব্যবহারিক পদার্থসমূহকেই শিক্ষাগুরু করিয়া দীক্ষাগুরুর উপদিষ্ট-মতপোষণে ও তত্ত্বিক মত-নিরসনের জন্ত তাহাদের স্বভাবগত দোষগুণের মধ্য হইতে নিজের শিক্ষণীয় বিষয়ই গ্রহণ করিয়াছি—ইহাই ব্রাহ্মণের মনোভাব ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যুক্তা স যতুঃ বিপ্রস্তমামন্য গভীরধীঃ ॥

বন্দিতঃ স্বর্চিতো রাজা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥৩২॥

অনুস্ময়। শ্রীভগবানু উবাচ। সঃ গভীরধীঃ (প্রগাঢ়-বুদ্ধিঃ) বিপ্রঃ (দত্তাত্রেয়ঃ) তং যতুম্ আমন্য (সন্তোষ্য) ইতি (পূর্বোক্তরূপম্) উক্তা রাজা (যতুনা) স্বর্চিতঃ (পূজিতঃ) বন্দিতঃ প্রীতঃ (সন্) যথাগতং (তথৈব যদৃচ্ছয়া) যযৌ (গতবান্) ॥৩২॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—প্রগাঢ়বুদ্ধি-

সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দত্তাত্রেয় যতুকে সন্তোষপূর্বক পূর্বোক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া রাজা যতুকর্তৃক স্তুপূজিত, বন্দিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুনরায় যথেষ্ট গমন করিলেন ॥৩২॥

অবধূতবচঃ শ্রদ্ধা পূর্বেষাং নঃ স পূর্বজঃ।

সর্বসঙ্গবিনিস্মৃক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদ্ভক্তবসংবাদে

অবধূত-গীতং নবমোহধ্যায়ঃ।

অনুস্ময়। (হে উদ্ধব!) নঃ (অস্মাকং)

পূর্বেষাং (পূর্বজাতানাম্) (অপি) পূর্বজঃ (পূর্বজাতঃ)

সঃ (যতুঃ) অবধূতবচঃ (অবধূতবাক্যং) শ্রদ্ধা সর্বসঙ্গ-

বিনিস্মৃক্তঃ সমচিত্তঃ (সর্বত্র সমবুদ্ধিস্ত) বভূব হ

(জাতঃ) ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে

নবমাধ্যায়স্তায়মঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে উদ্ধব! আমাদের পূর্ব-পুরুষ-গণেরও প্রাচীন যতুরাজ অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বসঙ্গ-বিমুক্ত এবং সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ছিলেন ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। বিপ্রো দত্তাত্রেয়ো যোগদ্ধিমা পুরুষতরীং যতুহৈহয়ান্নাঃ ইত্যুক্তেঃ যথৈবাগতং তথৈব যদৃচ্ছয়া যযৌ ॥৩২-৩৩॥

ইতি সারার্থদর্শিতাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

একাদশস্ত্র নবমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী-

টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। বিপ্র অর্থাৎ দত্তাত্রেয়, 'যতু হৈহয় প্রভৃতি উভয় প্রকার যোগ-সম্পত্তিই পাইয়াছিলেন'—এই

উক্তি অনুসারে। যথাগত অর্থ্যং যেমন ভাবে আসিয়া-  
ছিলেন সেইরূপ যদৃচ্ছাক্রমেই গেলেন ॥ ৩২-৩৩।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে সাধুগণ-  
সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার  
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

**অনুদর্শিনী।** দত্তাত্রেয়—ভগবদবতার।

অত্রেরপত্যমভিকাজ্জত আহ তুষ্ঠে।

দন্তো ময়াহমিতি যদ্ ভগবান্ স দন্তঃ।

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা

যোগদ্ধিমা পুরুষত্রীং যদু-হৈহয়াগ্ৰাঃ ॥ ভাঃ ২।৭।৪

অত্রিংশি সন্তান কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা  
করিলে, তিনি তাহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন  
'আমি আমাকে তোমার পুত্ররূপে দান করিলাম'। ইহা  
হইতে ভগবানের নাম দত্তাত্রেয় হইল। তাঁহার পাদপদ্ম-  
রেণু দ্বারা পবিত্রদেহ হইয়া যদু, হৈহয় প্রভৃতি রাজগণ  
ঐহিক ও পারলৌকিক অথবা ভুক্তি-মুক্তিরূপ যোগৈশ্বর্য  
লাভ করিয়াছিলেন।

যদু—রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র। যযাতি স্বীয় শ্বশুর  
শুক্ৰাচার্য্যের অভিষাপে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হন। তাঁহাকে  
সন্তুষ্ট করিয়া অস্ত্রের সহিত স্বীয় জরার বিনিময়-ব্যবস্থা  
প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁকে জরা গ্রহণ করিতে বলেন। ইনি  
নিরস্তর হরিভজনে উৎকর্ষাবৃত্ত থাকায় পিতার আদেশ  
প্রত্যাখ্যান করেন। ( ভাঃ ৯।১৮।৩৯-৪০ ) শুদ্ধ ভক্তিমান  
থাকায় পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও তিনি অতিশয় ধর্মশীল  
ছিলেন ( ভাঃ ১০।১২ )। ইহাঁরই বংশে স্বয়ং ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন বলিয়া ইহাঁকে পূর্বপুরুষগণেরও  
পূর্ববর্তী বলিয়াছেন ॥ ৩২-৩৩।

এই অধ্যায়ে কুরুরপক্ষী, বালক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প,  
উর্ণনাভ, পেশকৃৎ ও স্বদেহ—এই অষ্টশিক্ষাগুরু কথার  
আছে। সপ্তমাধ্যায়ে—৮, অষ্টমাধ্যায়ে—৯ এবং ৯ম  
অধ্যায়ে—৮=২৫ জন শিক্ষাগুরু।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে  
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্ত।

## দশমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাদ

ময়োদিতেষবহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ।

বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।** ( তদেবমদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যামুৎপন্নবিবেক-  
জ্ঞানস্ত তত্ত্বজ্ঞানায় সাধনানুপদিশতি শ্রীভগবান্ উবাচ  
মদাশ্রয়ঃ ( অহমেবাশ্রয়ো যন্ত তাদৃশো জনঃ ) ময়া উদিতেষু  
( পঞ্চরাত্রাদৌ কথিতেষু ) স্বধর্মেষু ( বৈষ্ণবধর্মেষু )  
অবহিতঃ ( অগ্রমত্তঃ সন্ ) অকামাত্মা ( কামনাবর্জিতঃ  
সন্ ) বর্ণাশ্রমকুলাচারং সমাচরেৎ ( অনুতিষ্ঠেৎ ) ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি যে সকল  
পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবধর্মের বিষয় কীর্তন করিয়াছি  
আমার আশ্রিত ব্যক্তি তাহাতে সর্বদা বিশেষ মনোযোগী  
ও কামনারহিত হইয়া তাহার অবিরোধী বর্ণাশ্রমকুলাচার  
সকল অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১ ॥

## বিশ্বনাথ

জ্ঞানস্ত সাধনং দেহসম্বন্ধাৎক আত্মনঃ।

দশমে জৈমিনীয়াং মতস্যোক্তঞ্চ খণ্ডনম্ ॥

শিক্ষানুজ্ঞা সাধনমুপদিশতি। ময়া স্বধর্মেষু পঞ্চরাত্রা  
বুক্তেষু মদীয়ধর্মেষু ॥ ১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দশম অধ্যায়ে জৈমিনীয় পূর্ব-  
মীমাংসকগণের মত খণ্ডন, জ্ঞানের সাধন এবং দেহ সম্বন্ধে  
আত্মার বদ্ধতা বর্ণিত হইয়াছে।

শিক্ষা বলিয়া সাধন উপদেশ করিতেছেন। স্বধর্ম  
অর্থ্যং পঞ্চরাত্র উক্ত মদীয় ধর্ম ॥ ১ ॥

**সারার্থানুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ চতুর্বিংশতি  
গুরুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার কথা বলিয়া  
শ্রীমদুদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বর্তমানে অত্র জীবকুলকে  
আত্মানুভববিষয়ের সাধন উপদেশ করিতেছেন।

পঞ্চরাত্র—রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।

তেনদেং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

নারদপঞ্চরাত্র ১।১।৪৫

‘রাত্র’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’। জ্ঞান—গন্ধ প্রকার। এই জন্ত মনীষিগণ এই গ্রন্থকে ‘পঞ্চরাত্র’ বলিয়া থাকেন।

পঞ্চরাত্রের বস্তা স্বয়ং ভগবান্—

জ্ঞানং পরমতত্ত্বং জন্মমৃত্যুজরাপহম্।

ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্তৃতঃ ॥ ঐ

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে জন্ম-মৃত্যু-জরা-নাশক পরমতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

তদনন্তর—দৃষ্টা সর্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাং।

জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ ॥ ঐ

শ্রীল নারদমুনি সর্বশাস্ত্র সম্যগ্রূপে আলোচনা পূর্বক অবশেষে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর হইতে এই পঞ্চরাত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া এই জ্ঞানামৃতস্বরূপ পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করেন।

পঞ্চরাত্রের প্রাণাণিকতা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে মহাভারত-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন

পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎসন্ত বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।

সর্বৈবু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষেতেষু দৃশ্যতে।

যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ভগবান্ স্বয়ং এই পঞ্চরাত্রের বক্তা। এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরমসীমা ॥১॥

অদ্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়ায়নাম্।

গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বকীর্ত্তবিপর্যায়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়। বিশুদ্ধাত্মা (স্বধর্ম্মেবিশুদ্ধচিত্তঃ সন) বিষয়ায়নানাং (বিষয়লিপ্তানানাং) দেহিনাং (জীবানানাং) গুণেষু (বিষয়েষু) তত্ত্বধ্যানেন (সত্যস্বাভিনিবেশেন) সর্বকীর্ত্তবিপর্যায়ং (যে সর্বের আরম্ভান্তেষাং ফল-বৈপরীত্যং) অদ্বীক্ষেত পশ্যেৎ ॥২॥

অনুবাদ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ বিষয় সকলকে সত্য মনে করিয়া তৎলাভের জন্ত যে সকল প্রয়াস করেন

তাহার বিপরীত ফল দর্শন করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ নিকাম হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। কথমকামাত্মতা সম্ভবেৎ তত্রাহ,—  
অদ্বিতি। গুণেষু বিষয়স্বথেষু তত্ত্বধ্যানেন পুরুষার্থবুদ্ধ্যা যে সর্বের আরম্ভান্তেষাং বিপর্যায়ং ফলে বৈপরীত্যমদ্বীক্ষেত পুনঃ পুনঃ পশ্যেৎ। অতএব বিবেকী তৎপ্রাপ্তিনিশ্চয়া-ভাবান্নিকামঃ স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিকামতাব কিরূপে সম্ভবপর হইবে? উত্তর—গুণ অর্থাৎ বিষয়স্বথসমূহে তত্ত্বধ্যান অর্থাৎ পুরুষার্থ-বুদ্ধিধারা সর্বকীর্ত্ত-বিপর্যায় অর্থাৎ যে সকল আরম্ভ তাহাদের বিপর্যায় অর্থাৎ ফলে বৈপরীত্য অদ্বীক্ষণ বা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবে। অতএব বিবেকী তৎপ্রাপ্তি-নিশ্চয়াভাববশতঃ নিকাম হইবে ॥ ২ ॥

অনুদর্শিনী। আরম্ভ-কার্য্যসমূহের বিপরীত ফল—  
কর্ম্মাণ্যরভমাণানং দুঃখহিত্যে সুখায় চ।

পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃগাম্ ॥

ভাঃ ১১।৩।১৮

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন—( হে রাজন্ ), জগতে মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির জন্ত একত্র হইয়া কার্য্যসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও ফল বিষয়ে সর্বদা বিপরীতভাব ঘটিয়া থাকে, ইহা নিপুণভাবে বিচার করিবে।

সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তির নিশ্চয়-তার অভাব দেখিয়া তত্ত্বধ্যানদ্বারা নিকাম হইবেন ॥ ২ ॥

সুগুপ্ত বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।

নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীশু গৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। (কাম্যবিষয়ানানাং মিথ্যাস্বাদপি তদ্বদকামাত্মতা স্যাদিত্যাহ) ধ্যায়তঃ (বিষয়চিন্তারতস্ত) সুগুপ্ত বা (নিদ্রিতস্ত চ জনস্ত স্বপ্নে) মনোরথঃ বিষয়ালোকঃ (বিষয়-সাক্ষাৎকারঃ) নানাত্মকত্বাৎ (নানাপদার্থা-লম্বনত্বাদ্ যথা) বিফলঃ (অর্থশূন্যঃ ভবতি) তথা গুণৈঃ (মল্লম্বাদি শরীরৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) ভেদাত্মধীঃ (ভেদাত্মস্ব

নানাবিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থান্ আলম্বনীকৃত্য যা ধীঃ  
বুদ্ধিঃ অপি বিফলা ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।** বিষয়চিস্তারত নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নে  
যে সকল মনঃকল্পিত ভোগ্য বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহা  
নানাপদার্থাশ্রিত বলিয়া বেরূপ পারমার্থিক ফলশূন্য হয়;  
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি  
তাহাও পারমার্থিক ফলশূন্য হয় ॥ ৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** ব্যবহারিকফলশূন্য নম্বরদ্বাং প্রাপ্তিরপ্য-  
প্রাপ্তিতুল্যেব। পারমার্থিকফলন্তু কদিক্রিয়ৈনৈব প্রাপ্যত  
ইত্যাহ, সুপ্তশ্চেতি। নানাত্মকত্বাৎ। নানাপদার্থালম্বনত্বা-  
দ্বিফলঃ পারমার্থিকফলশূন্যো যথা তথৈব গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভে-  
দাত্মন্তু নানাবিষয়েষু ধীঃ নানাপদার্থানালম্বনীকৃত্য যা ধীঃ  
সেত্যর্থঃ। অত্রৈবং প্রয়োগঃ। ইন্দ্রিয়ৈর্গুণময়বস্তুবু  
পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিঃ। পারমার্থিকফলশূন্য ভদ্রাভদ্রাত্মক-  
নানাপদার্থালম্বনত্বাৎ মনোজ্ঞাত্ব স্বপ্নমনোরথবৎ। তস্মাৎ  
পরমেত্বৈকালম্বনা বুদ্ধিরেব পারমার্থিকফলা। তদ্রূপগুণ-  
লীলাভক্তাদীনাং ততঃ পার্থক্যভাবাৎ চিদেকময়ত্বাৎ  
কেবলভদ্রাত্মকত্বাচ্চ তদৈক্যমেব জ্ঞেয়ম্। অতএবোক্তং—  
“ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হনস্তাশ্চ  
বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্” ইতি ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ব্যবহারিক ফল নম্বর বলিয়া  
প্রাপ্তিও অপ্রাপ্তিরই তুল্য, কিন্তু পারমার্থিক ফল কদিক্রিয়  
সমূহদ্বারা পাওয়া যায় না। নানাত্মকত্ব অর্থাৎ নানা-পদার্থ-  
অবলম্বনহেতু বিফল অর্থাৎ পারমার্থিক ফলশূন্য বেরূপ,  
সেইরূপ গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভেদাত্মবী অর্থাৎ নানা  
বিষয়ে নানা পদার্থ অবলম্বন করিয়া যে বুদ্ধি তাহা।  
এ স্থলে এইরূপ প্রয়োগ। ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা গুণময় বস্তু-  
সমূহে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি পারমার্থিক ফল-শূন্য। ভদ্রাভদ্রাত্মক  
নানাপদার্থের আশ্রয়-হেতু মনোজ্ঞাত্ব স্বপ্ন-মনোরথের ত্রায়।  
অতএব পরমেত্বের একমাত্র আলম্বন বুদ্ধিই পারমার্থিক  
ফল, তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা, ভক্তাদির তাঁহা হইতে  
পার্থক্যের অভাবহেতু একমাত্র চিন্ময় বলিয়া ও কেবল  
ভদ্রাত্মক বলিয়া তাঁহার ঐক্যই জানিতে হইবে। অতএব

কথিত হইয়াছে—( গী ২।৪১ ) ছে কুরুনন্দন ( অর্জুন )  
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একটী, অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহু-  
শাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষণী ॥ ৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** জগৎ নম্বর, জাগতিক বস্তুসমূহও  
নম্বর। অতএব ব্যবহারিক ফল পাওয়া বা না পাওয়া  
একই।

কদিক্রিয়সমূহ অর্থাৎ পঞ্চ-জ্ঞানেক্রিয় ও মন বিষয়-  
লাম্পট্যহেতু কুংসিং অর্থাৎ বহির্গুণ ( ‘এবং বর্ষসহস্রাণি’  
ভাঃ ৯।১৮।৫১ )। অতএব সেই ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা পারমার্থিক  
ফল—ভগবানকে লাভ করা যায় না।

বদ্ধজীব, জাগ্রত অবস্থায় চঞ্চল মনের দ্বারা নানা  
পদার্থের চিন্তা করে এবং স্বপ্নেও নানা পদার্থ দর্শন করে।  
কিন্তু চিন্তায় ও স্বপ্নে বিষয়ভোগ নিরর্থক। বিষয়-প্রবণা ও  
অনন্ত-কামনাময়ী বুদ্ধিই এই স্বপ্ন ও মনোরথের হেতু।

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, ও লীলা এবং স্বয়ং ভগবান  
একই—

“কৃষ্ণনাম” “কৃষ্ণগুণ” কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।

কৃষ্ণের স্বরূপ সম, সব—চিদানন্দ ॥

চরিতামৃত ম ১৭ পঃ

ভক্তগণেরও অপার্থক্য—

ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।

দেহের যে হেন বাহ অঙ্গুলি চরণ ॥

চৈতন্য ভাগবত অ ৭ অঃ।

বুদ্ধি—একা ও বহুশাখাময়ী—

শ্রীভগবদুক্ত—“ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ”—গীঃ ২।৪১

শ্রোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—  
‘কিঞ্চ সর্বাত্মোহপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিব্যোগ-বিষয়িণ্যেব  
বুদ্ধিরংকুষ্ঠা ইত্যাহ—ব্যবসায়ৈতি। ইহ ভক্তিব্যোগে  
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদগুরুপদিষ্টং ভগবৎ-  
কীর্তনস্মরণ-চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব  
মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্যদশয়োস্ত্যক্তম-  
শক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্ত্য ন মে  
কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেহপীত্যত্র স্ত্রুখমস্ত, দুঃখং বাস্ত,



সংসারো নশ্বতু, বা ন নশ্বতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিভাবঃ  
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ, যদুভ্যং—  
'ততো ভজ্যেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।' ইতি ভাঃ  
১১২০১২৮। ততোহনুত্ৰ নৈব বুদ্ধিরেকেকত্যা—বহ্নিতি।  
বহবঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কৰ্মযোগে কামানানা-  
নন্ত্যাদ্ বুদ্ধয়োহনন্তাঃ, তৎসাধনানাম্ কৰ্মণ্যমানন্ত্যাং তচ্ছাখা  
অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধার্থঃ  
নিকামকৰ্মণি বুদ্ধিস্ততস্তম্ভিন্ শুদ্ধে সতি কৰ্মসংগ্রাসে বুদ্ধিঃ,  
তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ। জ্ঞানবৈফল্যভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ।  
'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংগ্রসেৎ' ইতি ভগবদ্বক্তে ( ভাঃ ১১১৯১১ )  
জ্ঞানসংগ্রাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োহনন্তাঃ। কৰ্মজ্ঞানভক্তী-  
নামবশ্তানুষ্ঠেয়ত্বাং তত্তৎশাখা অপ্যনন্তাঃ।'

অর্থাৎ আরও সর্বপ্রকার বুদ্ধি হইতে ভক্তিযোগবিষয়িণী  
বুদ্ধিই উৎকৃষ্টা, তাই বলিতেছেন—এই ভক্তিযোগে  
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একাই। আমার শ্রীমদগুরুপদটি  
ভগবৎকীর্তন-স্মরণ-চরণপরিচরণাদি আমার সাধন, ইহাই  
আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু, এই সাধন-সাধ্যদশা হয়  
ত্যাগ করিতে অক্ষম, ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার  
কার্য্য, ইহা ব্যতীত অগ্র কার্য্য আমার নাই, স্বপ্নেও অগ্র  
অভিলষণীয় নাই। ইহাতে আমার স্মৃতি হয়, হউক বা  
হুঃখ হয়, হউক। সংসার নাশ হয়, হউক বা নাশ না হয়  
না হউক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই—এইরূপ  
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তেই সম্ভব হয়। যেক্রপ  
শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—তারপর শ্রদ্ধালু ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয়  
হইয়া আমার ভজন করেন (ভাঃ ১১২০১২৮)। ভক্তিযোগ  
হইতে অগ্রত্ব বুদ্ধি একা নহে, বহুশাখা। কৰ্মযোগে  
কৰ্মসমূহের আনন্ত্যাহেতু বুদ্ধিসমূহও অনন্ত, তৎসাধন  
কৰ্মসমূহেরও আনন্ত্যাহেতু তচ্ছাখাও অনন্ত। সেইরূপই  
জ্ঞানযোগে প্রথমে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জগ্ন নিকামকৰ্মে বুদ্ধি,  
তারপর তাহা শুদ্ধ হইলে কৰ্মত্যাগে বুদ্ধি, পরে জ্ঞানে  
বুদ্ধি। জ্ঞানের বৈফল্যের অভাব জগ্নই ভক্তিতে বুদ্ধি।  
'আমাতে জ্ঞান পরিত্যাগ করিবে'—এই ভগবদ্বক্তি ( ভাঃ  
১১১৯১১ ) জ্ঞানত্যাগে বুদ্ধি, অতএব বুদ্ধিসমূহ অনন্ত। কৰ্ম,  
জ্ঞান, ভক্তি অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া তত্তচ্ছাখাও অনন্ত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষাভাষ্যে  
বলেন—'ভক্তিযোগ দুই প্রকার - (১) শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ  
মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিকাম-কৰ্মরূপ  
গৌণ-ভক্তিযোগ। মুখ্য ভক্তিযোগের আমিই একমাত্র  
লক্ষ্য; অতএব তৎসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা  
অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা। মদেক-নিষ্ঠারহিত অব্যবসায়ী  
লোকেরই কৰ্মযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয়; তাহা অনেক  
বিষয়নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষিণী,  
তাহাতে কৰ্মনাশ ও প্রত্যাভ্যাসের আশঙ্কা আছে।' ৩ ॥

নিবৃত্তং কৰ্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।

জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কৰ্মচোদনাম্ ॥৪॥

অনুব্র। মৎপরঃ ( মদেকালঘনীঃ ) প্রবৃত্তং ( কাম্যং )  
কৰ্ম ত্যজেৎ নিবৃত্তং ( নিত্য-নৈমিত্তিকমেব কৰ্ম ) সেবেত  
( কুৰ্য্যাৎ ) জিজ্ঞাসায়াং ( আত্মবিচারে ) সংপ্রবৃত্তঃ ( সম্যক্  
প্রবৃত্তঃ সন্ ) কৰ্মচোদনাং ( নিবৃত্তি-কৰ্মচোদনামপি ) ন  
আদ্রিয়েৎ ( ন স্বীকুৰ্য্যাৎ ) ॥৪॥

অনুবাদ। আমাতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি কাম্যকৰ্ম  
পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম করিবেন। আত্ম-  
তত্ত্ব-বিচারে সম্যকরূপে নিবিষ্ট হইয়া নিকাম কৰ্মের  
প্রতিও আদর করিবে না ॥৪॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদেবং তস্মান্মৎপরঃ মদেকালঘন-  
বীর্নিকামঃ। নিবৃত্তং নিত্যং কৰ্ম। প্রবৃত্তং কাম্যং কৰ্ম।  
জিজ্ঞাসায়াং সম্যগেব প্রবৃত্তো জিজ্ঞাসোত্তরদশাস্থো  
যোগাক্রট্শ্চেদিত্যর্থঃ। কৰ্মচোদনাং নিত্যনৈমিত্তিকাদি-  
কৰ্মবিধিমনধিকারান্নাদ্রিয়েত। যদুভ্যং—আকরক্শো-  
মুনেৰ্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে। যোগাক্রট্শ্চ তন্ত্ৰৈব শমঃ  
কারণমুচ্যতে। যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মসমুৎপজ্যতে।  
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগাক্রট্শ্চোদ্যতে ইতি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। যে হেতু এমন, মৎপর অর্থাৎ  
মদেকালঘনবী (আমাতে আশ্রিত-বুদ্ধিবৃত্ত) নিকাম, নিবৃত্ত  
অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম প্রবৃত্ত অর্থাৎ কাম্যকৰ্ম। জিজ্ঞাসায়  
সম্প্রবৃত্ত অর্থাৎ সম্যক প্রবৃত্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসার পরদশাপন্ন

যোগারূঢ়। কৰ্ম্মচোদনা অৰ্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-  
কৰ্ম্মবিধিকে অনধিকার হেতু আদর করা উচিত নয়।  
যেৰূপ কথিত হইয়াছে (গীতা ৬।৩-৪) যে যুগ্মি যোগ-  
পদবীতে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে কৰ্ম্মকেই  
কারণ বা সাধক বলা হয়, যোগারূঢ়ের পক্ষে কৰ্ম্মের শম  
অৰ্থাৎ বিক্ষেপক কৰ্ম্মের উপরতিই সাধক। যে সময়  
সৰ্বসঙ্কল্পবর্জন পূৰ্ব্বক ইন্দ্রিয়প্রয়োজন-কৰ্ম্মসমূহে আসক্ত  
হন না, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয় ॥৪॥

**অনুদর্শিনী।** কাম্যকৰ্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম  
এবং আত্মতত্ত্ব বিচার—এই তিন ক্রিয়াতেই ভগবদাশ্রয়  
কর্তব্য। নতুবা সকলই ব্যর্থ।

কাম্যকৰ্ম্মত্যাগে নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে  
হইবে। আবার সময়গতাবে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে  
নিবৃত্তি-কৰ্ম্মপ্রৱ্ত্তিও ত্যাগ করিতে হইবে ॥৪॥

যমানভীক্ষুং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ কচিৎ।

মদভিজ্ঞঃ গুরুং শাস্ত্রমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥৫॥

**অভ্যাস।** মৎপরঃ (মদগতো জনঃ) অভীক্ষুং (নিরন্তরঃ)  
যমান্ (অহিংসাদীন) সেবেত (পালয়েৎ) নিয়মান্  
(শৌচাদীংস্ত) কচিৎ (যথাশক্তি তথাত্মজ্ঞানাবিরোধেন  
সেবেত) মদাত্মকং (মদ্রূপং) মদভিজ্ঞঃ (তদ্বতো মাং  
জানন্তঃ) শাস্ত্রং (শমগুণযুক্তং) গুরুং উপাসীত  
(সেবেত) ॥৫॥

**অনুবাদ।** আমার সেবায় নিবৃত্ত হইয়া নিরন্তর  
অহিংসাদি যমসমূহ অল্পষ্ঠান করত শৌচাদি নিয়ম যথাশক্তি  
পালন করিতে হইবে। অনন্তর আমার তত্ত্বজ্ঞ এবং মৎ-  
স্বরূপ শাস্ত্র শ্রীগুরুদেবকে সেবা করিবেন ॥৫॥

**বিশ্বনাথ।** কিন্তু যমানহিংসাদীন অভীক্ষুমাধরেন  
সেবেত। নিয়মান্ শৌচাদীংস্ত কচিৎ যথাশক্তি। তাৎশৈচ-  
কোনবিংশেধায়া বক্ষ্যতি। কিঞ্চ। সৰ্বতোহ-  
প্যধিকেনাগ্রহেণ গুরুমুপাসীতেত্যাহ,—মদভিজ্ঞমিতি ॥৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** কিন্তু যম অৰ্থাৎ অহিংসাকে অভীক্ষু

অৰ্থাৎ আদরের সহিত সেবা করা উচিত। কিন্তু নিয়ম  
অৰ্থাৎ শৌচাদি কচিৎ অৰ্থাৎ যথাশক্তি। সেগুলি  
একোনিংশতি অধ্যায়ে বলিবেন। আর সকলের চেয়েও  
অধিক আগ্রহের সহিত গুরুর উপাসনা করিবে ॥৫॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবদাশ্রয় ব্যতীত যমাদিরও  
বিফলতা দেখাইতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধ নিজের  
আবশ্যকমত মলমূত্র-উৎসর্গাদি কার্য্য করিতে হইবে।  
কিন্তু যমাদিতেও আদর পরিত্যাগ করিয়া গুরুর উপাসনা  
করিতে হইবে।

শ্রীগুরুতত্ত্ব—“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” ভাঃ ১।১।১৭।২৭

শ্রীগুরুদেবকে আমার অভিন্ন জানিবে—

“গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ-রূপা করেন তত্ত্বগণে ॥”

চৈঃ চঃ আ ১ পঃ

সকলের চেয়েও অধিক আগ্রহের সহিত গুরুসেবা করা  
কর্তব্য; অৰ্থাৎ ভক্তির সহিত সেবা করিতে হইবে।  
জাগতিক অনিত্য কোনবস্তু লাভের আশায় বা নিজের  
প্রতিষ্ঠা-কামনায় সেবা করিতে হইবে না, কেননা কেবল  
তাঁহারই সেবা করিলে শ্রীভগবানের অল্পগ্রহ লাভ হয়—

যশ্চ প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো

যশ্চাপ্রসাদানগতিঃ কুতোহপি।

ধ্যায়ংস্তবং স্তশ্চ যশস্তিসংক্ষ্যৎ

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীলবিশ্বনাথকৃত স্তবামৃত

একমাত্র যাহার রূপাতেই ভগবদল্পগ্রহলাভ হয়, যিনি  
অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসংক্ষ্য  
সেই শ্রীগুরুদেবের কীৰ্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে  
তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীগুরুসেবা দ্বারাই সকল অতীষ্ট সিদ্ধ হয়, যম-  
নিয়মাদির প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হয় না—  
এতৎ সৰ্ব্বং গুরো ভক্ত্যা পুরুষো হৃদ্যস জয়েৎ।

ভাঃ ৭।১৫।২৫

শ্রীগুরুভক্তি দ্বারা পুরুষ অনায়াসে এই সকল জয়  
করিতে সমর্থ হয়। (কামাদি জয় জ্ঞানিগণের পক্ষে

গুরুভক্তির মুখ্য ফল, আর গুরুভক্তগণের পক্ষে আত্মবদ্বিক ফল ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।) - শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত অত্র উপায় নিরর্থক—

বিজিতহৃদীকবায়ুতিরদাস্তমনস্তরগং

য ইহ যতন্তি যন্তমতিলোলমুপায়খিদঃ।

ব্যসনশতাবিধাঃ সমবহার গুরোশ্চরণং

বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জনধৌ ॥

ভাঃ ১০।৮।৭।৩৩

শ্রুতিগণ স্তব করিতেছেন—হে অজ, যাহারা ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও যাহার দমন সম্ভবপর নহে, সেই ননোরূপ তুরঙ্গকে যাহারা গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা উপায় বিষয়ে খিঙ্কমান এবং শত শত বিঘ্নদ্বারা আকুল হইয়া সমুদ্রমধ্যে অস্বীকৃত-কর্ণধার বণিকের স্থার কেবল-মাত্র দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন ॥৫॥

অমাত্মমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।

অসত্তরোহর্থজিজ্ঞাসুরনশ্চয়ুরমোঘবাক ॥৬॥

অনুসর। অমানী (অভিমানরহিতঃ) অমৎসরঃ (নির্মৎসরঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) নির্মমঃ (জায়াদিষু মমতা-শূন্যঃ) দৃঢ়সৌহৃদঃ (বদ্ধভক্তিঃ) অসত্তরঃ (অব্যগ্রঃ) অর্থজিজ্ঞাসুঃ (তদ্বিজ্ঞাসুঃ) অনশ্চয়ুঃ (অস্থয়ারহিতঃ) অমোঘবাক (ব্যর্থীলাপরহিতঃ চ) (ভবেৎ) ॥৬॥

অনুবাদ। গুরুসেবক অমানী, নির্মৎসর, অনলস, মমতাশূন্য, গুরু ও ইষ্টদেবের প্রতি বিশ্রুতপ্ৰীতিপরায়ণ, অব্যগ্র, তদ্বিজ্ঞানাকাজ্ঞী, অস্থয়ারহিত এবং প্রজ্ঞারহিত হইবেন ॥৬॥

বিশ্বনাথ। গুরুসেবকশু ধর্ম্মানাহ। অমানীতি। নির্মমঃ মমতাশূন্যঃ গুরাবিষ্টদেবে চ দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্তরঃ সাধ্যবস্তপ্রাপ্তী স্বরামকর্ষন ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। গুরুসেবকের ধর্ম্ম বলিতেছেন। নির্মম অর্থাৎ মমতারহিত ও গুরু অর্থাৎ ইষ্টদেবে দৃঢ়সৌহৃদ

(স্থিরমৈত্রীভাবাপন্ন) অসত্তর অর্থাৎ সাধ্যবস্তপ্রাপ্তিবিষয়ে স্বরা না করিয়া (অব্যগ্র) ॥৬॥

অনুদর্শিনী। শিষ্যের লক্ষণ—অমানী অর্থাৎ ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি ক্ষত্রিয়’, বা আমি ‘পণ্ডিত’ বা ‘আমি ধনী’—ইত্যাদি প্রাকৃত-অভিমানশূন্য। নির্মম অর্থাৎ দেহে ‘আমি’ ও গেহাদিতে ‘আমার’ বুদ্ধি রহিত হওয়ায় জায়াদিতে মমতাশূন্য। অসত্তর অর্থাৎ ধৈর্য্যবশতঃ সাধ্যবস্ত-প্রাপ্তিবিষয়ে বিলম্ব হইলেও নিশ্চয় পাইব আশায় অচঞ্চল।

গুরু ও ইষ্টদেবে দৃঢ়সৌহৃদ—

যস্য দেবে পরাভক্তির্থা দেবে তথা গুরৌ।

তস্মৈতে কথিতা হর্ষাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

যাহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও গুরুভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৬॥

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু।

উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাশ্রয়নঃ ॥৭॥

অনুসর। জায়াপত্য-গৃহক্ষেত্র-স্বজন-দ্রবিণাদিষু সর্ব্বেষু আশ্রয়নঃ অর্থং (প্রয়োজনং) সমং ইব পশ্যন্ উদাসীনঃ (সন্ গুরুং প্রপণ্ডেতেতি) ॥৭॥

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন এবং ধনাদি-বিষয়ে সর্ব্বত্র সমান প্রয়োজন দর্শন করতঃ তাহাতে উদাসীন হইয়া গুরুসেবায় নিযুক্ত হইবেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ। কীদৃশেন বিচারেণ অত্র নির্মমঃ হৃদিত্যত,—আহ জায়েতি। আশ্রয়নঃ স্বশু অর্থং স্বর্ণ-রূপাদিমুদ্রারূপং ধনমিব সমং পশ্যন্। তৎ যথা ব্যবহারিকং যাবৎ যত্র করগতং স্যাত্তাবদেব তস্য মমতা-স্পদম্। ন তু সর্ব্বদেব তত্বেব জায়াদিকমপীতি। তত্র তত্র মমতয়া অনৈকান্তিকত্বদর্শনাৎ নির্মমতৈবোচিতা। যদ্বজং চিত্তকেতুপুত্রং—“যথা বন্তুনি পণ্যানি হেমাঙ্গী-নী-

তু্যপক্রম্য, নিত্যসার্থস্য সধক্কো হনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।  
যাবদ্ যস্য হি সধক্কো মমত্বং তাবদেব হি” ইতি শ্রীগুরু-  
দেবেষ্টদেবয়োস্তু তাদৃশত্বাসত্ত্বান্তত্র দৃঢ়সৌহৃদমেবো-  
চিতম্ ॥৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** কিরূপ বিচারে অগ্রবিষয়ে নির্মম  
হইবে তাহাই বলিতেছেন। আত্মা অর্থাৎ নিজের অর্থ  
অর্থাৎ স্বর্গরৌপ্যাদিমুদ্রাক্রপণের ত্রায় সমান দর্শনশীল  
হইয়া যেমন ব্যাবহারিক যে পর্য্যন্ত যাহার করগত হইবে  
সেই পর্য্যন্ত তাহার মমতার পাত্র। সর্বদা নহে, সেই  
সেই জায়াদিক পর্য্যন্ত। সেই সেই স্থলে মমতার  
অনৈকান্তিকত্ব দেখিয়া নির্মম হওয়া উচিত। চিত্রকেতু-  
পুত্র যেমন বলিয়াছেন, “যেমন হেমাди-পণ্যবস্ত্রসমূহ—এই  
উপক্রম করিয়া মানবগণের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনের সধক্ক  
অনিত্য বলিয়া দেখা যায়; যেকাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর  
সহিত সধক্ক থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি  
পুরুষের মমতা থাকে।” শ্রীগুরুদেব ও ইষ্টদেবের কিন্তু  
সেইরূপ ভাবের অসম্ভাবনা বলিয়া ইহাদিগের প্রতি দৃঢ়  
সৌহৃদ্যই উচিত ॥৭॥

**অনুদর্শিনী।** চিত্রকেতু-পুত্র বলিয়াছেন—

যথা বস্তুনি পণ্যানি হেমাदीনি ততস্ততঃ।  
পর্য্যটন্তি নরেষ্বেব জীবো যোনিষু কর্তৃষু ॥  
নিত্যাত্মার্থস্ত সধক্কো হনিত্যো দৃশ্যতে নৃষু।  
যাবদ্যস্ত হি সধক্কো মমত্বং তাবদেব হি ॥

ভাঃ ৬।১৬।৬-৭

যে রূপ ক্রয়-বিক্রয়-যোগ্য স্ববর্ণাদি বস্ত্রসমূহ ক্রমশঃ  
ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেইরূপ  
জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে পরিভ্রমণ  
করিতেছে।

‘আচ্ছা, শত্রুও যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাতে  
আত্মীয়তায় কিরূপে স্নেহ হয়। তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপ  
দেখাইতেছেন। শত্রুগৃহস্থিতা যে স্বর্ণমুদ্রা স্ববধ-প্রযোজিকা  
হয়, দৈবাৎ তাহাই স্বগৃহে আসিলে প্রেমাসীনীভূতা ও  
ভোগ-প্রযোজিকা হয়।’ শ্রীবিষ্ণুনাথ।

পশাদি-জীবের সহিত অগ্র জীবের সধক্ক নিত্য দেখা  
যায় না। যে কাল পর্য্যন্ত যে বস্তুর সহিত সধক্ক থাকে,  
সেইকাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের মমতা থাকে।  
সধক্ক তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না।

অর্থাৎ জন্মান্তরের কথা দূরে থাকুক, ইহ জন্মেই জীবের  
সহিত অগ্র-জীবের সধক্ক অনিত্য। অতএব এই বিচারে  
জায়া, পুত্র, গৃহ প্রভৃতিতে মমতাশূন্য হইতে হইবে। কিন্তু  
তাই বলিয়া শ্রীগুরুদেব ও ইষ্টদেব মমতাশূন্য হইতে  
হইবে না। কেননা, উভয়েই পণ্যদ্রব্যের ত্রায় অনিত্য  
দ্রব্য-বিশেষ নহেন বা তাঁহাদের সহিত জীবের সধক্কও  
অনিত্য নহে।

জীব নিত্য। তাহার জন্ম বা মৃত্যু নাই। পিত্রাদির  
সহিত দেহ-সধক্ক-যুক্ত হইলেও জীব নিত্য। দেহ অনিত্য,  
সেই দেহেরই জন্ম ও মৃত্যু হয়।

দেহের ত্রায় জাগতিক সকল দ্রব্যই অনিত্য। স্মৃতরাং  
জীবাত্মা দেহে থাকাকাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত ও দেহ-  
সম্পর্কিত বস্ত্র বা ব্যক্তির সহিত তাহার অনিত্য সধক্ক,  
দেহত্যাগে দেহ ও সকল বস্ত্রসহই সধক্ক ত্যাগ। কিন্তু  
শ্রীগুরুদেব ও ইষ্টদেব সহ জীবাত্মারই সধক্ক। স্মৃতরাং সে  
সধক্ক নিত্য। তাঁদের সহিত জীবের দৈহিক সধক্ক নাই।  
স্মৃতরাং তাঁহাদের প্রতি যতই দৃঢ় সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবে,  
জীব ততই অনিত্যবস্ত্রতে মমতাত্যাগে সমর্থ হইবে এবং  
আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবে।

ইষ্টদেব—সেব্য বা আরাধ্য ভগবান্।

গুরুদেব—সেবক বা আরাধক ভগবান্। অর্থাৎ  
নিত্যসেব্য ভগবান্ ভাগ্যবান্ জীবকুলকে নিজসেবা  
প্রদানের জন্ত নিজেই নিজের সেবাশিক্ষকরূপে বা শ্রীগুরু-  
স্বরূপে অবতীর্ণ হন। ( ভাঃ ১১।২৯।৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ) ॥৭॥

বিলক্ষণঃ স্কুলস্কুলাদেহাদ্যভ্রাঙ্গিতা স্বদৃক্।

যথাগ্নিদীপকণো দাত্যাদাহকোহগ্নঃ প্রকাশকঃ ॥৮॥

অন্থর। ( নহু কোহসৌ দেহব্যতিরিক্ত আত্মেত্যাহ )

যথা দাহকঃ প্রকাশঃ (৫) অগ্নিঃ দাহ্যঃ ( প্রকাশ্যচ্ছ )

দারুণঃ (কাষ্ঠাৎ) অতঃ ক্ৰীক্ষিতা (দ্রষ্টা) স্বদৃক্ (স্বপ্রকাশঃ) ।  
আত্মা স্থূলস্থল্লদেহাৎ (স্থূলস্থল্লরূপদেহদ্বয়াৎ) বিলক্ষণঃ ॥৮॥

**অনুবাদ ।** যেরূপ দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে পৃথক, সেইরূপ দ্রষ্টা, স্বপ্রকাশ, আত্মবস্তৃ স্থূলস্থল্ল-দেহদ্বয় হইতে পৃথক ॥ ৮ ॥

**বিশ্বনাথ ।** স্বদেহে চাহস্তাং নৈব কুর্যাদিত্যত্র বিচারমাহ, বিলক্ষণ ইতি । স্থূলস্থল্লদেহদ্বয়াং জড়াদৃশ্যচ্চ আত্মা চেতয়িতা ক্ৰীক্ষিতা দ্রষ্টা চ বিলক্ষণঃ জীবাত্মনোহপি কিঞ্চিং কিঞ্চিং চেতয়িত্বাদিকমন্ত্যেব । যতঃ স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ স্বপ্রকাশো হাত্মা প্রকাশাৎ । জড়াদৃশ্যাদেহাদত্ম এবত্যন্তস্তত্র কথমন্ত্যং কুর্যাদিতি ভাবঃ । যত্মপি পরমাত্মৈব স্বপ্রকাশঃ জীবাত্মা তু পরমাত্মপ্রকাশঃ এব প্রসিদ্ধস্তদপি তস্মৈ পরমাত্মপ্রকাশিতত্বে সতি কিঞ্চিং স্ব-প্রকাশত্বমপি ত্য়াৎ । যথা সূর্য্যপ্রকাশিতত্বে সত্যেব কনকরজতাদেবপি কিঞ্চিং স্বপরপ্রকাশকত্বং ত্য়াদিতি । বিলক্ষণয়োবত্বত্বে দৃষ্টান্তঃ । যথাগ্নিদাহাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ দাহকো হাত্মাঃ । যতঃ প্রকাশকঃ প্রকাশকোহ-গ্নির্হি স্বতোহিত্যাৎ প্রকাশ্যৎ কাষ্ঠাদত্ম এব যত্মপ্যবিজ্ঞা-দশায়াং জীব ইব অগ্নিঃ কাষ্ঠস্তাদাহকঃ কাষ্ঠাবৃত এব তিষ্ঠেত্তথাপি বিজ্ঞাদশায়াং বিদ্বান্ জীবো বিজ্ঞাদ্বারা অবিজ্ঞায়া দাহকোহপি স্যাৎ কাষ্ঠানাবৃতঃ প্রকটোহগ্নি-রিবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** স্বীয়দেহে ‘আগ্নি’ বুদ্ধি আদৌ কর্তব্য নহে, এই বিষয়ে বিচার চলিতেছেন । স্থূল-স্থল্ল-দেহদ্বয় জড়, ইহারা দৃশ্যতত্ত্ব বলিয়া ইহাদের হইতে চেতনদাতা ক্ৰীক্ষিতা অর্থাৎ দ্রষ্টা আত্মা বিলক্ষণ বা পৃথক্ । জীবাত্মাতেও কিছু কিছু চেতন-দাহ্য প্রভৃতি বর্তমান । যেহেতু স্বদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ । স্বপ্রকাশ আত্মাই প্রকাশ পাইতে পারে । আত্মা জড় দৃশ্য দেহ হইতে পৃথক্, অতএব দেহে কিরূপে ‘আগ্নি’ বুদ্ধি করা যাইতে পারে? যদিও পরমাত্মাই স্বপ্রকাশ, জীবাত্মা পরমাত্মাদ্বারা প্রকাশযোগ্য এইরূপ প্রসিদ্ধি, তাহা হইলেও উহা পরমাত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইলে কিছু স্বপ্রকাশ্য থাকিবে । যেমন

কনকরজতাদি সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত হইলেও, উহাদেরও কিছু স্বপরপ্রকাশ্য আছে । বিলক্ষণ-দৃষ্টার-অত্ম্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন দাহক অগ্নি দাহ্য দারু অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে অত্ম, যেহেতু উহা প্রকাশক । প্রকাশক অগ্নিই আপনাই অত্ম অর্থাৎ প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে অত্মই, যদিও অবিজ্ঞাদশায় জীবের ত্য়ায় অগ্নি কাষ্ঠের অদাহক ও কাষ্ঠাবৃত থাকিবে তথাপি বিজ্ঞাদশায় বিদ্বান্ জীব বিজ্ঞাদ্বারা অবিজ্ঞার দাহকও হইবে, কাষ্ঠদ্বারা অনাবৃতও হইবে অর্থাৎ প্রকট অগ্নি হইবে ॥ ৮ ॥

**অনুদর্শিনী ।** জড় দেহদ্বয় হইতে চেতন আত্মাকে দুইভাবে পৃথক দেখাইতেছেন । আত্মা দ্রষ্টা এবং স্বপ্রকাশ দেহদ্বয় দৃশ্য এবং প্রকাশ্য ।

দেহও আত্মা—

যথানলো দারুণু ভিন্ন দ্বয়তে

তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ভাঃ ৭।২ ৪৩

অগ্নি যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত হইয়া তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, তজ্রূপ পুরুষও দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের আশ্রয় হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ।

যেমন অগ্নি ও কাষ্ঠ এক নহে, অগ্নি দাহক ও প্রকাশক এবং কাষ্ঠ দাহ্য ও প্রকাশ্য ; তজ্রূপ আত্মা ও দেহ পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট ।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, জীবাত্মাও অবিজ্ঞাদশায় দেহের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকেন ।

কাষ্ঠদ্বারা আবৃত অগ্নি প্রকাশিত হইয়া যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করত নিজের স্বরূপ প্রকট করে, অবিজ্ঞাবৃত আত্মাও বিদ্বান্ হইয়া নিজের আবরণ—অবিজ্ঞাকে ধ্বংস করে—

“অগ্নেধৌনিরিবারণিঃ” ভাঃ ৩।২ ৭।২৩

অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ হইতেই উৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তজ্রূপই জ্ঞান লিঙ্গদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ করে ॥৮॥

নিরোধোৎপত্ত্যগুব্হন্নানাং তৎকৃতান্ গুণান্ ।

অন্তঃপ্রবিষ্ট আধন্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

অনুন্নয় । ( অনেনৈব দৃষ্টাস্তেন নিত্যহানাদিত্ব-  
বিভূত্বৈকত্বাদয়োহপি সিধ্যন্তীত্যাহ ) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ ( দারুণন্তঃ  
প্রবিষ্টোহগ্নি স্তৎকৃতান্ নাশাদীন্ প্রাপ্নোতি নতু স্বতো  
নাশাদিয়ান্ ) নিরোধোৎপত্ত্যগুব্হন্নানাং ( দারুনাশাৎ  
নিরোধঃ নাশঃ জন্মরহিতোহপি উৎপত্তিং মহানপি অগ্নুৎ,  
দারুবৃহত্ত্বাৎ বৃহত্ত্বং একোহপি নানাত্বং ইত্যেবং ) তৎকৃতান্  
( দাহপদার্থকৃতান্ ) গুণান্ ( ভাবান্ ) আধন্তে ( গৃহ্ণাতি )  
এবং ( তথা ) পরঃ ( দেহান্তঃ প্রবিষ্টঃ আত্মাপি ) দেহগুণান্  
( দেহস্ত ধর্ম্যান্ আধন্তে ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠান্তর্গত হইয়া  
তৎকৃত নিরোধ, উৎপত্তি, অগ্নুৎ, বৃহত্ত্ব এবং নানাত্বভাব  
গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহান্তর্গত জীবাশ্মাও বিবিধ দেহধর্ম  
স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ । কিঞ্চ । দারুধর্ম্য নাশাদয়ো বহৌ  
যথা ভ্রমাদারোপ্যন্তে এব নতু তে তত্র বর্তন্তে । এবমেব  
দেহধর্ম্য অপি নাশাদয় আত্মনীত্যাং নিরোধেতি ।  
নিরোধো নাশঃ । দারুণু প্রবিষ্টোহগ্নিস্তৎকৃতাংস্তনিষ্ঠান্  
নাশাদীন্ গুণান্ পুরুষভ্রমাদেব ধন্তে এবং দেহগুণান্  
দেহধর্ম্যান্ নাশাদীন্ দেহাৎ পর আত্মা ধন্তে যথা অগ্নি  
নষ্ট উৎপন্নোহগ্নৌ মহান্ নামাকার ইত্যুচ্যতে তথৈবাশ্মা  
নষ্ট উৎপন্ন ইত্যাদীতি । অত্র জীবাশ্মানাং নানাত্বে বাস্ত-  
বেহপি একস্তাপি জীবস্ত দেবাদেয়ুগপৎ ক্রমেণ বা  
নানাদেহগতিত্বেন যন্নানাং তত্ত্ববাস্তবমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । আর নাশ প্রভৃতি কাষ্ঠের ধর্ম  
সকল যেমন ভ্রমবশতঃ অগ্নিতে আরোপিত হয়, প্রকৃত  
পক্ষে উহাতে উহারা নাই, এইরূপ নাশাদি দেহধর্মগুলি  
আত্মায় নাই, কেবল আরোপিত হয় মাত্র ; নিরোধ  
অর্থাৎ নাশ । কাষ্ঠে প্রবিষ্ট অগ্নি তৎকৃত তন্নিষ্ঠ নাশ  
প্রভৃতির গুণ পুরুষের ভ্রমবশতঃ ধারণা করে, এইরূপ  
দেহ হইতে পরতত্ত্ব আত্মা নাশাদি দেহগুণ ও দেহধর্মসমূহ

ধারণ করে । যেমন অগ্নি সম্বন্ধে বলা হয়—নষ্ট হইয়াছে,  
উৎপন্ন হইয়াছে, অগ্নি বেশী প্রভৃতি নানারূপ হইয়াছে,  
আত্মাও সেইরূপ নষ্ট, উৎপন্ন প্রভৃতি বলা হয় । এস্থলে  
জীবাশ্মাগুলির নানাত্ব বাস্তব হইলেও একটা জীবের একই  
সময়ে ক্রমে অর্থাৎ পর পর দেবাদিরূপে যে নানাত্ব তাহা  
কিন্তু অবাস্তব বলিয়াই জানিতে হইবে ॥৯॥

অনুদর্শিনী । কাষ্ঠের ধর্মসকল যেমন কাষ্ঠ হইতে  
পৃথক ও কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত অগ্নিতে আরোপ করা ভ্রম,  
দেহের ধর্ম সকল সেইরূপ দেহমধ্যে অবস্থিত দেহ হইতে  
সম্পূর্ণ পৃথক অত্র জাতীয় আত্ম-বস্তুতে আরোপ করাও  
বিশেষ ভ্রম ।

জীবাশ্মা চেতন ও সংখ্যায় বহু—‘স্বক্ষাণাপ্যহং জীবঃ’  
ভাঃ ১১।১৬।১১ স্মরণ্য জীবস্বরূপের নানাত্ব বাস্তব অর্থাৎ  
নিত্য । কিন্তু কক্ষ্মাণুযায়ী যখন একই জীবাশ্মার দেব-  
তির্য্যগাদি নানাদেহে গতাগতি হয় তখন ঐ দেহের  
বিভিন্নতা দর্শনে তাহার যে নানাত্ব ধারণা তাহাই  
অবাস্তব অর্থাৎ অনিত্য জানিতে হইবে ।

কচিং পুমান্ কচিচ্চ জী কচিন্নোভয়মক্ষধীঃ ।

দেবো ন হু যদ্বির্ভ্যাগুবা যথাকর্মগুণং ভবঃ ॥

ভাঃ ৪।২৯।২৯

অজ্ঞানাবৃত্তা বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও পুরুষ, কখনও জী  
কখনও বা নপুংসক, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও  
বা তির্য্যগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । কর্মের গুণানুসারেই  
জন্ম হইয়া থাকে ॥৯॥

যোহসৌ গুণৈর্বির্রচিতো দেহোহয়ং পুরুষস্ত হি ।

সংসারস্তন্নিবন্ধোহয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদান্ননঃ ॥১০॥

অনুন্নয় । পুরুষস্ত (ঈশ্বরশ্রাবীনৈঃ) গুণৈঃ (মায়াগুণৈঃ)  
যঃ অসৌ (স্বক্ষঃ) অয়ং (স্থূলশ্চ) দেহঃ বিরচিতঃ পুংসঃ  
(জীবস্ত) অয়ং সংসারঃ তন্নিবন্ধঃ (তদধ্যাসকৃতঃ) হি (যস্মা-  
দেবং তস্মাৎ) আত্মনঃ বিদ্যা (জ্ঞানং) ছিৎ (তস্ত হেতু-  
ভবতি) ॥১০॥

**অনুবাদ।** ঈশ্বরাদীন মায়াগুণের দ্বারা যে এই স্বপ্নদেহ ও স্থলদেহ বিরচিত হইয়াছে তাহাতেই জীবের অধ্যাস বশতঃ সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে স্তরায় আত্মবিজ্ঞাই এই সংসারবন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ ॥১০॥

**বিশ্বনাথ।** নব্বোদারসংযোগাত্তদ্বন্ধভাজুং ঘটতে আত্মনস্তসংগতত্বাং কথং দেহেন তদ্বন্ধে। সম্বন্ধঃ সম্বন্ধে বা কুতস্তম্মিবিবৃত্তিজ্ঞাহ,—যোহসাবিতি পুরুষস্যেশ্বর-স্যাধীনগায়োগুণৈর্ঘোহসৌ স্বপ্নো দেহঃ অয়ঞ্চ স্থলো দেহো বিরচিতঃ পুংসৌ জীবস্যাং সংসারস্তন্নিবন্ধস্তং-সম্বন্ধাভাবেহপি তদধ্যাসকৃতঃ তদীয়াতর্ক্যশক্ত্যা অবিজ্ঞয়া নিষ্পাদিতো যো দেহাধ্যাসরূপো নিতরাং বন্ধস্তৎকৃত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাস্তৎপ্রাসাদাদেব বিজ্ঞা তদীয়েব বিজ্ঞাশক্তিচ্ছিং তদ্বন্ধচ্ছেত্রী। আত্মনো জীবস্য ॥১০॥

**বঙ্গানুবাদ।** আচ্ছা কাষ্টসংযোগহেতু অগ্নিকে না হয় তদ্বন্ধভাগী হইতে হইল, আত্মা অসংগত হইলেও কিরূপে দেহ বা তাহার ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইল ? আর সম্বন্ধ হইলেও তাহার নিবৃত্তি কিরূপে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন মায়াগুণ-সমূহের দ্বারা যে স্বপ্নদেহ ও এই স্থলদেহ বিরচিত, পুমান্ অর্থাৎ জীবের এই সংসার তাহারই নিবন্ধ, তাহার সম্বন্ধের অভাব হইলেও তাহার অধ্যাসকৃত। তাঁহার অতর্ক্যশক্তি অবিদ্যা দ্বারা নিষ্পাদিত যে দেহাধ্যাসরূপ নিবন্ধ অর্থাৎ নিতরাং সন্যাক্ত বন্ধতা তাহারই কৃত। যখন এইরূপ, তখন তাহারই প্রসাদে বিদ্যা অর্থাৎ তাঁহারই বিদ্যাশক্তি সেই বন্ধন ছেদন করে। আত্মা-অর্থাৎ জীবের ॥১০॥

**অনুদর্শিনী।** অবস্ততে বস্তুর আরোপই অধ্যাস। জীব চেতন হইয়াও কৃষ্ণবহিঃস্পৃহতা ক্রমে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবন্মায়ারচিত স্থল ও স্বপ্নদেহদ্বয়ে ‘আমি’ বুদ্ধি করে—

স্থল-দেহ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চভূতাত্মক।

স্বপ্ন বা লিঙ্গদেহ—‘এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ-বিস্তৃতম্’—ভাঃ ৪।২৯।৭৪ অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারের বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ।

যে ভগবানের অবিজ্ঞাশক্তিতে ভগবদ্ভাস জীবের এই দুর্গতি, সেই ভগবানেরই দয়ায় তাঁহারই প্রদত্ত বিজ্ঞা-শক্তি লাভে জীবের বন্ধন ছেদন হয়। ভগবদুপাসনাই বিজ্ঞা—‘বিজ্ঞাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্।’ ভাঃ ৩।৯।৩০। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

গীতা ৭।১৪

সদ্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুরতিক্রমা। যাহারা কেবল আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥১০॥

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।

সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥১১॥

**অনুব্র।** (যস্মাদেবং) তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া (বিচারেণ) আত্মস্থং (কার্য্যকারণসত্ত্বাত এব স্থিতং) কেবলং ( শুদ্ধং ) পরম্ আত্মানং সঙ্গম্য (জ্ঞাত্বা) যথাক্রমং (স্থল-স্বপ্নক্রমেণ) এতদ্বস্তবুদ্ধিম্ (এতন্মিন্ দেহাদৌ বস্তবুদ্ধিং বাস্তববস্ত-জ্ঞানং) নিরসেৎ (ত্যাজেৎ) ॥১১॥

**অনুবাদ।** যেহেতু জীবাত্মা দেহান্তর্গত হইলেও বিশুদ্ধ এবং দেহাদি বিলক্ষণ সেইহেতু বিচার-সহকারে কার্য্যকারণ-সমষ্টিস্থিত শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া যথাক্রমে এই স্থল-স্বপ্ন-দেহবিষয়ক বস্ততে বাস্তবজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়া বিচারেণাত্মস্থং আত্মনি স্থলস্বপ্নদেহান্তর এব স্থিতমাত্মানং পরং কেবলমঙ্গমিনং অতিশয়েন সঙ্গম্য জ্ঞাত্বা এতন্মিন্ দেহবন্ধে বস্তবুদ্ধিং যথাক্রমং সাধনবাহুল্যতঃ ক্রমেণ ক্রমেণ নিরসেৎ ত্যাজেৎ ॥১১॥

**বঙ্গানুবাদ।** সেই হেতু জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার দ্বারা আত্মস্থ অর্থাৎ স্থল-স্বপ্ন-দেহমধ্যেই স্থিত পর বা

পরতত্ত্ব কেবল অর্থাৎ অসঙ্গী আত্মাকে সম্যক্ বা অতিশয় ভাবে জানিয়া এতদ্বুদ্ধি বা এই দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধি যথাক্রম অর্থাৎ সাধনের বাহ্যাবশতঃ ক্রমে ক্রমে নিরসন অর্থাৎ তাগ করা উচিত ॥১১॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীগুরুদেবের নিকটে জিজ্ঞাসাদ্বারা আত্মতত্ত্বের বিচার ও সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ এবং দেহবন্ধে বস্তুবুদ্ধি ত্যাগ হয় ॥১॥

আচার্য্যোহরণিরাদাঃ শ্রাদন্তেষ্বাস্ত্যন্তরারণিঃ ।

তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥১২॥

**অনুব্র।** আচার্য্যঃ ( গুরুঃ ) আত্মঃ ( অধরঃ ) অরণিঃ ( মথনকাষ্ঠং ) শ্রাৎ ( ভবেৎ ) অস্তেবাদী ( শিষ্যঃ ) উপদে-  
শারণিঃ ( উপরিস্থিতমথনকাষ্ঠতুল্যঃ ) প্রবচনম্ ( উপদেশঃ )  
তৎসন্ধানং ( মধ্যমং মথনকাষ্ঠং ) বিদ্যা সুখাবহঃ ( সুখকরঃ )  
সন্ধিঃ ( সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব শ্রাৎ ) ॥১২॥

**অনুবাদ।** আচার্য্য নিম্নস্থিত মথনকাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থিত মথনকাষ্ঠ, উপদেশবাক্য মধ্যস্থিত মথনকাষ্ঠ এবং ইহাদের সংযোগে সমুৎপন্ন বিদ্যাই অগ্নিতুল্য হইয়া অজ্ঞানরাশিকে দগ্ধ করিয়া সুখকরী হইয়া থাকে ॥১২॥

**বিশ্বনাথ।** গুরোর্লক্সা বিষ্ঠেব অবিদ্যা তৎকার্য্য-  
নিরসনক্ষমতি স্পষ্টীকর্ত্তুং বিদ্যোৎপত্তিমগ্নাৎপত্তিরূপকেন  
নিরূপয়তি,—আচার্য্য ইতি। আত্মঃ অধরঃ তৎসন্ধানং  
তয়োর্মধ্যমং মথনকাষ্ঠং। প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা তু  
সন্ধিঃ সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব। তথা চ ক্রটিঃ—“আচার্য্যঃ  
পূর্ব্বরূপং অস্তেবাস্ত্যন্তররূপং বিদ্যা সন্ধিঃ প্রবচনং সন্ধানম্”  
ইতি ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ।** গুরু হইতে প্রাপ্তবিদ্যাই অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিরসন করিতে সমর্থ ইহা স্পষ্ট করিবার জন্ত অগ্ন্যুৎপত্তিরূপক-দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তি নিরূপণ করিতেছেন। আত্ম অর্থাৎ অধর বা নিম্নস্থ, তৎসন্ধান অর্থাৎ নিম্নস্থ ও উপরিস্থ অরণি বা মথনকাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে মধ্যম মথনকাষ্ঠ প্রবচন অর্থাৎ উপদেশ। বিদ্যা সন্ধি অর্থাৎ

সন্ধিতে স্থিত অগ্নির দ্বায়। বেদ বলিয়াছেন—আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, অস্তেবাদী অর্থাৎ শিষ্য উত্তররূপ, বিদ্যাসন্ধিপ্রবচন ‘সন্ধান’ ॥১২॥

**অনুদর্শিনী।** উত্তরারণি ও অধরারণি উভয়ের সংঘর্ষে যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রকট হয়, তদ্রূপ গুরুপদাশ্রয়েই শিষ্যের আত্মস্বরূপের জ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য ও গুরুদেবের মধ্যবর্ত্তি স্থানে পরূপ-জ্ঞান অবস্থিত ॥১২॥

বৈশারদী সাত্ত্বিকবুদ্ধি

ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।

গুণাংশ্চ সন্দহ যদাত্মমেতৎ

স্বয়ং শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ ॥১৩॥

**অনুব্র।** বৈশারদী ( বিশারদো নিপুণন্তেন শিষ্যেণ  
প্রাপ্তো তেন গুরুণোপদিষ্টা বা ) সা অতি বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ  
( অতিবিশুদ্ধজ্ঞানরূপাবিদ্যা ) গুণ-সংপ্রসূতাং ( গুণ-কার্য্য-  
রূপাং ) মায়াং ধুনোতি ( নিবর্ত্তয়তি ততঃ ) এতৎ  
( জীবন্ত সংসৃতিনিমিত্তং ) বিশ্বং যদাত্মং ( যেভ্যো জাতং  
তান, ) গুণান্ সংদহ ( দগ্ধা ) চ অসমিৎ ( নিরন্ধনঃ ) অগ্নিঃ  
যথা ( অগ্নিরিব ) স্বয়ং চ শাম্যতি ( বিষয়াভাবান্নি-  
বর্ত্ততে ॥১৩॥

**অনুবাদ।** নিপুণ গুরু-কর্ত্ত্বক উপদিষ্ট এবং শিষ্য-  
কর্ত্ত্বক লব্ধ অতিবিশুদ্ধআত্মবিষয়িনীবিদ্যা গুণপ্রসূতা  
মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং এই বিশ্বের কারণস্বরূপ গুণ-  
সমূহকে দগ্ধ করিয়া ইন্ধনশূন্য হতাশনের দ্বায় স্বয়ংই  
বিষয়াভাবে নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৩॥

**বিশ্বনাথ।** অগ্নিসাদৃশ্যমেবাহ, বৈশারদী বিশা-  
রদো ভগবৎসুদীয়া অতিবিশুদ্ধজ্ঞানরূপা বিদ্যা। মায়াং  
অবিদ্যাং যদাত্মকমেতদেহদ্বয়াদ্যাসরূপং সংসারবন্ধনং তান্  
গুণাংশ্চ দগ্ধা অসমিৎ নিরন্ধনোহগ্নির্যথা নিকৃতি, তথা  
স্বয়ং বিদ্যাপি শাম্যতি ততঃ কেবলয়েব ভক্ত্যা অভ্যস্তয়া  
শান্তিরতিং প্রাপ্য ভগবৎসালোক্যং প্রাপ্নোতি। যদুক্তং  
মুক্তির্ভক্ত্যেব নির্ব্বিয়েত্যাত্তত্ত্ববিরক্ততা। ইতি শান্তিরতি-  
মতাং মতঃ; গুণীভূতভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং তু বিদ্যাবিদ্যো-



রূপরমে ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাস্বতি গীতোক্তৈর্ভক্ত্যুখ  
জ্ঞানেন পরমাত্মক্যম্ ॥১৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** অগ্নিসাদৃশ্য বলিতেছেন,—বৈশারদী  
অর্থাৎ বিশারদ ভগবান্, তাঁহার অতি-বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ  
বিদ্যা। মায়া অর্থাৎ অবিদ্যাকে। যদায় বা যদাত্মক  
(যে সকল গুণ হইতে জাত) এই দেহদ্বয়ের অধ্যাসরূপ  
সংসার-বন্ধন সেই সকল গুণ দগ্ধ করিয়া সমিধ-ইন্ধন রহিত  
অগ্নি যেরূপ নির্দীপিত হয় সেইরূপ বিদ্যাও নিজে নিজে  
শাস্ত হয়। তখন অভ্যাস কেবলা ভক্তি শাস্তরতি পাইয়া  
ভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত হয়। উক্ত আছে (ভঃ রঃ সিঃ  
পঃ বিঃ ১ম লঃ) — ভক্তি দ্বারাই মুক্তি নির্দিষ্ট হয়।  
এই জন্ম যুক্তবৈরাগ্য স্বীকৃত। ইহাই শাস্তরতিবিশিষ্ট  
ভক্তের মত। গুণীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীদের মতে বিদ্যা ও  
অবিদ্যার উপরমে ‘তৎপরে আমাকে তদ্বতঃ জানিয়া’  
গীতার (১৮।৫০) এই উক্তি হইতে ভক্ত্যুখজ্ঞানদ্বারা  
পরমাত্মক্য ॥ ১৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** অগ্নি যেরূপ দুইটা কাষ্ঠমন্ডনের দ্বারা  
প্রকাশিত হইয়া সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং নির্দীপিত  
হয়; তজ্জপ পূরোক্ত গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাও  
দেহদ্বয়ের অধ্যাসপ্রপ্তি মায়ার গুণগুলি ধ্বংস করিয়া স্বয়ং  
উপশাস্ত হয়—

ঐক্যজ্ঞানং যদা জাতং মহাবাক্যেন চান্দ্রনঃ।

তদা বিদ্যা স্বকীর্ত্যৈশ্চ নশ্রুতেব ন সংশয়ঃ ॥

অভিযুক্তগণ-বাক্য

অর্থাৎ ‘তদ্বমসি’ মহাবাক্যের দ্বারা যখন আত্মার  
ঐক্যজ্ঞান জন্মে, তখন ঐ জ্ঞান বা বিদ্যা নিজ কার্য্যসমূহ-  
সহ অসংশয়ভাবে নাশ প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিকে সাধন বলিলেও  
ভক্তিরই প্রাধান্য ও বিশেষত্ব কীর্তিত হইয়াছে। ভক্তি  
ব্যতীত কৰ্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ নিজ নিজ পরিচয় বা ফল  
প্রদানে অসমর্থ।

ভক্তি ত্রিবিধা—কেবলা, প্রাধানীভূতা ও গুণীভূতা।

নিষ্কাম অধিকারীর ভক্তি—অনন্তা, শুদ্ধা, নিগুণা,

উত্তমা ও অকিঞ্চনা—ইত্যাদিনামী প্রেমফলদাত্রী - কেবলা-  
ভক্তি।

কৰ্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা নামী ভক্তি—  
প্রাধানীভূতা উহা শাস্তাধিকারীর পক্ষে রতিফলদাত্রী,  
কাহার ও বা মোক্ষফলদাত্রী। দাস্তাদিভাবাবিত সাধুসঙ্ঘ-  
বশে কোন দাস্তাদি-অভিলাষী ভক্তের রতিপ্রাধাণে ঐশ্বর্য্য-  
প্রধান দাস্তাদিভাবপ্রদা হন আবার প্রেমফলাও হন।

গুণীভূতা ভক্তিতে ভক্তি নিজ নাম ও ফল অপ্রকাশিত  
রাখেন। এই স্থলে কৰ্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তি ব্যতীত নিজে  
সম্যক ফলদানে অসমর্থ বলিয়া ভক্তি নিজে তটস্থ ভাবে  
অবস্থিত হইয়া কেবলমাত্র উহাদিগকে মুক্তিফল প্রদানে  
সাহায্য করেন—“যমাদিভির্যোগপথৈঃ”—শ্রীবিষ্মনাথ।

ভাঃ ১।৬।৩৩ শ্লোকের টীকা।

অতএব যেখানে গুণভাব মুক্ত হইয়া ভক্তি বর্তমান  
থাকেন, অর্থাৎ ভক্তি যেখানে প্রধান তথায় ঐ ভক্তি  
শাস্তরতিযুক্ত সেবককে শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠলোকে বাস  
করাইয়া সেবাধিকার প্রদান করেন।

আর যেখানে সেবাকাজ্ঞা না থাকিয়া মোক্ষবাসনা  
প্রধান হয়, তথায় গুণীভূতা ভক্তির অপরোক্ষরূপায় সাধক  
পরমাত্মক্য প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ ॥

অথৈষাং কৰ্ম্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।

নানাত্মমথ নিত্যং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥

মন্ত্ৰাসে সৰ্বভাবানাং সংস্থা হ্যোৎপত্তিকী যথা।

তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্ভতে চ ধীঃ ॥

এবমপ্যঙ্গ সৰ্বৈষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।

কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োহসকৃৎ ॥১৪-১৬॥

অম্ভয়। (এবং তাবৎ স্বপ্রকাশ-জ্ঞান-স্বরূপো নিত্য  
এক এব আত্মা কর্তৃবাদয়শ্চ ধৰ্ম্মাস্তস্ত দেহোপাধিকাস্ত-  
দ্ব্যতিরিক্তঞ্চ সৰ্বমনিতাং মায়াময়ঞ্চ অতঃ সৰ্বতো বিবক্তঃ  
সন্ আত্মজ্ঞানেন যচ্যত ইত্যন্তং। দিল্লীঃ স্থল-  
হৃদ্বাদিত্যাदिना। तदेव प्रतिपद्यते निगीतेहपार्थे  
मतांतर-विरोधेन सन्नेहो मातृदिति तन्मतं निराकर्तुं मु-

ভাবয়তি) অথ (পূর্বোক্তরূপসিদ্ধান্তেহপি যদি) কৰ্ম-  
কৰ্ত্তৃণাং স্মৃৎকৃৎখ্যো ভোক্তৃণাম্ এবাং (জীবাত্মনাং)  
নানাং (বহুং) অথ (অপি চ) লোককালাগমাভ্যনাং  
(ভোগলোকস্ত কালস্ত ভোগকালস্ত আগমস্ত ভোগ-  
প্রতিপাদকশাস্ত্রস্ত তথা আত্মনো ভোক্তৃশ্চ) নিত্যং (চ)  
মত্বে (জৈমিনীয়া মত্বে) সৰ্বভাবানাং (স্বচ্ছন্দানাדיনাং)  
সংস্থা (স্থিতিঃ) ঔৎপত্তিকী (প্রবাহরূপেণ নিত্য্য) যথা  
হি (যথাবনতু মায়াময়ীত্যর্থঃ কিঞ্চ) ধীঃ (জ্ঞানাং)  
তত্তদাকৃতিভেদেন (ঘটপটাত্মাকারভেদেন) জায়তে  
(উৎপত্তিতে) ভিত্তিতে চ (অতোহনিত্য্য বহী চ, ন  
পুনরাভ্যস্বরূপভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমিতি চ যদি মত্বে)  
অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) এবম্ অপি (তথাপি) সৰ্ব্বেবাং  
দেহিনাং (জীবানাং) দেহযোগতঃ (দেহসম্বন্ধাং)  
কালাবয়বতঃ (সম্বৎসরাদিরূপাং) অসক্ৰং (নিরন্তরং)  
জন্মাদয়ঃ (জন্মস্থিতিপ্রভৃত্যঃ) ভাবাঃ (বিকারাঃ) সন্তি  
(বর্তন্তু এব) ॥ ১৪-১৬ ॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব! পূর্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ  
হইলেও জৈমিনীয় মতে কর্মকর্তা ও স্মৃৎকৃৎখ্যভোক্তা  
জীবগণের বহু, ভোগ-লোক, ভোগ-কাল, ভোগ-  
প্রতিপাদকশাস্ত্র ও ভোক্তৃপুরুষের নিত্য, স্বচ্ছন্দাদি  
বিষয়-সমূহের প্রবাহরূপ যথার্থ নিত্যসত্তা এবং ঘটপটাদি  
আকারভেদে বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ভেদ স্বীকার  
করিলেও নিখিল জীবগণের দেহ-সম্বন্ধ এবং সম্বৎসরাদিরূপ  
কালসম্বন্ধবশতঃ নিরন্তরই উহার জন্মাদিবিকারসমূহ বর্তমান  
থাকে ॥ ১৪-১৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** ব্যবস্থাপিতেহপ্যত্রার্থে যে বিবদন্তে  
তেবাং জৈমিনীয়ানাং মতমাশ্রিত্য বিপ্রতিপ্রত্বে চেষ্টাই  
শূণ্ণত্বমিত্যাহ,—অথোত্যাদিনা গুণব্যতিকরে সত্যীত্যন্তেন  
এবাং কর্মকর্তৃণাং স্মৃৎকৃৎখ্যোঃ কর্মফলয়োশ্চ ভোক্তৃণাং  
জীবানাং যে লোককালাগমাভ্যনস্তেবাং নানাং নানাবিধং  
অথ নিত্যং নিত্যবিশিষ্টানাং নানাভূতমিত্যর্থঃ। এবমপি  
দেহিনামসক্ৰজন্মাদয়ঃ সন্ত্যেবেতি। তৃতীয়েনাময়ঃ। এবং  
হি তে বদন্তি বৈরাগ্যমেব তাবন্ সম্ভবতি। তথারিহভোগ-

স্থানানাং নানাবিধানামপি নিত্যত্বাদৈরাগ্যং ভবেৎ।  
ভোগকালস্ত বা তত্পায়বোধকাগমস্ত বা ভোগসাধনস্ত  
লিঙ্গদেহস্ত বা নহেতদন্তীত্যাহ,—অথ নিত্যং লোককাল-  
গমাভ্যনা ইতি। ন চ ভোগ্যবস্তুনাং বিচ্ছেদান্নামায়মত্বায়া  
বৈরাগ্যং শ্রাদিত্যাহ,—সর্বভাবানাং স্বচ্ছন্দনবনিতাদীনাং  
সংস্থা সম্যক্ স্থিতিঃ ঔৎপত্তিকী প্রবাহরূপেণ নিত্যোত্যর্থঃ।  
তথা চ বদন্তি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি অতন্তৎকর্তা  
কশ্চিদীশ্বরোহপি নাস্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ। যথা যথাবদেব  
নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ। ন চাত্মস্বরূপভূতং নিত্যমেকং  
জ্ঞানমন্তীত্যাহ তত্তদিত্যি,—ঘটপটাত্মাকারভেদেন ধীর্জায়তে।  
অতোহনিত্য্যভিত্তিতে চ। অয়ং গুটোহভিপ্রায়ঃ। নহি  
নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মা অপি তু জ্ঞানপরিণামবান্ ন চ  
বিকারিহেয়ানিত্য্যপ্রসঙ্গঃ। যথাহঃ—বিক্রিয়াজ্ঞানরূপস্ত  
ন নিত্যস্বৈ বিরূধ্যতে ইতি। অতো মুক্তাবিক্রিয়াদিরহিতস্ত  
পরিণামাসম্ভবাজ্জড়ত্বেন তৎপ্রাপ্তেরপুরুষার্থ্যাং প্রবৃত্তিরের  
শ্রেয়সী ন নিবৃত্তিরিতি। তত্র তাবন্তদুজ্জমসীকৃত্য  
বৈরাগ্যমুপপাদয়িতুং প্রবৃত্তিমার্গস্তানর্থহেতুস্বং প্রপঞ্চয়তি,—  
এবমপীত্যাদিনা লোকানাং লোকপালানামিত্যতঃ প্রাক্তনেন  
গ্রহেণ। অঙ্গ, হে উদ্ধব, কালাবয়বতঃ সম্বৎসরাদিরূপাং  
জন্মাদয় ইতি তত্রাপি জন্মমরণয়োঃ রতিকষ্টপ্রদং সার্কট্রিকং  
প্রসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৪-১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ব্যবস্থাপিত এই অর্থেও বাহারা  
বিবাদ করেন সেই জৈমিনীয়গণের মত আশ্রয় করিয়া যদি  
বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধতাবাপন্ন হইতে চান, তাহা হইলে  
তদ্ব শ্রবণ করুন। 'অথ' (১৪শ শ্লোক) হইতে আরম্ভ  
করিয়া 'গুণব্যতিকরে সতি' (৩৪শ শ্লোক) পর্যন্ত।  
কর্মকর্তা স্মৃৎকৃৎখ্যের অর্থাৎ কর্মফলের ভোক্তা এই সব  
জীবের যে লোক, কাল, আগম (ভোগপ্রতিপাদক-শাস্ত্র)  
ও আত্মা (ভোক্তা পুরুষ)—ইহাদের নানা নানাবিধ  
অথচ নিত্য অর্থাৎ নিত্যবিশিষ্টগণের নানাত্ব। এইরূপই  
দেহিগণের অসক্ৰং অর্থাৎ বার বার জন্ম-প্রভৃতি হয়।  
তৃতীয়ের (১৬শ শ্লোকের সহিত) অময়। এইরূপই তাহারা  
বলিয়া থাকে, ততকাল বৈরাগ্যের আর সম্ভাবনা হয় না।

আরও নানাবিধ হইলেও ভোগস্থানসমূহের নিত্যত্বহেতু বৈরাগ্য হইতে পারে। ভোগকালের বা তদুপায়বোধক আগমের বা ভোগসাধনোপায় লিপ্সুদেহের ইহা কিন্তু নাই। ভোগ্যবস্তুসমূহের বিচ্ছেদে বা উহারা মায়াময় বলিয়া বৈরাগ্য হয় না। সর্বভাব অর্থাৎ শ্রু-চন্দন-বনিতা প্রভৃতির সংস্থা অর্থাৎ সম্যক স্থিতি ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ প্রবাহরূপে নিত্য। আরও সব বলেন যে জগৎ কখনই ইহা হইতে ভিন্নরূপ নহে, অতএব তৎকর্তা কোনও ঈশ্বর নাই। আর, যথা অর্থাৎ যথাবৎই অর্থাৎ মায়াময়ী নহে, আর আত্মস্বরূপভূত নিত্য এক জ্ঞানও নাই। তত্তদাক্রান্তি-ভেদে অর্থাৎ ঘটপটাদি-আকারভেদে দী জাত হয়। অতএব উহা ভেদগ্রস্ত হয় অর্থাৎ অনিত্য। এই গূঢ় অভিপ্রায়। নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মাও জ্ঞানশরিণামবান্ নহেন এবং বিকারী বলিয়া যে অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ, তাহাও নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—জ্ঞানরূপবিক্রিয়াতে আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে বিরোধজনক নহে। অতএব মুক্তিতে ইন্দ্রিয়াদিরহিতে পরিণাম অসম্ভব বলিয়া জড়ত্বদ্বারা তাহার প্রাপ্তি পুরুষার্থ নহে বলিয়া প্রবৃতিই মঙ্গল, নিবৃতি নহে। এইস্থলে ঐ উক্তি স্বীকার করিয়াই বৈরাগ্য-উৎপাদন-ব্যাপারে প্রবৃত্তিমার্গ অনর্থহেতু এইটী বিস্তার করিয়া বলিতেছেন ‘এবং’ (১৬শ শ্লোক) দ্বারা ও লোকানাং লোকপালানাং (৩০ং শ্লোকে) ইহা পূর্ব গ্রন্থ (বা প্রবন্ধ) দ্বারা। অঙ্গ অর্থাৎ হে উদ্ধব কালাবয়ব অর্থাৎ সংবৎসরাদিরূপ হইতে জন্মাদি, সেক্ষেত্রেও জন্মমরণ অতিকষ্টপ্রদ বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১৪-১৬ ॥

**অনুদর্শনী।** জৈমিনীয়াগণের মত—কর্মের কর্তা এবং স্রষ্টাঃখাদি ভোক্তা জীব সকল পরস্পর ভিন্ন, সকলের একত্ব কখনও সম্ভবপর নহে। ‘আমি জ্ঞানী’, ‘আমি মূর্থ’ বা ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি ক্ষত্রিয়’ ইত্যাদি জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব জীবের নিকট সর্বদা জ্যেই বলিতে হইবে; কেবল জ্ঞান-স্বরূপ যে আত্মা (পরমাত্মা), তাহা জ্যে নহে। অতএব প্রত্যেক দেহে সেই আত্মা পৃথক্ না হইয়া সর্বদেহে এক পুরুষের অধিষ্ঠান করূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি সকল দেহেই এক পুরুষের অধিস্থিতি হইত, তাহা হইলে একের

মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু বা একের জন্মে সকলেরই জন্ম হইত; একত্র সকলের নিদ্রা হইত বা একত্র সকলের কর্ম্মানুষ্ঠান হইত। কিন্তু যখন প্রত্যেকের বিভিন্নভাবে জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মানুষ্ঠানাদির পরিচয় পাওয়া যায়, তখন প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ অধিষ্ঠান না করিলে উহা কখনই সম্ভব হয় না। যদি আপত্তি হয় যে, দেহাদি-উপাধির বিচিত্রতাবশতঃ পুরুষকে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ পুরুষ এক, অনেক নহে। তদুত্তরে প্রকাশিত আছে যে, দেহের বিচিত্রতা বশতঃ পুরুষের বিচিত্রতার উপলব্ধি অসম্ভব। কারণ তাহা হইলে বালিকাবস্থার পরিবর্তনে যুবতীর প্রধান লক্ষণ অঙ্গে প্রকাশ পাইলে তখন ত বালিকা মৃত্যু এবং যুবতী জাতা বলিয়া কখনও স্বীকার করা হয় না। এক জীবই ত বালিকা ও যুবতী উভয় অবস্থায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তখন দেহের পার্থক্যে তত্রস্থ জীবের কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয় না। অতএব প্রতি দেহেই পৃথক্ পৃথক্ এক এক পুরুষ বাস করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতি দেহে প্রবৃত্তিরও যখন পার্থক্য জানা যায় তখন কেন পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত নহে? যদি বলা যায়, প্রবৃত্তি বিশেষের নাম প্রবৃত্তি, উহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। ইহা পুরুষে উপচার হয় মাত্র। উপচারের ধর্ম্মে পুরুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি পুরুষ এক হন, তাহা হইলে সকল অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিধর্ম্ম যুগপৎ উপচারিত হইয়া সকল দেহে, একত্রে সকল কার্য্যে একই সময়ে সকল পুরুষে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভব হইত; কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষের বহুত্ব স্বীকারে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব প্রতি শরীরে পুরুষের যে ভেদ আছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণ বাহ্যবিষয়কে জীব যেমন পৃথকরূপে অনুভব করে, অন্তরস্থ আত্ম-স্বরূপকেও জীব ‘অহং’ প্রত্যয়ের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি করিয়া থাকে। শাস্ত্রও আত্মোপলব্ধির নিমিত্ত অহং প্রত্যয়লক্ষ্য বিষয়কে লক্ষ্য করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ‘অর্থাৎ অহং জ্ঞান অর্থাৎ ‘আমি’ বলিয়া ষাঁহাকে লক্ষ্য হয়, তিনিই আত্মা। তখন তিনি প্রতীতির বিষয়; কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ নির্বিকার এক পরমাত্মা নহেন।

শাস্ত্রে বারংবার যে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছেন উহাও অসঙ্গত। কারণ ভোগ্যবস্তু বা ভোগের স্থান যদি অনিত্য হইত তাহা হইলে উহা পরিত্যাগের বাসনা হইত। কিন্তু ভোগকাল বা আগম বা ভোগপ্রতিপাদক শাস্ত্র বা ভোক্তা জীবের অনিত্যত্ব কখনই সঙ্গত নহে এবং ভোগ্যবিষয়ও মামাময়, অনিত্য নহে। স্মৃতরাং পরম্পরের বিচ্ছেদ কখনই হইতে পারে না। অক-চন্দন-বনিতাদি যাবতীয় ভোগ্য-পদার্থই প্রবাহরূপে নিত্য। জগৎ যে কখনও এরূপ থাকিলে না, এরূপ নহে। বাল্য, যৌবন ও জর। যেমন এক দেহেরই ধর্ম, সেইরূপ একই পরিণামের স্রোতে জগতের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইলেও অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-বিশিষ্ট জগতের কখনও বৈলক্ষণ্য হইবে না। এই পরিণামরূপ স্রোতঃশীলতাই জগতের স্বভাব। স্মৃতরাং জগতের সৃষ্টি-সংহারাদির জন্ত পৃথক ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। এইরূপ বিঘ্নমানতাই জগতের স্বরূপ, ইহা মায়াময় নহে।

এতদ্ব্যতীত স্বরূপভূত নিত্য এক জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছেন, তাহাও স্বীকার্য্য নহে। কারণ বাহ্য বস্তু ঘট-পটাদির উপলব্ধিতে জীব, আত্মস্বরূপের অস্তিত্ব অনুমান করে। যদি বাহ্য জ্ঞান না হয়, আত্মস্বরূপেরও উপলব্ধি হয় না। অতএব বাহ্যবস্তুর আত্মস্বরূপকে প্রতীত করায়। বাহিরের ভাবই বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া আত্মভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব বাহ্যভাব অনুসারে যেমন বুদ্ধির ভেদ ও অস্থায়িত্ব স্বীকার্য্য, তদ্রূপ আত্মারও ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভিন্নতাব অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, আত্মা নিত্য-জ্ঞানরূপ নহে, জ্ঞান পরিণামবান, কিন্তু বিকারিবোধে অনিত্যও নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপ বিক্রিয়াতে আত্মার নিত্যত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। যেরূপ সূর্য্য ধূমাদি-উপাধি-প্রাপ্ত হইয়া রশ্মি-দ্বারা মেঘরূপে পরিণত হয়, স্বরূপে কিন্তু নিত্য অবস্থান করে সেইরূপ। অতএব মুক্তিদশাতে ইন্দ্রিয়বর্গের অভাব-হেতু জ্ঞানের পরিণাম হয় না। পুরুষার্থের কোন লক্ষণ না পাওয়ায়, নিবৃত্তি অপেক্ষা প্রবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ।

উক্ত মত স্বীকার করিয়া তন্মতের প্রশংসিত প্রবৃত্তি-

মার্গের খণ্ডন করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, প্রবৃত্তিমার্গ অনর্থহেতু অর্থাৎ জীবের পুনঃ পুনঃ দেহধারণ ও বিবিধ তাপপ্রাপ্তির কারণ। প্রথমতঃ যে দেহে বিষয়ভোগ হয়, আত্মার সহিত সেই দেহসম্বন্ধ অনিত্য এবং সেই দেহ আবার সংবৎসরাদি খণ্ডকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কাল-বর্গে দেহের জন্ম, অবস্থিতি এবং নাশ হয়। জন্মকালে মাতৃগর্ভে গর্ভযন্ত্রণা, জীবিতকালে ত্রিতাপযন্ত্রণা এবং মৃত্যুকালে মৃত্যুযন্ত্রণা অতিকষ্টপ্রদ। ইহা সর্বত্র সর্ব-দেহেই ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া মর্ত্যলোক ও স্বর্গাদি লোক অনিত্য এবং দুঃখপ্রদ। এমন কি লোক-সমূহের ত্রায় লোকপালগণও কালান্বীন ও ক্ষয়িষ্ণু। অতএব প্রবৃত্তিমার্গ শুভঙ্কর নহে, নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। পরে লোকসমূহ ও লোকপালগণের অবস্থা প্রদর্শিত হইবে ॥১৪-১৬॥

তত্রাপি কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তুং স্বাতন্ত্র্যাক্ষ লক্ষ্যতে।

ভোক্তৃশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো য়ার্থো বিবশং ভজেন ॥১৭॥

অন্থর। তত্র অপি ( স্বাতন্ত্র্যপক্ষেহপি ) কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তুঃ ( তথা ) দুঃখসুখয়োঃ ভোক্তৃঃ চ ( জীবন্ত দুঃখসুখো দুঃখভোগন্ত চ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ) অস্বাতন্ত্র্যং চ ( স্বাধীনতাহীনশ্চ ) লক্ষ্যতে ( তস্মাৎ ) কঃ স্তু অর্থঃ ( পুরুষার্থঃ ) বিবশম্ ( অস্বতন্ত্রং ) ভজেন ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। বিশেষতঃ এই মতেও পুরুষের কৃতকর্ম্ম ও সুখদুঃখাদিভোগের হেতু অস্বতন্ত্রতার জন্ত লক্ষিত হইতেছে অতএব পরতন্ত্র জীবের কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তুরিতি কৰ্ম্মকরণে সুখ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তুরিতি ভোগেহপ্যস্বাতন্ত্র্যং লক্ষ্যতে স্বাতন্ত্র্যে হি কঃ খলু দুঃখং ভুঞ্জীত কো বা বিবেকী দুঃখসুখাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ বিবশমস্বতন্ত্রম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কৰ্ম্মসমূহের কৰ্ত্তা কৰ্ম্মকরণে সুখ-দুঃখের ভোক্তা, অতএব ভোগেও অস্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য থাকিলে কেই বা দুঃখভোগ করিবে, কোন

বিবেকীই বা দুষ্কর্ম করিবে?—এই ভাবার্থ। অতএব বিবশ অর্থাৎ অস্বতন্ত্র ॥ ১৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** আলোচ্য শ্লোকে জীবের কর্তৃ-ভোক্তৃপক্ষে অর্থাৎ জীবকে স্বতন্ত্র স্বীকার করিয়াও তাহার অস্বাতন্ত্র্যতা দেখাইতেছেন।

জীবকে কর্মসমূহের স্বতন্ত্র কর্তা স্বীকার করা যায় না। কেননা, শুভকর্মের অনুষ্ঠানে সুখ লাভ হয় এবং দুষ্কর্মানুষ্ঠানে দুঃখলাভ হয়, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও জীব যখন দুঃখপ্রদ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহাতে যে তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই, কিন্তু অল্প একজন প্রেরক আছেন, যাহার প্রভাবে জীবকে অবশেও কর্ম করিতে হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সংসারে সকলেই দুঃখভোগ করে এবং ঐ দুঃখভোগ পরিত্যাগে সুখের অভিলাষ করে, ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সুখের পরিবর্তে যখন জীবের ভাগ্যে অকাজিত দুঃখও উপস্থিত হয়, তখন উহাতে কাহার কর্তৃত্ব জানিতে হইবে? জীবের না অল্প কাহারও? অতএব ভোগেও জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই ॥ ১৭ ॥

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যাতে বিদুষামপি।

তথাচ দুঃখং মৃতানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥ ১৮ ॥

**অনুব্র।** (নহু যে সম্যক কর্ম কর্তৃং জানন্তি ত এব সুখিনো, যে ন জানন্তি ত এব দুঃখিন ইতি চেত্তত্রাহ) বিদুষাম্ (পণ্ডিতানাম্) অপি দেহিনাং কিঞ্চিৎ (কিচিং) সুখং ন বিদুতে তথা মৃতানাম্ (অপি কিচিং) দুঃখং চ (ন বিদুতে) (ততঃ বয়ং কর্মকুশলত্বাৎ সুখিনো) পরং (কেবলং) বৃথা অহঙ্করণম্ (অহঙ্কার এব) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ।** বিদ্বান্গণেরও কোন স্থানে সুখ এবং মূঢ়গণেরও কোনস্থানে দুঃখ দৃষ্ট না হইতে পারে সুতরাং কর্মকুশল বলিয়া আমরা অবশ্যই সুখী হইব ইহা কেবল মাত্র বৃথা অহঙ্কার হইতেছে ॥ ১৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** নহু যো দুষ্কর্ম কুর্ঘ্যাৎ স বিদ্বান্ এব নোচ্যতে তস্য দুঃখভোগো হ্যযা এব। যন্ত কর্মাকুর্ত্বন্ কর্ম কর্তৃং জানীয়াৎ তন্ত ন কদাপি দুঃখমিতি চেদ্রৈবং বাদীদেহধারিণাং মধ্যে সর্বদৈব সুখা সর্বদৈব দুঃখী বা কোহপি ন দৃষ্ট ইত্যাহ,—নেতি। বিদুষামপি কদাচিৎ সুখং ন বিদুতে কিঞ্চিদপি তথৈব মৃতানামপি কদাচিদুঃখং কিঞ্চিদপি ভবেদিত্যতো বয়ং কর্মকুশলত্বাৎ সদা সুখিন ইতি তেবাং বৃথৈবাহঙ্কার ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আচ্ছা, যে দুষ্কর্ম করিবে সে বিদ্বান্, এরূপ বলা হয় না, তাহার দুঃখভোগ হ্যযাই। কিন্তু যিনি কর্ম না করিয়াও কর্ম করিতে জানেন, তাহার কদাপি দুঃখ হয় না, যদি এরূপ বল, তাহা বলা উচিত নহে। দেহধারিগণের মধ্যে সর্বদাই সুখী বা সর্বদাই দুঃখী, এরূপ কাহাকেও দেখা যায় না। বিদ্বান্দিগেরও কখনও বা কিছুমাত্র সুখ থাকে না, আবার মূঢ়গণেরও কখনও বা কিঞ্চিদ্ভিন্ন দুঃখ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা কর্মকুশল বলিয়া সর্বদা সুখী ইহা তাহাদের বৃথাই অহঙ্কার ॥ ১৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** যদি বলা হয় “শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যন্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্। সুযোগ্যম-প্যৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রৈণ করোত্যারোগম্ ॥” অর্থাৎ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেই যে পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়, তাহা নহে; শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম করা চাই, নতুবা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মূর্খ থাকিতে হয়। কারণ রোগীর যদি কেবল সুযোগ্য ঔষধেরই ব্যবস্থা হয় মাত্র, ঔষধ সেবন করান না হয়, তাহা হইলে কি কখন পীড়ার উপশম হয়? অতএব কর্মকুশল ব্যক্তি সর্বদা সুখী, আর যাহারা শাস্ত্রানুযায়ী শ্রেষ্ঠ কার্য্য করে না, তাহারাই মূর্খ, সুতরাং দুঃখভোগ তাহাদের অসম্ভব নহে—এরূপ বলিতে পার না, কেন না, পণ্ডিতগণও (যেমন দক্ষাদি) অনেক সময় বিহিত-কর্মাচরণে প্রমাদবশতঃ কর্মবৈগুণ্যে অত্যধিক দুঃখ পান, আবার কর্মকরণে অজ্ঞ মূঢ়গণও সারল্যাदिগুণে অকস্মাৎ তীর্থাদি গমনে তৎসম্বন্ধজাত

পুণ্যে অত্যধিক সুখ পায়। অতএব 'আমরা' কর্মকুশল বলিয়া সুখী'—বলা কেবল অহঙ্কার মাত্র ॥ ১৮ ॥

— — —

যদি প্রাপ্তিঃ বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ ।

তেহপ্যাক্ষা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুনা প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

**অম্বয় ।** যদি তে ( পুরুষাঃ ) সুখদুঃখয়োঃ প্রাপ্তিঃ বিঘাতং চ ( সুখস্য প্রাপ্ত্যুপায়ং তথা দুঃখস্ত পরিহারঞ্চ ) জানন্তি অপি অক্সা ( সাক্ষাৎ ) মৃত্যুঃ যথা ন প্রভবেৎ ( নাক্রামেৎ ) যোগং ( তাদৃশং কক্ষিহুপায়ং ) ন বিদুঃ ( ন জানন্তি ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।** যদিও জীবদিগের পক্ষে সুখলাভ এবং দুঃখ-প্রতিকারের উপায় পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর হয় তথাপি সাক্ষাৎ মৃত্যুর প্রভাব নিরাকরণের কোন উপায়-জ্ঞান সম্ভবপর হয় না ॥ ১৯ ॥

**বিশ্বনাথ ।** বিজ্ঞমঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ,—যদীতি । যোগং উপায়ং তথা ন বিদুর্যথা সাক্ষামৃত্যুনা প্রভবেৎ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** বিজ্ঞ স্বীকার করিয়াও বলিতে-ছেন। যোগ অর্থাৎ উপায় সেরূপ জানে না বাহাতে সাক্ষাৎ মৃত্যু হইবে না ।

**অনুদর্শিনী ।** ঐহিক দুঃখ-প্রতীকারের উপায় কথঞ্চিৎ জানা থাকিলেও নিঃশেষে ঐ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না এবং দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া সর্বদুঃখের মূল যে মৃত্যু তাহা কোনও কর্মের দ্বারা নিবারণ হয় না। অতএব বিজ্ঞ হইলেও এবং সুখপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকিলেও মৃত্যু নিবারণের উপায় তাহার জানে না ॥ ১৯ ॥

— — —

কো স্বর্থঃ সুখয়ত্যনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে ।

আঘাতং নীয়মানস্ত বধ্যস্তেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ২০ ॥

**অম্বয় ।** ( তথাপি যাবজ্জীবং সুখং ভবিষ্যতীতি চেন্নেতাহ ) অস্তিকে ( সমীপে বর্তমানঃ ) মৃত্যুঃ ন তুষ্টিদঃ ( ন তুষ্টিং দদাতি ) আঘাতং ( বধ্যস্থানং ) ( প্রতি )

নীয়মানস্ত বধ্যস্ত ইব ( বধ্যজনস্ত সম্প্রতি স্বং পায়সপিষ্টকা-দিকং যথেষ্টং ভুঙ্জেদৃতি দীর্ঘমানো ভোগো যথা ন সুখয়তি তথা ) অর্থঃ ( বিষয়ঃ ) কামঃ বা এনং ( জনং ) সুখয়তি কঃ হু ( নৈব সুখয়তীত্যর্থঃ ) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।** সমীপে বর্তমান মৃত্যু কোন ব্যক্তিকে তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না। বধ্যস্থানে নীয়মান ব্যক্তির নিকট পায়সপিষ্টকাদি-মিষ্টান্ন যেরূপ প্রীতিপ্রদ হয় না সেইরূপ বিষয় এবং তজ্জনিত সুখও মরণশীল পুরুষকে সুখী করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

**বিশ্বনাথ ।** মৃত্যোঃ পূর্বে তু সুখং বর্তেতেতি চৈম্বেবমিত্যাহ,—কিং যিতি। অর্থতজ্জন্মঃ কামো বা যতঃ খলুস্তিকে মৃত্যুনা তুষ্টিদঃ। আঘাতং বধ্যস্থানং নীয়মানস্ত বধ্যজনস্ত সম্প্রতি স্বং পায়সপিষ্টকাদিকং যথেষ্টং ভুঙ্জেদৃতি দীর্ঘমানো অর্থো ভোগঃ স চ যথা ন সুখয়তি ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** যদি বল মৃত্যুর পূর্বে ত সুখে থাকি যাইতে পারে, না তাহাও নহে। অর্থ বা তজ্জন্ম কাম। যেহেতু নিকটস্থ মৃত্যু তুষ্টি দেয় না। আঘাত বা বধ্যস্থানে যাহাকে লওয়া হইতেছে এমন বধ্যব্যক্তিকে সম্প্রতি 'তুমি যথেষ্ট পায়স-পিষ্টকাদি খাও' বলিয়া দিলেও অর্থ বা ভোগ যেমন সুখপ্রদ হয় না ॥ ২০ ॥

**অনুদর্শিনী ।** পুরুষার্থ—পুরুষ বা জীব অর্থ বা প্রয়োজন অর্থাৎ জীবের প্রয়োজন। যাহারা এই সংসারে অর্থ এবং কামকে নিজ প্রয়োজন বলিয়া স্থির করে, তাহার বিময়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অর্থে ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ভোগসুখলাভ করে। সময়ে সময়ে যথেষ্ট বিষয়ভোগ লাভ হইলেও সর্বদা নিকটস্থ বা দেহসহজাত মৃত্যুচিন্তা ঐ জীবকে গুরু দুঃখ প্রদান করে। বধ্যব্যক্তি নিজ পাংখেই মৃত্যুকে দেখিতে পায়। সুতরাং তখন সমাগত অর্থ বা ভোগ তাহার সুখপ্রদ হয় না। অতএব অর্থ ও কামকে যে পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা খণ্ডিত হইল ॥ ২০ ॥

শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদুঃ স্পর্ধাসুয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ ।

বহুস্তরায়কামত্যাং কৃষিবচ্যাপি নিফলম্ ॥২১॥

অনুবাদ । শ্রুতং চ ( স্বর্গাদি চ ) স্পর্ধাসুয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ

( স্পর্ধা পরস্পরাসহনং, অসুয়া পরগুণে দোষাবিকরণম্, অত্যয়ো নাশঃ ব্যয়োহপক্ষয়ঃ তৈঃ ) দৃষ্টম্ ( অতঃ ) দৃষ্টবৎ ( অত্যয়োহন্ত্যাতিশয়ঃ তং দৃষ্টা তদ্ অপ্রাপ্ত্যা দুঃখমিত্যর্থঃ ) অপি চ ( কিঞ্চ ) কৃষিবৎ ( কৃষিৰ্থা বহুবল্লী তদ্বৎ ) বহুস্তরায়কামত্যাং ( বহুবোহস্তরায়্য বৈগুণ্যাদিরূপা বিয়া যস্মিন্ কামে সূত্রে স কামো যস্মিন্ তস্ত ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ ) ( বহুস্তুত্বেন শ্রুতমপি ) নিফলং ( ভবতি ) ॥২১॥

অনুবাদ । স্বর্গাদিও স্পর্ধা, অসুয়া, নাশ ও অপ-ক্ষয়রূপ দোষের দ্বারা দৃষ্ট বলিয়া দুঃখকর । বিয়বহুল কৃষিকর্মের দ্বারা যজ্ঞাদিকর্মও নানাবিধ-বিয়সম্মূল বলিয়া নিফল হইয়া থাকে ॥২১॥

বিশ্বনাথ । ইহ লোকে সূখং নাস্তীত্যুক্তং পর-লোকেহপি নাস্তীত্যাহ । শ্রুতঞ্চ স্বর্গাত্তপি দৃষ্টং । স্পর্ধাং পরস্পরাসহনং । অসুয়া পরগুণে দোষারোপঃ । অত্যয়ো নাশঃ । ব্যয়ঃ ভোগেন ভোক্ষ্যমাণস্ত স্বর্গাত্তান্নপ্রতি-পাদকঃ কিঞ্চিং কিঞ্চিন্নাশস্তৈঃ । বহুবোহস্তরায়্য বৈগুণ্যাদিরূপা বিয়া যস্মিন্ তস্মাৎ যজ্ঞাদিকাং কামঃ সূখং যত্র তস্ত ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ । কৃষিৰ্থা কদাচিনিফলা ভবেৎ তদ্বৎ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ । ইহলোকে সূখ নাই, ইহা বলা হইল । পরলোকেও নাই, এখানে তাহাই বলিতেছেন । শ্রুত অর্থাৎ স্বর্গাদি দৃষ্টবৎ অর্থাৎ ঐহিক ভোগের দ্বারা । স্পর্ধা অর্থাৎ পরের সূখ সহ না করা । অসুয়া অর্থাৎ পরের গুণে দোষারোপ । অত্যয় অর্থাৎ নাশ । ব্যয় অর্থাৎ ভোগের দ্বারা ভুক্তস্বর্গের অন্নপ্রতিপাদক কিছু কিছু নাশ । ইহাদের দ্বারা বহু অন্তরায় অর্থাৎ যাহাতে বৈগুণ্যরূপ-বিয়-বিশিষ্ট যজ্ঞাদিক কাম অর্থাৎ সূখ তাহার ভাব হইতে । যেমন কৃষি কখন কখন নিফলা হয়, সেইরূপ ॥২১॥

অনুদর্শিনী । ইহলোকে বিষয়ভোগে যেমন সূখ নাই, কেবল দুঃখ, পরলোক বা স্বর্গাদিলোকেও

তদ্রূপ । কেননা উভয় লোক অনিত্য, ভোগের বিষয় অনিত্য এবং ভোক্তারও অস্থায়িত্ব ।

‘এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী

ক্ষয়িষ্যবঃ সাতিশয়া ন নির্মলাঃ’ । ভাঃ ৭।৭।৪০

অর্থাৎ দেবগণের যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গাদিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, বস্ত্ততঃ উহা বিশুদ্ধ নহে, পরন্তু ক্ষয়শীল ।

“তদ্ যথেষ্ট কস্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুক্ত পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।” - ছান্দোগ্য ।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কস্মচিৎ ফল যদ্রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে স্বর্গাদি-পুণ্যফলও তদ্রূপ বিনষ্ট হয় ।

তাহা ছাড়া পুণ্যের তারতম্যে স্বর্গেও সূখের তারতম্য আছে । অর্থাৎ স্বর্গে কেহ রাজা এবং কেহ বা তাহার ভৃত্য । অতএব ইহলোকে যেমন দুঃখী ব্যক্তি সূখী ব্যক্তির সূখ সহ করিতে পারে না, দোষী ব্যক্তি গুণবানের গুণে দোষারোপ করে, স্বর্গেও উচ্চ-নীচ অবস্থা থাকায় ঐ সকল দোষ বর্তমান । যথা—

এবং লোকং পরং বিভ্রান্তধ্বং কস্মিনির্ধিতম্ ।

সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ ভাঃ ১১।৩।২০

শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিলেন—খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্ধা, অসুয়াদি দেখা যায়, সেইরূপ কস্মফলজনিত স্বর্গাদিপরলোকের অধিবাসিগণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্ধা, উচ্চপদস্থিতের প্রতি অসুয়া বর্তমান রহিয়াছে এবং কস্মার্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর দ্বারা কস্মার্জিত পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুরও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকে নশ্বর বলিয়া জানিবে ।

ক্ষেত্র ও বীজের দোষে, জলাভাবে বা অত্যধিক বর্ষণে প্রাণীর উপদ্রবে, কালক্লান্ত-বিষাদিতে কৃষিকার্য্য যেমন কখন কখন নিফল হয়; তদ্রূপ যে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা বাজ্ঞিক ঐরূপ ক্ষয়িষু স্বর্গাদি-লোক লাভ করেন, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম, দেশ ও কালের উল্লেখন, সং-পাত্রে অতাব, দক্ষিণাদির অতাব ও নানতা, যজ্ঞমানের প্রবৃত্তি ও বাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের আচরণের ক্রটি, যজ্ঞাদির

অথবা উচ্চারণ, বিয়-বৈগুণ্যাদি দোষসমূহ যজ্ঞফল—  
স্বর্গলাভে নিফল হয় ॥ ২১ ॥

অন্তরায়ৈরবিহিতো যদি ধর্মঃ স্বহুষ্ঠিতঃ ।

তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥ ২২ ॥

অন্বয় । অন্তরায়ৈঃ অবিহিতঃ ধর্মঃ যদি স্বহুষ্ঠিতঃ  
(সুষ্ঠুসম্পাদিতঃ তদা) তেন অপি (স্বধর্মেণ) নির্জিতং  
(সাধিতং) স্থানং যথা (যেন প্রকারেণ) গচ্ছতি (ধ্বংসং  
প্রাপ্নোতি) তৎ শৃণু ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । যদিও যজ্ঞাদিধর্ম বিয়বৈগুণ্যাদিশূন্য  
হইয়া সুষ্ঠুভাবে অহুষ্ঠিত হয় তথাপি উক্তরূপ ধর্মাহুষ্ঠান-  
দ্বারা প্রাপ্ত-স্বর্গাদিপদ যে প্রকারে বিনষ্ট হয়, তাহা শ্রবণ  
কর ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ । বিয়বৈগুণ্যাত্তভাবমঙ্গীকৃত্যপি নাশ-  
দুঃখং দুষ্পরিহরমিত্যাহ,—অন্তরায়ৈরিতি পঞ্চভিঃ ।  
নির্জিতং সাধিতম্ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিয়-বৈগুণ্যাদির অভাব স্বীকার  
করিলেও নাশজনিত দুঃখ অপরিহার্য—ইহাই পাঁচটা  
শ্লোকে বলিতেছেন । নির্জিত অর্থাৎ সাধিত ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী । কোন যজ্ঞ নির্কিষ্মে সম্পাদিত  
হইলেও তাহাতে কোন বিশেষ ফল নাই । কারণ  
পুণ্যার্জিত স্বর্গাদি-লোকেরও ক্ষয় হয় । অতএব কালক্রমে  
যাহার নাশ হয়, তাহা যে দুঃখপ্রদ সে বিষয়ে আর সন্দেহ  
নাই ॥ ২২ ॥

ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞেঃ স্বলোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।

ভুক্তীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় । যাজ্ঞিকঃ ইহ (অগ্নি লোকে) যজ্ঞেঃ  
দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন) ইষ্টা (পূজিতা) স্বলোকং (স্বর্গং)  
যাতি (লভতে) তত্র (স্বর্গে) দেববৎ নিজা-  
র্জিতান্ (স্বকর্মপ্রাপিতান্) দিব্যান্ ভোগান্ ভুক্তীত  
(ভুক্ত্যে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । যাজ্ঞিক পুরুষ ইহ জগতে যজ্ঞসকলের  
দ্বারা ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের পূজা করিয়া স্বর্গপদ লাভ  
করেন এবং তথায় দেবতাগণের ত্রায় নিজ-পুণ্যফলে প্রাপ্ত  
দিব্যভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে ।

গন্ধর্ব্বৈর্বহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদবেষধুক্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয় । হৃদবেষধুক্ (মনোহরবেশধারী গন)  
স্বপুণ্যোপচিতে (স্বপুণ্যরূপচিতে প্রাপিতে সর্বভোগ-  
সম্পদ্রে) শুভ্রে বিমানে দেবীনাং (অম্বরসং) মধ্যে বিহরন্  
(ক্ৰীড়ন্) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়তে (স্তু যতে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । মনোহরবেশধারী হইয়া নিজের পুণ্য-  
প্রাপ্ত, সর্বভোগসম্পন্ন শুভবিমানে অম্বরগণের মধ্যে  
ক্ৰীড়া করিয়া এবং গন্ধর্ব্বগণ-কর্তৃক স্তুত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ । দেবীনামম্বরসাম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেবীগণের অর্থাৎ অম্বরাদেয় ॥ ২৪ ॥

জীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।

ক্ৰীড়ন্ বেদাশ্রপাতং সুরাক্রীড়েষু নিবৃত্তঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয় । সুরাক্রীড়েষু (নন্দনাদিষু) কিঙ্কিণীজাল-  
মালিনা (ক্ষুদ্রবটিকাসমূহশোভিনা) কামগযানেন (কামেন  
ইচ্ছয়া গচ্ছতা বিমানেন) নিবৃত্তঃ (হৃষ্টচিত্তঃ সন্) জীভিঃ  
(সহ) ক্ৰীড়ন্ আশ্রপাতং (আশ্রনঃ পতনং) ন বেদ  
(ন চিন্তয়তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । তিনি কিঙ্কিণীজালশোভিত স্বেচ্ছাবিহারী  
যানে হৃষ্টচিত্তে জীগণের সহিত ক্ৰীড়ারত হইয়া পুণ্যক্রমে  
আশ্রপতন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ । কামেন ইচ্ছয়া গচ্ছতা বিমানেন ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কামগযান অর্থাৎ বিমান যাহা  
ইচ্ছাক্রমে যায় ॥ ২৫ ॥



তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্কবাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্নয় । যাবৎ (যাবন্তং কালং ব্যাপ্য) পুণ্যং সমাপ্যতে (ভোগেন সমাপ্যতে) সঃ (লব্ধস্বর্গঃ পুমান্) তাবৎ (তাবন্তং কালং) স্বর্গে মোদতে (স্বর্গে বর্ততে) (ততঃ) ক্ষীণপুণ্যঃ (পুণ্যক্ষয়ে) অনিচ্ছন্ (অপি) কালচালিতঃ (কালেন চালিতঃ পাতিতঃ সন্) অর্কাক্ পততি (অঃ পততি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । যে কাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্যের সমাপ্তি লাভ না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত স্বর্গগত পুরুষ স্বর্গে স্বর্গসুখ ভোগ করেন, অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাল-কর্তৃক চালিত হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ । কালেন চালিতঃ পতিতঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । কালচালিত অর্থাৎ কালকর্তৃক চালিত বা পতিত ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী । তে তৎ ভুক্ত্য স্বর্গলোকং বিশালং ।

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি ॥

গী ৯।২১

অর্থ পূর্বে ভাঃ ১১।৬।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৬ ॥

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

কামাত্মা রূপণো লুক্ঃ স্ত্রেণো ভূতবিহিংসকঃ ॥

পশুনবিহিনাভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্ ।

নরকানবশো জন্তুর্গহা যাত্যুৎসবং তমঃ ॥

কর্মাণি হুঃখোদর্কাণি কুবর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ ।

দেহমভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ ॥ ২৭-২৯ ॥

অন্নয় । (প্রবৃত্তিবিধি বা বিধাতৃসারেণ কাম্যে কৰ্ম্মণি বা তল্লজ্বনেনাধর্ম্যে বা, তত্র কাম্যে প্রবৃত্তেগতিক্রম, অধর্ম্মপ্রবৃত্তেগতিমাহ) যদি জন্তুঃ (জীবঃ) অসতাং সঙ্গাৎ অধর্ম্মরতঃ (অধর্ম্মে রতঃ) বা (অথবা) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ততশ্চ) কামাত্মা (বিষয়াবিশ্টিচিতঃ) (ততঃ) রূপণঃ (দীনঃ) (অতঃ) লুক্ঃ (ভোগতৃষ্ণাকুলঃ) (অতঃ)

স্ত্রেণঃ (স্ত্রীলম্পটঃ) (তদর্থং) ভূতবিহিংসকঃ (প্রাণি-গীড়াকরঃ সন্) অবিহিনা (শাস্ত্রবিধানং বিহীনব) পশুন্ আলভ্য (হত্যা) প্রেতভূতগণান্ যজন্ (আরাধয়ন্) অবশঃ (কর্মাধীনঃ) নরকান্ গহা (লক্কা) অত্যাধমম্ (অতিপ্রবৃত্তং) তমঃ (স্বাবরতাং) যাতি (নভতে, কিঞ্চ) দেহেন (তেন স্বাবরশরীরেণ) পুনঃ হুঃখোদর্কাণি (হুঃখং এব উদর্কং উত্তরফলং যেবাং তানি) কৰ্ম্মাণি কুবর্বন্ তৈঃ (কৃতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ) (পুনঃ) দেহং (শরীরাস্তরং) অভজতে (প্রাপ্নোতি) তত্র (প্রবৃত্তিমার্গে) মর্ত্যধর্ম্মিণঃ (মরণ-স্বভাবশু জীবশু) কিং সুখং (ন সুখং ন চ নিষ্কৃতিরিভূতপসং-হরতি) ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ । যদি জীব অসৎসংসর্গে অধর্ম্মরত বা অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় কামুক, রূপণ, বিষয়ভোগতৃষ্ণাকুল, স্ত্রীলম্পট এবং তন্নিমিত্ত প্রাণিহিংসাকারী হইয়া শাস্ত্রবিধি ব্যতীত পশুবধপূর্বক প্রেতভূতগণের যজন্ করিয়া কৰ্ম্মাধীনতাবশতঃ নরকলাভ ও স্বাবরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্বাবর-শরীরের দ্বারা পুনরায় পরিণামে হুঃখপ্রদ কৰ্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া সেই কৰ্ম্মহেতু পুনরায় তদুপযোগী দেহ লাভ করে, তাহা হইলে প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রাম্যমান মর্ত্যজীবের সুখ কিসের ? ॥ ২৭-২৯ ॥

বিশ্বনাথ । কৰ্ম্মণামধিকারী দ্বিবিধঃ । ধার্ম্মিকোহ-ধার্ম্মিকশ্চ । তত্র প্রথমশ্চ গতিক্রম্য দ্বিতীয়শ্চ গতিমাহ,—যদীতি । বা শকাৎ স্বতোহপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ আদিত্যর্থঃ । কামাত্মা তত এব রূপণো দীনঃ । অতএব লুকো ভোগতৃষ্ণাকুলঃ । স্ত্রেণঃ স্ত্রীলম্পটঃ । তদর্থং ভূতবিহিংসকঃ । অবিহিনা “শ্রেনেনাভিচরন্ যজ্ঞত” ইত্যাদি-বিরুদ্ধবিহিনা । উৎসবং তমঃ স্বাবরত্বম্ । এবং কৰ্ম্মসু প্রবৃত্ত্য নাস্তি সুখমিত্যুপসংহরতি, কৰ্ম্মানীতি ॥ ২৭-২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্ম্মের অধিকারী দ্বিপ্রকার । ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক । তন্মধ্যে ধার্ম্মিকের গতি বলা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয়ের গতি বলিতেছেন, (২৭ শ্লোকে) বা ‘শকে’ কেহ বা (অসৎসঙ্গ-বিনাই) আপনা আপনি অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, ইহার অর্থ । কামাত্মা বলিয়া

কৃপণ অর্থাৎ দীন। অতএব লুপ্ত অর্থাৎ ভোগহৃৎসাকুল।  
 স্ত্রেণ অর্থাৎ স্ত্রীলম্পট। সেইজন্ত ভূত-বিহিংসক। (২৮শোকে)  
 অবিধিপূর্বক অর্থাৎ “শ্রেনদ্বারা অভিচার যজ্ঞ করিব” —  
 এই প্রকার বিরুদ্ধবিধিযোগে। উল্লগ (বা প্রবুদ্ধ) তমঃ  
 অর্থাৎ স্থাবরস্ত। এইরূপ কৰ্ম্ম-প্রবৃত্ত ব্যক্তির স্মৃতি নাই —  
 বলিরা উপসংহার করিতেছেন (২৯ শ্লোকে) ॥ ২৭-২৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** শাস্ত্রবিধি-অনুসারে বাহারা ধর্ম্মপথে  
 থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক; এবং শাস্ত্রবিধি  
 উল্লঙ্ঘন পূর্বক অধর্ম্মপথে অথবা স্বেচ্ছাচারে বাহারা অধর্ম্ম  
 করে, তাঁহারা অধার্ম্মিক।

অধার্ম্মিকের গতি বলিতেছেন—অসহ্যজন্মির সঙ্গে  
 লোকে অসৎ হইয়া থাকে, ইহা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কেহ  
 বা অসৎসঙ্গ ব্যতীত আপনা আপনি অজিতেন্দ্রিয়।  
 কেননা—

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।

আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোহনর্থহেতুযু ॥

ভাঃ ১১২১২৪

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

কামাত্মা অর্থাৎ কামুক ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে কৃপণ বা  
 দীন। কেননা কাম, ভোগে উপশমিত হয় না। বরং  
 ভোগ্যবস্তুরাভে পূর্কপক্ষে অধিকতর ভোগপিপাসা বৃদ্ধি  
 হয়। তখন ভোগ্যবস্তুরও পরিমাণে বা সংখ্যায় অধিক  
 প্রয়োজন হয়। অতএব ভোগে অতৃপ্ত ব্যক্তির কোনও  
 স্মৃতি নাই—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈর্ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ভাঃ ৯১৯১১৪

স্বতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্বাপিত হয় না, পরন্তু  
 উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্য-বস্তুর উপভোগের  
 দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত  
 হয় না।

স্ত্রেণ বা স্ত্রী-লম্পট পুরুষ-জীবহিংসক। স্ত্রী-বাধ্য  
 ব্যক্তি নিজেকে ভোগ্য স্ত্রীর ভোক্তা অভিমান করিলেও  
 প্রকৃতপক্ষে সে-ই ঔপস্থ্যসুখপ্রার্থী স্ত্রীভৃত্য এবং কুকুরতুল্য

আচরণশীল ( -ভাঃ ৭১৫১৮ )। সে সর্বদাই স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-  
 তোষণে রত। স্বতরাং স্ত্রীদেহ-সংপোষণে সে প্রাণি-  
 হিংসক।

শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুণ্যলাভে জীবের  
 যেরূপ স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়, আবার অবিধিপূর্বক দুষ্ট-  
 জনদ্বারা প্রলোভিত হইয়া ধনাদি প্রাপ্তির জন্ত, শ্রেন-  
 যজ্ঞানুষ্ঠানে পণ্ডহত্যা করায় পরিণামে স্থাবরস্ত প্রাপ্তি হয়।  
 সুতরাং কি ধার্ম্মিক আর কি অধার্ম্মিক উভয়ের মধ্যে  
 কেহই দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় না।

॥ ২৭-২৯ ॥

লোকানাং লোকপালানাং মন্তয়ং কল্পজীবিনাম্।

ব্রহ্মণোহপি ভয়ং মন্তো দ্বিপারাক্ষপরায়ুষঃ ॥ ৩০ ॥

**অম্বর।** (তথাপি লোকানাং নিত্যত্বাৎ অমর্ত্য-  
 ধর্ম্মব্রহ্ম লোকপালানাং স্মৃতিমন্তীতি চেষ্টত্ৰাহ)। লোকানাং  
 (স্বর্গাদিভোগস্থানানাং তথা) কল্পজীবিনাং (কল্প-  
 প্রমাণায়ুষাং) লোকপালানাং (দেবানামপি) মন্তয়ং  
 (মন্তঃ কালরূপাদ্ ভয়ং বর্ত্ততে, কিঞ্চ) দ্বিপারাক্ষ-  
 পরায়ুষঃ (দ্বৌ পরাক্ষৌ পরমায়ুষৌ তস্ত) ব্রহ্মণঃ  
 অপি মন্তঃ (কালায়ুষাৎ) ভয়ম্ (স্বপদাচ্চুতিভয়ং  
 বর্ত্ততে) ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ।** স্বর্গাদিভোগস্থানসমূহ, কল্পজীবী  
 যাবতীয় লোকপালগণ, এমন কি দ্বিপারাক্ষকালজীবী  
 ব্রহ্মারও কালরূপী আমার নিকট হইতে পুনরাবৃত্তিজনিত  
 স্বপদচ্চুতির ভয় বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** যচ্চ তুষ্ণত্ব দুর্জ্ঞান ইতি জ্ঞানেনাকী-  
 কৃতং স্বর্গাদীনাং নিত্যত্বং তন্নিরাকরোতি, লোকানামিতি।  
 স্বর্গলোকস্ত তৎপালানাঞ্চ নৈব নিত্যত্বমিত্যাহ, লোকানা-  
 মিতি। মৎ মন্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—“ভীষাম্বাদ্বাতঃ  
 পবতে ভীষোদেতি স্বর্ঘ্যঃ। ভীষাম্বাদগ্নিস্চেদ্রশ্চ মৃত্যু-  
 ধাবতি পঞ্চমঃ” ইতি। এতেনৈব স্বয়মীশ্বরত্বাবিকারেণে-  
 শ্বরাভাবাদীকারঃ পরিত্যক্তঃ ॥ ৩০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দুর্জ্ঞান তুষ্ট হউক এই জ্ঞান অনুসারে  
 স্বীকৃত স্বর্গাদির যে নিত্যত্ব, তাহার নিরাকরণ

করিতেছেন। স্বর্গলোকের ও তৎপাল বা দেবগণের নিত্যই নাই। মন্ডয় অর্থাৎ আমি হইতে ভয়। এ সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন—“এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।” ইহা দ্বারাই স্বয়ং ঈশ্বর আবিষ্কার দ্বারা ঈশ্বরের অভাব (বা অনস্তিত্ব) স্বীকার পরিত্যক্ত হইল ॥ ৩০ ॥

**অনুদর্শিনী।** স্বর্গাদিলোকসমূহ অনিত্য—

“আব্রহ্মভুবনান্নোকাঃ পুনরাবন্তিনোহর্জুন।” গীঃ ৮।১৬

পূর্বে ১১।৬।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য

যদা চাহীক্ৰশয্যায়াং শেতেহনস্তাসনো হরিঃ।

তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥

ভাঃ ৩।৩২।৪

যখন ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, তখন গৃহমেধিগণের প্রাপ্য এই সকল লোক লয়প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মাদিরও ভগবান্ হইতে ভয়—

‘যশ্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্কধিক্য-

মধ্যাসিতঃ সকললোকনমঙ্কতং যং।’ ভাঃ ৩।৯।১৮

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবান্, সর্বলোকমাগ্ন দ্বিপরার্ক-কালস্থায়ী স্থানারূঢ় হইয়াও আমি কাল হইতে ভীত হই।

সকলেই ভগবানের অধীন—

মন্ডয়াধ্বতি বাতোহয়ং সূর্যাস্তপতি মন্ডয়াৎ।

বর্ষতীক্রে দহত্যগ্নিমুতুশ্চরতি মন্ডয়াৎ ॥ ভাঃ ৩।২৫।৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—ভীম প্রভঞ্জন আমার ভয়েই প্রবাহিত হয়, সূর্য আমার ভয়েই উত্থাপ প্রদান করে, ইন্দ্র আমার ভয়েই বারি বর্ষণ করে, অগ্নি আমার ভয়েই দহন করে এবং মৃত্যু আমার ভয়েই বিচরণ করে।

এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং জৈমিনীয়গণের মতে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—উক্তির খণ্ডন করিলেন ॥ ৩০ ॥

**গুণাঃ সৃজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণোহমুসৃজতে গুণান্।**

জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভুঙক্তে কৰ্ম্মফলাশ্রয়সৌ ॥ ৩১ ॥

**অম্বয়।** (অম্বদপি প্রোচ্য পূৰ্ণমদ্বীকৃতং নিরা-

করোতি চতুর্ভিঃ)। তত্র যদুক্তং কৰ্ত্তৃভোক্তরূপ এবাস্থেতি তন্নিরাকরোতি) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) কৰ্ম্মাণি (পাপ-পুণ্যরূপাণি) সৃজন্তি ন স্রাজ্জা, আত্মবেদ্রিয়াণি প্রবর্তয়ন্তি কৰ্ম্মাণি করোতীতি চেন্নেত্যাহ) গুণাঃ (সদ্বাদিঃ) গুণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) অমুসৃজতে (প্রবর্তয়তি, ন স্রাজ্জা, অতঃ কৰ্ত্তব্যং নাস্তি, ভোক্তৃত্বমপ্যোপাধিকমিত্যাহ) অসৌ (অহঙ্কারবান্) জীবঃ তু গুণসংযুক্তঃ (ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ সন্) কৰ্ম্মফলানি (সুখ-দুঃখাদীনি) ভুঙক্তে (অমুভবতি) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।** ইন্দ্রিয়বর্গই পাপপুণ্যাত্মক কৰ্ম্মসমূহের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, সদ্বাদিগুণসমূহই ঐ সকল ইন্দ্রিয়-বর্গকে কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে এবং অহঙ্কারযুক্ত জীবই ইন্দ্রিয়-দ্বারা সুখদুঃখরূপ কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

**বিশ্বনাথ।** নরকানবশো জন্তুগ্নেভ্যুক্তং তত্র জীবন্তৈবং বৈবশ্চ কিং প্রযুক্তমিত্যেপেক্ষ্যামাহ, গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি কৰ্ত্তৃণি কৰ্ম্মাণি দেবপূজাদীনি স্বপরস্রীসম্ভোগশব্দাদিগ্রহণকৃষিবাণিজ্যাদীনি চাদৃষ্টদৃষ্ট-ফলানি সৃজন্তি কুৰ্ণন্তি। তাংস্চ গুণান্ সদসদিদ্রিয়াণি গুণাঃ সদ্বাদিঃ সৃজতে। জীবন্ত গুণৈঃ সদসদিদ্রিয়ৈঃ সদ্বাদিভিঃ সংযুক্তো ভদ্রাভদ্রাণি কৰ্ম্মফলানি ভুঙক্তে ॥ ৩১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ‘অবশ (কৰ্ম্মাধীন) জন্তু নরকে গমন করিয়া’ ইহা (২৮ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে জীবের এরূপ বৈবশ্চ (অধীনতা) কিজন্তু এইরূপ প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ কৰ্ত্তা হইয়া কৰ্ম্ম অর্থাৎ দেবপূজাদি, নিজ ও অপরের স্রী সম্ভোগ, শব্দাদি-বিষয় স্বীকার, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি অদৃষ্ট ও দৃষ্টফল সৃষ্টি করে। আর জীব গুণ অর্থাৎ সং অসং ইন্দ্রিয়-দ্বারা ও সদ্বাদি-দ্বারা সংযুক্ত হইয়া ভদ্রাভদ্র কৰ্ম্মফলসমূহ ভোগ করে ॥ ৩১ ॥

**অনুদর্শিনী।** জৈমিনীয়গণের মত—আত্মা কৰ্ত্তা ও ভোক্তা—পূর্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অযথাই প্রতিপাদনে বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়সমূহ কৰ্ত্তা হইয়া কৰ্ম্ম করে। কিন্তু কৰ্ম্মমার্গে ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক আত্মা নহেন। সদ্বাদিগুণত্রয়ই ইন্দ্রিয়সমূহকে ভদ্রাভদ্র কৰ্ম্মে প্রেরণ করে।

প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥ গী ৩।২৭

জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়রূপে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্য আমিহঁ করি, এই জ্ঞানে আমি কৰ্ত্তা এইরূপ মনে করে। আর জীব, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া উপাধিসহকারে কৰ্ম্মফল ভোগ করে, নিরূপাধিক আত্মা ভোগ করেন না ॥ ৩১ ॥

যাবৎ স্রাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্মমান্ননঃ ।

নানাত্মমান্ননো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

অনুন্নয় । (ষষ্ঠোক্তমান্ননো নানাত্মং তদপ্যো-  
পাধিকমিত্যাহ) যাবৎ গুণবৈষম্যং (গুণানাং বৈষম্য-  
মহঙ্কারাদিকার্য্যরূপং) স্রাদ্গ (ভবেৎ) তাবৎ আত্মনঃ  
নানাত্মং (জীবৈকৈকশ্চাপি দেবতিৰ্য্যগাদিরূপত্বং স্রাদ্গং কিঞ্চ) যাবৎ আত্মনঃ (জীবন্ত তাদৃক্) নানাত্মং (স্রাদ্গং) তদা এব  
হি পারতন্ত্র্যং (কৰ্ম্মাধীনত্বং স্রাদ্গং) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । যে কাল পর্য্যন্ত অহঙ্কারাদি—কার্য্যরূপ  
সদ্বাদিগুণসমূহের বৈষম্য ঘটে, সেই কাল পর্য্যন্ত জীবের  
দেবতিৰ্য্যগাদি নানাপ্রকাররূপ প্রাপ্তি হয়; যে পর্য্যন্ত  
জীবের তাদৃশ নানাবিধ-রূপত্ব লাভ হয়, তাবৎকাল তাহার  
কৰ্ম্মপরতন্ত্রতা থাকে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ । গুণৈরিত্তিরৈঃ কৃত্য উচ্চনীচগতি-  
প্রাপ্তিলক্ষণং বৈষম্যং যাবৎ স্রাদ্গং তাবদাত্মনঃ একশ্চাপি  
জীবন্ত নানাত্মং দেবতিৰ্য্যগাদিরূপত্বং স্রাদ্গং । যাবদেবং  
নানাত্মং তাবৎ পারতন্ত্র্যং কৰ্ম্মাধীনত্বম্ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কৃত  
উচ্চনীচগতিপ্রাপ্তি-লক্ষণ-বৈষম্য যে কাল পর্য্যন্ত থাকিবে  
সে কাল পর্য্যন্ত আত্মা অর্থাৎ একই জীবের নানাত্ম অর্থাৎ  
দেবতিৰ্য্যাক্ প্রভৃতিরূপ থাকিবে । যে কাল পর্য্যন্ত নানাত্ম,  
সে কাল পর্য্যন্ত পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কৰ্ম্মাধীনত্ব ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী । এই শ্লোকে আত্মার যে নানাত্ম  
তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ অহঙ্কারাদি-কার্য্যোপাধিক, কিন্তু  
স্বরূপ-নিবন্ধন নহে এবং তাহার কৰ্ম্মাধীনত্ব দেখাইতেছেন ।

একই জীবাত্মা যে কাল পর্য্যন্ত মায়াবদ্ধ থাকিবেন  
সে কাল পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির  
গুণসমূহের দ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহে  
যে সকল কৰ্ম্ম করিবেন তাহাতে দেবাদি উচ্চ এবং  
তিৰ্য্যগাদি নীচ গতি লাভে নানারূপে পরিচিত হইবেন  
এবং সে কাল পর্য্যন্ত তাহার কৰ্ম্মাধীনত্ব থাকিবে ।

যাবদস্থান্ধতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্ ।

য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহুস্তি শুচাপিঁতাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুন্নয় । (তচ্চ গূঢ়মভিপ্রেতং প্রবৃত্তিরের শ্রেয়সী  
তত্রাহ) যাবৎ অস্ত (জীবন্ত) অস্থতন্ত্রত্বং (কৰ্ম্মাধীনত্বং)  
তাবৎ ঈশ্বরতঃ (কালরূপাৎ মন্তোহপি) ভয়ং (সংসার-  
ভীতিবর্ত্ততে) যে (জীবাঃ) এতৎ (গুণবৈষম্যং তৎকৃতং  
ভোগং কৰ্ম্ম চ) সমুপাসীরন্ (সংসেবেরন্, লোকাদী-  
নামনিত্যত্বাৎ) তে শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (প্রোতাঃ  
সন্তঃ) মুহুস্তি (মুগ্ধা ভবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । যে কাল পর্য্যন্ত জীব কৰ্ম্মাধীন সেইকাল  
পর্য্যন্ত কালরূপী আমার নিকট হইতে তাহার সংসার ভয়  
থাকে । যে সকল জীব এই গুণবৈষম্য এবং তৎকৃত ভোগ  
ও কৰ্ম্মের সেবা করে, তাহারা শোকে নিমগ্ন ও মোহ প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ । তস্মাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সীতি যে  
আহন্তানাক্ষিপতি যে এতৎ কৰ্ম্মেব উপাসীরন্ সেবেরন্  
তে শুচাপিতাঃ শোকপ্রোতাঃ সন্তো মুহুস্তি ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতএব প্রবৃত্তিই ভাল, এইরূপ  
যাহারা বলেন, তাঁহাদিগের নিরাস করিতেছেন । যাহারা  
এই কৰ্ম্মেরই উপাসনা করিবে তাঁহারা শুচাপিত শোকদ্বারা  
প্রোত (অভিভূত) হইয়া মোহ প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী । যাহারা কেবল কৰ্ম্মেরই উপাসনা  
করেন তাঁহারা শোক-দুঃখে জর্জরিত হইয়া ক্রমশঃ  
বিমোহিতই হইয়া থাকেন । অতএব প্রবৃত্তি দুঃখকর ॥ ৩৩ ॥

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ।

ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

অনুব্রত। (ন কেবলমনিত্যতামাত্রং কিন্তু মায়াময়-মণীত্যাং) গুণব্যতিকরে (মায়াশ্রোতে) সতি (লোকাঃ) মাং কালঃ আত্মা আগমঃ লোকঃ স্বভাব ধর্মঃ এব বা ইতি বহুধা (বহুর্নামভিঃ) প্রাহুঃ (বদন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। মায়াশ্রোতে জীব সকল আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব, ধর্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে কর্তন করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। লোককালাগমাভ্যনাং সর্বেষামেব নিত্যত্বং যৎ পরমতমঙ্গীকৃত্যোক্তং তত্রাহ,—কাল ইতি। স্বভাবো দেবতাদিপরिণামহেতুঃ। ধর্মস্তত্ত্বোগহেতুঃ ইতি গুণব্যতিকরে মায়াশ্রোতে সত্যেব মামেব বহুধাভূতং তেষাং মায়াশক্তি কার্যাদাদাহঃ। তস্মাদস্ম জীবন্ত কর্মবন্ধবিমোচনার্থং যতনীয়মিতি মতং সাধিতম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। লোককালাগমাভ্য (১৪শ্লোক) সকলেরই নিত্যত্ব এই যে পরমত অঙ্গীকার করিয়া কথিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে বলিতেছেন। স্বভাব অর্থাৎ দেবতাদি-পরিণামহেতু। ধর্ম অর্থাৎ তাহার ভোগহেতু এই গুণ-ব্যতিকর অর্থাৎ মায়াশ্রোত হইলে বহুধাভূত (বা বহুনাং) আমাকেই অর্থাৎ সেগুলি আমার মায়াশক্তির কার্য বলিয়া থাকেন। অতএব এই জীবের কর্মবন্ধনবিমোচন-জন্ত চেষ্টা করা উচিত, এই মত সাধিত হইল ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্বোক্ত ১৪শ শ্লোকে লোক, কাল আগম ও আত্মা এই চারিটা তত্ত্বের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে ‘স্বভাব’ ও ‘ধর্ম’ পূর্ব হইতে অধিক বলা হইয়াছে।

লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি। কাল—ভোগ কাল। আগম—ভোগপ্রতিপাদকশাস্ত্র। আত্মা—ভোক্তাপুরুষ। স্বভাব—দেবতাদি-পরিণামের কারণ। ধর্ম—দেবতাদি-ভোগের কারণ বা অদৃষ্ট।

অনীশ্বরবাদী জৈমিনী ঋষি মায়াযুক্ত হইয়া বিশ্ব-ব্যবহারসিদ্ধির জন্ত ঐ সকলকে নিত্য বলিলেও উহা নিত্য নহে, সকলই অনিত্য এবং সকলকে বহুধাভূত ঈশ্বর

বলিলেও তাহা নহে, ঈশ্বরের মায়াবিরচিত ব্যাপারসমূহ। অতএব জীবের কর্মবন্ধন বিমোচনের জন্ত নিবৃত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরভজন করাই কর্তব্য।

এই শ্লোকে কথিত ‘স্বভাব’—সাংখ্যমত এবং ‘ধর্ম’ জৈমিনী ও সাংখ্যসম্মত। অতএব জৈমিনিমত খণ্ডনের সঙ্গে সাংখ্যমতও খণ্ডিত হইল।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমরা দেখিতে পাই যে,—

কাল—ঈশ্বরের প্রভাব “প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকৈ”  
ভাঃ ৩২৬।১৬

আগম—বেদ। ভগবানের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত—“অস্ম  
মহতোভূতস্ত নিশ্বাসিতমেতদ্ যদৃথৈদ”  
বৃঃ আঃ ২৪।১০

আত্মা—জীব। ভগবানের অংশ (গী . ৫।৭)

এবং নিত্য ও বহু “নিত্যো নিত্যানাং” খেঃ উঃ ৬।৩

তাহা ছাড়া—কালং কর্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়ায়া স্বয়া।

আত্মন যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিরূত্বরূপাদদে ॥

ভাঃ ২।৫।২১

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—সেই মায়াবীশ ভগবান বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনাতে অনুসৃত্যভাবে স্থিত জীবের অদৃষ্ট, কাল এবং স্বভাবকে যদৃচ্ছাসহকারে সৃষ্টির জন্ত আশ্রয় প্রদান করেন।

তাহা হইলে শ্রীভগবদ্রূপে জৈমিনীয়গণের মতখণ্ডনে প্রযুক্ত শ্লোকটি ঈশ্বরকারণবাদিগণ কিরূপে মীমাংসা করিবেন? তদ্বত্তরে বলা যায় যে, ইহা তাঁহাদেরও পক্ষে ঐ সকল দোষের নিমিত্ত নহে। কেননা—

লোক—অব্যক্তাখ্যকারণরূপে নিত্য হইলেও স্থলরূপে অনিত্য।

আত্মাসমূহের—উপাধি-অংশে সর্বথা নিত্য নাই কিন্তু স্বরূপেই নিত্যত্ব।

কাল—শ্রীভগবানের প্রভাবরূপ এবং আগম—তঁাহার নিঃস্বাসাত্মক বলিয়া নিত্য, কিন্তু প্রলয়ে উভয়ের প্রচার নাই।

ধর্ম—জীবের অদৃষ্ট বা দেবতাদি-ভোগের কারণ।

স্বভাব—সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বরে ও জীবে লীনত্বে স্থিত। সৃষ্টিতে স্বভাবের পরিণামহেতু কর্মেরই ধর্মবিশেষে সম্যক উদ্বোধন হয়। গুণাদির কারণ ভাঃ ২।৫।২২

কিন্তু স্বভাব গুণাদির কারণ হইলেও এবং অবিজ্ঞান দ্বারা আত্মা উপহিত হইলেও সকল কারণই ঈশ্বরশক্ত্যাশ্রিত। তাই, উক্ত সকলই একমাত্র ঈশ্বরেরই আশ্রিত। সেই ঈশ্বরই—বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং ‘স্বর্গাদি লোকসমূহ দেবগণ ও ব্রহ্মারও কালরূপী আমি হইতে ভয় আছে।’ পূর্বে ৩০শ শ্লোকে তঁাহারই শ্রীমুখের বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ তঁাহার আশ্রয় ব্যতীত অত্ৰা অমুরক্তগণের ভয় অনিবার্য। অতএব অত্ৰা বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ। আবার ‘সেই সকল ব্যক্তি অতি কষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন।’—ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকে জ্ঞানমার্গেরও নিরাস করা হইয়াছে।—ক্রমসন্দর্ভ-টীকার মর্ম ৩৪॥

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্তমানোহপি দেহজেঘনপাবৃতঃ।

গুণৈন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥৩৫॥

অন্নয়। (হে) বিভো! দেহী (জীবঃ) গুণেষু বর্তমানঃ

অপি দেহজেঘু (দেহজেঘু কর্মসু সুখদুঃখাদিষু) গুণৈঃ কথং ন বধ্যতে (তথাপি কথং বন্ধো ন ভবতি, তৈরাকাশ-বদনাবৃতদ্বান্ন বধ্যতে ইতি চেত্তর্হি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যাহ) অনপাবৃতঃ কথং বধ্যতে বা (কথং বা বন্ধো ভবতি) ॥৩৫॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে বিভো! দেহী

গুণ সকলে বর্তমান থাকিয়াও কি হেতু দৈহিক কর্মাদির সুখাদিতে বদ্ধ হয় না অথবা গুণদ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কি জ্ঞান বদ্ধ হয়?

বিশ্বনাথ। নহু চ ভবন্মতে মোক্ষ এব পুরুষার্থো-  
হবগতঃ স চ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসাদ্ভবতি তস্মিন্ সতি

পুরুষো মুক্ত উচ্যতে ইতি ময়া ন বুধ্যতে ইত্যাহ,—গুণে-  
ষিতি। মুক্তস্তাপি দত্তাত্রেয়-ভরতাদেভোজনশয়নাট-  
নাদিশ্রবণং শ্রুতশ্রবদেহদ্বয়ং তিষ্ঠত্যেব তস্মিংশ্চ স্থিতে  
সতি দেহজেঘু গুণেষু বর্তমানোহপি তৈগুণৈর্দেহী কথং ন  
বধ্যতে। তথাপি তৈরাকাশবৎ চিন্ময়ত্বাদনাবৃতো জীবো  
ন বধ্যতে ইতি চেৎ তর্হি বন্ধো ন সম্ভবতীত্যাহ।  
অনাবৃতঃ কথং বধ্যত ইতি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনার মতে মোক্ষই পুরুষার্থ  
বলিয়া জানা গেল, সেও ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যের অভ্যাসে  
হয়। তাহা হইলে পুরুষকে মুক্ত বলা হয় ইহা আমার  
বোধগম্য হইতেছে না; তাই বলিতেছেন। মুক্ত  
দত্তাত্রেয়, ভরত প্রভৃতির ভোজন-শয়ন-প্রমণাদি গুনিয়া  
শ্রুত-শ্রবদেহদ্বয় আছেই বুঝিতে হইবে। তাহা থাকিলে  
দেহজ গুণসমূহ বর্তমান হইয়াও সেই সব গুণে দেহী কেন  
বদ্ধ হয় না। তথাপি চিন্ময় বলিয়া আকাশের ত্যায়  
অনাবৃত জীব গুণদ্বারা বদ্ধ হয় না ইহা যদি বলা যায়,  
তাহা হইলে বন্ধন সম্ভবপর হয় না, তাই বলিতেছেন—  
অনাবৃত কিরূপে বদ্ধ হইবে? ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ  
করিয়া ভক্তবর উদ্ধব জীবগণেরই সন্দেহ নিরসনার্থে  
নিজে সন্দেহযুক্তের অভিনয় করিয়া প্রশ্ন করিলেন—  
ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।  
কিন্তু (১) শ্রুত শ্রবদেহদ্বয়বদ্ধ জীব কিরূপে জীবদশাতেই  
মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়? (২) আবার আত্মা যদি  
নিত্যমুক্তই হন তাহা হইলে তাহার বন্ধনই বা সম্ভব  
কিরূপে? ॥৩৫॥

কথং বর্ততে বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।

কিং ভুঞ্জীতোত বিন্শ্বেজ্জয়ীতাসীত যাতি বা ॥

এতদচ্যুত মে ক্রহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।

নিত্যবন্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং  
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে  
দশমোঃধ্যায়ঃ।

অন্নয়। (বন্ধো মুক্তো বা) কথং বর্তেত (তিষ্ঠেৎ  
কথং বা) বিহরেৎ কৈঃ লক্ষণৈঃ জ্ঞায়েত কিং ভুক্তীত  
উত (অপি চ কিং) বিম্বজেৎ (ত্যজেৎ) শরীত, আদীত  
যাতি বা (হে) প্রশ্নবিদাষর! অচ্যুত! এতৎ (বিষয়কং)  
প্রশ্নং একঃ এব (আত্মা) নিত্যবদ্ধঃ (মুক্তেজ্জগৎস্বেনিত্যত্ব-  
প্রসঙ্গাৎ) নিত্যমুক্তঃ ইতি (ইত্যপ্যঙ্গীকার্যং শ্রাৎ তত্র)  
মে (মম) ভ্রমঃ (ভবতীত্যতন্তুত্বত্বকঃ) মে ক্রুহি  
(কথয়) ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়শ্রায়াঃ

সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। বদ্ধ এবং মুক্ত জীব কিরূপে অবস্থান  
বা বিহার করেন, কোন্ কোন্ লক্ষণে পরিজ্ঞাত হন, কি  
ভোজন করেন, কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করেন, কিরূপে  
শয়ন, উপবেশন বা গমন করেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্নোত্তরবিদ  
অচ্যুত! আপনি এই সকল বিষয় এবং একই আত্মা  
কিরূপে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আমার  
যে ভ্রম আছে, তদন্তর আমার নিকট বর্ণন করুন ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। যদি তু সংস্রপি গুণেষু বিষয়েন্দ্রিয়াদিষু  
তদভিমানেন বধ্যতে তন্নিবৃত্ত্যা চ মুচ্যতে ইতি মতং তর্হি  
ময়া তথা কথং জ্ঞাতব্যমিতি পুচ্ছতি, কথং বর্তেত্যাদিনা।  
বর্তনবিহরণভোজন-মুক্তপূরীষ-বিসর্জ্ঞন-শয়নাসন-গমনানি  
কর্মাণি মুক্তস্ত বদ্ধস্ত চ তুল্যত্বেব দৃশ্যন্তে। তানি চ  
নিরভিমানানি সাভিমানানীতি ময়া কৈবী লক্ষণৈর্ধ্যায়তে  
ইতি। নিত্যমুক্তো দত্তাত্রেয়ভরতাদিনিত্যবদ্ধো দেবদত্ত-  
যজ্ঞদত্তাদিস্তল্যদৈহিকক্রিয়ত্বাদেক এবেতি ভ্রম ইতি বৈল-  
ক্ষণ্যন্ত ময়া গ্রহীতুমশক্যমপ্যন্তোব তৎ ত্রয়াহং জ্ঞাপয়িতব্য  
ইতি ভাবঃ। অত্র নিত্যপদমনধিকার্ম্ম ॥৩৬-৩৭॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

একাদশশ্রু দশমঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্তীকুরকুতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়শ্রু সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। বিষয়েন্দ্রিয়াদি গুণসকল থাকিলেও  
যদি তাহার অভিমানেই বন্ধন ও তাহার নিবৃত্তির দ্বারা  
মোচন এই মত হয়, তাহা হইলে আমি ঐরূপ কিরূপে  
জানিব, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছেন। বর্তমানতা, বিহার,  
ভোজন, মলমূত্রত্যাগ, শয়ন, উপবেশন, গমন প্রভৃতি  
কর্ম্মমুক্ত ও বন্ধের সমানই দেখা যায়। এই সকল বিষয়  
সাভিমান, না, নিরভিমান ইহা আমি কোন্ কোন্ লক্ষণের  
দ্বারা ধ্যান করিব। নিত্যমুক্ত দত্তাত্রেয়-ভরতপ্রভৃতি  
ও নিত্যবদ্ধ দেবদত্ত-যজ্ঞদত্ত প্রভৃতির দৈহিক-ক্রিয়া একই  
প্রকার হওয়ার জন্ত ভ্রম এবং বৈলক্ষণ্য আমি গ্রহণ  
করিতে (বা বুঝিতে) না পারিলেও উহা আছেই।  
অতএব উহা আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন। এস্থলে  
নিত্য পদের অর্থ অনধিক ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমাধ্যায়ের সাধুজন-

সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। সূচতুর তত্ত উদ্ধব লোকমঙ্গল-  
কামনায় স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখে জীবতত্ত্বের মীমাংসা  
শ্রবণের প্রার্থনায় প্রশ্ন করিতেছেন—যদি বিষয়েন্দ্রিয়াদি-  
গুণ সকলে অভিমানের সম্ভাবে ও অভাবে জীব বদ্ধ ও  
মুক্ত হন,—তাহার পরিচয় জানিব কিরূপে?

আহার-বিহারাদিতে অভিমানী ও নিরভিমানী ভেদ  
কোন্ লক্ষণের দ্বারা বুঝিব?

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধের ক্রিয়ার ভেদ বুঝিব কি  
প্রকারে? ॥৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের

সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

## একাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।

গুণস্ত মায়ামূলত্বাদ্ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥

অনুব্র। (বন্ধমোক্ষয়োর্বাস্তবত্বাভাবাৎ ইত্যাহ)

মে (মম) গুণতঃ (মদবীনসম্বাদিগুণোপাধিতঃ) (আত্মা)

বন্ধঃ মুক্তঃ (চ) বস্তুতঃ ন, গুণস্ত মায়ামূলত্বাৎ মে (মম)

মোক্ষঃ ন বন্ধনং (চ) ন (নাস্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব!

আমার সম্বাদি-গুণত্রয়ের উপাধিবশে আত্মা বন্ধ ও মুক্ত বলিয়া কথিত হয়, বাস্তবিকপক্ষে আত্মার বন্ধন বা মুক্তির সম্ভাবনা নাই। গুণসমূহ মায়ামূলক, সে কারণ স্বরূপতঃ আমার বন্ধন বা মুক্তি নাই ॥১॥

বিশ্বনাথ। একাদশে বন্ধমুক্তবৈলক্ষণ্যশ্চ শিক্ষণম্।

সাধুনাং লক্ষণং ভক্তেরঙ্গাশ্চপুজবান্ হরিঃ ॥

কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষ ইতি তব প্রমোহপি বস্তুতো ন ঘটত,—ইত্যাহ বন্ধ ইতি। মে গুণতঃ মদবীনসম্বাদি-গুণৈর্বন্ধ ইতি ততো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা বস্তুতো ন সম্ভবতি। কুতঃ। গুণস্ত গুণসম্বন্ধস্ত মায়ামূলত্বান্মায়ায়া অবিভক্ত্যতর্কশক্ত্যা দুর্ঘটন্ত দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধস্ত মিথৈ বন্ধোরগাদিত্যর্থঃ। অতএব মে মম মতে ইতি শেষঃ। ন বন্ধনং বন্ধনাভাবাদেব ন মোক্ষশ্চ ॥১॥

বস্তুানুবাদ। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীহরি, বন্ধ ও মুক্তের বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্যের শিক্ষা, সাধুদিগের লক্ষণ ও ভক্তির অঙ্গসমূহ বলিয়াছেন।

কিরূপে বন্ধ ও কিরূপে মোক্ষ হয়, তোমার এই প্রশ্নও বস্তুতঃ ঘটেনা আমার অধীন সম্বাদিগুণদ্বারা বন্ধ ও তাহা হইতে মুক্ত এই ব্যাখ্যা বস্তুতঃ সম্ভব নহে। কি হেতু, না, গুণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধ মায়ামূল বলিয়া অর্থাৎ মায়া বা অবিভাজনিত অতর্ক্যশক্তিদ্বারা দুর্ঘট দেহেন্দ্রিয়াদি গুণ-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়াই প্রকাশহেতু। অতএব আমার মতে বন্ধন নাই, আর বন্ধনের অভাবেই মোক্ষ নাই ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। স্বতন্ত্র উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই। তবে যে উহার ঐ অবস্থাদ্বয় দৃষ্ট হয়, উহা গুণতঃ সম্বাদিগুণসকল মায়াময় অর্থাৎ আমারই মায়াশক্তিরই। অতএব মায়াবীশ, গুণনিয়ন্তৃ আমারই এই মত। আমার মতে কুতর্কের কোনও স্থান নাই।

আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ নাই—

অজ্ঞানসংজ্ঞো ভববন্ধমোক্ষো

দ্বৌ নাম নাহৌ স্ত ঋতজ্ঞত্বাভাবাৎ।

অজস্রচিত্যাগ্নি কেবলে পরে

বিচার্যমাণে তরণবিবাহনী ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৬

শ্রীত্রকা কহিলেন—ভববন্ধ ও মোক্ষ—এই দুইটী অজ্ঞানকৃত, স্মৃতিরাতঃ সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, স্বর্ঘ্যে ঘেরূপ দিবা ও রাত্রির অন্তি নাই, সেইরূপ মায়াসম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অমৃত-ব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটির (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই।

“তস্মিন্নজস্রচিত্যাগ্নি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে”—শ্রীলবিশ্বনাথ।

স্বর্ঘ্যস্বরূপে ঘেরূপ দিবা বা রাত্রি উভয়ই নাই,—স্বর্ঘ্য-প্রকাশে দিবা এবং স্বর্ঘ্যের অপ্রকাশে অর্থাৎ তদদর্শনে রাত্রি; সেইরূপ আত্মস্বরূপের অপ্রকাশে ‘আমি’ ও ‘আমার’ ইত্যাদি ভ্রমাত্মকজ্ঞানে বন্ধন এবং তৎপ্রকাশে মোক্ষ। বন্ধন অজ্ঞানকৃত অতএব অশাস্তব; স্মৃতিরাতঃ মোক্ষও সেই অজ্ঞানের অপসারণ, অতএব উহাও অশাস্তব। অর্থাৎ অনাত্মধারণা হইতেই বন্ধ ও মোক্ষের উৎপত্তি, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উহা মিথ্যা।

“বরন্তি নিত্যদা মৃতং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ।”

ভাঃ ২।৫।১০

অতএব গুণসমূহ নিত্যমুক্ত-মায়ামুক্ত জীবকে বন্ধন করে।

নিত্যকাল মুক্তজীব বন্ধ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে জীবকে ‘মায়ী’ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অনাদিকাল



হইতে ঈশবিমুখ জীবের মায়াপারবশই ইহার কারণ।  
তন্নিমিত্ত গুণাবশেষই বন্ধন। সাক্ষাৎ বন্ধন কিছু নাই,  
সে জগৎ নিত্যমুক্ত বলা হইয়াছে।—( শ্রীজীব । ১১।

শোকমোহো সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়ায়া ।

স্বপ্নো যদাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥২॥

অনুব্র। স্বপ্নঃ যথা আত্মনঃ ( বুদ্ধেঃ ) খ্যাতিঃ  
( বিবর্তমাত্রং তদ্বৎ ) শোকমোহো সুখং দুঃখং দেহাপত্তিঃ  
( দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ) সংসৃতিঃ ( সংসারঃ ) চ মায়ায়া  
( অবিভক্তা ) বাস্তবী তু ন ( ন বস্তুভূতা ) ॥২॥

অনুবাদ। স্বপ্ন যেরূপ বুদ্ধির বিবর্ত, সেইরূপ  
শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং সংসার মায়িক  
বলিয়া জানিবে, বাস্তবিক পক্ষে ইহা সত্য নহে ॥২॥

বিশ্বনাথ। অত্র বন্ধস্ত মিথ্যাভ্রপ্রকারং দর্শয়তি,—  
শোকমোহাবিতি। দেহাপত্তিদেহাদেহান্তরপ্রাপ্তিঃ দেহস্ত  
আপত্তিরাপদ মৃত্যুর্বা মায়ায়া মায়িকোপাধিসম্বন্ধেন অবিভক্তা  
মায়িকোপাধিরন্তঃকরণে স্বল্পদেহে জীবন্ত অভিমানাদেব  
তদীয়ধর্ম্মাণাং শোকমোহাদীনামপি স্বীয়ত্বেন গ্রহণমিত্যর্থঃ।  
অতঃ শোকমোহাদিমূলক্কাণাং সংসৃতির্ন বাস্তবী ন বস্তুভূতা।  
শোকমোহাদীনাম্ মায়াসৃষ্টত্বেন সত্যত্বেনপি তৎসম্বন্ধস্ত  
জীবে অবিচ্ছিন্নত্বান্মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ। যথা আত্মনো  
বুদ্ধেঃ খ্যাতিবিবর্তঃ স্বপ্নো মিথ্যা তথা তথা ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। এখানে বন্ধন যে মিথ্যা তাহার  
প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন। দেহাপত্তি অর্থাৎ একদেহ  
হইতে অতদেহ প্রাপ্তি দেহের আপদ বা মৃত্যু। মায়া  
অর্থাৎ মায়িক উপাধি-সম্বন্ধদ্বারা; অবিচ্ছিন্নত্ব মায়িক  
উপাধি স্বল্পদেহ অস্তঃকরণে অভিমানজগতই তাহার যে ধর্ম্ম  
শোকমোহাদিকে স্বীয় বলিয়া গ্রহণ। অতএব শোক-  
মোহাদিলক্ষণ সংসৃতি ( সংসার ) বাস্তব অর্থাৎ বস্তুভূত  
নয়। শোকমোহাদি মায়াসৃষ্ট বলিয়া সত্য হইলেও জীবে  
তাহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নত্ব বলিয়া মিথ্যা, যেরূপ আত্মা  
অর্থাৎ বুদ্ধির খ্যাতি অর্থাৎ বিবর্ত, স্বপ্ন সেইরূপ মিথ্যা ॥২॥

অনুদর্শিনী। বন্ধনের মূলকারণ গুণত্রয় মায়াময়  
এবং সেই অতর্ক্যশক্তি মায়া হইতেই দেহেন্দ্রিয়াদির  
সম্বন্ধ। সেই দেহাদিও অনিত্য। কেননা, উহার জন্ম ও  
মৃত্যু লক্ষিত হয়। স্থলদেহের ধর্ম্ম—জন্ম, মৃত্যু এবং  
স্বল্পদেহ বা অস্তঃকরণের ধর্ম্ম—শোকমোহাদি। স্মৃতির  
মায়ার সৃষ্টিসম্পর্কে শোকমোহাদির সত্যতা থাকিলেও  
আত্মায় উহা নাই। অতএব জীবের সহিত ঐগুলির সম্বন্ধ  
অবিচ্ছিন্ন বা অজ্ঞানকল্পিত। স্বপ্নদর্শনকালে নিদ্রাক্ত জীব  
বেমন প্রকৃত বস্তুর অভাবেও স্বপ্নে দৃষ্টবস্তুগুলিকে সত্য  
বলিয়া উপলব্ধি করে, তৎকালে জাগ্রৎদর্শনের অভ্যাসে  
বুদ্ধি স্বয়ং তত্ত্বরূপে পরিণত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, এবং  
বস্তুর অভাব থাকিলেও কেবল বুদ্ধির কাল্পনিক ভাবদর্শনে  
উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ শোকমোহাদি-ধর্ম্মবৃত্ত অস্তঃকরণে  
জীব অভিমান করিয়া শোকমোহাদিগ্রস্ত হয় মাত্র;  
বস্তুর অভাবার্থে শোকমোহাদি নাই।

জাগ্রতাদি অবস্থা বুদ্ধিরই, জীবের নহে—

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাংসং বিলক্ষণ্যে জীবঃ সাক্ষিৎস্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥

ভাঃ ১১।১৩।২ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥২॥

বিজ্ঞাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।

মোক্ষবন্ধকরী আত্মে মায়ায়া মে বিনিশ্চিত্তে ॥৩॥

অনুব্র। ( অতো বস্তুতো বিরোধস্তাবদাস্তি প্রতীতি-  
স্তোপাধিকী ঘটত ইত্যাহ ) ( হে ) উদ্ধব! বিজ্ঞাবিদ্যে  
( বিজ্ঞামবিজ্ঞাঞ্চ ) মে ( মম ) মায়ায়া বিনিশ্চিত্তে আত্মে  
( অনাদী অতো যাবদবিজ্ঞাং প্রবর্তয়ামি তাবদ্বন্ধঃ যদা  
বিজ্ঞাং দদামি তদা মোক্ষঃ ক্ষুরতীত্যর্থঃ ) শরীরিণাং  
( দেহিনাং ) বন্ধমোক্ষকরী মম তনু বিদ্ধি ( জানীহি ) ॥৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! বিজ্ঞা এবং অবিজ্ঞা উভয়ই  
আমার মায়া নিশ্চিত, অনাদি এবং আমার শক্তিস্বরূপ ও  
দেহিগণের বন্ধ-মোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে ॥৩॥

বিশ্বনাথ। নহু কেয়মবিজ্ঞা যয়া মিথ্যাত্বভূতেনপি  
গুণসম্বন্ধঃ ক্ষোরিতস্তজাহ। বিজ্ঞাবিদ্যে মম তনু। তত্ত্বতো

বন্ধমোক্ষাবাভ্যামিতি তন্ম শরীরাণাং বন্ধমোক্ষকরী  
বন্ধমোক্ষকার্যে বিদ্যা মোক্ষকরী অবিদ্যা বন্ধকরীত্যর্থঃ ।  
ইমে চ মে মম মায়ায়া মহাশক্ত্যা বিনির্মিত্তে সৃষ্টে । কিঞ্চ  
মায়াবৃত্তিস্বাদেব তয়োমায়াসৃষ্টস্বমৌপচারিকমেবোচ্যতে  
ইতাহ । আত্মে অনাদী,—“অনাগুনন্তমব্যক্তং নিত্যং  
কারণমব্যয়ম্” ইতি দ্বাদশোক্তেঃ ‘পুংসোহস্তি প্রকৃতির্নিত্যা’  
ইতি বৈথকোক্তেঃ চ মায়াশক্তিরিব তদ্বৃত্তী বিদ্যা বিদ্যে অপি  
নিত্যে এব তদেবং মায়ায়াস্তিস্রো বৃত্তয়ঃ প্রধানমবিদ্যা  
বিদ্যা চ । প্রধানেনোপাদিঃ সত্য এব সৃজ্যতে অবিদ্যায়া  
তদধ্যাসো মিথ্যাভূতঃ বিদ্যায়া তদুপরাম ইতি তিসূণাং  
কার্যম্ ॥৩৭

**বঙ্গানুবাদ ।** আচ্ছা, এই অবিদ্যা কে, যদ্বারা  
মিথ্যাভূত ব্যাপারেও গুণসম্বন্ধ প্রকাশিত? তাহার  
উত্তর। বিদ্যা অবিদ্যা আমার তনু অর্থাৎ বন্ধ ও মোক্ষ  
এই বিদ্যা-অবিদ্যাদ্বারা বিস্তার লাভ করে, ইহা আমার  
শক্তি। শরীরিগণের মোক্ষবন্ধকরী। বিদ্যা মোক্ষকরী,  
অবিদ্যা বন্ধকরী। এই দুইটীও আমার মহাশক্তি মায়া-  
দ্বারা বিনির্মিত্ত অর্থাৎ সৃষ্ট। আর এই দুইটী মায়াবৃত্তি  
বলিয়া মায়াসৃষ্ট, ইহা উপচাররূপে বলা হয়, তাই বলিতে-  
ছেন। ইহার আত্মা অর্থাৎ অনাদি। দ্বাদশস্কন্ধে  
( ১২।৪।১৯ ) ‘অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, জগৎ-  
কারণস্বরূপ’ ও বৈথকের উক্তি ‘পুরুষের নিত্যা প্রকৃতি  
আছে’ অনুসারে মায়াশক্তির দ্বারা তদ্বৃত্তি বিদ্যা ও  
অবিদ্যাও নিত্যাই। মায়ায় তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা  
ও বিদ্যা। প্রধানকর্তৃক সত্যের মত উপাধির সৃষ্টি,  
অবিদ্যাদ্বারা মিথ্যাভূত তাহার অধ্যাস এবং বিদ্যাদ্বারা  
তাহার উপরাম—এই তিনটীর কার্য ॥৩৭

**অনুদর্শিনী ।** ভগবান্ই বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় -

স্বতী বিচক্রমে বিষণ্ণ শাশনানশনে উভে ।

যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষন্তু ভয়াশ্রয়ঃ ॥ ভাঃ ২।৬।২১

শ্রীব্রহ্ম নারদকে বলিলেন—সেই বিশ্বপরিভ্রমণকারী  
জীব, ভোগ ও অপবর্ণপ্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ পন্থাধয়ে ভ্রমণ  
করেন। পরমেশ্বর বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়ের আশ্রয় ।

অতএব—বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোক্ষকঃ ।

কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥ স্ক'ন্দে  
কৈবল্যপ্রদ পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুই জীবকে সংসার-  
পাশে আবদ্ধ করেন এবং সংসারপাশ হইতে মুক্তিপ্রদান  
করেন ।

‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্মাৎ’-ভাঃ ১১।২।৩৭—  
অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ—দেহেজিয়াদিউপাধিতে অভি-  
নিবেশ বা অভিমানহইতে দৈশবিমুখ জীবের ভয় বা সংসার  
হয়। এই দ্বায়ে ভবরোগের মূল নিদান বৈমুখ্যই। সেই  
বিমুখজীবের বন্ধন, মায়ায় কার্য্য হইলেও মায়া ভগবানেরই  
শক্তি বলিয়া ভগবান্ই মায়ায় ভবপাশদ্বারা বহির্মুখ জীবের  
বন্ধক, উন্মুখের কিন্তু মোচক। সুতরাং বিষ্ণুই মোক্ষদাতা,  
অত্বে নহে ।

‘যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে ।’

চৈতন্তভাগবত ম ১ অ

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া ও তাহার বৃত্তি  
নিত্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা ভগবানের মায়াদ্বারা বিরচিত  
বলিয়া তদুভয়ের সৃষ্টিও উপচারিক মাত্র। সেই মায়া  
জীবমোহিনী—

যষ্ঠস্ত তনসঃ সর্গো যন্তবুদ্ধিকৃতঃ প্রোভো ॥”

ভাঃ ৩।১০।১৭

শ্রীমৈত্রেয় বিদ্বরকে বলিলেন—অবিদ্যা পরমেশ্বরের  
জীবমোহিনী শক্তিদ্বারা কৃত হইয়াছে, সেই অজ্ঞানই  
যষ্ঠ সৃষ্টি ।

“মায়ায় তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা।  
‘প্রধানের দ্বারা মহাদাদি পৃথিব্যাস্ত সর্বতত্ত্ব সৃষ্ট হয়,  
তৎসমুদয় সত্য। যে সকলের দ্বারা সমষ্টি-ব্যাপ্তিরূপ জীবের  
মূল ও স্বল্প উপাধিধ্বয় উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়া জীবমোহিনী  
‘অবিদ্যা’ দ্বারা জীবসম্বন্ধ-অবিদ্যা-অস্থিতা-রাগ-দ্বेषাভি-  
নিবেশাত্মক তনঃ অর্থাৎ পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্ট হয়, উহা  
অসত্য। এই প্রকারে প্রধান ও অবিদ্যাদ্বারা সত্যমিথ্যাত্মক  
এই জগৎ সৃষ্ট হয়। তৃতীয়া ‘বিদ্যা’দ্বারা কিন্তু পঞ্চবিধ  
অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান সৃষ্ট হয়।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ ॥৩৭

একশ্রেণ্যব মমাংশস্ত জীবশ্রেণ্যব মহামতে ।

বন্ধোহস্ত্যাবিদ্যায়ানাদিবিদ্যায় চ তথৈতরঃ ॥১৥

অন্থয় । (ব্রাহ্মিণ্যং ব্যাবর্তয়ন্ বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থা-  
মুপপাদয়তি) (হে) মহামতে ! একশ্রেণ্য এব মম অংশস্ত  
অনাদেঃ অস্ত জীবস্ত এব অবিদ্যয়া বন্ধঃ (ভবতি) তথা  
বিদ্যয়া ইতরঃ চ (মোক্ষশ্চ ভবতি) ॥৪॥

অনুবাদ । হে মহামতে ! অদ্বিতীয়স্বরূপ আমার  
অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া অবিদ্যাদ্বারা তাহার বন্ধনপ্রাপ্ত  
এবং বিদ্যাদ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥৪॥

বিশ্বনাথ । তাত্যামেব মদীয়শক্তিভ্যামবিদ্যা-  
বিদ্যাভ্যাং মদীয়জীবশক্তেদেহাধ্যাসপ্রসারণপ্রসারণাভ্যা-  
মবস্তভূতাবপি বন্ধমোক্ষৌ প্রত্যায়িতৌ মদীয়স্বপ্নাদি-  
লীলাশক্তিপ্রেরণব শাদেবেত্যাং,—একশ্রেণ্যেতি । অংশস্ত  
বিভিন্নাংশশব্দবাচ্যস্ত ‘প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ । জীবভূতাং  
মহাবাহো যদেদং ধার্য্যতে জগৎ’ । ইতি মনুজ্ঞেজীবস্ত  
মচ্ছক্তিহেপি ‘মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ’  
ইতি মনুজ্ঞেবেবাংশস্বক্কেত্যর্থঃ । নহু শরীরগামিতি  
পূর্বোক্তঃ, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো  
বহুনাং যো বিদধতি কামান্” ইতি প্রত্যেক জীবানাং  
বহুত্বহপি কথমেকশ্রেণ্যুক্তং । উচ্যতে । একশ্রেণ্য অপি  
তটস্থাত্মজীবশক্তের বৃত্তিবাছল্যাৎ বহবে জীবা ইতু-  
চ্যন্তে । যথা একশ্রেণ্য অপি বহিঃস্বাখ্যায়া মায়্যশক্তেঃ  
প্রথমং অবিদ্যাবিদ্যা চেতি দ্বৈতী তয়োশ্চাপি প্রতিজীব-  
বৃত্তিবাছল্যাদ্বহুত্বমেব । যথা চ মায়্যবৃত্তীনাং মায়্যশ-  
ব্দবাচ্যত্বং তথৈব জীববৃত্তীনামপি জীবশব্দবাচ্যত্বম্ । কিঞ্চ ।  
জীবশক্তিমায়্যশক্তোরবৃত্তীনামপি নিত্যত্বমেব জ্ঞেয়ং-নিত্যো  
নিত্যানামিতি বন্ধমোক্ষকরী আত্মে ইত্যাদিবচনেভ্যঃ  
অবিদ্যাধ্বংসে সতি জীবস্ত নির্বাণ ইত্যাদিবাক্যেষু ধ্বংস-  
নির্বাণশব্দাত্ম্যপারাম-ব্রহ্মসামুজ্যে উচ্যতে । ব্রহ্মণা সহ  
যুক্তাভে ইতি স যুক্ত তস্ত ভাবঃ সাম্যজ্যামিতি জীবস্ত ন তত্র  
স্বরূপধ্বংসঃ ॥ কিঞ্চ “বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা  
তথা পরা । অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ।  
যয়া ক্ষেত্রশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ততে” ইতি বিষ্ণু-

প্রাণোক্তে ভীষ্মশক্তি মায়্যশক্তেঃ প্রায়ো বশীভূতা  
সৃষ্টিলীলাসিদ্ধার্থমিত্যাং,—বন্ধ ইতি । অস্ত জীবস্ত অবিদ্যয়া  
বন্ধঃ স চ কর্ম্মগোহনাতিঃ মোক্ষসম্ভবাং শাস্তঃ । ইতরো  
মোক্ষঃ স চ জ্ঞাত্যাং সাদিরনশ্বরত্বান্নিরন্তো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অবিদ্যা ও বিদ্যা মদীয় এই দুই  
শক্তিদ্বারা আমার জীবশক্তির দেহাধ্যাস প্রসারণ ও  
অপ্রসারণ বশতঃ অবস্তভূত হইলেও বন্ধমোক্ষ আমার  
সৃষ্টি প্রভৃতি লীলাশক্তির প্রেরণাক্রমেই হইয়া থাকে ।  
অংশ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ-শব্দবাচ্য । গীতায় (৭।৫) ‘যাহার  
দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা ব্যাপ্ত, সেই জীবভূতা প্রকৃতি বা  
শক্তিকে আমার পরাশক্তি বলিয়া জানিবে ॥’—আমার  
এই উক্তি-অনুসারে জীব আমার শক্তি হইলেও গীতায়  
(১৫।৭) ‘জীবলোকে সনাতন জীবভূত আমারই অংশ’—  
আমার এই উক্তি অনুসারে অংশত্বও স্ফুটত । আচ্ছা,  
‘বহুশরীরীর’ পূর্বোক্তি (ভাঃ ১১।১১।১) অনুসারে এবং  
বেদের (কঠোপনিষৎ ২।১৩, ধৈত্যাশ্বতর) ৬।১৩ ‘যিনি  
নিত্যবস্ত সমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্ত সমূহের মধ্যে  
চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু (জীবের) কামনা পূরণ  
করেন’—এই উক্তি-অনুসারেও জীব বহু হইলেও কেন এক  
বলা হইল ? উত্তর—তটস্থানায়ী জীবশক্তি এক হইলেও,  
তাহার বৃত্তিবাছল্যবশতঃ জীবসকল বহু ইহা বলা হয়,  
যেমন বহিরঙ্গা মায়্যশক্তি এক হইলেও প্রথমে অবিদ্যা,  
বিদ্যা এই দুই বৃত্তি, ইহাদেরও প্রতিজীবে বৃত্তিবাছল্যহেতু  
বহুত্ব । যেমন মায়্যাবৃত্তিগুলি মায়্যশব্দবাচ্য, সেইরূপ  
জীববৃত্তিগুলিও জীবশব্দবাচ্য । আর জীবশক্তি মায়্যশক্তির  
বৃত্তিগুলি নিত্য বলিয়াই জানিতে হইবে । (উপরিউক্ত)  
‘নিত্যবস্তসমূহের মধ্যে নিত্য’, (৩য় শ্লোকে) ‘প্রথম দুইটি  
বন্ধমোক্ষকরী’—এই সকল বচন অনুসারে ‘অবিদ্যার ধ্বংস  
হইলে জীবের নির্বাণ’ প্রভৃতি বাক্যে ধ্বংস, নির্বাণ শব্দ  
দুইটি দ্বারা উপরাম ব্রহ্মসামুজ্যকে বলা হয় । ‘ব্রহ্মের সহিত  
যুক্ত হয়’ সে স্থলে জীবের স্বরূপ ধ্বংস হয় না । আর  
‘বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা, কর্ম্মসংজ্ঞারূপা  
অবিদ্যা । যাহার সহযোগে সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি তারতম্য  
অনুসারে বর্তমান’—বিষ্ণুপরাণের এই উক্তিবলে জীব-

শক্তি সৃষ্টিলালা-সিদ্ধিনিমিত্ত মায়াশক্তির প্রায়ই বশীভূত।  
এই জীবের অবিষ্টাকর্ষক বন্ধন, সে কৰ্ম হইতে অনাদি  
মোক্ষসম্ভবজ্ঞা শাস্ত, ইতর অর্থাৎ মোক্ষ, সে উপপত্তি-  
যোগ্য বলিয়া আদিবৃত্ত, অনন্তর হেতু নরন্ত বলিয়া  
জ্ঞাত ॥ ৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** আমি এক, জীব আমার বিভিন্নাংশ  
এবং বহু। অবিষ্টা-দ্বারাই তাহার বন্ধন এবং বিষ্টাদ্বারা  
মুক্তি লাভ হয়। পূর্ণ আমার বন্ধন ও মোক্ষ-ভাবদ্বয়  
নাই। আমার অংশের উপরই অবিষ্টা ও বিদ্যার  
প্রভুত্বক্রিয়া।

জীবতত্ত্ব-শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্বশক্তিমান্।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥

চরিতামৃত আ ৭ পঃ

কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন-প্রধান।

‘চিচ্ছক্তি’, ‘মায়াশক্তি’, ‘জীবশক্তি’-নাম ॥

‘অন্তরঙ্গা’, ‘বহিরঙ্গা’, ‘তটস্থা’ কহি যারে।

ঐ ম ৮ প

ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, চিৎসিদ্ধ, সর্বব্যাপী, একই।

জীব—অধীন, চিৎকণ, স্বোপাধিব্যাপিশক্তিক,

অনেক—অবিষ্টাবদ্ধ ও কেহ কেহ অবিষ্টামুক্ত।

মায়া—অচিৎ, প্রধান, অবিষ্টা ও বিষ্টাভেদে তিন  
প্রকার—

জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ —

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।

স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥

স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হঞা বিস্তার।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্বাহু, অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত’ প্রকার।

এক—‘নিত্যমুক্ত’, এক—‘নিত্যসংসার’ ॥

‘নিত্যমুক্ত’—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

‘কৃষ্ণপারিষদ’ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

‘নিত্যবদ্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।

নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি’ মারে ॥

কামক্রোধের দাস হঞা তার লাখি পায়।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈষ্ণব পায় ॥

তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।

কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥

চরিতামৃত ম ২২ প

গুণসমূহ ভগবানের তটস্থশক্তিবৃত্তিরূপ জীবকে বন্ধন  
করে—ভগবানের তটস্থশক্তিভূত বলিয়া—নিত্যমুক্তজীবের  
অনাদিবহির্মুখতা ও উন্মুখতা উভয়ই আছে। মায়া  
ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত। সূতরাং ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত  
জীবের সহিত মায়ার সঙ্গ হওয়া খুবই সম্ভবপর।  
—শ্রীবিষ্ণুনাথ

সূতরাং—কার্য্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।

বস্তু নিত্যাদা মুক্তং মারিনং পুরুষং গুণাঃ ॥

ভাঃ ২।৫।১৯

অর্থাৎ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—ইহাদের  
কর্তৃত্বে মহাভূতরূপ দ্রব্য, দেবতারূপ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়রূপ  
ক্রিয়ার আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ তত্তদভিমানের দ্বারা অভিভূত  
করিয়া মায়ামুগ্ধ রহিত তটস্থা জীবকে বন্ধন করে।

জীব নিত্য বলিয়া জীবের ধ্বংস নাই। সূতরাং  
‘ব্রহ্মসামুজ্যে’ জীবের নাশ হয় না, ব্রহ্মসহ যোগ বা মিলন  
হয়।

কৰ্ম অনাদি ও বিনাশী। সূতরাং কৰ্ম হইতে মুক্তি  
সম্ভব। বন্ধন হইলে মোচন, নতুবা মুক্তির প্রয়োজন কি?  
অতএব মুক্তি আদিবৃত্ত বলিয়া উহা অন্তবৃত্ত অর্থাৎ চরমে  
অর্থাৎ অজ্ঞাননাশে জীবের স্বরূপজ্ঞানলাভে মোক্ষের  
প্রয়োজনীয়ত নাই ॥ ৪ ॥

অথ বদ্ধস্ত মুক্তস্ত বৈলক্ষণ্যং বদামি তে ।

বিরুদ্ধধর্মিণোস্তুত স্থিতয়োঃ একধর্মিণি ॥ ৫ ॥

অনুয় । ( তদেবং ব্যবস্থামুপপাদ্য কথং বর্ত্তত ইত্যাদি বৈলক্ষণ্য-প্রশ্নস্তোত্তরমাহ ) ( হে ) তাত ! ( বৎস ! ) অথ ( অনন্তরম্ ) একধর্মিণি ( একস্মিন্ শরীরে ) স্থিতয়োঃ ( নিয়ম্য-নিয়ন্তৃরূপেণ স্থিতয়োঃ ) বিরুদ্ধধর্মিণোঃ ( শোকানন্দরূপবিরুদ্ধধর্মযুক্তয়োঃ ) বদ্ধস্ত ( জীবস্ত ) মুক্তস্ত ( ঈশ্বরস্ত চ ) বৈলক্ষণ্যং ( ভেদং ) তে ( তব সমীপে ) বদামি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । হে উদ্ধব ! অনন্তর এক শরীরে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাবে অবস্থিত শোক ও আনন্দ-ধর্মবিশিষ্ট বদ্ধ জীব এবং মুক্ত ঈশ্বরবস্তুর ভেদ তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ । যদুক্তং । কৈবী জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিতি তত্রাহ, অথেনি । অয়ং জীবো বদ্ধঃ । অয়ং জীবো মুক্ত ইতি যথোচ্যতে । তথা জীবাত্মা বদ্ধঃ পরমাত্মা মুক্ত ইত্যপি । অয়মাত্মা অপহতপাপোপ্তিবিদ্যুচ্যত এবত্যতঃ প্রথমং জীবাত্মপরমাত্মানৌর্বৈলক্ষণ্যমাকর্ণয়েত্যাহ,—সার্ক-দ্বয়েন । বিরুদ্ধধর্মিণোঃ শোকানন্দধর্মবতোঃ একস্মিন্ ধর্মিণি শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃত্বেন স্থিতয়োঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাহা বলা হইয়াছে কি কি লক্ষণ দ্বারা তাহা জানা যায় ? ( ভাঃ ১১।১০।৩৬ ) তাই বলিতেছেন—এই জীব বদ্ধ, এই জীব মুক্ত—ইহা যেমন বলা হয়, সেইরূপ জীবাত্মা বদ্ধ, পরমাত্মা মুক্ত—ইহাও, এই আত্মা অপহতপাপা ( বা পাপমুক্ত ) ইহারই আয় বলা হয় । অতএব প্রথমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য শ্রবণ কর, এই কথা সার্ক দুইটি ( আড়াইটি ) শ্লোকে বলা হইতেছে । বিরুদ্ধধর্মী অর্থাৎ শোক ও আনন্দধর্মময় দুইটির একধর্মময় শরীরে স্থিত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী । বদ্ধ—শোকগ্রস্ত ও নিয়ম্যজীব, মুক্ত—আনন্দময় ও নিয়ন্তা পরমাত্মা ॥ ৫ ॥

সুপর্ণাবেতো সদৃশো সখায়ো

যদৃচ্ছয়েতো কৃতনীড়ো চ বৃক্ষে ।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্ললান্ন

মন্তো নিরল্লোহপি বলেন ভুয়ান্ ॥ ৬ ॥

অনুয় । সদৃশো ( চিত্রপত্ন্যাং তুল্যরূপো ) সখায়ো ( অবিয়োগাদৈকমত্যাক্ষ ) এতো ( জীবেশ্বররূপো ) সুপর্ণো ( বৃক্ষাং পক্ষিণাবিব দেহাং পৃথকভূতো পক্ষিরূপো দ্বো ) যদৃচ্ছয়া ( অনিরুক্তয়া মায়য়া ) বৃক্ষে ( বৃশ্যত ইতি বৃক্ষে দেহঃ ) এতো ( আগতো ) কৃতনীড়ো চ ( কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাতাং তো তথাভূতো স্তঃ ) তয়োঃ ( মধ্যে ) একঃ ( জীবঃ ) পিপ্ললান্নং ( পিপ্ললোহৃষথো দেহস্তম্মিদনীয়ং কর্মফলং ) খাদতি ( ভক্ষয়তি ) অন্নাঃ ( ঈশ্বরঃ ) নিরল্লঃ ( অভোক্তা ) অপি ( নিজানন্দতৃপ্তঃ ) বলেন ( জানাদিশক্ত্যা ) ভুয়ান্ ( অধিকো ভবতি ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । চিত্রপত্ন্যবশতঃ পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমত্যনিবন্ধন পরস্পর বন্ধুভাবে অবস্থিত জীব ও ঈশ্বররূপ পক্ষিদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়নিকেতনে অবস্থান করেন । তাহার মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব, অশ্বখরূপী দেহবৃক্ষের কর্মফল ভোগ করেন, অপরটি অর্থাৎ ঈশ্বর, কর্মফল ভোগ না করিয়াও নিজজ্ঞানশক্তিবলে সমধিকরূপে বিরাজ করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ । সুপর্ণো বৃক্ষাং পক্ষিণাবিব দেহাং পৃথগভূতো সদৃশো চিত্রপত্ন্যাং সখায়ো সহযোগাং । যদৃচ্ছয়েতি । বৃক্ষরোহাসক্ত্যানাসক্তিপূর্বকনীড়করণে তদীরপিপ্ললান্নভোজিত্যভোজিত্বৈ চ হেতুভাব উক্তঃ । মায়য়াবৃশত ইতি বৃক্ষে দেহঃ । “উর্দ্ধমূলমাক্ষাংমম্বথং গ্রাহরব্যয়ম্” ইতি স্মৃতেশ্চ । তস্মিন বৃক্ষে আসক্ত্যানাসক্তি-পূর্বকং কৃতং নীড়ং নিকেতনং হৃদয়রূপং যাতাং তো তয়োর্মধ্যে একো জীবঃ পিপ্ললান্নং পিপ্ললোহৃষথো দেহস্তম্মিদনীয়ং কর্মফলমিত্যর্থঃ । খাদতি ভুঙক্তে অন্নাঃ পরমাত্মা নিরল্লঃ অভোক্তাপি নিজানন্দতৃপ্তো বলেন জ্ঞানাদিশক্ত্যা ভুয়ানধিকঃ । প্রতিশ্চ—“দ্বাসুপর্ণা সমুজ্জা

সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । তয়োৱতঃ পিপ্ললং  
স্বাদ্বত্যানশ্লম্নতোহতিচাকশীতি” ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** দুইটি সুপর্ণ অর্থাৎ বৃক্ষসম্বন্ধে  
পৃথক্ভূত দুইটি পক্ষী, দেহসম্বন্ধে পৃথক্ভূত, চিৎরূপ  
বলিয়া সদৃশ, সহযোগে হেতু সখা, যদৃচ্ছাক্রমে—ইহাদ্বারা  
বৃক্ষ দুইটিতে আসক্তি ও অনাসক্তিপূর্বক নীড়নিষ্কাশ  
বিষয়ে উহাদের পিপ্ললান্ন ভোজন ও অভোজন বাপারে  
হেতু নাই, ইহাই কথিত হইতেছে। মায়াবৃত্তক বাহাকে  
ছেদ করা হয়, তাহা বৃক্ষ অর্থাৎ দেহ। যিনি উর্দ্ধমূল  
নিম্নমুখ শাখায়ুক্ত বৃক্ষকে সংপ্রতি জান’—বেদের এই  
অনুসারে, উর্দ্ধমূল অধঃশাখা অস্থখকে অব্যয় বলিয়া-  
ছেন,—এই স্মৃতি ( গী ১৫।১ ) অনুসারে। সেই বৃক্ষে  
আসক্তি ও অনাসক্তিপূর্বক যে দুইটি নীড় অর্থাৎ স্বয়ংরূপ  
নিকেতন নির্মাণ করিয়াছে, সেই দুইটির মধ্যে এক অর্থাৎ  
জীব পিপ্ললান্ন অর্থাৎ পিপ্লল অস্থখ বা দেহ তাহাতে  
অদনযোগ্য ( ভোগ্য ) কর্তৃফল, খায় অর্থাৎ ভোগ করে।  
অন্য অর্থাৎ পরামাত্মা নিরন্ন অর্থাৎ অভোক্তা হইয়াও  
নিজানন্দতৃপ্ত বলিয়া বলে অর্থাৎ জ্ঞানাদিশক্তিবেলে  
ভুয়ান্ অর্থাৎ অধিক। এবিষয়ে প্রতি বলিতেছেন  
( শ্বতাস্থতর ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১ ), সর্বদা সংযুক্ত সখি-  
তাবাপন্ন দুইটি পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া  
আছে; তন্মধ্যে একটি পক্ষী ( জীব ) বহুস্বাদযুক্ত সুখ-  
দুঃখরূপ পিপ্লল ফল ( কর্তৃফল ) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটি  
( ঈশ্বর ) ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ দর্শন করেন ॥ ৬ ॥

**অনুদর্শিনী ।** কঠোপনিষৎ তৃতীয় বল্লীর ১ম  
শ্লোকে পাওয়া যায়—‘উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাখ এবোহস্থখঃ  
সনাতনঃ ।’ উর্দ্ধমূল—সর্বোত্তম শ্রীনারায়ণই যাহার মূল  
তাহাকে। তাহা হইতে অর্কাটীন কার্যোপাধি হিরণ্য-  
গর্ভাদি দেবগণ যাহার শাখাস্বরূপ। যাহা সম্প্রতি বেদ  
অর্থাৎ সেই তত্ত্ব জান।

দেহকে অস্থখ বৃক্ষসহ তুলনায় দেখান হইয়াছে যে,  
দেহ নশ্বর! ‘ন শস্তিষ্ঠতাস্থখঃ’ অর্থাৎ পরদিন প্রভাত  
পর্যন্ত যে থাকে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কথিত শ্লোকে একই দেহে বিরাজিত  
পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ প্রতিপাদনে মহিমা ও  
অমহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বর—মায়াবীশ,  
মায়িক বিশ্বে বিরাজিত থাকিয়াও মায়াতীত আর জীব  
মায়া হইতে পরতত্ত্ব হইয়াও স্বরূপে অমূর্তৈতত্ত্ব হেতু  
মায়াবশ্যযোগ্য।

পুরুষহুক্ত-কথিত—‘উতামৃতত্ত্বশ্চেশানো বদম্নেনাতি-  
রোহতি। এতাবানশ্রু মহিমাতো জ্যয়াংশচ পুরুষঃ ।’  
শ্লোকের অর্থও এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তিনি অন্ন  
অর্থাৎ বৈবয়িক সুখে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই হেতু  
পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বরের মহিমা অপার। ভাগবতের  
২।৬।১৮ শ্লোকেও দেখা যায়—‘সোহমৃতত্ত্বাভ্যশ্চেশো  
মর্ত্তমন্নং বদত্যগাৎ । মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষশ্চ  
দূরতায়ঃ ।’ ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! সেই পরমেশ্বর  
অমৃতের প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতা। তিনি  
মরণধর্ম্মক বৈবয়িক সুখে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই  
হেতু সেই পরমেশ্বরের এই মহিমা অসীম।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলোচ্য শ্লোকের  
‘একস্তয়ো খাদতি পিপ্ললান্নম’ পাদে জীবই কর্তৃফল ভোক্তা,  
ঈশ্বর নহেন; কিন্তু উপরি উক্ত শ্লোকে অন্তর্যামী  
পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব দেখা যায়। ইহার মীমাংসা কি?  
তদুত্তরে আমরা উপরিউক্ত ‘সোহমৃতত্ত্বাভ্যশ্চেশো’  
শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্মে জানিতে  
পারি যে—‘ভগবান্ যে অমৃতের ভোক্তা, ভোজয়িতা ও  
দাতা, সে অমৃত স্বর্গ-সুখার গ্রায় বিকৃত বা নষ্ট হয় না।  
স্বর্গ-সুখার ক্ষয় ও ব্যয় আছে, এমন কি অমৃতপায়ী  
দেবগণও সর্বদা ভীত হইয়া নিজ জীবন-রক্ষার্থে অমৃতের  
মৃত্যুকামনা করেন—‘নিত্যং বদন্তনিজজীবিতেষুভিঃ  
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥’ ভাঃ ১০।২।১০।  
তাই, অমৃতের বিশেষত্ব দেখাইতে বলিয়াছেন—উহা অভয়  
অর্থাৎ সংসারভয়রহিত। গুণ্যবলে জীবের সভয়  
স্বর্গসুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু গুণ্যক্ষয়ে সুখারও ক্ষয় হয়  
এবং স্বর্গেরও নিবৃত্তি হয়। ‘মর্ত্তা’ অর্থাৎ মরণধর্ম্মক ‘অন্ন’

অর্থাৎ বৈষয়িক স্মৃতি। ভগবান্ সেই বিষয়স্মৃতিকে অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব তাঁহার স্বস্বখামৃত অতুলনীয় এবং বিষয়স্বখাতীত নিত্যানন্দপ্রদ। অমৃতভোজীর পক্ষে চণক চর্ষণ যেমন কখনও প্রিয় হয় না এবং যদিও কৌতুকবশে তিনি চণক চর্ষণ করেন তথাপি তাহাতে যেমন তাঁহার আসক্তি হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ বিষয়-ভোগে অনাসক্তই আছেন। এইরূপ গীতায় কথিত—‘আমিহ সর্ববস্ত্রের ভোক্তা এবং প্রভু’—৯।২৪ স্বয়ংভগবানের অন্তর্ভাবিস্বরূপের ভোক্তৃত্বের ব্যপদেশেও তাহা অতিক্রম না করিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ প্রকৃত-পক্ষে সর্বভোক্তা হইয়াও তাঁহার অন্তরঙ্গ চিহ্নজির বিলাসে এবং চিহ্নগ্রহী তাহাতে যেরূপ আসক্ত এবং যে লীলাবিলাসে তিনি স্বাঙ্গানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও ‘সুত্বামৃতং পীতমতীব তে মুদা। যৎতৃপ্তয়েচ্ছাপি ন চালমধরারঃ ॥’ ভাঃ ১০।১৪।৩১। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ ষাঁহার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয় নাই, সেই আপনি (গোবৎস ও গোপবালকরূপে) আনন্দে ষাঁহাদের সুত্বামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন (সেই ব্রজ-গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্ত) সেই ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাসে এবং মায়াময়ী তাহাতে কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া কেবল তাহার উপকার করেন মাত্র। এই জন্ত আলোচ্য শ্লোকের ‘নিরনোহপি বলেন ভূয়ান্’ এই পাদাংশের ‘নিরনন্ত’ শব্দে আসক্তিরাহিত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

আঙ্গানমন্তু স বেদ বিদ্বা

নপিপ্ললাদো নতু পিপ্ললাদঃ।

যোহবিভ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো

বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

অনুব্রয়। (বলাধিক্যমেবাহ) অপিপ্ললাদঃ (কর্শ্ব-ফলাভোক্তা) সঃ বিদ্বান্ (ঈশ্বরঃ) আঙ্গানম্ অন্তঃ (জীবঃ) চ বেদ (জানাতি) পিপ্ললাদঃ (জীবঃ) তু ন (ন জানাতি (তন্মোক্ষার্থে) যঃ (জীবরূপঃ) অবিভ্যয়া যুক্ (যুক্তঃ)

সঃ তু নিত্যবদ্ধঃ যঃ (ঈশ্বররূপঃ) বিভ্যাময়ঃ (বিভ্যা-প্রধানঃ) সঃ তু নিত্যমুক্তঃ (মায়ায়া অনাবরকত্বাদাশ্রয়া-ব্যামোহকত্বাচ্চ অনাদিতঃ অবদ্ধঃ ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। কর্মফলের অতোক্তা ঈশ্বর আত্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্মফলভোক্তা জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহার মধ্যে যিনি অবিভ্যায়ুক্ত তিনি (জীব) নিত্যবদ্ধ এবং যিনি বিভ্যাপ্রধান তিনি (ঈশ্বর) নিত্যমুক্ত ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। স পরমাঙ্গা আঙ্গানং স্বং অন্তঃ জীবঞ্চ বেদ ন পিপ্ললং কর্মফলমন্তীতি সঃ পিপ্ললাদো জীবন্ত ন তু স্বমন্তুঞ্চ বেদ। যুক্ যুক্তঃ নিত্যবদ্ধো জীবঃ। বিভ্যাময় ইতি বিদ্যাশব্দেনাত্রান্তরঙ্গচিহ্নজিরূচ্যতে। ন তু বহিরঙ্গ-মায়াশক্তিবৃত্তিঃ তথা চ গোপালতাপনী ঋতিঃ। ‘বো স্পর্শপর্শো ভবতো ব্রহ্মণোহংশভূতস্তথেষ্টরো ভোক্তা ভবতি অত্রো হি সাক্ষী ভবতীতি ভোক্তাভোক্তারৌ বৃক্ষ-ধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদ্যামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ী ভবতীতি’ স্মৃতিশ্চ। ছায়াতর্পণে যত্র ন গৃহপক্ষিবিতি ছায়াতর্পণে অবিদ্যাবিদ্যে ইতি ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি অর্থাৎ পরমাঙ্গা আঙ্গা অর্থাৎ নিজকে অন্ত অর্থাৎ জীবকে জানেন, পিপ্লল অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করেন না। পিপ্ললাদ অর্থাৎ ভোগকারী জীব কিন্তু আপনাকে বা অন্তকে জানে না। যুক্ অর্থাৎ (অবিদ্যা) যুক্ত সে নিত্যবদ্ধ জীব। বিদ্যাময়—বিদ্যা শব্দে এখানে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তিকে বলা হইতেছে। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বৃত্তি নহে। এবিষয়ে গোপালতাপনী ঋতি বলিয়াছেন (উঃ বিঃ ১৮-২১) ‘দুইটী পক্ষী আছেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মের অংশভূত ইতরটী ভোক্তা, অন্তটী সাক্ষী হইতেছেন। ভোক্তা ও অভোক্তা দুইটী বৃক্ষ ধর্ম্মে বর্ত্তমান। যেস্থলে বিদ্যা ও অবিদ্যা আমরা জানি না, বিদ্যা অবিদ্যা হইতে ভিন্ন বিদ্যাময় যিনি, তিনি কিরূপে বিষয়ী হন।’ এ বিষয়ে স্মৃতির বচন—(ভাঃ ৮।৫।২৭)

‘যাহাতে জীবপক্ষপাতিনী ছায়াতপ নাই,’। এস্থলে ছায়াতপ অর্থে অবিদ্যা ও বিদ্যা এই ব্যাখ্যা ॥৭॥

**অনুদর্শিনী।** অবিদ্যা ও বিদ্যা—বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির বৃত্তিহয় ভাঃ ১১।১১।৩ দ্রষ্টব্য। জীব সেই অবিদ্যা মুক্ত আর জীবান্তর্ধামী সেই মায়ামুক্ত।

‘বিদ্যাময়’ শব্দে কোন্ বিদ্যা তাহার মীমাংসায় স্বটাকায় উক্ত শ্রীগোপালতাপনীর শ্লোকের অর্থে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—“(ঈশ্বর বা পরমাত্মা দেহরূপে অভোক্তা হইলেও কৃষ্ণের তাহাতে আসে কি? উত্তর—কৃষ্ণই তত্ত্বাংশে তদ্রূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে বর্তমান। গীতায় নিজে বলিয়াছেন—আমিই একাংশে অর্থাৎ প্রকৃত্যন্ত-ধামী পুরুষরূপেই অর্থাৎ পরমাত্মারূপে অবস্থিত।) শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু সেই পরমাত্মা হইতে অতিশয় বলিতেছেন—বিদ্যা-বিদ্যে অর্থাৎ মায়ার বৃত্তিরূপে। ‘বিদ্যাবিদ্যে মম তন্ বিদ্ধুদ্ববশরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়ায়া মে বিনিশ্চিত্তে’—ভাঃ ১১।১১।৩। সেই দুইটা ষাঁহার নিকটে স্বীকার করি না। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অংশ অন্তর্ধামীরই তাহার অধিষ্ঠাতৃ হেতু। যত্নাত্মাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি বিশ্বপুত্রাণাং। বিদ্যাবিদ্যা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথকভাবে স্থিত।

স্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

মায়াং বৃন্দন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥

ভাঃ ১।৭।২৩

শ্রীঅর্জুন শ্রীভগবান্কে কহিলেন—তুমিই কারণ, তুমিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমিই সাক্ষ্য ঈশ্বর অতএব নির্লিপ্ত বা অবিকারী। তুমি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা (বিদ্যাও অবিদ্যাবৃত্তিহয়বতী) মায়াশক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থান কর।

চিচ্ছক্তি অর্থাৎ স্বরূপভূতা শক্তি স্তম্ভা পটমহিষী তুল্য; মায়া—বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিহয়বতী দূর্ভগাতুল্য।—অতএব চিচ্ছক্তি স্বরূপভূতা বলিয়া তোমা হইতে অভিন্নই সর্বদা তোমার দেহ, ইন্দ্রিয়পরিকরাদিরূপে অবস্থিত। মায়া কিন্তু ছায়াতুল্যই তোমার অস্বরূপ। বলিয়া জ্ঞানাজ্ঞান

গুণময় জগদ্রূপে বর্তমান, তোমা হইতে ভিন্নই; মায়া তোমার শক্তি বলিয়া কখন কখন অভেদও কথিতা এবং ভিন্নাভিন্নরূপাশক্তি।” মায়াই একটীমাত্র শক্তি, অতঃ শক্তি নাই—এই মত পরাস্ত হইল।

সেইরূপই হেতু বলিতেছেন—বিদ্যাই মহাবিদ্যা চিচ্ছক্তি তৎপ্রাচুর্য্যবান্। (অর্থাৎ পরমাত্মা—চিচ্ছক্তি প্রচুর) তিনি কেন বিষয়ী হন।’

শ্রীমদ্বহাগ্রভূও বলিয়াছেন—‘মায়াবীশ’ ‘মায়াবশ’ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ ॥৭॥

দেহস্থোহপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোথিতঃ।

অদেহস্থোহপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥৮॥

**অনুব্রয়।** বিদ্বান্ (মুক্তঃ) (সংস্কারবশেন) দেহস্থঃ অপি স্বপ্নাৎ উথিতঃ যথা (স্বর্ধ্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোহপি তদগত-সুখ-দুঃখাদ্যভাবান্তরস্থো ন ভবতি তথা) দেহস্থঃ ন (ভবতি) কুমতিঃ (অবিদ্বান্) অদেহস্থঃ অপি স্বপ্নদৃক্ যথা (স্বপ্নদেহগতো যথা তদেহগত-সুখ-দুঃখভাক্ তথা) দেহস্থঃ (তন্নিমিত্ত সুখ-দুঃখভাগ্ ভবতি) ॥৮॥

**অনুবাদ।** মুক্তব্যক্তি সংস্কারবশে দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোথিত ব্যক্তির ত্রায় দেহস্থ সুখদুঃখ ফলভোগী নহেন; সেইরূপ অবিদ্যাগ্ৰস্ত বদ্ধপুরুষ স্বরূপতঃ দেহগত সুখদুঃখ-ফলভোগী না হইয়াও স্বপ্নদর্শী পুরুষের ত্রায় দেহস্থ সুখদুঃখভোগী হইয়া থাকে ॥৮॥

**বিশ্বনাথ।** অথ বন্ধযুক্তয়োর্জীবয়োর্মিথোবৈলক্ষণ্য-মাহ,—দেহস্থোহপি দশভিঃ। তত্র ত্রিভিঃ কথং বর্ততেত্যন্তোত্তরমাহ—বিদ্বান্ মুক্তঃ সংস্কারবশেন দেহ-স্থোহপি দেহস্থো ন ভবতি। স্বপ্নাদুথিতঃ বাধিতাম্মুর্তি-ত্য়ায়েন স্বর্ধ্যমাণে স্বপ্নদেহে স্থিতোহপি তত্রস্থো ন ভবতি তদগত সুখদুঃখয়োঃ স্বনিষ্ঠদ্বেনাপ্রতীতেঃ। তথা বস্তুতো ন দেহস্থোহপি কুমতিরবিদ্বান্ দেহস্থঃ তন্নিমিত্তসুখদুঃখভাক্ যথা স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নান্ পশুন্ স্বপ্নদেহগতঃ ॥৮॥



**বঙ্গানুবাদ।** অতঃপর বন্ধ ও মুক্তজীবের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য দেহস্থ প্রভৃতি দশটা শ্লোকে বলিতেছেন তাহার মধ্যে তিনটিতে কিরূপে থাকা সম্ভবপর ইহার উত্তর বলিতেছেন। বিদ্বান্ অর্থাৎ মুক্ত সংস্কারবশে দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন। যেমন স্বপ্ন হইতে উখিত ব্যক্তি ‘বাধিত-অনুবৃত্তি’ গ্রায় অনুসারে স্মৃতিপথারূঢ় স্বপ্নদেহে থাকিয়াও তন্মধ্যস্থ ন’ন, যেহেতু তদগতসুখ-দুঃখবিষয়ে স্বনিষ্ঠভাবে প্রতীতি নাই; সেইরূপ বস্ত্ততঃ দেহস্থ না হইয়াও কুমতি অবিদ্বান্ দেহস্থ অর্থাৎ তন্নিমিত্ত সুখদুঃখভাগী, যেমন স্বপ্নদৃক্ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনশীল স্বপ্ন-দেহগত ॥৮॥

**অনুদর্শিনী।** স্বপ্নদর্শনকালে দ্রষ্টার নশ্বরতা ও দৃশ্যবস্তুর অসত্তা থাকিলেও যেমন নিদ্রাক্ষ ব্যক্তি স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের অস্তিত্বকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে এবং স্বপ্নদৃষ্ট-বস্ত্তনিষ্ঠ সুখদুঃখাদিতে অভিভূত হয়, তদ্রূপ মায়ামোহে নিদ্রিত ব্যক্তি অনিত্য জড়দেহে ‘আমি’ বুদ্ধি করিয়া মায়িক সুখদুঃখের ভাগী হয়।

নিদ্রাভঙ্গে জীব যেরূপ নিজদেহ স্মৃতিলাভ করিয়া স্বপ্নাবস্থা বিস্মৃত না হইয়াও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ, সেরূপ মুগ্ধ হন না, সেইরূপ বিদ্বান্ মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপের উপলব্ধি করতঃ সংস্কারবশে দেহে অবস্থান করিয়াও দেহস্থ নহেন বা মায়িক সুখদুঃখভাগী নহেন।

‘বাধিতানুবৃত্তি’ গ্রায়—বাধিত, বাধাপ্রাপ্ত, অনুবৃত্তি—পশ্চাদ্গমন। অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নপ্রবাহ যেরূপ পর পর চলিতে থাকে, বিরাম হয় না, কিন্তু জাগরণে ঐরূপ প্রবাহ-গতি বাধা প্রাপ্ত হইয়া মধ্য মধ্য স্মৃতিপথে উদিত হয় মাত্র ॥৮॥

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।

গৃহমাণেষুহংকুর্য্যাম্ বিদ্বান্ যস্তবিক্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

**অন্বয়।** যঃ তু অবিক্রিয়ঃ (বিকাররহিতঃ) বিদ্বান্ (ভবতি সঃ) গুণৈঃ (গুণজাতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ গুণেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) গৃহমাণেষু অপি অহং ন কুর্য্যৎ চ (অহং গৃহ্যামীতি মতিং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।** রাগাদিশূন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণজাত ইন্দ্রিয়বর্গ-কর্ত্তক গুণোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়সমূহ গৃহীত হইলে ‘আমি গ্রহণ করিতেছি’ এরূপ মনে করেন না ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** ইন্দ্রিয়ৈশ্চ গৈরিন্দ্রিয়ার্থেষুপি গুণেষু গৃহমাণেষু ন অহং কুর্য্যৎ অহং গৃহ্যামীতি মতিং ন কুর্য্যৎ। নিরহঙ্কারিত্তে লিপ্তং অবিক্রিয়ন্ততদ্বিকাররহিতঃ। বিকারবস্ত্তেষুপি অহং ন কিমপি করোামীতি বাচৈব ক্রবন্ কপটী মহাবদ্ধো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** গুণ অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গুণ অর্থাৎ গুণজাত ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়সমূহ গৃহমান্ বা গৃহীত হইলেও অহংবুদ্ধি করিবেন না অর্থাৎ আমি করিতেছি এরূপ মতি করিবেন না। নিরহঙ্কারিত্তের চিত্ত অবিক্রিয় অর্থাৎ তজ্জনিত বিকার-রহিত। কিন্তু বিকার থাকিলেও কেবল কথায় ‘আমি কিছু করিনা’—এরূপ যে বলে, সে কপটী, তাহাকে মহাবদ্ধ বলিয়া জ্ঞানিবে ॥ ৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** বিদ্বান্ নিরহঙ্কারী স্মৃতরাং তিনি দেহস্থ হইয়াও সুখদুঃখভাগী নহেন—

তত্ত্ববিশ্তু মহাবাহো গুণকর্ণবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ গী ৩২৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে মহাবাহো (অর্জুন), যে পুরুষ গুণকর্ণ-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃতকাৰ্য্যে এই বলিয়া আসক্ত হন না যে, আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্বস্বরূপভ্রমে প্রাকৃত অহংকারবদ্ধ হইয়া জড় কার্য্য স্বীকার করিতেছি। বস্ত্ততঃ শুদ্ধাত্মাস্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করিনা, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহঙ্কার ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় কার্য্য করে। —শ্রীলভক্তিবিনোদ।

স্মৃতরাং বিদ্বান্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা এরূপ বুদ্ধি করেন না, তিনি বিকাররহিত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য। যাহারা বিষয়ে রাগ-দ্বेष-অভিমানাদিবৃত্ত তাহারা অনেক সময় বলে ‘আমি কিছুই করিনা, ভগবান্ যাহা করান্, তাহাই করি’—‘যথানিয়ুক্তোহস্মি তথা করোমি।’ কিন্তু তাহাদিগকে বিদ্বান্ বলিতে হইবে না—তাহারা কপটী এবং মহাবদ্ধ।

কেবল নিজদোষ-পরিহারে সাধুতা দেখাইবার জন্তু কথায় লোকবঞ্চনা করিলেও তাহার। নিরহঙ্কারী নহে দান্তিক ও আত্মবঞ্চক ॥ ৯ ॥

দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা।

বর্তমানোহবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

অনুব্র। অবুধঃ (অবিদ্বান্) দৈবাধীনে (পূর্ব-কর্মাধীনে) অস্মিন্ শরীরে বর্তমানঃ (সন্) কর্তা অস্মি ইতি (অহং কর্তাস্মীতি অহঙ্কারেণ) গুণভাব্যেন (গুণৈ-রিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন) কর্মণা তত্র (দেহাদৌ) নিবধ্যতে (বন্ধো ভবতি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাক্তন কর্ম্মাধীনে দেহে অবস্থানপূর্বক “আমি কর্তা” এইরূপ অহঙ্কারবশতঃ গুণজাত-কর্ম্মদ্বারা দেহাদিতে বদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। দৈবাধীনে পূর্বকর্মাধীনেহস্মিন্ শরীরে বর্তমানঃ গুণৈরিন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যেন কৃতেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে। কুতঃ কর্তাস্মীত্যহঙ্কারেণ যদুক্তং—“অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মত্বতে” ইতি ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। দৈবাধীন অর্থাৎ পূর্বকর্ম্মের অধীন এই দেহে বর্তমান থাকিয়া গুণভাব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-কর্তৃক ভাব্য অর্থাৎ কৃতকর্ম্মদ্বারা নিবদ্ধ হয়। কেন, না, আমি কর্তা এই অহঙ্কার-জন্তু। যেরূপ (গীঃ ৩২৭) বলা হইয়াছে—“অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া মনে করে আমি কর্তা ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। বস্তুতঃ জীবের অদেহস্থ হইয়াও দেহগত-সুখদুঃখভাগের কারণই অহঙ্কার—

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্কশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মত্বতে ॥’ গীঃ ৩২৭

‘বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্ম্মাচরণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভেদ এই যে—অবিদ্বাদ্বারা জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যই আমি একা করি—এই জ্ঞানে আমি কর্তা এইরূপ মনে

করে। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।’—ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ

এতৎ প্রসঙ্গে—

‘স এব বর্হি প্রকৃতেগুণেষুভিবিষজ্জতে।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মত্বতে ॥’

— ভাঃ ৩২৭২ শ্লো আলোচ্য ॥ ১০ ॥

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাতনমজ্জনে।

দর্শন-স্পর্শন-স্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু।

ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

অনুব্র। (বৈলক্ষণ্যাস্তরং বদন্ কিং ভূজীত ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরমাহ) এবং বিরক্তঃ (অন্তগতমেব কর্ম্ম মাং বধ্যাতীত্যেবং বিরক্তঃ) বিদ্বান্ শয়ন আসনাতনমজ্জনে (শয়নে আসনে ভ্রমণে স্নানে চ তথা) দর্শন-স্পর্শন-স্রাণ-ভোজন-শ্রবণাদিষু (কর্ম্মসু চ) তত্র তত্র (বিষয়েষু) গুণান্ (ইন্দ্রিয়াতাপি) আদয়ন্ (ভোজয়ন্ তৎসাক্ষিয়েন বর্তমানঃ নতু স্বয়মদন্) তথা (অবিদ্বানিব) ন বধ্যতে (বন্ধো ন ভবতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বৈরাগ্যবান্ বিদ্বান্ পুঙ্খ শয়ন, উপ-বেশন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শ, স্রাণ, ভোজন, শ্রবণাদি সকল কর্ম্মে ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ভোগ করাইয়া নিজে সাক্ষীস্বরূপ বর্তমান থাকেন বলিয়া অজ্ঞের স্রায় ঐ সকল কর্ম্মে আবদ্ধ হন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। কিং ভূজীতেতি যদুক্তং তত্রাহ,—এবমিতি ত্রিভিঃ। ন তথা বধ্যতে ইতি শয়নাসনাদিষু যথা অবিদ্বাস্তত্র তত্রাসক্ত্যা তত্তত্ত্বপায়োত্থাত্যাং হর্ব-শোকাভ্যাং বধ্যতে তথা। তেন বাধিতাম্বুত্তিষ্ঠায়েন কিঞ্চিন্মাত্রহর্বশোকবদেহপি ন কৃতিঃ। যতো বিরক্তঃ। তত্র তত্র বিষয়েষু গুণানিন্দ্রিয়াণি আদয়ন্ ভোজয়ন্ তৎ-সাক্ষিয়েন বর্তমানঃ নতু স্বয়মদন্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। কি ভোগ করিবে, এই যে বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ‘এবং’ প্রভৃতি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—সেরূপ বদ্ধ হয় না অর্থাৎ শয়নাসনাদিতে যেমন অবিদ্বান্

সেই সেই বিষয়ে আসক্তিজন্য সেই সেই উপায় হইতে উখিত হর্ব ও শোকের দ্বারা বদ্ধ হয়, সেইরূপ 'বাধিতানু-বৃত্তি' ত্রায়ানুসারে সামান্য কিছু হর্বশোক থাকিলেও ক্ষতি নাই। যাহা হইতে বিরক্ত। সেই সেই বিষয়ে গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ করাইয়া, কিন্তু নিজের ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে বর্তমান ॥ ১১ ॥

**অনুদর্শিনী।** বিজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া বিষয়-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট, অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত এবং নাশে শোকগ্রস্ত হন না। তিনি নিজকে বিষয়ের ভোক্তা না জানায় বিষয় গ্রহণ করিয়াও ভোগী নহেন ॥ ১১ ॥

প্রকৃতিস্থোহপ্যাসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।

বৈশারভ্যেক্স্যাসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নানানাত্মাদ্‌ বিনিবর্ততে ॥ ১২-১৩ ॥

**অনুন্নয়।** (এতদেব কুতস্তত্‌রাহ) (বিদ্বান্) খং সবিতা অনিলঃ যথা (যথা খং আকাশং সর্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে যথা সবিতা জলে প্রতিবিম্বিতোহপি যথানিলঃ সর্বত্র সঞ্চরন্নপি তত্র তত্র ন সজ্জতে তদ্বৎ) প্রকৃতিস্থঃ অপি অসংসক্তঃ (তত্রানাসক্তঃ কিঞ্চ) অসঙ্গশিতয়া (অসঙ্গে বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া) বৈশারদ্যা (যথার্থয়া) ইক্ষয়া (স্বরূপদর্শনে) ছিন্নসংশয়ঃ (ছিন্না সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যন্ত সঃ) স্বপ্নাৎ প্রতিবুদ্ধঃ (জাগরিতঃ) ইব নানাঙ্ঘাৎ (দেহাদিপ্রপঞ্চাৎ) বিনিবর্ততে (বিশিষেণ নিবৃত্তো ভবতি)

**অনুবাদ।** আকাশ যে প্রকার সর্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও, সূর্য যে প্রকার জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও এবং বায়ু যে প্রকার সর্বত্র প্রবাহিত হইয়াও কোথাও আসক্ত হয় না; সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিয়া বৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণজ্ঞ এবং স্তুনিপুণ স্বরূপদর্শনের দ্বারা সকল সংশয় ছেদনপূর্বক স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ত্রায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে বিশেষ প্রকারে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২-১৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** এতদেব কুতস্তত্‌রাহ,—প্রকৃতিস্থোহপিতি সাক্ষিন। যথা খং সর্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে যথা সবিতা

সর্বত্র কিরণজালং প্রসারয়ন্নপি যথা চ অনিলঃ সর্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বৎ। অসঙ্গেণ বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া ছিন্নাঃ সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ো যন্ত সঃ। নানাঙ্ঘাৎ নানা দেহপ্রপঞ্চাৎ ॥ ১২-১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ইহা কি জ্ঞাত-সেই বিষয়ে 'প্রকৃতিস্থ'-প্রভৃতি সাক্ষি (দেড়টী) শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন আকাশ সর্বত্র স্থিত হইলেও তাহা কিছুতে লাগে না, যেমন সূর্য সর্বত্র কিরণজাল বিস্তার করিলেও, আর যেমন বায়ু সর্বত্র বিচরণ করিয়াও নির্লিপ্ত, সেইরূপ। অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য-কর্তৃক শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ। ছিন্ন সংশয় অর্থাৎ বাহার সংশয় অর্থাৎ অসম্ভাবনাদি ছিন্ন। নানাঙ্ঘ অর্থাৎ নানাদেহপ্রপঞ্চ ॥ ১২-১৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** বৈরাগ্যই প্রকৃত তীক্ষ্ণ অসি। বৈরাগ্য একদিকে যেমন বাহিরের বিষয় অন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না, অপরদিকে তেমন অন্তরের বিষয়-বাসনাকেও ক্রমশঃ অন্তর্হিত করায়।

স্বপ্নদর্শন হইতে উখিত ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় স্বদেহ-প্রতীতিক্রমে নিজেকে যেমন বিভিন্ন দেহে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন না তদ্রূপ স্বরূপে স্থিত ব্যক্তি আপনাকে নানাদেহগত দেখেন না ॥ ১২-১৩ ॥

যন্ত স্যুর্বীতিসঙ্কল্লাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।

বৃত্তয়ঃ স বিনিম্মুক্তো দেহস্থোহপি হি তদগুণৈঃ ॥১৪॥

**অনুন্নয়।** (কথং বিহরেদিত্যন্তোত্তরত্বেন বৈলক্ষণ্যান্তর মাং) যন্ত প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং (প্রাণাদীনাং) বৃত্তয়ঃ (বিষয়বৃত্তয়ঃ) বীতিসঙ্কল্লাঃ (সঙ্কল্লশূতাঃ) স্মাঃ (ভবন্তি) সঃ তু দেহস্থঃ অপি হি তদগুণৈঃ (দেহগুণৈঃ সঙ্কল্লশূতাভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভিঃ) বিনিম্মুক্ত (যুক্ত এব ভবতি) ॥১৪॥

**অনুবাদ।** যাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয় প্রবৃত্তিসমূহ সঙ্কল্লশূত, তিনি দেহে অবস্থান করিলেও সঙ্কল্লশূত প্রাণাদিবৃত্তি দ্বারা বিচরণ করিয়াও যুক্তের ত্রায় বর্তমান থাকেন ॥ ১৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** যদুক্তং কথং বিহরেদিতি তত্রাহ, -  
যন্তেতি। তদৃগ্গণৈদেহধর্মৈঃ শোকমোহাদিভির্বিমুক্তঃ  
সন্ সঙ্কল্পশূভাভিঃ প্রাণাদিবৃত্তিভির্বিহরতীতি ভাঃ ॥ ১৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** কিরূপে বিহার করিবে, এই যাহা  
বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বলিতেছেন,—তদৃগ্গণ অর্থাৎ  
শোকমোহাদি দেহধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া সঙ্কল্পশূ  
প্রাণাদিবৃত্তির সহিত বিহার করেন ॥ ১৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** বাসনাশূত্র ব্যক্তি বিষয়ের মধ্যে  
অবস্থান করিলেও নির্বিঘ্নী, দেহে থাকিয়াও দেহ বা  
দেহধর্ম—শোকমোহাদিবিমুক্ত।

প্রাণের ধর্ম—স্বপ্নপিপাসা, ইন্দ্রিয়ধর্ম—দর্শন-শ্রবণাদি,  
মনোধর্ম—সঙ্কল্প-বিকল্প এবং বুদ্ধির ধর্ম—নিশ্চয়রূপা ॥ ১৪ ॥

যস্তাত্মা হিংস্রতে হিংস্রৈর্ষেন কিঞ্চিদযদৃচ্ছয়া।

অর্চ্যতে বা কচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ১৫ ॥

**অম্বয়।** (এবং তাবধ্বং-মুক্তয়োঃ স্ব-সংবেদ্যমেব  
বৈল্যক্ষণ্যমুক্তং ইদানীং কৈবী জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিত্য-  
স্ত্রোত্তরতয়া পঠেরপি স্ত্রোত্তরং বৈলক্ষণ্যমাহ) যস্ত আত্মা  
(দেহঃ) হিংস্রৈঃ দুর্জনে নৈর্য্যাকী প্রাণিভিঃ) হিংস্রতে  
(পীড়্যতে) (তথা) যদৃচ্ছয়া যেন (কেনাপি) কচিৎ  
কিঞ্চিৎ অর্চ্যতে (পূজ্যতে) বা (সঃ) বুধঃ তত্র  
(হিংস্রায়ার্মর্চায়াং বা) ন ব্যতিক্রিয়তে (ন বিক্রিয়তে  
ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।** যাহার শরীর দুর্জন বা হিংস্রপ্রাণিগণ  
কর্তৃক পীড়িত এবং যদৃচ্ছাক্রমে কখনও কাহারও  
কর্তৃক পূজিত হইলেও সেই জানী হিংসায় বা পূজায় ক্রুদ্ধ  
বা সন্তুষ্ট নহেন; অর্থাৎ হিংসিত বা পূজিত হইলেও  
যাহাতে বিকার দেখা যায় না, তিনি জীবমুক্ত ॥ ১৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** যদুক্তং কৈবী জ্ঞায়েত লক্ষণৈরিতি  
তত্র সর্বস্ত্রোত্তরানি মুক্তলক্ষণান্যাহ,—যস্যেতি ত্রিভিঃ।  
হিংস্রৈর্দুর্জনৈর্য্যাত্মা দেহো হিংস্রতে উপানং-প্রহার-  
দিভিঃ পীড়্যতে। যদৃচ্ছয়া হেতুনা বিনৈব যেন কেনাপি  
অকচন্দনাদিনা কিঞ্চিদর্চ্যতে বা তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে

নাতিবিক্রিয়তে দুর্জনান্ প্রতি ন ক্রুধ্যতি স্তজ্ঞানান্ প্রতি ন  
তুধ্যতি চেত্যর্থঃ। যদুক্তং যাস্তবন্ধোন। “যঃ কণ্টকৈ-  
র্বিভূদতি চন্দনৈশ্চ বিলিম্পতি। অক্লোহোপরি তুষ্টশ্চ  
সমস্তশ্চ চ তস্ত চ” ইতি ॥ ১৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর যাহা বলা হইয়াছে যে, কি  
কি লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, সে বিষয়ে সকলের স্মবিজ্ঞাত  
মুক্তিলক্ষণগুলি (‘যস্ত’) প্রভৃতি তিনটি শ্লোকে)  
বলিতেছেন—হিংস্র অর্থাৎ দুর্জন কর্তৃক যাহার আত্মা  
অর্থাৎ দেহ হিংসিত অর্থাৎ পাদুকাগ্রহার প্রভৃতি দ্বারা  
উৎপীড়িত হয়। অথবা যদৃচ্ছাক্রমে বিনা হেতুতেই যে  
কেহ কর্তৃক মাল্যচন্দন প্রভৃতি কিছু পূজা প্রাপ্ত হন।  
সে বিষয়ে ব্যতিক্রিয়া বা অতিবিক্রিয়া যুক্ত হন না।  
অর্থাৎ দুর্জনগণের প্রতি ক্রুদ্ধ বা স্তজনদিগের প্রতি  
সন্তুষ্ট হন না। যাস্তবন্ধ যেরূপ বলিয়াছেন—যিনি কণ্টক  
দ্বারা পীড়িত হইয়া বা চন্দন-বিলেপনে সংকৃত হইয়াও  
অক্লদ্ধ বা অপরি তুষ্ট, তিনিই মুক্ত ॥ ১৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** মুক্তের লক্ষণ—

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পঠৈর্দ্বন্দ্বৈশ্চ যোজিতাঃ।

ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঃ গুণাশ্রয়ঃ ॥

ভাঃ ১।১৮।৫০

এই সংসারে প্রায়ই সাধুগণ অস্ত্র কর্তৃক স্ত্রহঃখ প্রাপ্ত  
হইলেও দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত বা স্ত্রখে অত্যন্ত তুষ্ট হন  
না, কারণ তাঁহাদিগের আত্মা স্ত্রহঃখাদিগুণে অনাসক্ত।

এতৎ প্রসঙ্গে পরে ভাঃ ১।১২।৫৮-৫৯ শ্লোকদ্বয়  
আলোচ্য ॥ ১৫ ॥

ন স্তবীত ন নিন্দেত কুবর্ততঃ সাধবসাধু বা।

বদতো গুণদোষাত্যাং বর্জিতঃ সমদঙ্গুনিঃ ॥ ১৬ ॥

**অম্বয়।** গুণদোষাত্যাং বর্জিতঃ (লৌকিকব্যবহার-  
বিমুক্তঃ) সমদৃক্ (সমদর্শী যঃ) সাধু অসাধু বা (সদ্ বা  
অসদ্) কুবর্ততঃ বদতঃ (জনান্) ন স্তবীত (ন প্রশংসেৎ)  
ন নিন্দেত (ন নিন্দেৎ) (সঃ) মুনিঃ (মুক্তো স্ত্রয়ঃ) ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।** যিনি লৌকিকব্যবহার-বিমুখ এবং সমদর্শী হইয়া সৎ বা অসৎ কার্যের অনুষ্ঠানকারী অথবা সৎ বা অসৎ ব্যাক্যের উচ্চারণকারী জনসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন না তিনি মুনি অর্থাৎ মুক্ত ॥ ১৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** সাধবসাধু কুর্ততো বদতো বা জনান্ ন স্তবীত ন চ নিন্দেৎ ॥ ১৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সাধু বা অসাধু কার্যশীল বা কথন-শীল ব্যক্তিগণের প্রশংসাও করিবেন না, নিন্দাও করিবেন না ॥ ৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** মুক্তপুরুষ লৌকিক-ব্যবহারেও বিমুখ। ইহা অপরের পক্ষে কথঞ্চিৎ জ্ঞেয় লক্ষণ ॥ ১৬ ॥

ন কুর্ধ্যান্ বদেৎ কিঞ্চিৎ ধ্যায়েৎ সাধবসাধু বা।

আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥১৭॥

**অন্নয়।** মুনিঃ (মুক্তো জনো দেহার্থঃ) সাধু (সৎ) অসাধু (অসৎ) বা কিঞ্চিৎ (কল্প) ন কুর্ধ্যাৎ ন বদেৎ ন ধ্যায়েৎ অনয়া বৃত্ত্যা (কল্পণ্যোদাসীতেন স্বভাবেন) আত্মারামঃ (আত্মনি এব রমমাণঃ সন্) জড়বৎ (জড় ইব) বিচরেৎ (ভ্রমেৎ) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।** মুক্ত পুরুষ দেহের নিমিত্ত সদ বা অসদ বিষয়ের অনুষ্ঠান, উচ্চারণ এবং চিন্তা করেন না। সকল কল্পে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র আত্মারাম হইয়া জড়ের স্থায় বিচরণ করেন ॥ ১৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** অনয়া বৃত্ত্যা অনেন স্বভাবেন মুক্ত-লক্ষণভিন্নং বদ্ধলক্ষণঞ্চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এই বৃত্তি বা স্বভাব দ্বারা মুক্ত লক্ষণ হইতে ভিন্ন বদ্ধ লক্ষণও জানা যায় ॥ ১৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** মুক্ত ব্যক্তি অপরের ক্রিয়া-কলাপে ত উদাসীনই, নিজের দৈহিক কল্পেও উদাসীন।

মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ আমূল বলা হইল। স্তবরাং বদ্ধ ব্যক্তি যে এই লক্ষণসমূহের বিপরীত লক্ষণবৃত্ত তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এ পর্যন্ত জ্ঞানযোগে সিদ্ধ ব্যক্তির অসাধারণ লক্ষণ-গুলি এবং মুক্তিপ্রার্থী সাধকের মুক্তি-জন্ত অনুষ্ঠেয় সাধন-সমূহ কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতো ন নিষ্কাতাং পরে যদি।

শ্রমস্তশ্চ শ্রমফলো হৃথেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১৮ ॥

**অন্নয়।** (যঃ তু কেবলং) শব্দব্রহ্মণি (বেদে) নিষ্কাতঃ (অধ্যয়নাদিনা পারং গতোহপি) যদি পরে (পরব্রহ্মণি) ন নিষ্কাতাং (ধ্যানাত্তভিযোগং ন কুর্ধ্যাৎ) অধেনুং রক্ষতঃ ইব (চিরপ্রস্থতাং গাং পালয়তো জনশ্চেব) তশ্চ (অপি) শ্রমঃ (শাস্ত্রাত্যাস্রমঃ) শ্রমফলঃ হি (শ্রমৈকফলঃ, ন তু পুরুষার্থপর্যবসায়ী,) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ।** যিনি কেবল শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত অর্থাৎ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা পারদ্রুত হইয়াও পরব্রহ্ম ভগবানে ধ্যানাদি যোগদ্বারা নিষ্কাত না হন, তাহা হইলে অধেনু রক্ষার স্থায় অর্থাৎ দীর্ঘকালের প্রসবশীলা গাভীর রক্ষকের স্থায় বা যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালন-কারীর স্থায় তাঁহার শাস্ত্রাত্যাস্রম কেবলমাত্র শ্রমেই পর্যাবসিত হয়, কিন্তু পুরুষার্থপ্রদ নহে ॥ ১৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ ভগবতি সচ্চিদানন্দময়াকারত্ব-ভাবনয়া ভক্তিং কুর্ত্বীত তদৈবায়মুক্তলক্ষণো মুক্তজীবঃ সিদ্ধোদত্তথা তু পতেদিতিহ, শব্দে বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মণি তৎ-প্রতিপাদ্যে নির্বিশেষে ব্রহ্মণি চ নিষ্কাতঃ বিশিষ্টজ্ঞানকুশলঃ কিন্তু পরে তাভ্যাং দকাশাদপি পরমাত্মশব্দেন শ্রেষ্ঠে ভগবতি ন নিষ্কাতাং ভক্তিকৌশলবান্ ভবেৎ নিষ্কাতশব্দস্য কুশলার্থহাস্তগবতি সচ্চিদানন্দাকারত্বভাবনয়া ভক্তিরেবাত্ত কুশলতা। যাং বিনা তশ্চ শ্রমঃ সাধনশ্রমঃ শ্রমৈকফলো ব্যর্থ এব ন তু পুরুষার্থপ্রাপকঃ। দুগ্ধকামস্য অধেনুং বন্ধ্যাং চিরপ্রস্থতাং বা রক্ষতো যথা শ্রমঃ। অত্র শব্দ-ব্রহ্মণি বেদে নিষ্কাতোহপি পরে ব্রহ্মণি নির্বিশেষে ইতি ব্যাখ্যায়ামেকদেশায় উত্তরশ্লোকার্থতাৎপর্যবিরোধশ্চ স্থাৎ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় আকার ভাবনা করিয়া তাঁহাতে ভক্তি করিবেন, তখনই কথিত লক্ষণ এই মুক্তজীব সিদ্ধিলাভ করিবেন, অতথা পতিত হইবেন, ইহাই বলিতেছেন। শব্দ অর্থাৎ বেদ ও তৎপ্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মেও নিষ্ণাত অর্থাৎ বিশিষ্ট-জ্ঞানকুশল, কিন্তু পর অর্থাৎ এই দুইটী হইতেও পরমাশ্রয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ ভগবানে নিষ্ণাত অর্থাৎ ভক্তি-কৌশলবান্ হন না। নিষ্ণাত শব্দের অর্থ ‘কুশল’ বলিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দাকার ভাবনাদ্বারা তাঁহাতে ভক্তিই এখানে কুশলতা। যাহার অভাবে তাহার শ্রম অর্থাৎ সাধনে শ্রম, একমাত্র শ্রমফলই অর্থাৎ ব্যর্থই, পুরুষার্থ-প্রাপক নহে। দুষ্কাম ব্যক্তির অধেষ্ট্র অর্থাৎ বন্ধ্য বা বহু পূর্বে প্রস্তুত গাভী রাখা যেমন কেবল শ্রম। এস্থলে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদে নিষ্ণাত হইয়াও পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম—এরূপ ব্যাখ্যায় একদেশায় ও পরবর্তী শ্লোকের অর্থতাৎপর্ষ্যের সহিত বিরোধ হয় ॥ ১৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভক্তিবহীন জ্ঞানমুক্তজীবের পতন হয়—

আকুঙ্ক কচ্ছ্ণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতবুদ্বদজ্জয়ঃ ॥ ভাঃ ১০।২।৩২

ভক্তিহীন জ্ঞানসংগ্রহের ফল—

শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো

ক্লিশস্তি যে কেবলবোধলক্ষয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নাভদৃ যথা স্থলতুর্বাংবাতিনাম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।৪

শ্রীরক্ষা কহিলেন—যাহারা অল্পপ্রমাণ ধাতু পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃসারশূন্য স্থলতুর্বাংশি আহত করে, তাহাদের যেমন পরিশ্রমই সার হয়—ফল কিছুই হয় না, তেমনি যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথস্বরূপ তোমার ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়াস করেন; তাহাদের ক্লেশভোগই সার হইয়া থাকে।

এই শ্লোকস্থ পরব্রহ্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে—

বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।

শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরশ্বিংশচ ভবান্ খলু ॥

ভাঃ ২।৪।১০

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীল শুকদেব প্রভুকে বলিলেন— আমার এই সকল বিষয়ে সন্দেহ আছে। অতএব আপনি রূপাপূর্বক ঐ সকল তত্ত্ব বর্ণন করুন। আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সুতরাং আপনি শব্দব্রহ্ম বেদে বিশেষভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও অনুভব করিয়াছেন।

শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বিচারদ্বারা বেদে নিষ্ণাত, পরব্রহ্মে অর্থাৎ অনুভবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে। —শ্রীবিষ্ণুনাথ

অতএব শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও ভগবৎসেবানিষ্ঠ না হওয়ায় ঐরূপ পাণ্ডিত্যদ্বারা তাহার কোন শুভ ফলোদয় হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—জ্ঞানকুশল ব্যক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম-নিষ্ণাত হইয়াও যদি ভক্তিকুশল না হন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ময় ভগবানে ভক্তিযুক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ব্যর্থই হয়। কেননা, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে জীবাত্মার নিত্যধর্ম—ভগবৎসেবা থাকে না, কেবলমাত্র দাস্তিকতাই প্রকাশ পায়। সুতরাং যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালনকারী যেরূপ গাভী লাভ করিয়াও দুগ্ধলাভে বঞ্চিত হয়; তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্র-চর্চায় ‘ভক্তিলাভ না হইলে কেবল শাস্ত্রপারদর্শীর জ্ঞানলাভ সত্ত্বে পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। গরুড় পুরাণে পাওয়া যায়—‘সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

—

গাং দুগ্ধদোহামসতীক্ ভাৰ্য্যাং

দেহং পরাদীনমসংপ্রজাঞ্চ।

বিন্তং স্বতীর্থকৃতমঙ্গ বাচং

হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখছুঃখী ॥১২॥

অন্থয়। (এতদেবাত্মার্থনিদর্শনৈঃ প্রপঞ্চয়তি) অঙ্গ!

(হে উদ্ধব!) হুঃখহুঃখী (হুঃখান্তরং হুঃখমেব যশ্চ সঃ) দুঃখদোহাং (দুঃখঃ ক্ষরিতো দোহঃ পরো যশ্চাস্তামতএবার্ধ-শূন্তাং) গাং (তথা) অসতীন্ (অকামাং) ভাৰ্যাং চ (তথা) পরাধীনং দেহন্ অসংপ্রজাং (দৃষ্টাদৃষ্টশূন্তং পুত্রং) চ অতীৰ্থীকৃতং (আগতে পাত্রেহদত্তং) বিত্তং তু (দুক্ষীর্তিদুরিতাপাদকং) ময়াহীনং (মম লীলাদিশূন্তাং) বাচং (শাস্ত্রবাক্যঞ্চ) রক্ষতি (পালয়তি) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব! উত্তরোত্তর হুঃখভোগী পুরুষই দুঃখহীনা গাভী, অকামা ভাৰ্যা, পরাধীন দেহ, আগত সংপাত্রে অদত্ত দুক্ষীর্তি ও পাপ-প্রস্রদাতা ধন এবং আমার লীলাদিবর্ণন-রহিত শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** দৃশ্যশ্রব্যাदीन् বিষয়ान् मन्मथकानेव স্বীকৃত্যাং ন তু মন্মথকশূন্তান্ এতদেব মণি নিষ্কাতম্বমিতি বক্তুং সর্কেজিয়ব্যাপারোপলক্ষণকমেকং বাগিজিয়ব্যাপার-মেব লক্ষীকৃত্য সবহুতরদৃষ্টান্তমাহ, — গামিতি । দুহত ইতি দোহঃ পয়ঃ দুক্ষো দোহো নোত্তরত্র দোহোহস্তি যশ্চাস্তাং কস্মাচ্চিং মূল্যদানেন বিট্টৈব প্রাপ্তাং রক্ষতি পাতি । গৌরিয়ং মন্দত্তবহুতরঘাসাদিচারগৈর্দুঃখবতী পুনঃ প্রস্থতিমতী চ ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্য। দুঃখলোভী হুঃখহুঃখী ঐহিকহুঃখবান্ আয়ত্যাং তস্তা গোহুঃখলাভদর্শনাদুপেক্ষণা-দুপেক্ষণজন্তুপাপাং পারত্রিকঞ্চ যন্ধুঃখং তথান্ । এবং অসতীং ভাৰ্যাং সতীজনকৃতধর্মোপদেশাদিরমায়ত্যাং সতী ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্য। সন্তানকামলোভী রক্ষতভোবনসং-প্রজামিতাদাবপি ব্যাখ্যেয়ম্ । দেহং পরাধীনং প্রতিক্ষণং হুঃখহেতুং । অসংপ্রজাং দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্তং পুত্রং । আগতে পাত্রে অনত্তং বিত্তং দুক্ষীর্তিদুরিতাপানবং । অঙ্গ, হে উদ্ধব, হুঃখান্তরং হুঃখমেব যশ্চ স এব রক্ষতি ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দর্শনীয়, শ্রবণীয় বিষয়গুলি আমার সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে স্বীকার করিতে হইবে, আমার সম্বন্ধ-রহিতরূপে নহে। ইহাই আমাতে নিষ্কাতম্বঃ—এই কথা বলিতে সর্কেজিয়-ব্যাপারের একটী উপলক্ষণ বাক্যেজিয়-ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বহুতর দৃষ্টান্ত-

সহকারে বলিতেছেন। দুঃখদোহা অর্থাৎ বাহা দোহন করা যায়, তাহা দোহ অর্থাৎ পয়ঃ বাহার দোহদুহ অর্থাৎ বাহার দুহ সমস্তই দোয়া হইয়া গিয়াছে, পরে আর দুহিবার কিছু নাই, এইরূপ গাভীকে বিনামূল্যে কাহারও নিকট হইতে পাইয়া রক্ষা বা পালন করে। এই গাভী আমার প্রদত্ত অনেক ঘাস প্রভৃতি চারণপ্রভাবে আবার সন্তানবতী ও দুগ্ধবতী হইবে, এই বুদ্ধিতে দুঃখলোভী হুঃখহুঃখী অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেই গাভীর দুগ্ধলাভদর্শন-হেতু উপেক্ষণ জন্য ঐহিক হুঃখবান্, আবার উপেক্ষণ জন্তু পাপহেতু পারত্রিক-হুঃখবান্ । এইরূপ সতীগণের আচরিত ধর্মোপদেশহেতু এই ভাৰ্যা এক্ষণে অসতী হইলেও ভবিষ্যতে সতী হইবে, এই বুদ্ধি করিয়া সন্তান ও কামলোভী পুরুষ তাহাকে রক্ষা করে, অসং প্রজা এক্ষণেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পরাধীন দেহ প্রতিক্ষণই হুঃখের হেতু। অসং প্রজা অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্ত পুত্র। অতীৰ্থীকৃত বিত্ত অর্থাৎ পাত্র আগত হইলে যে ধন দান করা হয় না, তাহা দুক্ষীর্তি ও দুরিত বা পাপ উৎপাদন করে। হে অঙ্গ উদ্ধব, হুঃখহুঃখী অর্থাৎ বাহার হুঃখের পর কেবল হুঃখ, কেবল সেই এইগুলি রাখে ॥ ১৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** তগবন্নিষ্কাতম্বই যুক্তবৈরাগ্য—

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্হরূপবুজ্ঞতঃ ।

নিবন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ।

কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্ত হইয়া এবং কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবায়ুতল বিষয়মাত্র গ্রহণ করাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে ।

আসক্তিরহিত, সম্বন্ধ-সহিত,

বিষয়সমূহ কেবল মাধব । শ্রীল প্রভুপাদ ।

সংপুঞ্জের দ্বারা পিতার ঐহিক স্তম্ভমুক্তি ও কীর্তি এবং পরলোকে সদগতি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যে পুঞ্জের দ্বারা দৃষ্ট বা ঐহিক ধর্মার্জনাদি এবং অদৃষ্ট বা পারলৌকিক ফল শ্রাদ্ধাদি সাধিত হয় না, তাহাকে অসং প্রজা বা পুত্র বলা হয়; তাদৃশ পুত্র প্রতিপালনে পিতার হুঃখই লাভ হয়। বেদচর্চায় তগবদহুতীর অভাবে

কেবল জ্ঞান সংগ্রহে বেদে অনিষ্কাৎ ব্যক্তি শ্রমফলই লাভ করিয়া থাকে। ( পূর্ব শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য )।

ভগবলীলাকথারস-সেবন ব্যতীত কাহারও সংসার-তরণের উপায় নাই—

সংসারসিদ্ধিমতিহস্তরমুত্তীর্থো-

নাথঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত।

লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ

পুংসো ভবেদ্বিবিধহুঃখদবান্ধিতস্ত ॥

ভাঃ ১২।৪।৪০

শ্রীশুকদেব বলিলেন—যিনি বিবিধ হুঃখদাবদহনে দক্ষ হইয়া হস্তর সংসারসাগরের পারগমনে সমুৎসুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অল্প নৌকা বা উপায় নাই।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিষ্ণুনাথ বলেন—( পূর্ববর্তী শ্লোকস্থ এতাঃ অর্থাৎ ) ভগবানের বিবিধ কথা অবশ্য বিবিধ ভক্তগণের জীবাভূই, মোক্ষার্থিগণেরও এই কথা বিনা জ্ঞানাদিবারা মোক্ষ হইবে না, তাই বলিতেছেন—সংসার ইত্যাদি।

অতএব নদীয় লীলাশ্রুতা বৈদিক-বাক্যও অভ্যাস করিবে না ॥ ১৯ ॥

যস্তাং ন মে পাবনমঙ্গ কৰ্ম্ম

স্থিত্যুত্তবপ্রাণনিরোধমস্ত।

লীলাবতারেপ্সিত জন্ম বা স্মাদ্

বক্ষ্যাং গিরং তাং বিভূয়ান ধীরঃ ॥ ২০ ॥

অনুয়। ( ময়া হীনাং বাচনিত্যুক্তং বিবৃণোতি )

অঙ্গ! ( হে উদ্ধব! ) যস্তাং ( বাচি ) অস্ত ( বিধস্ত )

পাবনং ( শোধকং তথা ) স্থিত্যুত্তবপ্রাণনিরোধং

( স্থিত্যদিক্রপং ) মে ( মম ) কৰ্ম্ম ( চরিতং ) বা ( অথবা )

লীলাবতারেপ্সিতজন্ম ( লীলাবতারেপ্সিতং জগৎপ্রেমা-

স্পদং শ্রীরামকৃষ্ণাদি জন্ম ) ন স্মাদ্ ( বর্ণিতং ন ভবেৎ )

ধীরঃ ( ধীমান্ ) তাং ( নিষ্ফলাং ) গিরং ( বাচং ) ন

বিভূয়াং ( ন ধারয়েৎ ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যে বাক্যে বিশ্বের সংশোধক নদীয় স্থিতিস্থিতিপ্রলয়াত্মক চরিত অথবা লীলাবতারের অভিলষিত জগৎ-প্রেমাস্পদ নদীয় জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই, বুদ্ধিমান পুরুষ তাদৃশ নিষ্ফল বাক্য ধারণ করিবেন না ॥ ২০ ॥

বিষ্ণুনাথ। নমু তৎসহিতৈব সা বাক্ কা। কিং তদ্বমস্তাদি জীব ব্রহ্মৈক্যপ্রতিপাদিকা বা কাচিদন্যেবেবেতি তাং স্পষ্টমাবেদয়েত্যপেক্ষায়ামাহ। যস্তা মম কৰ্ম্মচরিতং বিধস্ত স্থিতিকৃত্তবঃ প্রাণনিরোধঃ সংহারশ্চ যত্র তৎ। ততোহপ্যুৎকৃষ্টতমস্তেন বিমুখাহ,—লীলাবতারেষু দৈপ্সিতং সৰ্বজগৎ-সুভগং জন্ম মৎজন্মোপলক্ষিতবাল্যলীলাদিকং যত্র তৎ চরিতং ন স্মাস্তাং গিরং বেদলক্ষণামপি বক্ষ্যাং বিফলাং ধীরঃ পণ্ডিতো ন বিভূয়াদপণ্ডিত এব বিভূয়াং ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনার সম্বন্ধযুক্ত সে বাক্য কি? উহা তদ্বমসি (তুমি সেই) প্রভৃতি জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করে, না, অল্প কিছু, ইহা স্পষ্ট জানান—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন। যে বাক্য আমার কৰ্ম্ম অর্থাৎ চরিত ইহার অর্থাৎ বিশ্বের স্থিত্যুত্তবপ্রাণনিরোধ অর্থাৎ বাহাতে স্থিতি, উদ্ধব ও প্রাণনিরোধ বা সংহার সেই। তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতম বলিয়া মনে করিয়া বলিতেছেন,—লীলাবতারেপ্সিত জন্ম অর্থাৎ লীলাবতার-সমূহে দৈপ্সিত অর্থাৎ সৰ্বজগৎ-সুভগ জন্ম অর্থাৎ আমার জন্ম-উপলক্ষিত বাল্যলীলাদিক চরিত বাহাতে নাই, সেই বাক্য বেদলক্ষণ হইলেও বক্ষ্যা অর্থাৎ বিফল বলিয়া উহা ধীর অর্থাৎ পণ্ডিত ধারণ করিবেন না, কেবল অপণ্ডিতই ধারণ করিবে ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। বেদসকল ভগবানের লীলাচরিত বর্ণনায় সফলতা প্রাপ্ত হন—

তদর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রাজে

মনোরথাস্তং ক্রতয়ো যথা যয়ুঃ। ভাঃ ১০।৩২।১৩

অর্থাৎ ক্রতিসকল সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করিয়া যেমন পূর্ণমনোরথ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাহ্লাদে



গোপিকাগণের মনঃপীড়া দূরীভূত হইল; তাহারা সকল-  
কাম হইলেন।

ঐল সনাতন গোস্বামীপাদ এই শ্লোকের টীকা  
বলেন—গোপীগণের যে কেবল পরম হৃৎস্পর্শই শাস্তি  
হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু পরম সুখপ্রাপ্তিও হইয়াছিল  
বলিতে গিয়া বলিলেন - মনোরথের অর্থাৎ বাঞ্ছিতের অন্ত  
অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত  
শ্রুতিসকল যেরূপ। শ্রুতিগণও তাদৃশ-লীলাবিশিষ্ট সেই  
শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়া যেমন নিজ নিজ নানা তাৎপর্য-  
দৌহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নানা তাৎপর্য-  
বিশিষ্ট অলঙ্কারাদি শব্দ বিশেষের প্রয়োগ-কৌশল ও  
ত্যাগিকভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং প্রতিপাত্ত  
বিষয়ের প্রতিপাদনে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তিতে  
যেমন কৃতার্থ হন।”

শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

ইদং হি পুংসন্তপসঃ শ্রুতস্ত বা

স্বিষ্টস্ত স্ত্রুতস্ত চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোৎপন্নঃ কবিত্বনিরূপিতো

যত্নতমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ভাঃ ১৫২২

সুধীগণ বলিয়াছেন যে, ভগবান্ শ্রীহরির গুণকীর্তনই  
পুঙ্খবের তপস্তা, বেদাধ্যয়ন, উত্তমরূপে যজ্ঞহুতান, স্তম্ভ-  
ভাবে উচ্চারিত বেদমন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান ও দানের অক্ষয়  
ফল।

কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব  
বলিয়াছেন—

শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামুতাং।

যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রপুলকাদয়ঃ ॥

( পদ্মাবলী ৩৯ সংখ্যায়ুত-ব্যাসদেববাক্য )

অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাত্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ  
শ্রুত হইলেও, উহা কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহু দূরে  
অবস্থিত। যেহেতু, ব্রহ্ম-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা  
চিন্তদ্রব বা কম্পাশ্র, পুলকোদয়াদি কিছুমাত্র হয়  
না।

অতএব পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা-শ্রুত্যা বেদলক্ষণা  
বাণীও নিষ্ফলা বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করেন না ॥ ২০ ॥

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ নানাত্বমমাত্মনি।

উপারমেত বিরজং মনো মর্যাপ্য সর্বগে ॥ ২১ ॥

অন্থয়। ( উক্তং জ্ঞানমার্গং উপসংহরতি ) এবং  
( নিশ্চিত্য ) জিজ্ঞাসয়া ( বিচারেণ ) আত্মনি নানাত্বভ্রমং  
( দেহাধ্যাসম্ ) অপোহ ( নিরস্ত ) বিরজং ( নির্মলং )  
মনঃ সর্বগে ( পরিপূর্ণে ) ময়ি ( পরমাত্মনি ) অর্প্য ( সমর্প্য  
সন্ধ্যা ) উপারমেত ( উপারমেৎ, ন তু শাস্ত্রপাণ্ডিত্য-  
মাত্রেনেত্যর্থঃ ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিচারের  
দ্বারা আত্মবিষয়ে দেহাধ্যাস নিরসনপূর্বক সর্বত্রব্যাপী  
পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ আমার প্রতি নির্মল মন সমর্পণকরতঃ  
শান্তিলাভ করিবেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি। এবং জিজ্ঞাসয়া  
উক্তলক্ষণপ্রকারেণ বিচারেণ আত্মনি স্বমিন্ নানাত্বভ্রমং  
দেহদ্ব্যভিমানলক্ষণং দেবত্ব-মহুয়াত্বাদিভেদং অপোহ  
নিরস্ত উক্তলক্ষণা ভক্ত্যা চ ময়ি বিরজং বিপকমায়াকষায়ং  
মনঃ সমর্প্য তত্ত্বুত্থেন বিজ্ঞানেন উপারমেত মৎসাবুজ্যং  
প্রাপুয়াৎ। তথা চোক্তং ‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্  
যশস্মি তদ্বতঃ। ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে  
তদনন্তরম্’ মতি ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন,  
—এইরূপ জিজ্ঞাসাদ্বারা কথিতলক্ষণপ্রকার বিচারদ্বারা  
আত্ম অর্থাৎ আপনাতে নানাত্ব ভ্রম অর্থাৎ দেহদ্বয়ের  
অভিমানলক্ষণ দেবত্বমহুয়াত্বাদিভেদ অপোহন অর্থাৎ নিরাস  
করিয়া কথিতলক্ষণা ভক্তিদ্বারা আমাতে বিরজ অর্থাৎ  
বিপক-মায়াকষায় মন সমর্পণপূর্বক তত্ত্বুত্থ বিজ্ঞান-  
সহযোগে উপরম অর্থাৎ মৎসাবুজ্য লাভ করিবে। এই  
ভাবে কথিত আছে ( গীতা ১৮৫৫ ) ‘আমি যৎস্বরূপ ও  
যৎস্বভাব, তাহা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে  
জানিতে পারেন। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব  
আমাতে প্রবেশ করে’ ॥ ২১ ॥

**অনুদর্শিনী।** উক্ত লক্ষণ প্রকার বিচার অর্থাৎ ‘বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো ন মে বস্তুতঃ’ ভাঃ ১১।১১।১ ইত্যাদি পুরোক্ত প্রকারে।

সাবুজ্য প্রাপ্তির বিচার—শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উদ্ধৃত গীতোক্ত—‘ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি’ গী ১৮।৫৫ এবং ‘মুক্তা-নামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। স্নেহল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥ ভাঃ ৬।১৪।৫ শ্লোকদ্বয়ের টীকার মর্ম—জ্ঞান দুই প্রকার—কেবল এবং ভক্তিসহিত। কেবল জ্ঞানে ভক্তির অভাবে মুক্তিপ্রয়োগসিদ্ধ ও মুক্তিস্নাত করিতে পারেন না। ‘শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুগ্ধং তে বিভো, ক্লিশস্তি যে কেবলবোধলক্ষণে। তে ধামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্বল্লবাবধাতিনাম্। ভাঃ ১০।১৪।৩।

ভক্তিসহিত জ্ঞান বিবিধ—(১) শ্রীভগবানের আকারে মায়াবুদ্ধিবশতঃ অনাদর থাকিলেও তদ্বক্তিসহিত এবং (২) ভগবদাকারে মায়াবুদ্ধি না করিয়াই তদ্বক্তিসহিত। এতদ্ব্যয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্ মুক্ত হন না কিন্তু মুক্তাভিমানীই। তাদৃশী ভক্তিদ্বারা অবিন্যাকে সমাগ্নি নিরসন করিয়া এবং সমাগ্নি বিচার উদয় করাইয়া (ভক্তির) সত্তাই অন্তর্জ্ঞান হওয়ায় ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থের জ্ঞানভাবে ব্রহ্মে লয় হয় না। প্রমাণ—‘যেহেতুরবিদ্যাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তৃপ্যন্তভাবাবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরহ্ন কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোহনাদৃতবুদ্ধ্যজ্ঞয়ঃ ॥ ভাঃ ১০।২।৩২ ‘অবজ্ঞানস্তি মাং যুতা মাছুবীং তমুমাশ্রিতান্। পরং ভাবম-জ্ঞানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ মোঘাশা মোঘকর্ণাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ’। গীঃ ৯।১১-১২

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ—‘সার্বত্রিক মাছুবী তমুর মায়িকত্ব দর্শনহেতু মদীয় মাছুবী তমুরও মায়িকত্ব করনাই আমার অবজ্ঞা’ আমার মাছুবী তমু কিরূপ—বিশুদ্ধসত্ত্ব। ব্রহ্মাদি তৃণাত্ম জীবসমূহের পরম কারণ আমার মাছুবী তমুই স্বীকৃতা অর্থাৎ প্রাকৃত সর্ববস্তুর কারণ। যদি তাহারা (বাহারা আমার তমুকে মায়িক বলে) আমার ভুল হয়, তবে

তাহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির আশা ব্যর্থ হয়। যদি তাহারা কর্মী হয়, তবে তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না। যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তবে তাহাদের মোক্ষ হয় না। তাহা হইলে তাহাদের কি হয়?—রাক্ষসাদি যোনিতে জন্ম হয়।

দ্বিতীয় জ্ঞানবান্ অবিন্যা ও বিচার উপরামেও অনুপরতা জ্ঞানশাবল্যবহিতা ভক্তিবলে ব্রহ্মসাবুজ্য প্রাপ্ত হন। যেমন গীতায় (১৮ ৫৪-৫৫) কথিত হইয়াছে—‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন বাঙ্জকতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদন্তি লভতে পরাম্ ॥ ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি বাবান্ যশচাপি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥’ (এই শ্লোকদ্বয়ের সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন যে,—বাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্রজ্ঞানাত্মাসী, ভগবান্ মুক্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জ্ঞানেন, ক্রমে অবিন্যা ও বিচার উপরামে পরাভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবমুক্তসকল বিবিধ—এক সাবুজ্যার্থে ভক্তি করিয়া সেই ভক্তিবলে ‘তৎ’পদার্থকে অপরোক্ষী করিয়া তাহাতে সাবুজ্যলাভ করে, তাহারা সংগীত। অপর বহুভাগ্যবান্ যাদৃচ্ছিক-শাস্তমহাভাগবতসঙ্গপ্রভাবে ত্যক্তমুগ্ধ ও কাদিবৎ ভক্তিরসমাধুর্ধ্যাস্বাদেই নিমগ্ন হন, তাহারা কিন্তু পরম প্রশংসিতই। ‘আত্মারামাশ্চ যুনয়ো নিগ্রহা অপ্যক্রমে। কুরুত্বাহৈতুকীং ভক্তিমিথুতগুণো हरिঃ।’ ভাঃ ১।৭।১০।

আর সেই সিদ্ধগণের মধ্যে কেহও অর্থাৎ কোন ভাগ্যবান্ ‘তৎ’পদার্থমুভবের আরম্ভ সময়ে যদি কোন শুদ্ধভক্তের রূপায় পূর্ণা শুদ্ধভক্তিলাভ করিতে পারেন, তখন তন্মার্ধ্যলাভে সাবুজ্যে রুচিরহিত হইয়া নারায়ণপর হন। সেইক্ষেত্রে অনুগ্রাহক ভক্ত যদি শাস্তভক্ত হন, তবে ঐ সিদ্ধও শাস্ত ভক্ত, আর অনুগ্রাহক যদি দাস-সখ্য-বৎসল-মধুর-ভক্ত হন তবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সেই সেই ভক্ত হন।

সন্দেহ-নিরসন—অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ এবং অনেকের এরূপ প্রশ্ন হয় যে, শ্রীল চক্রবর্তীঠাকুর গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও কিরূপে স্বভাবে সাবুজ্যপর ব্যাখ্যা

লিখিয়াছেন। সেই সন্দেহ-নিরসনে এবং প্রস্তোত্তরে আমরা ‘পুরুষোহং বিনির্ভিদ্’—ভাঃ ২।৩।১০ শ্লোকের তৎকৃত সারার্থদর্শিনীর অনুবাদ উদ্ধার করিতেছি—“এই ভাগবতশাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি, তাহা নহে, তাঁহার গির্কিণেশ্বররূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ম-পরমাত্মাকেও (প্রকাশের প্রবৃত্তি)। যেমন শাস্ত্রের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে (১।২।১) ‘সেই তদ্বস্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।’ সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মাপাসকগণের অধ্যাত্মাদি-কথার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত। অধিকন্তু এই শাস্ত্র-মহিমাদ্বারা ব্রহ্ম-পরমাত্মাপাসকগণেরও ভক্তি প্রবর্তিত হয়। পরে ফল-দশায়ও (১।৭।১০) ‘আত্মারাম মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন’—ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে বর্তমান। অতএব শুদ্ধভক্তগণকর্তৃক তাঁহার তৎসাধন এবং তৎফল কটাক্ষীয় নহে কিন্তু অল্পমোদনীয়। তাহা হইলে যে প্রকার ব্রহ্মত্ব-পরমাত্মত্ব-সংশ্লুক্যাদি অনেক অবতারত্বধর্ম-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য রূপগুণলীলামাধুর্য্য-পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধ ভক্তগণ-কর্তৃক সেবিত হন, সেই প্রকারই তৎস্বরূপভূত এই গ্রন্থও ব্রহ্ম-পরমাত্মা-সংশ্লুক্যাদি অবতারসমূহের অবতারী তত্ত্বসর্বস্বলভূত শ্রীকৃষ্ণ তদীয় গুণলীলামাধুর্য্যধর্ম্য তৎপ্রাপ্তি-সাধনভক্তি-প্রেম-ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অখিলতত্ত্বপ্রদর্শক।” ২১ ॥

যত্ননীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মাণি নিশ্চলম্।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥২২॥

অনুয়। যদি ব্রহ্মাণি নিশ্চলং (বিষয়শূন্য) মনঃ ধারয়িতুং অনীশঃ (অশক্তঃ) নিরপেক্ষঃ (ফলকামনা-রহিতঃ সন্) সর্ব্বাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি) কর্মাণি ময়ি (মদর্পিত্বেন) সমাচর। কুরু ॥২২॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণে অশক্ত হও তাহা হইলে ফলকামনা রহিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসমূহ আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আচরণ করিবে ॥২২॥

বিশ্বনাথ। এক্ষণে মদর্পিতনিকামকর্ম্মণৈবাস্তঃ-করণশুদ্ধিরন্তঃকরণশুদ্ধাধীনমেব ভক্তিসহিতজ্ঞানং তেন চ ব্রহ্মাণি নিশ্চলমনোধারণা। ততো ‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা’ ইত্যাদি মনুজৈর্বিজ্ঞাপ্যামসময়ে বিদ্যোত্তীর্ণায়া মনুজৈঃ প্রাপ্তিস্তয়া চ বিপক্ষকণায়ত্ত মনসো ময়ি সম্যগ্ নিদিধ্যাসনং ততো ভক্ত্যুত্থেন শুদ্ধজ্ঞানেন সাযুজ্যমিতি ক্রমস্তত্র বশিষ্ঠ যদি নিশ্চলমনোধারণাশ্রিকং চতুর্থীং ভূমিকামপ্যধিরোচুং ন শরুর্য্যাতদা আস্তঃকরণত্ত্ব সম্যক্ শুদ্ধভাবমনুমান্য তচ্ছুদ্ধার্থং পুনরপি মদর্পিতনিকামকর্ম্মণৈব কুর্যাদিতি উদ্ধবং লক্ষীকৃত্যাহ, যদানীশ ইতি। সর্ব্বাণি নিত্যনৈমিত্তিক-নিবৃত্তকর্ম্মাণি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে আমাতে অর্পিত নিকাম-কর্ম্মদ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি, ভক্তিসহিতজ্ঞান অন্তঃকরণ-শুদ্ধির অধীন। তদ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চল্য মনোধারণা, তাহা হইলে ‘ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা’ প্রভৃতি আমার কথা হইতে বিদ্যার উপরামসময়ে বিদ্যোত্তীর্ণা আমাতে ভক্তিপ্রাপ্তি, তৎকর্তৃক বিপক্ষকণায় মনের আমাতে সম্যক্ নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে ভক্ত্যুত্থ শুদ্ধজ্ঞানসহযোগে সাযুজ্য এই ক্রম। তাহাতে যদি কেহ নিশ্চলমনোধারণাশ্রিক চতুর্থী ভূমিকাতেও অধিরোহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বীয় অন্তঃকরণের সম্যক্ শুদ্ধভাব অনুমান করিয়া তাহার শুদ্ধিনিমিত্ত পুনরায় আমাতে নিকাম কর্ম্মই করিবে—ইহা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। সর্ব্ব অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক-নিবৃত্তকর্ম্ম ॥২২॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ নিজ-পার্ষদ ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়াই সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন— শ্রীভগবানে অর্পিত নিকামকর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে ভক্তিসহিত জ্ঞানলাভ হয়। তদ্বারা ব্রহ্মে নিশ্চল্য মনোধারণাদিক্রমে সাযুজ্য লাভ হয়—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তজিৎ লভতে পরাম্ ॥

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্ যচ্চামি তদ্বদঃ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

‘যাবন্নৃকায়রথম’—ভাঃ ৭।১৫।৪৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্তীকুর-কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের অর্থের বঙ্গানুবাদ—

“ভক্তিমিশ্রজ্ঞান পরিপাক দ্বারা উপাধির অপগমে ব্রহ্মভূত অর্থাৎ অনাবৃত চৈতন্য বলিয়া ব্রহ্মরূপ এই অর্থ। গুণমালিন্যের অপগমে প্রসন্ন যে আত্মা দে। তাহার পর পূর্বদশার ত্রায় দেহাদির অভিমান না থাকায় নষ্টের জ্ঞাত শোক করে না এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না। বাহ্য অমুসন্ধান না থাকায় ভদ্র ও অভদ্র সকল ভূতে সম। তা’র পর অগ্নি যেমন ইন্ধন অভাবে নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের শান্তিতেও জ্ঞানাত্ত্বভূতা অনন্থরা মস্তকিকে লাভ করে। আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি ভক্তি, মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও উহার অপগম হয় না। অতএব পরা অর্থাৎ নিকাম-কর্মজ্ঞানাদি উর্ধ্বরিতত্বহেতু কেবলাকে লাভ করে। সর্বভূতে অবস্থিত অন্তর্ধানীর ত্রায় মোক্ষসিদ্ধির জগৎ পূর্বে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে কলায় বর্তমান। ভক্তির স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না। অতএব ‘কুরুতে’ না বলিয়া ‘লভতে’ প্রয়োগ হইয়াছে। মাযমুলাদিতে মিলিত কাঞ্চন-মণিকাকে যেমন কালে নষ্ট-মাযমুলাদি হইতেও পৃথকভাবে পাওয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানের অপগমেও তাহা হইতে পৃথক কেবলা ভক্তিকে লাভ করে। তখন কিন্তু সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না এবং সেই ভক্তির ফলও সাবুজ্য নহে; এই হেতু পরাশক্রে প্রেমলক্ষণা ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। আচ্ছা, সেই লব্ধভক্তিদ্বারা কি হয়? তদন্তরে উপস্থান-সহকারে অর্থাগতির বলিতেছেন—

আমি যাবান্ (যৎস্বরূপ) যশ্চান্মি (যৎস্বভাব) সেই আমাকে অর্থাৎ তৎপদার্থকে জ্ঞানী বা নানাবিধ ভক্ত ভক্তি-দ্বারাই তত্ত্ব জ্ঞানে। ‘কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ’—আমার যখন এই উক্তি তখন সেই ভক্তিদ্বারাই। তদনন্তর অর্থাৎ বিদ্যা উপরমের উত্তরকালেই আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ মৎসাবুজ্যস্ব-অনুভব করে। এতৎপ্রসঙ্গে ‘ঋতেহর্থং যৎপ্রতীয়েত’—ভাঃ ২।১০।৩৩

শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত ব্রহ্মভূতঃ প্রশ্নাত্মা, ভক্ত্যা মামভি-জানাতি’ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শ্রীলচক্রবর্তীপাদ বলিয়াছেন—

“পর্য অর্থাৎ প্রাক্কালীন গুণিভাবরহিত বলিয়া শ্রেষ্ঠা বা কেবলা, তাহার পর “ভক্ত্যা মামাভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্ত্বতঃ” এই উক্তিতে জাতি-প্রমাণদ্বারা অগ্নীয়সী সেই জ্ঞানমিশ্রাভক্তিদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই অনুভব হয় কিন্তু অনন্ত চিদ্ধিশেষ ব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার অনুভব হয় না। যেমন অন্নতেজোবিশিষ্ট চক্ষুস্থান্ ব্যক্তি মণিময়ী মূর্ত্তিকে সামান্য তেজোময়ী মাত্র দর্শন করে কিন্তু তাহাকে মুখনাসা নেত্রকর্ণাদি-বিশেষময়ী দর্শন করিতে পারে না। তারপর বিদ্যার সম্পূর্ণ উপরমে নিগুণভাবে প্রকটিত হওয়ার সেই ভক্তিবলেই নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভবের এই যে পূর্ণত্ব প্রাপ্তি তাহাই ‘নির্বাপ’ শব্দ বাচ্য জীবব্রহ্মৈকত্যা। যেরূপ তথায় উক্ত হইয়াছে ‘ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। কিন্তু ভগবানের চিৎশক্তি-বৃত্তি সমূহের সারভূতা, ভগবৎ রূপাবিলাসরূপ, পরমোত্তমা জাতিপ্রমাণদ্বয়ের অতীত যে শুদ্ধভক্তি তিনি কিন্তু প্রবলা ও পরমা স্বতন্ত্র। তিনি গুণ-দোষ বিচার না করিয়াই, এমন কি চুরাচারী রাক্ষস পুলিন্দ পুরুশাদি বদ্ধজীবের অন্তরেও স্বেচ্ছামত উদিতা হইতে পারেন। আবার মুক্ত সন্ন্যাসী বিপ্রেয় মধ্যেও উদিতা না-ও হইতে পারেন। সেই ভক্তিদ্বারাই অবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত ক্রেশের ধ্বংস সাধিত হয়। যেরূপ তাঃ ৩।২৫।৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—“পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্ত-দ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঐ ভক্তিও অবিদ্যাজনিত বাসনাময় লিপ্সদেহকে অনায়াসে ক্ষয় করিয়া ফেলে।” সেই ভক্তিবলেই অনন্ত চিদ্ধিশেষ ভগবানেরও অপরোক্ষ-অনুভব হইয়া থাকে। যেরূপ, অত্যন্ত তেজোময় চক্ষুস্থান্ ব্যক্তি অন্ন তেজোময়ী বিশেষতঃ মুখনাসানেত্রকর্ণাদি-অঙ্গসৌষ্ঠব-ভূষণতা সৌন্দর্যময়ী মূর্ত্তি ভালরূপেই দর্শন করে তদ্রূপ। অতএব নিগুণ ও গুণময়ীভেদে ভক্তি বিবিধ। তাহার মধ্যে আচ্ছা অর্থাৎ নিগুণা ভক্তির পাকদশায় ‘প্রেমভক্তি’

সংজ্ঞা তদ্ব্যাহী ভগবানের বশীকরণ কার্য এবং সচ্চিদানন্দ-ময় ভগবদ্রূপগুণ-লীলা-মাধুর্যের অনুভব। দ্বিতীয়া গুণময়ী অর্থাৎ সাব্বিকী ভক্তি সম্বন্ধে হইলে তদ্ব্যাহী নির্বিশেষ ব্রহ্মসুখানুভব মাত্র হয়।”

আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান—এই তিনটি ভূমিকার পরবর্তী চতুর্থ ভূমিকা—ধারণা। এই ক্রমে সমুজ্জ্বলাভের চতুর্থ ভূমিকা—ব্রহ্মধারণায় অসমর্থ ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধির জন্তু আমাতে সমর্পিত নিকাম-কর্মানুষ্ঠান করিবেন ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধালুমৎকথাং শৃণ্বন্ সুভদ্রাং লোকপাবনীং ।

গায়নমুশ্রবন্ কৰ্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥

মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।

লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মযুদ্ধব সনাতনে ॥

॥ ২৩-২৪ ॥

অনুয়। (মদর্পণেঃ কৰ্ম্মভিঃ বিদ্বদসমুদ্রাস্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ) (হে) উদ্ধব! শ্রদ্ধালুঃ (জনঃ) সুভদ্রাং (মঙ্গলময়ীং) লোকপাবনীং মৎকথাং (মদীয়চরিতং) শৃণ্বন্ (তথা) কৰ্ম্ম (মম চরিতং) গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অনুশ্রবন্ (অনুশ্রবণং চিস্তয়ন্ তথা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) জন্ম চ অভিনয়ন্ (স্বয়মনুকূলকৃৎ কৃষ্ণ) মদপাশ্রয়ঃ (মদাশ্রিতঃ সন্) মদর্থে (মৎপ্রীত্যর্থং) ধর্ম্মকামার্থান্ আচরন্ (সেবমানঃ) সনাতনে (নিত্যস্বরূপে) ময়ি (পরমপুরুষে) নিশ্চলাম্ (অনন্তাম্) ভক্তিং লভতে ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার মঙ্গলময়ী লোকপাবনী চরিতকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুশ্রবণ এবং পুনঃ পুনঃ মদীয় জন্মসমূহের অভিনয় করতঃ মদাশ্রিত হইয়া আমার প্রীতির জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-সমূহের আচরণ করিয়া সনাতন পুরুষ আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ। তদেবং সার্বৈকশ্রুতিজ্ঞানযোগমুক্তা ভক্তিযোগমাহ,—শ্রদ্ধালুরিত্যাदिना मया श्रा ह्यकुतोभय इत्यन्तेन। अत्र शीलार्थकेनानुच प्रत्ययेन तत्तत्तार्थोपा-

ধিকশ্রদ্ধাবন্তো জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো ব্যাবৃত্তাঃ। প্রথমত এব শ্রদ্ধালুরিত পদোপন্যাসো তত্ত্বাবীদৃশশ্রদ্ধাবানেনাবধি-কারীতি জ্ঞাপয়তি। যদ্ব্যজ্ঞে—“যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্। ন নির্বিন্নো নাতিশক্তো ভক্তি-যোগেহস্ত সিদ্ধিঃ” ইতি। “তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্স্বীত ন নির্বিদ্বোত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ জায়তে” ইতি জ্ঞানকৰ্ম্মাধিকারিত্যেহস্ত ভেদাচ সুভদ্রাঃ দধিপয়ঃপরপ্রীচৌর্ধ্যবেগুগানরাসাত্মা গায়নমুশ্রবনমিতি গানস্ত পৌনঃপুণ্যেন শ্রবণস্তাপি পৌনঃপুণ্যং স্বত এব ভবেদिति ভাবঃ। কৰ্ম্ম কালিয়দমনাদিকং জন্ম নন্দোৎসবাদিকং নাটকাদিরীত্য অভিনয়ন্। চকারাৎ গায়নমুশ্রবণচ।

মদর্থে মৎসেবার্থং মজ্জমযাজাদিদিবসে মৎসরূপ-শ্রীগুরুদেবারাধনদিবসে চ ধর্ম্মা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসম্প্রদানকান্ন-বজ্রাদিদানানি কামা বৈষ্ণবসমাজপ্রাপ্তমধুরমহাপ্রসাদান্ন-ভোজনস্বক্চন্দনতাম্বুলোপযোগবসনপরিধানাভাঃ। অর্থা বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থদ্রব্যাহরণানি আচরন্ কুর্স্বন্ নিশ্চলাং সাধনসাধ্যাদিশ্রয়োঃ স্থিরাং নৈষ্টিকীং। সনাতনে ইতি তদারাধ্যস্ত মদিগ্রহস্তাস্ত সনাতনস্বাস্তভক্তিরপি সনাতনী নিশ্চলৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে সার্বৈকত্বঃ (সাড়ে চারিটি) শ্লোকে জ্ঞানযোগ বলিয়া ‘শ্রদ্ধালু’ (ভাঃ ১১।১১।২৩) হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ময়া শ্রা হ্যকুতোভয়ঃ’ (ভাঃ ১১।১২। ১৫) এই পর্য্যন্ত শ্লোকে ভক্তিযোগ বলিতেছেন। ‘শ্রদ্ধালু’ এখানে শীলার্থক আনুচ প্রত্যয়দ্বারা ভক্তিতে উপাধিক শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ব্যাবৃত্ত হইলেন (তাঁহা-দের কথা বলা হইতেছে না)। প্রথমেই শ্রদ্ধালু এই পদোপন্যাসদ্বারা ভক্তিতে এইরূপ শ্রদ্ধাবানুই অধিকারী, ইহাই স্মৃতি হইতেছে। পরে যেকোন বলা হইবে (ভাঃ ১১।২০।৮) ‘যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ, বিষয়ে নির্বেদযুক্ত নহে অথচ অত্যাঙ্গ নহে, তাহারই ভক্তিযোগসিদ্ধিপ্রদ।’ (ভাঃ ১৬।২০।৯) সেই কালপর্য্যন্ত কৰ্ম্মসমূহ করিবে, যেকাল পর্য্যন্ত কৰ্ম্মসমূহে নির্বেদ আসিবে না, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা

উৎপন্ন না হইবে।' জ্ঞান ও কর্মে অধিকারিগণ হইতে ইহার এই ভেদসমূহ। সুভদ্রা অর্থাৎ দধিভৃঙ্গপরস্বীচৌৰ্য্য-বেণুগান-রাসাদিগান ও অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ গানের পোনঃপুণ্যহেতু স্মরণের পোনঃপুণ্য আপনা হইতেই হইবে। কর্ম অর্থাৎ কালীয়দমনাদি, জন্ম অর্থাৎ নন্দোৎসবাদি নাটকাদিরীতিতে অভিনয় করিয়া। 'ও' হইতে গান ও অনুস্মরণ করিয়া।

মদর্থে আমার সেবার নিমিত্ত আমার জন্মযাত্রাদি দিবসেও আমার স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের আরাধনাদিবসে ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসম্প্রদানমূল অনবজ্ঞাদি দান, কাম অর্থাৎ বৈষ্ণবসমাজপ্রাপ্ত মধুর-মহাপ্রসাদান ভোজন, প্রকচন্দন-তাম্বুল-উপযোগ বসনপরিধানাদি অর্থ অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবার জন্ত দ্রব্যসাহায্যাদি আচরণ করিয়া। নিশ্চলা অর্থাৎ সাধাসাধনদশাতে স্থিরা নৈশ্ঠিকী। সনাতনে অর্থাৎ তাহার আরাধ্য আমার বিগ্রহ সনাতন বলিয়া তাহাতে ভক্তিও সনাতনী নিশ্চলা ॥২৩ ৩৪॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের স্মৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ চরিতামৃত ম ২৩ প

শ্রদ্ধার অর্থ নাম বিশ্বাস। কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম কৃত হইল, এই স্পষ্ট নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা—

‘শ্রদ্ধা’ শব্দে ‘বিশ্বাস’ কহে স্পষ্ট নিশ্চয়।

কৃষ্ণে ভক্তি কৈসে সর্ব কর্ম কৃত হয় ॥ ঐ ম ২২ প

ভগবানের জন্মকর্মাদিকথা শ্রবণীয় ও কীর্তনীয়—

শৃণু সুভদ্রাণি রথাস্ত্রপাণে-

জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্শকানি

গায়নু বিলঙ্কা বিচরেন্দসঙ্গঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৩৯

ভগবান্ শ্রীহরির ত্রিলোক-কীর্তিত স্মৃঙ্গল জন্ম, কর্ম এবং তদ্বিষয়ক নামসমূহের কীর্তন করিয়া অনাসক্ত ও অচঞ্চলভাবে সর্বত্র বিচরণ করিবেন।

রাসাদিলীলা কীর্তনও শ্রবণ—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কাম্য

হৃদরোগমাধ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রজবধুদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনে বা বর্ণন করেন, সেই ধীর-পুরুষ ভগবানে পরাভক্তি লাভ করতঃ হৃদরোগরূপ জড়-কামকে শ্রীশ্রী দূর করেন।

ব্রজবধুগঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।

যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥

হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।

তিনগুণ ক্ষোভ নহে—মহাধীর হয় ॥

উজ্জল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।

আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

চরিতামৃত অ ৫ প

কীর্তনের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে স্মরণ সম্ভব। শুধু স্মরণ কেন, শ্রবণাদি নবধা-ভক্তি কেবল কীর্তনের দ্বারাই সূর্যযাজিত হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণ লীলাদি অনুক্ষণ কীর্তনীয়। এইজন্তই স্বনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্তনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে বলিয়াছেন—‘কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’। যাহারা কীর্তনসাধ্য ভক্তি ত্যাগ করিয়া নির্জনে কেবল স্মরণমনাদি-নিরত, তাহাদের পস্থা অশ্রোত-পস্থা।

শ্রীনন্দোৎসব ও কালীয়দমনাদি লীলা নাটক-রীতিতে অভিনয়-করিতে হইলে এই জন্ম ও কর্ম লীলাদ্বয় মধ্যে যে অংশসমূহ নিজের অনুগমনীয় সিদ্ধভক্তগতভাবে, তাহা নিজে অভিনয় করিতে হইবে এবং যে অংশসমূহে ভগবদগত এবং ভক্তান্তরগত ভাব আছে, তাহা অন্তরে দ্বারা অভিনয় করাইতে হইবে।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্যমহাপ্রভু এবং  
শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুস্বরূপের আবির্ভাবতিথিদ্বয়-সম্বন্ধে  
ব্যাসাবতার শ্রীলব্ধাবনদাসঠাকুর বলিয়াছেন—

চৈতন্তের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।

ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।

পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিনী।

যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশী।

গৌরচন্দ্রপ্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।

সর্ব যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।

সর্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।

এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।

কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিচ্ছিন্ন-বন্ধন।

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে-হেন পবিত্র।

বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র।

চৈতন্তভাগবত আ ও অঃ

ব্রহ্মপুত্রাণে উক্ত হইয়াছে—

যজ্ঞাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।

অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈবা মুক্তিদেতি কিমদ্বুতম্।

ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তপঃ।

ইদমেব পরো ধর্মো যদ্বিকৃত্ত্বতধারণম্।

যে তিথিতে সনাতন, সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তম  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ, সেই তিথি যে মুক্তিদা তাহাতে  
আশ্চর্য্য কি আছে।

বিকৃত্ত্বতধারণই পরম শ্রেয়ঃ, পরম তপ এবং শ্রেষ্ঠ  
ধর্ম।

ভগবান্ সনাতন। তাঁহার বিগ্রহও সনাতন, স্মরণ  
তাঁহার ভক্তিও সনাতনী এবং নিশ্চলা ॥ ২৩-২৪ ॥

সংসঙ্গলক্ষ্য ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।

স বৈ মে দর্শিতং সন্তিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥ ২৫ ॥

অনুয়। (ততশ্চানেন প্রকারেণ) ময়ি সংসঙ্গলক্ষ্য  
(সংসঙ্গেন লক্ষ্য) ভক্ত্যা সঃ (ভক্তঃ) মাং উপাসিতা

(ধ্যাতা ভবতি) সঃ (স চ ধ্যানশীলঃ) সন্তিঃ দর্শিতং বৈ  
(নিশ্চিতং) মে (মম) পদং (স্বরূপম্) অঞ্জসা  
(স্বথেনৈব) বিন্দতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। সংসঙ্গ হইতে লক্ষ-ভক্তিদ্বারা সেই ভক্ত  
আমার ধ্যান করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধ্যানশীল  
ভক্ত ধ্যানযোগে মহাজন-প্রদর্শিত মদীয় স্বরূপ অনায়াসে  
লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। এবত্বতারাং ভক্তো কঃ প্রবর্তক ইত্য-  
পেক্ষ্যামাহ,—সংসঙ্গতি। ভক্ত্যা উক্তলক্ষণা নৈষ্টিক্যা  
উপাসিতা ভজমানো ভবতি। ততশ্চ সন্তিরেব দর্শিতং  
পদং মচরণং মদ্যম বা অঞ্জসা শীঘ্রং কচ্যাসক্তিরতি-  
প্রেমভূমিকারূঢ়ঃ সন্ বিন্দতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তি এই প্রকার হইলে কে  
প্রবর্তক,—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ভক্তি উক্ত লক্ষণে  
নৈষ্টিকী ভক্তিদ্বারা উপাসিতা অর্থাৎ ভজনশীল হন। তাহা  
হইতে সং বা সাধুদিগের প্রদর্শিত পদ অর্থাৎ আমার চরণ  
বা ধাম অঞ্জসা অর্থাৎ শীঘ্র কচি, আসক্তি, রতি, প্রেম-  
ভূমিকা আকৃষ্ট হইয়া প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। সাধু সঙ্গের ভজনে প্রবৃত্তি, ভজনে  
উন্নতি এবং ভজনে সিদ্ধি বা সাধ্য কৃষ্ণপ্রেমলাভ—

সতাং প্রসঙ্গান্ম বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্নানি

প্রজ্ঞা রতিভক্তিরনুকমিষ্যতি ॥ ভাঃ ৩২।৫।২৫

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীলচক্রবর্তীঠাকুর  
প্রেম-প্রাপ্তির ক্রম দেখাইয়াছেন—পূর্ব শ্লোকস্থ “সঙ্গঃ  
প্রার্থ্য” সঙ্গ প্রার্থনীয়—এই উক্তি হইতে প্রথম “প্রজ্ঞা”।  
তারপর “সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার কথাসমূহ  
হয়”—এই বাক্যে অপ্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়ামাত্র, কথা  
নহে। তারপর প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে “অনর্থনিবর্তিকা” কথা-  
সমূহ হয়। তদন্তর সেই কথাসমূহই “নিষ্ঠা” উৎপাদন  
করিয়া আমার মাহাত্ম্যের সম্যক প্রকাশক হয়। তারপর  
‘কচি’ উৎপাদনে হৃৎকর্ণরসায়ন হয়। তারপর প্রীতি-  
সহকারে সেই সকল কথাসমূহের আন্বাদন হইতে

অপবর্গবিশ্বরূপ ভগবানে (আমাতে) শ্রদ্ধা, আসক্তি, রতি, ভাব, ভক্তি, প্রেমা ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে।”

অতএব— কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহে পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

উপরি-লিখিত শ্লোকের অর্থ ও বিশেষ বিচার

পূর্বে ভাঃ ১১।৬।৯ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।

ভক্তিস্ব্যুপযুক্তো কীদৃশী সন্তিরাদৃতা ॥

এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।

প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যাতাম্ ॥২৬-২৭॥

অনুব্র। (সৎসঙ্গলক্ষ্য ভক্ত্যা ইত্যুক্তং তত্র সত্যং ভক্তেস্চ বিশেষং পৃচ্ছতি) শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) উত্তমঃ শ্লোক! প্রভো! (সাধবঃ স্বয়মতিপরিকল্পিতা বহবঃ সন্তি তত্র) কীদৃগ্-বিধঃ (কিং প্রকারঃ) সাধুঃ তব মতঃ (সম্মতঃ, কিঞ্চ ভক্তিরপি লোকে বহুধা দৃশ্যতে তত্র) সন্তিঃ (নারদাদিভিঃ) আদৃতা (সাদরং পরিগৃহীতা) কীদৃশী ভক্তিঃ স্বয়ি (ভগবতি) উপযুক্তো (উপযোগমর্হতি) (হে) পুরুষাধ্যক্ষ! লোকাধ্যক্ষ! জগৎপ্রভো! প্রণতার (ভক্তার) অনুরক্তায় (মিত্তায়) প্রপন্নায় (একান্ত-শরণাগতায়) চ মে (মহ্যাম্) এতৎ (সর্বং পৃষ্টং) কথ্যাতাম্ (ভবতা কৃপয়া বর্ণ্যতাম্) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে উত্তমঃশ্লোক, হে প্রভো! কি প্রকার সাধু আপনার সম্মত এবং নারদাদি সজ্জন কর্তৃক আদৃতা কি প্রকার ভক্তি আপনার প্রতি উপযুক্ত হইয়া থাকেন? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও প্রপন্ন আমাকে এই সমস্ত রূপাপূর্বক বর্ণন করুন ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ। ভক্তিপ্রাহুর্ভাবকং সাধুমেব শ্রদ্ধা

তল্লক্ষণং পৃচ্ছতি,—সাধুরিতি। মতস্তব সম্মতঃ সন্তিরাদৃতাপি ভক্তিস্বয়ি কীদৃশ্যপযুক্তো।

পুরুষাণাং মহৎশ্রষ্টাদীনাং অধ্যাক্ষেত্বপারমৈশ্বর্যং লোকশ্চ মহাবৈকুণ্ঠলোকশ্রাধ্যাক্ষেত্বপারাসম্পৎ তদপি জগত্মিম্মায়িকেষপি লোকোদ্ধারণার্থং কৃপয়া প্রকর্ষণেণ ভবসি প্রাহুর্ভবসীতাপারং কারুণ্যাক্ষোক্তং। প্রণতায় মহ্যং। প্রণতত্বেপ্যহং ন জগজ্জনবৎ কিস্বমুরাগীত্যাহ,— অনুরক্তায় অনুরক্তত্বেহপি নাহমর্জুনাদিবদেবাস্তরোপাসক ইত্যাহ,—প্রপন্নায়ৈতি ॥ ২৬-২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধুই ভক্তি-প্রবর্তক, ইহা শুনিয়া তাঁহার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মত অর্থাৎ আপনার সম্মত, সাধুগণের আদৃতা হইয়াও আপনাতে কীদৃশী ভক্তি উপযুক্ত হয়?

পুরুষগণের অর্থাৎ মহৎশ্রষ্টা প্রভৃতির অধ্যক্ষ, ইহাতে অপার ঐশ্বর্য উক্ত হইতেছে। লোক অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ-লোকেরও অধ্যক্ষ, ইহাতে অপার সম্পদ উক্ত হইতেছে। আরও জগৎপ্রভু অর্থাৎ এই মায়িকজগতেও লোকোদ্ধার-জন্ত রূপাপূর্বক প্রকৃষ্টভাবে থাকেন বা প্রাহুর্ভূত হ'ন, ইহাতে অপার কারুণ্য উক্ত হইতেছে। প্রণত আমাকে অর্থাৎ প্রণতত্ব বিষয়েও আমি জগজ্জনের ত্রায় নই, কিন্তু অনুরক্ত বা অনুরাগী, অনুরক্তত্ব বিষয়েও আমি অর্জুনাতির ত্রায় দেবাস্তরের উপাসক নই ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুদর্শিনী। জগতে স্ব স্ব মনঃকল্পিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বহুবিধ সাধু দেখা যায় এবং জগতে ভক্তিরও প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ভজ্ঞনীয় ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ-সম্মত সাধুর লক্ষণ কি এবং কীদৃশী ভক্তি তাঁহার উপযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিসাধনে যোগ্য, তাহা তাঁহারই শ্রীমুখে প্রচার করিবার জন্ত লোককল্যাণতৎপর তত্ত্বপ্রবর উদ্ধবের এই প্রশ্ন।

প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা রূপানু উদ্ধব শ্রীভগবানকে ‘পুরুষাধ্যক্ষ’, ‘লোকাধ্যক্ষ’ ও ‘জগৎপ্রভু’ সম্বোধনে যেমন নিজের আরাধ্য ঈশ্বরের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তেমনি ‘প্রণত’ ‘অনুরক্ত’ ও ‘প্রপন্ন’-শব্দদ্বয়ে



নিজ ভক্তস্বরূপের এবং বাজনীয়া ভক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅর্জুন ও শ্রীউদ্ধব উভয়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা। তবে অর্জুন গৌরবময় ঐশ্বর্য্যপ্রধান-সখ্যারসের সেবক আর উদ্ধব বিশ্রান্ত-সখ্যারসের পরমাত্মরাসী সেবক। সুতরাং রসগত-তারতম্য-বিচারে অর্জুন হইতে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশ্চপত অস্ত্রলাভ কার্য্যে ( ভাঃ ১০।৮৯।৩৩ ), দ্বারকাবাসী বিপ্রপুত্র রক্ষার জন্ত মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া অস্ত্রত্যাগে ( ভাঃ ১০।৮৯।৩৬ ) এবং যজ্ঞবিঘ্নকারী দানব-গণকে নিহত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়াচরণে ( ভাঃ ৬।৬।৩৬ ) ভক্ত অর্জুনকে অত্র দেবতার উপাসকরূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্রের স্থায় অপস্বার্থসিদ্ধির জন্ত দেবতাস্বরের উপাসক নহেন কিন্তু স্বীয় প্রভুর লীলাপুষ্টিকারী। অতএব উদ্ধবের তাদৃশ উক্তি প্রণয়-কটাক্ষজ্ঞাপক ॥ ২৬-২৭ ॥

ঋং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

অবতীর্ণোহসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপান্তপৃথগ্‌বপুঃ ॥২৮॥

অন্থয়। ( অত্র হেতুঃ ) ( হে ) ভগবন্! ঋং প্রকৃতেঃ পরঃ ব্যোম ( ব্যোমবদসঙ্গঃ ) পরমং ব্রহ্ম ( অপি )। স্বেচ্ছোপান্তপৃথগ্‌বপুঃ ( স্বেবাং ভক্তানামিচ্ছয়া উপাত্তং গৃহীতং পৃথক্ পরিমিতং বপুর্ধেন সঃ ) অবতীর্ণঃ অসি ( ভূমৌ জন-নয়ন-গোচরো ভবসি ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হে ভগবন্! আপনি প্রকৃতির অতীত এবং আকাশের স্থায় অসঙ্গ পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ভক্ত-গণের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। তত্ত্বজ্ঞাপ্রবর্তকঃ সাধুস্বংস্বরূপা-  
স্তিমোহপি তৎস্বরূপভূত এবত্যাহ,—স্মৃতি।  
ব্যোমবদসঙ্গঃ যন্তঃ প্রকৃতেঃ পরঃ তদপি প্রাকৃতেহস্মিন্  
লোকে রূপয়া জীবোদ্ধারার্থমবতীর্ণোহসি। কীদৃশঃ  
স্বৈত্ তৈরিচ্ছয়োপাত্তানি গৃহীতানি পৃথক্ ভূতানি বপুর্ধি

যতঃ। সঃ স্বরূপভূতানি বপুর্ধেষু বৎ স্বভক্তিপ্রবর্তনার্থং  
ভক্তেভ্যো দদামীত্যর্থঃ। যদুক্তং নারদেন। “প্রযুজ্য-  
মানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীম্ তত্স্ম” ইতি অতএব  
যদুক্তং গুরুং লোকাস্বংস্বরূপত্বেনৈব ধ্যায়ন্তীতি ভাবঃ।  
যদা। স্বনাম্মারামত্বাং জগতাস্মিন্দাসীনোহপি স্বভক্তি-  
প্রচারণার্থমবতরন্তেবেত্যাহ,—স্মৃতি। স্বেচ্ছয়া উপা-  
তানি পৃথক্ পৃথগ্‌বপুর্ধি শ্রীকপিলদত্তাত্রেয়-শ্রীনারদাভ্যাকার্য্য  
যেন সঃ। যদুক্তং। “বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্” ইতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর, আপনাতে ভক্তিপ্রবর্তক সাধু  
আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও সেই স্বরূপভূতই।  
ব্যোম অর্থাৎ আকাশের স্থায় অসঙ্গ, যেহেতু প্রকৃতি  
হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহাও এই প্রাকৃতলোকে রূপাপূর্ব্বক  
জীবোদ্ধারের নিমিত্ত আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি  
প্রকার, না, নিজভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে উপাত্ত অর্থাৎ  
গৃহীত পৃথক্‌ভূত দেহসকল ধায়া হইতে তিনি স্বেচ্ছোপাত্ত  
পৃথগ্‌বপুঃ, স্বরূপভূতদেহসমূহই আপনি। আপনাতে  
ভক্তিপ্রবর্তননিমিত্ত ভক্তগণকে আপনি দান করেন।  
নারদ যেরূপ ( ভাঃ ১।৬।২৯ ) বলিয়াছেন—‘সেই শুদ্ধা  
ভাগবতী তত্স্ম আমাতে প্রযুজ্যমান হইলে’। অতএব  
আপনার ভক্ত অর্থাৎ গুরুকে লোকে আপনার  
স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করেন। অথবা আত্মারাম বলিয়া  
আপনি জগদব্যাপারে উদাসীন হইয়াও নিজভক্তি প্রচার-  
নিমিত্ত অবতীর্ণ হ’ন। এখানে স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ  
অর্থাৎ যিনি নিজে ইচ্ছাক্রমে শ্রীকপিলদত্তাত্রেয়-শ্রীনারদাদি  
আকারে পৃথক্ পৃথক্ দেহসমূহ স্বীকার করিয়াছেন।  
যেমন বল হইয়াছে—‘বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তিই’ ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীল চক্রবর্তীপাদ এই টীকায় ভক্ত  
ভগবানের অবতারদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে  
ভক্তাবতার—

ভক্ত, ভগবানেরই স্বরূপ—

“দাবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্বহং”

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।

চতুর্দা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে ॥

চৈতন্যভাগবত ম ২১ অঃ

ভক্তেচ্ছাপূরণার্থেই স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার—

স্বং ভক্তিব্যোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ

আম্বেশে প্রতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্।

যদ্যক্রিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্তদপুং প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভাঃ ৭।৯।১১

ব্রহ্মা কহিলেন—হে নাথ, আপনি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নমনপথে সর্বদা বিহার করেন ভক্তিব্যোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে আপনি সর্বদা অবস্থান করেন। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ-সদয়ে আপনার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি যক্লপ প্রকট করিয়া থাকেন।

যেখানে যেক্লপ ভক্তগণে করে বাস।

সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥

ভক্তলাগি প্রভুর সকল অবতার।

ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ম না জানয়ে আর ॥

চৈতন্যভাগবত ম ২৩ অঃ

ভগবান্ ভক্তকে স্বরূপভূত দেহ দান করেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রকৃতদেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ

শ্রীশুকদেব ভগবৎস্বরূপ—

সাক্ষাদ্বিরম্বেন সমস্তশাস্ত্রে-

রক্তস্তথা ভাব্যত এব সক্তিঃ।

কিন্তু প্রভোঃ প্রিয় এব তন্ত

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

( শ্রীবিষ্ণুনাথকৃত-স্তবাবলী )

নিখিলশাস্ত্র বাহ্যকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ-রূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও বাহ্যকে সেই-

রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি প্রভু ভগবানের একান্তপ্রেম, সেই শ্রীশুকদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

দ্বিতীয় শ্রীভগবানের অবতার—

শ্রীঅকুর শুব করিতেছেন—

অন্তে চ সংস্রুতান্মানো বিধিনাতিহিতেন চ।

যজন্তি ত্রয়াস্বাং বৈ বহুমুর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥

ভাঃ ১০।৪০।৭

অপর কেহ কেহ বিগুরুচিত্তে আপনার কথিত পাঞ্চ-রাত্রিকবিধি-অনুসারে আপনাতে চিত্তসন্নিবেশ পূর্বক বহুমূর্তি হইয়াও একমূর্তি আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন।

‘শ্রীভগবানের চিহ্নময়ী মূর্তিসমূহের নানান্ত হইলেও এবই অভিপ্রেত যথা—‘একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈডা একোহপি-সন্ বহুধা সোহবভাতি’—(গোপালভাগবতী শ্রুতি পূর্ব ২১) অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ববশম্বিতা, তিনি সর্বব্যাপক, সর্বজীব ও সবদেববন্দ্য তিনি এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-বলে বহু প্রকাশ ও বিলাসমূর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।’

শ্রীল বিষ্ণুনাথ

সকল ভক্তের ইচ্ছা-পূরণার্থ শ্রীভগবানের পৃথক পৃথক বপুধারণসম্বন্ধে—শ্রীব্রহ্মার উক্তি—‘স্বৈচ্ছাময়ন্ত’

ভাঃ ১০।১৪।২

‘নারায়ণস্বমিত্যাদৌ’—ভাঃ ১০।১৪।১৪ ; শ্রীঅকুরোক্তি—(‘অভুতানীহ’—ভাঃ ১০।৪১।৪ ; শ্রীজাযবানের উক্তি—‘যন্তেবহুৎকলিতরোষ’—ভাঃ ১০।৫৬।২৮ এবং দেবগণের উক্তি—‘আনন্তবাস্তু’—ভাঃ ১১।৬।১০, ‘কেতুস্ত্রিবিজ্ঞমবৃত্তঃ’ ভাঃ ১১।৬।৭ প্রকৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥২৮॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কৃপালুরকৃতজ্যোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।

সত্যসারোহনবজ্রায়া সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মূহঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।

অনীহো মিতভুঙ্ শাস্তুঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥

অপ্রমত্তো গভীরাভ্যা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।  
 অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥  
 আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ শোভান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।  
 ধর্মান্ সমুজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥২৯-৩২॥

অনুব্র। (তত্র ত্রিংশল্পক্ষণৈঃ সাধুং নিরূপয়তি)   
 শ্রীভগবান্ উবাচ । কৃপালুঃ (পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ) সর্বদেহিনাং  
 (কেষাঞ্চিদপি) অকৃতদ্রোহঃ তিতিক্ষুঃ (ক্ষমাবান্) সত্য-  
 সারঃ (সত্যং সারঃ স্থিরং বলং বা যন্ত সঃ) অনবজ্ঞা  
 (অহ্মাদিরহিতঃ) সমঃ (সুখদুঃখয়োঃ সমঃ) সর্বোপ-  
 কারকঃ (যথাশক্তি সর্বজনানামুপকারকঃ) কামৈরহতী-  
 ধীঃ (কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ) দাস্তঃ (সংযতবাহ্যেজিয়ঃ) মৃদুঃ  
 (অকঠিনচিত্তঃ) শুচিঃ (সদাচারঃ) অকিঞ্চনঃ (অপরি-  
 গ্রহঃ) অনীহঃ (দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ) মিতভূক্ (লঘুদাহারঃ)  
 শান্তঃ (নিয়তাত্তঃকরণঃ) স্থিরঃ (স্বপ্নে স্থিরঃ) মচ্ছরণঃ  
 (মদেকাশ্রয়ঃ) মুনিঃ (মননশীলঃ) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ)  
 গভীরাভ্যা (নির্ষিকারঃ) ধৃতিমান্ (বিপদ্যপি অরূপণঃ)  
 জিতষড়্গুণঃ (ক্ষুংপিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু-  
 বড়ুর্শ্ময়ঃ, এতে জিতা যেন সঃ) অমানী (ন মানাকাজ্ঞী)  
 মানদঃ (অন্তোভো মানদঃ) কল্যঃ (পরবোধনে দক্ষঃ)  
 মৈত্রঃ (অবক্ষকঃ) কারুণিকঃ (করুণ্যৈব প্রবর্তমানঃ,  
 ন দৃষ্টলোভেন) কবিঃ (সমাগ্ জ্ঞানী) যঃ ময়া (বেদরূপেণ)  
 আদিষ্টান্ অপি সর্বান্ স্বকান্ ধর্মান্ (স্বধর্ম্মান্) গুণান্  
 দোবান্ আজ্ঞায় (ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বত্বাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে  
 দোবাংশ্চ জ্ঞাত্বাপি) সমুজ্য (মদধ্যানবিক্ষেপতয়া মদ-  
 ভক্ত্যেব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্মান্ সমুজ্য।)  
 মাং ভজেৎ (সেবেত) সঃ তুঃ এবং সত্তমঃ (সোহিপ্যেবং  
 পূর্বোক্তবৎ সাধুশ্রেষ্ঠো ভবতি) ॥২৯-৩২॥

অনুবাদ। ভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! যিনি  
 কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, ক্ষমাবান, সত্যসার, অহ্মারহিত,  
 সমচিত্ত, সর্বোপকারক, কামাদিহারা অক্ষুভিত্ত, সংযত  
 বাহ্যেজিয়, মৃদু, সদাচারী, অকিঞ্চন, লৌকিকক্রিয়াশূন্য,

মিতভূক, শান্ত, স্থির, মদেকাশ্রয়, মননশীল, অপ্রমত্ত,  
 নির্ষিকার, ধৈর্যাবান, ষড়্গুণজয়ী, অমানী, মানদ, পর-  
 প্রবোধনে দক্ষ, মৈত্র, কারুণিক, কবি এবং মদীয় বেদ-  
 শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অমুষ্ঠানে গুণ এবং অনমুষ্ঠানে  
 দোষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক  
 বলিয়া মন্তস্ত্রিবলেই সর্বসিদ্ধি হইবে ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া  
 সর্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক যিনি আমার সেবা করেন তিনিও  
 পূর্বোক্ত পুরুষের ছায় উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া  
 থাকেন ॥ ২৯—৩২ ॥

বিশ্বনাথ। কৰ্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্রা কেবলা চেতি  
 মন্তুক্তৈর্দৈবধ্যাত্তং প্রবর্তকঃ সাধুরপি দ্বিবিধস্তত্র প্রথমমাহ,  
 —ত্রিভিঃ। কৃপালুঃ পরসংসারদুঃখাসহিষ্ণুঃ স্বদ্রোহিত্বপি  
 জনে অকৃতদ্রোহঃ। সর্বদেহিনাং সমবজ্ঞানতামপি  
 তিতিক্ষুরপরাধক্ষমতা সত্যমেব সারো বলং যন্ত সঃ।  
 অনবজ্ঞা অহ্মাদিদোষরহিতঃ সমঃ সুখদুঃখাভ্যাং  
 মানাপমানাভ্যাক্ষ তুল্যঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ দাস্তঃ  
 সংযতবাহ্যেজিয়ঃ। মৃদুরকঠোরচিত্তঃ। শুচিঃ সদাচারঃ।  
 অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ ব্যবহারিকক্রিয়াশূন্যঃ।  
 মিতভূক্ পবিত্রলঘুদাহারঃ। শান্তঃ শান্তিরতিমান্ স্থিরঃ  
 স্বকৃত্যেযু ফলোদয়পর্যন্তমব্যগ্রঃ অফলোদয়কৃতঃ স্থির  
 ইতি তল্লক্ষণাং। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ মুনির্মননশীলঃ।  
 অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ গভীরাভ্যা অশৈথল্যবগাহস্বভাবঃ।  
 ধৃতিমান্ নির্ষিকারঃ জিতষড়্গুণঃ ক্ষুংপিপাসাদীর্ঘ-  
 রহিতঃ। অমানী মানাকাজ্ঞাশূন্যঃ অন্তোভো মানপ্রদঃ  
 কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবক্ষকঃ কারুণিকঃ  
 করুণ্যৈব প্রবর্তমানঃ। কবির্বিদ্যমোক্ষজঃ ইত্যষ্টাংশিত-  
 গুণবানয়ং সত্তমঃ ইত্যুত্তরশ্রামুখঃ। অত্র শান্ত ইতি  
 জিতষড়্গুণ ইতি পদাভ্যাময়ং সিদ্ধভক্তো নির্বাণবাহু-  
 শূন্যত্বং ভক্তাভ্যারামঃ শান্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাভ্যায়ুচ্যতে।  
 অয়ং স্বপূর্বদশায়াং জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ তৎপূর্বদশায়াং  
 কৰ্ম্মমিশ্র-ভক্তিমানাসীদতত্তদা তদাত্ত ভক্তেঃ প্রাভাত্তং  
 সিদ্ধিদশায়াং তু কৰ্ম্মজ্ঞানাত্তনাবরণাচ্ছুদ্ধভক্ত এবায়মুচ্যতে  
 ইত্যতঃ সত্তম ইতি জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সত্তরঃ কৰ্ম্মমিশ্র-  
 ভক্তিমান্ সন্নিত্যবগম্যতে। অতৌহয়ং স্বসঙ্গিনং স্বতুল্যং

চিকীৰ্ষুঃ। প্রথমং কৰ্মমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশতি তত-  
 স্তেনোপদিষ্টঃ স চ নিষ্কামঃ কৰ্মমিশ্রামেব ভক্তিং কুৰ্ব্বন্  
 “ন কৰ্ম্মাণি ত্যজ্যে যোগী কৰ্ম্মভিত্ত্যজ্যতে হি সঃ” ইতি  
 শ্রীয়েনাক্রচদশায়ামনাদৃত্বাৎ স্বতএব কৰ্ম্মধামুপরামে সতি  
 জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিং লভতে। ততস্তৎপাকদশায়াং ভক্তেঃ  
 প্রাবল্যে সতি জ্ঞানেহ্যনাদৃত্বাহুপারম্যং প্রাপ্যে সতি  
 ভক্তান্ধারাম ইতি শাস্তভক্ত ইতি সংজ্ঞাত্যাং সদাপ্যুচ্য-  
 মানো ভবতি তস্মৈ জ্ঞানেহনাদরো যথা ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি-  
 যুতা তদুক্তিঃ “অশ্বিন্ অখবনযুন্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্টিপত্তনে  
 ক্ষুরতি। আত্মারামতয়া মে যথা গতৌ বত চিরং কালঃ”  
 ইতি। হরেগুণাক্ষিপ্তমতিভগবান্ বাদরায়নিরিতি প্রথমে  
 চ তদশায়াং ভক্তিবাদিতস্মৈ জ্ঞানস্মৈ সত্ত্বেহপি তস্মৈ ভক্ত্যানা-  
 বরকত্বাৎ “অত্যাভিলাষিতাশুং জ্ঞানকৰ্ম্মাণ্যনাবৃতম্।  
 আমুকুল্যেন কৃষ্ণামুশীলনং ভক্তিরূচ্যতে” ইতি শুদ্ধভক্তি-  
 লক্ষণস্মৈ তত্র নাব্যাপ্তিজেরা। অথ কেবল্যাং ভক্তেঃ  
 প্রবর্তকং সাধুং লক্ষয়তি,—আজ্ঞায়েতি। যথা ধৰ্ম্মান্  
 নৈব সংত্যজ্য সন্তম উক্তঃ এবং ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি  
 সৰ্বান্ সংত্যজ্য মদ্বক্তাবেব শ্রদ্ধাবিশেষবত্তয়া সম্যক্-  
 প্রকারেনৈব ত্যক্তা। যো মাং ভজ্যে কিমজ্ঞানান্নাস্তিক্যাদ্ধা  
 ন ধৰ্ম্মাচরণে সত্ত্বগুণাদীন গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ  
 আজ্ঞায় সম্যগেব জ্ঞাত্বাপি ভক্তেব মে সৰ্বং ভবিষ্যতীতি  
 দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্যেতি স্বামিচরণাঃ। স চ  
 সন্তম ইতি পূৰ্ব্বাধিকারী ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য ভজ্যেদয়ম্  
 সংত্যজ্যেবেতি ভেদঃ। তথা পূৰ্ব্বকৃপানুভাদি সম্পূর্ণ-  
 গুণবান্ সন্তমঃ। অয়ম্ বিশেষণান্তরানুপাদানাত্বাৎ-  
 সংখ্যকগুণবদ্ধতাবেহপি সন্তমঃ। ন চাস্ত তাবদগুণাভাব  
 এবত্যেকশব্দনীয়ং। “ভক্তিঃ পরেশানুভবে বিরক্তিরনৃত্র  
 চৈষ ত্রিক এককালঃ” ইতি “যস্ত্যস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা  
 সৰ্বৈগুণৈগুণত্র সমাসতে সুরাঃ” ইত্যাদি প্রবণাদচিরেণৈব  
 সৰ্বদোষোপশমপূৰ্ব্বকসৰ্বগুণোদয়স্য তত্রাবশ্যস্তাবিত্বাৎ।  
 কিঞ্চ পূৰ্ব্বো জিতবড়গুণত্বাৎ সিদ্ধদশাবস্থ এব সন্তমঃ  
 অয়ম্ তাদৃশদ্ব্যবৃত্তেঃ সাধকদশাবস্থোহপি সন্তম ইত্যস্মৈ  
 পূৰ্ব্বত এতাবান্ ব্যঞ্জিত উৎকর্ষঃ প্রথমত এব শুদ্ধভক্তি-  
 বহাজ্জ জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯-৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে ভক্তি কৰ্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও  
 কেবলা—এই দ্বিবিধ হওয়ার তৎপ্রবর্তক সাধুও দ্বিবিধ।  
 তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের কথা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন।  
 কৃপানু অর্থাৎ অপরের সংসার-দুঃখ সহিতে অসমর্থ।  
 আপনার উপর বিদ্রোহ পরায়ণ ব্যক্তির প্রতিও অকৃত-  
 দোহ। আপনাকে অবজ্ঞাকারী সমস্ত দেহীর তিতিক্ষু  
 অর্থাৎ অপরাধ নার্জনাকারী। ষাঁহার সত্যই সার বা  
 বল। অনবচ্ছাদিত অর্থাৎ অহরাদিদোষরহিত। সম অর্থাৎ  
 স্তব্ধদুঃখ ও মানাপমানবিষয়ে তুল্য। কামদ্বারা অহতবী  
 অর্থাৎ অকুণ্ঠিতচিত্ত। দান্ত অর্থাৎ সংযত-বাহেক্সিয়।  
 মূহু অর্থাৎ অকঠোরচিত্ত। শুচি অর্থাৎ সদাচার।  
 অকিঞ্চন অর্থাৎ অপরিগ্রহ। অনীহ অর্থাৎ ব্যবহারিক-  
 ক্রিয়াশূন্য। মিতভুক অর্থাৎ পবিত্র-লঘু-আহারকারী।  
 শাস্ত অর্থাৎ শান্তিরতিমান। স্থির অর্থাৎ নিজকৃত্যবিষয়ে  
 কলোদয় পর্যন্ত অব্যগ্র (আফলোদয়কৃত স্থির এই লক্ষণ  
 অনুসারে)। মচ্ছরণ অর্থাৎ একমাত্র আমাতেই  
 আশ্রয়বান্। মুনি অর্থাৎ মননশীল। অগ্রমত্ত অর্থাৎ  
 সাবধান। গজীরাভা অর্থাৎ অস্ত্রের নিকট দূরবগাহ  
 স্বভাব। যুতিমান্ অর্থাৎ নির্দীকার। জিতবড়গুণ  
 অর্থাৎ কুংপিপাসাদি-তরঙ্গ রহিত। অমানী অর্থাৎ  
 মানাকাজ্ঞাশূন্য। মানদ অর্থাৎ অস্ত্রের প্রতি মানপ্রদাতা  
 কল্য অর্থাৎ পরবোধনে দক্ষ। মৈত্র অর্থাৎ অবক্ষক।  
 কারুণিক অর্থাৎ করুণারদ্বারাই প্রবর্তমান। কবি অর্থাৎ  
 বন্ধমোক্ষজ। এই অষ্টাবিংশতি গুণবান্ ইনিই—সন্তম—  
 ইহাই উত্তরের অনুবঙ্গ। এখানে শাস্তও জিতবড় গুণ এই  
 পদদ্বয়দ্বারা এই সিদ্ধভক্ত নির্বাণবাহ্যশূন্য বলিয়া  
 ভক্তান্ধারাম ও শাস্তভক্ত—এই সংজ্ঞাদুইদ্বারা বলা হয়।  
 ইনি নিজের পূৰ্ব্বদশায় জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্। তাহার  
 পূৰ্ব্বের দশায় কৰ্ম্মমিশ্র-ভক্তিমান্ ছিলেন। অতএব সেই  
 সেই সময়ে ইহার ভক্তির প্রাধাত্য, কিন্তু সিদ্ধদশায়  
 কৰ্ম্মজ্ঞানাদিদ্বারা অনাবরণজন্ত ইহাকে শুদ্ধ ভক্তই বলা  
 হয়। থাকে। এই কারণে ইনি সন্তম জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্  
 সত্তর এবং কৰ্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ সৎ—ইহাই জানা যায়।

অতএব ইনি নিজের সঙ্গীকে নিজতুল্য করিতে ইচ্ছুক। প্রথমে কৰ্ম্মমিশ্রাভক্তি উপদেশ করেন। তৎপরে তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনিও নিকাম কৰ্ম্মমিশ্রাভক্তিই করিতে করিতে 'যোগীর কৰ্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে, কৰ্ম্মসমূহ তাঁহাকে ত্যাগ করে' এই ত্রায়ামুসারে আকৃষ্টদর্শায় অনাদৃত হইয়া আপনা আপনিই কৰ্ম্মসমূহের উপরাম হইলে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি লাভ করেন। অতঃপর তাহার পাকদর্শায় ভক্তির প্রাবল্য হইলে জ্ঞান ও অনাদর-হেতু প্রায় উপরাম হইলে ভক্ত-আত্মারাম ও শাস্ততত্ত্ব এই সংজ্ঞাদ্বয়দ্বারা কথিত হ'ন। তাঁহার জ্ঞানে অনাদর, যেমন ভক্তিরসামৃতসিদ্ধান্ত (পঃ বিঃ ১লঃ ১৩শ্লোঃ) তাঁহার উক্তি—'এই সুখধনমুক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণবংশ্য কৃষ্ণের সুরণে, হায়, আত্মারামতাহেতু আমার চিরকাল বৃথা অপব্যয়িত হইয়াছে'। 'হরিগুণে আক্ষিপ্তমতি ভগবান্ বাদরায়ণি' (ভাঃ ১।৭।১১)—এইভাবে প্রথমেও সেই দর্শায় ভক্তিদ্বারা বাধিত-জ্ঞান থাকিলেও উহা ভক্তিকে আবৃত করিতে পারে না বলিয়া 'অত্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকৰ্ম্মাদিহারা অনাবৃত আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তিবলে' (ভঃ রঃ সিঃ ১।১৯)—এই শুদ্ধভক্তিলক্ষণের সেখানে ব্যাপ্তির অভাব জানিতে হইবে না। অনন্তর কেবলাভক্তির প্রবর্তক সাধুর লক্ষণ বলিতেছেন। যেমন ধৰ্ম্মসমূহ না ত্যাগ করিয়াই সন্তম বলিয়া কথিত, এইরূপ বেদরূপ আমার দ্বারা আদিষ্ট সমস্ত সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমার তত্ত্বিতেই শ্রদ্ধাবিশেষ থাকাহেতু সম্যক্ প্রকারেই ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন, অজ্ঞানজ্ঞাত বা নাস্তিক্যাহেতু নহে। ধৰ্ম্মাচরণে সম্বন্ধিত প্রভৃতি গুণসকল ও তদ্বিপরীত দোষসমূহ সম্যক্ভাবে জানিয়াও ভক্তিদ্বারা আমার সমস্ত হইবে এই দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত ধৰ্ম্মসমূহ সম্যগ্ভাবে ত্যাগ করিয়া—(ইহা শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা) তিনিও সন্তম—এই পাঠে পূৰ্ব্বাধিকারী ধৰ্ম্মত্যাগ না করিয়াই ভজন করেন, ইনি সম্যক্ ত্যাগ করিয়াই—এই ভেদ। আর পূৰ্ব্ব রূপানুবাদি সম্পূর্ণগুণবান্ই সন্তম। ইনি কিন্তু অত্ৰ বিশেষণের অনুপাদানহেতু সেই পরিমাণ

সম্যক্ গুণ না থাকিলেও সন্তম। আর উহার ঐ সমস্ত গুণের অভাব তাহাও আশঙ্কা করিতে হইবে না। 'ভক্তি, পরেশের অনুভব (-ভগবজ্জ্ঞান), ভগবান্ ভিন্ন অত্ৰ-বিষয়ে বৈরাগ্য—এই তিনটি এককাল (যুগপৎ) (তাঃ ১।২।৪২), 'ভগবানে যাহার অকিঞ্চন ভক্তি থাকে, সৰ্ব্গ গুণের সহিত দেবগণ তাহাতে সম্যক্ বর্তমান' (তাঃ ৫। ১৮।১২)—এই সকল উপদেশ অবগত হেতু অচিরাত্ সৰ্ব্বদোষোপশমপূৰ্ব্বক সৰ্ব্বগুণোদয় সেশ্বেলে অবশ্যজ্ঞানী বলিয়া। আর পূৰ্ব্বজন জিতঘড়্গুণ বলিয়া সিদ্ধিদর্শায় অবস্থিত, অতএব সন্তম। ইনি কিন্তু তাদৃশত্ব যোগ না হইলে সাধকদশাতে অবস্থিত হইয়াও সন্তম। পূৰ্ব্বজন হইতে ইহার এই পরিমাণ কথিত উৎকর্ষ প্রথম হইতেই শুদ্ধ ভক্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৯-৩২ ॥

### অনুদর্শিনী

সাধুর লক্ষণ—

রূপালু, অকৃতদোহ, সত্যসার, সম।  
নির্দোষ, বদাত্ত, মুদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥  
সৰ্বোপকারক, শাস্ত, কৃষ্ণেকশরণ।  
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ঘড়্গুণ ॥  
মিতভুক্ অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।  
গভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, যৌনী ॥

চৈঃ চঃ ম ২২ প

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।  
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥  
অত্ৰ-বাঙ্গা, অত্ৰপূজা, ছাড়ি 'জ্ঞান' 'কৰ্ম্ম'।  
অনুকূল্যে সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

চৈঃ চঃ ম ১৯ প

নিষ্কিঞ্চন-ভক্তের লক্ষণ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্ম।  
অকিঞ্চন হ'ঞা লয় কৃষ্ণেকশরণ ॥ চৈঃ চঃ ম ২২ প  
সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ।  
অহং স্বাং সৰ্বপাপেভ্যো যোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

গীতা ১৮।৬৬

ভগবান্ কহিলেন—হে অৰ্জুন, তুমি সৰ্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐ সকল ধৰ্ম্মত্যাগের জন্ত শোক করিও না। সকল পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব।

কৰ্ম্মমিশ্রভক্তিমান্—সং, জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্—সত্তম এবং জ্ঞানশূন্য শুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম। কৰ্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ আরাঢ়দশায় জ্ঞানমিশ্রভক্তিলাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্যশুদ্ধভক্তিমান্—সত্তম।

কেবলাভক্তিতে কৰ্ম্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। উহা নিৰ্ম্মলা এবং অন্তরায়বিহীনা। জ্ঞানমিশ্রভক্তিমান্ সিদ্ধদশায়—সত্তম, আর কেবলাভক্তিমান্ সাধনদশাতেই সত্তম। গীতোক্ত—‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তো একভক্তি-বিশিষ্টতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ্যত্যাৰ্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বায়ৈব মে মতম্। অস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুসৃত্য গতিম্ ॥’ ৭।১৭-১৮ ॥ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ‘একভক্তি’ বিশিষ্ট জ্ঞানীভক্তকে অত্যন্ত প্রিয় বলিলেও তিনি কিন্তু কেবলাভক্তিমান্ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। উক্তশ্লোকদ্বয়ের শ্রীল চক্রবর্তীচক্ৰুর টীকার মৰ্ম্মে দেখা যায়—‘যদি প্রশ্ন হয় যে, সকল জ্ঞানীই জ্ঞানের বৈফল্য ভয়ে তোমার ভজন করে। তদ্বত্তরে বলিতেছেন—একা যুখা অর্থাৎ প্রাধানীভূতা ভক্তিই, কিন্তু অল্প জ্ঞানিগণের ত্রায় যাহার জ্ঞানই প্রাধানীভূত নহে, তিনি, অথবা একা ভক্তিতেই যাহার আসক্তি, নামমাত্রে যিনি জ্ঞানী। এবস্থত জ্ঞানীর নিকট শ্রামসুন্দর আমি সাধন-সাধাদশায় প্রিয় অর্থাৎ পরিহারে অসমর্থ। ‘যে যথা মাং প্রপদন্তে’—এই ত্রায়ে তিনি আমারও প্রিয়। তাহা হইলে আত্মাদি-ত্রিবিধ ভক্ত আপনার প্রিয় নহে কি? উত্তর—না, না। যাহারা আমাকে ভজনা করে, আমার নিকট কিছু কাগনা করে এবং আমি দান করিলে গ্রহণ করে, তাহারা ভক্তবৎসল আমাকে বহুপ্রদাতা, প্রিয়—এই ভাব। জ্ঞানী আমার ভজন করিয়া আমা হইতে স্বর্গ-পবর্গাদি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। অতএব তাহার

অধীন আমার সে আত্মাই, আমার মত। যেহেতু সে শ্রামসুন্দরাকার আমাকে সর্বোত্তমা গতি পাইয়া নিশ্চিতবান্ কিন্তু আমার নির্কিংশেষস্বরূপ-ব্রহ্মনির্বাণ নহে। এই প্রকারে নিকাম প্রাধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানী, ভক্তবৎসল ভগবানের দ্বারা স্বাভাৱে অর্থাৎ নিজের আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; অনন্তকেবলভক্তিমান্ কিন্তু আত্মা হইতেও অধিকই। যেমন বলিয়াছেন—‘ন তথা মে প্রিয়তম……নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥’ ভাঃ ১১।১৪।১৫, ‘নামহ্যাত্মানমাশাসে মন্তকৈঃ সাধুভির্বিদা’—ভাঃ ৯।৫।৬৪ এবং শ্রীশুকোক্তি ‘আত্মারামোহ্যপ্যারীরমৎ’—ভাঃ ১০।২৯।৪২

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও নারায়ণব্যুৎসবে উক্ত হইয়াছে—‘যে ত্যক্তলোকধৰ্ম্মার্থা বিমুক্তভক্তিবংশগতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোহপিহ নমো নমঃ ॥

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে “অদেষ্ঠা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ কৰুণ এব চ’। হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শ্রদ্ধাধনা মৎপদমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ’—শ্রীভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের ১২-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥’ ২৯-৩২ ॥

জ্ঞানজ্ঞানাত্মা যে বৈ মাং যাবান্ যশাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্তভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। যে যাবান্ (দেশকালপরিচ্ছিন্নঃ) যঃ চ (সৰ্বাত্মা) যাদৃশঃ (সচ্চিদানন্দাদিরূপঃ) (অহম্) অস্মি (তং) মাং বৈ জ্ঞানাত্মা অথ অজ্ঞানাত্মা (অপি) অনন্তভাবেন (একান্তভাবেন) ভজন্তি (সেবন্তে) তে (তাদৃশা জনাঃ) মে (মম) ভক্ততমাঃ মতাঃ (সম্মতাঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। যাহারা দেশকাল অপরিচ্ছিন্ন, সৰ্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দাদিরূপবিশিষ্ট আমার স্বরূপ অবগত হইয়া বা অনবগত হইয়া একান্তভাবে আমার সেবা করেন তাদৃশ জন উত্তমভক্তরূপে গণ্য ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ। অয়ং সিদ্ধদশাবস্থে তু পরমমহোৎকৃষ্ট এবোচ্যতে ইত্যাহ। জ্ঞানজ্ঞানাত্মেতি বীপ্সা। “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ” ইতি মদ্বক্তৃত্বভক্তিতারতম্যেন

মন্মাদ্যুধ্যমধিকং প্রতিক্ষণমমুভবগোচরীকৃত্যেত্যর্থঃ। যাবান্-  
কালদেশাভ্যামপরিচ্ছিন্নোহপ্যাহং ভক্তেচ্ছাবশাং পরিচ্ছি-  
ন্নশ্চ। যশ্চ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মাপ্যাহং শ্রামসুন্দরাকারো  
বসুদেবপুত্রশ্চ যাদৃশ আত্মারাম আপ্তকামোহপ্যাহং ভক্ত-  
প্রেমবৈবশ্রাদনাত্মারামোহনাপ্তকামশ্চ। অনন্তভাবেনৈ-  
কান্তিক্ষেণ অনন্তমমতাক্ষেণেনিতি বা তে ইতি গৌরবেণ  
বহুত্বং ভক্ততমামতা ইতি পূর্বোক্তলক্ষণঃ সত্তম এব ময়া  
মন্ত্তকশব্দেনোচ্যতে। অসম্ভ মে ভক্ততমো ময়া সম্ভত  
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ইনি কিন্তু সিদ্ধদশায় উপস্থিত হইলে  
পরম উৎকৃষ্ট বলিয়াই কথিত হন। ‘জানিয়া’ ‘জানিয়া’  
এস্থলে বিরক্তি। ‘আমি কেবলা ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয়’—  
আমার এই উক্তিক্রমে (ভাঃ ১১।১৪।২১) ভক্তির তারতম্য  
অনুসারে আমার মাধুর্য্য অধিক পরিমাণে প্রতিক্ষণ অমুভব  
গোচর করিয়া—এই অর্থ। যে পরিমাণ অর্থাৎ কালদেশ-  
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও আমি ভক্তের ইচ্ছাবশে পরি-  
চ্ছিন্নও বটে এবং যে অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়াও  
আমি শ্রামসুন্দরাকার ও বসুদেবপুত্র, যাদৃশ অর্থাৎ আত্মা-  
রাম ও আপ্তকাম হইয়াও ভক্তপ্রেমবিবশ হইয়া অনাত্ম-  
রাম ও অনাপ্তকাম। অনন্যভাবে অর্থাৎ ঐকান্তিক হইয়া  
অথবা অস্ত্রে মমতাবুদ্ধি না করিয়া। তাঁহার—এখানে  
গৌরবে বহুত্ব। ভক্ততম বলিয়া সম্ভত অর্থাৎ পূর্বোক্ত-  
লক্ষণ সত্তমকেই আমি আমার ভক্ত বলিয়াছি। ইনি  
কিন্তু আমার ভক্ততম বলিয়া আমাকর্তৃক স্বীকৃত ॥ ৩৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** ‘জানিয়া’ ‘জানিয়া’—অর্থাৎ আমার  
সচ্চিদানন্দাদিরূপ এবং মহিমা পুনঃ পুনঃ জানিয়া যাঁহার  
আমার ভজন করেন—‘জাহ্নবাপি নম মাহাত্ম্য তত্রোৎসুক-  
তয়া পুনঃ। বিশেষাচ্চ বিশেষেণ জাহ্নবা মামশ্রুতেধিকম্’  
—বিজ্ঞানে।

পূর্বে সগুণ ও নিগুণভেদে ভক্তির দ্বিবিধত্ব দেখান  
হইয়াছে। সেই ভক্তিদ্বয়ের সগুণ অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রভক্তি-  
মান্ সিদ্ধদশায় জ্ঞানশূন্যভক্তিমান্ হইলে সত্তম; আর  
কেবলা-ভক্তিমান্কে সাধন দশায় সত্তম দেখান হইয়াছে।

বর্তমানে সেই কেবলা-ভক্তিমানের সাধনদশা অতিক্রমে  
ভাবভক্তি ও পরে প্রেমভক্তিলাভের অবস্থা বর্ণন করিতে-  
ছেন। অর্থাৎ শুদ্ধদাস্ত্যসখ্যাদিভাবেই যিনি অনন্ত,  
তিনিই সর্বোত্তম। শ্রীযোগেশ্বরগণও এই ভক্তির প্রার্থনা  
করিয়াছেন—‘প্রেয়ান্ ন তেহন্তোহন্ত্যমুতয়রি প্রতো,  
বিশ্বাত্মনীক্ষেণ পৃথগ্ য আত্মনঃ। তথাপি ভক্ত্যেণ  
তয়োপধাবতা-মনন্তবৃত্তানুগৃহাণ বৎসল ॥ ৪।৭।৩৮।

শ্রীল চক্রবর্তীঠাকুর স্বটীকায় বলেন—যিনি বিশ্বাত্ম  
তোমাতে জীবসমূহ তোমারই শক্তিজ্ঞানে পৃথকত্বদর্শন করেন  
না, তাহা হইতে যদিও অস্ত্রে তোমার প্রিয় নাই। ‘আমি  
জ্ঞানীর অতিপ্রিয় এবং সে আমার অতিপ্রিয়’—গী ৭।১২  
তোমার উক্তি হইতে জানা যায়, তথাপি ‘আমি তোমার  
ভৃত্য, তুমি আমার ঈশ’—এই দাসপ্রভুভেদে দেবমান-  
জনগণের যে অনন্তা-ভক্তিদ্বারা অমুদ্বিগ্ধি, হে ভক্তবৎসল,  
তুমিই সেই ভক্তিই দানে আমাদিগকে অমুগ্রহ কর।  
যেমন আপনি বলিয়াছেন—‘হে উদ্ধব তুমি আমার যেরূপ  
প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্যণ, শ্রী অথবা নিজস্বরূপ তাদৃশ  
প্রিয়তম নহে।’—ভাঃ ১১।১৪।২৫

দাস্ত হইতে সখ্য, সখ্য হইতে বাৎসল্য এবং  
বাৎসল্য হইতে মধুরে ভগবানের মাধুর্য্যানুভূতির আধিক্য  
বিদ্যমান।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন হইয়া ভক্তপ্রেমাদীন—

এবং সন্দর্শিতা হুঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্তা।

স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যত্তেদং সেধ্বরং বশে ॥

ভাঃ ১০।৯।১৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, মহেশ্বরের সহিত  
এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ  
এইরূপে নিজের ভক্তের বশতা প্রদর্শন করিলেন।

“ভগবানের পরমপারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও প্রেমবশ্তা  
নিবন্ধন এই দামবন্ধন পরমচমৎকারিতাহেতু ভূষণই,  
দূষণ নহে। এই প্রকার হরি নিজে আত্মারাম হইয়াও  
ক্ষুধার্ত্ত। পূর্বকাম হইয়াও অতৃপ্ত। শুদ্ধসত্ত্বরূপ হইয়াও  
ক্রুদ্ধ। স্বারাজ্যলক্ষ্মীমান হইয়াও চৌধ্যবৃত্তি। মহাকাল-

যমাদির ভয়দাতা হইয়াও (তাড়ন---ভাঃ ১০।৮।৩ ও বন্ধন—১০।৯।২) ভয়ে পলায়ন। মনোবেগের অগ্রগামী হইয়াও মাতৃকর্তৃক বলে গৃহীত। আনন্দময় হইয়াও দুঃখে রোদন এবং সর্বব্যাপক হইয়াও বন্ধনদ্বারা নিজেদ স্বাভাবিক ভক্তবশ্যতাই সম্যকভাবে দর্শন করাইয়াছেন।

যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা কোথায়? উত্তর—চিহ্নস্তিসারভূত প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাতিশয়ের জন্তই তাঁহার ভক্তবশ্যত নিষ্পাদন করেন।—শ্রীবিংশনাথ।

ভগবানে ভাব বা রতি গাঢ় হইলে তাহাকেই প্রেম বলে। রতিতে মমতা ছিল, কিন্তু মমতা অনন্তভাবে লাভ করে নাই। শুদ্ধা রতি ভগবানকেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, যাহাতে ভগবান্ ব্যতীত অন্তবিষয় নাই বলিয়া নিশ্চয় হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধরূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে—

অনন্তমমতা বিক্ষো মমতাপ্রেমসঙ্গত।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

পঞ্চরাত্র

বিষ্ণুতে অনন্ত মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই, এইরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি বলিয়া উক্তি করেন।

“কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে ‘প্রেম’ অভিধান।”

চৈঃ চঃ মঃ ২৩ পঃ ৥৩৩॥

মল্লিঙ্গমন্তুক্তজন-দর্শনস্পর্শনার্চনম্।

পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্ ॥

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্বাব।

সর্বলোভোপহরণং দাস্তেনান্নিবেদনম্ ॥

মজ্জম্মকর্ম্মকথনং মম পার্শ্বানুমোদনম্।

গীতগোবিন্দাদিত্রৈগোষ্ঠীভিমদগৃহোৎসবঃ ॥

যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ববার্ষিকপর্বম্।

বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥

মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোত্তমঃ।

উজ্জানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥

সম্মার্জ্জনোপলোপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ।

গৃহশুশ্রূষাং মহাং দাসবদ্যদমায়ায়া ॥

অমানিষ্মদস্তিত্বং কৃতস্তাপরিকীর্তনম্।

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুক্ত্যাম্বেদিতম্ ॥

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মান্বনঃ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহাং তদানন্তায় কল্পতে ॥৩৪-৪১॥

অন্বয়। (সাধুলক্ষণযুক্তং ভক্তেলক্ষণমাহ) (হে) উদ্ধব! মল্লিঙ্গমন্তুক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্ (মম লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি তেবাং তথা মন্তুক্তজনানাং চ দর্শনং স্পর্শ-নার্চনম্) পরিচর্যাস্তুতি প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনং (তেবাং পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বঃ প্রণামো গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চানুকীর্তনমুল্লক্ষণং কীর্তনঞ্চ) মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানং (অল্লক্ষণং মম ধ্যানং) সর্বলোভোপহরণং (সর্বশ্রু লব্ধশ্রু সমর্পণং) দাস্তেন আত্মনিবেদনং (আত্মসমর্পণং) মজ্জম্ম-কর্ম্মকথনং (মদীয়জন্মচরিতকীর্তনং) মম পার্শ্বানুমোদনং (পার্শ্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তদনুমোদনং) গীতবাদিত্রৈগোষ্ঠীভিঃ (গীতেন বাদিহেণ বাঞ্ছেন তাণ্ডবেন নৃতোনে গোষ্ঠীয়া সংকথয়া চ) মদগৃহোৎসবঃ (মদগৃহাধিকরণক-উৎসবঃ) সর্ববার্ষিকপর্বম্ (চাত্র্যম্ভৈকাদশ্যাদিষু বিশেষতঃ যাত্রা উৎসবঃ) বলিবিধানং (পুষ্পোপহারাদিসমর্পণং) চ বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা (বেদোক্তা পঞ্চরাত্রাভ্যুক্তা চ মন্ত্রগ্রহণেন সংস্কারবিশেষঃ) মদীয় ব্রতধারণং (একা-দশ্যাদীনাং পালনং) মম অর্চাস্থাপনে (বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায়াং) শ্রদ্ধা উজ্জানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি (উজ্জানং পুষ্প-প্রধানং, উপবনং ফলপ্রধানং, আক্রীড়ম্ ক্রীড়াস্থানং পুং চক্রবেষ্টনং মন্দিরঞ্চ তেবাং কর্ম্মণি রচনে) স্বতঃ (স্বয়মেব)



সংস্কৃত্য চ (সমুদ্র চ) উত্তমঃ (চেষ্টা) অমায়য়া (অকপট-  
ভাবেন) দাসবৎ (সেবকবৎ) সম্মার্জনোপলিপাত্যাং  
(সম্মার্জনং রজসোহপাকরণমুপলিপো গোময়াদিভিরালে-  
পনং তাভ্যাং) সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ (সেকন্তৈস্তরেব প্রোক্ষণং  
মণ্ডলবর্তনং সর্বতোভদ্রাদিকরণং তৈশ্চ) মহং (মম)  
যৎ গৃহশুশ্রূষণং (গৃহস্য শুশ্রূষণং) অমানিস্ত্বং (মান-  
শূন্যত্বম্) অদন্তিত্বং (দন্তরাহিত্যং) কৃতশ্চ (আচরিতশ্চ)  
অপরিকীৰ্ত্তনং (প্রতিষ্ঠাকামনয়া কীর্ত্তনরাহিত্যম্) অপি  
(কিঞ্চ) নিবেদিতম্ (অন্যৈঃ নিবেদিতং) বস্ত মে (মহং)  
ন উপযুক্ত্যাং (ন নিবেদয়েৎ) দীপাবলোকং (দীপশা-  
বলোকং আলোকং নোপযুক্ত্যাং অশ্বিনালোকে অশ্বং  
কার্য্যং ন কুৰ্য্যাং) লোকে (জগতি) যৎ যৎ (বস্ত)  
ইষ্টতমম্ (অভীষ্টং তথা) যৎ চ (বস্ত) আত্মনঃ অতিপ্রিয়ং  
(ভবতি) তৎ তৎ (বস্ত) মহং নিবেদয়েৎ (সমর্পয়েৎ  
তেন) তৎ (দানম্) আনন্ত্যায় (অক্ষয়স্বায়) কল্পতে  
(ভবতি) ॥ ৩৪-৪১ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! আমার প্রতিমাদি ও  
আমার ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, পরিচর্যা, স্তুতি,  
প্রণাম, গুণকর্ণাদি কীর্ত্তন, সংকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা,  
নিরন্তর মদীয় ধ্যান, লব্ধসকলপদার্থ আমাকে সমর্পণ,  
দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন, মদীয় জন্মচরিতকীর্ত্তন,  
জন্মষ্টমাদি মদীয় পর্বসমূহের অমুমোদন, গীত-বাণ-  
নৃত্যাদি দ্বারা সগোষ্ঠী মদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্বপ্রকার  
বার্ষিক পর্বদিনে উৎসব, উপহারাদি সমর্পণ, বৈদিকী ও  
তান্ত্রিকী দীক্ষা সংস্কার, মদীয় ব্রতপালন, আমার মূর্ত্তি  
প্রতিষ্ঠার্থ অমুরাগ, আমার উদ্দেশ্যে পুষ্পদান, ফলদান,  
বিহারক্ষেত্র, পুর-মন্দির প্রভৃতি নিজে কিংবা অন্যের  
সাহায্যে নিৰ্ম্মাণের চেষ্টা এবং নিরুপটভাবের ভূত্যের দ্বারা  
সম্মার্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডল-রচনা দ্বারা মদীয়  
মন্দিরের সেবা করিবে। মান ও দস্ত পরিত্যাগ করিবে।  
কখনও নিজের আচরিত ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিবে না।  
অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্ত আমাকে নিবেদন করিবে  
না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোক দ্বারা

অথ কার্য্য করিবে না। লোকে যে সকল বস্ত অভীষ্ট  
মনে করে এবং যে যে বস্ত নিজের অতীব প্রিয়তম, সেই  
সেই বস্ত আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে; তাহা হইলে  
উক্ত দান অক্ষয়ত্ব লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৪-৪১ ॥

বিশ্বনাথ। যদুভ্যং ভক্তিস্বয়ি কীদৃশ্যপযুক্তেতি  
তত্রাহ—মল্লিসমদন্তজজনেতাত্র বধীলুগার্ষঃ উত্তরাক্ষৈহপা-  
য়াং। প্রোষেতি প্রোষত্বং নমস্কারঃ। সর্বলোভোপহরণং  
ভগবতৈব স্বসেবার্থং স্বয়মানীতমিতি বুদ্ধ্যা সর্বস্য লব্ধ-  
বস্তনো মমতাস্পদশ্চ তস্মৈ সমর্পণং। দাস্যেন হেতুনা  
আত্মনো জীবস্যা দেহন্তু চাহস্তাস্পদশ্চাপি সমর্পণম্।

জন্মকর্ম্মকথনমিতি। অমুকীর্ত্তনকথনয়ো রাগস্বর-  
তালাদিব্যক্তস্বাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ। পর্ক্যাণি জন্মষ্টমাদীনি  
তেষামমুমোদনমেবাহ, স্বাভ্যাং গীতাদিভিঃ। মদগৃহাধি-  
করণক উৎসবঃ।

সর্বেষু বার্ষিকেষু বৎসরসংক্রমেষু পর্বস্ব ফাল্গুনপূর্ণি-  
মাদিষু বা দোলাদিযাত্রাস্তাস্ব বহিবিধানং বিবিধবস্ত্রা-  
লঙ্কারমিষ্টানস্রকন্দনপুষ্পাদি পূজোপহারকরণং ব্রতাত্তে-  
কাদশাদীনি। অর্চ্চা প্রতিমা উত্তানাংদিকরণে সামর্থ্যে  
সতি স্বত এব অসতি অর্চ্চাঃ সমুপাধ্যায়ঃ। অর্চ্চীড়ং  
ক্রীড়াস্থানং পুরং চক্রবেষ্টনম্। সংমার্জনং তৃণধূল্যাদাপ-  
সারণং প্রথমং। গোময়মৃজ্জলৈরুপলিপো দ্বিতীয়ঃ।  
স্থলে শুষ্কে সতি সেকঃ পুষ্পোদকৈস্তৃতীয়ঃ। মণ্ডলবর্তনং  
সর্বতোভদ্রাদিনির্ম্মাণং চতুর্থং। তৈমহং মম গৃহস্থ শুশ্রূষণং  
সেবা দাসবৎ লৌকিকেন রাজকীয়দাসেন রাষ্ট্রো গৃহস্থ  
যথা যদাশ্রয়ং তদপি তথৈতার্থঃ। অমায়য়া বলবিন্ত-  
শাঠ্যরাহিতোহন। অমানিস্ত্বমনস্কারঃ 'অদন্তিত্বং লোকে  
মিথ্যা স্বভক্তিত্যাগনরাহিত্যং মে মহং নিবেদিতং দীপা-  
বলোকমপি নোপযুক্ত্যাং। মহং দন্তশ্রাদ্দেদীপস্য চ  
স্বব্যবহারমাত্রো উপযোগো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কৈ-  
পরমার্থসিদ্ধার্থং বৈষ্ণবেভ্যো দস্তা স্বয়মুপযুক্তীতৈবত্যর্থঃ  
“যদুভিমাসোপবাসৈশ্চ যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণু-  
নৈবেদ্যসিক্তেন পুণ্যং তদুজ্জ্বলং কলৌ। হৃদি রূপ-  
মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাণ্যং

মস্তকে যন্তু সোহচ্যুতঃ” ইত্যাদি বচনেভাঃ। লোকে শাস্ত্রে চ যদিষ্টতমং তন্মহং নিবেদয়েৎ তেন দর্ভমঞ্জর্যাণীনি শাস্ত্র-বিহিতান্তপি লোকে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ তথা মন্তাদীনি সঙ্কষণপ্রিয়াণ্যপি শাস্ত্রে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ নিবেদয়েদিতি ভাবঃ। তত্রাপি যচ্চ আত্মনঃ স্বস্ত্যতিপ্রিয়ং তত্বু বিশেষতঃ নিবেদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪-৪১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যাহা বলা হইয়াছে যে আপনাতে উপযুক্ত ভক্তি কীদৃশী (ভাঃ ১১।১১।২৬)—সে-বিষয়ে বলিতেছেন। ‘মল্লিক-মস্তকজন’—এহলে সঙ্গীর লোপ-সাধন ব্যাকরণ বিকল্প (অর্থ), যে-হেতু পরবর্তী অর্দ্ধাংশেও অম্বয় রহিয়াছে। প্রহর অর্থাৎ প্রহরক নমস্কার। সর্কালোভোপহরণ অর্থাৎ ভগবান্ নিজসেবাজন্তু স্বয়ং আনিয়াছেন, এই বুদ্ধিতে সমস্ত মমতাস্পদ লব্ধবস্তুর তাঁহাকে সমর্পণ। দাত্তহেতু আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আত্মা অর্থাৎ জীব ও আমি বুদ্ধির আত্মদেহেরও সমর্পণ।

**জন্মকর্মকথন—অনুকীর্তন ও কথন মধ্যে রাগস্বর-তালাদিযুক্ত ও তদ্রহিত এই ভেদ জানিতে হইবে।** পর্ক অর্থাৎ জন্মার্থী প্রভৃতি, তাহাদের অনুমোদনই ‘গীত’ প্রভৃতি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। মদগৃহোৎসব অর্থাৎ আমার গৃহে (মন্দিরাদিতে) উৎসব।

সর্কবার্ষিক পর্ক অর্থাৎ সমস্ত বৎসর-সম্বন্ধীয় পর্ক-গুলিতে অর্থাৎ ফাস্তনপূর্ণিমা দিতে যে দোলযাত্রা প্রভৃতি, সে সকলে বলিবিধান অর্থাৎ বিবিধবজ্রালঙ্কারমিষ্টান্ন-স্নক চন্দন-পুষ্পাদি পূজোপহারকরণ। ব্রতসমূহ অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি। অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমা, উদ্ভানাদি করিতে সামর্থ্য থাকিলে নিজেই, আর না থাকিলে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া উত্তম। আকীড় অর্থাৎ ক্রীড়াস্থান, পুর অর্থাৎ চক্রবেষ্টন। সম্মার্জ্জন অর্থাৎ তৃণধূলি প্রভৃতির অপসারণ। প্রথমে গোময়, মৃত্তিকা, জলদ্বারা উপলেপ, দ্বিতীয়তঃ স্থল দ্রব্য হইলে পুষ্পাদক প্রভৃতির সেচন, তৃতীয়তঃ মণ্ডল-বস্ত্রন অর্থাৎ সর্কতঃ ভদ্রাদি-নিম্মাণ, চতুর্থতঃ সেই সমস্ত দ্বারা আমার গৃহের শুশ্রূষণ অর্থাৎ সেবা, দাসবৎ অর্থাৎ লৌকিক রাজকীয় দাস, রাজার গৃহের যেমন সেবা ও

অন্য কিছু করে সেইরূপ। আমায় অর্থাৎ বলবিত-শাঠ্যরহিত হইয়া। অমানিত্ব অর্থাৎ অনহঙ্কার, অদস্তিত্ব অর্থাৎ লোকের নিকট মিথ্যা নিজের ভক্তি-খ্যাপন না করা, আমাতে নিবেদিত দীপাবলোক পর্য্যন্ত উপযোগ (অর্থাৎ স্বীয়ভোগার্থে নিয়োগ) করিবে না। আমাকে প্রদত্ত অন্নাদিও দীপকে স্বব্যবহারমাত্র উপযোগ করিবে না। কিন্তু পরমার্থসিদ্ধির জন্তু বৈষ্ণবদিগকে দিয়া তবে নিজে উপভোগ করিবে—ইহাই অর্থ। ‘ছয়মাস কাল উপবাসের যে ফল পরিকীর্তিত আছে, কলিকালে বিষ্ণুনৈবেদ্যসেবনে সেই পুণ্য হইবে। যাহার হৃদয়ে হরির রূপ, মুখে নাম, উদরে নৈবেদ্য ও মস্তকে পাদোদক নিম্মাণ্য তিনি অচ্যুত (ক্ষয়শূন্য)’—ইত্যাদি বচন অনুসারে। ‘লোকে ও শাস্ত্রে যাহা ইষ্টতম, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে’—সেই অনুসারে কুশমঞ্জরী প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত হইলেও লোকে ইষ্টতম নয় বলিয়া, আর সঙ্কষণপ্রিয় হইলেও মন্তাদি শাস্ত্রে ইষ্টতম নয় বলিয়া ঐ সকল নিবেদন করিবে না। তাহার মধ্যে আবার যাহা নিজের অতি-প্রিয় তাহাই বিশেষভাবে নিবেদন করিবে ॥ ৩৪-৪১ ॥

**অনুদর্শিনী।** লিঙ্গ-প্রতিমা।

সর্কলোভোপহরণ—আমি কর্তা, চেষ্টা করিয়া বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি, ইহা আমারই বস্ত্র। আমিই ভগবান্কে নিবেদন করিব—এরূপ বুদ্ধি সেবাবিরোধিনী। রূপাময় প্রভু, মাদৃশ অধমের প্রতি রূপাপ্রেরণাদানে তাঁহার সেবা-সম্ভার তিনিই সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব প্রভুভূত্যা আমি প্রভুদত্ত-দ্রব্যে প্রভুসেবা করিয়া ধন্য হইব—তিনি রূপায় গ্রহণ করিবেন কি?—এই বিচার। কেন না, সর্কতত্ত্বস্বতন্ত্র ভগবানের সেবায় পরতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অভিমানের অবসর কোথায়?

‘আত্মসমর্পণ’—বা আত্মনিবেদন, নববিধা ভক্তির অন্ততম অঙ্গ। আত্মসমর্পণ কার্যে অর্পণকারীর নিজ-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টার অভাব, স্বীয় সাধ্য ও সাধন উভয়ই ভগবানে অর্পণ এবং একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে যাবতীয় চেষ্টাপরতা এই তিনটি ভাবযুক্ত। ভগবানে কেবল

আত্মসমর্পণে বলিরাজ, ভাবমিশ্র-দাম্ভসহ আত্ম-নিবেদনে মহারাজ অদ্বীষ এবং প্রেমসীভাবে আত্ম-নিবেদনে শ্রীকৃষ্ণিণী দেবীই উদাহরণ।

আত্মসমর্পণ অর্থে কেহ কেহ দেহকে অর্পণ এবং কেহ কেহ জীবাত্মার অর্পণকেও অর্পণ বলিয়া মনে করেন।

দেহাৰ্পণ—

চিন্তাং কুর্য্যান রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্ত যথা পশোঃ।

তথাৰ্পয়ন্ হরৌ দেহং রিরমেদস্ত রক্ষণাৎ ॥

ভক্তিবিবেক।

যে রূপ বিক্রীত পশুর রক্ষার জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভগবানে দেহ অর্পণ করিয়া উহার রক্ষণ-চিন্তা হইতে বিরত হওয়া কর্তব্য।

গরু বিক্রীত হইবার পর বিক্রীত গরুর জীবনরক্ষার্থ বিক্রেতার যে রূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, ক্রেতাই তাহার বাবতীয় মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকে এবং সেই গরুটীও যে রূপ ক্রেতার কর্মসাধন করে, বিক্রেতার কার্য্য করে না—আত্মসমর্পণ কার্য্যটীও তদ্রূপ।

জীবাত্মার অর্পণ—

বপুর্বাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহস্মানি যথা

তথাবিধঃ।

তদয়ং তব পাদপদ্ময়োঃ সম্ভবৈব ময়া সমর্পিতঃ ॥

শ্রীযামুনাচাৰ্য্যাকৃত-স্তোত্ররত্নে।

অর্থাৎ এই শরীরাদির অভ্যন্তরে যে-কোন স্বরূপে যে কেহ হইয়া আমি অবস্থান করি না কেন, আমি আমার সেই স্বরূপভূত আত্মাকেও অজ্ঞ আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

উচ্ছানাদি নিশ্চারণ—

মৎকর্ম্মক্লমৎপরমো মত্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্কৈরঃ সর্কভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥গীঃ ১১।৫৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পাণ্ডব! যিনি আমারই জন্য কর্ম্ম করেন, মৎপরায়ণ, মত্তক্ত, সর্কসঙ্গ-বর্জিত ও সর্কভূতে দেনহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

মৎকর্ম্মক্লমৎ—‘মৎসম্বন্ধিনী মন্মাদিরনিশ্চারণ-তদ্বিমার্জন-মৎপুষ্পবাটী-তুলসীকাননসংস্কারতৎসেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতি।’—শ্রীবলদেব।

‘দাসবৎ সেবা’—রাজকীয় দাসের উদাহরণে দোষ-বিচারে দেখা যায় যে—রাজভৃত্য সর্কদা রাজগৃহে অবস্থান করিয়াও স্ব-গৃহস্থিত পুত্রকন্যাদিমনা এবং নিজ গৃহাদিরই উন্নতির জন্ত রাজার সেবা করে। গুণ বিচারে দেখা যায় যে—সে রাজগৃহকে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্যবুদ্ধিতে নিজের আশ্রয় স্থান দর্শন করে। অতএব ভগবানের ভৃত্য, রাজকীয় দাসের চরিত্রের দোষগুলি শূন্য হইয়া গুণগণের স্বরণে নিজ প্রভুর সেবা করিবেন।

ব্রতসমূহ—অর্থাৎ বিশেষতঃ চাতুর্দশ্য-একাদশ্যাদি।

‘অমায়ায় সেবা’—শ্রীভগবানের যে সেবায় যতটুকু বল ও যে পরিমাণ অর্থ নিয়োগ আবশ্যিক, সেই সেবায় তৎপরিমাণ বল ও অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে। বল ও অর্থ থাক। সত্ত্বেও যদি উহা সেবাকার্য্যে প্রয়োজনমত নিযুক্ত না করা হয়, তবে উহাকে শাঠ্য বা শঠতা বলে।

নৈবেদ্য ও পাচ্ছান্দাদো—

নৈবেদ্যময়ং তুলসীবিমিশ্রং

বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।

যোহপ্নোতি নিত্যং পরতো মুরারেঃ

প্রাপ্নোতি যজ্ঞাবৃত্তকোটিপুণ্যম্ ॥

ন দানং ন হবির্ঘোষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্কনম্।

তেহপি পাদোদকং পীত্বা প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ পাদ্মে

যে ব্যক্তি মুরারীর সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া চরণোদকে বিশেষরূপে সিক্ত তুলসীদল সমন্বিত নৈবেদ্যের নিত্য ভোজন করেন, তিনি দশ সহস্র কোটি যজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হন।

যাহাদিগের দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যায়ন ও দেবার্চনা প্রভৃতি সংকল্পের অনুষ্ঠান নাই, তাহারাতো বিষ্ণু-পাদোদক পান করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন।

ভক্তে কৃষ্ণনিবেদিতান প্রদান—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় ‘মহাপ্রসাদ’ নাম।  
‘ভক্তশেষ’ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥  
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।  
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল ॥  
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।  
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥  
তাতে বার বার কহি—শুন ভক্তগণ।  
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥  
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।  
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালীদাস ॥

চৈঃ চঃ অঃ ১৬শঃ পঃ

দর্ভমঞ্জর্যাতি—দুর্কা, শ্রামাক, কুশ, কাশ, বনজ ও  
মৌজ—ষড়বিধ তৃণ।

দীক্ষা - দিব্য জ্ঞান যতো দত্তাৎ কুর্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্।

তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

হরিভক্তিবিলাস ২য় বিঃ ধৃত বিষ্ণুসামল-বাক্য।

যে অনুষ্ঠান দিব্য (সম্বন্ধ)-জ্ঞান প্রদান করে এবং  
পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞা) সমূলে বিনাশ  
করিয়া থাকে, ভগবৎতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে ‘দীক্ষা’  
নামে অভিহিত করেন।

দীক্ষা দ্বিবিধা - বৈদিকী ও বেদান্তগা। যোগ্যজ্ঞানে  
সংস্কৃত হিজের দীক্ষা বৈদিকী। কিন্তু ‘অঙ্কুরাঃ শূদ্রকল্পা  
হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেবামাগমমার্গেণ শুদ্ধিন-  
শ্রোতবন্তান ॥’—অর্থাৎ কলিকালে ব্রাহ্মণগণের যোগ্যতার  
অভাবনিবন্ধন আগমমার্গ দ্বারাই অর্থাৎ পাক্ষরাত্মিক  
বিধানই তাঁহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে এই ব্রহ্মসামল  
বাক্যে কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই।

বেদান্তগা দীক্ষা দুইপ্রকার—পৌরাণিকী ও পাক্ষ-  
রাত্মিকী। অযোগ্য ব্যক্তিকে অধিকারী জ্ঞানে পৌরাণিকী  
দীক্ষা এবং অনধিকারী বিচারে ভাবি-যোগ্যতা লাভের  
উদ্দেশ্যে পাক্ষরাত্মিকী দীক্ষা প্রদত্ত হয়।

এই পাক্ষরাত্মিকী দীক্ষাই কলিকালে মহাজনানু-  
মোদিত। ইহাতে জীবমাত্রেয়ই অধিকার আছে।

অনধিকারী ব্যক্তি এই পাক্ষরাত্মিকী দীক্ষা দ্বারাই কলি-  
কালে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুভক্তনের যোগ্যতা লাভ  
করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—‘যথা কাক্ষনতাং  
যাতি কাংশ্চং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং  
জায়তে নৃণাম্ ॥’—তত্ত্বসাগর-বচন। অর্থাৎ যেরূপ  
কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ  
করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নর মাত্রেয়ই  
বিপ্রতা সাধিত হয়। শ্রীলসনাতনগোস্বামিপাদ এই  
শ্লোকের টীকায় বলেন—নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং  
‘বিপ্রতা’। অর্থাৎ দীক্ষিত সকলেরই ব্রাহ্মণতা।

দীক্ষানিধি—‘স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতান্বেব হি  
মন্ততঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥’  
নাঃ পঃ—ভরদ্বাজ-সংহিতা। অর্থাৎ আচার্য্যগুরু স্বয়ং  
পাক্ষরাত্মিক মন্ত প্রদান করায় সেই মন্তপ্রভাবে শিষ্যের  
পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশ  
সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী  
করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন।

এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ—‘এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি নূন-  
জাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি  
সংস্কৃতঃ ॥ ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।  
কারণানি দ্বিজত্বস্ত বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥ সর্বোহয়ং  
ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্ত  
শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥’—মহাভারত অনুশাসন পঃ  
১৪৩।৪৬, ৫০, ৫১। অর্থাৎ হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও  
এই সকল কর্মফলদ্বারা আগম সম্পন্ন অর্থাৎ পাক্ষরাত্মিক  
বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন।  
জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি (বংশ বা সন্তান)  
কোনটাই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ।  
বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিযুক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও  
ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিদ্ধ গ্রন্থের পূর্ব-বিঃ উদ্ধৃত ‘স্বাদোহপি  
সন্তঃ সর্বনাম কল্পতে’—ভাঃ ৩।৩৩।৬ শ্লোকের ভূর্গমসঙ্গমনী  
টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন—‘ব্রাহ্মণকুমারাণাং

শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্ঞাতিত্বাভাবেহপি সনযোগ্যায় পুণ্য-  
বিশেষময়-সাবিত্র-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ । তচ্চ অদীক্ষিতস্ত  
ঋদস্ত সনযোগ্যপ্রতিকূলদুর্জ্ঞাত্যরন্তকং প্রারন্ধমপি  
গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাবাৎ অদীক্ষিতস্ত ঋদস্ত দীক্ষাং  
বিনা সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সন-  
যোগ্যত্বাভাবচ্ছেদকপুণবিশেষময়-সাবিত্রজন্মসাপেক্ষাবদস্ত  
অদীক্ষিতস্ত ঋদস্ত সাবিত্রা-জন্মাস্তর্যাপেক্ষা বর্তত ইতি  
ভাবঃ ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্রেজন্মে দুর্জ্ঞাতিত্বের  
অভাব থাকিলেও যেরূপ সনন-যজ্ঞে যোগ্যতা অর্জন  
করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে  
অর্থাৎ শৌক্রে-ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও উপনয়ন না হওয়া  
পর্যন্ত দ্বিজ যেমন সনন-যজ্ঞে অধিকার প্রাপ্ত হয় না,  
তদ্রূপ চণ্ডালকুলোদ্ধৃত অদীক্ষিত ব্যক্তির ( নামোচ্চারণ )  
মাত্রে ) সনন-যজ্ঞে যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রতিকূল দুর্জ্ঞাতি-  
ত্বাদির মূল প্রারন্ধ-পাপ বিদূরিত হইলেও তাহার দীক্ষা  
ব্যতীত সাবিত্র-জন্ম লাভ হয় না, যেহেতু অদীক্ষিত  
ব্যক্তির সাবিত্র-সংস্কার-গ্রহণ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ । ব্রাহ্মণ-  
কুলোদ্ধৃত ব্যক্তির যেমন সননযোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ  
পুণ্যময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডাল-  
কুলোদ্ধৃত অদীক্ষিত ব্যক্তির ( নামকীর্তনমাত্র ) ব্রাহ্মণতা  
বা সনন-যোগ্যতা লাভ হইলেও সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা  
আছে ।

‘গায়ত্রীং গাতয়ন্তুঋদধিগত্য সরোজজঃ । সংস্কৃতশ্চাদি-  
গুরুণা দ্বিজতামগমন্ততঃ ॥’—ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৭ । অর্থাৎ  
পদ্মযোনি সেই গীতনিঃসৃত গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদি-  
গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করতঃ দ্বিজত্ব  
প্রাপ্ত হইলেন ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ বলেন—( তদেবং  
দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তন্ত ঋবস্তেব দ্বিজত্ব সংস্কারসুদা-  
বাসিতত্বাৎ তন্মন্ত্রাধিদেবাজাতঃ ।’ অর্থাৎ অতঃপর  
ঋবের স্তায় দীক্ষার পরেই ( ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’  
ভাঃ ৪।৮।৫৪ ) ব্রহ্মার দ্বিজত্ব সংস্কার অব্যাহত হওয়ায়

সেই সেই দীক্ষামস্তের অধিদেবতা হইতে উঠা ( ঐ  
সংস্কার ) উৎপন্ন হইল ।

এই শ্লোকের প্রকাশিনী টীকায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ  
ঠাকুর বলেন—‘জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে  
স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা  
অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ উৎকৃষ্ট ;  
কেননা, চিহ্নবশে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-  
জন্মলাভ হয়, তদ্বারাই চিহ্নগৎপ্রাপ্তিরূপ জীবের চরম-  
মহিমা ॥৩৪-৪১॥

সূর্যোহগ্নিঃ ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।

ভূরাশ্বা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ৪২ ॥

অন্বয় । ( ইদানীমেকাদশপূজাধিষ্ঠানাত্মাহ ) ( হে )  
ভদ্রঃ ( হে সাধো ! ) সূর্য্যঃ অগ্নিঃ ব্রাহ্মণাঃ গাবঃ বৈষ্ণবঃ  
খং মরুৎ জলং ভূঃ আশ্বাঃ সর্বভূতানি মে ( মম ) পূজা-  
পদানি ( পূজাধিষ্ঠানানি ভবন্তি ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো,  
বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, জীব এবং ভূতসমূহকে  
আমার পূজার অধিষ্ঠান জানিবে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ । স্বাং কৃত্ত পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামেকাদশ-  
পূজাধিষ্ঠানাত্মাহ,—সূর্য্য ইতি ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । আপনাকে কোথায় পূজা করিতে  
হইবে—এই অপেক্ষায় একাদশটা পূজার অধিষ্ঠান  
বলিতেছেন ॥ ৪২ ॥

অনুদর্শিনী । শ্রীভগবান্ কথিত-শ্লোকে একাদশটা  
পূজাধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন । অতঃপর ছয়টা অধিষ্ঠানের  
কথা বলিয়াছেন—

অর্চায়াং স্থণ্ডিলেহম্বো বা সূর্যো বাপসু হৃদি দ্বিজঃ ।  
দ্রব্যেণ ভক্তিবৃন্তোহর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥

ভাঃ ১।১২।৭।৮

অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য ।

শ্রীকৃষ্ণপও ছয়টা অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন—

নিবন্তিতাশ্চানিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ ।

অর্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্যো জলে বহৌ গুরাবপি ॥

ভাঃ ৮।১৬।২৮ ।

অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম সমাপ্ত করিয়া একাগ্র-  
চিত্তে ভগবানের অর্চামূর্তিতে, স্থণ্ডলে, সূর্য্যে, জলে,  
অগ্নিতে অথবা গুরুতে ভগবানের অর্চনা করিবে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির অর্চনায় পাঁচটা অধিষ্ঠান পাওয়া  
যায়—

“অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাভ্যস্বর্চয়ন্ সদ্ধ্যায়োহীরিম্” ॥ ভাঃ ১২।৮।৯

অর্থাৎ তিনি প্রাতঃ ও সায়াংকালে অগ্নি, সূর্য্য, গুরু,  
বিপ্র ও আত্মমধ্যে শ্রীহরির অর্চন করিতেন।

সূর্য্যমণ্ডল ভগবৎপূজাধিষ্ঠান—

“মণ্ডলং দেবযজ্ঞনম্” ভাঃ ১২।১১।১৭

“ভগবদ্বিগ্রহ সূর্য্যেরই যে মণ্ডল, তাহাই দেবপূজাভূমি”

—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীভগবান্ শ্রীহরিরই সূর্য্যের আত্মা বা অন্তর্ধামী—  
“ভগবন্তং ত্রয়ীময়ং সূর্য্যাত্মনং যজন্তে।” ভাঃ ৫।২০।৩  
শ্রীগুরুদেব কহিলেন—ত্রয়ীময় সূর্য্যের অভ্যন্তরে  
অবস্থিত অতএব সূর্য্যের আত্মস্বরূপ ভগবান্কে ভজন  
করেন।

“ক্রহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ”।

ভাঃ ১২।১১।২৮

শ্রীশৌনক বলিলেন—সূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির ব্যূহ শ্রদ্ধাশীল  
আমাদের নিকট বর্ণন করুন।

“সূর্য্যের আত্মা অন্তর্ধামী হরি, তাঁহারই ব্যূহ”

—শ্রীজীব ॥ ৪২ ॥

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয়া হবিষাগ্নৌ যজ্ঞেত মাম্।

আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষঙ্গ যবসাদিনা॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্যা হৃদি থে ধ্যাননিষ্ঠয়া।

বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ ॥

স্থণ্ডলে মন্ত্রহৃদরৈর্ভোগৈরাগ্ন্যানমায়নি।

ক্ষেত্রজং সর্বভূতেষু সমশ্বেন যজ্ঞেত মাম্ ॥৪৩-৪৫

অন্নয়। (অধিষ্ঠানভেদে পূজাসাধনাত্মাহ) অঙ্গ !  
(হে উদ্ধব!) সূর্য্যে তু ত্রয়া বিদ্যয়া (স্বত্বৈকরূপস্থা-

নাদিনা) মাং যজ্ঞেত (পূজয়েৎ) অগ্নৌ হবিষা (হব্যেণ  
যুতেণ) বিপ্রাগ্র্যে (বিপ্রবরে) আতিথ্যেন তু গোষু  
যবসাদিনা (তৃণাদিনা) বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্যা (বন্ধুবৎ  
সংমাননে) হৃদি থে (হৃদয়াকাশে) ধ্যাননিষ্ঠয়া বায়ৌ  
মুখ্যধিয়া (প্রাণদৃষ্ট্যা) তোয়ে (জলে) তোয়পুরঃ-  
সরৈঃ (জলপ্রভৃতিভিঃ) দ্রব্যৈঃ (তর্পণাদিনা) স্থণ্ডলে  
(ভূবি) মন্ত্রহৃদরৈঃ (রহস্তমন্ত্রজ্ঞানৈঃ) আত্মনি (স্বত্মিন্)  
ভোগৈঃ (অয়ং মমাগ্নাপি মৎপ্রভোরধিষ্ঠানমিতি বুদ্ব্যেব  
দন্তৈর্ভোগৈন তু লোভেন) সর্বভূতেষু সমশ্বেন (সমদর্শনে)  
ক্ষেত্রজম্ (অন্তর্ধামিস্বরূপম্) আত্মানং (পরমাত্মানং) মাং  
যজ্ঞেত (পূজয়েৎ) ॥ ৪৩-৪৫ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! বেদোক্ত সূক্তমন্ত্র ও  
উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্য মধ্যে, দ্ব্যতাহতি দ্বারা হতাশনে,  
আতিথ্য-সংকারে ব্রাহ্মণে, তৃণাদি-ভোজন-দানে গো-  
সমূহে, বন্ধুর ত্রায় সম্মানপূর্ব্বক বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা  
হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টিতে বায়ু মধ্যে, পুষ্পাদি সহ জল প্রভৃতি  
দ্রব্য দ্বারা জল মধ্যে, বীজমন্ত্র-জ্ঞান-দ্বারা ভূমিতে, শাস্ত্র-  
বিহিত ভোগদ্বারা জীব মধ্যে এবং সমদর্শন-দ্বারা সর্বভূত  
মধ্যে অন্তর্ধামিস্বরূপ আমার আরাধনা করিবে ॥৪৩-৪৫॥

বিশ্বনাথ। তত্র তত্রাধিষ্ঠিতং স্বেষ্টদেবং কেন  
প্রকারেণ পূজয়েদিত্যপেক্ষ্যামাহ,—সূর্য্য ইতি ত্রিভিঃ।  
ত্রয়া বিদ্যয়া স্বত্বৈকরূপস্থাননমস্কারাদিনা যবসাদিনা তৃণ-  
প্রদানকণ্ডুয়াদিভিঃ। বন্ধুসংকৃত্যা স্বীয়বন্ধাবিবাসক্তি-  
পূর্ব্বক-সম্মানেন। হৃদি থে স্বহৃদয়াকাশে ধ্যানেন মুখ্যধিয়া  
প্রাণোহয়ং মুখ্য ইতি বুদ্ব্যা তোয়ে দ্রব্যৈর্জলপুষ্পতুল্যজা-  
দিভিঃ। স্থণ্ডলে প্রলিপ্তসংস্কৃত্যায়ং ভূবি মন্ত্রহৃদরৈঃ  
রহস্তমন্ত্রজ্ঞানৈঃ আত্মনি দেহে আত্মানং জীবভোগৈরয়ং  
মমাগ্নাপি মৎপ্রভোরধিষ্ঠানমিতি বুদ্ব্যেব দন্তৈর্ভোগৈন তু  
লোভেন সর্বভূতেষু ক্ষেত্রজমন্তর্ধামিণং যজ্ঞেত ॥৪৩-৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। স্থানে স্থানে অধিষ্ঠিত নিজ ঈষ্ট-  
দেবকে কি প্রকারে পূজা করিতে হইবে, এই অপেক্ষায়  
বলিতেছেন—ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ স্বত্বমন্ত্রসমূহযোগে উপ-  
স্থান ও নমস্কারাদি দ্বারা। যবসাদি অর্থাৎ তৃণপ্রদান,

কণ্ঠ্যনাদিদ্বারা। বন্ধুসংকার অর্থাৎ নিজ বন্ধুর ন্যায় আসক্তিপূর্বক সম্মানের দ্বারা। ‘হৃদিং’ অর্থাৎ স্বহৃদয়া-কাশে ধ্যানদ্বারা। মুখ্যবী অর্থাৎ এই বায়ুই প্রাণ এই বুদ্ধি করিয়া। তোয়ে অর্থাৎ জলে, জল-পুষ্পতুলসী প্রভৃতি দ্বারা। হৃদিলে অর্থাৎ প্রলিপ্ত সংকত ভূমিতে মন্থহৃদয় অর্থাৎ রহস্তমহন্যাসদ্বারা। আত্মা অর্থাৎ দেহে আত্মা অর্থাৎ জীবকে ভোগদ্বারা অর্থাৎ আনার আত্মাও আমার প্রভুর অধিষ্ঠান এই বুদ্ধিতে দত্ত ভোগের দ্বারা, কিন্তু লোভবশে নয়। সর্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্ধামীকে যজ্ঞন করিবে ॥৪৩-৪৫॥

**অনুদর্শিনী।** স্বক্ৰমজ্ঞ—“চিত্রং দেবানাম্” হইতে আরম্ভ করিয়া ‘স্বর্ঘ্য আত্মা জগতন্তত্ববশ্চৈতি ও তচ্চক্ষু-দেবহিতম্’ ইত্যাদিদ্বারা।—শুরুষজুর্বেদসংহিতা।

‘ঈশ্বরে তদবীনেষু—প্রমো মৈত্রী’ ভাঃ ১১।২।৪৬

ঈশ্বরে প্রেম ও ভগবন্ততে মৈত্রী

বৈষ্ণবকে উপদেশক ও নিত্যবল্লজ্ঞানে মমতাবুদ্ধিতে সম্মান অর্থাৎ সেবা ও আদেশ-পালনের দ্বারা সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণবেরই হৃদয়ে ভগবানের বসতি এবং বৈষ্ণবসেবায় ভগবানের অধিক সন্তুষ্টি।

সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনং হৃদয়স্থং।

মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেজো ননাগপি ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৮

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সত্যত বিশ্রাম ॥

চৈঃ চঃ আ ১ প

“দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অহুগ্রহ করে ॥”

“কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।

সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস” ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২ অঃ

রহস্তমহন্যাস —

‘ওঁ হনয়্য নমঃ’, ‘শিরসে স্বাহা’, ‘শিখায়ৈ বদন্ত’, ‘কবচায় হুম্’।

দেহে পরমাশ্রয় অধিষ্ঠান—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি।” গী ১৮।১১

হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থিত।

সুতরাং আমার আত্মা আমার নিত্যসেবা প্রভুর অধিষ্ঠান জানিয়া প্রভুসেবার অহুকূল দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে এবং সেবার প্রতিকূল দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। প্রভুর অধিষ্ঠানই প্রভুসেবাস্থল।

উক্ত উক্তি অনুসারেই সর্বভূতে অন্তর্ধামী ভগবানকে যজ্ঞন করিতে হইবে।

‘জীবৈ সম্মান দিবে জানি’ কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।’ চৈ চ অঃ

॥৪৩ ৪৫॥

ধিক্ষোষিতোষু মজ্জপং শঙ্খচক্রগদাযুজৈঃ।

যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুন্ন। (সর্বাধিষ্ঠানেষু ধোয়মাহ) ইতি (অনেন প্রকারেণ) এষু (পূর্বোক্তেষু) ধিক্ষোষু (অধিষ্ঠানেষু) শঙ্খচক্রগদাযুজৈঃ যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং মজ্জপং ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) অর্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ।** এই প্রকারে পূর্বোক্ত অধিষ্ঠানে মদীয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, চতুর্ভুজ রূপ ধ্যান করিয়া সমাহিত চিত্তে অর্চনা করিবে ॥ ৪৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** ইত্যেযু ইত্যনেন প্রকারেণ এষু ধিক্ষোষু চতুর্ভুজমিতি প্রায়িকব্ধেনোক্তং বস্ত্তস্ত শ্রীরামাত্ম্যপাসকা অপি স্ব স্ব মন্ত্রধোয়ং স্বরূপমেব ॥ ৪৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ইতি অর্থাৎ এইরূপ প্রকারে। চতুর্ভুজ—ইহা প্রায়িক বলিয়াই এখানে কথিত, কিন্তু বস্ত্তঃ শ্রীরামাদির উপাসকগণও নিজ নিজ মন্ত্র অনুসারে ধোয় স্বরূপকেই ॥ ৪৬

**অনুদর্শিনী।** ভগবদধিষ্ঠানের স্থানগুলিকে ভগবদ্বুদ্ধিতে পূজা করিতে হইবে না, পরন্তু তত্তদধিষ্ঠানে অবস্থিত ভগবানের চতুর্ভুজ শ্রীমূর্তির পূজার উপদেশ।

বাহারা এই বিচার পরিহার পূর্বক প্রত্যেক অধিষ্ঠানকে ভগবান বুদ্ধিতে পূজা করেন, তাহারা জড় বহুবীশ্বরবাদী—শ্রীল প্রভুপাদ ।

প্রায় লোকেই চতুর্ভূজ মূর্তির উপাসক বলিয়া 'প্রায়িক' বলা হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

— — —

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজ্ঞেত সমাহিতঃ ।

লভতে ময়ি সন্তুক্তিং মংস্বতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৪৭ ॥

অন্নয় । ( উক্তায়া ভক্তেঃ ফলমাহ ) যঃ ( জনঃ ) সমাহিতঃ ( সন্ ) ইষ্টাপূর্তেন ( ইষ্টং যজ্ঞাদি বৈদিকং কৰ্ম্ম, পূৰ্ত্তং অন্নপ্রদানাদি কৰ্ম্ম, তয়োঃ সমাহারঃ তেন ) এবং মাং যজ্ঞেত ( পূজয়েৎ সং ) ময়ি সদ্ভক্তিং ( দৃঢ়াং ভক্তিং ) লভতে ( প্রাপ্নোতি ততশ্চ ) সাধুসেবয়া মংস্বতিঃ ( মজ্জানং ভবতি ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । যিনি ইষ্টাপূর্ত্তবিধি দ্বারা এই প্রকারে একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করেন, তিনি আমার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন । অনন্তর সাধুসেবা ফলে মংস্বতির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ । ইষ্টাপূর্ত্তেনেতি ইষ্টং হবিষাগ্নৌ যজ্ঞেত মামিত্যুপলক্ষিতং পূজাদিকং । পূৰ্ত্তং উক্তানোপবনে-  
ত্যাভ্যুক্তং তেন সন্তুক্তিং সতীমুক্তমাং প্রেমলক্ষণাং ।  
মংস্বতির্মৎকর্তৃকা স্বৃতিঃ । সাধুসেবয়েতি যন্ত সাধুনাধিক্যেন  
সেবেত তন্ত্বহং সদা স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । ইষ্টাপূৰ্ত্ত—ইষ্ট অৰ্থাৎ 'স্বতদ্বারা অগ্নিতে আমাকে যজন করিবে' ( ভাঃ ১১।১১।৪৩ ) এই উপলক্ষিত পূজাদি, পূৰ্ত্ত অৰ্থাৎ ( ভাঃ ১১।১১।৩৮ শ্লোকে ) কথিত 'উক্তানোপবন'—ইত্যাদি—তদ্বারা সদ্ভক্তি অৰ্থাৎ উত্তমা প্রেমলক্ষণা ভক্তি । মংস্বতি অৰ্থাৎ আমা-  
[ কর্তৃক স্বৃতি । সাধুসেবাদ্বারা অৰ্থাৎ যিনি কিন্তু সাধুগণকে অধিকভাবে সেবা করেন তাহাদিগকে আমি সৰ্ব্বদা স্মরণ করি— এই অর্থ ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী । পূৰ্ত্তং—'উক্তানোপবনাদিরচনা'—

'বাগীকূপতড়াগাদি-দেবতায়াতনানি চ ।

অন্নপ্রদানমারামঃ পূৰ্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥'

স্বর্ঘ্যায়ি প্রভৃতি একাদশ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবানের পূজাদি দ্বারা এবং উক্তানোপবনমন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ-মার্জনা দ্বারা তথায় অবস্থানকারী শ্রীমূর্তির পূজাদি দ্বারা প্রেম ভক্তি লাভ হয় । নিজ সেবার উপদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তপ্রিয় ভগবান্ স্বভক্তসেবায় অত্যধিক তুষ্ট বলিয়া ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন সেই সাধুসেবারই কথা বলিলেন—বাহারা সাধুসেবা করেন, আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি । বাহারা কায়-মনোবাক্যে নিরন্তর সাধুসেবা করেন, আমি সৰ্ব্বদা তাঁহাদিগেরই স্মরণ করি ।

স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—“মন্তুক্তপূজাত্যাধিকা”

ভাঃ ১১।১১।২১

“কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড় ।” চৈঃ চঃ ম ১১পঃ  
বিষ্ণুভক্ত শঙ্কু বসিয়াছেন—

আরাধনানাং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমৰ্চনম্ ॥

হে দেবি, অত্যাগ্র দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তের সমৰ্চণ শ্রেষ্ঠ ।

এমন কি—

সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্ ।

নিঃসংশয়ন্ত তন্তুক্তপরিচর্য্যারতান্াম্ ॥ বরাহপুরাণ

অৰ্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়

একপ সন্দেহ থাকিতে পারে ; কিন্তু বাহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায় ।

ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥

চৈঃ ভাঃ অ ৩ অঃ

ভগবান্ নিজভক্তে আপনা হইতেও অধিক  
প্রীতিবিশিষ্ট—



ন তথা মে প্রিয়তম আত্মবোনির্শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্করণো ন ত্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

ভা: ১১।১৪।১৫ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মন্তুজ্ঞানানঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

আদিপুরণ

হে পার্থ, যাহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহাদিগকে আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি ।

শ্রীমদ্রাহাপ্রভুও স্বভক্ত শ্রীবাসকে বলিয়াছেন—

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড় । অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ় ॥

চৈ: ভা: অ ৫।৬২

রায়রামানন্দকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত প্রধান ।

তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥

তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার ।

এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥

চৈ: চ: ম ১১ পঃ

তিনি আবার স্বভক্ত সার্কর্ভৌম-জামাতা স্ববিদেখী অমোঘকে বলিয়াছেন—

“সার্কর্ভৌম সন্ধক্ষে তুমি মোর মেহপাহা ।”

সার্কর্ভৌম গৃহে দাস-দাসী, সে কুকুর ।

সেই মোর প্রিয়, অত জন বহু দূর ॥ ঐ ম ১৫ পঃ ১৪৭।

প্রায়েণ ভক্তিয়োগেন সংসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।

নোপায়ো বিত্ততে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥৪০॥

অনুব্র । (জ্ঞান-ভক্তিমার্গাবৃত্তৌ তত্র জ্ঞানমার্গা-  
দপি ভক্তিমার্গঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ) (হে) উদ্ধব! হি  
(যস্মাৎ) অহং সতাং প্রায়ণং (প্রকৃষ্টমরনশ্রয়ঃ) অতঃ  
সংসঙ্গে মমাত্তরঙ্গ ইত্যর্থঃ (তস্মাৎ) সংসঙ্গেন (সং-  
সঙ্গজাতেন) ভক্তিয়োগেন বিনা প্রায়েণ সম্যক্ (প্রকৃষ্টঃ)  
উপায়ঃ (সংসারতরণে কশিচ্ছ উপায়ঃ) ন বিত্ততে ॥ ৪৮ ॥

অনুব্রাদ । হে উদ্ধব! যেহেতু আমি সাধুগণের  
প্রকৃষ্ট আশ্রয়স্বরূপ সেই হেতু সংসঙ্গজাত ভক্তিয়োগ  
ব্যতীত সংসারতরণের অত প্রকৃষ্ট উপায় নাই ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ । জ্ঞান-ভক্তিমার্গাবৃত্তৌ বস্তুতস্ত সংসার-  
তরণাদ্যুপেয় বস্তুনা ভক্তিরেবোপায় ইত্যাহ,—প্রায়েণেতি  
বিতর্কে ইতি সন্দর্ভঃ । যদ্বা । সংসঙ্গেন হেতুনৈব যঃ  
প্রায়েণ ভক্তিয়োগন্তেন বিনা নোপায়ো বিত্ততে ।  
প্রধানভূতা কেবলাচেতি দ্বিবিধা ভক্তিঃ সাধুসঙ্গে নৈব  
ভবেদিতি ব্যাখ্যাতমেব । যচ্চ মোক্ষসাধকং ভক্তিমিশ্র-  
জ্ঞানং তত্র গুণভূতা ভক্তির্থা সা তু সাধুসঙ্গং বিনাপি  
ভবেদিত্যতোহত্র প্রায়গ্রহণং তস্মা ভক্তেসুজ্ঞানমেব  
কারণং । যথা কর্ষকস্য করদানাদিনা যৎ পৃথ্বীশ্বরোপাসনং  
তস্ম কারণং কৃষিরেব অত্থা তস্মা বৈফল্যাদিতি প্রথম-  
স্কন্ধ এব ব্যাখ্যাতম্ । এবঞ্চ ‘যৎ কৰ্ম্মভিৰ্যং তপসা’  
ইত্যাদিভগবদুক্তেজ্ঞানাদিকং বিনাপি ভক্তিঃ সর্বফলদাত্রী  
ভক্ত্যা তু বিনা জ্ঞানাদিকং ন মোক্ষাদিসাধকমিতি তত্র  
তত্রাপি ভক্তিরেব তত্তৎ ফলদায়িনী ব্যাখ্যেয়ত্যাতেহত্থ  
উপায়োহজাগলন্তনত্মারনৈবেতি কেচিদাহন্তত্রেয়ং ভগ-  
বদুক্তিরপি প্রমাণম্ । “তাপত্রয়েণাভিহতস্তু ধোরে সন্তপ্য-  
মানস্ত ভবান্বনীহ । পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবান্বিত্বান্নাত-  
পত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ” ইত্যুক্তবোক্তিরপি ‘সংসারসিদ্ধিমতি-  
হুস্তরমুত্তীর্ণার্থো নান্যঃ প্রবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্ত ।  
লীলাকথারসনিষেবনমস্তুরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখ-  
দবান্ধিতস্ত’ ইতি শুকোক্তিরপি “কিঞ্চা যোগেন সাংখ্যেন  
হ্যাসম্বাধ্যায়য়োরাপি কিঞ্চা শ্রেয়োভিরত্বেশ্চ ন যত্রান্ন-  
প্রদো হরিঃ” ইতি নারদোক্তিরপি । সম্যক্ প্রায়ণং সম্যক্  
প্রকৃষ্ট আশ্রয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুব্রাদ । জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ কথিত হইল ।  
কিন্তু বস্তুতঃ সংসার-তরণাদি উপেয় বস্তু, ভক্তিই ইহার  
উপায় । প্রায়েণ—ইহা বিতর্কে—সন্দর্ভ । অথবা  
সংসঙ্গহেতু যে প্রায়েণ ভক্তিয়োগ, তাহা বিনা উপায়  
নাই । পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে প্রধানভূতা ও  
কেবলা এই দ্বিবিধা ভক্তি সাধুসঙ্গক্রমেই হইতে পারে ।

আর মোক্ষসাধক যে ভক্তিমিশ্রজ্ঞান, তাহাতে গুণভূতা যে ভক্তি, তাহা কিন্তু সাধুসঙ্গবিনাও হইতে পারে। অতএব এ-স্থলে প্রায় গ্রহণ সেই ভক্তির সেই জ্ঞানই কারণ, যেমন কর্ক করদানাদি দ্বারা যে রক্তের উপাশনা করিয়া থাকে, তাহার কারণ কৃষিই নহে—তাহা বিকল হইবে বলিয়া—ইহা প্রথম স্বক্কেই ( ভাঃ ১২।৮ শ্লো ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইরূপ ‘যাহা কন্দকার যাহা তপস্তা দ্বারা’ ইত্যাদি ভগবানের উক্তি অহমারে জ্ঞানাদি বিনাও ভক্তি সর্বকলসাদ্রী, কিন্তু ভক্তিবিণা জ্ঞানাদি মোক্ষাদি-সাধক হইতে পারে না। সেই সেই স্থলেও ভক্তিই সেই সেই ফলদায়িনী—এইরূপ ব্যাখ্যা উচিত। অতএব অত্র উপায়—অজার গলদেশে স্তনের ত্রায় অনুসারেই নিম্নয়োজন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভগবানের উক্তিও এ বিষয়ে প্রমাণ। “হে দৈশ! যোর সংসারমার্গে ত্রিতাপাতিভূত ও সন্তাপগ্রস্ত নাদৃশ জীবের ভবদীয় অমৃতবর্ষী পাদমূলরূপ ছত্র ব্যতীত অত্র কোনও আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না” ( ভাঃ ১১।১১।৯ )—উদ্ধবেরও এই উক্তি; ‘বিবিধদুঃখ-দাবানলসংগত ও অতি দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে পুরুষোত্তমের লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অত্র নৌকা নাই’ ( ভাঃ ১২।৪।৪০ )—শুকেরও এই উক্তি; ‘যাহাতে আত্মপ্রদ হরি নাই অর্থাৎ যাহাতে শ্রীহরির তোষণ না হয়, একরূপ যোগ, সাংখ্য, সম্যাস, স্বাধ্যায় আর অষ্টাঙ্গ শ্রেয়ঃসাধন দ্বারাই বা কি হইবে?’ ( ভাঃ ৪।৩১।১২ — নারদের এই উক্তি। সম্যক প্রায়ণ অর্থাৎ সম্যকভাবে প্রকৃষ্ট আশ্রয় ॥ ৪৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** ভক্তিই সংসার-তরণে উপায়—‘অনর্থোপশমং সাক্ষাভক্তিয়োগমধোক্ষজে।’ ভাঃ ১।৭।৬ শ্রীবাসুদেব সমাধিযোগে দর্শন করিলেন যে,—ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ভগবান্ বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অল্পস্থিতি হইলে সংসারভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়।

যাই বাব মহিষি স্বে পরশ্বিন্ কালমায়য়োঃ।

রমত গতসমোহস্তাজ্জোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ভাঃ ২।৯।৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কিন্তু যে সময় আবার জীব, পুরুষও প্রকৃতির অতীত নিজস্বরূপ-মহিমায় অর্থাৎ মনতাপ্পদ শ্রীভগবানেই রতিযুক্ত হন, তখন তাঁহার মোহ বিদূরিত হয় এবং তিনি মায়া ও দেহাদিতে ‘অহং’ ও ‘মম’ বুদ্ধি—উভয়কে পরিহার পূর্বক নিজ শুদ্ধ জীবাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন।

‘যে রূপ বাদৃচ্ছিকী মায়া দ্বারাই জীবের সংসার তদ্রূপই বাদৃচ্ছিকী ভক্তিবলে জাতপ্রেম জীবের সংসার হইতে নিস্তার’—শ্রীবিদ্বনাথ।

শ্রীশ্বভদেব বলিয়াছেন—‘প্ৰীতি ন’ বাবশ্যি বাসুদেবে  
ন মুচাতে দেহযোগেন তাবৎ ॥”

ভাঃ ৫।৫।৬

যে কাল পর্য্যন্ত সর্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব—আমাতে প্ৰীতি না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। ‘ভক্তিই সর্বকল্মশনিগ্ণলীকরণী তাই বলিতেছেন—প্ৰীতি।’—শ্রীবিদ্বনাথ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—‘ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম-মৃতস্থায় কল্পতে।’ ভাঃ ১০।২।৪৪ অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তি জন্মলেই জীবগণের অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগৌরসুন্দরও বলিয়াছেন—‘কৃষ্ণবহিঃসুখতা দোষ মায়া হৈতে হয়। কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়ামুক্তি হয় ॥” চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩১

মোক্ষসাধক ভক্তিমিশ্রজ্ঞানে যে ভক্তি তাহা সাধুসঙ্গ বিনাও হইতে পারে। জ্ঞানই সেই ভক্তির কারণ। ইহা ভাগবতের প্রথমস্বক্কে ২য় অঃ ৮ম শ্লোকের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা এই—

ধর্মঃ স্মৃতিঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অর্থাৎ পুরুষের উত্তমরূপ অল্পস্থিতি বর্ণাশ্রম ধর্ম যদি কৃষ্ণ কথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম শ্রম মাত্র।

“সেই প্রসিদ্ধ কাম্য বা নিত্য ধর্ম বিশ্বক্সেনের কথায় রতি অর্থাৎ প্ৰীতি যদি উৎপাদন না করে, তবে

শ্রমই ইহার অর্থ। কৃষকগণের কৃষিই যেরূপ নৃপতির  
প্রীতি উৎপাদন করে নচেৎ কৃষির ফল অপ্রাপ্তিই;  
তদ্রূপ এই ধর্মও বিষকসেনের কথায় প্রীতি বিনা নিজে  
বিফলই হইবে বলিয়া সেখানে বিবেকিগণের প্রীতি  
উৎপাদনই করে। যদি সে অবিবেকিগণের প্রীতি  
উৎপাদন না করে, তাহা হইলে কেবল শ্রমই। যেরূপ  
নৃপতির প্রীতি বিনা কৃষি ফলের অলাভে শ্রমই; তদ্রূপ  
হরিতে ভক্তি বিনা প্রবৃত্ত-নিবৃত্ত-ধর্মফল—স্বর্গাদি ও  
জ্ঞানের অলাভে শ্রমই। যেরূপ কথিত হইয়াছে—  
‘সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কাম্য ও অকাম্য কর্মও  
যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা আবার কি  
প্রকারে শোভা পায়? অর্থাৎ পায় না।’ (ভাঃ ১।৫।১২)।  
এবং যেরূপ কৃষিতে প্রীতির অনুরোধেই নৃপতির প্রীতি  
বস্তুতঃ নহে; তদ্রূপই ধর্মে প্রীতির অনুরোধেই তৎ-  
কথ্যে প্রীতি বস্তুতঃ নহে। ইহা বিবেচনা করিতে  
হইবে। অতএব প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—(ভাঃ ৭।১।৭৬)  
‘রাজা ও ভক্তের নায় আমাদের উভয়েই নহে; কোন  
অভিসন্ধির প্রয়োজন নাই।’—ব্রীষ্মনাথ।

ভক্তি ব্যতীত সংসার মুক্তি হয় না। অবশ্য সংসার  
মুক্তি ভক্তির আনুশঙ্গিক ফল, যথা ফলই ক্রমপদে গ্রেম-  
লাভ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সেই ভক্তি লাভের দ্বিতীয় পন্থা  
নাই। কেননা, ভগবান্‌ই সাধুগণের প্রকৃষ্ট গতি ও  
আশ্রয় এবং ‘কৃষ্ণভক্তিজন্যমূল হয় সাধুসঙ্গ’। স্মরণাং  
সংসঙ্গ-প্রভাবে ভগবৎ-সেবাধর্মে অবস্থিতি হইলে সর্বতো-  
ভাবে অভিধেয়ের সিদ্ধি হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।  
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাষ্ট্রা স্প্রসীদতি ॥ ভাঃ ১২।৬  
যাহা হইতে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতিত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও  
অপ্রতিহতা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।  
সেই ভক্তিফলে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

অতো বৈ কবয়ো নিতাং ভক্তিং পরময়া মুদা  
বাসুদেবে ভগবতি কর্কশ্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ভাঃ ১২।২২  
এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দ সহকারে

ভগবান্‌ বাসুদেবের সর্বকণ্ঠ মনঃশোধনী ভক্তি করিয়া  
থাকেন।

নায়ং স্মখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপীকাস্মৃতঃ।

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

শ্রীশুকদেব কহিলেন— গোপীকাস্মৃত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ  
ভক্তিমান্‌ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ স্মৃত, আত্মভূত  
জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ নহে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্তঃখণ্ড নবম অধ্যায় পার্শ্বে  
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অতি সহজেই জানা যায়—

নিজগুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।

‘ভক্তি’ ‘জ্ঞান’ দুই জিজাসিলা একদিনে ॥

প্রভু বলে, “জ্ঞান” ‘ভক্তি’ দুইতে কে বড়।

বিচারিয়া গোসাঞি কহত দেখি দঢ় ॥”

কতক্ষণে ভারতী বিচার করি’ মনে।

কহিতে লাগিলা গৌরসুন্দরের স্থানে ॥

ভারতী বলেন—‘মনে বিচারিল তত্ত্ব।

সবা হইতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব।’

প্রভু বলে—“জ্ঞান” হৈতে ভক্তি বড় কেনে?

‘জ্ঞান বড়’ করিয়া যে কহে ত্রাসিগণে ॥”

ভারতী বলেন—“তারা না বুঝে বিচার।

মহাজন পথে যে গমন সবাকার ॥

বেদশাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।

তাহা ছাড়ি’ অবুঝে সে অত্র পথে যায় ॥

ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।

সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস ॥

প্রিয়ব্রত পৃথু দ্রুপ অক্রুর উদ্ধব।

‘মহাজন’ হেন নাম যত আছে সব ॥

ভক্তি সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।

‘জ্ঞান’ বড় হৈলে ‘ভক্তি’ মাগে কি কারণে?

বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।

‘যুক্তি ছাড়ি’ ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ ॥

সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।

কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥

কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।

দাস হই যেন তোমা সেবিয়ে সর্বথা ॥

( ভঃ ১১৪।৩০ )

এইমত যত মহাজন সম্প্রদায়।

সবেই সকল ছাড়ি ভক্তিমাত্র চায় ॥

অতএব সর্বমতে ভক্তি সে প্রধান।

মহাজন-পথ সর্বশাস্ত্রের প্রমাণ ॥

‘ভক্তি বড়’ গুলি প্রভু ভারতীর মুখ।

হরি বলি’ গর্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে ॥

প্রভু বলে—“আমি কতদিন পৃথিবীতে।

থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে ॥

যদি তুমি ‘জ্ঞান বড়’ বলিতে আনন্দে।

প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-তীরে ॥”

প্রভু বলে—“যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।

তপ শিখা-সুত্র-তাগ তার সব বুখা

শ্রীমদ্রাহাপ্রভু সনাতনশিক্ষায়ও বলিয়াছেন—

অতএব ‘ভক্তি’—কৃষ্ণ-প্রাপ্তোর উপায়।

‘অভিধেয়’ বলি’ তারে সর্বশাস্ত্রে পায় ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ প

সর্ববিধ-সাধনাই ভক্তিসাপেক্ষ, ভক্তিই সর্বফলদাত্রী—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।

ভক্তিযুক্ত-নিরীক্ষক কৰ্ম্মযোগ-জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল।

কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।

কৃষ্ণগুণে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা ॥

ভক্তি-বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥

অজাগলন্তন-অশ্রয় অত্র সাধন।

অতএব হরিভজে বুদ্ধিমান জন ॥

চৈঃ চঃ ম ২২।২৩ প

শ্রীমদ্রাহাপ্রভু দক্ষিণদেশ-বিজয়কালে স্নেহগণকেও  
উপদেশ দিয়াছেন—

সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাধ্য কারণের কারণ।

তার ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥

তার সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।

তাহার চরণে প্রীতি—“পুরুষার্থ সাধন” ॥

চৈঃ চঃ ম ১৮ প

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ

পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। ( ৩।৩।৩০ সূত্রের মাধ্যমায়ুযত

মাঠর প্রতিবচন )

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই

জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্

একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা।

‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।

চৈঃ চঃ ম ২০

এহেন সুদূরভা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির উদয় সাধুসঙ্গেই  
হয়—

স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“তোমা সব। সেবিলে সে  
কৃষ্ণভক্তি পাই।” চৈঃ ভাঃ ম ২ অঃ

“ভক্তিস্ত ভগবন্ত্তসঙ্গেন পরিজায়তে”।

বৃহন্নারদীয়পূরণ

সাধুসঙ্গে কেবল ভক্তির উদয় হয় না, ভক্তির সিদ্ধি—

প্রেমলাভও হয়। তাই, ভক্ত, ভক্তিবশ ভগবানের দর্শন

লাভ করিয়াও ভক্তসঙ্গেরই প্রার্থনা করেন—

“ভক্তিং মুহঃ প্রবহতাং স্বয়ি মে প্রসঙ্গো

ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্ ॥” ভাঃ ৪।৯।১১

ভক্ত প্রব ভগবান্কে বলিলেন—হে অনন্ত, যে সকল

গুণাত্ম পুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন,

সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ

হউক।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—

“এস্থলে সাধুসঙ্গোপ ভক্তিদ্বারাই ভগবান্কে সাক্ষাৎ

করিয়াও পুনরায় সংসঙ্গের প্রার্থনায়—ভক্তির কারণ,

ভক্তির ফল স্বয়ং ভক্তিই সংসঙ্গ,—এই ভক্তগণের মত

প্রকাশিত হইল।”

শ্রীগৌরকৃষ্ণও স্বপার্ষদ সনাতনকে বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো হয় মুখ্য অঙ্গ ॥”

চৈঃ চঃ মঃ ২২ প ৪৮॥

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যত্নমদন।

সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি হং মে ভূত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং  
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদ্গুহ্যবসংবাদে

একাদশোঃখ্যায়ঃ ॥

**অনুস্র।** (ইদানীং সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তর-  
সাপেক্ষানি সবাভিচারানি চ। সংসঙ্গস্ত স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ  
ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ) (হে) যত্নমদন! (হে  
উদ্ধব!) হং (যতঃ) মে (মম) ভূত্যঃ (সেবকঃ) সুহৃৎ  
সখা (চ ভবসি তস্মাৎ) অথ (অনস্তরং) পৃথগ্ভঃ (শ্রবণা-  
ভিলাষিনস্তবসমীপে) সুগোপ্যম্ অপি এতৎ (বক্ষ্যমাণং)  
পরমগুহ্যং বক্ষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি) অতঃ (তস্মাদেতৎ)  
শৃণু ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দশমধ্যায়স্তায়ঃ

সমাপ্তঃ।

**অনুবাদ।** হে যত্নমদন! তুমি যেহেতু আমার  
ভূত্য, সুহৃৎ এবং সখাস্বরূপ, সেইহেতু শ্রবণভিলাষী  
তোমার নিকট অতি গোপনীয় হইলেও এই পরমগুহ্যতত্ত্ব  
বর্ণন করিতেছি: তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

**বিশ্বনাথ।** ক্রয়ঃ স্নিগ্ধস্ত শিঘ্রস্ত গুহ্যবো গুহ্যমপ্য-  
তেতিস্বতেস্তভামহমনন্ত প্রকাশমপি বস্ত বচনীত্যাহ,  
অথৈতদিতি। সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তরসাপেক্ষানি  
সবাভিচারানি চ সংসঙ্গস্ত স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী  
চেতি স্বামিচরণাঃ ॥৪৯॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বং হর্ষিণাং ভক্তচেতসাম্।

একাদশে সঙ্গতোহত্রৈকাদশঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তী-ঐক্লবকৃত শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশস্কন্ধে দশমধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্ত।

**বঙ্গানুবাদ।** গুরুবর্গ স্নিগ্ধশিঘ্রের নিকট গুহ্য-  
তত্ত্বও বলিয়া থাকেন—(ভাঃ ১।১।৮) এই স্মৃতি-অনুসারে

অন্তের নিকট অপ্রকাশ্য বস্ত্তও তোমার নিকট বলিতেছি।

সাংখ্যযোগ প্রভৃতি অন্য সাধন অপেক্ষাকৃত ও ব্যভিচার-  
দুষ্ট, কিন্তু সংসঙ্গ স্বতন্ত্র থাকিয়াই সমর্থ, ফলবিষয়ে  
অব্যভিচারী বা নিশ্চিত—ইহা স্বামিচরণ অর্থাৎ শ্রীম  
শ্রীধর স্বামীর টীকা ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের

সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী

টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

**অনুদর্শিনী।** ভক্তপ্রবর উদ্ধব পূর্বের ২৭ শ্লোকে  
আপনাকে প্রণত, অনুরক্ত ও প্রণয় বলিয়া যে আত্মপরিচয়  
দিয়াছেন তাহারই সমর্থনে উদ্ধবপ্রিয় শ্রীভগবান্ও তাঁহাকে  
ভূত্য, সুহৃৎ এবং সখা বলিয়াছেন। ভূত্য—প্রভুর  
প্রিয়ার্থে সেবাপরায়ণ, সুহৃৎ—সদাভ্যুত সঙ্গী ও ব্রজের  
সংবাদ-আনয়নরূপ স্বহিতকারী এবং সখা—সমপ্রাণ।  
বিশেষতঃ ভক্তবৎসল প্রভু স্বভক্ত যে যত্ববংশে অবতীর্ণ  
হইয়াছেন ‘যদোঃ প্রিয়স্তাব্যবায়ৈ মলয়শ্চেব চন্দনম্।’ ভাঃ  
১।৮।৩২, ভক্ত উদ্ধবকেও সেইবংশীয় বলিতে ‘যত্নমদন’  
শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন।

ভক্ত উদ্ধব শ্রীভগবানের যে কত প্রিয় তাহা আমরা  
পরবর্তী ‘ন তথা মে প্রিয়তম—নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।’  
ভাঃ ১০।১৪।১৫ শ্লোক হইতে জানিতে পারিলেও  
আলোচ্য-শ্লোকেও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কেননা,  
ভগবান্ অন্তের নিকট অপ্রকাশ্য পরমগুহ্য তত্ত্বের কথা  
শ্রীউদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া  
শ্রীউদ্ধব সে বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ নহেন তাহা বুঝাইবার  
জন্ত শ্রীল চক্রবর্তীপাদ বলিয়াছেন—‘প্রীতিনীল শিষ্যের  
নিকটই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্তও ব্যক্ত করিয়া থাকেন।’  
ভাঃ ১।১।৮ তিনি ঐ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন ‘স্নিগ্ধ  
অর্থাৎ গুরু-বিষয়ক-স্নেহবান্ শিষ্যের (প্রতি) গুরুগণ  
গুহ্যও বলেন এই বিধিগিও প্রয়োগে আপনার ত্রায় স্নিগ্ধ  
শিষ্যে তাঁহার অবগত হই রহস্তপ্রকাশক এবং আপনার  
সর্বরহস্তবিজ্ঞ জানা যায়।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন যে, সাংখ্য-বোধাদি-সাধনসমূহ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির মূল ‘ভক্তি’ ফল দিতে অসমর্থ বলিয়া তাহারা ব্যভিচারী এবং সাধনান্তর অর্থাৎ অল্প ফলের সাধন। (‘সাংখ্য-বৈরাগ্যাদি সাপেক্ষ, ভোগ যমাদি অপেক্ষাবুক্ত, ধর্মাদি-ধনক্লেশাদি অপেক্ষক।’) ‘ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধারন্তপত্যাগো যথা ভক্তিম মৌজ্জিতা ॥’ ভাঃ ১১।১৪।২০ শ্লোক আলোচ্য। আর উহার। ভক্তির সাহায্য ব্যতীত সেই সেই সাধনের অবান্তর ফলদানেও সমর্থ নহে বলিয়া ভক্তি-সাপেক্ষ। ‘ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম যোগ-জ্ঞান ॥ সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে পারে ফল ॥’ চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ। কিন্তু সংসঙ্গ অস্ত্রের অপেক্ষা রহিত এবং নিজেই শ্রীকৃষ্ণচরণে অব্যভিচারী ভক্তিবানে সমর্থ—‘সতাং প্রসঙ্গাৎ—শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।’ ভাঃ ৩.২৫।২৫, ‘ন রোধয়তি মাং যোগঃ’—‘যথাবাক্ষ্যে সংসঙ্গঃ মাম্’ ভাঃ ১১।১২।১-২ ‘কৃষ্ণভক্তি জন্মহৃৎ হ্য সাধুসঙ্গ।’ চৈঃ চঃ মঃ এবং ‘ভক্তিস্ত ভগবন্তসঙ্গেন পরিজায়তে।’ ইত্যাদি শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য।** আলোচ্য শ্লোকের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়—‘জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্তং তদক্ষণং গুহ্যং গদিতং ময়া ॥’ ভাঃ ২।৯।৩ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন বিজ্ঞান সমন্বিত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান, সরহস্ত এবং তদক্ষণ আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।’ এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকার মন্ত্রে জানা যায় “আমি যে কেবলমাত্র আমার স্বরূপ-জ্ঞানই তোমাকে দিব, তাহা নহে, অধিকন্তু ‘বিজ্ঞান’ অর্থাৎ অল্পভবসমন্বিত যাহা, তাহাও দান করিব। বিশেষতঃ উহা ‘পরমগুহ্য’ যেহেতু নির্দিষ্টে ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠ; এবং ‘রহস্ত’ অর্থাৎ প্রেম ভক্তি দিব, উহা স্বনাম-প্রসিদ্ধ, তুমি তাহা গ্রহণ কর। শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে ‘অতি গোপনীয় হইলেও তোমাকে আমি বলিব’ এই ভগবদুক্তি-নির্দেশ হইতে সেই প্রেমের রহস্ত জানিতে হইবে। সেই প্রেমের অঙ্গ সাধন-ভক্তিব্যোগ,

উহা তুমি জিজ্ঞাসা না করিলেও এই তিনটি বিষয় কুর্পা-পূর্বক তোমাকে বলিব।”

সুতরাং ‘সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি’ এই বাক্যের উদ্দিষ্ট প্রেমভক্তির অঙ্গ যে সাধনভক্তিব্যোগ এবং উহা যে এক মাত্র সাধুসঙ্গেই দত্ত, তাহা আমরা পূর্ববর্তী ৪৮ শ্লোকেই ভগবদুক্তিতে পাইয়াছি। আর ‘পরমগুহ্য’ শব্দে ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ যেমন নিজের সবিশেষ-স্বরূপের কথা বলিয়াছেন, আলোচ্য শ্লোকেও ঐ শব্দে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভবকারী ভক্তস্বরূপেরই কথা বলিয়াছেন কেন না শ্রীভগবান্ পূর্ববর্তী ৪৭ শ্লোকে—‘মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া’ (সাধুসেবাবারাই আমার স্মৃতি), পরবর্তী অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে—‘মৎসঙ্গাৎ’ (সাধুসঙ্গ শব্দে আমারই সঙ্গ)—শ্রীনিখনাথ) ‘সাধবে হৃদয়ং মহৎ সাধুনাং হৃদয়স্বহৃৎ’ ভাঃ ৯।৪।৬৮ (সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়) ? ‘দেবতা বান্ধবঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥’—ভাঃ ১২।২৬।৩৪ (সাধুগণই জীবের পূজনীয় দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমি ইষ্টদেব,) প্রভৃতি শ্লোকে নিজেই নিজভক্তস্বরূপের জ্ঞান দিয়াছেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞাদির অন্ত্যষ্টানে সফল না পাইয়া পরমভাগবত শ্রীহৃত-গোপালীর সঙ্গপ্রার্থনান্তর তাঁহার নিকট অল্পকাল ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা যে যে যজ্ঞের অন্ত্যষ্টান করিতেছি, তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত বহুবিধ দ্বিগ্নের সম্ভাবনা, সুতরাং ফললাভে নিশ্চয়তা নাই। ধূম্রদ্বারা বিবর্ণদেহ আমরাদিগকে শ্রীগোবিন্দ-চরণাবিন্দের নধুর মকরন্দ পান করাইয়া সুস্থ করাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসঙ্গের মহিমা বর্ণনে বলিয়াছেন—

তুল্যাম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিবঃ ॥

ভাঃ ১।১৮।১৩

অর্থাৎ ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনার সম্ভাবনা করা যায়

না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব।

## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

### শ্রীভগবানুবাচ

এই শ্লোকের শ্রীলচক্রবর্তি-ঠাকুরের টীকার মৰ্ম্মানুবাদ —“তাদৃশসাধুসঙ্গ-মহানিধির-মাহাত্ম্য আমাদের জন্মভব গোচরীকৃত হওয়ায় আর কতটুকু বলিব। ভগবৎসঙ্গিগণ অর্থাৎ ভক্তগণের সঙ্গে যে অভ্যাসকাল, তাহার সহিত কর্মফল স্বর্গ এবং জ্ঞানফল মোক্ষ যখন সমান দেখি না তখন মর্ত্যগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির ত তুলনাই হয় না, যেহেতু সাধুসঙ্গদ্বারা পরমদুর্ভাগ্য ভক্তির অন্ধুর হৃদয়ে উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে যখন ভক্তির সাধন—সাধুসঙ্গের লবের সহিত কর্মজ্ঞানাদির সম্পূর্ণ-ফলকেও তুলনা করি না; তখন কৌমুতিকৃত্যে বহুকালব্যাপী সাধুসঙ্গের কথা, তৎফলভূতা ভক্তি এবং ভক্তিফল প্রেমের ত কথাই নাই। যেমন পর্কতের সহিত সর্ষপের তুলনা হয় না তদ্রূপ। ‘জীসঙ্গ এবং জীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অজ্ঞ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।’ ভাঃ ১১।১৪।৩০—ভগবদুক্ত শ্লোকে ষোড়শসঙ্গ হইতেও ষোড়শসঙ্গিগণের সঙ্গ যেরূপ অতিনিন্দ্য কথিত হইয়াছে, সেইরূপই ভগবৎসঙ্গ হইতেও ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ অতিবন্দ্য, অতিপ্রশংস্য এবং অত্যভিলষণীয় বুঝাইতেছে।”

‘পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গ তাঁহারই সঙ্গিগণের সঙ্গ হইতেই লভ্য হয়।’—শ্রীল-প্রভুপাদ।

তাই, সর্বজনারাধ্য ভগবানু শ্রীকৃষ্ণ সর্বতত্ত্বজ্ঞ প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া নিজভক্তির ও ভক্তের রহস্য প্রকাশ করিতেছেন ও করিবেন ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে বারার্বাহুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যঃ ধর্ম্ম এব চ।  
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥  
ব্রতানি যজ্ঞশ্চন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।  
যথাবরুদ্ধে সংসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥১-২॥

অনুব্রয়। শ্রীভগবানু উবাচ। সর্বসঙ্গাপহঃ (সার্বকটিকা-সক্তিনিরাসকঃ) সংসঙ্গঃ (সতাং সঙ্গঃ) মাং যথা অবরুদ্ধে হি (বশীকরোতি) যোগঃ (আসনপ্রাণায়ামাদিঃ) মাং (তথা) ন রোধয়তি (ন বশীকরোতি) সাংখ্যঃ (তত্ত্বানাং বিবেকঃ) ধর্ম্মঃ (সামান্ততোহহিংসাদিঃ) এব চ ন (তথা ন রোধয়তি) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠঃ) তপঃ (কৃচ্ছাদিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) ন (তথা ন রোধয়তি) ইষ্টাপূর্ত্তং (ইষ্টং চ পূর্ত্তঞ্চ তত্রেষ্টমগ্নিহোত্রাদি পূর্ত্তং কুপারামাদি-নির্দ্বাণং) ন দক্ষিণা (দানঞ্চ) ন (তথা ন রোধয়তি কিঞ্চ) ব্রতানি (একাদশ্যপবাসাদীনি) যজ্ঞঃ (দেবপূজা) চন্দাংসি (রহস্তমস্ত্রাঃ) তীর্থানি নিয়মাঃ যমাঃ (এতে চ মাং তথা ন বশীকরুন্তি) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবানু বলিলেন,— হে উদ্ধব! সর্ব-বিষয়ের আসক্তি-বিনাশক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, অহিংসাদি ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম বা যম সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ। দ্বাদশে সাধুসঙ্গস্থ মহিমোক্তো ব্রজোকসাম্।

প্রেমঃ সর্বমহোৎকর্ষঃ স্হচিতঃ সংশয়চ্ছিন্না ॥

যোগ আসন-প্রাণায়ামাদিঃ। সাংখ্যমাত্মনাত্মবিবেকঃ, ধর্ম্মোহহিংসাদিঃ, স্বাধ্যায়ে বেদপাঠঃ, তপঃ কৃচ্ছাদিঃ, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, ইষ্টাপূর্ত্তং ইষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ। তত্রেষ্টমগ্নি-হোত্রাদি পূর্ত্তং কুপারামাদিনির্দ্বাণম্। দক্ষিণাশব্দেন সামান্ততো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি চাতুর্দ্ব্যস্তাদীনি। যজ্ঞো দেবপূজা, চন্দাংসি রহস্তমস্ত্রাঃ। ন রোধয়তীতি প্রত্যেকেনা-ন্যাদেকত্বং ব্রতানীত্যাদৌ বচনবিপরিণামেন ন রোধয়ন্তী-

তথ্যঃ। রুদ্ধবশীকরণার্থকত্বাৎ যোগাদয়ো ন বশীকার-  
প্রযোজকা ইতি তৈরহমষ্টাঙ্গযোগিপ্রভৃতিভি ন বশীকৃতো  
ন প্রাপ্তঃ শ্রামিতি ফলিতেহর্থঃ। “ন সাধয়তি মাং যোগো  
ন সাঙখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা  
ভক্তিমমৌজিতা” “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ” ইত্যগ্রিমবাক্যেনৈ-  
কার্থ্যাৎ যোগাদয়ো ন মৎপ্রাপ্তুংপায়া ইত্যতো ‘নোপায়ো  
বিদ্যতে’ ইতি পূর্বোক্তিরেব দৃঢ়ীকৃত্য। সংসদো যথাহ-  
বরুদ্ধে বশীকরোতীত্যনন্তপ্রয়োগেণ ভক্ত্যুৎপত্তেঃ পূর্বমপি  
স এব স্বয়ং মাং বশীকুর্যাৎ কিং পুনর্ভক্তিং জনয়িত্বা  
ইত্যর্থো লভ্যতে। অত্র যথা শব্দস্তত্র চ যথা শব্দো যথা-  
বদিতার্থ এব প্রযুক্তঃ। ‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ’ ইত্যগ্রিম-  
বাক্যে একয়েতি পদপ্রয়োগাদিত্যোকে। যোগাদীনামপি  
ভক্তিমিশ্রত্বাৎ কিঞ্চিদ্বশীকারত্বমন্তেষুবেত্যাভ্যো যথা শব্দঃ  
সার্থকঃ ইত্যপরে আহঃ—সর্বসঙ্গাপহঃ সার্বত্রিকাসক্তি-  
নিরাসক ইতি বশীকারে হেতুঃ ॥ ১-২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দ্বাদশ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের মহিমা  
কথিত এবং সংশয়চ্ছেদ-সহকারে ব্রজবাসিগণের প্রেমের  
সর্বমহোৎকর্ষ স্থচিত হইয়াছে।

যোগ অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি। সাংখ্য অর্থাৎ  
আত্ম-অনাত্মবিবেক। ধর্ম অর্থাৎ অহিংসাদি, স্বাধ্যায়  
অর্থাৎ বেদপাঠ, তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছাদি। ত্যাগ অর্থাৎ  
সন্ন্যাস। ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ  
কুপারামাদি-নির্দ্বন্দ্ব, দক্ষিণা—এই শব্দে সামান্যতঃ দান  
লক্ষিত হইতেছে। ব্রত অর্থাৎ চাতুর্দ্বাদ্ধ প্রভৃতি। যজ্ঞ  
অর্থাৎ দেবপূজা। ছন্দঃ অর্থাৎ রহস্তমন্ত্র।—‘ন রোধয়তি’  
এই পদের প্রত্যেকের সহিত অবয়ব থাকাতে একত্ব,  
‘ব্রতানি’ প্রভৃতি পদে বচন-বিপরীণামজ্ঞা ‘ন রোধয়ন্তি’  
হইবে। রুদ্ধ-ধাতু বশীকরণার্থক বলিয়া যোগাদি আমার  
বশীকার-প্রয়োজক নহে। সেই সব অষ্টাঙ্গ-যোগিপ্রভৃতি-  
দ্বারা আমি বশীভূত বা প্রাপ্ত হই না। ‘হে উদ্ধব, আমাতে  
তীব্রা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ,  
সাংখ্য, ধর্ম, বেদপাঠ, তপঃ বা দান আমাকে সেরূপ  
বশীভূত করিতে পারে না’। ‘একমাত্র ভক্তিদ্বারাই

আমি লভ্য হইয়া থাকি’। ( ভাঃ ১।১৪।২০-২১ ) এই  
অগ্রকথিত বাক্যের সহিত একার্থত্বহেতু যোগাদি আমাকে  
প্রাপ্তির উপায় নহে। অতএব ‘আর উপায় নাই’ ( ভাঃ-  
১।১১।৪৮ ) এই পূর্বোক্তিকেই আরও দৃঢ়ীকৃত করা  
হইল। সংসঙ্গ যেমন অবরোধ করে অর্থাৎ বশীভূত করে  
—এই অনন্তপ্রয়োগদ্বারা ভক্ত্যুৎপত্তির পূর্বেই তিনি  
স্বয়ংই আমাকে বশীভূত করিতে পারেন ভক্তিজন্যাইলেত’  
কথাই নাই—এই অর্থ পাওয়া যায়। এখানে ‘যথা’ শব্দ  
সে স্থলেরও ‘যথা’ শব্দ যথাবৎ এই অর্থে-ই প্রযুক্ত। ‘আমি  
কেবল। ভক্তিদ্বারাই প্রাপ্তব্য’—এই অগ্রিম বাক্যে  
( ভাঃ ১.১.৪২ ) ‘একয়া’ এই পদপ্রয়োগহেতু—ইহা  
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগাদিও ভক্তিমিশ্র বলিয়া  
কিছু বশীকরণযোগ্যতা আছেই। অতএব ‘যথা’ শব্দার্থক—  
ইহাও কেহ কেহ বলেন। সর্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ  
সার্বত্রিক আসক্তির নিরাসক, বশীকারে হেতু ॥ ১-২ ॥

### সারার্থানুদর্শিনী।

যোগ- আসন-প্রাণায়ামাদি। ( ব্রহ্মচর্যাди ) যম,  
( পুণ্যতীর্থে স্নানাদি ) নিয়ম, ( পবিত্র নির্জনস্থানে কুশ-  
মৃগচর্ম ও বস্ত্র এই ক্রমানুসারে ) আসন, ( শ্বাসরোধ করতঃ  
কুস্তকদ্বারা অকার, উকার, মকার—এই তিন অক্ষরে  
গ্রথিত ব্রহ্মাক্ষর—প্রণব মনে মনে আবৃত্তি ) প্রাণায়াম,  
( দমিত মনের সাহায্যে রূপ-রসাদি-বিষয় হইতে চক্ষু-  
কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের আহরণ ) প্রত্যাহার, ( মনকে শুভ-  
বিষয়ের জ্ঞাত বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের ) ধারণা, ( ভগ-  
বানের এক এক অঙ্গ ) ধ্যান এবং ( যাহাতে মন উপশমতা  
লাভ করে তাহা ) সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগ। শ্রীবিদ্বনাথ।  
ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্‌লভ্য—

এছে শাস্ত্রে কহে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।

‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ প

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্ম নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥ চৈঃ চঃ আ ১৭



‘ভক্তি’ বিনা কৃষ্ণ কভু নহে প্রেমোদয়।

প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অত্ৰ হৈতে নয়॥

চৈঃ চঃ অ ৪ প

সাধুগণ কৃষ্ণবশীকারক —

ময়ি নির্দুঃখদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।

বশে কুর্কৃষ্ণি মাং ভক্ত্যা সংস্কিয়ঃ সংপতিং যথা ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৬

শ্রীভগবান্ দুর্কাসাকে বলিলেন—সতী স্ত্রী যেরূপ সংপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপই ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সুতরাং সাধুগণের সেবকগণ সাধুকুপায় সাধুবাধ্য ভগবান্কে বশ করিতে সমর্থ।

সাধুসঙ্গই জীবের অত্ৰ আসক্তি-নিরাসক —

ত এতে সাধবঃ সাধিব সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।

সঙ্গশ্চেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥

ভাঃ ৩।২।৫।২৪

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিলেন—হে সাধিব, উক্ত-গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্ধ-চতুর্থে আসক্তি শূন্য ; তাহারাই অসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয় ॥১-২॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে অহুরাগহেতু অত্ৰ বিরাগ স্বাভাবিক কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অহুরাগ।

কৃষ্ণ বিহু অত্ৰ তার নাহি রহে রাগ ॥

চৈঃ চঃ আ ৭ প

বিশেষতঃ—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকুপা, ভক্তির স্বভাব।

এতিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে ‘ভাব’ ॥

চৈঃ চঃ ম ২৪ প ॥ ১-২ ॥

সংসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা খগা মৃগাঃ ।

গন্ধর্বাঙ্গরসো নাগাঃ সিদ্ধাচারগণ্ডহ্যকাঃ ॥

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োহস্ত্যজাঃ ।

রজস্তুমঃ প্রকৃত্যন্ত্যস্ত্যস্ত্যিন্ যুগে যুগে ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্যস্ত্যিকায়াধবাদয়ঃ ।

বৃষপর্কী বলির্কারণো ময়শ্চাখ বিভীষণঃ ॥

সুগ্রীবো হনুমান্ক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকপথঃ ।

ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যাস্তথাপরে ॥৩-৬॥

অন্থ্য ১ তস্মিন্ তস্মিন্ যুগে যুগে (প্রতিযুগং)

সংসঙ্গেন (সতাং সঙ্গেন) হি (এব) রজস্তুমঃ প্রকৃত্যঃ

(রাজসাতামস্যাশ্চ) দৈতেয়া যাতুধানাঃ (রাক্ষসাঃ) খগাঃ

মৃগাঃ গন্ধর্বাঙ্গরসঃ নাগাঃ সিদ্ধাঃ চারণাঃ গুহ্যকাঃ

বিদ্যাধরাঃ মনুষ্যেষু বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ অন্ত্যজাঃ স্বাষ্ট্র-

কায়াধবাদয়ঃ (তাষ্ট্রঃ ব্রতঃ কায়াধবঃ প্রহ্লাদঃ) বহবঃ

(অনেকে প্রাণিনঃ কৃষ্ণ) বৃষপর্কী বলিঃ বাণঃ ময়ঃ অথ

বিভীষণঃ চ সুগ্রীবঃ হনুমান্ ঋক্ষঃ (জাম্বুবান্) গজঃ

(গজেন্দ্রঃ) গৃধ্রঃ (জটায়ুঃ) বণিকপথঃ (তুলাধারঃ)

ব্যাধঃ (ধর্মব্যাদঃ) কুজা ব্রজে গোপ্যঃ তথা অধ্বরে

(যজ্ঞে) যজ্ঞপত্ন্যঃ (দীক্ষিতবিপ্রভাৰ্য্যাঃ) মৎপদং প্রাপ্তাঃ

(মৎস্থানং গত্যাঃ) ॥৩-৬॥

অনুবাদ। প্রতিযুগে কেবল সংসঙ্গ-প্রভাবেই রজস্তুম-প্রকৃতির দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব, অঙ্গরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ, এমন-কি ব্রতাস্বর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন বৃষপর্কী, বলি, বাণ, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব হনুমান্, জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ুপক্ষী, তুলাধার বণিক, ধর্মব্যাদ, কুজা, ব্রজের গোপীকাকুল এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রপত্নীগণ ইহারা আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩-৬॥

বিশ্বনাথ। বশীকরণমত্রে গোং মৃখ্যক যথাসম্ভবং বাণাদৌ শ্রীগোপ্যাদৌ চ দর্শয়তি,—সংসঙ্গেনেতি চতুর্ভিঃ। সন্তঃ প্রধানীভূত-ভক্তিমন্তঃ কেবলভক্তিমন্তশ্চ। অত্র পূর্বেবাং সঙ্গিভির্ভগবদ্বশীকারো গোংঃ উত্তরেবাং মৃখ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। যাতুধানা রাক্ষসাঃ। স্বাষ্ট্রো ব্রতঃ কায়া-ধবঃ প্রহ্লাদঃ অনয়োর্জন্মতঃ প্রাগেব নারদসঙ্গঃ। বৃষ-পর্কেত্যং জাতমাত্র এব মাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিযুভক্তোহভূদিতি পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিঃ। বনেঃ প্রহ্লাদ-সঙ্গঃ। বাণশ্চ বাহুছেদসময়ে কুপালোমহাদেবশ্চ সঙ্গঃ।

ময়ন্ত সতানিষ্ঠাণে পাণ্ডবসঙ্গঃ । বিভীষণন্ত হনুমৎসঙ্গঃ ।  
 স্ত্রীবাধীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণসঙ্গঃ । গজো গজেন্দ্রঃ অস্ত  
 পূর্বজন্মনি নারদাদিসঙ্গঃ । গৃধ্রো জটায়ুস্ত গরুড়দশ-  
 রথাদিসঙ্গঃ । বণিকৃপথস্তলাধারো ভারতপ্রসিদ্ধঃ অস্ত  
 সংসঙ্গো মৃগ্যঃ । ব্যাধঃ ধর্মব্যাধঃ অস্ত প্রাণুক্ষরাক্ষসতাং  
 প্রাপ্তস্ত বরাহপুরাণদৃষ্টেন বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা সহ সঙ্গঃ ।  
 কুজায়াঃ পূর্বজন্মনি নারদসঙ্গঃ ইতি মাথুরহরিবংশে  
 প্রসিদ্ধম্ । গোপেয়া মুনিচর্যাদয়ঃ পূর্বজন্মনি রতবহুসাধুসঙ্গা  
 এব এতজ্জন্মনি নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গিতাঃ । যজ্ঞপত্নীনাং ব্রজস্থ-  
 শ্রীকৃষ্ণদুর্ভীতমালিকতাশুলিকাদিস্ত্রীভিঃ ক্রয়বিক্রয়ার্থং  
 মথুরাপ্রস্থানসময়ে সঙ্গঃ ॥৩-৬॥

**বঙ্গানুবাদ ।** এস্থলে গোণ ও মুখ্য বশীকরণ  
 যথাসম্ভব বাণ প্রভৃতিতেও শ্রীগোপীগণেও দেখাইতেছেন।  
 সং অর্থাৎ প্রধানীভূতভক্তিমান্ ও কেবলভক্তিমান্ ।  
 এতন্মধ্যে পূর্বকথিতগণের সঙ্গীদের দ্বারা ভগবদ্বশীকার  
 গোণ, পরে কথিতগণের দ্বারা মুখ্য—ইহাই জানিতে  
 হইবে। যাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস। দ্বাষ্ট্র অর্থাৎ ব্রত,  
 কায়াধব অর্থাৎ প্রহ্লাদ, এই দুইয়ের জন্মের পূর্ব হইতেই  
 নারদের সঙ্গ। বৃষপর্কী জন্মান্তরই মাতৃ-পরিত্যক্ত  
 হইয়া মুনিপালিত ও বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন—এই  
 পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি। বলির প্রহ্লাদসঙ্গ। বাণের বাহুচ্ছেদ  
 সময়ে কৃপানু মহাদেবের সঙ্গ। ময়ের সভা-নিষ্ঠাণে  
 পাণ্ডবসঙ্গ। বিভীষণের হনুমানের সঙ্গ। স্ত্রীবাধ, হনুমান,  
 ও জাম্ববানের লক্ষণসঙ্গ। গজ অর্থাৎ গজেন্দ্র, ইহার  
 পূর্বজন্মে নারদাদি-সঙ্গ। গৃধ্র অর্থাৎ জটায়ু, ইহার গরুড়-  
 দশরথাদি-সঙ্গ। বণিকৃপথ তুলাধার ভারত-প্রসিদ্ধ,  
 ইহার সংসঙ্গ মৃগ্য। ব্যাধ অর্থাৎ ধর্মব্যাধ, ইনি পূর্বে  
 ব্রক্ষরাক্ষসতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে বরাহপুরাণে  
 উল্লিখিত বৈষ্ণবরাজার সঙ্গ। কুজার পূর্বজন্মে নারদ-  
 সঙ্গ—ইহা মাথুর-হরিবংশে প্রসিদ্ধ। মুনিচরী প্রভৃতি  
 গোপীগণ পূর্বজন্মে বহু সাধুসঙ্গ করার জন্তই এই জন্মে  
 নিত্যসিদ্ধ গোপীসঙ্গিনী। যজ্ঞপত্নীগণের ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ-  
 দূতী-মালিকতাশুলিকাদি স্ত্রীগণ-সহিত ক্রয়-বিক্রয়াদি  
 নিমিত্ত মথুরা প্রস্থান সময়ে সঙ্গ ॥ ৩-৬ ॥

**অনুদর্শিনী ।** পূর্বে প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা  
 সাধুসেবার মধ্যে প্রসঙ্গরূপার কথা আলোচনা  
 করিয়াছেন। এই শ্লোকে আবার গোণভাবে ও মুখ্য-  
 ভাবে ভগবদ্বশীকরণের কথা বলিতেছেন। মুখ্য-ভাবদ্বারা  
 প্রেমই লাভ হয়, গোণভাবে অস্ত্র ফল। এ-স্থলে মুখ্য—  
 শ্রীগোপ্যাди এবং গোণ—বাণাদি।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো  
 মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স ন ভক্তিয়োগম্ ॥

ভাঃ ৫।৬।১৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ  
 নিজ-ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তি-  
 যোগ কাহাকে দেন না।

“ভজনকারী অত্বেও ভাবভক্তি প্রায় দেন না; কিন্তু  
 তাহা হইতে অতি নিকৃষ্টা মুক্তিই দেন। এই শ্লোকে  
 ‘কহিচিৎপি’ না বলায় মুক্তি অনিচ্ছু শুদ্ধভক্তগণকে  
 কিন্তু ভক্তিই দেন।”—শ্রীবিদ্যার্থ।

অতএব প্রধানীভূতভক্তিমান্ সাধুসঙ্গে ভগবান্  
 গোণভাবে এবং কেবলভক্তিমান্ সাধুসঙ্গ দ্বারা মুখ্যভাবে  
 বশীভূত হন।

বাণ—ভাঃ ১০।৬৩।৪৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

বণিকৃপথ—মহাভারতে জাজলিমুনিগর্ক প্রসঙ্গে কথিত  
 মাহাত্ম্যের শ্রীনারদাদি-সঙ্গ অশ্বেষণীয়।

ধর্মব্যাধ—আদি-বরাহ-পুরাণে কথিত আছে যে,  
 বসু নামে একজন রাজা ছিলেন। মৃগ-ভ্রান্তিতে কোন  
 ব্রাহ্মণকে হত্যা করায় ব্রক্ষরাক্ষস হন। রাজার  
 প্রাপঞ্চিক বিষয়লোক গমনকালে ঐ ব্রক্ষরাক্ষস তাঁহার  
 শরীরে প্রবিষ্ট হয়। পুনরায় ভোগান্তে রাজা হইলে  
 ব্রক্ষপরাখ্যস্তবপাঠের তেজে তাঁহার দেহ হইতে ঐ  
 ব্রক্ষরাক্ষস নির্গত হয়। যখন দেহ হইতে নির্গত হইল,  
 তখন তিনি তাহাকে ধর্মব্যাধ সংজ্ঞা দেন। ঐ ধর্মব্যাধ  
 হিংসাশূন্য হইয়া নীলাচলপতিকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করেন।

শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে দর্শন-প্রদানে আলিঙ্গন  
 করিলে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

কুজা—মাথুর হরিবংশে দেখা যায় যে, ইনি পূর্বজন্মে রাজকন্যা ছিলেন। দেবর্ষি শ্রীনারদের মুখে ভগবানের গুণগান শ্রবণ করিয়া ভগবানে অমুরাগিণী হন। পরে রাজা যখন দেবর্ষিকে কন্যার যোগ্যবয়সের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীনারদ সে বিষয়ে তাঁহার কন্যার কি অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিব বলেন। তদনন্তর যখন তিনি রাজকন্যাকে বয়ের কথা প্রশ্ন করিলেন, তিনি বলিলেন ‘আপনি যাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া গান করেন, তিনিই আমার বর’। দেবর্ষি তখন ভগবৎ-প্রাপ্তির অসম্ভাবনা দেখাইলে রাজকন্যা বলেন যে, ‘কোটা জন্মেও পাইলে তাঁহাকেই বরণ করিব’। শ্রীনারদ তাঁহাকে বিবাহেরও ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন উপদেশ করিলে রাজকন্যা বহুকাল তপস্বী করিতে করিতে আকাশবাণী হইল যে “তুমি জন্মান্তরে কুজিকা হইয়া যাহার স্পর্শে সৌন্দর্য লাভ করিবে, সেই আমি তোমার পতি হইব।” তাহার পর ঐ কন্যা কংসমস্ত্রিবর বৈষ্ণুগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং কংস কর্তৃক-প্রার্থিত হইয়া তাহার অমূল্যলপন কার্যে নিযুক্ত হন, পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শাদি প্রাপ্ত হন। ( ভাঃ : ০।৪২।১-১২, ১০।৪৮।১-১০ দ্রষ্টব্য )।

সাধনসিদ্ধা গোপীগণ দুই প্রকার—মুনিচরী বা ঋষি-চরী এবং শ্রুতিচরী—

দ্বিবিধানাস্ত মুনয়ন্তয়োপনিষদো মতাঃ

তত্র মুনয়ঃ ॥ ২৮ ॥

গোপালোপাসকাঃ পূর্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ।

চিরাত্তুদ্বুদ্বরতয়ো রানমৌন্দর্যবীক্ষয়া।

মুনয়ন্তুজ্ঞাতাভীষ্টসিদ্ধি-দম্পাদনে রতাঃ।

লক্ষ্যভাবো ব্রজে গোপ্যা জাতাঃ পান্ন ইতীরিতম্ ॥২৯॥

—উজ্জলনীলমণিঃ ( কৃষ্ণবল্লভাঃ )।

অর্থাৎ এই যৌথিকী, মুনি এবং উপনিষদ্ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মুনিগণ যথা, পদ্মপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে যে কতিপয় মুনি পূর্বে গোপালদেবের উপাসনা করিতেন কিং তঁাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, চিরকালের পর শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য দর্শনে গোপী-

বিষয়িণী রতি উদ্বুদ্ধ হয়। পরে ঐ মুনিগণ অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত তৎপর হইয়া ভাবলাভ করতঃ ব্রজে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী ও ভু উক্ত শ্লোকদ্বয়ের স্বকৃত লোচনরোচনী-টীকায় লিখিয়াছেন—‘মুনিগণ সম্বন্ধে পান্দ্যোত্তর খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—‘পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ড-কারণ্যবাসিনঃ’। দৃষ্ট্য রামং হরিং তত্র ভোক্তুংগচ্ছন্ সুবিগ্রহম্। তে সর্বে জীত্বমাপ্নাঃ সমুদ্ভূতাঃ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবাবধাৎ ॥’

অর্থাৎ পূর্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিসকল স্কন্দ-বিগ্রহ শ্রীরামকে সন্দর্শন করিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করায় (শ্রীরাম-প্রসাদে) তাঁহারা সকলে গোকুলে (গোপ-কন্যারূপে) জন্মগ্রহণ করেন এবং হরিকামে হরিপ্রাপ্ত হইয়া ভাবাবধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্তীপাদের ‘আনন্দ-চক্রিকা’ নামী টীকাও দ্রষ্টব্য।

অথোপনিষদঃ ॥

সমস্তাং হৃদ্যদর্শিতো মহোপনিষদোহখিলাঃ।

গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতা।

তপাসি শ্রদ্ধয়া কৃতা প্রেমাচ্যা জজিরে ব্রজে ॥ ৩০ ॥

বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা ॥—ঐ

অথ উপনিষদগণ যথা—যে সকল উপনিষদ্ সর্বতো-ভাবে হৃদ্যদর্শিনী তাঁহারা গোপীগণের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্মিতা হন এবং গোপীসম ভাগ্য লাভের জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক তপস্বী করিয়া ব্রজমধ্যে প্রেমবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

অতএব তাঁহারা ই বল্লবী, পুরাণে ও উপনিষদে এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃকৃত টীকায় পাওয়া যায় যে—“পৌরাণী অর্থাৎ বৃহদ্বামনরীতিময়ি—কন্দর্প-কোটলাবণ্যে স্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনী-ভাবমাসাদ্য স্বরক্ষুন্নাভ-সংশয়ঃ ॥ যথা তল্লোকবাসিভঃ কামতন্মেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্তা চিকীর্ষা জমিনস্তথা ॥”

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন—কোটী-কন্দর্প-লাবণ্যযুক্ত আপনাকে দর্শন করিয়া আমরাদিগের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া অসংশয়ভাবে অরক্ষক হইয়াছে। যেমন আপনার গোলোক-বৃন্দাবন-লোক-বাসিনী গোপীগণ কামতত্ত্বের দ্বারা আপনাকে রমণজ্ঞানে ভজন করেন, আমরাদিগেরও তেমনিই অভিলাষ জন্মিয়াছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টি-২৫ও গায়ত্রীর গোপীস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

ঔপনিষদী—‘স্বিন্ন উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহস্মিন্‌সরোজস্বধাঃ ॥’ ভাঃ ১০।৮৭।২৩ শ্রুতিগণ বলিলেন—হে দেব, যে সকল রমণী সর্পরাজদেহতুল্য আপনার ভুজদণ্ডের প্রতি লালসায়ুক্ত পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা এবং আপনার পাদপদ্মে সূর্য্যধারণশীল অপরচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সম্পন্ন আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য রূপাপাত্রী।

এতৎপ্রসঙ্গে ত্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের ‘আনন্দচন্দ্রিকা’ টীকা দ্রষ্টব্য ॥৩-৬॥

তে নাদীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।

অব্রতাতপ্ততপসঃ সংসঙ্গান্মুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয় । ( তেবাং সংসঙ্গব্যতিরিক্ত-সাধনাব্যবাহ )  
নাদীতশ্রুতিগণাঃ ( ন অদীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ )  
নোপাসিতমহত্তমাঃ ( তদর্থক্ ন উপাসিতা মহত্তমা যৈস্তে তথা, কিঞ্চ ) অব্রতাতপ্ততপসঃ ( ন ব্রতানি যেবাং, ন তপ্তানি তপাসি যৈঃ তে চ তে চ তথা ) তে ( পূর্ব্বোক্তাঃ সর্কে ) সংসঙ্গাং ( সন্তিঃ সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যভি-প্রত্যোক্তং, যদ্বা স্বসঙ্গস্তাপি সংসঙ্গং বিবক্ষতে স্বস্তাপি সন্ত্যং, যদ্বা মদীয়সঙ্গাদিত্যর্থঃ ) মাম্ উপাগতাঃ ( প্রাপ্তা বভূবুঃ ) ॥৭॥

অনুবাদ । পূর্ব্বোক্ত সকলে বেদাধ্যয়ন, মহতের সেবা এবং কোন ব্রত বা তপস্তার অনুষ্ঠান না করিয়াই সংসঙ্গরূপ মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৭॥

বিশ্বনাথ । তেবাং সাধুসঙ্গোথা যথা প্রকৃতি-প্রধানীভূতা কেবলা চ ভক্তিরেব নতু সাধনাস্তরমিত্যাহ, তে ইতি । ন অদীতাঃ শ্রুতিগণা যৈস্তদর্থং চ উপাসিতা মহত্তমাঃ শ্রুত্যাগ্রাহয়িতারো মুনয়ো যৈস্তে ন ব্রতানি যেবাং ন তপ্তানি তপাসি যৈস্তে চ তে চ তথা । কিন্তু সংসঙ্গেনৈব হেতুনা ভক্ত্যা সংসঙ্গাং সংসঙ্গং প্রাপ্য মাং উপাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তি সঙ্গো নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ । তাহাদের সাধুসঙ্গোথা যথা প্রকৃতি-প্রধানীভূতা ও কেবলাভক্তিই কিন্তু অত্র কোন সাধন নাই । নাদীতশ্রুতিগণ অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিসমূহ অধ্যয়ন করেন নাই । নোপাসিতমহত্তম অর্থাৎ তন্নিমিত্ত যাহারা মহত্তম অর্থাৎ শ্রুতির অর্থশিক্ষক মুনিগণের উপাসনা করেন নাই । অব্রতাতপ্ততপঃ অর্থাৎ যাহাদের ব্রত নাই ও যাহারা তপস্তাচরণ করেন নাই । কিন্তু সংসঙ্গ অর্থাৎ সংসঙ্গ ফলে ভক্তিদ্বারা আমারই সঙ্গ পাইয়া আমাকে উপাগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন । সাধুগণের সহিত সঙ্গ আমারই সঙ্গ ॥৭॥

অনুদর্শিনী । সংসঙ্গ—আমার সঙ্গ এবং যদীয়-গণের সঙ্গ । আমার সহিত যেমন আমার সঙ্গ, মদীয়-গণের সহিতও তেমনি আমার সঙ্গ । মদীয়গণে আমার সঙ্গা থাকায় সংসঙ্গ বলিলে আমার সঙ্গও অন্তর্ভাবিত ॥৭॥

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।

যেহন্তে মুঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঙ্গমা ॥৮॥

অন্বয় । ( তত্র ব্রহ্মাদীনাম্ কথঞ্চিং সাধনাস্তর-সত্ত্বেহপি গোপীপ্রভৃতীনাম্ নাগদন্তীত্যাং ) গোপাঃ গাবাঃ ( ব্রজগোপাঃ ) নগাঃ ( যমলার্জুনাদয়ঃ ) মৃগাঃ নাগাঃ ( কালিয়াদয়ঃ ) মুঢ়ধিয়ঃ অস্ত্রে চ যে ( তদানীন্তনব্রহ্মানীয়া সর্বতরুণ্ডালাতাদ্যাঃ ) কেবলেন ভাবেন হি ( সংসঙ্গ-লঙ্ঘন কেবলেনৈব ভাবেন প্রীত্যা ) সিদ্ধাঃ ( কৃতার্থাঃ সন্তাঃ ) অঙ্গমা ( শীঘ্রং ) মাম্ দৈয়ঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥৮॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে ব্রহ্মানুর প্রভৃতি অস্ত্রাণের কথঞ্চিং সাধনাস্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজের গাভীকুল,

যমলার্জুন-নামক বৃক্ষদ্বয়, মৃগগণ, কালিয়নাগসমূহ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুচ্ছলতাদি অত্যাশ্রয়িত পদার্থগণ কেবল-মাত্র সংস্কলক কেবলাপ্রীতি-দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৮॥

**বিশ্বনাথ ।** তত্রাপি গোপীপ্রভৃতীনাং সর্বতোহ-  
প্যতিবৈশিষ্ট্যমাহ, কেবলেন জ্ঞানকর্মান্যমিশ্রণে নিষ্কামেন  
ভাবেন শৃঙ্গারবাৎসল্যসখ্যাদাস্তভাবশালিনা ভক্তিব্যোগেন ।  
গোপ্যঃ শৃঙ্গাররসেন গাবো বাৎসল্যরসেন নগা গোবর্দ্ধ-  
নাদি পর্ততাঃ সখ্যরসেন মৃগা অপি মুচ্যিরো বৃন্দাবনীয়-  
তরুগুচ্ছাদ্যা নাগাঃ কালিয়াশ্চাঃ দাস্তরসেন মানীয়ঃ । অত্র  
গোপ্যাদয়ঃ সিদ্ধা এব পূর্বরাগাশ্রয়ন্তরং মামীমুরিতি  
কেবলেন ভাবেন তেবাং মৎপ্রাপ্তিমত্ত্বননাদিতো নিত্য-  
সিদ্ধমেবেত্যর্থোহবদীয়তে । অত্থথা সিদ্ধা ইতি পদস্থ  
বৈয়র্থ্যাং শ্রাৎ ॥৮॥

**বঙ্গানুবাদ ।** সেক্ষেত্রেও গোপীপ্রভৃতিগণের  
সর্বাপেক্ষা অতিবৈশিষ্ট্য বলিতেছেন । কেবল অর্থাৎ  
জ্ঞানকর্মান্যাদির মিশ্রভাবশূন্য নিষ্কামভাব অর্থাৎ শৃঙ্গার-  
বাৎসল্য-সখ্য-দাসভাবশালী ভক্তিব্যোগদ্বারা, গোপীগণ  
শৃঙ্গাররসে, গোপগণ বাৎসল্যরসে, নগ অর্থাৎ গোবর্দ্ধনাদি  
পর্তুত সখ্যরসে, মৃগগণ ও মুচ্যী অর্থাৎ বৃন্দাবনীয় তরু-  
গুচ্ছাদি, নাগ অর্থাৎ কালীয় প্রভৃতি দাস্তরসে আমাকে  
প্রাপ্ত হইয়াছে । এস্থলে গোপী প্রভৃতি সিদ্ধই, পূর্ব-  
রাগাদির পর আমাকে পাইয়াছিলেন । কেবলভাবে  
তাহাদের আমাকে প্রাপ্তি অনাদিকাল হইতে নিত্যসিদ্ধই  
এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । নচেৎ ‘সিদ্ধ’ এই পদ ব্যর্থ  
হইয়া পড়ে ॥৮॥

**অনুদর্শিনী ।** পূর্বোক্ত সকল ভক্তই সাধনসিদ্ধ,  
আর গোপীপ্রভৃতিগণ নিত্যসিদ্ধা—উজ্জলশীলমণি গ্রন্থে  
উক্ত ( কৃষ্ণবল্লভ ) রীতিতে পাওয়া যায় যে, গোপীগণ  
চতুর্বিধা—

গোপ্যস্ত্রীশ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজ্ঞা গোপকল্পকাঃ ।

দেবকল্পাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুয্যঃ কথঞ্চন ॥ পাদে

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র, গোপীগণ—শ্রুতীচরী, ঋষিচরী,

গোপকল্পা এবং দেবকল্পা জানিবে, তাঁহারা কদাপি মানুষী  
নহেন ।

“তাঁহাদিগের গোপীত্বই মানুষত্ব পাইলেও মানুষী  
নহে । অর্থাৎ তাঁহারা গোপী বলিয়া মানুষী এইরূপ  
পাওয়া গেলেও তাঁহারা মানুষী নহেন এই নিষেধ তাঁহা-  
দিগের প্রাকৃত-মানুষত্বাভাব জ্ঞাপন করিতেছে । এই  
স্থানে গোপকল্পারাই নিত্যসিদ্ধা যেহেতু তাঁহাদের সাধন  
শুনা যায় না । গোপীত্ব সত্ত্বেও তাঁহাদের কাত্যায়ন-  
অর্চনই যে সাধন তাহা নরলীলাত্বই জ্ঞাপন করে । যেহেতু  
গোপীত্ব সিদ্ধত্বই তৎপ্রসঙ্গেই বিস্তারিত । কিন্তু তাঁহা-  
দিগের নিত্যসিদ্ধত্ব—

“আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাশ্চতুতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ আনন্দচিন্ময়রস-দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপী  
সকল, তাঁহাদের সহিত স্বরূপে অখিলাশ্চতুত্ব আদিপুরুষ  
গোবিন্দ গোলোকে নিত্য বাস করেন, তাঁহাকে আমি  
ভজনা করি ।

ব্রহ্মসংহিতার এই উক্তি-দ্বারা—তাঁহাদিগের হ্লাদিনী  
শক্তিত্ব প্রতিপাদিত এবং ‘হ্লাদিনী বা মহাশক্তিঃ’ । অর্থাৎ  
যে হ্লাদিনী মহাশক্তি এই বৃহদোত্তমীয়-বাক্য । তাঁহা-  
দিগের সহিত কৃষ্ণের রমণের অনাদিত্বহেতু এবং দশ-  
অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রসমূহে তাঁহাদিগের নির্দেশহেতু এবং  
তত্ত্বমন্ত্র-উপাসনাসমূহের ও তদ্বিধায়ক ( গোপালতাপন্যাদি )  
শ্রুতিসমূহেরও অনাদি-অনন্তকাল ভাবিতত্বহেতু ।”

ভাঃ ১০।২৯।২ শ্লোকের চীকায় শ্রীবিষ্ণুনাথ ॥৮॥

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহধ্বরৈঃ ।

ব্যাখ্যান্ধাধায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ যত্নবানপি ॥৯॥

**অনুব্র ।** ( স্বপ্রাপ্তেহুর্জ্জ্বলভতামাহ ) যোগেন সাংখ্যেন  
দানব্রততপোহধ্বরৈঃ ব্যাখ্যান্ধাধায়সন্ন্যাসৈঃ যত্নবান্ অপি

(যোগাদিভিঃ কৃতপ্রযত্নোহপি) (জনঃ) যং (মাং) ন প্রাপ্নুয়াৎ  
(তং মানীয়ুরিতি পূর্বেণাঘঃ) ॥৯॥

**অনুবাদ।** কিন্তু অত্যাশ্রয় ব্যক্তিগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদপাঠ, সন্ন্যাসাদি আচরণে অত্যন্ত যত্নবান হইয়াও আমাকে লাভ করিতে পারে নাই ॥৯॥

**বিশ্বনাথ।** কেবলমাত্র ভক্তিযোগেই সংসঙ্গ এবং হেতুর্নত্নে স্কৃততান্ত্রং কিমপীত্যাহ—যমিতি। যত্নবানপি যোগাদীনাম্ সম্যগনুষ্ঠাননিরতোহপি ॥৯॥

**বঙ্গানুবাদ।** কেবল ভক্তিযোগের সংসঙ্গই হেতু, অত্ন কোন স্কৃত নহে। যত্নবান্ অর্থাৎ যোগাদির সম্যক অনুষ্ঠান-নিরত হইয়াও ॥৯॥

**অনুদর্শিনী।** ‘ভক্তি বিনা কেবল বিজ্ঞান তপস্তায়।  
কিছু নাহি হয়, তবে হুঃখমাত্র পায় ॥’  
চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৩১

যোগাদির সম্যক অনুষ্ঠানেও কেবলভক্তি লাভ হয় না, কেবলভক্তিমান্ সংসঙ্গেই লাভ হয়।

“ভগবতাচলো ভাবো যদভাগবতসঙ্গতঃ ॥”

ভাঃ ২।১।১১

অর্থাৎ ভাগবতসঙ্গক্রমে ভগবানে অচলা ভক্তি হয় ॥৯॥

— — —

রামেন সার্কং মথুরাং প্রীতে

ঋক্ষিণা মযানুরক্তচিত্তাঃ।

বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-

তীব্রাধয়োহস্তং দদৃশুঃ সুখায় ॥১০॥

**অনুবাদ।** (গোপীনাং ভাবং প্রপঞ্চয়তি) ঋক্ষিণা (অক্রুরেণ কন্ধ্যা) রামেন সার্কং (বলদেবেন সহ) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) মথুরাং প্রীতে (প্রাপিতে সতি) বিগাঢ়ভাবেন (অতিদৃঢ়েন ভাবেন) (ময়ি) অনুরক্তচিত্তাঃ (প্রেমহানুরক্তানি সংসক্তানি চিত্তানি যাসাং তাঃ) বিয়োগতীব্রাধয়ঃ (বিয়োগেন তীব্রো হুঃসহঃ আধির্ঘাসাং তাঃ) মে (মন্তঃ) অত্নং সুখায় ন দদৃশুঃ (সুখকরত্বেন ন প্রাপ্তাঃ) ॥১০॥

**অনুবাদ।** অক্রুর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া গেলে আমাতে অতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত-চিত্তা গোপীগণ তৎকালে আমার বিরহজনিত তীব্র ও হুঃসহনীয় মনস্তাপে তপ্ত হইয়া একমাত্র আমার সমাগম ব্যতীত অত্ন কোন বস্তুকেই সুখকররূপে দর্শন করেন নাই ॥১০॥

**বিশ্বনাথ।** তথাপি গোপীনাং ভাবস্য সর্বোপরি-বিরাজমানত্বমাহ,—রামেণেতি চতুর্ভিঃ। শাক্কিণা অক্রুরেণ ময়ি মথুরাং প্রাকর্ষণে নীতে সতি মে মন্তোহস্তং সুখায় ন দদৃশুঃ। যতোহনুরক্তচিত্তাঃ। প্রেমঃ ষষ্ঠী ভূমিকা যোহনুরাগস্তময়ীভূতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ। তত্রাপি বিশিষ্টো গাঢ়ো ভাবঃ। অনুরাগোত্তরভূমিকা-গতো মহাতাবভেদো রূঢ়াভিধন্তেন হেতুনা বিয়োগে সতি তীব্র আধির্ঘাসাং তাঃ। অত্র দদৃশুরিতি ভূতনির্দেশা-দধুনা তু দস্তবক্রবধান্তে ময়া সহ সংযুক্তা এবং বর্তন্তে ইতি চ্যোতিতম্ ॥১০॥

**বঙ্গানুবাদ।** তথাপি গোপীদিগের ভাব সর্বোপরি-বিরাজমান। শাক্কি অর্থাৎ অক্রুরকর্তৃক আমি মথুরায় প্রাকর্ষণে নীত হইলে আমি ভিন্ন সুখের নিমিত্ত অত্ন কাহাকেও দেখে নাই। যেহেতু অনুরক্তচিত্ত অর্থাৎ প্রেমের ষষ্ঠীভূমিকা যে অনুরাগ, সেই অনুরাগময় চিত্ত বাহাদের তাহার। তাহার মধ্যেও বিশিষ্ট গাঢ়ভাব। অনুরাগের পরের ভূমিকাগত রূঢ় নামক মহাতাবভেদ। সেইহেতু বিয়োগ হইলে বাহাদের তীব্র আধি তাহার। এস্থলে ‘দেখে নাই’ এই অতীতকাল নির্দেশ-হেতু এক্ষণে কিন্তু দস্তবক্র বধের শেষে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে এইটাই প্রকাশিত হইল ॥১০॥

**অনুদর্শিনী।** প্রেমের ষষ্ঠীভূমিকা—(মেহ, মান, প্রণয়, মৈত্র, রাগ,) অনুরাগ—

‘সদানুভূতমপি যঃ কুর্ধ্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবনবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্ঘ্যতে ॥’ উঃ নীঃ ম ১০২ ॥ অর্থাৎ যে রাগ নব নব হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্বদা নূতন নূতন বোধ করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুরাগ বলেন।

মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ । ১১৩।

তত্র রূঢ়ঃ । উদীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভগ্নাতে ॥১১৪॥

অর্থাৎ যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব সকল উদীপ্ত হয় তাহাকে রূঢ় ভাব বলে ।

প্রথমতঃ সাত্ত্বকচরী গোপীগণের তৎপ্রাপ্তির কথা বলিয়া বর্ত্তমানে নিত্য-প্রেমসীগণের সর্বোচ্চভাবেব কথা বলিতেছেন ।

প্রেমের ভূমিকা—

প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অমুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥

গোপীভাব—সর্বোচ্চ—

“পঞ্চবিধ রস—শাস্ত, দাশ, সখ্য, বাৎসল্য ।

মধুররসে শৃঙ্গার ভাবের প্রাবল্য ॥

শান্তরসে শাস্তি রতি ‘প্রেম’ পর্য্যন্ত হয় ।

দাস্যরতি ‘রাগ’ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥

সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় ‘অমুরাগ’ সীমা ।

সুবলাভের ‘ভাব’ পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥”

\* \* \*

‘রূঢ়’ ‘অধিরূঢ়’ ভাব—কেবল মধুরে ।

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ ।

দন্তবক্র-বধাস্তে শ্রীকৃষ্ণের নন্দব্রজে গমন—

এই দন্তবক্র-বধ-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বিশেষ ভাবে দেখা যায় যে—শিশুপালের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত মথুরায় আসিয়াছিল । কৃষ্ণও তাহা শুনিয়া রথারোহণে মথুরায় গিয়াছিলেন । মথুরার প্রবেশদ্বারে দন্তবক্র ও বাসুদেবের অহোরাত্র সংগ্রাম হয় । কৃষ্ণ গদা দ্বারা তাহাকে আহত করেন । সে গদাঘাতে চূর্ণিত-সর্কাস হইয়া বজ্রনির্ভিন্ন মহীধরের ছায় প্রাণহীন হইয়া ধরণিতে পতিত হয় । সেও হরির সহিত সাক্ষ্য-লাভে যোগিগম্য নিত্যানন্দ-সুখদ শাস্ত পরমপদ প্রাপ্ত হয় । এই প্রকারে জয়-বিজয়, সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল ভগবানের লীলার জন্ত সংসারে অবতীর্ণ হইয়া জন্মত্রয়েই হরিদ্বারাই নিহত হইয়া মুক্তি

প্রাপ্ত হইয়াছিল । কৃষ্ণ মনোজব নারদের মুখে ঐ কথা ( দন্তবক্রের মথুরাগমন-কথা ) শুনিয়া দাম্ব-বধাস্তর দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই ( ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ) বেগশালী রথে মথুরার অন্তিকে দন্তবক্রকে দেখিয়াছিলেন । অতএব আজও মথুরার দ্বারকাঙ্গি-দ্বারে ‘দন্তবক্রহা’ বা ‘দতিহা’ নামে খ্যাত বজ্রবাসিত-গ্রাম বিদ্যমান আছে । তদনন্তর কৃষ্ণও তাহাকে বধ করিয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দব্রজে বাইয়া সোৎকর্ষ পিতামাতাকে অভিবাদন ও আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন । তিনি পিতামাতা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন, সকল গোপবৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া বহু বজ্রাভরণাদি দ্বারা সন্তর্পণ করেন । পুণ্যবৃক্ষসম্বিত কালিন্দীর রম্য পুলিনে গোপনারীগণের সহিত কেশব দিবানিশি জীড়া করিয়াছিলেন । গোপবেশধারী প্রভু রম্যকেলিস্থখেই বহুপ্রেমরসে তথায় মাসদ্বয় বাস করিয়াছিলেন । “এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ”—ভাঃ ১০।৭৮।১৬ শ্লোক-টীকায় শ্রীল বিখনাথ ॥ ১০ ॥

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা

ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ ।

ক্ষণাধ্বং তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং

হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥১১॥

অনুব্র। ( তীব্রাধিক্য বানক্তি ) অঙ্গ ! ( হে উদ্ধব ! পূর্ব্বং ) বৃন্দাবনগোচরেণ ( বৃন্দাবনস্থিতেন ) প্রেষ্ঠতমেন ( প্রিয়তমেন ) ময়া এব ( সহ তাভিঃ গোপিকাভিঃ ) তাঃ তাঃ ( যাঃ ) ক্ষপাঃ ( রাত্রয়ঃ ) ক্ষণাধ্বং নীতাঃ ( ক্ষণাধ্ব-কালবুদ্ধ্যা যাপিতাঃ ) ময়া হীনাঃ ( বিরহিতাঃ ) তাঃ পুনঃ ( তা এব ক্ষপাঃ ) তাসাং ( গোপীনাং ) কল্পসমা বভূবুঃ ॥১১॥

অনুবাদ । হে উদ্ধব, পূর্ব্বে বৃন্দাবনে আমার অবস্থানকালে তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তমস্বরূপ আমার সহিত যে সকল রাত্রি ক্ষণাধ্বের ছায় স্নেহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমার বিরহে সেই সকল রাত্রিই তাঁহাদের নিকট কল্পতুলা সুদীর্ঘ বোধ হইয়াছিল ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** ‘কল্পত্র ক্ষণতা যোগে বিয়োগে তদ্বি-  
পর্যায়ঃ’ ইতি প্রেমঃ সপ্তম্যা ভূমিকায় মহাভাবভেদস্তু রূচ-  
ভাবস্ত লক্ষণং সর্বতো বিলক্ষণং দর্শয়তি—তাস্তা ইতি  
ময়াসহ রাসক্ষণা ব্রহ্মরাত্রিপরিমিতা অপি ক্ষণাঙ্কিবৎ  
যাভিনীতাঃ তাসাং ময়া বৃন্দাবনগোচরেণ বৃন্দাবনস্থেন  
অথচ বৃন্দাবনে গোষ্ঠিঃ সহ চরতা হীনাত্মাঃ ক্ষণাঃ  
প্রহরচতুষ্ঠয়পরিমিতা অপি যাপয়িতুমশক্যত্বাৎ কল্পৈবহতিঃ  
সমাঃ ॥১১॥

**বজ্রানুবাদ।** ‘যোগে কল্পের ক্ষণতা ও বিয়োগে  
তদ্বিপর্যায়’—প্রেমের এই সপ্তমী ভূমিকার মহাভাব-  
ভেদের রূচ-ভাবলক্ষণ সর্বতোভাবে বিলক্ষণ দেখাইতে-  
ছেন। আমার সহিত রাসের রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি পরিমাণ  
হইলেও যাহারা উহাকে ক্ষণাঙ্কিবৎ যাপন করিয়াছেন,  
বৃন্দাবনগোচর অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থিত অথবা বৃন্দাবনে  
গোপগণের সহিত চরণশীল আমার দ্বারা হীন বা শূন্য হইয়া  
ক্ষণা অর্থাৎ মাত্র চারিপ্রহর-পরিমিত রাত্রিও যাপন করা  
অশক্য বলিয়া বহু কল্পের সমান ॥১১॥

**অনুদর্শিনী।** পূর্বশ্লোকে মহাভাবের ভেদবিশেষ  
‘রূচ’ ভাবের কথা বলা হইয়াছে। ঐ ভাবে গলাদধ্বনি  
স্বরভঙ্গ, কল্পন, রোমাঞ্চ, বাষ্প, স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব-  
সমূহ বিজ্ঞান থাকে। আলোচ্য-শ্লোকে ‘ক্ষণকল্পতা’  
অনুভাবের যোগে ঐ রূচভাবের বৈলক্ষণ্য দেখাইতেছেন  
( উঃ নীঃ মঃ )—‘শরজ্জ্যাংস্বী রাসে বিবিধরজনীকুপাণি  
নিমিষা,—দতিক্ষুদ্রা তাসাং যদজ্জনি ন তদ্বিশ্রয়পদং।  
স্বথোৎসেকারস্তে নিমিষলবকজ্জামি বদশাং, মহাকজ্জা-  
কজ্জাপ্যহ লভতে কালকলনা’ ॥ ঐ ১১৯ ॥

পৌর্ণমাসী নন্দীমুখীকে বলিলেন—রাসবিষয়ে শরৎ-  
কালীন রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সদৃশী হইলেও গোপীগণের সমীপে  
যে নিমিষ হইতেও অল্প হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে,  
কারণ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সদ্বক্ষীয় স্বথোৎসেক আরম্ভ  
হইলেই মহাকজ্জাবিধ কালসংখ্যাও নিমিষতুল্য হইয়া  
থাকে।

গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গে কল্পকাল ক্ষণাঙ্কিবৎ এবং কৃষ্ণ-  
বিরহে ক্ষণাঙ্কিকালও কল্পসম প্রভীত হইয়াছিল—

ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যদশতো

সা ক্ষণাঙ্কিবদগাতব সঙ্কে।

হা ক্ষণাঙ্কমপি ব্রহ্মবিকানাং

ব্রহ্মরাত্রিততিবদ্বিরহেহভূৎ ॥ ভঃ রঃ সিঃ দঃ

বিঃ ১লঃ ১১৩ শ্লোঃ

গোপীগণ কহিলেন—হে অঘনাশন, ( রাসহুলীতে )  
তোমার মিলনকালে ব্রহ্মবীগণের সম্বন্ধে ব্রহ্মরাত্রি-সকলও  
ক্ষণাঙ্কতুল্য গত হইয়াছিল, হায়! এক্ষণে তোমার বিরহে  
ঐ ব্রহ্মবীবৃন্দের ক্ষণাঙ্কিকালও ব্রহ্মরাত্রিসমূহের ত্রায় তুদীর্ঘ  
হইতেছে।

এই সম্বন্ধে শ্রীগোপীবাক্য—

যশ্রামুরাগললিতশ্রিতবস্ত্রময়-

লীলাবলোকপরিরন্তুরাসগোষ্ঠ্যাম্।

নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং

গোপ্যঃ কথং যতিতরেম তমো দুর্বস্তু ॥

ভাঃ ১০।৩৯।২৯

অকুর-দর্শনে গোপীগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া বলিতে-  
ছেন—হে গোপীগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য মধুর হাত,  
সঙ্কেতবার্তা, লীলাসহ দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাসসভায়  
আমি রাত্রি সকলকে ক্ষণকালের ত্রায় অতিবাহিত  
করিয়াছি, সম্প্রতি তাঁহার অভাবে এই দুস্পার বিরহঃখ  
কিরূপে উত্তীর্ণ হইব?

‘যেরূপ ইহার ( শ্রীকৃষ্ণের ) সঙ্গস্থখে বহুরাত্রিও ক্ষণ-  
তুল্য হইয়াছিল সেইরূপই বিরহঃখে ক্ষণকালও আমাদের  
পক্ষে সর্বদা যুগ-সহস্র বোধ হয়।’ শ্রী বিশ্বনাথ।

বৃন্দাবনে গোচারণকালে কৃষ্ণবিরহব্যাকুল গোপীগণের  
ক্ষণকালও যুগ বলিয়া প্রভীতি—

“অটতি যন্তবানহি কাননং

ক্ৰটী যুগায়তে স্বামপশ্রুতাম্।” ভাঃ ১০।৩১।১৫

হে প্রিয়, দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজবনে ভ্রমণ কর,  
তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের নিকট  
এক যুগ বলিয়া মনে হয়।



শ্রীশুকবাক্য - ‘ক্ষণং—যুগশতমিব যাসাং যেন বিনা-  
ভবৎ ॥’ ভাঃ ১০।১৯।১৬ অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের  
নিকট ক্ষণকালও শত-যুগের ত্রায় মনে হয় ॥১২॥

তা নাবিদন্ মযানুযঙ্গবদ্ধ-

ধিয়ঃ স্বমাত্মনমদস্তথৈদম্।

যথা সমাধৌ মুনয়োহক্ৰিতোয়ে

নতঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥১২॥

অনুব্র। অক্ৰিতোয়ে (সমুদ্রজলে) প্রবিষ্টাঃ নতঃ  
ইব (ময়ি প্রবিষ্টাঃ) মুনয়ঃ যথা সমাধৌ নামরূপে তথা  
তাঃ (গোপাশ্চ) ময়ি অনুযঙ্গবদ্ধধিয়ঃ (অনুযঙ্গেনাসক্তা  
বদ্ধা ধিয়ো যাতিস্তাঃ) স্বম্ আত্মানং (স্বদেহম্) অদঃ  
(দূরত্বম্) ইদং (সম্মিহিতঞ্চ, যদ্বা স্বং পতিপুত্রাদিকং  
মমতাপ্পদম্, আত্মানমতঙ্কারাপ্পদম্ অদঃ পরং লোকম্ ইদং  
ইমং লোকঞ্চ) ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবতাঃ) ॥১২॥

অনুবাদ। সমুদ্রপ্রবিষ্ট নদীগণের ত্রায় মুনীগণ  
যে রূপ সমাধিযোগে নামরূপ জানেন না গোপীগণও  
সেইরূপ আমাতে একরূপভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন যে  
নিজদেহ ইহলোক বা পরলোকের বিষয় কিছুই জানিতে  
পারেন নাই ॥১২॥

বিশ্বনাথ। মোহাচ্ছতাবেহপি সর্ববিশ্বরূপমিতি  
বিগাঢ়তাবস্তাপরম্পর্যুভাবমুজ্জলনীলমল্ল্যন্তঃ দর্শয়তি ময়ি  
অনুযঙ্গেন নিতরাং সঙ্গেন বদ্ধা ধিয়ো যাতিস্তাঃ। অত্র  
বদ্ধপদেন কৃষ্ণস্য ত্রিজগন্মোহনবিচিত্রলীলশুভবৎ অনুযঙ্গস্য  
বলবদ্ধাগতঃ বীৰ্যবীনাং কৃষ্ণবাহুস্তিস্পাদককামধেহুর্ঘটস্থ-  
মারোপিতম্। স্বমাত্মানং দেহং ন বিদুঃ রাসাভিসারাদৌ  
ক স্থিতং ক বায়াস্তমিতি নানুসন্দুঃ। তথা অদঃ পর-  
লোকং ধর্ম্মাতিক্রমাদিতি ভাবঃ। ইদং ইমং লোকং  
লজ্জাভয়াচ্ছতক্রমাদিতি ভাবঃ। সমাধৌ মুনয় ইতি  
তেষাং যথা সর্ববিশ্বরূপে ব্রহ্মানুভবেহতিরিচ্যতে তথৈ-  
তাসাং মদনুভব ইতি সর্ববিশ্বরূপাংশে দৃষ্টান্তঃ ন তু  
প্রাপ্যাংশে গোপীপ্রাপ্যপ্রেম মুনীপ্রাপ্যনির্বাণমোরহো  
মহদেবান্তরং যস্মাৎসমস্মামতে তয়োঃ। তথাহি সর্ব-

সন্তাপনিবর্তকাং পরমাহ্লাদকাং দৃশ্যমানাং চন্দ্রাদপি  
সকাশাং সর্বগুণহীনোহপি দৃশ্যমানঃ পতিপুত্রাদিকো  
যৎ সুখমধিকং দত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং তদা কিং  
পুনঃ সর্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে  
পরব্রহ্মণি নিরবধিকৈব মমতা সুখাধিক্যাকারণং তজ্জা-  
নামিতি। অতএবোক্তং “ব্রহ্মানন্দো ভবেদেব চেৎ পরাধ্ব-  
গুণীকৃতঃ। নৈতি তক্তিসুখাভ্যোদেঃ পরমাণুতুলামপি”  
ইতি। ব্রহ্ম চ ভক্তেষামসক্তং তদ্বশঞ্চ মুনিসু তু নৈবাসক্তং ন  
তদ্বশঞ্চতি। নত্বো যথা অক্ৰিতোয়ে প্রবিষ্টা নামরূপে  
স্বীয়ে ন বিদুরিতি রসচরুকাংশে দৃষ্টান্তঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। মোহাদির অভাবেও সমস্ত বিশ্বরূপ,  
ইহা বিগাঢ়তাবের উজ্জলনীলমণি-গ্রন্থে কথিত অত্র এক  
অনুভাব দেখাইতেছেন। আমাতে অনুযঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ  
সঙ্গ-দ্বারা যাহাদের ধী বদ্ধা তাহারা। এখানে ‘বদ্ধ’  
পদটী দ্বারা কৃষ্ণ ত্রিজগন্মোহন বিচিত্র লীলার শুভ,  
অনুযঙ্গ বলবৎ ধাম, বীর্যবিত্তি কৃষ্ণবাহুস্তি-সম্পাদক-কামধেহু  
ঘট—এই আরোপ হইয়াছে। স্বীয় আত্মা অর্থাৎ দেহকে  
জানেন না, রাসাভিসারাদিতে কোথায় আছেন, কোথায়  
বা আসিতেছেন এ সকলের কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই।  
সেইরূপ উহা বা পরলোক-ধর্ম্মের অতিক্রম-হেতু। ইহ-  
লোকলজ্জাভয়াদি অতিক্রম করিয়া এইভাবে। সমাধিতে  
মুনীগণ, ইহা তাহাদের যেমন সর্ববিশ্বরূপে ব্রহ্মানুভব  
কথিত সেইরূপ ইহীদের আমার অনুভব ইহা সর্ব-  
বিশ্বরূপাংশে দৃষ্টান্ত, কিন্তু প্রাপ্যাংশে নহে। গোপীপ্রাপ্য  
প্রেম ও মুনী-প্রাপ্য নির্বাণ ইহাদের মধ্যে মহৎ অন্তরঃ  
যেহেতু তাহাদের মধ্যে মমত্ব ও অমমত্ব এই ভেদ বর্তমান।  
আর সর্বসন্তাপনিবর্তক পরমাহ্লাদপ্রদ দৃশ্যমান চন্দ্র-  
অপেক্ষা সর্বগুণহীন বলিয়া দৃষ্ট হইলেও পতিপুত্রাদি যে  
অধিক সুখ দেয়, সেক্ষেত্রে মমতাই যদি কারণ তাহা  
হইলে ভক্তগণের সর্বগুণমণ্ডিত স্বভাবতঃই নিরবধি  
সুখপ্রদ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে নিরবধি মমতা যে সুখাধিক্যের  
‘কারণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব  
কথিত আছে—‘যদি ব্রহ্মানন্দ পরাধ্বগুণীকৃতও হয়, তথাপি  
উহা তক্তিসুখাধুখির পরমাণুতুলাও হইবে না—(ভঃ রঃ

সিঃ পুঃ লঃ)। ব্রহ্মও ভক্তগণেই আসক্ত ও তাঁহাদেরই বশ, কিন্তু মুনিগণে আসক্তও নন, তাঁহাদের বশও নন। নদীগণ যেমন সমুদ্রবারিতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নামরূপ জানে না—ইহাই রসচর্য্যগাংশে দৃষ্টান্ত ॥১২॥

**অনুদর্শনা।** আলোচ্যশ্লোকে উজ্জলনীলমণি গ্রন্থোক্ত রূঢ়-ভাবের মোহাদির অভাবেও সর্ববিস্মরণ— এই অনুভাবের লক্ষণ বলিতেছেন।

‘ময়ি অনুবন্ধেন’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘সর্ববিস্মরণগাংশে দৃষ্টান্তঃ পর্য্যন্ত শ্রীলচক্রবর্ত্তি-পাদের টীকার অনুরূপ, উজ্জল-নীলমণি-গ্রন্থে তৎকৃত ‘আনন্দচক্রিকা’ টীকা দ্রষ্টব্য।

রাসাদি-অভিসারে গোপীগণের অবস্থা—

দুহন্তোহভিষযুঃ কাশ্চিদোহং হিত্বা সমুৎস্রকাঃ।

পয়োহধিশ্রিতাঃ সংযাবমমুদ্বাত্তাপরা যযুঃ ॥

পরিবেষয়ন্ত্যন্তুদ্বিত্বা পায়রন্তাঃ শিশুন পয়ঃ।

শুশ্রবন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদমন্তোহিপাশ্র ভোজনম্ ॥

লিম্পন্ত্যঃ প্রমুজন্তোহিত্বা অঞ্জন্তাঃ কাশ্চ লোচনে।

বাতাস্তবদ্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥

ভাঃ ১০।২৯।৫-৭।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণগীত-শ্রবণে নিজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুৎস্রক হইয়া যাত্রা করিলেন, কেহ চুল্লীর উপর দুগ্ধ কেহ বা গোধূম-কণ অন্ন না নামাইয়াই গমন করিতে লাগিলেন। কোন কোন গোপাঙ্গনা পরিবেশন, কেহবা শিশুকে শুভ্রপ্রদান কেহ পতিশুশ্রবা, কেহ ভোজন, কেহ অঙ্গরাগ, অপর কেহ শরীর-মার্জন এবং কেহবা লোচনযুগলে অঙ্গন-প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন নিজ নিজ কর্ম্মের অসমাপ্ত-দশায়ই বিপরীতভাবে বসনভূষণাদি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লোকদ্বয়ের ধর্ম্মপরিহারে গোপীদিগের কৃষ্ণভজন-রীতি—

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যাপঞ্চ হিত্বা

ভেজ্জমৃকৃন্দপদবীং শ্রুতিভিষিযুগাম্ ॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬

‘লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।

লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।

স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎসন ॥

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন’ ॥ চৈঃ চ আ ৪ প

মুনিগণ সমাধিতে যেক্রপ উপাধি-আদি সর্ববিস্মরণে

ব্রহ্মানুভব করেন (‘যথা নভঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রেহন্তংগচ্ছন্তি নামরূপে বিহার। তথা বিদ্রান্নামরূপাদিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম-শ্রুতিঃ’) গোপীগণ তদ্রূপ পতি-পুত্রাদি সকল বিষয় হইয়া ভগবানের অনুভব করেন।

প্রেমে ও নির্বাণে মহৎ অন্তর—

অহমাত্মানুনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।

অতো ময়ি রতিং কুর্ষাদেহাদির্ঘৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥

ভাঃ ৩।৯।৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিধাতঃ, আমি অহঙ্কারাবৃত উপাধি-ধারি জীবগণের আত্মা, এই জ্ঞাত অতিপ্রিয় বস্ত্রসমূহের মধ্যেও প্রিয়তম এবং নিরবচ্ছিন্ন। আমার নিমিত্তই দেহাদির প্রতি প্রিয়তাব উদিত হয়। অতএব আমার প্রতি রতি করাই কর্তব্য।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে,— “পরমাত্মা বস্ত্রতঃ প্রেষ্ঠ হইয়াও এবং জ্ঞানিগণ-কর্তৃক সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়াও রতির অভাবে তাঁহাদিগের প্রেমাস্পদ হন না; কিন্তু ভক্তগণের সম্বন্ধে সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তী হইয়া প্রেষ্ঠ হন। শীতাদি-আর্তিহর চক্ষুপ্রকাশক সুখপ্রদ স্বর্য্যকে অনুভব করিয়াও যেমন মমত্ব-অভাবে কেহ কেহ তাহাতে অমুরক্ত হন না এবং সুখপ্রদ স্বর্য্যও তাহা-দিগের প্রতি উদাসীনই হন, তদ্রূপ জ্ঞানিজনসমূহ অজ্ঞান-তমোহস্তা স্বানুভবসুখপ্রদ ব্রহ্মেও মমত্বাভাবহেতু অমুরক্ত হন না, ব্রহ্মও তাঁহাদিগকে নিজের নির্বিশেষ স্বরূপ অনুভব করাইয়া উদাসীনই হন। আর যেমন স্বর্য্যভক্ত চক্ষুস্মান্ বা অন্ধ হইলেও ভক্তিদ্বারা স্বর্য্যকে সন্নিষ্ট করিয়া করচরণাদিমন্ত অশ্বরথ-সারথ্যাди সহিত স্বর্য্যকে ইহ-লোকেই দর্শন করেন এবং তাঁহাকে প্রেমদ্বারা বশ করেন,

তদ্রূপ মুক্ত বা বদ্ধ জীব ভক্তিদ্বারাই পরমাত্মাকে সবিশেষ অনুভব করিয়া তাঁহাতেই অমুরক্ত হন এবং তাঁহাকে প্রেমে বশ করেন।”

অতএব জ্ঞানিগণের ভগবানে মমত্বের অভাব এবং ভক্তের মমত্বাতিশয়। প্রেমে ও নির্বাক্যে বাহ্যসর্ব-বিস্মরণের দৃষ্টান্তে একরূপ হইলেও তদ্ব্যতঃ এক নহে,—মহৎ অন্তর। প্রেমে ‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়’ নিত্য এবং পরস্পরের মমত্বহেতু পরানন্দের আনন্দ আর নির্বাক্যে শ্রীভগবানের চরণসেবানন্দের অভাব, সৌন্দর্য্য-সৌরভাদির অনুভবভাব এবং লীলামৃতাস্বাদনের অভাব আরও বিশেষতঃ আরাধ্য-আরাধক-আরাধনারূপ ত্রিপুটিবিনাশ। সুতরাং প্রেম—সুখদ ও প্রার্থনীয় আর নির্বাক্য—সুখনাশক এবং অপ্রার্থনীয়।

ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পার্থক্য—

‘কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিদ্ধ-আনন্দন।

ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥’ চৈঃ চঃ মঃ ৭পঃ

‘স্বৎসাক্ষাৎকরণাচ্ছাদবিশুদ্ধাক্ষিতস্য মে।

সুখানি গোপদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্গুরো ॥’

হরিতজিস্থোধায়।

গোপীগণ ভগবন্মাত্রাভিনিবেশে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা রসাস্বাদের প্রৌচিময়ী অবস্থা। এই শ্লোকের ‘ময়ামুসঙ্গ’ শব্দে তদেকক্ষুর্তি এবং ‘তানবিদন’ শব্দে মোহ। আর পতিপুত্রাদি-অজ্ঞানে দৃষ্টান্ত মুনিসকল এবং ভগবন্মাত্রাভিনিবেশে সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীগণ দৃষ্টান্ত ॥২২॥

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোহবলাঃ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥১৩॥

অনুন্নয়। অস্বরূপবিদঃ (মৎস্বরূপং ন তু জানন্তি তথাপি) মৎকামাঃ (মাং কাময়ন্তে ইতি তাঃ) সঙ্গাৎ (সৎসঙ্গাৎ) শতসহস্রশঃ অবলাঃ রমণং জারং (রমণজার-বুদ্ধিবৈজ্ঞান্যপি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপমেব) মাং পরমং প্রাপুঃ ॥১৩॥

অনুবাদ। আমার স্বরূপবিধয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াও

রতিমুখপ্রদ জারজ্ঞানে আমাকে কামনা করিয়াই সেই সকল গোপীগণ আমার সৎসঙ্গগুণে পরব্রহ্মরূপ আমাকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ তা মাং প্রাপুরিত্যাহ—মৎ-

কামা মাং কাময়ন্তে ইতি তাঃ। মাং পরমং ব্রহ্ম প্রাপুঃ। কীদৃশং রমণং তাভিঃ সহ রমমাণং তা রময়ন্তঃ। ‘বীক্ষ্য রম্যং মনশ্চক্রে’ ইতি ‘আত্মারামোহপ্যরীরমৎ’ ইতি শুকোক্তেঃ। কিং পতিস্বরূপং। ন। জারং উপপতি-স্বরূপং। কীদৃশং। অস্বরূপবিদঃ মম্মহা-মাধুর্য্যমাত্রাভু-তবিত্তাদৈশ্বর্য্যলক্ষণং মৎস্বরূপবিশেষং ন বিদন্তীতি তাঃ। যদ্বা। অত্র ভক্তজনা ইব মৎস্বরূপং মৎসারূপং ন বিদন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি। তৎপ্রাপ্তৌ তাভির্মহিহারাসিন্ধোরিতি। যদ্বা। তাঃ স্বস্ত্র রূপং সৌন্দর্য্যাদিকং ন জানন্তি কিন্তু মৎসৌন্দর্য্যাদিকমেবানুভবন্তীতি তাঃ। যদ্বা। ন বিদন্তে স্বরূপবিদঃ স্বরূপজ্ঞা যাশাং তাঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব তাহারা আমাকে পাইয়া-ছিল। মৎকাম অর্থাৎ আমার প্রতি কাম বা বাসনা আমাকে কামনা করে। পরমব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি প্রকার রমণ, না, তাহাদের সহিত রমমাণ তাহাদিগে রমণশীলও। ‘দেখিয়া রমণ করিতে মনন করিলেন’ (তাঃ ১০২৯১), ‘আত্মারাম হইয়াও রমণ করিলেন’ (তাঃ ১০২৯৪২),—এই শুকোক্তি-অনুসারে। কি পতিস্বরূপে, না, জার অর্থাৎ উপপতি-স্বরূপে। তাহারা কিরূপ অস্বরূপবিৎ আমার মহা-মাধুর্য্যমাত্র অনুভব করে বলিয়া ঐশ্বর্য্যলক্ষণ আমার স্বরূপ বিশেষকে জানে না। অথবা অত্র ভক্তগণ তুল্য আমার স্বরূপ, আমার সাক্ষ্য জানে না, প্রাপ্তও হয় না। তাহা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সহিত বিহার সিদ্ধ হইতে পারে না। অথবা তাহারা স্ব অর্থাৎ নিজরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি জানে না, কিন্তু আমার সৌন্দর্য্যাদিই অনুভব করে। অথবা তাহাদের স্বরূপবিৎ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞ নাই। ১৩।

অনুদর্শিনী। কৃষ্ণ-বিষয়ক কাম অগ্র-কাম-বিনাশী কিন্তু কৃষ্ণকাম-বুদ্ধিকরী—

“মংকামঃ শনকৈঃ সাধু সর্বান মুঞ্চতি হৃচ্ছ্যান্।”

ভাঃ ১৬।২৩

শ্রীভগবান্ নারদকে বলিলেন—আমাতে অমুরাগ বিশিষ্ট হইলেই সাধু-পুরুষ ক্রমে ক্রমে হৃদয়স্থ কামসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

ব্রজললনাগণের পরমোৎকর্ষ—

“ব্রজসুন্দরীগণ এই প্রকার প্রেমবতী যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম মুনিগণাকর্ষক হইয়াও এবং স্বয়ং সর্ব-সুখপূর্ণ হইয়াও স্বসুখার্থে তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।”

(‘ভগবানপি তা রাত্রীঃ’ ভাঃ ১০।২৯।১ শ্লোকের টীকায়—শ্রীবিদ্বনাথ।)

“গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত-হ্লাদিনীশক্তিবৃতি বলিয়া তাঁহারা তাঁহারই আত্মভূত ; সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত কৃষ্ণের রমণই সম্ভব। ভগবানের নিজাত্মা হইতেও তত্ত্বগণই তাঁহার অধিক আনন্দপ্রদ—ভগবদ্বাক্যে ইহা জানা যায়। গোপীগণ কিন্তু সর্বভক্ত-শিরোমণি বলিয়া আত্মারাম ভগবানেরও অধিক আনন্দ-প্রাপ্তির জন্তই ইহাদিগের সহিত রমণ জানিতে হইবে।”

‘ইতি বিক্লবিতং তাসাং’—ভাঃ ১০।২৯।৪২ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিদ্বনাথ।)

গোপাগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি স্বরূপে পাইয়াছিলেন—

“তামেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।”

ভাঃ ১০।২৯।১১

শ্রীশুকদেব বলিলেন গোপীগণ জারবুদ্ধিতেও পরমাত্মা শ্রীহরিতেই মিলিত হইয়াছিলেন।

“পরমপ্রেমাস্পদ অতিনিকৃষ্ট জারবুদ্ধিতে মিলিত অত্যাশ্রুত পতিবুদ্ধিমতি কল্পিণী প্রভৃতি হইতেও সম্যক-ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “যাহারা দুস্ত্যজ পতি-পুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রুতিসমূহেরও অদ্বৈতীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন।” ‘যা দুস্ত্যজং স্বজনম্’—ভাঃ ১০।৪৭।৬। উদ্ধব-বাক্যে নির্দ্বারিত হেতু পতিবুদ্ধি হইতে জারবুদ্ধি নিরমূল প্রমোৎকর্ষ। এই কৃষ্ণাবতারে নিকৃষ্ট বস্ত্রসমূহও

উৎকৃষ্টীকরণেই লীলা দেখা যায়। যেক্রপ মহারাজ-রাজেশ্বরত্বলীলা হইতে তীক্ষ্ণোক্ত ভাঃ ১০।২৯ পার্শ্বসারথিত লীলার উৎকর্ষ। সেইক্রপ উৎকৃষ্ট শাস্ত্রস হইতে নিকৃষ্ট শৃঙ্গার রসের তথা দাম্পত্যভাব হইতে ঔপত্যভাবের, তথা উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার হইতে নিকৃষ্ট গুঞ্জাগৌরিকশিখি-পুচ্ছাদির উৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।”—শ্রীবিদ্বনাথ।

‘অস্বরূপবিৎ’ শব্দের অর্থ—

(১) গোপীগণ মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই জানেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণকে জানেন না।

“গোপিকা-ভাবের এই সূদৃঢ় নিশ্চয়।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অত্রে না জানয়।

শ্রামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ।

গোপবেশ, ত্রিভঙ্গিম, যুরলী-বদন।

ইহা ছাড়ি’ কৃষ্ণ যদি হয় অগ্র্যকার।

গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার।”

চৈঃ চঃ আ ১৭ পঃ

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তি -

“স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ” হরে লক্ষীর মন।

গোপীকার মন হরিতে নারে ‘নারায়ণ’।

নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।

গোপিকারে হাশ্রু করাইতে হয় ‘নারায়ণে’।

চতুর্ভূজ-মূর্তি দেখায় গোপীগণের আগে।

সেই ‘কৃষ্ণে’ গোপীকার নহে অমুরাগে।”

চৈঃ চঃ ম ৯ পঃ

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুযো ভাবশু কস্তাংকুতী

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে হুরুহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।

আবিস্করতি বৈষ্ণবীমপি তন্মু তস্মিন্ ভূজৈর্জিহ্বাভি-

র্ঘাসাং হস্ত চতুর্ভির্ভদ্রতরুচিং রাগোদয়ঃ কৃষ্ণতি ॥

ললিতমাধব ৬ অঃ ১৩ শ্লোঃ

অর্থাৎ কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কোতুক-সহকারে অদ্ভুত কচিমূলক চতুর্ভূজ নারায়ণ-মূর্তি প্রকাশ করিলে গোপীগণের রাগোদয় সঙ্কচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে

অনন্ত-ভজনশীল দুর্গম পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে ?

(২) সাক্ষ্য—সমানরূপতা। গোপীগণ এই সাক্ষ্য-মুক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

যদি প্রশ্ন হয় যে, রাসস্থলী হইতে কৃষ্ণের অন্তর্দ্বানের পর তবিরহে কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ গমন, হান্ত, অবলোকন এবং আলাপাদি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুলামূর্তি ধারণ এবং তদীয় বিহার ও বিদ্রম লাভ করিয়া কৃষ্ণাঙ্কিত হইয়া পরস্পর ‘আমিই সেই কৃষ্ণ’ এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ‘গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু’—ভাঃ ১০।৩০।৩ শ্লোক, এবং তদন্তর কৃষ্ণলীলাসমূহের অনুকরণ করিয়াছিলেন ‘ইত্যুন্নতবচো গোপ্যঃ’—‘ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্’—ভাঃ ১০।৩০।১৪-২৩ স্তব্ধ। তখন সমানরূপতা বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ কি প্রকারে ?

উত্তরে বলা যায় যে—

অধিকৃত মহাভাব—দুইত প্রকার।

সম্ভোগে ‘মাদন’ বিরহে ‘মোহন’ নাম তার ॥

মাদনে চুষ্মাদি হয় অনন্ত বিভেদ।

‘উদ্ঘূর্ণা’ চিত্রজগৎ—মোহনে দুই ভেদ ॥

উদ্ঘূর্ণা, বিরহচেষ্টা—দিব্যোন্মাদ নাম।

বিরহে কৃষ্ণক্ষুভ্তি, আপনাকে ‘কৃষ্ণ’ জ্ঞান ॥

চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ

পূজ্যপাদ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর উপরিউক্ত ‘গতি-স্মিত-প্রেক্ষণভাষণাদিষু’—ভাঃ ১০।৩০।৩ শ্লোকের টীকায় বলেন ‘সেই উন্মাদের প্রৌঢ় হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা বলিতেছেন—যদিও গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে ‘ঐ কৃষ্ণই আমি’, ‘আমিই কৃষ্ণ’ ইত্যাদি ভাবনা ত্যাগ করিয়া ‘কৃষ্ণ আমি’ এই রসাস্বাদ-প্রৌঢ়ময়ী অবস্থা পাইয়া তদাত্মিক অর্থাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু অহংগ্রহোপাসনাবশে নহে বলিয়া জানিতে হইবে।’

তাহা ছাড়া তিনি ‘ইত্যুন্নতবচো গোপ্যঃ’—ভাঃ ১০।৩০।১৪ শ্লোকের টীকায়ও বলিয়াছেন—“কৃষ্ণাশ্বেষণ কাতরাগণের মধ্যে প্রত্যেকে ভাবিলেন যে, সম্প্রতি আমি স্বরূপচেষ্টাদি অনুকরণের দ্বারা আপনাকে কৃষ্ণাকার

দেখাইয়াও এই কাতরাগণের এবং নিজের মুহূর্ত্তকালও নিরুত্তি নিষ্পাদন করিব—এই মনে করিয়া কৃষ্ণের সকল লীলাই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে আনিয়া পুতনাবধ লীলা করিয়াছিলেন। সেই লীলায় প্রতিকূলসমূহের অনুকরণ যোগমায়াই তন্মধ্যে গোপীস্বরূপা হইয়া সেই সেই লীলা-সিদ্ধির জন্ত করিয়াছিলেন কিন্তু অনুকূলের অনুকরণ গোপীগণ করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।”

অবশেষে তিনি ‘এবং কৃষ্ণ পৃচ্ছমানা’—ভাঃ ১০।৩০।২৪ শ্লোকের টীকায় প্রারম্ভে বলিয়াছেন—“বিপ্লবস্তের উন্মাদ অবস্থার চরম-সীমায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় স্বপ্রেষ্ঠ-তাদাত্ম্য হয়।”

(৩) গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। স্মৃতরাং তাঁহাদিগের স্বদেহস্মৃতি নাই। তাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যামুভবে প্রমত্ত।

যদি প্রশ্ন হয়—গোপীগণ যখন অনেক সময় নিজ দেহের সংস্কার ও ভূষণাদি ধারণ করিয়াছেন, তখন দেহ-স্মৃতি বা দেহ-প্ৰীতি নাই কেন ? উত্তর—

‘তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীতি।

সেহো ত’ কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥

এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।

তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সম্ভাষণ।

এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥’

চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ

(৪) গোপীগণের স্বরূপ কেহই জানে না।

গোপীস্বরূপ—‘এবং পরিষঙ্গ-করাতিমিশ্র-

স্নিগ্ধেষ্ণোদামবিলাস-হার্দ্দসৈঃ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-

যথার্থকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিদ্রমঃ ॥’

ভাঃ ১০।৩০।১৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন—বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেই লক্ষীর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দিগের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দন, স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, উদ্যামবিলাস ও হাস্যসহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন।

“বালক যেমন মুগ্ধ সেইরূপই সেই গোপীগণে  
প্রেমাধীনহেতু মুগ্ধই ... নিজের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ  
প্রতিস্বরূপই বিম্রম অর্থাৎ বিলাস বাহার। “সেই  
ভগবান্ তপস্বাহীনতা বশতঃ অপরিতৃপ্তলোচন মনুষ্যগণকে  
স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পুনরায় লোকলোচনস্বরূপ সেই  
মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষুর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আচ্ছাদন  
করিয়া, অন্তর্হিত হইয়াছেন”—‘প্রদর্শ্যাতপ্ত—স্ববিম্বং  
লোকলোচনম্’—ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকোক্ত ‘বিম্ব’শব্দে যেরূপ  
‘স্বরূপ’ কথিত হয়, সেইরূপই এ স্থলেও এক এক প্রিয়াসহ  
এক এক স্বরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন—এই অর্থ। গোপী-  
গণের হ্লাদিনীশক্তিহেতু স্বরূপভূতত্ব। স্বপ্রতিচ্ছবি  
অনুচিত বলিয়া ব্যাখ্যাস্তর ইষ্ট নহে।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

সহায়্য গুরবঃ শিষ্যা ভূজিয়া বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।

সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্ধ্যাং মচ্ছুদ্রাং মন্মনোগতম্।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥

আদিপূরণ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে পার্থ, গোপীসকল  
আমার সর্বস্ব। তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া,  
গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ত্রায় সেবা করেন,  
উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ত্রায় প্রেমোচরণ করেন এবং  
বিবাহিতস্বরূপে ব্যবহার করেন। আমার মাহাত্ম্য,  
আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব  
কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত  
আর কেহই জানেন না।

‘কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেমসী।

গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী ॥

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।

প্রেমসেবা পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত ॥

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিকা ॥’

চৈঃ চঃ আ ৪ অঃ

“সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা।” পদ্মপূরণ

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।

আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।

অন্তোন্তো বিলাসে রস আশ্বাদন করি ॥

রাধাসহ কৃষ্ণের সম্বন্ধ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।

স্বরূপশক্তি—হ্লাদিনী নাম বাহার ॥

হ্লাদিনী-শক্তির লক্ষণ—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাশ্বাদন।

হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।

একই চিহ্নক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সন্ধিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

সন্ধিনীর সার অংশ ‘গুহ্যস্ব’ নাম।

ভগবানের সত্তা হয় বাহাতে বিশ্রাম ॥

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সন্ধিতের সার।

ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥

হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’ প্রেমসার ‘ভাব’।

ভাবের পরমকর্তা নাম ‘মহাভাব’ ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।

সর্বগুণখনি কৃষ্ণকাস্তাশিরোমণি ॥

‘তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বধাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥’ উঃ নীঃ

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত ধার চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।

কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।

অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার ॥

... ..

আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রহ্মদেবীগণ।

কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥

বহু কাস্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ।

অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের ছায় গোপীতত্ত্বও অত্বে  
দুজ্জের ॥১৩॥

তস্মাৎ ভৃগুভবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।

যাহি সর্বাশ্রভাবেন ময়া স্যা হকুতোভয়ঃ ॥১৪-১৫॥

অন্নয়। (হে) উদ্ধব! তস্মাৎ (যস্মাদেবভূতো  
মদভজনপ্রভাবস্ততঃ) ত্বং চোদনাং (শ্রুতিং) প্রতিচোদনাং  
(স্মৃতিঞ্চ) প্রবৃত্তিং (বিধিং) চ নিবৃত্তিং (নিষেধং) চ  
শ্রোতব্যং (শ্রবণযোগ্যং তথা) শ্রুতং এব চ (সর্বম্)  
উৎসৃজ্য (ত্যাগ্য) সর্বদেহিনাম্ আত্মানম্ (অন্তর্য়ামিনম্)  
একং মাম্ এব সর্বাশ্রভাবেন (অনন্ততয়া) শরণং যাহি  
(গচ্ছ ততঃ) ময়া হি (এব) অকুতোভয়ঃ (সর্বতো  
ভয়রহিতঃ) শ্রাঃ (ভব) ॥১৪-১৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! সেই নিমিত্ত তুমি শ্রুতি,  
স্মৃতি, বিধি, নিষেধ, শ্রোতব্য এবং শ্রুতবিষয় ত্যাগ  
করিয়া সকল প্রাণিগণের অন্তর্য়ামী আমারই সর্বাশ্রভাবে  
শরণাগত হও তাহা হইলে আমা-কর্তৃক তুমি সর্বত্র নির্ভয়  
হইবে ॥১৪-১৫॥

বিশ্বনাথ। তদেবং শ্রীমহুদ্রবেন সাধুলক্ষণং পৃষ্ঠঃ  
শ্রীভগবান্ভারতমোঁন ত্রিবিধং সাধুং লক্ষয়িত্বা ততৎসঙ্গ-  
প্রাছভূতাং প্রাধানীভূতাং কেবলাঞ্চ ভক্তিং সামান্ততো  
নিরূপ্য ভক্তেঃ স্ববশীকারং বিবক্ষুঃ কৈমুতোঁন সংসঙ্গসৌব  
বশীকারিহমুক্তা। সংসঙ্গিনো ভক্তাংশ্চ নির্দিষ্টান্তে গোপ্যা-  
দিনিষ্ঠং কেবলং ভক্তিযোগং দুর্লভত্বেন স্তত্বা সহসৈব  
রামেণ সার্কমিত্যাদিনা তত্রাপি গোপীবিশয়কস্বপ্রেমবাস্পং  
সদা জাজ্জল্যমানং গান্ধীর্ঘ্যেণ হৃদি মুদ্রিতমপ্যধীরতয়ৈ-  
বোধঘট্য তাসামেব ভক্তিযোগস্ত স্ববশীকারসর্বৌৎকর্ষ-  
পরাবধিত্বং তাসামেব সাধুত্বস্তাপি সর্বমহামহোৎকৃষ্ট-

কক্ষাবিশ্রামিত্বমভিব্যজ্য কেবলে তদুচ্ছৃতিতে ভক্তিযোগে  
এবোদ্ধবং প্রবর্তয়িতুমাংহ,—তস্মাদিতি। চোদনাং বিধিঃ  
প্রতিচোদনাং প্রতিষেধং চ। বিহিতং কৰ্ম্ম নিষিদ্ধকৰ্ম্ম  
ত্যাগ্য ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং সন্ন্যাসং কুর্মে ন প্রবৃত্তং  
গৃহস্থানাং ধর্ম্মঞ্চ নিবৃত্তং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্মঞ্চ ত্যাগ্য। তত্রাপি  
শ্রোতব্যং শ্রুতং চ ত্যাগ্য। ইতি ভাবিষ্মশ্রবণনাকাজ্য  
ভূতশ্রবণঞ্চ বিশ্বতোঁত্যর্থঃ। সর্কাস্রভাবেন সর্কোপায়  
আত্মনো মনসো ভাবো দাস্যসখ্যাদিস্তেনৈকমেব মামা-  
লক্ষনীকৃত্য শরণং যাহি। ময়ৈব অকুতোঁভয়ঃ শ্রা ইতি  
তব নাস্তি কৰ্ম্মাধিকারো নাপি জ্ঞানাদিকারস্তদপি তং  
তমাশ্রুতারোপ্য প্রত্যবায়ভয়ং সংসারভয়ঞ্চ মত্সে চেতদা  
তদ্বয়দয়াজাতা অহং বিদ্যমান এবাস্মীত্যর্থঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ উদ্ধব-কর্তৃক সাধুলক্ষণ  
জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ এইরূপে তারতম্যক্রমে তিন  
প্রকার সাধুর লক্ষণ বলিয়া, তৎসংসঙ্গপ্রাছভূতা, প্রাধানী-  
ভূতা ও কেবলাভক্তি সাধারণভাবে নিরূপণ করিয়া ভক্তিই  
তঁাহাকে বশ করিতে পারে বলিতে ইচ্ছু, ‘কিমূত’ এই  
ছায়াভাসারে (পর পর ক্রম-উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্বক)  
সংসঙ্গেরই বশীকারত্ব আছে বলিয়া, সংসঙ্গী ভক্তগণকে  
নির্দেশ করিয়া, অবশেষে গোপীদিগের নিষ্ঠাময় কেবল  
ভক্তিযোগ দুর্লভ—এইরূপ প্রশংসা করিয়া সহসা  
বলরামের সহিত’ (১০ম শ্লোক) ইত্যাদি বলিতে বলিতে  
সে স্থলেও সদা জাজ্জল্যমান গোপীবিশয়ক নিজপ্রেমবাস্প  
গান্ধীর্ঘ্যের সহিত হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিলেও অধীরতাবশে  
‘উদ্ঘাটন করিয়া তঁাহাদেরই ভক্তিযোগের স্ববশীকার-  
বিষয়ে সর্বৌৎকর্ষের পরাবধি (বা শেষসীমা) ও  
তঁাহাদেরই সাধুত্বেরও সর্বমহামহোৎকৃষ্টকক্ষাবিশ্রামিত্ব  
(বা শেষসীমা) প্রকাশ করিয়া তঁাহাদের অনুষ্ঠিত কেবল  
ভক্তিযোগেই উদ্ধবকে প্রবৃত্ত করিবার জন্ত বলিতেছেন।  
চোদনা অর্থাৎ বিধি, প্রতিচোদনা অর্থাৎ প্রতিষেধও,  
অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্ম ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া। তাহা  
হইলে কি সন্ন্যাস করিতে হইবে? না, প্রবৃত্ত গৃহস্থগণের  
ধর্ম্ম ও নিবৃত্ত সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহার  
উপর শ্রোতব্য ও শ্রুত ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ভবিষ্যতে

ধর্মশ্রবণের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এবং অতীত-শ্রবণ  
ভুলিয়া গিয়া, সর্বোত্তমভাবে অর্থাৎ সর্বোপায়ে আত্মার  
অর্থাৎ মনের ভাব দাস্যসখ্যাদি তদ্বারা একমাত্র আমাকেই  
অবলম্বন পূর্বক শরণ যাও ( অর্থাৎ প্রাপ্ত হও ) । আমাকে  
লইয়াই অকুতোভয় হইবে। তোমার কর্ম্মাধিকার নাই,  
জ্ঞানাদিকারও নাই। তাহাও তুমি আপনাতে আরোপ  
করিয়া যদি প্রত্যবায়-ভয় ও সংসার-ভয় মনে করিতেছ,  
তাহা হইলে সেই দুই-ভয় হইতে ত্রাতা আমিই বিद्यমান  
আছি ॥ ১৪-১৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া  
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শব্দদ্বয় ও শ্রোতব্য-শ্রুত-শব্দদ্বয়ে কর্ম্ম ও  
জ্ঞানশ্রয়ত্বের এবং কালান্তরে অশ্রুতশ্রয়ের ভাবনাও নিষেধ  
করিয়া শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন —

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

অতএব সকল ধারণা ত্যাগ করিয়া একমাত্র ব্রজেশ্বর-  
নন্দনের শরণগ্রহণই সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে ত্রাণ-  
লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

সাধুগণই কৃষ্ণ-বশীকারক—

ময়ি নির্বন্ধদ্বয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।

বশে কুর্যন্তি মাং ভক্ত্যা সংজ্ঞিয়ঃ সংপতিং যথা ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৬

অর্থ এই অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গোপীদিগের ভক্তিযোগ—

ভগবত্মভমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তম।

ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি হৃদ্রতা ॥

ভাঃ ১০।৪৭।২৫

উদ্ধব গোপীদিগকে বলিলেন—আপনারা সেই উত্তমঃ-  
শ্লোক শ্রীকৃষ্ণে মুনিন্দনহৃদ্রত অত্যুত্তম ভক্তির প্রবর্তন  
করিয়াছেন। ইহা মহাসৌভাগ্যসূচক।

স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

ভাঃ ১০।৮২।৪৪

আমার প্রতি ভক্তি জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপী-  
গণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র  
তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

‘আমাতে ভক্তিমাত্রই মোক্ষের হেতু, কিন্তু আমার  
প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহা আমারই ভাগ্যে অতি  
মঙ্গলকর। ঐ স্নেহই অচিরে আমাকে বলপূর্বক  
আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনিবে এবং তোমা-  
দের নিকটেই রাখিবে।’ শ্রীবিষ্ণুনাথ

‘কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।

যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তাকে ভজে তৈছে ॥

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।

অতএব ‘ঋণী’ হয়, কহে ভাগবতে ॥ চৈঃ চঃ মঃ চম পঃ

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।

নির্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দধি হেম ॥

‘শুদ্ধপ্রেম’ ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।

‘কৃষ্ণসুখতাৎপর্য’—এই তার চিহ্ন ॥

‘সর্বোত্তম ভজন এই সর্বভক্তি জিনি’। ঐ অঃ ৭ পঃ

সাধুস্বৈ গোপীগণের মহামহোৎসব —

কর্ম্মিত্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তরা ব্যক্তিং যজুর্জানিন-

স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।

তেভ্যোস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ স্তাভ্যোহপি সা রাধিকা

প্রেষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

শ্রীলরূপগোষ্ঠামিকৃত-উপদেশামৃত

সর্বপ্রকার সংকল্পনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে

চিদানুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানী

অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার

ভক্তমধ্যে প্রেমনিষ্ঠ-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার

প্রেমনিষ্ঠ-ভক্ত হইতে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়

প্রিয়। সর্ব গোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়।

যে রূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের

অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ স্মৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে

অনন্তভাবে আশ্রয় না করিবেন ?

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রজা রুদ্রশ্চ পার্থিব।

ন চ লক্ষ্মী ন চাত্মা চ যথা গোপীজনে মম। আদিপুরণ।



শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জুন, শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এ সকল আমার তত প্রিয় নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ,—

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর ।

ন নিবর্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্থয় । শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ । ( হে ) যোগেশ্বরেশ্বর ! তব বাচং ( পূর্বোক্তং বাক্যং ) শৃণ্বতঃ ( অপি ) মে ( মম ) আত্মস্থঃ ( হৃদিস্থঃ ) সংশয়ঃ ন নিবর্ততে যেন ( সংশয়েন ) মনঃ ( মচ্ছিতং ) ভ্রাম্যতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে যোগেশ্বরেশ্বর ! আপনার পূর্বোক্ত-বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয়ের সংশয় দূরীভূত হইতেছে না; তজ্জন্ত আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ । সংশয়ো ন নিবর্তেত ইত্যেতৎ পূর্ব-লক্ষণ এবং ‘ময়ি সর্বাণি কৰ্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচরেৎ’ ইতি বদতা ত্বয়া মহং কৰ্ম্মাধিকারো দত্তঃ তৎপূর্ব্বত—“যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভাং শ্রবণাদিভিঃ । নধরং গৃহমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্” ইতি । “তস্মাদ্ভুক্তেন্দ্রিয়-গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ । আত্মনি ঈক্ষস্ব বিততমাত্মানং মধ্যধীশ্বরে” ইত্যুক্তবতা মহং জ্ঞানাধিকার এবং দত্তঃ অধুনা তু সৰ্ব্বং ত্যক্ত্বা মাং শরণং যাহীতি ভক্ত্যাধিকারং দদাসি ন জানে পুনরগ্রে কমধিকারং মহাং দাস্তসীতি সখ্য-রসোদ্ভূতা বক্তোক্তিদৈর্ঘ্যত্বিতা ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না—এ দৃষ্টক পূর্ব্বলক্ষণই ‘আমাতে যাবতীয় কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিরপেক্ষ বা নিষ্পৃহভাবে আচরণ করিবে’ (ভাঃ ১১।১১।২২) আপনি এই কথা বলিয়া আমাকে কৰ্ম্মাধিকার দিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বোক্ত ‘মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ীভূত এই বিশ্বকে মায়া এবং মনোময় বলিয়া জানিও’ (ভাঃ ১১।১।৭) এবং ‘অতএব তুমি ইন্দ্রিয়সমূহ ও চিত্তকে বশীভূত করিয়া এই জগৎ আত্মমধ্যে দর্শন করিবে ও

আত্মাকে ঈশ্বর যে আমি, সেই আমার মধ্যে দর্শন করিবে’ (ভাঃ ১১।৭।৯)—এই কথা বলিয়া আমাকে জ্ঞানাধিকার দিয়াছেন । এখন কিন্তু সব ত্যাগ করিয়া ‘আমার শরণ গ্রহণ কর’ (ভাঃ ১১।১২।১৫) বলিয়া ভক্ত্যাধিকার দিতেছেন । জানি না আরও পরে কি অধিকার আমাকে দিবেন—এই সখ্যরসোদ্ভূতা বক্তোক্তি প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী । জীবের সংশয় ছেদন করিবার জন্তই উদ্ধব নিজে সংশয়াপন্ন-ভাবে দেখাইয়া পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির অপেক্ষায় প্রকরণের একতাৎ-পর্য্যপরতা গ্রহণাভিলাষে প্রশ্ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

স এষ জীবো বিবরপ্রস্থতিঃ

প্রাণেন ঘোষণে গুহাং প্রবিষ্টঃ ।

মনোময়ং সূক্ষ্মমূপেত্যে রূপং

মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥ ১৭ ॥

অন্থয় । শ্রীভগবান্ উবাচ । বিবরপ্রস্থতিঃ ( বিবরে-ষাধারচক্রেষু প্রস্থতিরিব প্রস্থতিরভিব্যক্তির্ঘৃণ্য সং ) সং এষঃ ( অপরোক্ষঃ ) জীবঃ ( জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ ) ঘোষণে ( নাদবতা ) প্রাণেন ( প্রাণময়েন পরাখ্যেয়ন সহ ) গুহাম্ ( আধারচক্রং ) প্রবিষ্টঃ ( সন্ ) মনোময়ং সূক্ষ্মং রূপং ( পশুস্ত্যাত্ম্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপূরচক্রে চ বিশুদ্ধচক্রে চ ) উপেত্য ( প্রাপ্য বক্তে ) মাত্রা ( হ্রস্বাদিঃ ) স্বরঃ ( উদাত্তাদিঃ ) বর্ণঃ ( অকারাদিঃ ) ইতি ( এবং বৈখর্য্যাত্ম্যঃ ) স্থবিষ্টঃ ( অতিস্থূলো নানাবেদশাখাভ্যকো ভবতি ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব ! আধার-চক্রে অভিব্যক্তিশীল সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদবিশিষ্ট প্রাণবায়ুযোগ আধারচক্রে প্রবিষ্ট এবং মণিপূর বিশুদ্ধচক্রে মনোময় সূক্ষ্মরূপ অবলম্বনে মুখবিবরে প্রথমে হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা, পরে উদাত্তাদি স্বর এবং অবশেষে অকারাদি বর্ণক্রমে অতি স্থূলভাবে নানা বেদরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** ভো প্রিয়সখোদ্ধব, মৈবং মংস্থাঃ সৰ্বেষামেব জীবানামুপকারার্থং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যযোগ-তপোধর্মাদীনি মংপ্রাপ্ত্যুপায়রত্নানি তত্ত্বতত্ত্বনন্তজ্ঞেয়ানি ত্বয়ি বিদ্যাসম্বন্ধে নৈবার্পয়ামি স্বস্ত তত্র তত্র বস্ত্তনি সত্ত্বমারোপ্য মমৈবৈতদিত্যভিমতমানো লজ্জামপি কিং ন ভবসি অহস্ত ভো উদ্ধব, স্বয়া জ্ঞানমতঃশ্রুতাং কৰ্ম্মাণি ক্রিয়ন্ত্যং ভক্তিঃ কৰ্ত্তব্যং যোগা অমুষ্ঠেয়াঃ তপশ্চরণীয়মিত্যাদিকং সৰ্বজীব-হৃদিশ্চাপিস্বামেকমেব লক্ষীকৃত্য যদবোচং বচিা বক্ষ্যামি বা তেনৈব কিং ত্বং তত্তদর্পুষ্ঠানাধিকারী খল্বভূত্বস্ত্ব মে যোহসি সোহশ্বেব সাশ্রুতস্ত্ব ন তে কাপি সাধকতেতি সনস্মাখ্যাসমভি-ব্যঞ্জয়ন্তেকশ্চাপি জীবন্ত দশাভেদেন কৰ্ম্মাধিকারো জ্ঞানাধি-কারো ভক্ত্যাধিকারশ্চ বতো জ্ঞায়তে তস্ত্ব বেদস্তার্থং সম্যগহ-মেব জানামি নাশ্রুঃ বতো বেদস্বরূপেন চতুর্নুখবক্তে-ভ্যোহহমেব প্রোহুরভূবমিত্যাহ,—স ইতি। জীবয়তীতি জীবঃ পরমেশ্বরঃ স প্রসিদ্ধঃ এব মল্লক্ষণঃ পুরুষ এবৈতি স্বতর্জ্জ্ঞা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি বিবরেষু চতুর্নুখশরীরহাধারাদি-চক্রেষু প্রস্থতিরিব প্রস্থতিরভিব্যক্তির্বা সঃ। তামেবালি-ব্যক্তিমাহ, যোষণে পরাখ্যেন নাদেন নাদবতা প্রাণেন সহ গুহামাধারচক্রে প্রবিষ্টঃ সন্ মনো মনোময়ং স্বক্ষ্মং রূপং পশুস্তাখ্যং মধ্যমাখ্যঞ্চ মণিপুরচক্রে বিশুদ্ধিচক্রে চ উপেত্য প্রাপ্য বক্তে-ষু মাত্রা হ্রস্বাদিঃ স্বর উদাত্তাদিঃ বর্ণশ্চাকারাদিরিত্যেবং বৈখর্যাখ্যঃ স্থবিষ্টোহতিস্থূলঃ নানাবেদশাখাশ্চকো ভবতি ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** হে প্রিয়সখা উদ্ধব, এরূপ মনে করিও না। সমস্ত জীবেরই উপকার নিমিত্ত ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, তপঃ, ধর্ম প্রভৃতি আমাকে পাইবার উপায়-রত্নসমূহ তত্ত্বত অনন্ত জানিবে। তোমাতে বিশ্রুত করিবার জন্ত অর্পণ করিতেছি। তুমি কিন্তু সেই সেই বস্ত্ততে সত্ত্ব আরোপ করিয়া আমারই ইহা—এই অভিমান পূর্বক সলজ্জ কি হইতেছে না? আমি, কিন্তু, হে উদ্ধব, তুমি জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে কৰ্ম্মসমূহ কর, ভক্তি করা উচিত, যোগসমূহ অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তপঃ আচরণীয়—ইত্যাদি সৰ্বজীবকে উপদেশ করিয়াও একমাত্র তোমাকেই

লক্ষ্য করিয়া বাহা বলিয়াছি, বলিতেছি বা বলিব, তদ্বারাই কি তুমি তৎতৎ-অনুষ্ঠানে অধিকারী হইয়া গেলে? তুমি কিন্তু আমার যে হও সে হও, সম্প্রতি কিন্তু তোমার কোথাও সাধকতা নাই—এ সপরিহাস আশ্বাস অভিব্যক্ত করিয়া কোনও জীবের দশাভেদে কৰ্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও ভক্ত্যাধিকার বাহা হইতে জানা যায়, সেই বেদের অর্থ সম্যক্ আমিই জানি অশ্রু নহে, যেহেতু বেদস্বরূপে ব্রহ্মার চতুর্নুখ হইতে আমি প্রোহুভূত হইয়াছি এই কথা বলিতেছেন। জীব অর্থাৎ যিনি জীবনদান করেন, পরমেশ্বর তিনি (প্রসিদ্ধ) ই মল্লক্ষণ পুরুষ নিজ তর্জ্জনীদ্বারা নিজের বক্ষঃস্পর্শ করিতেছেন। বিবর অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরস্থ আধারাদি চক্রেসমূহে প্রস্থতির হায় বাহার প্রস্থতি অর্থাৎ অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তি বলিতেছেন ঘোষ অর্থাৎ পরাখ্য-নাদসহ শব্দনয় প্রাণের সহিত গুহা অর্থাৎ আধার-চক্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনোময় স্বক্ষ্মরূপ অর্থাৎ পশুস্তাখ্য ও মধ্যমাখ্য মণিপুরচক্রে ও বিশুদ্ধিচক্রে পাইয়া মুখসমূহে মাত্রা অর্থাৎ হ্রস্বাদি স্বর অর্থাৎ উদাত্তাদি ও বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি—এইরূপ বৈখর্যাখ্য স্থবিষ্ট অর্থাৎ অতিস্থূল অর্থাৎ নানাবেদশাখাশ্চক হন ॥১৭॥

**অনুদর্শিনী।** পূর্বোক্ত ‘তস্মাৎস্বমুদ্রবোৎপত্ত্য’ ১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ যেরূপ তাঁহাতেই সর্ববেদার্থের পর্য্য-বসান দেখাইয়াছেন তদ্রূপ পুনঃ সংক্ষেপে তল্লত্ব, তদা-শ্রয়ত্ব তাঁহাতেই দেখাইবার জন্ত সকল বেদের শব্দরূপে সর্ববিভাবরূপে কথ্য বলিতেছেন। ব্রহ্মার চতুর্নুখ হইতে বেদস্বরূপে ভগবানের প্রোহুর্ভাব—

প্রচ্যোদিতা যেন পুরা সরস্বতী

বিতস্ততাঞ্জস্ত সতীং স্মৃতিং হৃদি।

স্বলক্ষণা প্রোহুরভূৎ কিলান্ততঃ

স মে ধ্বানীমমৃষতঃ প্রসীদতাম্ ॥ ভাঃ ২।৪।২২

শ্রীশুকদেব কহিলেন—কন্নের আদিত্তে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়া স্মৃতি প্রকাশ করতঃ বাহা কর্ত্তক প্রেরিতা বেদ-রূপা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকট হইয়াছিলে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই উপাশ্রুতরূপে

লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানপ্রদাহুগণের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে শব্দ দ্বিবিধ-আধারে পরিলক্ষিত হয়। সূক্ষ্মাধারে প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এবং স্থূলাধারে ইন্দ্রিয় পরা, পশুস্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে পরা শব্দের সহিত মন ও ইন্দ্রিয় একীভূত থাকে, উহা প্রাণময়ী, শব্দব্রজের উদয়ে মনোময়ী পশুস্তী, প্রণবা-ভিব্যক্তিতে বুদ্ধিময়ী মধ্যমা এবং বর্ণরূপে পরিণত হইয়া বৈখরী নামে কথিত হয়, বৈখরী বৃহতী প্রভৃতি ছন্দঃসকল প্রকাশ করে।

মূল নাদরূপী প্রাণসংজ্ঞায় আমিই আধার চক্রে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ মনোময় সূক্ষ্মরূপ, পরে মণিপুর-চক্রে দর্শনময় মধ্যমরূপ এবং বিশুদ্ধচক্রে উপস্থিত হইয়া বদন হইতে ব্রহ্মাদি মাত্রা উদাত্তাদিস্বর এবং অকারাদি বর্ণরূপে প্রকাশিত হই।

ষট্চক্র—আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞা ও বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় অর্থ—অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলায় বাহার অভিব্যক্তি, জীবনের হেতুভূত সেই এই পরমেশ্বর, প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত পুনরায় অপ্রকট লীলায় প্রবেশপূর্বক বহিরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মনোময় অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনোগম্য এবং সাধারণ জীবের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অর্থাৎ অজ্ঞেয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, স্বর অর্থাৎ উদাত্তাদি স্বরে গান ও বর্ণ অর্থাৎ মনোহর গোপকল্পের প্রকাশ দ্বারা আপনাকে অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন। ‘ক্রমসঙ্কর্ভের’ মন্ত্র ॥১৭॥

যথানলঃ খেহনিলবন্ধুরুদ্ভা

বলেন দারুণ্যমধ্যম্যমানঃ।

অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে

তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৮ ॥

অনুব্র। (অব্যক্তস্ত সতঃ সূক্ষ্মমধ্যমক্রমেণাভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তঃ) অনলঃ (অগ্নিঃ) যথা খে (আকাশে) উদ্ভা

(ব্যক্তোদ্ভূতঃ) দারুণি (কাষ্ঠে) বলেন অধিমধ্যমানঃ (অধিকং মধ্যমানঃ) অনিলবন্ধুঃ (অনিলসহায়ঃ সন্) অণুঃ (সূক্ষ্মবিস্কুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি পুনঃ) প্রজাতঃ (প্রকৃষ্টো জাতঃ) হবিষা (স্বতেন) সমেধতে (সংবর্ধতে) তথা এব হি ইয়ং (বেদরূপা) বাণী মে (মম) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তির্ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুব্রবাদ। অগ্নি যেরূপ আকাশে উদ্ভূতরূপে স্থিত হইয়া কাষ্ঠে বলপূর্বক ঘর্ষণ করিলে বায়ুর সহায়তায় সূক্ষ্মবিস্কুলিঙ্গাদিরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বতসংযোগে পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ এই বেদরূপা বাণীও স্থূলসূক্ষ্মরূপে আমার স্বরূপের অভিব্যক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। ক্রমেণাভিব্যক্তৌ দৃষ্টান্তো যথৈতি। যথাগ্নিঃ খে দারুণতাকাশে উদ্ভা প্রথমমথনে অব্যক্তো-দ্ভূতঃ। ততো দারুণ্যধিকং মধ্যমানঃ অনিলসহায়ঃ সন্ অণুঃ সূক্ষ্মবিস্কুলিঙ্গাদিরূপো ভবতি ততশ্চ প্রজাতঃ প্রকর্ষণে স্থূলতয়া জাতঃ হবিষা সমেধতে প্রবর্ধতে। তথৈব মে ব্যক্তিমদাবির্ভাবরূপা ইয়ং বেদলক্ষণা বাণী। অতোহস্তা অতিগুঢ়মর্থং মাং বিনা কো জ্ঞাত্তি জ্ঞাত্বা চ জীবন্ত সংসারনিস্তারণার্থান্ ভক্তিজ্ঞানকন্মাহুপায়ান্ কো ব্যবস্থা-ন্যতীত্যতস্বয়ি পরমযোগ্যে পাত্রে স্বতুল্যে তানুপায়ান্ সাম্প্রতং রূপয়া গুণ্যামি স্বস্তো বদরিকাগ্রমস্থা মুনয়ঃ প্রাপ্য কৃতার্থা ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুব্রবাদ। ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তিবিশয়ে দৃষ্টান্ত। যেমন অগ্নি খে অর্থাৎ দারুণত-আকাশে উদ্ভা অর্থাৎ প্রথমমথনে অব্যক্ত তেজোরূপে স্থিত, তাহার পর দারুণ অর্থাৎ কাষ্ঠে অধিক মধ্যমান (মথিত) হইলে অনিল-সহায় হইয়া (বায়ুর সাহায্যে) অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মবিস্কুলিঙ্গাদি-রূপ হয়, তাহার প্রজাত অর্থাৎ প্রকর্ষ বা স্থূলতার সহিত জাত হবিঃ বা স্বতসংযোগে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ আমার ব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাবরূপ এই বেদলক্ষণা বাণী। অতএব ইহার গুঢ় অর্থ আমি বিনা কে জানিবে ও জানিয়া জীবের সংসারনিস্তারার্থ ভক্তি-জ্ঞান-কন্ম-প্রভৃতি উপায় কে ব্যবস্থা করিবে? অতএব পরম

যোগ্যপাত্র আমার নিজতুল্য তোমাতে সম্প্রতি রূপাবশে  
শ্রুস্ত করিতেছি। তোমা হইতে বদরিকাশ্রমস্থ মনিগণ  
পাইয়া কৃতার্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে এবং  
অগ্নি আকাশে অব্যক্তভাবে বিরাজ করে। কাষ্ঠ মধ্যও  
আকাশ আছে এবং সেই আকাশে অগ্নিও আছে। অগ্নিকে  
প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ কাষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর ঘর্ষণ  
করিতে হয়। ঐ কালে তন্মধ্যে যে একটা উদ্ভাবের  
প্রতীতি হয়, তাহাই তদ্রূপ অব্যক্ত অগ্নির ব্যক্ত ভাব।  
পরে কাষ্ঠদ্বয়কে যখন বলপূর্বক অধিক ঘর্ষণ করা হয়,  
তখন তাহার ভিতর হইতে অগ্নি কিঞ্চিৎ অণুরূপ-ধারণে  
বায়ুযোগে বিক্ষুব্ধরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়, পরে সেই  
কাষ্ঠকেই অবলম্বনপূর্বক অগ্নির স্বরূপেই প্রকাশ হয় এবং  
ব্রতযোগে পুষ্ট হয়; সেইরূপ এই বেদলক্ষণা বাণীই  
ভগবানের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবরূপ। অর্থাৎ ‘পর্য’  
অব্যক্তের স্থায় অব্যক্ত উদ্ভাৱরূপ, ‘পশুস্তী’-‘স্বক্ষবিক্ষুলিঙ্গ’-  
রূপ, ‘মধ্যমা’ অগ্নিতুলা এবং ‘বৈথরী’ প্রদীপ্ত-অগ্নি।

দ্বিতীয় অর্থ—প্রকটলীলাবিকারও অগ্নি-দৃষ্টান্তে স্পষ্ট-  
রূপে দেখাইতেছেন—

স্বশাস্ত্ররূপেষিতরৈঃ স্বরূপৈ-  
রভ্যর্দ্যমানেষু কল্পিতান্য।  
পরাবরেশো মহদংশুস্তো  
হজ্জোহপি জাতো ভগবান্ যথাগিঃ ॥

ভাঃ ৩২।১৫

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—ভগবদাশ্রিতগণের দ্বিবিধ রূপ—  
শাস্ত্রস্বরূপ ভগবদ্ভক্ত ও তদিতর অশাস্ত্রস্বভাব অনুরগণ।  
অনুরগণ যখন সেই ভক্তগণকে পীড়ন করিতে থাকে,  
তখন চিদিচিদীপ্তর পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ভক্তের  
প্রতি দয়াদ্রাস্তঃকরণে প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও, কাষ্ঠে  
যেরূপ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ মৎস্ত-কুর্শাদি  
অবতারগণ-সহ যুক্ত হইয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।

“আত্যন্তিক-কারণবশতঃ প্রাকৃতজন্মরহিত হইয়াও  
আবির্ভূত। মহাভূতরূপে নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেরূপ

মণিশিলাতে ঘর্ষণবশতঃ আবির্ভূত হয় তদ্রূপ মথুরাদিনিত্য-  
ধামস্থ ভগবান্ মথুরায় অবস্থিত অতিক্রেশপ্রাপ্ত নিজভক্ত  
বাসুদেব-উগ্রসেনাদিতে রূপাশক্তিঘর্ষণবশে আবির্ভূত  
হইয়াছিলেন।”—শ্রীবিষ্মনাথ।

অতএব মূলশ্লোকে ‘মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী’র অর্থ  
‘যেহেতু ইহা স্বরহস্তৈকবেদ্যবিজ্ঞ আমারই বাণী এ বিষয়ে  
কোন অসংভাবনা করিতে হইবে না। গর্ভা দ্বন্ধমে  
আবির্ভাব-মাত্রাংশে এই দৃষ্টান্ত।’—শ্রীজীবপাদ ॥ ১৮ ॥

এবং গদিঃ কন্মগতিবিসর্গো

ভ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।

সংকল্পবিজ্ঞানমখ্যাভিমানঃ

সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥ ১৯ ॥

**অনুসর।** (উক্তাং বাগবত্তিথ্যুপসংহরন্ ইতেরেন্দ্রিয়-  
বৃত্তিষতিদিশতি) এবং (পূর্ববৎ) গদিঃ (গদনং ভাষণং)  
কন্ম (হস্তয়োবৃত্তিঃ) গতিঃ (পাদয়োবৃত্তিঃ) বিসর্গঃ  
(পায়ুবৃত্তিঃ) ভ্রাণঃ (অবভ্রাণং) রসঃ (রসনং) দৃক্ (দর্শনং)  
স্পর্শঃ (স্পর্শনং) শ্রুতিঃ (শ্রবণং) চ সংকল্পবিজ্ঞানং  
(সঙ্কল্পো মনসো বৃত্তিবিজ্ঞানং বুদ্ধির্চয়োবৃত্তিঃ) অথ  
(অপি চ) অভিমানঃ (অহঙ্কারশ্চ বৃত্তিঃ) সূত্রং  
(প্রধানশ্চ বৃত্তিঃ) রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ (সত্ত্বরজস্তমসাং  
বিকারোহধিদৈবাদিজিবিধঃ প্রপঞ্চে মে ব্যক্তিরিতি  
পূর্বেণাশয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ।** এইরূপ বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য কখন,  
হস্তের বৃত্তি কন্ম, পদের বৃত্তি গতি, পায়ুর বৃত্তি মলমূত্রাদি  
পরিত্যাগ, নাসিকার বৃত্তি ভ্রাণ, রসনার বৃত্তি রসগ্রহণ,  
চক্ষুর বৃত্তি দর্শন, স্বকের বৃত্তি স্পর্শ, কর্ণের বৃত্তি শ্রবণ, মনের  
বৃত্তি সংকল্প, বুদ্ধি-চিন্তের বৃত্তি বিজ্ঞান, অহঙ্কারবৃত্তি  
অভিমান, প্রধানের বৃত্তি সূত্র এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের  
বিকারজাত অধিদৈব প্রভৃতি ত্রিবিধ প্রপঞ্চে আমারই  
অভিব্যক্তিস্বরূপ জানিবে ॥ ১৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ। মৎস্বরূপভূতা বেদলক্ষণা  
বাণী যথা ব্রহ্মশরীরাহুত্বা তথৈব প্রাকৃত্যপি বাণী

প্রাকৃতলোকশরীরাদপত্রংশাদিরূপা সম্ভবতীত্যাহ। এবং গদিরীগিন্দ্রিয়ব্যাপারো ভাষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ। “চত্বারি বাক্ পরিমিতাঃ পদানি তানি বিহুর্কাক্ষণ যে মনীষিণঃ গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেদ্রয়ন্তি তুরীয়ং বচো মনুষ্যো বদন্তি ইতি। অস্যা অর্থঃ বাক্ বচনানি চত্বারি পরিমিতাঃ পরিমিতানি পদানি সুপ্তিগুণানি। অত্র ত্রীণি পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমাখ্যানি প্রাণরমনোবুদ্ধিস্থানি আধারনাভিস্থদয়েষু ক্ষুরন্ত্যপি নেদ্রয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি। তুরীয়ং বৈখর্য্যখ্যাং বাগিন্দ্রিয়গতং বাচো বচনমিতি যথা গদিরৈবমেব সমষ্টি-ব্যস্তীনাং সর্কেন্দ্রিয়-ব্যাপারো মমৈব প্রাকৃতী ব্যক্তিরিত্যাহ, কশ্মহস্তয়ো-ব্যাপারঃ। গতিঃ পদয়োঃ। বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োরিতি কশ্মেন্দ্রিয়াণাং। ঘ্রাণোহবজ্রাণঃ। রসো রসনং। দৃক্ দর্শনং। স্পর্শঃ স্পর্শনং। শ্রুতিঃ শ্রবণমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাম্, সঙ্কল্লো মনসঃ। বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিন্তয়োঃ। অভিমানোহ-হঙ্কারস্ত। স্বত্রং প্রধানস্য। রজঃসত্ত্বতমসাং বিকারো অধ্যাত্মাদিত্রিবিধঃ প্রপঞ্চঃ ব্যক্তিস্মায়িকীতি পূর্বে-গাঘরঃ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর সংস্বরূপভূতা বেদলক্ষণা বাণী যেমন ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভূতা, সেইরূপ প্রাকৃত বাণীও প্রাকৃত লোকের শরীর হইতে অপত্রংশাদিরূপ উৎপন্ন হয়। এইরূপ গদি অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ব্যাপার, ভাষণ। এ সম্বন্ধে শ্রুতি—‘বচন চারিটী পরিমাণ পদ (সুপ্ত-তিগুস্ত)। সেগুলি মনীষী ব্রাহ্মণগণ জানেন। তন্মধ্যে তিনটি (পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাখ্যা প্রাণ, মন ও বুদ্ধিতে স্থিত) গুহাতে (আধার-নাভি-হৃদয়ে) নিহিত (ক্ষুরিত হইয়াও) চলে না (স্বরূপ প্রকাশ করে না)। তুরীয় (চতুর্থ অর্থাৎ বৈখরী নাম বাগিন্দ্রিয়গত) বচন মনুষ্যে বলে’। যেমন গদি সেইরূপ সমষ্টিব্যষ্টিসকলের সর্কেন্দ্রিয়ব্যাপার আমারই প্রাকৃত অভিব্যক্তি। কশ্ম হস্তের ব্যাপার, গতি অর্থাৎ পাদদ্বয়ের ব্যাপার, বিসর্গ (ত্যাগ) পায়ু ও উপস্থের ব্যাপার এই কশ্মেন্দ্রিয়গণের ব্যাপার, ঘ্রাণ অর্থাৎ অবজ্রাণ, রস অর্থাৎ রসন বা স্বাদ। দৃক্ অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শ

অর্থাৎ স্পর্শন, শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ব্যাপার। সংকল্ল অর্থাৎ মনের ব্যাপার, বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিন্তের ব্যাপার, অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কারের ব্যাপার, স্বত্র অর্থাৎ প্রধানের ব্যাপার। রজঃ-সত্ত্ব-তমের বিকার অর্থাৎ অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ মায়িকী অভিব্যক্তি—এই পূর্বের সহিত অন্বয় ॥ ১৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ বেদরূপে নিজাবির্ভাব দেখাইয়া তদর্থদ্বারা জীবগণের জগদাবেশ ত্যাগ করাই-বার জন্য লৌকিক বাগাদিবৃতিসমূহেরও তাঁহা হইতে উদ্ধব দেখাইতেছেন। তবে পরাখ্যাদিক্রমে উৎপন্ন বাগবৃত্তাদি স্বরূপশক্তিজাত, আর লৌকিকী উৎপন্ন বাগবৃত্তাদি মায়াশক্তিজাত।

পরানামী বাকশক্তি দেহের অভ্যন্তরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরে আধারচক্রে মনোজ্যন্তুণে আলোড়িত হইয়া প্রথম পশ্যন্তী নামে কারণরূপ ধারণ করে; অনন্তর নাভিস্থল পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রে তদপেক্ষা অভিব্যক্ত স্বল্প ‘মধ্যমা’ নামে অভিহিত হয়, পরে বৈখরীরূপে বাক্যরূপধারণে বাহিরে প্রকাশ পায়।

এতদ্বারা যেমন ভগবানের মায়াশক্তি প্রাণবায়ুর যোগে ক্রমাশয়ে চতুর্থ পর্যায়ে শব্দরূপে অভিব্যক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক কশ্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-প্রধানের ব্যাপার সমূহ এবং ত্রিগুণের বিকার আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ-কার্য্যসমূহ মায়িকী শক্তিরই অভিব্যক্তি বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অয়ং হি জীবস্ত্রিপুরদজ্জযোনি-

রব্যক্ত একো বয়সা স আত্মঃ।

বিস্ত্রিষ্টশক্তিবহুধে ভাতি

বীজানি যোনিং প্রতিপত্তা যদ্বৎ ॥ ২০ ॥

**অন্বয়।** (তন্মাদীশ্বর্য্যভিব্যক্তিরূপঃ প্রপঞ্চো নৈশ্বর্য্যাদি-নোহন্তীত্যাহ) বীজানি যোনিং (ক্ষেত্রং) প্রতিপদ্য (প্রাপ্য) যদ্বৎ (যথা বহুধা উদগতা ভবন্তি তথা)

ত্রিবৃৎ ( ত্রিগুণাশ্রয়ঃ ) আত্মঃ ( সনাতনঃ ) অজ্ঞযোনিঃ  
( লোকপদ্মস্ত কারণভূতঃ ) সঃ অয়ং জীবঃ (ঈশ্বর আদৌ)  
অব্যক্তঃ একঃ হি ( এব ) বয়সা ( কালেন ) বিশ্লিষ্টশক্তিঃ  
( বিশ্লিষ্টা বিভক্তা বাগিন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যন্ত স তথা  
সন্ ) বহুধা ( বহুপ্রকারঃ ) ইব ভাতি ( প্রকাশতে ) ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।** বীজ যেমন ক্ষেত্রলাভে বহুরূপে  
প্রকাশ পায় সেইরূপ ত্রিগুণাশ্রয় সনাতন লোকপদ্মের  
কারণীভূত সেই পরমেশ্বরও প্রথমে এক অব্যক্তস্বরূপে  
অবস্থিত থাকিয়া কালক্রমে বাগিন্দ্রিয়াদি শক্তিবিকার  
ক্রমে বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

**বিশ্বনাথ ।** তন্মাদীশ্বর্যাব্যক্তিরূপঃ প্রপঞ্চো  
নেশ্বর্যস্তি ইতি বক্তুং প্রথমমীশ্বরমাহ,—অয়ং জীব  
ঈশ্বরস্ত্রিবৃৎ ত্রিগুণমাত্রাশ্রয়ঃ ত্রিবৃৎরূপে নৈব অজ্ঞযোনিঃ  
অজ্ঞস্ত লোকপদ্মস্ত কারণভূতঃ । প্রথমং সৃষ্টেঃ পূর্বমব্যক্ত  
এক এব বয়স-কালেন স এব আত্ম ঈশ্বরঃ প্রপঞ্চাত্মকো  
ভবতীত্যাহ— বিশ্লিষ্টশক্তিবিশ্লিষ্টাঃ পৃথক্ পৃথগ্ভিত্তা  
বাগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ শক্তয়ো যন্ত তথাভূতঃ সন্ বহুধা  
দেবমল্লুঘাদিবহুপ্রকারকো ভাতি । একস্ত বহুধা ভানে  
দৃষ্টান্তঃ । যোনিং ক্ষেত্রং প্রতিপদ্য প্রাপ্য বীজানি যদ্বৎ ।  
একৈকস্যাপি বীজন্ত বহুশউদগমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** অতএব ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপ  
প্রপঞ্চ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, এই কথা বলিতে প্রথম ঈশ্বর  
সম্বন্ধে বলিতেছেন । এই জীব অর্থাৎ ঈশ্বর ত্রিবৃৎ অর্থাৎ  
ত্রিগুণ-মাত্রাশ্রয়, ত্রিবৃৎরূপ বলিয়াই অজ্ঞযোনি অর্থাৎ  
লোকপদ্মের কারণভূত । প্রথমে সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত  
একই, বয়স অর্থাৎ কালক্রমে সেই আত্ম ঈশ্বর প্রপঞ্চাত্মক  
হন, ইহাই বলিতেছেন । বিশ্লিষ্ট শক্তি অর্থাৎ বাহ্য  
বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত বাগাদি-ইন্দ্রিয়রূপ  
শক্তিগণ, বহুধা দেব-মল্লুঘাদি বহুপ্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত  
হন । একের বহুপ্রকার প্রকাশের দৃষ্টান্ত—যোনি অর্থাৎ  
ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া বীজগণ যেমন । একটী একটী বীজের  
বহুল উদগম হয় ॥ ২০ ॥

**অনুদর্শিনী ।** ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্তভাবে  
অবস্থান করিতেছিলেন । ত্রিগুণাত্মিকামাত্রা এক তাঁহাকেই

অবলম্বন করিয়াছিল । এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ লোকপদ্ম তাঁহারই  
চেষ্টাশক্তির বিকাশ মাত্র । একটী বীজ উপযুক্ত কালে  
উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিপতিত হইলে যেমন অঙ্কুরিত হইয়া  
বহুপ্রকারে অভিব্যক্ত হয় সেইরূপ অদ্বিতীয় সেই একই  
ঈশ্বর মাত্রাশক্তিধারে বাগিন্দ্রিয়াদি পৃথক্ পৃথক্ শক্তিরূপে  
আবির্ভূত হইয়া দেবমল্লুঘাদি-বহুপ্রকারে প্রপঞ্চভাবে  
প্রকাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥

যস্মিন্মিদং প্রোতমশেষমোতং

পটৌ যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ।

য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ

কর্মাশ্রয়কঃ পুষ্পফলে প্রস্মৃতে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।** ( তন্মাত্রাং তন্মাত্রাবিলসিতত্বাৎ তদাশ্রয়মিদং  
জগৎ ন ততঃ পৃথগিতি সদৃষ্টান্তমাহ ) তন্তুবিতানসংস্থঃ  
( তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতির্থন্তু সঃ ) পটৌ যথা ( ইব ) অশেষম্  
ইদং ( নিখিলং জগৎ ) যস্মিন্ ( ঈশ্বরে ) ওতং ( দীর্ঘতন্তু  
পটবৎ ) প্রোতং ( তির্ধ্যাক্ তন্তুচ্চ পটবৎ স্থিতং বর্ততে স  
বহুধা ইব ভাতিতি পূর্বেণাময়ঃ ) পুরাণঃ ( অনাদিঃ )  
কর্মাশ্রয়কঃ ( প্রবৃত্তিস্বভাবঃ ) যঃ এষঃ সংসারতরুঃ  
( সংসাররূপবৃক্ষঃ ) পুষ্পফলে ( ভোগাপবর্ণো ) প্রস্মৃতে  
( জনয়তি ) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।** পট যেরূপ বিস্তৃত তন্তুসমূহে ওতপ্রোত-  
ভাবে অবস্থিত, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পরমপুরুষ ঈশ্বরে  
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । অনাদি, প্রবৃত্তিশীল  
এই সংসারবৃক্ষ ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও ফলের প্রসব  
করিতেছে ॥ ২১ ॥

**বিশ্বনাথ ।** তন্মাত্রাবিলসিতত্বাত্তদাশ্রয়মিদং জগন্  
ততঃ পৃথগিতি সদৃষ্টান্তমাহ, যস্মিন্মিতি । তন্তুবিতানে  
সংস্থা স্থিতির্থন্তু স পটৌ যথা তথা যস্মিন্মিদং বিশ্বং ওতং  
দীর্ঘতন্তুচ্চ প্রোতং তির্ধ্যাক্তন্তুচ্চ পট ইব । এবম্ভূতং  
সমষ্টিব্যাপ্ত্যাশ্রয়কঃ শরীরমেব সংসারহেতুত্বাৎ সংসারন্তং  
তরুরূপকেন বর্ণয়তি, য ইতি । পুরাণঃ অনাদিঃ,  
কর্মাশ্রয়কঃ কর্মপ্রবাহময়ঃ । পুষ্পং ফলশ্রাদিমৌ ভাগঃ  
শুভাদৃষ্টহরদৃষ্টে । ফলং স্তব্ধত্বাৎ ॥ ২১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** তাঁহার মায়াবিলসিত বলিয়া তাঁহার আশ্রিত এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, এই কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—তত্ত্ববিতানসংস্থ অর্থাৎ ঐহার তত্ত্ববিতানে সংস্থা বা স্থিতি, এরূপ পট যেমন, তেমনই ঐহাতে এই বিশ্ব ওত অর্থাৎ দীর্ঘতত্ত্বগুলিতে (টানা) প্রোত অর্থাৎ তির্যক্ তত্ত্বগুলিতে (পোড়েন) পটের মত। এই প্রকার সমষ্টিব্যাপ্তি-আত্মক শরীরই সংসারের হেতু বলিয়া সংসার, উহাকে তরুরূপে বর্ণনা করিতেছেন। পুরাণ অর্থাৎ অনাদি, কৰ্ম্মাত্মক অর্থাৎ কৰ্ম্মপ্রবাহময়। পুষ্প—ফলের পূর্বভাগ, শুভাদৃষ্ট ও দুঃদৃষ্ট, ফল সুখ ও দুঃখ ॥২১॥

**অনুদর্শিনী।** সূত্রসমূহে সংস্থিত বস্ত্রের স্থায় কারণাত্মক দ্বন্দ্বের এই নিখিল বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে (টানা ও পোড়েনের স্থায়) বর্তমান। এই সংসার-তরুর পুষ্প—শুভাশুভ অদৃষ্ট, ফল—সুখ ও দুঃখ, সমষ্টি—বনতুল্য সর্বজগৎ। ব্যাপ্তি-বৃক্ষতুল্য প্রত্যেক শরীর তদাত্মক। যথা কঙ্কা-পটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাপ্ত সংস্থিতাঃ।

এবং বিষ্ণুবিদং বিশ্বমোতং প্রোতং চ সংস্থিতম্ ॥—স্কান্দে  
‘ওতং প্রোতং পটবদ্বজ্র বিশ্বম্।’ ভাঃ ৬।৩।১২

ওতপ্রোতমিদং বস্মিস্তত্ত্বজ্ঞং যথা পটঃ ॥ ভাঃ ১০।১৫।৩৫

হে রাজন, তত্ত্বরাশিতে পট যেমন অল্পহ্যাত, সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ঐহাতে অল্পহ্যাত বা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছে ॥২১॥

দে অশ্রু বীজে শতমূলত্রিনালঃ

পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।

দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-

ত্রিবন্ধলো দ্বিকলোহর্কঃ প্রবিষ্টঃ ॥

অদন্তি চৈকং ফলমশ্রু গৃধ্রা।

গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।

হংসা য একং বহুরূপমিজৈ-

র্যাময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥ ২২-২ ॥

**অনুব্র।** (এবমুতং সমষ্টিব্যাপ্তাত্মকং বিশ্বমবিভাগ্য-

অশ্রুধ্বংসং বৃক্ষরূপং জীবশ্রু কর্তৃত্বাদিসংসারহেতুঃ।  
অতন্ত্বদ্বিবেকজ্ঞানেন কৰ্ম্মাদি সর্বং ত্যাগ্যমিত্যুক্তমিত্যা-  
শয়েন।) পুরাণঃ (অনাদিঃ) কৰ্ম্মাত্মকঃ (প্রবৃত্তিষভাবঃ)  
যঃ এষঃ সংসারতরুঃ (সংসাররূপো বৃক্ষঃ) পুষ্পফলে  
(ভোগাপবর্গো) প্রসূতে (জনয়তি) অশ্রু (সংসারতরোঃ)  
দে (পুণ্যপাপে) বীজে (ভবতঃ কিঞ্চ স তরুঃ) শতমূলঃ  
(শতমপরিমিতা বাসনা মূলানি যশ্রু সঃ) ত্রিনালঃ  
(ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যশ্রু সঃ) পঞ্চস্কন্ধঃ (পঞ্চ-  
ভূতানি স্কন্ধা যশ্রু সঃ) পঞ্চরসপ্রসূতিঃ (পঞ্চরসাঃ  
শব্দাদিবিষয়াস্তেষাং প্রসূতির্হ্যং সঃ) দশৈকশাখঃ (দশ চ  
একক্ষেত্রিয়াণি শাখা যশ্রু সঃ) দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ (দ্বয়োঃ  
সুপর্ণয়োর্জীবপরমাশ্রয়ননীড়ং যশ্মিন্ সঃ) ত্রিবন্ধলঃ  
(ত্রীণি বন্ধলানি ত্রয়ো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণো যশ্রু সঃ) দ্বিকলঃ  
(দে স্রুতঃখে ফলে যশ্রু সঃ) অর্কং প্রবিষ্টঃ (সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং  
ব্যাপ্তো বর্ততে)। গৃধ্রাঃ (গৃধ্যস্তীতি গৃধ্যঃ কামিনঃ)  
গ্রামেচরাঃ (গৃহস্থাঃ) অশ্রু (সংসারবৃক্ষশ্রু) একং  
ফলং (দুঃখরূপম্) অদন্তি (ভক্ষয়ন্তি) হংসা (বিবেকিনঃ)  
অরণ্যবাসাঃ (সন্নাসিনঃ) চ একং (সুখরূপং ফলমদন্তি)  
যঃ (জনঃ) ইজ্যৈঃ (পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃষ্বা) একং  
(পরমানন্দং) র্যাময়ং (মায়াময়ং) সমুদ্ভূতত্বান্মায়াময়-  
মেবং) বহুরূপং বেদ (জানাতি) সঃ (জনঃ) বেদং  
(বেদতত্ত্বার্থং) বেদ (জানাতি) ॥ ২২-২৩ ॥

**অনুবাদ।** অনাদি, প্রবৃত্তিষভাব এই সংসাররূপ  
বৃক্ষ ভোগ ও মুক্তিরূপ পুষ্প ও ফলের প্রসব করিতেছে।  
এই সংসার বৃক্ষের পুণ্য,পাপ দুইটি ইহার বীজ, অপরিমিত  
বাসনাসমূহ ইহার মূল, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইহার প্রকাণ্ড,  
পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, শব্দাদি পঞ্চবিষয় ইহার রস, একাদশ  
ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা-রূপ ইহার বন্ধলত্রয়,  
সুখদুঃখ দুইটি ইহার ফল এবং জীব ও পরমাত্মারূপ  
পক্ষীদ্বয় ইহাতে অবস্থান করেন। ইহা সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত  
ব্যাপ্তা গৃধ্র অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখরূপ ফলটি  
ভোগ করে এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সন্নাসিগণ  
ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি পৃজনীয়  
গুরুবর্গের সাহায্যে ইহা এক পরমানন্দময় পুরুষেরই

মায়াশক্তি-প্রভাবে বহুরূপে উদ্ভূত অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বেদের তদ্বার্থ অবগত হইয়া থাকেন ॥ ২২-২৩ ॥

**বিশ্বনাথ** । রূপকং বিবণোতি,—দে ইতি । দে পুণ্যপাপে অশ্রু বীজে । শতং অপরিমিতা বাসনা মূলানি যন্ত । ত্রয়ো গুণা নালানি প্রকাণ্ডা যন্ত । পঞ্চ ভূতানি স্কন্ধা যন্ত । পঞ্চরসাঃ শব্দাদিবিষয়স্তেবাং প্রসূতিষ্মাং । দশ একা চ শাখা ইন্দ্রিয়াণি যন্ত । দ্বয়োঃ সুপর্ণয়ো জীব-পরমাঙ্গনো নীড়ং বাসো যস্মিন্ । ত্রীণি বঙ্কলানি ত্বচো বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাণো যন্ত । দে সুখদুঃখে ফলে যন্ত সঃ । অর্কং প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তঃ । তং নির্ভিচ্ছ গতন্ত সংসারাতাভাং । তৎফলভোক্তৃনাহ,—গৃধ্যস্তীতি গৃধাঃ কামিনঃ । গ্রামেচরাঃ গৃহস্থাঃ । অশ্রু বৃক্ষস্তৈকং ফলমবিত্যাময়ং দুঃখমদন্তি । অবিত্যাময়শ্চ নরকস্বর্গাদেবপি দুঃখরূপত্বাং । অরণ্যবাসাঃ সন্ন্যাসিনঃ হংসা বিবেকিনঃ একং ফলং বিত্যাগময়ং সুখমদন্তি জ্ঞানবন্তনঃ সর্ব্বথা সুখরূপত্বাং । এবং বহুরূপং মায়াশক্ত্যা সমুদ্ভূতত্বাং মায়াময়ং ইজ্যৈঃ পূজ্যৈশ্চৈকভিঃ কৃত্বা যো বেদ স বেদং বেদতত্ত্বার্থং বেদ ॥ ২২-২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ** । রূপকটী বর্ণনা করিতেছেন । দুই অর্থাৎ পুণ্য পাপ ইহার বীজ, শত অর্থাৎ অপরিমিত বাসনা ইহার মূল, তিনটি গুণ ইহার নাল অর্থাৎ প্রকাণ্ড, পঞ্চভূত ইহার স্কন্ধ, পঞ্চরস অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের প্রসূতি বা উৎপত্তি ইহা হইতে একাদশ (দশ এক) ইন্দ্রিয় ইহার শাখা, ইহাতে জীব ও পরমাঙ্গা—এই দুই পক্ষীর নীড় অর্থাৎ বাস, বাতপিত্তশ্লেষ্মা ইহার তিনটি বঙ্কল বা ত্বক । সুখ দুঃখ ইহার দুইটি ফল । ইহা অর্ক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তৎপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত । উহা ভেদ করিয়া গত ব্যক্তির সংসার থাকে না । উহার ফলভোক্তার বিষয় বলিতেছেন । গৃধ (শকুনি) গ্রামেচর অর্থাৎ কামী গৃহস্থ-গণ এই বৃক্ষের একটি ফল অর্থাৎ অবিত্যাময় দুঃখ ভোজন করিতেছে । অবিত্যাময় নরক স্বর্গাদিও দুঃখরূপ । অরণ্যবাস অর্থাৎ সন্ন্যাসী হংস অর্থাৎ বিবেকিগণ আর

একটি ফল অর্থাৎ বিদ্যাময় সুখ ভোজন করেন । জ্ঞানবন্ত সর্ব্বপ্রকারে সুখরূপ । এই প্রকার বহুরূপ বহু ভাবে প্রকাশ । মায়াশক্তিদ্বারা সমুদ্ভূত বলিয়া মায়াময়, ইজ্য অর্থাৎ পূজ্য গুরু করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে যিনি জানেন, তিনি বেদ অর্থাৎ বেদের তদ্বার্থ জানেন ॥ ২২-২৩ ॥

**অনুদর্শিনী** । এই ব্যষ্টিদেহরূপ ও সমষ্টিদেহরূপ সংসার তত্ত্ব—

দুইটি বীজ—পুণ্য ও পাপ, মূল—অপরিমিত বাসনা, ত্রিকাণ্ড—ত্রিগুণ, স্কন্ধ—পঞ্চভূত, পঞ্চরস—শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ, শাখা—একাদশ ইন্দ্রিয়, দুইটি পক্ষী—জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গা, বঙ্কল—বাত, পিত্ত শ্লেষ্মা, দুইটি ফল—সুখ ও দুঃখ । বৃক্ষ অর্থাৎ দেহ—সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত সকাম গৃহস্থগণ বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে এবং বনচর বিবেকী সন্ন্যাসিগণ সুখরূপ ফল ভোগ করেন । অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ব্রহ্মসুখার্ণব লাভ করেন । ব্রহ্মসহ মোক্ষ প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহাদের আর পতন হয় না । এই সংসারবৃক্ষ বহুবিধনরক-স্বর্গাপবর্ণপ্রাপক বলিয়া বহুরূপ এবং মায়াময় । যিনি শ্রীগুরুপাদপন্ন লাভ করেন, তিনিই শ্রীগুরুরূপায় বেদের তত্ত্ব অথবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজকে জানিতে পারেন ।

যথা—‘যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ । তষ্ট্রৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥’—

স্বৈতাশ্বতর ।

এতৎ প্রসঙ্গে (‘একায়নোহসৌ দ্বিফলস্মিমূলঃ’—‘পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো য়ে’) ভাঃ ১০।২।২৭-২৮ শ্লোক এবং ‘ইদং শরীরং কোন্তেয়’ গীতা ১৩।২ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২২-২৩ ॥

এবং গুরুপাসনয়ৈকভক্ত্যা

বিভাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ ।

বিবৃশ্চ জীবাসয়মপ্রমত্তঃ

সম্পদ্য চাত্মানমথ তাজাস্তম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং



বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবতুদ্ধবসংবাদে  
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

**অন্নয় ।** স্বর্গেবং জ্ঞাত্ব কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্বং সাধনং  
তাজেত্যাহ ধীরঃ (বিবেকী ত্বম্) অপ্রমদঃ (সাবধানঃ সন্)  
এবং (পূর্বোক্ত-ক্রমেণ) গুরুপাসনয়া (গুরুসেবাজনিতয়া)  
একভক্ত্যা (একান্তভক্ত্যা সহ) শিতেন (তীক্ষ্ণেণ) বিজ্ঞা-  
কুঠারেণ (জ্ঞানকুঠারেণ) জীবাসয়ং (জীবোপাধিং  
ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং) বিবৃশ্যা (ছিদ্রা) আত্মানং  
(পরমাত্মানং) চ সম্পদা (প্রাপ্য) অথ (পশ্চাৎ) অজ্ঞং  
(সাধনং) তাজ (পরিহর) ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যায়মঃ  
সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ ।** তুমিও বিবেকী এবং সাবধান হইয়া  
পূর্বোক্তক্রমে গুরুসেবাজনিত একান্ত-ভক্তি-সহকারে তীক্ষ্ণ  
জ্ঞানকুঠার-দ্বারা ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করতঃ  
পরমাত্মকে প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ জ্ঞানরূপ সাধন ত্যাগ  
করিবে ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ  
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

**বিশ্বনাথ ।** স্বর্গেবং জ্ঞাত্ব কৃতকৃত্যঃ সন্ সর্বসা-  
ধনং সংতাজেত্যাহ । একয়া গুণভূতয়াপি মুখ্যয়া  
ভক্ত্যা শিতেন তীক্ষ্ণকৃতেন জ্ঞানকুঠারেণ জীবোপাধিং  
ত্রিগুণাত্মকং লিঙ্গশরীরং বিবৃশ্যা ছিদ্রা পরমাত্মানঞ্চ  
সংপদ্য প্রাপ্য অথাস্তং জ্ঞানরূপং সাধনং তাজেতি সর্ব-  
বাক্যানাং ময়া ত্বমেব লক্ষ্যীক্রিয়সে । যথা গীতা শাস্ত্রে  
পূর্বমর্জ্জুন ইত্যতঃ স্বস্যানিষ্টং নাশকনীয়মিতি ভাবঃ ॥২৪॥

ইতি সারার্থদর্শিনাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একাদশে দ্বাদশোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে  
একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী  
টীকা সমাপ্তা ।

**বঙ্গানুবাদ ।** তুমিও এইরূপ জানিয়া কৃতকৃত্য  
হও ও সর্বসাধন সমাক্ ত্যাগ কর । এক অর্থাৎ গুণ-  
ভূতা হইলেও মুখ্য ভক্তিদ্বারা শিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ করা  
(শান দেওয়া) জ্ঞানকুঠারদ্বারা জীবাসয় অর্থাৎ জীবো-

পাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদ করিয়া আত্মা অর্থাৎ  
পরমাত্মাকে সম্পাদন করিরা বা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর  
অজ্ঞ—জ্ঞানরূপ সাধন ত্যাগ কর । আমি সর্ববাক্য দ্বারা  
তোমাকেই লক্ষ্য করিতেছি । যেমন গীতা শাস্ত্রে পূর্বে  
অর্জুনকে । অতএব স্বীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিও না ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের  
সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী  
টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

**অনুদর্শিনী ।** জ্ঞানথঞ্জো ছেদন ও ভগবন্তজনের  
উপদেশ—“সংছিদ্য হৃদমহুমানসহৃত্তিতীক্ষ্ণ  
জ্ঞানাসিনা ভজত মাহখিলসংশয়াধিন্” ॥ ভাঃ ১১।১৩।৩৩  
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ।

জ্ঞানরূপ সাধনত্যাগ—

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ ।

মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্ব জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥

ভাঃ ১১।১৯।১

অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ।

পূর্বে গীতাশাস্ত্র উপদেশকালে ভগবান্ স্বভক্ত  
অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই যেমন সকল কথা বলিয়াছিলেন,  
এখন তেমনি ভক্তপ্রবর উদ্ধবকেই লক্ষ্য করিয়া সকল  
কথা বলিতেছেন ।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে গীতাশাস্ত্রদ্বারা অর্জুনের  
মোহনাশের ত্রায় শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতের একাদশ  
স্কন্ধোক্তির দ্বারা উদ্ধবের মোহনাশ করিয়াছেন । প্রকৃত  
প্রস্তাবে—‘অর্জুন ও উদ্ধব উভয়েই শ্রীভগবানের নিত্য  
পার্ষদ । সুতরাং তাঁহাদের সংসার-শঙ্কাগন্ধও নাই । কিন্তু  
শ্রীভগবান্ জীবহিতগ্রাহণচার্য্যধুরন্ধর মহারূপালু  
মহৎদিগের মহাপ্রসিদ্ধ কোন এক জনকেই অবলম্বন  
করিয়া জগতে হিতোপদেশ বিস্তার করিয়া থাকেন—  
এই নীতি দেখা যায় ।’ ‘যোগীন্দ্রায়নমন্ত্ৰে’—ভাঃ  
১২।১৩।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ের

সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা । চাঃ ১১।১৪।৩

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ

### শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধেন চাঅনঃ ।

সত্ত্বেনাত্মতমো হত্যাং সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥ ১ ॥

অন্থয় । বিষ্ণাকুঠারেণ ছিন্বেতু্যক্তমতো বিছোৎপত্তি-  
প্রকারমাহ ) শ্রীভগবান্ উবাচ,—সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি  
বুদ্ধেঃ গুণাঃ ( ভবন্তি ) আঅনঃ ন চ ( ভবন্তি ) সত্ত্বেন  
( সত্ত্ববৃত্ত্যা ) অত্মতমো হত্যাং ( রজস্তমবৃত্তী জয়েৎ ) সত্ত্বেন  
( সত্ত্ববৃত্ত্যা ) সত্ত্বং চ এব হি ( সত্যদয়াদিবুদ্ধিরূপমুপশমা-  
অকেন সত্ত্বেনৈব হত্যাং ) ॥১॥

অনুবাদ । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব ! সত্ত্ব,  
রজঃ ও তমঃ এই তিনটি বুদ্ধিরই গুণ, আত্মার গুণ নহে ।  
সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমো গুণকে জয় করিবে এবং  
সত্য-দয়া-প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিকে স্বকীয় উপশমাত্মিকা  
সত্ত্ব-বৃত্তির দ্বারা জয় করিবে ॥১॥

### বিশ্বনাথ ।

ত্রয়োদশে গুণাংস্ত্যক্তমুপায়ং হংসগুহ্যতঃ ।

ইতিহাসাক্ষরিধ্যানাদুচে চিন্তাদ্গুণচ্যুতিম্ ॥

বিষ্ণাকুঠারেণ ছিন্বেতু্যক্তমতো বিছোৎপত্তিপ্রকারমাহ,  
সত্ত্বমিতি সপ্তভিঃ । ন চাঅনঃ নৈব জীবন্ত । অতো  
বন্ধকা অবিচ্ছায়া গুণান্তে হস্তব্যা ইতি ভাবঃ । অত্মতমো  
রজস্তমভাগো । সত্ত্বং সত্যদয়াদিরূপং উপশমাত্মকেন  
সত্ত্বেন হত্যাং ॥১॥

বঙ্গানুবাদ । ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হংসরূপে প্রকা-  
শিত গুহ্যতত্ত্ব হইতে গুণতাগের উপায় এবং ইতিহাস ও  
হরিখান প্রভাবে চিত্ত হইতে গুণচ্যুতি বলিয়াছিলেন ।

‘বিষ্ণাকুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া’ ( ১১।১২।২৪ ) বলা  
হইল, তৎপরে বিছোৎপত্তির প্রকার সাতটি শ্লোকে  
বলিতেছেন । আত্মা অর্থাৎ জীবের নহে অতএব প্রতি-  
বন্ধক অবিচ্ছার গুণ গুলিকে হনন করা প্রয়োজন । অত্মতম  
অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ ভাগ । সত্ত্ব অর্থাৎ সত্যদয়াদিরূপ  
উপশমাত্মক সত্ত্বদ্বারা হনন করিবে ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শনী । সত্ত্বাদিগুণ জীবের নহে—

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নান্নানোগুণাঃ ।” ভাঃ ৬।১২।১৫  
অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার  
গুণ নহে । কাম-ঈহাদি চৌদটি রজোগুণের বৃত্তি ।  
ক্রোধ-লোভাদি ষোলটি তমোগুণের বৃত্তি । ভাঃ ১১।২৫।৩-৪  
শ্লোকে দ্রষ্টব্য । অতএব সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমগুণ নিরাস  
করতঃ উপশমাত্মক ( ভাঃ ১১।২৫।৩৫ ) অর্থাৎ চিত্তসমাধি-  
আত্মক সত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বকে নাশ করিতে হইবে ॥১॥

সত্ত্বাক্রমো ভবেদবুদ্ধ্যাং পুংসো মন্তুক্তিলক্ষণঃ ।

সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ২ ॥

অন্থয় । বুদ্ধ্যাং সত্ত্বাং পুংসঃ মন্তুক্তিলক্ষণঃ ( মন্তুক্তি-  
লক্ষয়তি যো ধর্মঃ সঃ ) ধর্মঃ ভবেৎ সাত্ত্বিকোপসয়া  
( সাত্ত্বিকানাং পদার্থানাং উপাসনয়া সেবয়া ) সত্ত্বং ( সত্ত্ব-  
গুণঃ বুদ্ধং ভবতি ) ততঃ ( সত্ত্বাচ্চ ) ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥২॥

অনুবাদ । সত্ত্বগুণের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবের  
মদীয় ভক্তিরূপ ধর্ম উৎপন্ন হয় । সাত্ত্বিক পদার্থের  
সেবায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তাহা হইতে ধর্ম  
প্রবর্তিত হয় ॥২॥

বিশ্বনাথ । সত্ত্বগুণের গুণপরাভাবকণ্ঠে বলমাহ,—

সত্ত্বাদিতি । মন্তুক্তিঃ গুণভূতলক্ষণং চিহ্নং যত্র সঃ । যত্র  
মন্তুক্ত্যেব লক্ষণং যত্র সঃ । তাং বিনা ত্বলক্ষণো বিগীত  
এব ধর্ম ইত্যর্থঃ । সত্ত্বমেব কথং বর্দেত তত্রাহ সাত্ত্বিকানাং  
বস্তুন্যং উপাসয়া সেবয়া সত্ত্বং বুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ । সত্ত্বগুণের অত্যাগ গুণকে পরাভব

করিতে বলের কথা বলিতেছেন । আমাতে ভক্তি  
বাহাতে গুণভূত লক্ষণ বা চিহ্ন, অথবা আমাতে ভক্তিই  
বাহার লক্ষণ । কিন্তু সেই ভক্তি-বিনা ধর্ম অলক্ষণ বলিয়া  
বিগীত । সত্ত্ব কিরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সে বিষয় বলিতে-  
ছেন । সাত্ত্বিক বস্তুর উপাসনা বা সেবাদ্বারা সত্ত্ব বর্দ্ধিত  
হয় ॥২॥

**অনুদর্শিনী।** ভক্তিরহিত-ধর্ম বিগীত—

ধর্মঃ স্বহৃদ্বিতঃ পুংসাং বিষক্লেশকথাশ্চ যঃ।

নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ভাঃ ১২৮

যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম সূচরূপে  
অহুষ্ঠিত হইয়াও ভগবানের কথা শ্রবণকীর্তনে আসক্তিরূপ  
কচির উদয় না হয়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র ॥২॥

—

ধর্মো রজস্তমো হত্যাং সত্ত্ববুদ্ধিরমৃতমঃ।

আশু নশ্চতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে ॥৩॥

**অন্বয়।** সত্ত্ববুদ্ধিঃ ( সত্ত্বশ্চ বুদ্ধির্ষমিন্ কারণে সঃ )  
অমৃতমঃ ( সর্বোত্তমঃ ) ধর্ম ( এব ) রজঃ তমঃ ( চ )  
হত্যাং ( নাশয়েৎ ) উভয়ে ( উভয়স্মিন্ ) হতে ( বিনষ্টে  
সতি ) আশু ( শীঘ্রং ) হি ( এব ) তন্মূলঃ রজস্তমোমূলকঃ )  
অধর্মঃ নশ্চতি ( বিনষ্টো ভবতি ) ॥৩॥

**অনুবাদ।** সত্ত্ব-বুদ্ধিরূপ সর্বোত্তম ধর্ম রজঃ ও  
তমোগুণের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে এবং রজঃ ও তমঃ  
এই উভয় গুণের বিনাশে শীঘ্রই তন্মূলক অধর্মেরও  
বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** উভয়ে হতে রজস্তমসোইতয়োঃ  
সতোঃ তন্মূলঃ রজস্তমোমূলঃ ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** উভয় অর্থাৎ রজঃ তমঃ হত হইলে।  
তন্মূল অর্থাৎ রজঃ তমের মূল ॥ ৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** সত্ত্ব বুদ্ধি হইলে অর্থাৎ ধর্মপ্রবৃত্তি  
প্রবল হইলে রজস্তমের মূল রাগদ্বेषাদি ও প্রমাদালম্বাদি  
নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

—

আগমোহপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।

ধ্যানং মন্ত্রোহথ সংস্কারো দর্শনং গুণহেতবঃ ॥৪॥

**অন্বয়।** ( সত্ত্ববুদ্ধিহেতুং দর্শয়িতুং সামান্যতো গুণ-  
ত্রয়বুদ্ধিহেতুনাং ) আগমঃ ( শাস্ত্রম্ ) অপঃ ( আপঃ )  
প্রজা ( জনঃ ) দেশঃ কালঃ কর্ম জন্ম চ ধ্যানং মন্ত্রঃ অথ  
সংস্কারঃ এতে দশগুণহেতবঃ গুণত্রয়জন্মাতাঃ ভবন্তি ) ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।** শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম,  
ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার—এই দশটি গুণগণের কারণ হইয়া  
থাকে ॥ ৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** সাত্ত্বিকোপাসনয়েত্যুক্তমতঃ সাত্ত্বিকানি  
বস্তুনি জ্ঞাপয়িতুমাং, দ্বাভ্যাম্। আগমঃ শাস্ত্রং, অপঃ  
আপঃ, প্রজা জনঃ, ত্রিগুণহেতবঃ গুণত্রয়জন্মাতাঃ।  
আগমাদয়ঃ সাত্ত্বিকারাজসাস্তামশাচ স্মারিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ‘সাত্ত্বিক উপাসনাদ্বারা’—এই যে  
বলা হইয়াছে ( দ্বিতীয় শ্লোকে )। এক্ষণে সাত্ত্বিক বস্তু  
সকল জানাইতে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। আগম  
অর্থাৎ শাস্ত্র, অপ্ অর্থাৎ জল, প্রজা অর্থাৎ জন,  
ত্রিগুণহেতু অর্থাৎ গুণত্রয়জন্ম। আগম প্রভৃতি সাত্ত্বিক,  
রাজস ও তামসও হইতে পারে। ৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** নিবৃত্তিপূর শাস্ত্র—সাত্ত্বিক, প্রবৃত্তি-  
পূর শাস্ত্র—রাজস এবং বেদব্যাং শাস্ত্র—তামস ॥ ৪ ॥

—

তত্ত্বং সাত্ত্বিকমেবৈবাং যদ্যদ্বুদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।

নিন্দন্তি তামসং তৎ-তজ্জাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥৫॥

**অন্বয়।** এবাং ( পূর্বোক্তানাম্ আগমাদীনাম্ মধ্যে )  
বুদ্ধাঃ ( ত্রীব্যাসাদয়ঃ ) যদ্ যৎ প্রচক্ষতে ( প্রশংসন্তি )  
তৎ তৎ সাত্ত্বিকম্ এব ( ভবতি যদ্ যৎ ) নিন্দন্তি তৎ তৎ  
তামসং ( ভবতি যত্তু তৈঃ ) উপেক্ষিতং ( নতু স্ততং ন  
নিন্দিতং ) তৎ রাজসং ( ভবতি ) ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।** ইহাদের মধ্যে ত্রীব্যাসাদি জ্ঞানবৃদ্ধগণ  
যে যে বস্তুর প্রশংসা করেন তাহা সাত্ত্বিক; যে যে বস্তুর  
নিন্দা করেন উহা তামসিক এবং যাহার উপেক্ষা করেন  
তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** এবাং মধ্যে প্রচক্ষতে প্রশংসন্তি  
তদুপেক্ষিতং তৈর্নস্ততং নাপি নিন্দিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ইহাদিগের মধ্যে প্রখ্যান বা  
প্রশংসা করেন। তদুপেক্ষিত অর্থাৎ তাহারা যাহার  
প্রশংসা করেন না, নিন্দাও করেন না ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। সাত্ত্বিকাদি শাস্ত্রসমূহের দোষগুণ  
পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

সাত্ত্বিকাশ্চেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবুদ্ধয়ে ।

ততো ধর্ম্যস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥ ৬ ॥

অনুয়। যাবৎ স্মৃতিঃ ( আত্মপ্রত্যক্ষম্ ) অপোহনং  
( দেহদ্বয়তৎকারণভূতগুণাপোঃ তাবৎ ) পুমান্ সত্ত্ববি-  
বুদ্ধয়ে ( সত্ত্বগুণস্ত বিবুদ্ধয়ে ) সাত্ত্বিকানি এব সেবেত ততঃ  
( সত্ত্ববিবুদ্ধৌ ) ধর্ম্যঃ ( ভবতি ) ততঃ ( চ ) জ্ঞানং  
( পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং জায়তে ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মপ্রত্যক্ষলাভ এবং  
স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ও তৎকারণভূত গুণসকলের  
পরিহার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির নিমিত্ত  
সাত্ত্বিক বিষয়েরই সেবা করিবে, তাহা হইলে পরমাত্ম-  
বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। সাত্ত্বিকানি নিবৃত্তশাস্ত্রাণ্যেব ন তু  
রাজস-তামসানি প্রবৃত্তপাণ্ডশাস্ত্রাণি সেবেত। তীর্থাপ  
এব ন গন্ধোদকস্বরোদকাচ্চাঃ জনান্ নিবৃত্তানেব ন  
প্রবৃত্তদুরাচারান্। দেশান্ বিবিজ্ঞানেব ন তু রথাদূত-  
সদনানি কালান্ ব্রাহ্মমূহূর্তপ্রাতরাদীন্ ন প্রদোষ-নিশীথান্  
কর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি ন কাম্যাভিচারাদীনি।  
প্রণবদীক্ষাদিলক্ষণানি ন শাক্তক্ষুদ্রমন্ত্রদীক্ষালক্ষণানি।  
ধ্যানানি যজ্ঞেশ্বরজ্ঞানি-ধার্ম্মিকানাং ন তু কামিনীবিদ্বিষাং।  
মন্ত্রান্ প্রণবাদীন্ ন তু কাম্যক্ষুদ্রান্। সংস্কারানাত্মশোধকান্  
ন তু দেহ-গেহ-স্নানস্থানাদিশোধকান্। ততঃ সত্ত্ববুদ্ধে-  
তোধর্ম্যঃ ধর্ম্মাচ্চ জ্ঞানং। কিং পর্য্যস্তং। স্মৃতিরাত্মা-  
পরোক্ষ্যং যাবৎ দেহদ্বয়াধ্যাস-তৎকারণভূতগুণাপোহশ্চ  
যাবৎ তাবৎ পর্য্যস্তং ভবেৎ। তদেব জ্ঞানং বিদ্যা  
সৈব জীবোপাধিং দঙ্ক্ণা নিরিক্কনাগ্নিবদন্তে স্বয়মপি  
শাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। (১) সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিবৃত্তশাস্ত্রকেই  
সেবা করিবেন, রাজস তামস প্রবৃত্ত পাণ্ড-শাস্ত্রকে নয়।  
(২) তীর্থের জলই সেবা করিবে, গন্ধজল, সুরাদি নহে।  
(৩) নিবৃত্ত জনগণকেই সেবা করিবে, প্রবৃত্ত-দুরাচারগণকে

নহে। (৪) নির্জ্ঞান দেশেরই সেবা করিবে, রাজপথ  
দ্যুতক্রীড়া-স্থানকে নহে। (৫) ব্রাহ্মমূহূর্ত প্রাতঃ প্রভৃতি  
কালকে সেবা করিবে, রজনীমুখ ও রাত্তিকে নহে। (৬)  
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের সেবা করিবে, কাম্য-অভিচারাদির  
নহে। (৭) প্রণবদীক্ষাদি লক্ষণ জন্মের সেবা করিতে  
হইবে, শাক্তক্ষুদ্রমন্ত্রদীক্ষাদি-লক্ষণ জন্ম নহে। (৮)  
যজ্ঞেশ্বর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগের ধ্যান বা চিন্তার সেবা  
করিবে, কামিনী বা বিদেষীর ধ্যান করিবে না। (৯)  
প্রণবাদি মন্ত্রেরই সেবা করিবে, কাম্য ক্ষুদ্র মন্ত্রের নহে।  
(১০) আত্মশোধক সংস্কারগুলিরই সেবা করিবে, দেহ,  
গেহ, স্নান স্থান ( হাঁড়ি কাঠ ) প্রভৃতি শোধক সংস্কারের  
নহে। এই সেবা হইতে সত্ত্ববুদ্ধি হেতু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে  
জ্ঞান। কোন্ পর্য্যন্ত, না, স্মৃতি অর্থাৎ আত্মা পরোক্ষ  
বা আত্ম-প্রত্যক্ষ কাল-পর্য্যন্ত, অপোহন অর্থাৎ দেহদ্বয়া-  
ধ্যাস ও তৎকারণভূত গুণগণের অপোহ বা পরিহার  
পর্য্যন্ত হইবে। সেই জ্ঞান, সেই বিদ্যা জীবোপাধি দঙ্ক  
করিয়া ইক্ষনাভাবে অগ্নির গ্রায় নিজেই শাস্ত হইবে ॥ ৬ ॥

### অনুদর্শিনী।

বিষয়	সত্ত্ব	রজঃ	তমঃ
আগম (শাস্ত্র)	নিবৃত্ত	প্রবৃত্ত	পাণ্ড
জল	তীর্থজল	সুগন্ধিজল	সুরাদি
জন (প্রজা)	নিবৃত্ত	প্রবৃত্ত	দুরাচার
দেশ	নির্জ্ঞান	রাজপথ	দ্যুতক্রীড়াস্থান
কাল	ব্রাহ্মমূহূর্ত, প্রাতঃ	প্রদোষ	নিশীথ
কর্ম্ম (বৃত্তি)	নিত্যনৈমিত্তিক,	কাম্য	অভিচারাদি
জন্ম (দীক্ষা)	প্রণব	শাক্ত	ক্ষুদ্রমন্ত্র
ধ্যান	যজ্ঞেশ্বর, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক,	কামিনী	বিদেষী
মন্ত্র	প্রণব	কাম্য	ক্ষুদ্র
সংস্কার	আত্মশোধক	দেহগেহেশোধক	স্নানস্থানাদি- শোধক

এই দশবিধ উৎকৃষ্ট বস্তুর সেবার সম্ভববুদ্ধিরূপ ধর্ম্মের  
উদয় হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ও তৎকারণীভূত রজঃ ও  
তমোবৃত্তির বিদূরণে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে।

বিচার জীবোপাধি-নাশবিষয়ে পূর্বে ভাঃ ১১।১০।৮

শ্লোকের অনুদর্শনী দ্রষ্টব্য ॥ ৬

বেণু-সজ্জবর্ষজো বহিদন্ধা শাম্যতি তদ্বনং ।

এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনুব্র। (নহু গুণব্যতিকরাজ্জাতো দেহঃ কথং  
আশ্রয়ভূতান্ গুণান্ স্বত এবোৎপন্নয়া বিচারা অপোহ  
স্বয়মপি উপরমন্তত্ৰাহ) বেণুসজ্জবর্ষজঃ (বেণুনাং সজ্জবর্ষণা-  
জ্জাতঃ) বহিঃ (অগ্নির্থা) তদ্বনং (বেণুবনং সর্কং)  
দন্ধা শাম্যতি (স্বয়মপি শাম্যতি) এবং (তথা) তৎক্রিয়ঃ  
(তত্ত্বাগ্নেয়বিব ক্রিয়া যস্য সঃ) গুণব্যত্যয়জঃ (গুণবৈষম্য-  
জাতঃ) দেহঃ (শরীরমপি) শাম্যতি (শান্তো ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। বেণুসজ্জবর্ষজাত অগ্নি যেক্ষপ নিজের  
আশ্রয়ভূত বেণুবনকে দন্ধ করতঃ স্বয়ং আপনাতে আপনি  
শান্ত হয়, সেইরূপ অগ্নির ত্রায় ক্রিয়াশীল এই গুণবৈষম্য-  
জাত দেহও স্বতঃজাত বিচাধারা নিজ আশ্রয়ভূত গুণ  
সকলের বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। নহু গুণব্যতিকরবরুদীক্রিয়াদিভ্য এব  
সাধনাভ্যাসেনোৎপন্নং জ্ঞানং কথং স্বহেতুভূতান্ গুণান্  
নিরস্যেদত আহ,—বেণুনাং সজ্জবর্ষাজ্জাতোহগ্নির্থা তদ্বনং  
বেণুবনং দন্ধা শাম্যতি । এবমেব গুণব্যত্যয়জো দেহঃ  
দেহোৎপন্নং জ্ঞানং তৎক্রিয়ঃ তত্ত্বাগ্নেয়বিব ক্রিয়া যস্য সঃ ।  
জীবোপাধিঃ দন্ধা পশ্চাৎ স্বয়ং শাম্যতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, গুণব্যতিকরময় বুদ্ধি ও  
ইঞ্জিয়াদি হইতেই সাধনাভ্যাসে উৎপন্ন জ্ঞান কিরূপে  
নিজ-হেতুভূত গুণের নিরসন করিতে পারে? তাই  
বলিতেছেন। বেণু বা বংশের সংবর্ষ হইতে জাত অগ্নি  
যেমন সেই বেণুবন দন্ধ করিয়া শান্ত হয়, এই প্রকারেই  
গুণব্যত্যয়জ দেহ বা দেহোৎপন্ন জ্ঞান তৎক্রিয় অর্থাৎ সেই  
অগ্নির ত্রায় উহার ক্রিয়া। জীবোপাধি দন্ধ করিয়া পরে  
নিজে নিবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদন্তি মর্ত্যা প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্ ।

তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥ ৮ ॥

অনুব্র। শ্রীউদ্ধব উবাচ,—(হে) কৃষ্ণ! মর্ত্যাঃ  
(মহুয়াঃ) প্রায়েণ বিষয়ান্ আপদাং পদং (স্থানমিতি)  
বিদন্তি (জানন্তি) তথাপি শ্বখরাজবৎ (স্থানো যথা  
ভৎশ্রুমানা অপি শুশীং-খরা যথা পদ্মাং তাড্যমানা অপি  
খরীমমুবদ্ধন্তি, অজা যথা নির্লজ্জা হস্তমাত্রীতা অপি  
অজামমুধাবন্তি তদ্বৎ) কথং (কেন হেতুনা) তৎ (তান্  
বিষয়ান্) ভুঞ্জতে (সেবন্তে তদ্বৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! মানবগণ  
প্রায়ই বিষয়-সন্তোগকে হুঃখের কারণরূপে অবগত আছে,  
তথাপি কুকুর যেমন কুকুরী কর্তৃক ভৎসিত হইয়াও, গর্দভ  
যেক্ষপ গর্দভী কর্তৃক পাদতাড়িত হইয়াও এবং নির্লজ্জ  
ছাগ যেক্ষপ বধ্যস্থানে বধের জন্ত অনীত হইয়াও ক্রীসঙ্গ  
কামনা করে, মানবগণ সেইরূপ বিষয়কে কষ্টের কারণ  
জানিয়াও কেন তাহার সেবা করে, তাহা বলুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। নহু যেন জানন্তস্তে হুবিষয়ান্ ভুঞ্জতাং ।  
সাত্ত্বিকসেবয়া ইয়ান্ পুরুষার্থঃ শ্রাদ্ধিতি জানন্তোহপি তান্  
কথং ভুঞ্জত ইত্যাহ, বিদন্তীতি । স্থানো যথা ভৎশ্রুমানা  
অপি উচ্ছিষ্টপ্রাসং, খরা যথা পদ্মাং তাড্যমানা অপি  
খরীং, অজা যথা হস্তমাত্রীতা অপি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যাহারা জানেন না, তাহারা  
হুর্বিষয়সমূহ ভোগ করুক, কিন্তু সাত্ত্বিক সেবাদ্বারা একরূপ  
পুরুষার্থ হইতে পারে—ইহা জানিয়াও কেন সেগুলি  
ভোগ করে? স্থা অর্থাৎ কুকুর যেমন তাড়িত হইয়াও  
উচ্ছিষ্টপ্রাস কামনা করে, খর অর্থাৎ গর্দভ যেমন গর্দভী  
কর্তৃক পদদ্বয় দ্বারা তাড়িত হইয়াও তাহাকে কামনা করে  
এবং অজ বা ছাগ যেমন হত্যার জন্ত অনীত হইয়াও অজা  
কামনা করে, সেইরূপ ॥ ৮ ॥

অনুদর্শনী। উদ্ধব বলিলেন,—কুকুরাদি পশুগণ  
স্বাভাবিক অজ্ঞতাবশতঃ পরিণামে হুঃখপ্রদ ভোগের জন্ত  
যত্ন করে, কিন্তু বিচার-সামর্থ্যযুক্ত মানবগণ বিষয়সম্পদ

বিপৎসঙ্কুল জানিয়াও কুকুরাদির আয় বিবয়ে কেন প্রবৃত্ত হয় ? ॥ ৮ ॥

### শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্ত যথা হৃদি ।

উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥

রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ ।

ততঃ কামো গুণধানাদ্ভুতঃসহঃ স্তাদ্ধি দুর্মতেঃ ॥

৯-১০ ॥

**অন্বয় ।** ( মিথ্যাভিনিবেশেন ভুঞ্জতে ইতি সহৈতুক-  
মাহ ) শ্রীভগবান্ উবাচ, — প্রমত্তস্য ( বিবেকশূন্যস্য ) অহম্  
ইতি ( দেহাদাবহমিতি ) অত্থথাবুদ্ধিঃ ( মিথ্যাবুদ্ধিঃ ) হৃদি  
যথা ( যথাবৎ ) উৎসর্পতি ( উৎপত্ততে ) ততঃ ( অহং  
বুদ্ধেচ্চ ) বৈকারিকং ( সত্ত্বপ্রধানমপি ) মনঃ ( প্রতি )  
ঘোরং ( দুঃখাত্মকং ) রজঃ ( উৎসর্পতি মনোব্যাপ্রোতী-  
ত্যর্থঃ, কিঞ্চ ততঃ ) রজোযুক্তস্য মনসঃ সবিকল্পকঃ  
( ইদমেবমিদমেবং ভোগ্যমিতি বিকল্পযুক্তঃ ) সঙ্কল্পঃ  
স্তাৎ ততঃ ( চ ) দুর্মতেঃ ( অহো রূপমহো ভাব  
ইতি ) গুণধানাৎ হুঃসহঃ ( দুর্ধরঃ ) কামঃ ( স্তাৎ হি  
( ভবেদেবেত্যর্থঃ ) ) ॥ ৯-১০ ॥

**অনুবাদ ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন, — হে উদ্ধব !  
বিবেকশূন্য প্রমত্ত ব্যক্তির হৃদয় সর্বাণ্যে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ  
মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে দুঃখাত্মক রজোগুণ  
সত্ত্ব-প্রধান মনকে ব্যাপ্ত করে। অনন্তর রজোগুণযুক্ত  
মনে বিকল্প ও সঙ্কল্প উদ্ভিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে  
দুর্মতি পুরুষের বিষয়-চিন্তার ফলে হুঃসহ বিষয়-বাসনারূপ  
কাম সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

**বিশ্বনাথ ।** যে দুর্কিষয়ান্ ভুঞ্জতে তে বিদ্বাংস  
এব নোচ্যন্তে কিন্তু বিদ্বন্মানিন এব। তে বিষয়ান্  
নিন্দন্তোহপি যথা ভুঞ্জতে তত্র প্রকারং শৃণিত্যাহ, —  
অহমিতি ত্রিভিঃ । প্রথমং দেহাদাবহমিতি হৃদি মিথ্যা-  
বুদ্ধিরূপকর্ষণে সর্পতি । ততঃ প্রমত্তস্ত তস্ত ঘোরং কৰ্ত্ত্ব  
বৈকারিকং সাত্ত্বিকমপি মনঃ প্রতি উৎসর্পতি মনো-

ব্যাপ্রোতীত্যর্থঃ । প্রথমমিদং ভোগ্যমিতি সঙ্কল্পঃ ততশ্চ  
ইদমেবং ভোগ্যমিদমেবং ভোগ্যমিতি সবিকল্পঃ সবিশেষঃ  
সঙ্কল্পঃ স্তাৎ । ততশ্চ অহো রূপমহো ভাব ইতি দুর্নিরোধঃ  
কামঃ স্তাৎ ॥ ৯-১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** যাহারা দুর্কিষয় ভোগ করে,  
তাহাদিগকে বিদ্বান্ বলা হয় না, কিন্তু বিদ্বন্মানী।  
তাহারা বিষয়কে নিন্দা করিয়াও যেন্নপে ভোগ করে,  
তাহার প্রকার শ্রবণ কর ( তিনটি শ্লোকে ) । প্রথমে  
দেহাদিতে 'আমি' হৃদয়ে এই মিথ্যাবুদ্ধি বেশ উত্তম  
চলিতে থাকে । তাহা হইতে প্রমত্ত তাহার ঘোর রজঃ-  
বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক মনকেও উপসর্পণ করে অর্থাৎ  
ব্যাপিয়া ফেলে ।

প্রথমে ইহা ভোগ্য এই সঙ্কল্প, তাহার পর ইহা এই-  
রূপে ভোগ্য, উহা ঐরূপে ভোগ্য এই সবিকল্প অর্থাৎ  
সবিশেষ সঙ্কল্প হইবে । তাহার পর আহা কি রূপ, আহা  
কি ভাব, এই প্রকার দুর্নিরোধ কাম হইবে । ॥৯-১০ ॥

**অনুদর্শিনী ।** জড়বিষয়ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ  
অবিদ্বান্ হইয়াও আমরা বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করে।  
তাহারা আত্ম-বিশ্বত এবং দেহে আত্মাভিমানী। রাজসিক  
প্রবৃত্তিধারা তাহাদের হৃদে অধিকৃত। সূত্ররঃ  
মিথ্যাভিনিবেশেই তাহারা বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়।

সাত্ত্বিক মন রজোগুণযুক্ত বা প্রবৃত্তিযুক্ত হইলে সঙ্কল্প ও  
বিকল্প করে এবং বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে হরণম্নেয়  
কামদ্বারা অভিভূত হয়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেবুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ... গীঃ ১।৬২

জীবের বিষয়সমূহের ধ্যান হইতে বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ  
স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় ॥ ৯-১০ ॥

করোতি কামবশগঃ কৰ্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

হুঃখোদর্কাণি সংপশ্বন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥১১॥

**অন্বয় ।** ( ততঃ ) কামবশগঃ রজোবেগবিমোহিতঃ  
( রজোগুণবেগেন বিমোহিতঃ ) অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ( জনঃ )

সংপশ্চন্ (জানন্নপি) দুঃখোদর্কাণি (দুঃখোত্তরফলকানি) কৰ্ম্মাণি কৰোতি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।** অনন্তর বিষয়-বাসনা বশীভূত রজোগুণ বিমোহিত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কৰ্ম্মসমূহের পরিণামে দুঃখরূপ ফল প্রত্যক্ষে অবলোকন করিয়াও কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ ।** ততস্তদ্বিষয়-প্রাপ্তার্থং কৰ্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলানি তানি চ দুঃখোদর্কাণি পশ্চন্ জানন্নপি ॥ ১১ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** তৎপরে তদ্বিষয় প্রাপ্তি নিমিত্ত দৃষ্টাদৃষ্টফল, কৰ্ম্মগুলি দুঃখোদর্ক (পরিণামে দুঃখপ্রদ) দেখিয়া বা জানিয়াও করে ॥ ১১ ॥

**অনুদর্শিনী ।** বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরবশ, সুতরাং সে জানিয়াও দুঃখের আবাহন করে। পূর্বের চ স্লোকোক্তি প্রশ্নের উত্তর ॥ ১১ ॥

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্লিপদ্বীঃ পুনঃ ।

অতদ্বিতো মনো যুগ্মন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥১২॥

**অনুব্র ।** (এবং চেম কস্যাপি দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাতিত্য-শঙ্ক্যাহ) যদপি (যত্বেপি) রজস্তমোভ্যাং বিক্লিপদ্বীঃ (মুদীশ্চ তথাপি) বিদ্বান্ (বিবেকী) অতদ্বিতঃ (সাবধানঃ সন্) পুনঃ মনঃ যুগ্মন্ নিরুদ্ধান্ দোষদৃষ্টিঃ (দোষং পশ্চন্ তত্র) ন সজ্জতে (পুনর্নাসক্তো ভবতি) ॥১২ ॥

**অনুবাদ ।** বিবেকী পুরুষ রজঃ তমোগুণে বিক্লিপ-চিত্ত হইলেও সাবধানের সহিত মনকে সংবত করিয়া বিষয়ভোগের দোষ-দর্শন পূর্বক বিষয়ে পুনরায় আসক্ত হন না ॥১২॥

**বিশ্বনাথ ।** বিদ্বান্স্ত যত্বেপি রজস্তমোভ্যাং বিক্লিপদ্বীঃ সতস্তদীশ্চ কথঞ্চিং শ্রান্তদপি ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ ।** কিন্তু যদিও বিদ্বান্ রজঃ তমঃ দ্বাবা বিক্লিপদ্বী কিন্তু কোনও রূপে সতস্তদী হইয়া পড়েন, তাহা হইলেও ॥১২॥

**অনুদর্শিনী ।** পরিণাম দুঃখ জানিয়াও লোক

যখন বিষয় গ্রহণ করে তখন কাহারও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—এই আশঙ্কা নিবারণের জন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তির কথা বলিতেছেন—তাহা হইলেও অর্থাৎ বিক্লিপবুদ্ধি হইলেও বিষয়ে আসক্ত হন না ॥১২॥

অগ্রমত্তোহনুযুজীত মনোমব্যাপ্যন্ শনৈঃ ।

অনির্কিব্লো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ॥১৩॥

**অনুব্র ।** (বিষয়দোষদৃষ্ট্যপি মনোনিরোধাসক্তো সুখং তন্নিরোধোপায়মাহ) অগ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) অনির্কিব্লঃ (অনলসঃ) জিতশ্বাসঃ জিতাসনঃ (চ সন্) যথাকালং (ত্রিসবনং) ময়ি (পরমানন্দরূপে) মনঃ অপ্যন্ শনৈঃ (ক্রমশঃ) অনুযুজীত (সমাদধ্যাৎ) ॥১৩॥

**অনুবাদ ।** অগ্রমত্ত, অনলস ব্যক্তি আসন ও প্রাণ-বায়ুকে জয় করিয়া ত্রিকালে পরমানন্দরূপ আশ্রিতে চিত্ত সমর্পণ পূর্বক ক্রমশঃ একাগ্রতা অভ্যাস করিবে ॥১৩॥

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিন্নৈঃ সনকাদিভিঃ ।

সর্ব্বতো মন আকৃশ্য ময্যাক্রাবেশ্বতে যথা ॥১৪॥

**অনুব্র ।** (বিষয়ৈঃ সংগ্রথিতস্ত মনস স্তদ্বিয়োগেনে-শ্বর-নিষ্ঠত্বমসম্ভাবিতং মত্তমানং প্রতি তদ্বিরূপণায়েতি-হাসমুপক্ৰিপতি) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) মনঃ আকৃশ্য (সংগৃহ্য) ময়ি যথা (যথাবৎ) অক্কা (সাক্ষাৎ) আবে-শ্বতে (স্থিরীক্রিয়তে) এতাবান্ (অয়মেব) যোগঃ সনকাদিভিঃ মচ্ছিন্নৈঃ (মম ভক্তৈঃ) অনাদিষ্টঃ (উপদিষ্টঃ) ॥১৪॥

**অনুবাদ ।** যাবতীয় বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ পূর্বক যথাযথভাবে সাক্ষাৎ আশ্রিতে ধারণ করাই সনকাদি আমার ভক্তগণ যোগরূপে নির্দিষ্ট কবিয়াছেন ॥১৪॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব ।

যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুন্ ॥১৫॥

**অনুব্র ।** শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ,—(হে) কেশব ! ত্বং যদা

যেন রূপেণ সনকাদিত্যঃ যোগম্ আদিষ্টবান্ এতৎ রূপং ( তং কালং তদেতদ্রূপঞ্চ ) বেদিতুম্ ইচ্ছামি ( তৎ কথয়েতি ) ॥১৫॥

**অনুবাদ।** শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কেশব ! আপনি যে সময়ে ও যে রূপে সনকাদি ঋষিগণকে যোগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই কাল ও সেই রূপের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১৫॥

**বিশ্বনাথ।** অতঃপিত ইত্যত্মার্থমাচাঠে,—অগ্রমত ইতি । কুত্র মনো যুঞ্জরিত্যত আহ—নয়ি অমুযুঞ্জীতেতি । অনির্বিদ্য ইতি তদপি মনো নিরোধো যদি ন স্ত্যং তদপি তৎপ্রযত্নার বিরমেদিতি ভাবঃ ॥১৩-১৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** অতঃপিত ( ১২ শ্লোকে ) ইহার অর্থ বলিতেছেন । কোথায় মন অনুভূত করিবে ? ইহাতে বলিতেছেন—আমাতে অনুভূত করিবে । অনির্বিদ্য তাহাতেও যদি মন নিরোধ না হয়, তাহা হইলেও তাহার প্রযত্ন হইতে বিরত হইবে না ॥১৩-১৫॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবানে মনোনিবেশে আনন্দ হয় ও অনায়াসে মনোনিরোধ হয় ।

অতএব চঞ্চল মনকে যত্ন করিয়া ভগবচ্ছিত্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে । সে স্বভাববশতঃ অতঃপিত ধাবিত হইলেও ভগবানের রূপাপ্রার্থী হইয়া মনকে ভগবানের চিত্তায় নিরত রাখিতে হইবে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নরাকৃতি-পবিত্ররূপী ও সর্বাবতारी । উদ্ধব সেই ভগবানের হংস অবতারের রূপ ও কালাদির কথা প্রশ্ন করিয়াছেন ॥১৩-১৫॥

### শ্রীভগবানুবাদ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্ত মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।

পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগৈকান্তিকীং গতিম্ ॥১৬॥

**অনুবাদ।** শ্রীভগবান্ উবাচ,—হিরণ্যগর্ভস্য ( ব্রহ্মণঃ ) মানসা ( মনোভাবাঃ ) সনকাদয়ঃ পুত্রাঃ পিতরং ( হিরণ্য-গর্ভং ) যোগস্য সূক্ষ্মাং ( দুজ্জেরাম্ ) একান্তিকীং গতিং ( পরাং কাষ্ঠাং ) পপ্রচ্ছুঃ ॥১৬॥

**অনুবাদ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কোন এক সময়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যোগের দুজ্জেরাম পরাকাষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করতঃ বলিয়াছিলেন ॥১৬॥

**বিশ্বনাথ।** একান্তিকীং গতিং পরাং কাষ্ঠাম্ ॥১৬॥

**বঙ্গানুবাদ।** একান্তিকী গতি অর্থাৎ পরা-কাষ্ঠা ॥১৬॥

### শ্রীসনকাদয় উচুঃ

গুণেষ্যাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো ।

কথমন্তোত্তমসংত্যাগো মুমুক্শোরতিতীর্থোঃ ॥১৭॥

**অনুবাদ।** শ্রীসনকাদয় উচুঃ,—( কথিতবন্তঃ ) ( হে ) প্রভো ! গুণেষু ( বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদিবশাং ) চেতঃ ( চিত্তম্ ) আবিশতে ( প্রবিশতি ) গুণাঃ চ ( অমুভূতা বিষয়া বাসনারূপেণ ) চেতসি ( চিত্তে প্রবিশন্তি ) অতিতীর্থোঃ ( বিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ ) মুমুক্শোঃ ( মুক্তিকামিনঃ পুরুষস্য ) কথং ( কেন প্রকারেণ ) অন্তোত্তমসংত্যাগঃ ( বিষয়চেতসোঃ পরস্পরমসম্বন্ধো ভবেৎ ) ॥১৭॥

**অনুবাদ।** শ্রীসনকাদি ঋষিগণ বলিলেন,—হে প্রভো ! রাগের বশবর্তী হইয়া মানবগণের চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিষয় ও বাসনারূপে চিত্তে প্রবেশ করে, সুতরাং বাহ্যার বিষয়সমূহ অতিক্রম করিতে অভিলাষী তাদৃশ মুমুক্শু পুরুষের কিরূপে এই বিষয় ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ দীনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনি বর্ণন করুন ॥১৭॥

**বিশ্বনাথ।** গুণেষু বিষয়েষু স্বভাবতো রাগাদেব চেতঃ প্রবিশতি । তে চামুভূতা বিষয়াশ্চেতসি প্রবিশন্তি । অতিতীর্থোবিষয়ানতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ ॥১৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** গুণ অর্থাৎ বিষয়সমূহে স্বভাবতঃ রাগবশতঃই চেতঃ (মন) প্রবিষ্ট হয় । সেই অমুভূত বিষয়গুলিও চিত্তে প্রবিষ্ট হয় । অতিতীর্থ অর্থাৎ বিষয়গুলি অতিক্রম করিতে ইচ্ছু ॥১৭॥

**অনুদর্শিনী।** বন্ধ জীবের চিত্ত গুণমিশ্রহেতু



স্বভাবতঃ বিষয়াহুবাগী। আবার বিষয়গুলি বাসনারূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে চিন্ত্য। অতএব বিষয়-বাসনা ত্যাগের উপায় কি? ॥১৭॥

### শ্রীভগবানুবাচ।

এবং পৃষ্ঠো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূতভাবনঃ।

ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কৰ্ম্মধীঃ ॥১৮॥

অনুয়। শ্রীভগবান্ উবাচ,—মহাদেবঃ (মহান্ দেবোহপি) স্বয়ম্ভূঃ (ব্রহ্মা অপি) ভূতভাবনঃ (ভূতানাং স্রষ্টাপি সঃ) কৰ্ম্মধীঃ (কৰ্ম্মবিক্ষিপ্তধীঃ) এবং (পূর্বোক্তং পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ধ্যায়মানঃ (বিচারয়ন্নপি) প্রশ্নবীজং (প্রশ্নস্য বীজং তদ্বৎ) ন অভ্যপদ্যত (ন অবিদৎ) ॥১৮॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া এবং স্বয়ং কারণ রহিত ও সর্বভূতের স্রষ্টা হইয়াও কৰ্ম্মবিক্ষিপ্তচিত্ততাবশতঃ বহু চিন্তা করিয়াও পূর্বোক্ত প্রশ্নের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ১৮॥

বিশ্বনাথ। মহাদেবোহপি স্বয়ম্ভূরপি ভূতানাং স্রষ্টাপি ধ্যায়মানঃ বিচারয়ন্নপি প্রশ্নস্য বীজং যদজ্ঞানাদয়ং প্রশ্নস্তৎসমুদ্রস্তং পদার্থস্তং নাভ্যপদ্যত জ্ঞাতুং নাশক্ৰোদি-  
ত্যর্থঃ। যতঃ কৰ্ম্মধীঃ স্বীয়সৃষ্টিমাত্রকৰ্ম্মাসক্তবুদ্ধিঃ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। মহাদেব, স্বয়ম্ভূ এবং ভূতগণের স্রষ্টা হইয়াও (ব্রহ্মা) চিন্তা ও বিচারনিরত হইলেও প্রশ্নের বীজ অর্থাৎ যে অজ্ঞান হইতে এই প্রশ্ন, তাহার শুদ্ধ ও পদার্থস্থ পাইলেন না অর্থাৎ জানিতে পারিলেন না। যেহেতু কৰ্ম্মধী অর্থাৎ নিজ-সৃষ্টিমাত্রকৰ্ম্মে আসক্তবুদ্ধি ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিপদ্মজাত এবং তৎরূপায় লোকস্রষ্টা ও আদি গুরু। যাহার হৃদয় তপস্যায় সম্ভূত হইয়া ভগবান্ স্বীয় দর্শনদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“ঋষিমাধ্যং ন বরাতি পাপীয়াস্ত্বাং রজোগুণঃ। যমনো ময়ি নির্বন্ধং প্রজাঃ সংসৃজ-  
তোহপি তে ॥”-ভাঃ ৩।১৩৫- অর্থাৎ তুমি আদ্য ঋষি, তুমি প্রজা সৃষ্টি করিলেও তোমার মন আমাতেই নির্বন্ধ

আছে, অতএব বিক্ষেপক রজোগুণ তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না। এবং সেই ব্রহ্মা স্বতনয় দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—“ন ভারতী মেহং যুবোপলক্ষ্যতে ন” বৈ কচিন্মে মনসো যুযা গতিঃ। ন মে হৃষীকানি পতন্ত্য-  
সংপথে, যন্মে হৃদৌৎকর্ষ্যবতা ধ্বতো হরিঃ ॥-ভাঃ ২।৬।৩৪ অর্থাৎ হে পুত্র! আমি উদ্রিক্ত ভক্তি সহকারে হৃদয়मध्ये শ্রীহরির ধ্যান করিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ শ্রীহরির করুণাপ্রভাবে আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, মনের গতি প্রতিকূল চিন্তার অভিমুখে প্রধাবিত হয় না এবং ইন্দ্রিয় সকল কুমার্গে ধাবিত হয় না। কিন্তু সেই ভগবান্ই আজ ব্রহ্মার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বলায় বুদ্ধিতে হইবে যে, নিজ-মহিমা-প্রকাশের জন্ত শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় ব্রহ্মার সম্প্রতি কৰ্ম্মাধীনত্ব ॥১৮॥

স নামচিন্তয়দেবঃ প্রশ্নপারতিতীৰ্থয়া।

তন্ম্যাং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥১৯॥

অনুয়। (তদানীং) সঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) প্রশ্নপারতিতীৰ্থয়া (প্রশ্নস্য পারমুত্তরমভিপ্রায়ে বা তস্য তিতিৰ্থয়া (জিজ্ঞাসয়া) মাম্ অচিন্তয়ৎ তদা (তস্মিন্ কালে) অহং হংসরূপেণ (যথা হংসো নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্তুং শক্তস্তথাং হংসরূপেণ) তস্য (হিরণ্যগর্ভস্য) সকাশম্ অগমং (গতবান্) ॥১৯॥

অনুবাদ। তখন ব্রহ্মা প্রশ্নের উত্তর জানিবার নিমিত্ত আমাকে চিন্তা করিলে আমি তখন হংসরূপে তাঁহার সন্নিপে উপস্থিত হইলাম ॥১৯॥

দৃষ্টা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥২০॥

অনুয়। (তদানীং) তে (সনকাদয়ঃ) মাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণম্ অগ্রতঃ কৃত্বা উপব্রজ্য (মৎসমীপমাগত্য) পাদাভি-  
বন্দনং কৃত্বা ভবান্ কঃ ইতি (মাং) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবন্তঃ) ॥২০॥

অনুবাদ—তৎকালে সনকাদি ঋষিগণ আমাকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া মৎসমীপে আগমন-

পূৰ্ণক আমার চরণ বন্দন করিয়া “আপনি কে” এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ॥২০॥

**বিশ্বনাথ।** হংসরূপেগেতি। যথা হংসো নীরং ক্ষীরঞ্চ পৃথক্ কর্ত্ত্বং শক্তস্তথাং গুণাশ্চৈতশ্চৈতী দ্যোতিয়িতু-  
মিতি ভাবঃ ॥১৯ ২০॥

**বঙ্গানুবাদ—**হংসরূপে অর্থাৎ হংস নীর ও ক্ষীর (জল ও দুগ্ধ) পৃথক্ করিতে সমর্থ সেইরূপ আমি গুণ-সমূহই চেতঃ ইহা স্পষ্টীকৃত করিতে এই ভাবে ॥১৯-২০ ॥

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্ঠস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।

যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্বব নিবোধ মে ॥২১॥

**অন্নয়।** (হে) উদ্ধব! তদা (তম্বিন্ কালে) অহং তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিঃ (যোগতত্ত্বজ্ঞানার্থিভিঃ) মুনিভিঃ ইতি পৃষ্ঠ অহং তেভ্যঃ (মুনিভ্যঃ) যৎ অবোচম্ (উক্তবান্) তৎ মে (মম বচনং) নিবোধ (শৃণু) ॥২১॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব! যোগতত্ত্বজ্ঞানার্থী মুনিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম সেই সকল কথা তুমি শ্রবণ কর ॥২১॥

**বিশ্বনাথ।** অহং তেভ্যঃ অহস্তা অভিমানস্তস্য ইভ্যঃ স্বামী তন্নিস্তা ন তু তন্নিস্তাঃ “ইভ্য আচ্যো ধনী স্বামী” ইত্যমরঃ ॥২১॥

**বঙ্গানুবাদ।** আমি তাহাদিগকে (অহং তেভ্যঃ) অথবা অহংতা অভিমান, তাহার ইভ্য অর্থাৎ স্বামী, তাহার নিয়ন্তা, তাহার-বশ নয়। ইভ্য অর্থে স্বামী—অমরকোষ অভিধানে উল্লিখিত ‘ইভ্য, আচ্য, ধনী, স্বামী’ ॥২১॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবান্ই অভিমানের নিয়ন্তা ॥২১॥

বস্তুনো যত্ননানাত্ আত্মনঃ প্রশ্ন দৃশঃ।

কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥২২॥

**অন্নয়।** (দেহাদি-বিবিজ্ঞানজ্ঞানে সতি তন্নিস্তা রাগাদ্যসম্ভবাৎ স্বয়মেব বিষয়চেতসোর্কিণ্ণেবো ভবতীতি

বক্তুঃ প্রশ্নখণ্ডনমিবেনৈব তাবদাত্মানাত্মবিবেকমাহ) (হে) বিপ্রাঃ! যদি (মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে তদা) বস্তনঃ (বস্তভূতত্ব) আত্মনঃ (জীবস্য) অনানাত্বে (সতি) বঃ (ব্রহ্মাকম্) দৃশঃ (বহু নিরাকরণ-রূপঃ) প্রশ্নঃ (কো ভবানেনং রূপঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ঘটেত (সম্বচ্ছেত) বক্তুঃ (উত্তরদাতাঃ) মে (মম) বা কঃ আশ্রয়ঃ (অবিশেষে আত্মনি কং জাতিগুণাদি বিশেষমাশ্রিত্যোত্তরং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ) ॥২২

**অনুবাদ।** হে বিপ্রগণ! আপনারা যদি আমাকে জীব জ্ঞান করিয়া “আপনি কে?” এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বস্তগত জীবগণের একত্বহেতু দৃশ নিরাকরণরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত হয় না, পক্ষান্তরে আত্মার কোণরূপ জাতি-গুণাদি বিশেষত্ব না থাকায় আমি বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া উত্তর দিব? ॥২২ ॥

**বিশ্বনাথ।** কিং মাং জীবং জ্ঞাত্বা কো ভবানিতি প্রশ্নঃ ক্রিয়তে ভৌতিকদেহং জ্ঞাত্বা বা পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা বেতি বিকল্পা প্রথম জীবপক্ষং দুষয়তি। বস্তুনো বস্তভূতত্ব আত্মনো জীবত্ব যদি প্রশ্নত্বাপি তত্ব চিৎকণৈকরূপতয়া জাতিগুণাদি বিশেষাভাবেন চ বস্তনঃ খলু নানাত্মকত্বাপ্য-নানাত্বে সতি কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নঃ কথং ঘটেত। বক্তুরুত্তরদাতুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ। কং জাতিগুণাদি-বিশেষমাশ্রিত্যাত্মকোহহমিত্যুত্তরং দাস্যামীত্যর্থঃ ॥২২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আমাকে কি জীব মনে করিয়া ‘আপনি কে?’ এই প্রশ্ন করা হইতেছে? অথবা ভৌতিক দেহ মনে করিয়া, না, পরমেশ্বর মনে করিয়া?—এই বিকল্প করিয়া প্রথমে জীবপক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। বস্ত অর্থাৎ বস্তভূত আত্মা অর্থাৎ জীবের (সম্বন্ধে) যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে সর্বজীবই চিৎ-কণৈকরূপ বলিয়া জাতিগুণাদির বিশেষ ভাব না থাকায় নানাত্মক বস্তরও অনানাত্ব হইলে ‘কে আপনি’ এই যে তোমাদের প্রশ্ন কিরূপে ঘটবে? বক্তা অর্থাৎ উত্তর-দাতা যে আমি, আমার কোন্ আশ্রয় অর্থাৎ জাতিগুণাদি-বিশেষ কোনটিকে আশ্রয় করিয়া ‘আমি অমুক’ এই উত্তর দিব? ॥২২ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ বিপ্রগণকে প্রশ্ন করিলেন—তোমরা আমাকে জীবাত্মা, না দেহ, না পরমেশ্বর—কি বলিয়া আমার স্বরূপ জানিতে চাহ? যদি জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কেন না, জীব মাত্রই চিৎকণ। অতএব তাহাদের পরস্পর ভেদ নির্দেশ করা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে তোমরাই বা কোন জাতি প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম আশ্রয় করিয়া আমাকে অন্য হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য তদ্রূপ প্রশ্ন করিতেছ এবং আমিই বা কোন জাত্যাदि বিশেষ ধর্ম আশ্রয় পূর্বক তাহার উত্তর প্রদান করিব? অতএব তোমাদিগের প্রশ্ন এবং আমার উত্তর উভয়ই অসম্ভব হইতেছে ॥ ২২ ॥

—

পঞ্চাঙ্গকেষু ভূতেশু সমানেষু চ বস্তুতঃ।

কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হনর্থকঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুস্ন।** পঞ্চাঙ্গকেষু (পঞ্চভূতান্য়কেষু) বস্তুতঃ (পরমকারণাত্মনা) সমানেষু চ (অভিন্নেষু চ) ভূতেশু (দেবমল্লয়াদিষু দেহেষু) বঃ (যুগ্মাকং) কঃ ভবান্ ইতি প্রশ্নঃ হি (যতঃ) অনর্থকঃ (ততঃ) বাচারম্ভঃ (বাক্যাত্মকঃ) ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।** দেব-মল্লয়াদি সমস্ত দেহই পঞ্চভূতাত্মক এবং এক ভগবদ্বস্তুর অধীনতা হেতু সমান বলিয়া “আপনি কে?” এই প্রশ্ন নিরর্থক সুতরাং ইহা কেবল বাক্যারম্ভ মাত্র ॥ ২৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** দেহপক্ষং দুষ্যতি,—পক্ষেতি। বস্তুতো বস্তুবিচারে সতি দেহস্থানাং ভূতানাং পঞ্চাঙ্গকত্বাৎ কো ভবানিত্যেকত্বেন প্রশ্নো ন ঘটতে। তস্মাৎ কে যুগ্ম পক্ষে-ত্যাচ্যামিতি ভাবঃ। নহু তেবাং পঞ্চানাং মিলিতত্ব-নৈকত্বং মজ্জামহে ইত্যত আহ—সমানেষু সর্বত্রাপি মল্লয়াদি দেহেষু তেষু পঞ্চস্ব সমানেষু সংস্ব সমানত্বাদেব পূর্বো জীববৈদেক্যাৎ কো ভবানিতি পুনরপি প্রশ্নো ন ঘটতে। নহু চ বিহুযামপি প্রশ্নোত্তরেণেবমেব ব্যবহারো দৃশ্যতে যতো ভবতাপি বো বিপ্রা ইতি চোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ,

বাচারম্ভ ইতি। মম স্বয়ং বাচারম্ভে হনর্থক এব ময়া তু বাক্যাত্মেণারম্ভাতে যুগ্মবচনাত্মবাদরীত্যা যুগ্ম প্রশ্নবদ-ধটমানত্বাদনর্থকমেব প্রবৃক্তমিত্যর্থঃ। অর্থৈবাত্মাভিরপীতি চেক্ষুধেব তর্হি যুগ্মজ্ঞানিনঃ এব কথং তত্ত্বং জিজ্ঞাসধেব কিমত্র ন লজ্জধেব ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দেহ-পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতে-ছেন। বস্তুত অর্থাৎ বস্তু বিচার হইলে দেহস্থ ভূতগণ পঞ্চাঙ্গক বলিয়া ‘কে আপনি’ এই একত্বস্বচক প্রশ্ন ঘটতে পারে না। সেই হেতু ‘কে পঞ্চ আপনারা’? এই বল। যদি বল সেই পঞ্চভূত মিলিত বলিয়া একত্ব বিচার করিতেছি, তাহা হইলে সমান অর্থাৎ মল্লয়াদি দেহ সর্বত্রই সেই পঞ্চ সমান হইলে সমান বলিয়া পূর্বের জীব তুল্য একই বলিয়া ‘কে আপনি’ পুনরায় এ প্রশ্ন ঘটতে পারে না। আর যদি বল বিদ্বান্ দিগের ও প্রশ্নোত্তর বিষয়ে এই রূপই ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যে হেতু আপনি ও ‘হে বিপ্রগণ’ আপনারা বলিয়াছেন—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—আমার কিন্তু এই বাচারম্ভ (বাক্যারম্ভ) অনর্থকই। আমি কিন্তু বাঙামাত্রই তোমাদের বচনের অনুবাদরীতি-অনুসারে আরম্ভ করিলাম। তোমাদের প্রশ্নের দ্বারা অবটমান বলিয়াই অনর্থভাবে প্রবৃক্ত। যদি বল আমরাও তাহাই করিয়াছি, তাহা হইলে তোমরা অজ্ঞানী হইয়া কেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে কি লজ্জা হয় না? ॥ ২৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** আর যদি দেহকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন হয় তবে তাহা ও নিরর্থক। কারণ চৈতন্যাংশে যেমন আত্মার পরস্পরের কোন পার্থক্য নাই, তেমন পঞ্চ-ভূতাংশে ও দেব-মল্লয়াদি দেহে পরস্পরে কোন ভেদ নাই। সকল দেহই পঞ্চভূতময়। অতএব ‘আপনি কে’ এ প্রশ্ন হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেহৈত্বৈরপীদ্রিষ্ট্যৈঃ।

অহমেব ন মন্তোহ্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥ ২৪ ॥

**অনুস্ন।** (তত্র পঞ্চাঙ্গকত্বং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধমেবেতি পরমকারণাভেদমেবোপপাদয়তি) মনসা বচসা দৃষ্ট্যা

অগ্নৈঃ ইন্দ্রি়ৈঃ অপি ( যদ্ যৎ ) গৃহতে ( তত্ত্বং ) অহম্  
এব মত্তঃ অগ্ন্যৎ ( ভিন্নং ) ন ( ন ভবতি ) ইতি অঙ্গসা  
( তত্ত্ববিচারেণ ) বুধ্যধ্বম্ ( অবগচ্ছত ) ॥২৪॥

**অনুবাদ।** মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অগ্ন্যাগ্ন ইন্দ্রি়ের  
দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয়ই আমার  
স্বরূপ, আমি হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা  
অবগত হইবে ॥২৪॥

**বিশ্বনাথ।** পরমেশ্বরপক্ষং দূষয়তি,—মনসেতি।  
পরমেশ্বরাস্তরাভাবায়াম সজাতীয়ভেদে। নাস্ত্যেব যচ্চ মন  
আদিভিগৃহ্যতে তদহমেব নতু অগ্ন্যৎ মচ্ছক্তি কার্যাদিতি  
বিজাতীয়ভেদোহপি নাস্ত্যতঃ কো ভবনিত্তি প্রশ্নো ন  
ঘটতে ইতি ভাবঃ ॥২৪॥

**বঙ্গানুবাদ।** পরমেশ্বরপক্ষের দোষ প্রদর্শন  
করিতেছেন। অগ্নি পরমেশ্বর না থাকায় আমার সজাতীয়  
ভেদ নাই। যাহা মন প্রভৃতিদ্বারা গৃহীত হয় সে আমিই  
অগ্নি নহে অর্থাৎ আমার শক্তির কার্য বলিয়া বিজাতীয়  
ভেদও নাই। অতএব ‘কে আপনি’ এই প্রশ্ন ঘটে  
না ॥২৪॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ ই যে সাক্ষাৎক তাহা  
দেখাইতেছেন।

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমকং দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ

বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥ ষেতান্বতর

‘একমেবাদ্বিতীয়ং’—ছাঃ ৬।২।১ অর্থাৎ ব্রহ্ম একই  
অদ্বিতীয়। সুতরাং দ্বিতীয় ভগবান্ না থাকায় তিনি  
সজাতীয় ভেদশূন্য। ‘ততো বৈ সদজায়ত’—তৈঃ ২।৭  
অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ ( ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়া-  
‘শক্তির পরিণাম ) উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং মন প্রভৃতির  
দ্বারা রূপরসাদি যে বিষয়-সকল গৃহীত হয় উহা ভগবানের  
মায়াশক্তির কার্য বলিয়া ভগবান্ বিজাতীয়শূন্য। অতএব  
আপনি কে ? এই প্রশ্ন ঘটে না ॥২৪॥

গুণেষাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।

জীবন্ত দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥২৫॥

**অন্বয়।** ( এবং ) গুণগুণমিষেণৈবাত্মস্বরূপং সামা-  
ন্ততো নিকৃপ্য ব্রহ্মণোহপি দুপরিহরং যৎ পৃষ্ঠং তত্রোরন্তর-  
মাহ ) প্রজাঃ। ( হে পুত্রাঃ ) চেতঃ ( চিত্তং ) গুণেষু  
( বিষয়েষু ) আবিশতে ( অবিশতে ) গুণাঃ ( বিষয়াঃ ) চ  
চেতসি ( চিত্তে আবিশন্তে ) গুণাঃ চেতঃ উভয়ম্ ( এতদ্-  
দ্বয়মেব ) মদাত্মনঃ ( ব্রহ্মস্বরূপস্য ) জীবন্ত দেহঃ ( অধ্যস্ত  
উপাধিনতু স্বরূপম্ ) ॥২৫॥

**অনুবাদ।** হে পুত্রগণ! চিত্ত বিষয়সমূহে প্রবেশ  
করে এবং বিষয়সমূহ চিত্তে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু এই চিত্ত ও  
বিষয় উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ জীবের উপাধিমাাত্র, স্বরূপ  
নহে ॥২৫॥

**বিশ্বনাথ।** নষেবক্বেৎ সত্যমজ্ঞানিন এব বয়ং  
অ কিন্তু ভবানেব চেৎ সর্বং তর্হি চেতশ্চ গুণাশ্চ তমেবাত-  
শ্চেতো বৃত্তিষু বিষয়াঃ প্রবিষ্টাঃ বিষয়েষপি চেতো বৃত্তয়ঃ  
প্রবৃষ্টা ইত্যুভয়েষামেবামন্তোন্তসন্ত্যাগং ভবানেবাত্মাভিঃ  
প্রষ্টব্যোহভূৎ বদতঃ রূপয়োত্তরং দেহীত্যত আহ, গুণেষু  
হে প্রজা! হে পুত্রকাঃ, সত্যং গুণেষু চেত আবিশতি  
গুণাশ্চ চেতসি এবং গুণাশ্চেতশ্চোভয়ং মদাত্মনশ্চিন্ময়স্বেন  
ব্রহ্মস্বরূপন্ত জীবন্ত দেহঃ অধ্যস্তং উপাধিরেব ন তু স্বরূপম্।  
এবঞ্চ চেতসো গুণানাঞ্চ পরস্পরসন্ত্যাগার্থং কথং যতক্ষে  
উভয়মেব তদনর্থকারি দুঃপ্রত্যুক্ত্য। কথং ন নিবন্ধীভবতেতি  
ধ্বনিঃ ॥২৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** আচ্ছা, যদি এইরূপ হয় আমরা  
সত্যই অজ্ঞানী, কিন্তু আপনিই যদি সব, তাহা হইলে  
চেতোগুণ আপনিই। অতএব চিত্তবৃত্তিতে বিষয়সমূহ  
প্রবিষ্ট, বিষয়েও চিত্তবৃত্তিগুলি প্রবিষ্ট। এইরূপ ইহাদের  
উভয়ের পরস্পর সন্ত্যাগবিষয়ে আপনাকে আমরা প্রশ্ন  
করিয়াছিলাম রূপাধীক উত্তর প্রদান করুন। এই জন্ত  
বলিতেছেন। হে প্রজা হে পুত্রগণ, সত্য-যে গুণমধ্যে  
চিত্ত প্রবেশ করে, চিত্তের মধ্যে গুণ প্রবেশ করে, এই  
রূপে গুণ ও চিত্ত উভয় মদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময় বলিয়া ব্রহ্ম-

স্বরূপ জীবের দেহ অধ্যাস্ত উপাধিনাত্র, স্বরূপ নহে। এই রূপ চিত্ত ও গুণগণের পরস্পর সন্তানগনিমিত্ত কি জন্ত যত্ন করিতেছ, ঐ অনর্থকারী উভয়কেই দূর হইতে ত্যাগ করিয়া কেনই বা না নিব্বন্দ্ব হইতেছ, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে ॥২৫॥

**অনুদর্শিনী।** জীব চিন্ময়। চিত্ত-লিঙ্গদেহ মায়িক। ‘চিত্ত আমি’ এই অভিনান জীবের অধ্যাস। অতএব উহার সহিত জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। উহা জীবের উপাধি ॥২৫॥

গুণেষু চাবিশচিত্তমভীক্ষুং গুণসেবয়া।

গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

**অন্বয়।** (তস্যাং) মদ্রূপঃ (মৎস্বরূপঃ সন্) অভীক্ষুঃ (পুনঃ পুনঃ) গুণসেবয়া (তৎসংস্কারেণ) গুণেষু (বিষয়েষু) আবিশং (প্রবিষ্টং) চিত্তং চ (পুনর্কাসনা-রূপেণ) চিত্তপ্রভবাঃ (চিত্তে প্রকর্ষণে ভবতীতি তথা তে) গুণাঃ চ (এবং যং) উভয়ং (তৎ) ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।** স্মৃতরাং মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বিষয়-সন্তোগ বশতঃ তৎসংস্কার ফলে বিষয়প্রবিষ্ট চিত্ত এবং চিত্তজাত বিষয়সমূহ উভয়ই পরিহার করিবে ॥ ২৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** তদুভয়পরস্পরসন্ত্যাগশ্চ দুর্ঘট এব-  
ত্যাং,—গুণেধ্বিতি। অনাদিত এবাভীক্ষুং গুণসেবয়া দৃঢ়-  
তরেণ তৎসংস্কারেণ গুণেষাবিশদেব চিত্তং বর্ততে কথং  
তাং স্ত্যজুং প্রভবত্বিতি ভাবঃ। গুণাশ্চ পুনঃ পুনর্কাসনা-  
রূপেণ চিত্তে প্রকর্ষণে ভবন্তি সদা তত্র বর্তন্ত ইতি তে  
গুণাশ্চ কথং বা তত্ত্যজুং প্রভবত্বিতি ভাবঃ। বিষ্ণু  
জানিনাং কষ্টেন পরস্পরতদুভয়ত্যাগনা চ নিম্প্রয়োজনৈব  
তৈরুভয়েরপি প্রায়ঃ প্রয়োজনং তেষাং নাস্তীত্যাহ—  
মদ্রূপমদভেদভাবনাবেশান্মনয়ঃ সন্ জানী উভয়ং ত্যজেৎ।  
ভক্তানাং মৎসেবামেব পরমপুরুষার্থত্বেন নিশ্চিতবতাং  
মদ্রূপগুণলীলারসনিমগ্নাচ্চৈতসঃ সকাশাং স্মৃত এব গুণা  
অপযাস্তীতি ন তেষাং চেতো গুণয়োঃ পরস্পরসংত্যাগো  
দুর্ঘটঃ মন্যরীভাবস্ত তেষাং নেষ্ট ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ঐ উভয়ের পরস্পর সন্ত্যাগ দুর্ঘট বটে। অনাদিকাল হইতেই অভীক্ষু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গুণের সেবা করায় দৃঢ়তর সেই সংস্কারবশে চিত্ত গুণসমূহে প্রবেশ করিয়াই আছে। কিরূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারা যায়? গুণগুলি আবার পুনঃ পুনঃ বাসনা-রূপে চিত্তপ্রভব অর্থাৎ চিত্তে প্রকর্ষণের সহিত থাকে অর্থাৎ সর্বদা তাহাতে বর্তমান, সেই গুণগুলিই বা কিরূপে তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ? আর জ্ঞানিগণের পক্ষেও কষ্ট করিয়া পরস্পর সেই উভয়ের ত্যাগ নিম্প্রয়োজন। কারণ উহাদের উভয়কেও তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। মদ্রূপ অর্থাৎ আমার অভেদ-ভাবনাবেশজন্ত মনয় হইয়া জ্ঞানী উভয়কেই ত্যাগ করিবেন। কিন্তু ভক্তগণ আমার সেবাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করায় তাঁহাদিগের চিত্ত আমার রূপগুণ-লীলারসে নিমগ্ন, সেইজন্ত গুণগুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপনা আপনি সরিয়া যায়, তাঁহাদের চিত্ত ও গুণের পরস্পর সংত্যাগ দুর্ঘট নহে, কেবল মনয় ভাবটী তাঁহাদের ইষ্ট নহে ॥ ২৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** চিত্ত গুণময়, এবং গুণগুলিরও চিত্তে অবস্থিতি স্বাভাবিকী, স্মৃতরাং একতরের সহায়্যে অস্ত-  
তরের ত্যাগ দুর্ঘট। জ্ঞানী ভগবানের সহিত আপনাকে অভেদ-ভাবনায় ঐগুলিকে ত্যাগ করিবেন। কিন্তু ভক্তগণ ঐ ভাবটী ইষ্টবোধ করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ স্বরূপ হইতে জীবস্বরূপকে নিত্য ভেদ ও পরস্পরের প্রভু-ভূতা-  
ময়ক জ্ঞানিয়া নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিরন্ত থাকায়, তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে নিমগ্ন থাকে। স্মৃতরাং গুণগুলি ত্যাগের জন্ত তাঁহাদিগকে পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না, ঐগুলি আপনা আপনি দূরে যায়। অতএব ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হওয়াই কর্তব্য—“নমনা ভব মদন্ত মদ্ব্যাজী মাং নমস্কর”। গী ১৮।৬৫

বিষ্ণুত্বা বিষয়াঃ সর্বৈ বিদ্যাবেব মনো মম।

ইতি ময্যর্পয়ন্ সর্বং ত্যজেত্তত্ত্বং বাধতে ॥ — সাম্যে

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

বিরমতে যদা চিত্তং হি স্থা বৃত্তিজয়ঃ স্বয়ম্।

যোগেন বা তদাঙ্গানং বেদেহায়া নিবর্ততে ॥

অর্থাৎ চিত্ত যে কালে জাগ্রদাদি বৃত্তিত্রয় পরিহার পূর্বক স্বভাবতঃ অথবা যোগহেতু বিষয় হইতে বিরত হয়, তৎকালে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সংসারচেষ্টা হইতে বিরত হইয়া থাকে।

“জঠরাগ্নি যেমন পুরুষের স্প্রশয়ত্র-ব্যতিরেকেও ভুক্ত-দ্রব্যাদি তাহার অজ্ঞাতসারে জীর্ণ করিয়া দেয়, তন্মতঃ তদ্রূপ বাসনাময় লিপ্সদেহকে অনায়াসে ক্ষয় করিয়া ফেলে” —ভাঃ ৩২।৫।৩৩—এই গ্রায়াভুসারে কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি দ্বারা ইহা স্বয়ংই বৃত্তিত্রয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত স্বয়ংই বিরত হয় অর্থাৎ গুণসমূহ হইতে বিরত হয় বা ভগবানের চরণারবিন্দে বিশেষভাবে রত হয়। অথবা অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা চিত্ত যে-কালে নির্লিপ্ত প্রাপ্ত হয়; সে-কালে আত্মাকে জানে—অর্থাৎ পরমাত্মাকে অম্লভব করে তখনই ইহা বা বৈবয়িক কাম হইতে নিবৃত্ত হয়।” —শ্রীল বিশ্বনাথ।

ভক্তগণের চিত্ত ভগবানের রূপগুণ-জীলারসে নিমগ্ন থাকায় ঐ চিত্ত বিষয়সমূহের রঙ্গভূমি নহে, উহা ভগবল্লীলাক্ষেত্র—

“অন্তের হৃদয়-মন, মোর মন-বৃন্দাবন,  
‘মনে’ ‘বনে’ এক করি’ জামি।’  
চৈঃ চঃ স ১৩ পঃ ২৬ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিৎস্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥২৭॥

অন্থয়। জাগ্রৎ (জাগরণঃ) স্বপ্নঃ সুষুপ্তঃ চ (এতাঃ) বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ গুণতঃ (গুণজাতা নতু স্বাভাবিকাঃ) জীবঃ তাসাং (বৃত্তীনাং) সাক্ষিৎস্বেন (দ্রষ্টৃৎস্বেন) বিলক্ষণঃ (তদবস্থারহিত এব) বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধিবৃত্তিত্রয় গুণজাত এবং জীব সেই সকলের সাক্ষীস্বরূপে বিলক্ষণ ইহাই বিনির্গীত ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। বস্তুতস্ত নিলেপ্ত জীবস্য গুণৈ-  
শ্চিত্তাদিভিষ্চ সম্বন্ধ এব নাস্তি মিথ্যাধ্যাস ত্যাগ এব

তত্ত্যাগ উচ্যতে ইত্যাহ, —জাগ্রদিত্তি। জাগ্রৎ জাগরণঃ। “সদ্ব্যজ্ঞজাগরণং বিভ্রাজজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্” ইতি বক্ষ্যমাণ গুণত এব হেতোর্বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। জীবস্ত বিলক্ষণস্তদবস্থারহিত এব। কৃতঃ। তাসাং সাক্ষিৎস্বেনৈব বিনিশ্চিতঃ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। বস্তুত পক্ষে নির্লিপ্ত জীবের গুণ ও চিত্তের সহিত সম্বন্ধ নাই, মিথ্যা অধ্যাস ত্যাগই তাহার ত্যাগ। জাগ্রৎ অর্থাৎ জাগরণ। ‘সদ্ব্য হইতে জীবের জাগরণ জানিতে হইবে, রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা, এবং তমোগুণে গাঢ়নিদ্রা। তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা জাগরণাদি তিনটি অবস্থার মধ্যে সন্তত অর্থাৎ অন্তিত অর্থাৎ পরমান্ব-স্বরূপ। (ভাঃ ১১।২৫।২০)—এই পরে বক্তব্য গুণহেতুই বুদ্ধির বিভিন্ন বৃত্তি কিন্তু জীব বিলক্ষণ অর্থাৎ সেই সেই অবস্থা-রহিত। কি অন্য? না, বৃত্তিগুলির সাক্ষীরূপই জীব বিনিশ্চিত (নির্গীত)। ২৭।

অনুদর্শিনী। জীবের সহিত গুণ ও চিত্তের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাহাই দেখাইতেছেন। ‘বুদ্ধে জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ’—ভাঃ ৭।৭।২৫। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও গাঢ়নিদ্রা বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি এবং ঐ তিনটি অবস্থা সত্ব, রজ ও তমোগুণের কার্য। নিগুণ জীব উক্ত অবস্থাত্রয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। অতএব ‘যে যাহার দ্রষ্টা, সে তাহা হইতে ভিন্ন’—এই প্রসিদ্ধি অনুসারে বুদ্ধদ্রষ্টা যেমন বুদ্ধ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ জীবও ঐ বৃত্তিত্রয় হইতে পৃথক ॥২৭॥

যহি সংসৃতিবন্ধোহয়মাশ্রনো গুণবৃত্তিদঃ।

ময়ি তুর্যো স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদগুণচেতসাম্ ॥২৮॥

অন্থয়। (ননু তহি কথং অহং জাগর্মীত্যাদি প্রীতিভিঃ তত্রাহ) যহি (যস্মাৎ) অয়ং সংসৃতিবন্ধঃ (সম্যক্ সৃতিঃ সরণমনয়েতি সংসৃতিঃ বুদ্ধিঃ তয়া বন্ধঃ) আশ্রনঃ (জীবস্য) গুণবৃত্তিদঃ (গুণবৃত্তির্দাদিত্তি) তুর্যো (তুরীয়ে) ময়ি স্থিতঃ (সন্ ইমং সংসৃতিবন্ধঃ) জহ্যাৎ (তাজেৎ) তৎ (তদা) গুণ-চেতসাম্ ত্যাগঃ (গুণানাং চেতসচ্চান্যোন্যং ত্যাগো ভবতি) ॥২৮॥

**অনুবাদ।** যেহেতু জীবের এই বুদ্ধির বন্ধনই গুণবৃত্তি প্রদান করে সেই হেতু তুরীয় স্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই এই বুদ্ধির বন্ধন ত্যাগ করিবে; তাহা হইলে তখন বিষয় ও চিন্তের পরস্পর সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইবে ॥২৮॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ। যদ্যপি গুণাঃ সৰ্ব্বাণ্যেব জীবন্ত ন ভবন্তি তদপি দেহাধ্যাসপ্রসাদাৎ গুণবৃত্তীঃ স প্রাপ্নোতি। ততশ্চ দেহাধ্যাসভঙ্গে সত্যেব তাঃ স ত্যজতীত্যাহ,—যর্হি আত্মনো জীবস্যায়ং দেহাধ্যাসরূপঃ সংসারবন্ধোহভূতর্হ্যেব স গুণবৃত্তিঃ জীবায় তর্থে গুণবৃত্তিপ্রদোহভূৎ। যর্হি চ ময়ি তুর্ঘ্যে স্থিতঃ সন্ জহ্যাৎ ইমং সংসৃতিবন্ধং ত্যজেৎ তদা গুণচেতসাং গুণানাং চেতসশ্চাত্মনোহন্যং স্বত এব ত্যাগো ভবতি ॥২৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** আর যদিও গুণগুলি সর্বথা জীবের হয় না, তথাপি দেহাধ্যাসপ্রসাদহেতু সে গুণবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দেহাধ্যাস ভঙ্গ হইলেই সে তাহা-দিগকে ত্যাগ করে। যেহেতু আত্মা অর্থাৎ জীবের এই দেহাধ্যাসরূপ সংসার-বন্ধন হইল, সেইহেতু সেই গুণবৃত্তিদিগকে জীবের পক্ষে গুণবৃত্তিপ্রদ হইল। যেহেতু তুর্ঘ্যে অর্থাৎ তুরীয়তত্ত্বে আমাতে অবস্থিত হইয়া এই সংসৃতি-বন্ধন ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে গুণচেতঃ অর্থাৎ গুণ ও চিন্তের পরস্পর আপনা হইতেই ত্যাগ হয় ॥২৮॥

**অনুদর্শিনী।** চিত্ত ও গুণত্যাগে জীবের সামর্থ্যের অভাব দৃঢ় করিতেছেন—চেতন আত্মায় গুণগুলি নাই। হৃদয়ে ‘আমি’ বুদ্ধিতে গুণ ও বৃত্তি আত্মাতে আরোপিত হয়। উহাই জীবের সংসার। শ্রীভগবানের চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন করিলে চেতন আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে দেহাধ্যাস পরিত্যাগকালে আপনা হইতে চিত্ত ও গুণের পরস্পর ত্যাগ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ হই তুর্ঘ্য—‘বিরাট হিরণ্যগর্ভঃ কারণং চেতুপাধ্যয়ঃ। দ্বৈশশ্চ যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে।’—ভাবার্থদীপিকা। অর্থাৎ বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়ী-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্যতত্ত্বই তুরীয় বা চতুর্থ ॥২৮॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোহর্থবিপর্যায়ম্।

বিদ্বান্ নির্বিঘ্ন সংসারচিন্তাং তুর্ঘ্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥২৯॥

**অনুবাদ।** (কথং সংসৃত্য বন্ধঃ কথঞ্চ তং জহ্যাৎ তদাহ) অহঙ্কারকৃতম্ (অহঙ্কারেণ কৃতং) বন্ধম্ আত্মনঃ (জীবস্য) অর্থবিপর্যায়ম্ (আনন্দাচ্ছাবরণেনানর্থহেতুং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) নির্বিঘ্ন (দুঃখমেতদিত্তি জ্ঞাত্বা) তুর্ঘ্যে স্থিতঃ (ভূত্বা) সংসারচিন্তাং (সংসারো বুদ্ধিস্তম্ভিন্ চিন্তামভিমানং তৎকৃতং ভোগচিন্তাঞ্চ) ত্যজেৎ ॥২৯॥

**অনুবাদ।** অহঙ্কারকৃত-বন্ধনই জীবের আনন্দাদি গুণের আবরণ দ্বারা অনর্থের হেতু ইহা জানিয়া নির্বেদ-গ্রস্ত হইয়া তুরীয় বস্তুতে অবস্থান পূর্বক সংসার-চিন্তা অর্থাৎ বুদ্ধিজনিত অভিমান ও ভোগ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়ন্নাশ্বাসয়তি,—অহঙ্কারেণ দেহেহংবুদ্ধ্যাব কৃতং বন্ধং বিদ্বান্ জানন্। কীদৃশং আত্মনোহর্থবিপর্যায়ং আনন্দাচ্ছাবরণেনানর্থহেতুং নির্বিঘ্নং তং ত্যক্ত্বা তুর্ঘ্যে মর্যাদানন্দরূপে স্থিতঃ সন্ সংসার-ভয়ভাবনাং ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** পূর্ব-কথিত অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। অহঙ্কার অর্থাৎ দেহে অহং বুদ্ধিদ্বারা কৃত বন্ধ বিদ্বান্ অর্থাৎ জানিয়া। বিরূপ, না, আত্মা অর্থাৎ নিজের অর্থ-বিপর্যায় অর্থাৎ আনন্দপ্রভৃতি আবরণ জন্ত অনর্থহেতু নির্বেদ করিয়া অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া তুর্ঘ্য অর্থাৎ আনন্দরূপ আমাতে স্থিত হইয়া সংসারভয়ভাবনা ত্যাগ করিবে ॥ ২৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** অহঙ্কারই জীবের বন্ধন। অহঙ্কারই আনন্দাদির আবরণ দুঃখাদি আনয়ন করে। তুরীয়বস্তু ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অহঙ্কার-ত্যাগে সংসার-ভয়ভাবনা হইতে নিরুক্ত হইয়া জীবও নিত্যানন্দময় অবস্থায় বাস করিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

যাবন্নানান্বধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ ।

জাগর্ত্যপি স্বপন্নজঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥৩০ ॥

**অনুব্র** । (যাবদেবং ন ত্যজ্যেং তাবত্তস্ত কৰ্ম্মজ্ঞানাদি সৰ্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ) যাবৎ পুংসঃ (জীবন্ত) নানান্বধীঃ (আত্মভেদজ্ঞানং) যুক্তিভিঃ (ন মমেয়মিত্যাকারকবিচারৈঃ) ন নিবর্তেত অপি (যদপি) জাগর্তি (কৰ্ম্মাদিনু সত্যস্তা বর্ততে তথাপি) অজঃ (অসম্যদর্শী) স্বপ্নে (স্বপ্নমধ্যে) যথা জাগরণং (জাগরতাবো দৃষ্টতে তথৈব) স্বপন্ (স্বপ্নান্ পশুন্নিব ভবতি) ৩০ ॥

**অনুবাদ** । যাবৎ বিচারের দ্বারা জীবের ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হয় তাবৎ যদিও জীব জাগ্রত অর্থাৎ কৰ্ম্মাদিতে সচেষ্ট দেখা যায়, তথাপি বস্তুতঃ সে অজ্ঞ তাহার ঐ জাগরণ স্বপদৃষ্ট জাগরণের দ্বায় হইয়া অবপার্থই থাকে ॥৩০॥

**বিশ্বনাথ** । কিঞ্চ । যাবন্নানান্বধীঃ নানাবিষয়গ্রহণং ন মমেয়মিত্যাকারকযুক্তিভিন্ নিবর্তেত তাবৎ জাগর্ত্যপি সংসারবন্ধান্মুক্তোহপি স্বপন্ সংসারবদ্ধ এব অজঃ স অজ্ঞান্যোবাচ্যতে । স্বপ্নমধ্যে এব স্বপ্নাদ্ব্যথা জাগরণং তথৈব তস্ত অজ্ঞানমধ্য এব জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥৩০॥

**বঙ্গানুবাদ** । আর যে পর্য্যন্ত নানান্বধী অর্থাৎ নানাবিষয়গ্রহণ ইহা আমার নয় এইরূপ যুক্তিদ্বারা নিবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত জাগ্রৎ অর্থাৎ সংসারবদ্ধ হইতে মুক্ত হইলেও স্বপদৃষ্টরূপে সংসারবদ্ধ হইয়া অজ্ঞ । স্বপ্নমধ্যেই যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ, তাহার সেইরূপই অজ্ঞান-মধ্যেই জ্ঞান ॥ ৩০ ॥

**অনুদর্শিনী** । ভগবজ্ঞান ব্যতীত ইতর বস্তুর ধ্যানকারী জীবের অজ্ঞানজনিত বিষয়চিন্তা নিবৃত্ত হয় না । স্বপ্নকালে স্বপদৃষ্টার জাগরণে স্বপদৃষ্ট-বস্তু স্বাপ্নিক বলিয়া বোধ হইলেও পুনরায় যেমন স্বপ্নাবস্থাই লাভ হয়, সেইরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইয়াও মুক্তাভিমানী জীব সংসারেই আবদ্ধ থাকে ॥ ৩০ ॥

অসদ্ধাদান্ননোহন্যোষাং ভাবানাং তৎকৃত্য ভিদা ।

গত্যো হেতবশ্চাস্ত মৃষা স্বপদৃশো যথা ॥৩১॥

**অনুব্র** । (নহু কথং বেদপ্রমিতবর্ণাশ্রমকৰ্ম্মাদিভি- নানান্বধী নিবর্তেত তত্রাহ) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) অন্যোষাং (ভিন্নানাং) ভাবানাং (দেহাদীনাং) অসদ্ধাৎ (অভাবাৎ) অস্ত (আত্মনঃ) তৎকৃত্য ভিদা (বর্ণাশ্রমাদিরূপা) গতয়ঃ (স্বর্গাদিফলানি) হেতবঃ (কৰ্ম্মাণি) চ স্বপদৃশঃ যথা (স্বপ্নদর্শিনো জনস্ত স্বপদৃষ্টাঃ সর্কে বিবস্যা যথা মৃষা তথা) মৃষা (মিথ্যৈব ভবন্তি) ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ** । পরমাত্ম-ব্যতীত দেহাদি বিভিন্ন ভাব-সমূহের অসঙ্গনিবন্ধন দেহাদিকৃত বর্ণাশ্রমাদিরূপ ভেদ, স্বর্গাদি-ফলসমূহ এবং কৰ্ম্মসকল স্বপ্নদর্শী পুরুষের স্বপ্নদৃষ্ট বিবয়ের দ্বায় মিথ্যাই হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

**বিশ্বনাথ** । নহু কথং বেদপ্রমিতবর্ণাশ্রমকৰ্ম্মাদি- নানান্বধীজ্ঞানিনো নিবর্তেত তত্রাহ,—অসদ্ধাদিতি । অথোষাং ভাবানাং দেহাভিমানানাম্ অসদ্ধাম্মিথ্যাস্থাং তৎকৃত্য দেহাভিমানকৃত্য বর্ণাশ্রমাদিরূপা ভিদা গতয়ঃ স্বর্গাদি- ফলানি চ হেতবঃ কৰ্ম্মাণি চ অস্ত জীবাত্মনো মৃষা মিথ্যৈবেত্যর্থঃ । দেহাদীনাং তদভিমানানাং স্বর্গাদীনাং ফলানাং তৎসাধনানাঞ্চ প্রাধানিকত্বেন সত্যত্বেহপি জীবন্ত তৎসম্বন্ধাতাবাং তে মিথ্যৈব । শৃঙ্গস্ত সত্যত্বেহপি শশস্ত শৃঙ্গসম্বন্ধাতাবাং শশশৃঙ্গং মিথ্যৈবেত্যর্থঃ । স্বপ্নদৃশঃ স্বপ্নদৃষ্টুর্জীবন্ত স্বাপ্নিকবস্তুনাম্ মিথ্যাস্থং পুনশ্চ স্বপ্নজন্তে স্বপ্নে পরমানভোজনন্ত তৎসাধনন্ত দুষ্ক- তত্বাদ্যাহরণস্ত চ মিথ্যাস্থং যথা ॥ ৩১ ॥

**বঙ্গানুবাদ** । আচ্ছা, নানান্বধীজ্ঞানীর বেদসম্মত বর্ণাশ্রম-কৰ্ম্মাদি কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন । অত্ভাব অর্থাৎ দেহাদি অভিমানের অসদ্ব (সদ্ধাভাব) মিথ্যাস্থজন্ত তৎকৃত অর্থাৎ দেহাদি-অভিমানকৃত বর্ণাশ্রমাদিরূপ ভেদ, গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল ও হেতু অর্থাৎ কৰ্ম্মসমূহ জীবাত্মার পক্ষে মৃষা বা মিথ্যা । দেহাদি, তাহার অভিমান, স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন—এইগুলি প্রাধানিকভাবে সত্য হইলেও ইহাদের



সহিত জীবের সম্বন্ধ না থাকায় তাহার মিথ্যাই। শৃঙ্গের সত্যতা থাকিলেও শশের শৃঙ্গসম্বন্ধ-অভাব হেতু শশশৃঙ্গ মিথ্যাই—এই অর্থ। স্বপ্নদৃক্ অর্থ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর বৈরূপ মিথ্যাত্ব, আবার স্বপ্নজগৎ স্বপ্নে পরমান্ন ভোজন ও তাহার সাধন দ্রুততগুলাদি আহরণেরও মিথ্যাত্ব, সেইরূপ ॥ ৩১ ॥

**অনুদর্শিনী।** বেদপ্রমাণে জানা যায় যে, বর্ণ ও আশ্রমের বিভিন্নতা হেতু কৰ্ম্মেরও বিভিন্নতা। ‘যেমন অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণকে উপনীত করাইবে’; ‘রাজা রাজস্বয়দ্বারা যজ্ঞ করিবে’। অতএব এই নানাবুদ্ধি কিরূপে নিবৃত্ত হইবে এই প্রশ্নের উত্তর—

স্বপ্নে বেহ দ্রুত, তগুল, কাষ্ঠ, পত্রাদি সংগ্রহ করত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া এবং অবশেষে ঐ পরমান্ন-ভোজনে তৃপ্ত হইলেও যেমন ঐ ব্যক্তিরই জাগ্রদবস্থায় পরমান্ন-ভোজন ও তৎসাধনের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা মিথ্যাই; তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানাবস্থায় জীবের যে সকল ধর্ম্ম ও কৰ্ম্ম এবং তৎফলে প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সত্য হইলেও আত্মাহুতবে আত্মার পক্ষে ঐ সকল মিথ্যাই হয়।

শৃঙ্গ সত্য হইলেও শশের সহিত উহার সম্বন্ধ না থাকায় ‘শশশৃঙ্গ’ যেমন মিথ্যাই তদ্রূপ বর্ণাশ্রমাদি বিভাগ ও তদনুযায়ী কৰ্ম্মাদির ভেদ এবং এই সকল কৰ্ম্মফল স্বর্গাদি লোক দেহ-সম্বন্ধে প্রাধানিকভাবে সত্য হইলেও উহার সহিত জীবাত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকায় আত্মসম্বন্ধে উহার মিথ্যাই।

অতএব স্বরূপজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সকল বেদবাক্য পালনীয় এবং তাহারাই উহার অধিকারী; কিন্তু আত্মাহুতবীর তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

“ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিজৈগুণ্যো ভবাজ্জুন”।

গীঃ ২।৪৫।৩১॥

যো জাগরে বহিরলুক্ষণধর্ম্মিণোহর্থান্  
ভুঙক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।  
স্বপ্নে সুষুপ্তে উপসংহরতে স একঃ

স্মৃত্যঘ্যাত্ৰিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥ ৩২ ॥

**অন্বয়।** (যুক্তিতিরিত্যুক্তং তা এব যুক্তীরাহ) বঃ জাগরে (জাগরণ-কালে) সমস্তকরণৈঃ (চক্ষুরাদিভিঃ) বহিঃ অলুক্ষণঃ ধর্ম্মিণঃ (ক্ষণিকবাল্যতাক্রুণ্যাদিধর্ম্মবতঃ) অর্থান্ (স্থলান্ দেহাদীন্) ভুঙক্তে (তথা) স্বপ্নে হৃদি তৎসদৃক্ষান্ (জাগরণদৃষ্টসদৃক্ষান্ বাসনাময়ান্ ভুঙক্তে) স্মৃত্যঘ্যাত্ (স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন সর্ব্বাবস্থাস্থ অন্বয়াদ্ যঃ স্বপ্নান্দ্ৰাক্ষং যচ্চানন্তরং ন কিঞ্চিদবেদিসং স এব জাগর্ম্মীতি উপাদিতেদেন বিশ্বাদি-ব্যবহার ইতি ভাবঃ। এতেন বাল্যবুদ্ধাবস্থাস্থপি প্রতিসন্ধানেনান্মৈক্যং দ্রষ্টব্যং) ত্রিগুণ-বৃত্তিদৃক্ (অবস্থাত্ত্রয়দ্রষ্টা) ইন্দ্রিয়েশঃ (ইন্দ্রিয়ানাম্ দ্ৰঃ) একঃ সঃ (এব) সুষুপ্তে (তান্ সর্ব্বান্) উপসংহরতে (অজ্ঞানে লীনান্ করোতি) ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ।** যিনি জাগরণকালে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্দর্শে বাল্যতাক্রুণ্যাদি ক্ষণিকধর্ম্মযুক্ত দেহাদি স্থলবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন এবং স্বপ্নে হৃদয়-মধ্যে জাগরণদৃষ্ট পদার্থের স্থায় বাসনাময় বিষয়সমূহের ভোগ করিয়া থাকেন, সকল অবস্থায় প্রতিসন্ধান সহকারে অলুগমনহেতু অবস্থাত্ত্রয়ের সাক্ষী ইন্দ্রিয়েশ সেই এক পরমান্ন বস্তুর সুষুপ্তিকালে সেই সকল বিষয়কে অজ্ঞানে লীন করিয়া থাকেন।

**বিশ্বনাথ।** যুক্তিতিরিত্যুক্তং তা এব যুক্তীরাহ বঃ স্বর্থান্ দেহাদীন্ সমস্তকরণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ ভুঙক্তে কথন্তু-তান্? অলুক্ষণধর্ম্মিণঃ ক্ষণিকবাল্যতাক্রুণ্যাদিধর্ম্মবতঃ যশ্চ স্বপ্নে হৃদি জাগরণদৃষ্টসদৃক্ষান্ বাসনাময়ান্ ভুঙক্তে যশ্চ সুষুপ্তে তান্ সর্ব্বান্ উপসংহরতি স একঃ। কুতঃ ত্রিগুণবৃত্তিদৃক্ অবস্থাত্ত্রয়দ্রষ্টা। নহু জাগ্রদবস্থায় সর্বেইন্দ্রিয়ানি-পশুস্তি স্বপ্নং মনঃসুষুপ্তিতৎসংস্কারশেষা বুদ্ধিঃ কথমাশ্রিতদ্রষ্টা। তত্রাহ ইন্দ্রিয়েশঃ। নহু ইন্দ্রিয়েশা অপি বিশ্ব-

তৈজসপ্রাজ্ঞাভিন্না এব ন স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন সর্বাংস্ব-  
স্বয়্যাং যোহহং স্বপ্নানদ্রাক্ষং পশ্চান্ন কিঞ্চিদবেদিষ্যং । স  
এবৈতর্হি জাগরীত্যত উপাধিভেদেনৈব বিশ্বাদিব্যবহার  
ইতি ভাবঃ । এতৎক্রমেনৈব দেহাদায়নঃ পার্থক্যং  
দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩২ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** ইহা বুদ্ধি-সাহায়ে বলা হইরাছে  
(৩০ শ্লোক) । সেই সব বুদ্ধি বলিতেছেন । যিনি  
অর্থাৎ দেহাদি সমস্তকরণ অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রভৃতিদ্বারা  
ভোগ করেন । কিরূপ অর্থ ? না, অনুক্ষণদ্বারা অর্থাৎ  
ক্ষণিক-বাল্যাতাক্রমাদি বস্তুবৃত্ত । যিনি স্বপ্নে হৃদয়ে তৎ-  
সদৃশ অর্থাৎ জাগরকালে দৃষ্টবস্তুর সদৃশ বাসনাময় বস্তু  
ভোগ করেন, আর যিনি স্মৃপ্ত অর্থাৎ নিদ্রাকালে সেইগুলি  
উপসংহার করেন তিনি একই । কি হেতু ? না, ত্রিগুণ-  
বৃত্তিদৃক অর্থাৎ অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা । আচ্ছা, জাগ্রৎ অবস্থায়  
সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দর্শন করে, স্বপ্ন হইতেছে মনের, স্মৃপ্তি-  
কালীন তাহার সংস্কার শেষ বুদ্ধি, তবে আত্মা কিরূপে  
তাহার দ্রষ্টা ? উত্তরে বলিতেছেন,—ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ  
ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা । আচ্ছা, ইন্দ্রিয়ের গণও ত বিশ্ব-  
তৈজস ও প্রাজ্ঞ হইতে অভিন্ন,—তাই বলিতেছেন,  
স্মৃত্যায় স্মৃতি অর্থাৎ প্রতিসন্ধান দ্বারা সমস্ত অবস্থাতে  
অন্য অর্থাৎ যে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, পরে কিছুমাত্রই  
জানি নাই, সেই আমি তবে জাগিতেছি, ইহার পর উপাধি  
ভেদেই বিশ্বাদিব্যবহার—এই ক্রম অনুসারে দেহ হইতে  
আত্মার পার্থক্য দেখা যায় ॥ ৩২ ॥

**অনুদর্শিনী ।** পঞ্চ কর্ষেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,  
পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই সমস্ত করণে  
জীব, বাল্য-যৌবনাদি ক্ষণিকধর্ম-বিশিষ্ট স্থলদেহে বাহ্য-  
স্থূল বিষয়সমূহকে উপলব্ধি করিয়া থাকে । স্থূল ও  
সূক্ষ্মক্রমে এই করণসমূহ তিনভাগে বিভক্ত । স্থূলশরীর  
সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর । বাহ্য স্থূল-পদার্থকে গ্রহণ  
করে বলিয়া দশবিধ ইন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয় নামে অভিহিত ।  
সেই বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারকালকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয় ।

এই অবস্থায় ব্যাপ্তি স্থূল-দেহাভিমানী আত্মা ‘বিশ্ব’ নামে  
অভিহিত হন ।

দ্বিতীয় দার মন । কারণ মন ইন্দ্রিয়গণ-আনীত  
বিষয়গুলি সংকল্প পূর্বক তদ্রূপেই ধারণ করত বুদ্ধির  
সমীপে সূক্ষ্মরূপে প্রদর্শন করায় । রজোগুণের আধিক্যে  
মনের কল্পনা এবং তমোগুণের আধিক্যে স্বপ্ন হয় । স্বপ্ন-  
কালে জাগ্রৎ-কালীন বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাবে মনোমধ্যে নির্বিষ্ট  
থাকে এবং ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম  
লইলে মনের যে পর্য্যন্ত সংকল্পের সামর্থ্য থাকে, সেকাল  
পর্য্যন্ত সে সেই সকল স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্মভাবে লইয়াই  
সংকল্প করিতে থাকে । তখন আত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়াভিমানী  
না থাকিয়া ব্যাপ্তি সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্ম-শরীরীভিমানী ও সাক্ষিস্বরূপ  
থাকিয়া স্বাপ্নিক সূক্ষ্মবিষয়সমূহ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন ।  
তখন তিনি “তৈজস” নামে অভিহিত ।

পরে মন যখন ক্রান্ত হইয়া সংকল্পক্রিয়া হইতে বিনিবৃত্ত  
হয়, তখন গাঢ় নিদ্রা ঘটে । এই স্মৃপ্তিকালে বুদ্ধি,  
জাগ্রৎ বা স্বপ্ন এই উভয়নিষ্ঠ বস্তুর বিনিগমে কেবল  
ভোগের সূক্ষ্মময় বা হুঃখময় সংস্কারটী মাত্র অবলম্বন  
করিয়া বিশ্রাম করে । ‘আমি স্মৃথে নিদ্রা গিয়াছিলাম,  
কিছুই জানিতে পারি নাই ।’ এই মাত্র উপলব্ধি করেন ।  
এই অবস্থায় ব্যাপ্তি কারণ—শরীরীভিমানী আত্মা ‘প্রাজ্ঞ’  
নামে অভিহিত হন ।

অতএব উপাধিভেদেই আত্মার বিশ্বাদি-ব্যবহার  
ঔপাধিক, বাস্তব নহে । জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্মৃপ্তি বুদ্ধিরই  
বৃত্তিভিন্ন । স্মৃতরাং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ হইতে আত্মা  
পৃথক্ ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদেও দেখা যায় যে,—‘জাগরিতস্থানো  
বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোণবিশংতিমূখঃ স্থলভূগ্ বৈশ্বানরঃ  
প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বগাদি  
সপ্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট, ঊনবিশংতি ইন্দ্রিয়রূপ মুখযুক্ত (৫ জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়, ৫ কর্ষেন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত)  
শব্দাদি স্থূলবিষয়সমূহের ভোক্তা বৈশ্বানর আত্মার  
প্রথম পাদ ।

‘স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোবংশতিমুখ  
প্রবিভক্তভুক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃপাদঃ ॥৪৥

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা, অন্তঃপ্রজ্ঞ, সপ্ত-  
অঙ্গবিশিষ্ট মনোলীন চক্ষুরাদি ঊনবিংশতি মুখযুক্ত সূক্ষ্ম-  
বিষয়-সকলের ভোক্তা তৈজস পুরুষই দ্বিতীয় পাদ।

সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এবানন্দময়ো হানন্দভুক্ত  
চেতোমুখঃ প্রাক্তস্বতীয়ঃ পাদঃ ॥৫৥

অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা, একীভূত, প্রজ্ঞানধন,  
আনন্দময়, আনন্দভুক্ত ও চেতোমুখ প্রাক্তই আত্মার  
তৃতীয় পাদ ॥৩২॥

---

এবং বিমূষ্য গুণতো মনসস্ত্র্যাবস্থা

মন্মায়য়া ময়ি কৃত্য ইতি নিশ্চিতার্থাঃ।

সংছিদ্য হৃদমনুমানসহৃক্তিতীক্ষ্ণ-

জ্ঞানাসিনা ভজতমাখিলসংশয়াধিম্ ॥৩২॥

অন্নয়। (ততঃ কিমত আহ) এবং (উক্তপ্রকারেণ)  
বিমূষ্য (বিচার্য্য) গুণতঃ (যা এতাতঃ) মনসঃ ত্র্যাবস্থাঃ  
(জাগ্রাদ্যাস্তিপ্রোহবস্থাস্তাঃ) মন্মায়য়া (মদবিগয়া) ময়ি  
কৃত্যঃ (ন তদ্বতঃ সন্তীতি) ইতি (এবং) নিশ্চিতার্থাঃ (নিশ্চিত  
আত্মরূপোহর্ষো যৈশ্চে যুয়ম্) অনুমানসহৃক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানা-  
সিনা (অনুমারৈঃ সহৃক্তিভিঃ সতামুপদেদৈঃ শ্রুতিভিঃ  
তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন) অখিল সংশয়াধিম্ (অখিলানাং  
সংশয়ানাং আধিঃ আধিয়ন্তে অস্মিন্ ইত্যাদিঃ অহঙ্কারঃ)  
সংছিদ্য (বিনাশ) হৃদং (হৃদি স্থিতং) মা (মাং) ভজত  
(সেবধ্বম্) ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! এই প্রকার বিচারপূর্বক  
গুণকৃত জাগরণাদি মানসিক অবস্থাত্রয় আমার মায়া-কর্তৃক  
আমাতেই কল্পিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত করিয়া তোমরা  
অনুমান ও সহপদেদে জাত তীক্ষ্ণজ্ঞান-খড়্গে অখিল সংশয়ের  
আধাররূপ অহঙ্কারকে সংহ্রি করিয়া হৃদিস্থিত আমার  
সেবা করিবে ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। ততঃ কিমত আহ,—এবমিতি।  
গুণতো যা এতা মনসো বুদ্ধিস্ত্র্যাবস্থা। মদবিদ্যয়া ময়ি

কৃত্য ন তদ্বতঃ সন্তীতি নিশ্চিত আত্মরূপোহর্ষো যৈশ্চে  
যুয়ং অনুমানৈঃ সহৃক্তিভিঃ সতামুপদেদৈঃ শ্রুতিভিঃ  
তীক্ষ্ণেন জ্ঞানখড়্গেন হৃদং হৃদবমবস্থাত্রয়ং সংছিদ্য মা মাং  
অখিলসংশয়ানামাধিঃ পীড়কং নাশকং ভজত ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর কি? তাহাই  
বলিতেছেন। গুণগণ হইতে মনের অর্থাৎ বুদ্ধির যে  
তিনটি অবস্থা, সেগুলি আমার অবিদ্যাকর্তৃক আমাতে  
কৃত বা কল্পিত হইয়াছে, তদ্বতঃ ইহারা নাই। এই  
নিশ্চিতার্থ অর্থাৎ যাহারা আত্মরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছে,  
সেই তোমরা অনুমান সহৃক্তি অর্থাৎ সাধুগণের উপদেশ  
ও বেদরূপ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গ-সহযোগে হৃদ অর্থাৎ হৃদয়ে  
উৎপন্ন তিনটি অবস্থা সমাক ছিন্ন করিয়া অখিল-সংশয়ের  
আধি অর্থাৎ পীড়ক বা নাশক আমাকে ভঙ্গনা কর ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ পূর্বে ভা: ১১।২২।২৪  
শ্লোকে উদ্ধবকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা ভা:  
১১।২২।২৪ শ্লোকোক্ত গুরুপাদনাদিদ্বারা স্থাপন  
করিয়াছিলেন, অধুনা পুনরায় তাহাই শ্রীহংসবাক্যদ্বারা  
দৃঢ় করিতেছেন—

ভগবানের ভঙ্গনা করিলে জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও  
সুষুপ্তি—বুদ্ধির এই তিনটি বৃত্তির অধীন না হইয়া অখিল  
সংশয়ের কারণ অহঙ্কারকে নাশ করিতে সমর্থ হয়।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রস্থি শিথিলস্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥১১।২৩।৩০

—অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

গতিত্রয়-নাশের উপায়—

স এব স্বাস্তরং নিত্যে যুগানামেকসপ্ততিম্।

বাস্তদেবপ্রসঙ্গেন পরিভূতগতিত্রয়ঃ ॥ ভা: ৩২।২।৩৬

শ্রীমৈত্রেয় বিদূরকে বলিলেন সেই মহারাজ মনু  
এইভাবে আপনার অন্তরকাল এক সপ্ততিযুগ অতিবাহিত  
করিয়াছিলেন। বাস্তদেবকথা প্রসঙ্গে নিবিষ্ট থাকিয়া  
তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাকে পরাভূত  
করিয়াছিলেন ॥ ৩৬॥

---

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসঃ

দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।

বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া

স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ ॥৩৪॥

**অন্বয়।** (অনুমানাদি দর্শয়তি) মনসঃ বিলাসঃ (মনোবিজৃম্বিত) দৃষ্টং বিনষ্টং (বিনাশশীলম্) অলাতচক্রম্ (অলাতচক্রবৎ) অতিলোলম্ (অতিচঞ্চলম্) ইদং (জগৎ) বিভ্রমম্ ঈক্ষেত (বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং ঈক্ষেত) একং বিজ্ঞানং (যদ্ ব্রহ্ম তদেব) উরুধা (বহুধা) ইব বিভাতি (প্রকাশতে ন তু পরমার্থতঃ উরুধা যতঃ) ত্রিধা (জাগ্রাদিতেদেন) গুণবিসর্গকৃতঃ (গুণপরিণামকৃতঃ) বিকল্পঃ (ভেদঃ) স্বপ্নঃ মায়া (স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** মনঃকলিত, বিনাশশীল, অলাতচক্রবৎ অতিচঞ্চল এই দৃষ্ট জগৎকে বিশিষ্ট ভ্রমবৃত্ত দর্শন করিবে, বিজ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার প্রকাশিত হইতেছেন, পরন্তু বস্তুতঃ নানাপ্রকারে বিশিষ্ট নহেন, যেহেতু পরিণামকৃত জাগরণাদি ভেদ স্বপ্নতুল্য মায়ামাত্র জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** এবমবস্থাত্রয়ানিঃসদ্বন্ধস্তান্মনঃ পার্থক্য-মনুভূয় পূর্বে যদহস্তাস্পদং মমতাস্পদীভূতং বহুসীভূদিদং জগৎ বিভ্রমং বিশিষ্টো ভ্রমো যত্র তথাভূতং ঈক্ষেত কোটিকোটিক্রমস্তু তত্র ভ্রমাদেবাহস্তা মমতয়োরারোপিত-চরিত্বাৎ মনসো বিলাসং কৌতুকাস্পদং মনসো বিশিষ্টো লাসো নৃত্যং যত্র তদিতি বা। বিনষ্টমনিত্যং তত্রাপ্যলাত-চক্রবদতিলোলং। নহু তহে বস্তুতদ্বৈতদর্শনারির্ভেদব্রহ্মানু-ভবোনোপপদ্যেত তত্রাহ,—বিজ্ঞানমেকং যদব্রহ্ম তদেব উরুধেব বিভাতি ন তু পরমার্থতঃ উরুধা। যতো মায়া মায়ৈব ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ স্বপ্নঃ স্বপ্নবদ-চিরস্থায়ী ॥ ৩৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** এইরূপে অবস্থাত্রয় হইতে সদ্বন্ধ-শূন্য আত্মার পার্থক্য অনুভব করিয়া পূর্বে যে অহং বুদ্ধির ও মমতা বুদ্ধির বস্তু ছিল সেই এই জগৎ বিভ্রম অর্থাৎ বিশিষ্ট ভ্রমবৃত্ত বলিয়া দেখিবে। কোটি কোটি জনে

ভ্রমবশতঃই পূর্বে অহংবুদ্ধি ও মমতাবুদ্ধি আরোপিত ছিল বলিয়া মনের বিলাস অর্থাৎ কৌতুকাস্পদ অথবা মনের বিশিষ্ট লাস বা নৃত্যময়। বিনষ্ট, অর্থাৎ অনিত্য তাহার উপর অলাতচক্রের ছায় অতি লোল বা চঞ্চল। আচ্ছা, তাহা হইলে এই প্রকার দ্বৈতদর্শনহেতু নির্ভেদ-ব্রহ্মানুভব সম্ভবপর হয় না, তাহাই বলিতেছেন—বিজ্ঞান একই যাহা ব্রহ্ম, তাহাই উরুধা (বহুপ্রকার) প্রকাশিত, পরমার্থতঃ উরুধা নয়। যে হেতু মায়া-কর্তৃক তিন প্রকার গুণবিসর্গ-কৃত বিকল্প স্বপ্ন অর্থাৎ স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী ॥৩৪॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবান্কে স্তবঃখে বলিতেছেন—

তস্মাদিদং জগদশেষমসংস্বরণং

স্বপ্নাভমন্তুবিষণং পুরুহুঃখহুঃখম্।

ত্বযেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে

মায়াত উত্তদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥

ভাঃ ১০।১৪।২২

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্তবরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ছায় প্রতীত হইতেছে।

বিশ্ব ভগবানের শক্তিকার্য্য বলিয়া মিথ্যা নহে, সত্য, কিন্তু অনিত্য। “জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়।”

চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ

অলাতচক্র—জলিত অঙ্গার-খণ্ডকে তীব্রবেগে ঘুরাইলে উহাকে একটা ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগৎ তদ্রূপ অবিদ্যত ভ্রমশঙ্কল।

গুণ-পরিণামকৃত যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা স্বপ্নের ছায় মায়া অর্থাৎ মায়া দ্বারা স্কুরিত; মায়াই নানাপ্রকারে বিভাতি হইতেছে কিন্তু ব্রহ্ম একই। তবে এই মায়া পৃথক্ তত্ত্ব নহে, তাঁহারই অধীনা এবং তাঁহারই বলে ক্রিয়াশীল ॥

জগৎ স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী কিন্তু স্বপ্নাদিবৎ অনীক নহে—

“বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ”। ব্রঃ হুঃ ২।২।৩৮

অর্থাৎ বৈধর্ম্য্য হেতুকই স্বপ্নাদিবৎ নহে।

এই স্বপ্নের টীকায় গোড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীলবনদেব প্রভু বলেন—

“চ-শব্দোহবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাত্তার্থ্য-  
কারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেহপি ভবে-  
দিত্যেতৎ ন সংভবতি। কৃতঃ বৈধর্ম্য্যাত্। স্বপ্ন-জাগর-  
প্রাপ্তয়োৰ্দ্ধ্বস্তনোরসাধর্ম্য্যাদেব স্বপ্নে খল্লভূতং অর্থাৎ  
জাগরে তু প্রত্যক্ষেন্নভূতং। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়-  
মাত্রেনাত্তদভূতবতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু  
বর্ষশতানন্তরমপি তদ্বর্ষকমবাধিতক্ষেতি। কিঞ্চ স্বপ্নেহল্ল-  
ভূতং স্বর্ঘ্যত ইতি প্রত্যাভিমানং বোধ্যং। স্বপ্নতন্ত্ব স্বমাত্রো-  
হুতাব্যম্।

অর্থাৎ মূলে চ শব্দ অবধারণার্থ্য। স্বপ্ন ও মনোরথে  
যেদ্রুপ ঘটাদি অর্থাৎকারক জ্ঞানমাত্র সিদ্ধ ব্যবহার হয়,  
ঐরূপ জাগ্রদবস্থায়ও হয়,—এ কথা সম্ভব হয় না; হেতু;—  
বৈধর্ম্য্যবশতঃ স্বপ্নলব্ধ-বস্তু ও জাগ্রদবস্থায় বস্তু—এই বস্তু-  
দ্বয়ের অসাধর্ম্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, স্বপ্নে কেবলমাত্র  
অভূত বস্তু স্মৃত হয়; আর জাগরে বস্তু প্রত্যক্ষরূপে  
অভূত হয়। স্বপ্নলব্ধ বস্তু ক্ষণদ্বয়মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন রূপ  
ধারণ করে ও স্বপ্নাপগমে বাধিত হয়, আর জাগরলব্ধ-বস্তু  
শতবর্ষ পরেও একরূপ ও অবাধিত-বিষয়ই প্রতীতি হইয়া  
থাকে। আরও স্বপ্নে অভূত বস্তু স্মৃত হয়, ইহা প্রত্যাভি-  
মান, নিজের মতে স্বমাত্রের অনুভাব্য, অস্তের নয়; কিন্তু  
জাগর-বস্তু সকলেরই অনুভাব্য—

“ভগবচ্ছক্তিকার্য্য বিশ্বমিথ্যা নহে। ভগবৎ কার্য্য-  
মাত্রেরই মিথ্যাত্ব অনুমেয় হইলে ভগবানেও প্রাণাত্যাভাব-  
দোষ হয়। মাধবভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতি ‘সত্যং হেবেদং  
বিশ্বমসৃজত।’ ভাঃ ৭।১।১১ শ্লোক টীকায় শ্রীবিদ্বনাথ ৩৩৪।

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-

স্তৃষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।

সংদৃশ্যতে ক চ যদিদমবস্তুবুদ্ধ্য।

তত্ত্বং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ৩৩৫।

অনুভব। ( তস্মাৎ ) ততঃ ( দৃশ্যং ) দৃষ্টিং ( বাস্তব-  
জ্ঞানং ) প্রতিনিবর্ত্য ( প্রতিষিধ্য ) নিবৃত্ততৃষ্ণঃ তৃষ্ণীং  
নিরীহঃ ( মনোবাকব্যাপাররহিতঃ সন্ ) নিজসুখানু-  
ভবঃ ( স্বাঙ্গানন্দানুসন্ধাতা ) ভবেৎ ক চ ( কচিদিবশ্চকাহারাদি-  
দ্রব্য ) যদি ( যত্নপি ) ইদং ( জগৎ ) সংদৃশ্যতে ( তথাপি  
পূর্বম্ ) অবস্তুবুদ্ধ্য। তত্ত্বম্ ( অবাস্তবজ্ঞানেন যৎ পরি-  
তত্ত্বং তদিদং পুনঃ ) ভ্রমায় ন ভবেৎ ( মোহায় ন  
প্রভবেদেব, কিঞ্চ ) আনিপাতাৎ ( দেহপাতপর্য্যন্তং ) স্মৃতিঃ  
( স্মৃতিরিব স্মৃতিঃ সংসারমাত্রেনাবভাসো ভবেদিত্যর্থঃ ) ৩৩৫।

অনুবাদ। অতএব দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বাস্তবজ্ঞানের  
প্রতিবেদপূর্বক নিবৃত্ততৃষ্ণ, মৌনী, নিরীহ এবং আঙ্গ-  
নুখানুসন্ধাতা হইবে। কদাচিৎ আহারাদি কার্য্যানুরোধে  
যদিও জগৎ-সম্পর্ক সম্ভবপর হয়, তথাপি পূর্বে অবাস্তব-  
জ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা মোহজনক হইতে পারে  
না, পরন্তু দেহপাত পর্য্যন্ত কেবল সংসাররূপে ইহার  
প্রকাশ হইয়া থাকে ৩৩৫।

বিশ্বনাথ। যস্মাদেবং তস্মাস্ততো দৃশ্যং দৃষ্টিং  
প্রতিনিবর্ত্য তস্মিন্ নিবৃত্ততৃষ্ণস্তৃষ্ণীং ভবেৎ।  
মনোবাক্য্যাপাররহিত ইত্যর্থঃ। তত্র সামর্থ্য্যমাহ,—নিজ-  
সুখানুভব ইতি। অতো নিরীহঃ কায়িকব্যাপাররহিতশ্চ, ননু  
দেহবতঃ সর্কখাদৈতদৃষ্টিপ্রতিবর্তনায়োগাৎ পুনঃ সংসারঃ  
শ্রাদেব, তত্রাহ—সংদৃশ্যতে ইতি। কচিদিবশ্চকাহারাদি-  
দ্রব্যপীদং সংদৃশ্যতে তথাপি পূর্বমবস্তুবুদ্ধ্য। যত্নতঃ তৎ  
পুনশ্চোহায় ন ভবেদেব। কিন্তু দেহপাতপর্য্যন্তং স্মৃতিরিব  
স্মৃতিঃ সংসারমাত্রেনাবভাসো ভবেদিত্যর্থঃ ৩৩৫।

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু এইরূপ, তখন সেই দৃশ্য  
হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া তাহাতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া তৃষ্ণী  
অর্থাৎ মনোবাক্য্যাপার-রহিত হইবে। সে বিষয়ে  
সামর্থ্য্য বলিতেছেন। নিজসুখানুভব, অতএব নিরীহ  
কায়িকব্যাপার-রহিত। আচ্ছা, দেহবানের পক্ষে সর্ক-  
প্রকারে দৈতদৃষ্টি প্রতিবর্তনের যোগ্য না হওয়ায় পুনরায়  
সংসার হইবে। সে বিষয়ে বলিতেছেন। কখনও  
আহারাদি-ব্যাপারে যদিও ইহা দৃষ্ট হয়, তথাপি পূর্বে

যাহা অবস্তু বলিয়া পরিত্যক্ত হইরাছে, তাহা পুনরায় মোহজনক হইবে না কিন্তু দেহপাত পর্যান্ত স্থিতির তায় কেবল সংসাররূপে প্রকাশ পাইবে ॥ ৩৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** যিনি নিজের আত্মায় স্থখ অমৃতব করেন তিনিই মনের তৃষ্ণা, বাস্কার বেগ এবং কায়ার কর্মচেষ্টা পরিত্যাগে তৃষ্ণাশূন্য, তৃষ্ণী এবং নিরীহ হইতে পারেন। সে অবস্থায় তাঁহার আহারাদি ক্রিয়া থাকিলেও উহা ভোগীর সংসার-চেষ্টা নহে, স্বপ্রোথিত ব্যক্তির স্বপ্নস্থিতির তায় ॥ ৩৫ ॥

দেহঃ নশ্বরমবস্থিতমুখিতং বা

সিক্তো ন পশুতি যতোহধ্যগমং স্বরূপম্।

দৈবাদপেতমথ দৈববশাভূপেতং

বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদাক্ষঃ ॥ ৩৬ ॥

**অন্বয়।** (এতদেবোপপাদয়তি) মদিরামদাক্ষঃ (মত্তমদাক্ষদৃষ্টির্জনঃ) যথা পরিকৃতং (পরিহিতং) বাসঃ (বসনং) দৈবাৎ অপেতং (স্থলিতং) অথ (কিঞ্চ) দৈববশাৎ উপেতং (দেহমাগতমপি ন পশুতি তথা) সিদ্ধঃ (জনঃ) যতঃ (যস্মাৎ) স্বরূপম্ অধ্যগমং (জ্ঞাতবান্ তং) নশ্বরং দেহং চ অবস্থিতম্ (আসনে স্থিতম্) উখিতং বা (ততো নির্গতং বা পুনরাগতং বা) ন পশুতি ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।** মদিরামদাক্ষদৃষ্টি পুরুষ যেকণ পরিহিত বসন দৈবাৎ গাত্র হইতে স্থলিত কিংবা পুনরায় দৈববশতঃ সংলগ্ন হইলেও উহা দেখিতে গায় না, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ স্বরূপজ্ঞান লাভ করায় এই নশ্বর দেহ আসনে স্থিত কিংবা উখিত বা পুনরাগত যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহা দর্শন করেন না ॥ ৩৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** জ্ঞানসিদ্ধ জীবমুক্তের দশামাহ— দেহমিতি দ্রাভ্যাম্। আসনাভূখিতং উপায় পুনস্তত্রৈব স্থিতং ন পশুতি নান্দ্রসকভে। যতঃ পরপং বন্ধানুভবং অধ্যগমং প্রাপ্তঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। দৈবাদপেতং কেনচিন্নিকাসনাদপগতং কেনচিৎ পরিদাপনাভূপেতং বা বাসঃ পরিকৃতং পরিহিতং মদিরামদাক্ষো নান্দ্রসকভে ॥ ৩৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** জ্ঞানসিদ্ধ জীবমুক্তের দশা দুইটা শ্লোকে বলিতেছেন। আসন হইতে উখিত, উঠিয়া পুনরায় সেইস্থানে স্থিত (দেহকে) দেখেন না অর্থাৎ অনুসন্ধান করেন না। যেহেতু স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মানুভব অধিগত বা প্রাপ্ত। এহলে দৃষ্টান্ত—দৈবাৎ অপেত (স্থানচ্যুত) কাহারও দ্বারা কাড়িয়া দূরে নিক্ষিপ্ত বা কাহারও দ্বারা পরিধান করান জন্ত উপেত (আগত)। পরিকৃত অর্থাৎ পরিহিত বাস বা বসনকে মদিরামদাক্ষ ব্যক্তি অনুসন্ধান করে না ॥ ৩৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** মদিরামদাক্ষ ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রে যেমন লক্ষ্য থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানসিদ্ধ জীবমুক্ত-ব্যক্তিরও যে দেহে থাকাকালে আত্মজ্ঞান হয়, সেই দেহের অবস্থিতি, উত্থান এবং বিয়োগ বা সংযোগ হইলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। “সুপ্তঃ কুলায়ং যথা” ভাঃ ১০।৮৭।৫০ অর্থাৎ নিদ্রিতব্যক্তির নিজ শরীরসদৃশ অদর্শনের তায়। “সুপ্ত ব্যক্তিকে সেরূপ অত্রে শরীরবস্ত্র দেখে, সে কিন্তু নিজশরীর দেখে না; তদ্রূপ জীবমুক্ত ব্যক্তিকে অত্রে দেহবস্ত্র দেখে, তিনি কিন্তু কিছুই দেখেন না।”—শ্রীধর।

এই শ্লোকের অঙ্কুরগ তাঃ ৩২৮।৩৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ

স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাস্মুঃ।

তং সপ্রপঞ্চমধিকৃঢ়সমাধিযোগঃ

স্বাপ্নঃ পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৭ ॥

**অন্বয়।** (ননু যঃ পরিপাল্যমানোহপি মুমূর্ষতি তৎকেন পশ্যতি তর্হি পতেদেব, নেত্যাহ) দৈববশগঃ (দৈববশেন গচ্ছন্) দেহঃ অপি যাবৎ স্বারম্ভকং (স্বস্মারম্ভকম্ উপাদকং) কর্ম (যাবৎ অস্তি তাবৎ) খলু সাস্মুঃ (প্রাণেন্দ্রিয়সহিতঃ সন্) প্রতি সমীক্ষতে এব (জীবত্যেব) অধিকৃঢ়সমাধিযোগঃ (অধিকৃঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপৰ্য্যন্তো যোগোঃ যেন সঃ) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (প্রতিবুদ্ধং জ্ঞাতং পরমার্থবস্তু যেন সঃ) পুনঃ স্বাপ্নং (স্বপ্নতুল্যং)

সপ্রপঞ্চম্ (ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিসহিতমপি) তং (দেহং)  
ন ভজতে (তত্র নাসক্তো ভবতি) ॥৩৭॥

**অনুবাদ।** দৈনবশে গতিশীল এই দেহও স্বীয়  
আরম্ভক কৰ্ম্মে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের  
সহিত অবশ্যই জীবিত থাকে, পরন্তু সমাধিযোগপ্রাপ্ত ও  
পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি স্বপথতুল্য ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদির সহিত  
এই দেহে পুনরায় আসক্ত হন না ॥৩৭॥

**বিশ্বনাথ।** যাবৎ স্বারম্ভক কৰ্ম্ম তাবৎ সাত্ত্ব-  
প্রাণঃ সন্ প্রতি সমীক্ষতে। মুক্তস্যাপি তস্য কৰ্ম্মভোগ-  
প্রতীক্ষাং কুর্স্বন্ জীবৈদিত্যর্থঃ। ননু তর্হি তস্মিন্ কদা-  
চিদাসজ্জৈদপি তত্র নেত্যাহ। তং দেহং সপ্রপঞ্চং  
ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদিসহিতমপি ন ভজতে। যথা প্রতি-  
বুদ্ধবস্তুঃ প্রাপ্তজাগরো জনঃ স্বাপং দেহং পুনর্-  
ভজতে ॥৩৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** যে পর্য্যন্ত স্বীয় আরম্ভক কৰ্ম্ম, সে  
পর্য্যন্ত সাত্ত্ব অর্থাৎ সপ্রাণ থাকিয়া প্রতিদর্শীক করে  
অর্থাৎ মুক্তের পক্ষেও সেই কৰ্ম্মভোগের প্রতীক্ষা করিয়া  
জীবিত থাকিতে পারেন। আচ্ছা, তাহা হইলে তাহাতে  
কখনও বা আসক্ত হইতেও ত' পারে। সেস্থলে  
বলিতেছেন, 'না'। সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদি-  
সহিতও সেই দেহের ভজনা করেন না। যেমন প্রতি-  
বুদ্ধবস্তু অর্থাৎ জাগরজন স্বপ্নদৃষ্ট-দেহকে পুনরায় সেবা  
করে না, সেইরূপ ॥৩৭॥

**অনুদর্শিনী।** এই শ্লোকের অল্পরূপ শ্লোক  
ভাঃ ৩২৮৩৮ শ্লোঃ দৃষ্টব্য।

জাগ্রত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নদৃষ্ট দেহ ও নিজ দেহকে পৃথক  
বুঝিয়া স্বপ্নদৃষ্ট দেহকে পুনরায় সেবা করে না অর্থাৎ সেই  
দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া সেই দেহভোগে ব্যস্ত বা  
অসক্ত হয় না; তদ্রূপ মুক্ত ব্যক্তি নিজেকে অর্থাৎ  
আত্মাকে জড় দেহ হইতে পৃথক উপলব্ধি করতঃ পূর্ববৎ  
ঐ জড়দেহ বা দেহধর্ম্মে আসক্ত বা ব্যস্ত হন না।

মুক্তোহপি তাবদ্বিভ্রাৎ স্বদেহ-

নারকমগ্নভিমানশূন্যঃ।

যথানুভূতং প্রতিযাতিনিদ্রঃ

কিঞ্চিনাদেহায় গুণান্ ন বৃঙ্ক্তে ॥ ভাঃ ৫।১।১৬

**শ্রীভগবান্** প্রিয়ব্রতকে কহিলেন—যে রূপ মনুষ্য  
নিদ্রা হইতে উগ্ৰিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিনয়স্বরূপ করে,  
তদ্রূপ আত্মবিশ্ব পুরুষও কর্ত্ত্ব-ভোক্তৃস্বাদিবুদ্ধিরহিত  
হইয়া যে কালে পর্য্যন্ত প্রারম্ভক কৰ্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ  
কাল প্রাক্তনকৰ্ম্মোপস্থাপিত স্মৃৎ-দুঃখ ভোগ করেন।  
কিন্তু যে গুণ, কৰ্ম্ম ও বাসনার দ্বারা দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে,  
তিনি সে সকল ভজনা করেন না।

কৰ্ম্মই দেহের জনক; সেই প্রারম্ভক কৰ্ম্মদ্বারা  
প্রাপ্ত সেই দেহের প্রারম্ভক-পর্য্যন্ত ঐ মুক্ত পুরুষ  
অপেক্ষা করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—“তত্ত্ব তাবদেব  
চিরং যাবন্ন বিমোক্ষেত্ সংপংশ্রুত” ইতি।

অর্থাৎ সেই জীবন্মুক্তের সেইকাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে  
পর্য্যন্ত না প্রারম্ভক দেহ হইতে বিমুক্ত হন। দেহ-  
পতনানন্তর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হন ॥৩৭॥

ময়ৈতচ্ছবং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগযোগোঃ।

জানীতমাগতং যজ্ঞং যুগ্মধর্ম্মবিবক্ষয়া ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ।** (উক্তার্থে তেবাং বিশ্বাসার্থং স্ব  
রূপমাহ) (হে) বিপ্রাঃ! সাংখ্যযোগযোগোঃ (সাংখ্যমাত্মা-  
নাত্মবিবেকো যোগোহষ্টাঙ্গস্তয়োঃ) গুহ্যং (রহস্যং)  
যৎ ময়া বঃ (যুগ্মভ্যাম্) এতৎ উক্তম্ (উপদিষ্টং) যা  
(মাং) যুগ্মদধর্ম্মবিবক্ষয়া (যুগ্মভ্যাম্ ধর্ম্মং বক্তুমিচ্ছয়া)  
আগতম্ যজ্ঞং (বিষ্ণুং) জানীত ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ।** হে বিপ্রগণ। তোমাদের নিকট  
সাংখ্য ও যোগের রহস্য বর্ণন করিলাম। আমি  
তোমাদিগের ধর্ম্মোপদেশের জন্ত স্বয়ং বিষ্ণু এখানে  
উপস্থিত হইয়াছি জানিবে ॥ ৩৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** উক্তার্থে তেবাং বিশ্বাসার্থং স্ব-  
রূপমাহ,—ময়েতি। সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোহষ্টাঙ্গঃ  
ধর্ম্মস্ত বিবক্ষয়া অনেন ধর্ম্মা অপ্যুপদিষ্টা ইতি জ্ঞেয়ম্।  
অতএব “যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেহত্যাথ মাধব”  
ইত্যনুবাদো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

১৩২ বঙ্গানুবাদ। কথিত অর্থে তাহাদের বিধাসের নিমিত্ত নিজস্বরূপ বলিতেছেন। সাংখ্য অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক, যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করিয়া—ইহা দ্বারা ধর্ম ও উপদিষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব ‘হে মাধব, সেই হংসরূপে ব্রহ্মকে আপনি বাহা বলিয়া-ছিলেন’ (ভাঃ ১১।১৩।৩)—এই অনুবাদ পরে হইবে ॥৩৮॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ যেমন নিজ স্বরূপ দর্শন করাইলেন তেমনি নিজে ধর্ম ও উপদেশ করিলেন।

এই উপদেশই পরবর্তীকালে অনুবাদ অর্থাৎ পুনঃ-কথনরূপে ব্যবহৃত হইবে ॥৩৮॥

— — —

অহং যোগস্ত সাংখ্যস্ত সত্যাস্তত্ত্বস্ত তেজসঃ।

পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তেদমস্ত চ ॥৩৯॥

**অন্নয়।** (হে) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ! অহং সাংখ্যস্ত যোগস্ত সত্যস্ত (অনুষ্ঠায়মানধর্মস্ত) ঋতস্ত (প্রমীয়মান-ধর্মস্ত) তেজসঃ (প্রভাবস্ত) শ্রিয়ঃ কীর্ত্তেঃ দমস্ত চ এতেষাং পরায়ণং (পরমাশ্রয়ো ভবামি) ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ।** হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি সাংখ্য, যোগ, সত্য, ঋত, প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি ও দম—এই সকলের প্রধান আশ্রয় ॥ ৩৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** অহো অদ্ভুতং জ্ঞানমশ্রোম্মেত্যতি-চমৎকারবতন্তানালক্ষ্যাহ—অহমিতি। “ঋতঞ্চ স্নুতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনম্” ইত্যগ্রে বক্ষ্যতে। তেজ প্রভাবঃ এতেষাং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অহো অদ্ভুত জ্ঞান শ্রবণ করিলাম, এইরূপ অতিচমৎকারপ্রাপ্ত তাঁহাদিগকে সম্যক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। ‘ঋত স্নুতবাণী এবং সত্য সমদর্শন’—ইহা পরে (ভাঃ ১১।১৯।৩৭) বলা হইবে। তেজ অর্থাৎ প্রভাব। ইহাদের পরায়ণ অর্থাৎ পরম আশ্রয় ॥ ৩৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্ সকল জ্ঞান নিজ উপদিষ্ট জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত দেখাইয়া নিজের সর্বোৎকৃষ্টত্ব দেখাইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

— — —

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বের্ নিগুণং নিরপেক্ষকম্।

সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োহগুণাঃ ॥৪০॥

**অন্নয়।** অগুণাঃ (গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি কিন্তু নিত্য) সাম্যাসঙ্গাদয়ঃ (সাম্যমদম্ভস্তদাদয়ঃ) সর্বের্ গুণাঃ নিগুণং (মায়িকগুণাতীতং) নিরপেক্ষকং (স্বেচ্ছয়াপি-তদসংবদ্ধং) সুহৃদং (সর্বহিতৈরভঃ) প্রিয়ং (প্রেমাস্পদম্) আত্মানং মাং ভজন্তি (সেবন্তে) ॥৪০॥

**অনুবাদ।** সাম্য-অসঙ্গ প্রভৃতি নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সকল অনিত্য-প্রাকৃত-গুণ-সম্পর্ক-শূন্য, নিরপেক্ষ, সর্বহিতকারী, সর্বপ্রিয়, সকলের অন্তর্ধামী-স্বরূপ আমার সেবা করিয়া থাকে ॥৪০॥

**বিশ্বনাথ।** নম্রহং পরায়ণমিতি তদ্বাক্যাদেব স্তবাস্মিন্ দেহেহিমানো দৃশ্যত ইত্যতঃ কথং জ্ঞানসম্মান-শিক্ষয়দ্ব্যনিত্যাশঙ্কষে চেৎ সত্যং নেদং মম শরীরং জীবন্তেব স্বস্বাভিন্নং ভৌতিকম্। নাপ্যত্রাহঙ্কারাদিকদপি প্রাধানিকং, কিন্তু মৎস্বরূভূতং সচ্চিদানন্দময়মেবেত্যাহ। মাং নিগুণং মায়িকগুণাতীতং সর্বের্ গুণা ভজন্তি। নিরপেক্ষং মায়িকগুণাপেক্ষাশূন্যং কিন্তু সুহৃদং স্বভক্ত-জনানাং হিতকারিণং যতঃ প্রিয়ং তেষাং প্রেমবিষয়ীভূতং তেষু প্রীতিকর্ত্তারঞ্চ ‘ইগুপথজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক’ ইতি কর্ত্তরি ক প্রত্যয়বিধেঃ। কে তে গুণাঃ সাম্যং সর্বত্র প্রাকৃতবস্তুর্ঘো-দাসীত্যাং সমত্বঞ্চ অপ্রাকৃতেষু স্বভক্তেষু আসঙ্গ আসক্তিশ্চ তদাত্মা আদিশকাৎ প্রথমম্বন্ধে পৃথিব্যুক্তাঃ সত্যশোচা-দয়শ্চানন্তাঃ কীদৃশাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপা ন ভবন্তি কিন্তু নিত্য। ইত্যর্থঃ—ইতি শ্রীস্বামীচরণাঃ। ইমে চাচ্ছে চ ভগবন্তিত্যা যত্র মহাগুণা ইতি প্রথমে চ অতঃ স্বরূপভূতা এব গুণাঃ আত্মানং স্বরূপমেব ভজন্তি। ‘ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিত্ততে’ ইত্যাদৌ ‘স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়া চ’ ইতি ঋতেঃ ॥ ৪০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** আচ্ছা, ‘আমি পরায়ণ’ (৩৯ শ্লোকোক্ত) আপনার এই বাক্য হইতে এইরূপ আপনার এই দেহে অভিমান দেখা যাইতেছে; অতএব আপনি কিরূপে জ্ঞানাদি-শিক্ষা দিয়াছেন—যদি এই আশঙ্কা কর



তবে সত্য, আমার এই শরীর, জীবেরই তায় আপনা হইতে ভিন্ন ভৌতিক নহে। এস্থলে অহঙ্কারাদি হইতেও প্রাধানিক নহে, কিন্তু আমার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময়ই—ইহা বলিতেছেন। নিগুণ অর্থাৎ মায়িকগুণাভীত আমাকে সমস্ত গুণগুলি তজনা করে। 'নরপেক্ষ অর্থাৎ মায়িক-অপেক্ষাশূন্য, কিন্তু সুহৃদ অর্থাৎ স্বতন্ত্রজনের হিতকারী, যেহেতু প্রিয় অর্থাৎ তাহাদের প্রেমবিষয়ীভূত ও তাহাদিগের প্রীতিকর্তাও বটে (ব্যাকরণ ইক্ উপধায়ুক্ত, জ্ঞা, প্রী ও কির ধাতুর উপর কত্ববাচ্যে 'ক' প্রত্যয়)। সে সকলগুণ কি কি? সাম্য অর্থাৎ প্রাকৃতবস্তুরূপে ঐদাসীভজ্য সমস্ত ও অপ্রাকৃত নিজভক্তগণে আসক্ত অর্থাৎ আসক্তি প্রভৃতি। আদিশব্দেহেতু প্রথমস্বন্ধে (ভাঃ ১১৬৩০) পৃথিবী কর্তৃক উক্ত সত্যশৌচাদি অনন্তগুণ, কিরূপ? না অগুণ—গুণপরিণামরূপ হয় না, কিন্তু নিত্য—শ্রীস্বামীচরণ অর্থাৎ শ্রীধরস্বামীর টীকা। 'হে ভগবন্, যেখানে এই সকল এবং অত্ন মহাগুণসকল বর্তমান—ইহাও প্রথমে। অর্থাৎ স্বরূপভূতগুণগণই আত্মা অর্থাৎ স্বরূপকে সেবা করে। 'তাহার কার্য্য ও ইঞ্জিয় নাই—ইহাতে 'স্বাভাবিকী জ্ঞান বল-ক্রিয়া'—(স্বৈত্বান্তর ৬৮) ॥ ৪০ ॥

**অনুদর্শিনী।** 'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।'

চৈঃ চঃ ম ৬পঃ

'দেহ-দেহী-বিভাগোহয়ং নৈশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ।'

লঘুভাগবতামৃত পুঃ খঃ।

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।

স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ চৈঃ চঃ অ পঃ দেহ-দেহীর, নাম-নামীর ক্রমঃ নাহি 'ভেদ'।

জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥ ঐ ম ১৭ পঃ শ্রীভগবান্ নিগুণ—

"সদ্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃত্য গুণাঃ।"

—বিষ্ণুপুরাণ।

"যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।"

—পার্বাত্যুর-খণ্ড।

ভগবান্ নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণাভীত হইয়াও অপ্রাকৃত নিখিল-সদৃশ-সম্পন্ন 'নাস্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুঃ যোগেশ্বরো যে ভবপান্নমুখ্যঃ'—ভাঃ ১১৮১৪ অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও প্রাকৃতগুণরহিত ভগবানের চিন্ময়গুণ-সমূহের ইয়তা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রাকৃত গুণাপেক্ষা রহিত, ভক্তের একমাত্র হিতকারী এবং প্রাকৃত বস্তুর উদাসীন হইয়াও অপ্রাকৃত ভক্তগণে আসক্ত।

'গুণাভীত হইয়াও তাহার গুণবত্বাহেতু মহাগুণসকল অপ্রাকৃত চিন্ময় অর্থাৎ স্বরূপভূত'—শ্রীল বিষ্ণুনাথ।

গোরূপধারিণী পৃথিবী বৃক্ষরূপধারী ধর্ম্মকে বলিয়াছেন—সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।

শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষাপরতিঃ শ্রমতম ॥

জ্ঞানং বিরজিতৈরশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্থতিঃ।

স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি বৈর্য্যং মাদ্ভবমেব চ ॥

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।

গান্ধীর্ঘ্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোহনহঙ্কতিঃ ॥

এতে চান্যে চ ভগবন্ নিত্য্য যত্র মহাগুণাঃ।

প্রার্থ্যো মহত্বমিচ্ছন্তিন্ বিয়ন্তি স কহিচিৎ ॥

—ভাঃ ১১৬২৭-৩০

সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সন্তোষ, সারল্য, শম, দম, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি শাস্ত্রজ্ঞান, আত্ম-বিষয়ক-বিচার, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, প্রভাব, দক্ষতা, কর্তব্যানুসন্ধানরূপ স্থতি, স্বাতন্ত্র্য, ক্রিয়া-নৈপুণ্য, কান্তি, ধৈর্য্য, চিন্তের কোমলতা, প্রাগল্ভ্য (অতিশয় প্রতিভা) বিনয়, শীল, সহ (মানসিক বল), ওজঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-বল) বল (কন্সেঙ্ক্রিয়ের পটুতা) ভগ (ভোগাস্পদত্ব), গান্ধীর্ঘ্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, গৌরব ও অনহঙ্কতি (গর্বাতাব) হে ভগবন্, মহত্ত্বাভিলাষী সাধুদিগের বাঞ্ছিত, এই সকল এবং অন্যান্য মহৎগুণসকল যাঁহাতে (ভগবানে) নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্তমান।

"অত্রে" শব্দে শ্রীধর স্বামী ব্রহ্মণ্য, শরণত্ব প্রভৃতি মহৎ-গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ 'অত্রে' শব্দে জীবের অলভ্য অর্থাৎ যে সকল গুণ জীব সম্ভব

নহে, একমাত্র ভগবানেই সম্ভব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার সংখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন—

সত্যসংকল্পত্ব, মায়াবশকারিত্ব, কেবল অখণ্ড সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান, জগৎপালকত্ব, হতশত্রুকেও গতি প্রদান, আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষণকারিত্ব, ব্রহ্মাশিবাদিদেবগণেরও সেব্যত্ব, অচিন্ত্যশক্তিত্ব, নিত্য নব নবায়মান সৌন্দর্য্য, পুরুষাবতাররূপেও মায়ার্বীশত্ব, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রদয়-কর্তৃত্ব, গুণাবতারের বীজত্ব, লোকরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ত্ব, বাসুদেব-নারায়ণ প্রভৃতিরূপেও পরম অচিন্ত্য-অখিলমহাশক্তিমত্তা, স্বয়ং রূপরূপে হতশত্রুকে মুক্তি এবং ভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান, নিজেরও বিশ্বরোংপাদক রূপাদি মাধুর্য্য, অচেতন পদার্থকেও নিজ সান্নিধ্য দ্বারা অশেষ সুখদান—এই কয়েকটা গুণদ্বারা মাত্র দিগ্‌দর্শন করা হইল। কেননা,—

(শ্রীঅনন্ত) সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণগান।

নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাই পান ॥ চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ

‘ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্কিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥’ ষ্ঠোতাঃ ৬।৮

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধ।

অতএব—

অপূর্ণ-গুণরূপান্ত সম্পূর্ণ-গুণরূপকম্।

ভজন্তি পরমং ব্রহ্ম দেবান্দিগুণবজ্জিতম্ ॥ কালসংহিতা

অর্থাৎ অপূর্ণ-গুণরূপযুক্ত দেবগণ ত্রিগুণবজ্জিত

সম্পূর্ণ গুণরূপবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে ভজনা করেন। ৪০ ॥

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ

সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগুণত সংস্তুবৈঃ ॥৪১॥

অনুব্র। ( হে উদ্ধব ! ) মে ( ময়া ) ইতি ( পূর্বোক্ত-  
ভাবেন ) ছিন্নসন্দেহাঃ ( ছিন্নাঃ নষ্টাঃ সন্দেহাঃ সংশয়াঃ  
যেষাং তে ) সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ পরয়া ( প্রেমলক্ষণয়া ) ভক্ত্যা  
সভাজয়িত্বা ( মাং পূজয়িত্বা ) সংস্তুবৈঃ ( দিব্যস্তোত্রৈঃ )  
অগুণত ( মাং তুষ্টুযুঃ ) ॥৪১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব ! এই প্রকার আমার বাক্যে  
সনকাদি মুনিগণ সংশয়মুক্ত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে  
আমার পূজা করতঃ দিব্যস্তোত্রদ্বারা স্তুতি  
করিয়াছিলেন ॥৪১॥

বিশ্বনাথ। অগুণত অগুণস্ত মাং তুষ্টুযুঃ ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ। অগুণত অগুণস্ত অর্থাৎ আমাকে  
তুষ্ট করিলেন ৪১।

অনুদর্শিনী। সনকাদি মুনিগণ পরমা ভক্তি অর্থাৎ  
প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সেবা করিলেন ॥৪১॥

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।

প্রত্যোয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং  
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

অনুব্র। পরমর্ষিভিঃ তৈঃ সম্যক্ পূজিতঃ সংস্তুতঃ  
( চ ) অহং পরমেষ্ঠিনঃ পশ্যতঃ ( পরমেষ্ঠিনি ব্রহ্মণি পশ্যতি  
সতি ) স্বকং ধাম ( নিজধামং ) প্রত্যোয়ায় ( প্রত্যা-  
গতোহস্মি ) ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়সাধ্যঃ

সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। সেই পরম ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত ও  
সংস্তুত হইয়া আমি সাক্ষাৎকারী পরমেষ্ঠির সমক্ষেই নিজ  
ধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ ! এতোয়্য প্রত্যাগতোহস্মি ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একাদশে সঙ্গতঃ সংসঙ্গতোহভূত্বয়োদশঃ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীঠাকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী

টীকা সমাপ্তা ।

বঙ্গানুবাদ । এতোয়্য অর্থাৎ প্রত্যাগত  
হইলাম ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের

সাধুজন-সম্মত ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী

টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

অনুদর্শিনী । শ্রীভগবান্ যে বৈকুণ্ঠ হইতে আবির্ভূত  
হইয়াছিলেন সেই বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া গেলেন ॥ ৪২ ॥

অবতার—‘অবতারঃ প্রাকৃতবৈভবেহবতরণমিতি ।’

শ্রীজীবপাদ ( কঃসঃ ) ।

‘অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চোহবতরণং স্বল্পবতারঃ ।’ শ্রীবলদেব ।

অর্থাৎ প্রপঞ্চাভীত পরবোম বা বৈকুণ্ঠধাম হইতে  
মায়াতীত তদ্ব্যবস্থার প্রাকৃত বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চে অবতরণই  
‘অবতার’ ।

‘প্রকৃতির পারে ‘পরবোম’-নামে ধাম ।

কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাগ-গুণবান্ ।

সর্বগ, অনন্ত, ব্রহ্মবৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারের তাহাও বিশ্রাম ।’

‘বিশ্বে অবতারি ধরে অবতার নাম ।’

চৈঃ চঃ আঃ ও মধ্য ২০ প ।

চিন্তে গুণগণ রয়, গুণে চিত্ত ধায় ।

কেমনে সম্বন্ধত্যাগ করিবে উভয় ?

চিত্ত মগ্ন হৈলে কৃষ্ণগুণলীলারসে

গুণগণ তবে সেই চিন্তে নাহি পশে ॥

গুণাভীত, চিত্তজয়ী ভক্ত ভক্তিবলে ।

স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবা লভে অবহেলে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশ-অধ্যায়ের

সারার্থানুদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

## চতুর্দশোহধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ ১ ॥

অন্বয় । শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ । ( হে ) কৃষ্ণ ! ব্রহ্ম-

বাদিনঃ ( ব্রহ্ম বেদঃ ভবাদিনঃ ঋষয়ঃ ) বহুনি ( বিবিধানি )

শ্রেয়াংসি ( শ্রেয়ঃসাধনানি ) বদন্তি তেষাং ( শ্রেয়ঃ-

সাধনানাং ) বিকল্পপ্রাধান্যং ( কিং বিকল্পেন প্রাধান্যম্ )

উতাহো ( কিম্বা ) একমুখ্যতা ( মুখ্যতা ভবতি তদ্ বদ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! ব্রহ্মবাদী

ঋষিগণ বিবিধ প্রকার শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন ।

তাহাদের মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সকলগুলি প্রধান কিম্বা

তন্মধ্যে একটি প্রধান, তাহা অনুগ্রহ পূর্বক বলুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ । ভক্তেঃ কৃষ্ণবশীকারসর্বোৎকর্ষশ্চতুর্দশে ।

তদ্ব্যতীত মুমুক্শোঃ সম্যৎ ধ্যানঞ্চ বর্ণিতম্ ॥

প্রতান্য শ্রোতব্যান্যঞ্চ শ্রেয়ঃসাধনানাং তারতম্যা-

দিকং পৃচ্ছতি,—বদন্তীতি । শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি ।

কিং বিকল্পেন প্রাধান্যং । ইদং প্রধানমিদম্বা প্রধানমিতি ।

উতাহো একসৈব মুখ্যতা ইদমেব প্রধানমিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । চতুর্দশ-অধ্যায়ে ভক্তির কৃষ্ণ-

বশীকাররূপ সর্বোৎকর্ষ ও ভক্তগণের মুমুক্শুর সম্যৎ ধ্যান

বর্ণিত হইয়াছে ।

প্রত ও শ্রোতব্য শ্রেয়ঃসাধনগুলির তারতম্য জিজ্ঞাসা

করিতেছেন । শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধনগুলি ।

ইহাদের কি বিকল্পে প্রাধান্য, অর্থাৎ এইটি প্রধান, এইটি

প্রধান—এইরূপ ? অথবা একটীরই মুখ্যতা অর্থাৎ

একটীই প্রধান ? ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী । শ্রীভগবান্ ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ

সাধন বলিয়াছেন । কিন্তু ভক্তি ব্যতীত অগ্রান্ত বিবিধ

শ্রেয়ঃসাধনের কথা শাস্ত্রাস্তরাদিতে দেখা যায় । অতএব

অপরে যে সকল সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি কি,

স্ব স্ব প্রধান না তাহার মধ্যে একটি প্রধান, এই কথা

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্তই লোক-  
মঙ্গলকামী ভক্তপ্রবর উদ্ধবের এই প্রশ্ন ॥ ১ ॥

—

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিয়োগোহনপেক্ষিতঃ ।

নিরস্ত সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয়ারিশেখ্মনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয় । (হে) স্বামিন্! যেন (ভক্তিয়োগেন)  
সর্বতঃ সঙ্গং (আসক্তিং) নিরস্ত (ত্যাগী) ত্বয় (পর-  
মাত্মনি) মনঃ আবিশেৎ (প্রবিষ্টং ভবেৎ) ভবতা  
উদাহৃতঃ (পূর্বমুক্তঃ) অনপেক্ষিতঃ (ন অপেক্ষিতং  
অপেক্ষা যস্মিন্ সঃ অহৈতুকঃ) ভক্তিয়োগঃ (সর্বোন্মাপি  
শ্রেষ্ঠে সঙ্গত উত তবৈবেতি নির্ধারণ্যোচ্যতাম্) ॥২॥

অনুবাদ । হে প্রভো! যে ভক্তিয়োগদ্বারা সর্ব-  
বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক আপনাতে চিত্ত নিবিষ্ট  
হয়, আপনা-কর্তৃক উক্ত সেই অহৈতুক ভক্তিয়োগ শ্রেষ্ঠ  
বলিয়া সর্ববাদী সঙ্গত অথবা আপনারই সঙ্গত তাহা  
নির্ধারণপূর্বক বলুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ । ভবমতে তু ভক্তিয়োগ এব মুখ্য  
ইত্যাহ,—ভবতেতি । অনপেক্ষিতং নিকামো ভক্তিয়োগ  
এব ভবতা উদাহৃতঃ উৎকর্ষেণ আহৃতঃ আনীতঃ যেন  
মনস্বদাবিষ্টং শ্রাৎ স কিং সর্বোন্মাপি শ্রেষ্ঠে সঙ্গতঃ উত  
তবৈবেতি নির্ধারণ্যোচ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । আপনার মতে ঐ ভক্তিয়োগই  
মুখ্য । অনপেক্ষিত অর্থাৎ নিকাম ভক্তিয়োগই আপনা  
কর্তৃক উদাহৃত অর্থাৎ উৎকর্ষ সহকারে আনীত । যাহাতে  
মন আপনাতে আবিষ্ট হয় । উহা কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের  
সঙ্গত, না, কেবল আপনারই?—ইহা নির্ধারণ করিয়া  
বলুন ॥ ২ ॥

—

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্তাং মদাত্মকঃ ॥৩॥

অন্বয় । শ্রীভগবান্ উবাচ,—যস্তাং (বেদ-সংজিতায়াং  
বাণ্যাং) মদাত্মকঃ (মযোব আত্মা চিত্তং যেন সঃ) ধর্মঃ

(বর্ততে) প্রলয়ে কালেন (কালপ্রভাবেণ) নষ্টা (অদৃষ্টা  
সা) ইয়ং বেদসংজিতা বাণী ময়া আদৌ (কল্পাদৌ)  
ব্রহ্মণে প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপেণোক্তা) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে বেদবাক্যে  
মদাত্মক ধর্ম বর্ণিত, প্রলয়ে কালপ্রভাবে তাহা অদৃষ্ট  
হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে এই বেদসংজিতা  
বাণী উপদেশ করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ । ভো উদ্ধব, সর্বমতানি বেদাদেবোথি-  
তানি তস্ত তস্ত বেদস্ত তু মন্তুক্তিয়োগ এব তাৎপর্যমিত্যাহ,  
—কালেনেতি । মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূতঃ । ভক্তিয়োগস্ত  
হ্লাদিনী সারভূতত্বাৎ । যদ্বা । মযোব আত্মা চিত্তং  
যতশ্চিত্তসা মদাবিষ্টতা মন্তুক্ত্যেব ভবেৎ । ‘ভক্ত্যাহমেকয়া  
গ্রাহঃ’ ইতি মদ্বচনান্তুক্ত্যেবাহমিচ্ছিয়ৈগ্রাহীতুঃ শক্যো  
নান্যথেনি তত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ । ব্রহ্মবাদিভিরুক্তানাং মন্তুক্তি-  
যোগাদন্তেষাং শ্রেয়সাং মৎপ্রাপকত্বাভাবাৎ শ্রেয়স্বমেবং  
বস্তুতো নাস্তীত্যন্তেষাং বিকল্পতঃ প্রোধান্যেন একসা  
মুখ্যত্বেন বা জিজ্ঞাস্যেন তব কিং প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ । হে উদ্ধব, সমস্ত মতই বেদ হইতেই  
উৎথিত । সেই সেই বেদের ত’ আমার ভক্তিয়োগই  
তাৎপর্য । মদাত্মক অর্থাৎ আমার স্বরূপভূত । যেহেতু  
ভক্তিয়োগের হ্লাদিনীই সারভূতত্ব । অথবা আমাতেই  
আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, যেহেতু চিত্তের আমাতে আবিষ্টতাবই  
আমার ভক্তি-দ্বারাই হয় । ‘এক অর্থাৎ অনন্য ভক্তি-  
দ্বারাই আমি গ্রাহ’ (ভাঃ ১১।১৪।২১)—আমার এই  
বচন-অনুসারে ভক্তি-দ্বারাই আমি ইচ্ছিয়গ্রাহ, অত  
প্রকারে নয়—সে স্থলে অর্থ দ্রষ্টব্য । আমাতে ভক্তিয়োগ  
ব্যতীত ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক কথিত অতঃ শ্রেয়ঃসমূহ আমাকে  
প্রাপ্ত হইতে সহায়তা করে না বলিয়া তাহাদের মঙ্গল-  
প্রদত্ত্ব অমনি, বস্তুতঃ নাই । অতএব তাহারা বিকল্পে  
প্রধান, না একটা মুখ্য এই জিজ্ঞাসায় তোমার কি  
প্রয়োজন? ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী । ভক্তিই বেদের তাৎপর্য—

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ

পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।”—ত্রঃ স্থঃ ৩।৩।৫৩ স্বত্রের মাধব-  
ভাব্যধৃত মঠের শ্রুতি-বচন।

( অর্থ পূর্বে ভা: ১১।১১।৪৮ শ্লোকের অঃ দঃ দ্রষ্টব্য )

“নাম্মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।

যমেবৈব ব্রহ্মতে তেন লভ্যস্তস্মৈষ আত্মা

বিবৃণুতে তন্মুং স্বাম্॥”

ত্রঃ স্থঃ ৩।৩।৫৪ স্বত্রোক্তে গোবিন্দভাব্যধৃত

মুণ্ডক ও কঠ-বচন )

“জানদ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হয়, এই  
বিষয়টা দৃঢ় করিবার জন্ত অল্প প্রকরণ আরম্ভ করা  
হইতেছে। মুণ্ডকোপনিষদে ( ৩।২।৩ ) ও কঠোপনিষদে  
( ১।২।২৩ ) লিখিত আছে যে, আত্মাকে প্রবচন ( অর্থাৎ  
ভক্তিহীন বেদাধ্যায়ন ), ( ভক্তিহীন ) মেধা বা ( ভক্তিহীন  
বহুবাখ্যাতার নিকট হইতে ) শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা লাভ করা  
যায় না ; কিন্তু তিনি ( ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া ) ঐহাকে  
বরণ অর্থাৎ ( স্বকীয়ত্বে ) স্বীকার করেন, তাঁহাকে নিজ  
তনু দান করেন। এখানে সন্দেহ এই যে, ঈশ্বরকৃত-বরণ  
হইতে ঈশ্বর দর্শন হয়, কিম্বা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবলেই  
তাঁহার দর্শনলাভ সিদ্ধি হয় ? শব্দের স্বারস্য হইতে এই  
প্রতীতি হয় যে, তৎকর্তৃক বরণই তদীয় দর্শন লাভের  
হেতু। এইরূপ পূর্বপক্ষ হইলে তাহার উত্তর এই—

“পরেণ চ শব্দন্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্তাং ব্রহ্মবন্ধঃ”

বেঃ দঃ ৩।৩।৫৪

বেদে বরণ শব্দটার ব্যবহার হইয়াছে এবং তদ্বারা  
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের তদেক-লভ্যত্বও বোধিত হইতেছে।  
কিন্তু তাহার তাৎপর্য ভক্তিলভ্যত্ব বোধনই জ্ঞাতব্য।  
অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের বিষয়ে তদীয় বরণ অর্থাৎ  
অল্পগ্রহই কারণ বলাতে তত্ত্বজ্ঞিই তদর্শনের কারণ, এই  
প্রকার অর্থ সঙ্গতি হইতেছে। ‘চ’ শব্দদ্বারা অল্প বাক্যের  
সমুচ্চয় হইয়াছে। অতএব বরণ অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহই  
তদীয় দর্শন-প্রাপ্তির কারণ ঐ সমস্ত বাক্যের এ প্রকার  
অর্থ সঙ্গতি হইল না। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে  
যে, ‘বলহীন, প্রমাদী, তপস্বী বা অবধৃত-লিপ্তধারী ব্যক্তি

আত্মদর্শন পায় না ; যিনি এই সকল উপায়ে যত্ন করেন,  
তিনিই ব্রহ্মধামে গমন করেন। এস্থলে ‘এই সকল  
উপায়’ বলাতেই বল ও অপ্রমাদ প্রভৃতিকে সাধনরূপে  
নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ভক্তিই বল। ‘যেমন সৎ-স্ত্রী  
সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ ভক্তিই আমাকে বাধ্য  
করে’—(ভা: ৯।৪।৬৬)। ‘পার্থ! পরম পুরুষ অনন্তভক্তি-  
লভ্য’—( গী ৮।২২ ) এই সমস্ত ভগবদ্বক্তির সহিত এক-  
বাক্যতাদ্বারা ‘বল’ শব্দে ভক্তিই বুঝাইতেছে।  
কঠোপনিষদেও লিখিত আছে যে, ‘যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র,  
অশান্ত’ অসমাহিত এবং অস্থিরচিত্ত সে প্রজ্ঞান দ্বারাও  
ভগবানকে লাভ করিতে পারে না’। এস্থলে ‘সদাচার  
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভগবানকে ধ্যান করিয়া তাঁহার দর্শন  
লাভ করিতে পারে’—একথা বলাতে দর্শন-লাভের সাধন  
সদাচারত্ব প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে কথিত হইয়াছে। অতএব  
পরবর্তী বাক্যের সহিত একার্থতাহেতু পূর্ববর্তী-বাক্যে  
ভক্তিহেতুক বরণই পাওয়া যাইতেছে।

অধিকন্তু ‘বরণদ্বারাই লভ্য’ এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক-বাক্য  
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের প্রিয়তম  
সকলই বরণীয়, অপ্রিয়তম নহে। ঐ প্রিয়তম কিন্তু  
ভক্ত ব্যতীত অভক্ত হইতে পারে না। ভগবান্  
নিজেই বলিয়াছেন—‘চারিপ্রকার সাধকের মধ্যে যদি  
নিত্যযুক্ত জ্ঞানী একান্ত ভক্ত হয়, সেই সর্বাপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিগণও আমার প্রিয় এবং আমিও জ্ঞানিগণের  
‘প্রিয়’—( গী: ৭।১৭ )। ‘শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যানযোগদ্বারা’—  
ইত্যাদি অস্তাত্ত বাক্যও এইপ্রকারই বলা হইয়াছে।  
ঐ সকল বাক্যের উক্তরূপ অর্থ না করিলে অনেকস্থানে  
বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ভগবান্ও বৈষম্যাপত্তি  
ঘটে। তবে ‘ভগবান্ ঐহাকে বরণ করেন, তিনিই  
ভগবান্কে প্রাপ্ত হন’—এইপ্রকার নির্বন্ধের হেতু এই যে,  
‘বরণ’ ভগবদর্শনলাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী। যে  
ক্রমানুসারে ভগবদর্শন-লাভ হয়, তাহার ক্রম—প্রথমে  
সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা; তদ্বারা স্ব-স্বরূপবোধ এবং পর  
অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ-বোধ ও তদ্ব্যবহিত সধ্বজ্ঞান, পরে

তদিতরে বৈতৃষ্ণ্যপূর্বিকা ভগবদ্ভক্তি, তদ্বারা প্রেষ্ঠরূপে বরণ এবং তাহা হইতে ভগবদর্শন লাভ ।”

(বেদান্তসূত্র—৩।৩।৫৪ সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্যের অনুবাদ) ।

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদেও (পূর্ববিভাগ ১৫) দেখা যায়—

“ভক্তিরস্য ভজনম্”

‘কি প্রকার তাঁহার ভজন?—এই প্রশ্নের উত্তরে ভজন শব্দের অর্থ বলিতেছেন—ভক্তি ইহার ভজন। ভক্তিশব্দ ভগবৎসেবাবাচ্য প্রসিদ্ধ অর্থ; (তাহাই) এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন বলিয়া কথিত হয়’—শ্রীল বিষ্ণুনাথ ।

“যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥

—শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩

ভগবান্ ব্রহ্ম কাংক্ষ্যেয়ম্ ঐরহীক্ষ্য মনীষয়া ।

তদধ্যবস্যাং কূটস্থো রতিরাজ্ঞান্ যতো ভবেৎ ॥

ভাঃ ২।২।৩৪

অর্থাৎ সেই ভক্তিযোগে সর্ববেদসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্ম একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র কহে - সঙ্কল্প, অভিধেয়, প্রয়োজন ।

‘কৃষ্ণ’-প্রাপ্য-সঙ্কল্প, ‘ভক্তি’—প্রাপ্যের সাধন ॥

অভিধেয় নাম—‘ভক্তি’ ‘প্রেম’—প্রয়োজন ।

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥ চৈঃ চঃ ম ২০পঃ ।

ভক্তির স্বরূপ—

“বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ।”—গোঃ তাঃ উঃ বিঃ ৭২

অর্থাৎ বিজ্ঞানঘনানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দকরস্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠান করিতেছেন ।

‘ভক্তিযোগেরও স্বরূপ বলিতেছেন—বিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞপত্তাদি দ্বারা বিশিষ্ট যে জ্ঞান জড়-প্রতিযোগি যে বস্তু তাহাই ঘন বিগ্রহ বাঁহার তিনি । তাদৃশ বিগ্রহ—

স্বরূপই অথবা দুঃখপ্রতিযোগিত্বহেতু আনন্দই ঘন বাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দকরস্বরূপ যে ভক্তিযোগ তথায় অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন ।—শ্রীল বিষ্ণুনাথ ।

“চিংপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা ভগবান্ স্বেয় আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে ‘হ্লাদিনী’ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে”—(ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীল জীবপ্রভু) ।

“হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দান্বাদন ।

হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম... ।” চৈঃ চঃ আ ৪ পঃ

সুতরাং ভক্তি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া ভক্তিই ভগবানের স্বরূপভূততত্ত্ব এবং সেই ভক্তিসারই প্রেম ।

ভক্তি-ব্যতীত অগ্র উপায়ে ভগবান্কে পাওয়া যায় না—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যম্মম ॥

ভক্ত্যা ঘনত্বয়া শক্যো অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

গী ১১।৫৩-৫৪

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন - তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদ-পাঠ, তপস্যা, ইজ্যা প্রভৃতি উপায়দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হন না । অনন্তভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

ন সাধ্যতি মাং যোগো ন সাংখ্যো ধর্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিমমোজ্জিতা ॥

ভাঃ ১১।১৪।২০ ( অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য )

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—

‘ভক্তি’ বিনা কৃষ্ণে কভু নহে ‘প্রেমোদয়’ ।

প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অগ্র হৈতে নয় ॥

চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ ।

সুতরাং ব্রহ্মবাদিগণ-কথিত অন্য শ্রেয়ঃসমূহ ভগবৎ প্রাপ্তিতে সাহায্য না করায় সেগুলি মঙ্গলপ্রদ নহে। বিশেষতঃ সেই ব্রহ্মবাদিগণ বেদের তাৎপর্যই জানেন না—

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনাৰ্দ্দনঃ।

আহুধূত্রধিয়ো বেদং সৰ্ব্বকমতদ্বিদঃ ॥ ভাঃ ৪।২৯।৪৮

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন—যাহারা মলিনমতি, তাহারাই বেদকে কৰ্ম্মপর বলিয়া থাকে। নিশ্চয়ই তাহারাই বেদের তাৎপর্য অবগত নহে; যেহেতু তাহারাই, যে স্থানে ভগবান্ জনাৰ্দ্দন বিরাজ করেন, সেই বৈকুণ্ঠাদি লোককে, স্ব-স্বরূপের প্রাপ্য লোক বলিয়া জানিতে পারে না।

অতএব ভক্তিই একমাত্র ধৰ্ম্ম—

“বাসুদেবপরো ধৰ্ম্মঃ বাসুদেবপর্য গতিঃ।”

ভাঃ ১।২।২৮

“ধৰ্ম্ম শব্দে পরমধৰ্ম্ম অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদিগতিতৎ-প্রাপ্যপ্রেমাপবর্গাদি উভয়েরই বাসুদেবপর্যই।”

—শ্রীল বিশ্বনাথ।

তত্ত্বঃ সনাতনো ধৰ্ম্মো রক্ষ্যতে তদুভিস্তব।

ধৰ্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নিক্কিরারো ভবান্ মতঃ।

ভাঃ ৩।১৬।১৮

চতুঃসন ভগবান্কে বলিলেন—হে প্রভো, আপনার হইতে সনাতন ধৰ্ম্ম প্রাপ্তভূত হইয়াছে এবং আপনার অবতারসমূহ-দ্বারা তাহা রক্ষিত হইতেছে এবং নিক্কিরার আপনিই ঐ ধৰ্ম্মের পরমগুহ্যফলস্বরূপ—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

“অমৃতীয়মান ধৰ্ম্ম-দ্বারাই লোকসমূহ পূজ্য হইয়া থাকেন এবং সেই ধৰ্ম্ম তত্ত্বলক্ষণই, বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ নহে। এবং সেই ধৰ্ম্ম আপনার তত্ত্বগণই প্রবর্তন করেন—এই হেতু আপনার তত্ত্বগণ ব্রাহ্মগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইহা বলিতেছেন—তোমা হইতে প্রাপ্তভূত ভক্তি-লক্ষণ সনাতন ধৰ্ম্ম। ‘চক্ষু আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক’ (ভাঃ ১০।১০।৩৮) এই বাক্যে তত্ত্ব অর্থাৎ তোমার তত্ত্বগণ-দ্বারা রক্ষিত হয়, সর্বত্র প্রবর্তিত হয় বলিয়া—এই অর্থ।

সেই ধৰ্ম্মের পরম ফল স্বর্গাদি ফলের ন্যায় বিকারী নহে, কিন্তু নিক্কিরার আপনিই—ইহাই মত। তৎ-প্রাপ্তিই স্বতন্ত্রির ফল। এই শ্লোকে ‘সনাতন’ ‘নিক্কিরার’ পদদ্বয়ে (ভক্তি ব্যতীত) অন্য ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যাত হয় নাই।

—শ্রীল বিশ্বনাথ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীভগবান্ আদিসর্গে অর্থাৎ ব্রাহ্ম-কল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে যে পরমগুহ্য ভগবজ্ জ্ঞানাদির কথা—‘অহমেবাসমেবাগ্রে’ ‘ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত’ ‘যথা মহাস্তি ভূতানি’ এবং ‘এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং’ ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫—চারিটী শ্লোকে বলিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবত-কথাকেই এ-স্থলে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, পাদ্মকল্পেও ভগবান্ ব্রহ্মাকে—‘যদা তু সর্বভূতেষু’ ‘যদা রহিতমাত্মনঃ’ ‘পূর্তেন তপসা যজ্ঞঃ’ এবং ‘অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ’ ভাঃ ৩।৯।২, ৩৬, ৪১, ৪২—এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাঃ ৩।৪।১৩ ও ৩।৯।৪৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ ॥ ৩ ॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।

ততো ভূতাদয়োহগৃহ্নন সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥৪॥

অনুস্ময়। তেন (ব্রহ্মণাপি) পূর্বজায় (জ্যেষ্ঠায়) স্বপুত্রায় মনবে সা (বেদবাণী) প্রোক্তা (উপদিষ্টা) ভূতাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ (ভৃগুঃ, মরীচিঃ, অত্রিঃ, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্যঃ পুলহঃ, ক্রতুঃ ইতি) ততঃ (মনোস্তাম্) অগৃহ্নন (প্রাপুঃ) ॥৪॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাও স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে সেই বেদবাণী উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত-ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৪॥

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহকাঃ।

মনুশ্চাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥

কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।

বহ্বাস্ত্রেবাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বমোভুবাঃ ॥

যাভিভূতানি ভিত্তস্তে ভূতানাং পত্যস্তথা ।

যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ অবন্তি হি ॥৫-৭॥

**অন্থয় ।** তেভ্যঃ ( ভূধাদিভ্যঃ ) পিতৃভ্যঃ ( সকাশাং )

তৎপুত্রাঃ দেবদানব-গুহকাঃ মনুষ্যা সিদ্ধগন্ধর্বা সবিজা-  
ধরচারণাঃ ( বিজাধরৈঃ সহ চারণাঃ কিঞ্চ ) কিংদেবা ( ক্রম-  
শ্বেদদোর্গন্ধাদিরাহিত্যেন কিং দেবা মনুষ্যা বেতি  
সন্দেহাস্পদং দ্বীপান্তরমনুষ্যাঃ ) কিন্নরাঃ ( কিঞ্চিন্নরাঃ ইব  
মুখতঃ শরীরতো বা ) নাগাঃ বক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ ( রাক্ষসা-  
তথা কিঞ্চিং পুরুষা ইব বানরাদয়স্তামগূহন ) তেষাং  
( জীবানাং ) রজঃসম্বতমোভুবঃ ( রজঃসম্বতমাংসি ভূবো  
জন্মস্থানানি যাসাং তাঃ ) বহ্বাঃ ( বিবিধাঃ ) প্রকৃতয়ঃ  
( বাসনা বর্ত্তন্তে ) যাভিঃ ( বাসনাভিঃ ) ভূতানি ( দেবাসুর-  
মনুষ্যাदीনি ) তথা ( তদৎ ) ভূতানাং পত্যঃ ( চ ) ভিত্তস্তে  
( বিবিধপ্রকারাণি ভবন্তি ) সর্বেষাং ( তেষাং দেবাদীনাং )  
যথা প্রকৃতি ( বাসনানুসারেণ ) চিত্রাঃ বাচঃ ( বেদার্থ-  
ব্যাখ্যানবিষয়াঃ ) অবন্তি হি ( নিঃসরন্তি ) ॥৫-৭॥

**অনুবাদ ।** পরে ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট  
হইতে তাঁহাদের পুত্র দেব, মানব, গুহক, মনুষ্য, সিদ্ধ,  
গন্ধর্বা, বিজাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং  
কিংপুরুষ প্রভৃতি সকলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই  
সকল জীবগণের রজঃসমোদযুক্ত বিবিধ বাসনা রহিয়াছে।  
ঐ সকল বাসনাহেতু দেবাসুর মনুষ্যাদি ভূতগণ এবং ভূত-  
পতিগণ বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকেন এবং স্ব স্ব প্রকৃতি  
ও কৃতি অনুসারে তাহারা সকলে কেবল বাসনা-বৈচিত্র্য-  
হেতুই বেদবাক্যেরও ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রকার কীর্তন করিয়া  
থাকেন ॥৫-৭॥

**বিশ্বনাথ ।** কথং ততো নানামতান্যভূতানি তত্রাহ  
তেনেতি সাক্ষরেষ্টভিঃ । ভূধাদয়ঃ । ভৃগুশ্চ মরীচিরত্রাঙ্গি-  
রসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুরিত্যেতে চ সপ্ত ব্রহ্মাণঃ প্রজা-  
পত্যস্তে চ মহর্ষয়শ্চ কিংদেবাঃ ক্রমশ্বেদদোর্গন্ধাদি-  
রাহিত্যেন কিন্দেবা মনুষ্য বেতিসন্দেহাস্পদীভূতাঃ দ্বীপা-  
ন্তরমনুষ্যা এব কিন্নরাঃ কিঞ্চিন্নরা ইব মুখতঃ শরীরতো বা  
কিম্পুরুষাঃ কিঞ্চিং পুরুষা ইব বানরাদয়ঃ । প্রকৃতয়ো

বাসনা বহ্বাঃ কৃতঃ ? রজঃসম্বতমাংসি ভূবো জন্মস্থানানি  
যাসাং তাঃ । ভূতানি দেবাসুরমনুষ্যাदीনি । চিত্রা বাচঃ  
বেদার্থব্যাখ্যানরূপাঃ ॥৪-৭॥

**বঙ্গানুবাদ ।** তবে নানামত উদ্ভূত হইল কিরূপে ?  
তাই সাক্ষি আটটি শ্লোকে বলিতেছেন। ভূধাদি অর্থাৎ  
ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু—এই সাত  
জন ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতি তাঁহারা ও মহর্ষিগণ। কিংদেব  
অর্থাৎ ক্রম-শ্বেদ-দোর্গন্ধাদি-রহিত বলিয়া ইহারা কি  
দেব, না, মানব এই সন্দেহের পাত্র অতদ্বীপের মনুষ্যগণই,  
কিন্নর অর্থাৎ কিঞ্চিং নরের ছায় মুখেই হউক আর  
শরীরেই হউক, কিম্পুরুষ অর্থাৎ কিঞ্চিং পুরুষের ছায়,  
বানর প্রভৃতি। প্রকৃতি অর্থাৎ বাসনা বহু; কি হেতু ?  
না, তাহাদের ভূ অর্থাৎ জন্মস্থান রজঃসম্বতমঃ। ভূত  
অর্থাৎ দেব, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি। চিত্রা বাক্ অর্থাৎ  
বেদার্থব্যাখ্যানরূপ ॥৪-৭॥

**অনুদর্শনী ।** লোকপিতানহ ব্রহ্মা হইতে মনু,  
মনু হইতে সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দেব,  
দানব, মনুষ্য, কিংদেব, কিন্নর প্রভৃতি বেদের উপদেশ  
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব রজঃসম্বতমোদযুক্ত বিষ্ট  
জীব স্বস্বপ্রকৃতি বা বাসনানুসারে বেদার্থব্যাখ্যান-  
বিষয়েও নানাপ্রকার হইয়াছে ॥৪-৭॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যান্ভিত্তস্তে মতয়ো নৃণাম্ ।

পারম্পর্য্যেণ কেবাঞ্চিং পাষণ্ডমতয়োহপরে ॥ ৮ ॥

**অন্থয় ।** এবং নৃণাং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাং ( বাসনা-  
ভেদাং ) মতয়ঃ ভিদ্ভ্যন্তে ( বিচিত্রা ভবন্তি ) কেবাঞ্চিং  
( বেদাধ্যয়নশূন্যানামপি ) পারম্পর্য্যেণ ( উপদেশ-  
পারম্পর্য্যেণ মতয়ঃ ভিদ্ভ্যন্তে ) অপরে ( কেচন ) পাষণ্ডমতয়ঃ  
( বেদবিরুদ্ধার্থমতয়ো ভবন্তি ) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।** এইরূপে মানবগণের প্রকৃতির বৈচিত্র্য-  
হেতু বিভিন্ন প্রকার মতের উদয় হয়। কেহ কেহ বেদ  
অধ্যয়ন না করিয়াও উপদেশ পরস্পরক্রমে বিভিন্ন মতি  
প্রাপ্ত হয় এবং অপর কেহ কেহ বেদ-বিরুদ্ধার্থ পাষণ্ডমত-  
গ্রস্ত হয় ॥ ৮ ॥



**বিশ্বনাথ।** পারম্পর্য্য গুরুপদেশপরম্পরায়।  
পাষণ্ডমতঃ অতিতমঃ প্রকৃতিত্বাৎ বেদবিরুদ্ধার্থমতঃ তেন  
ভাগীরথ্যা জলং শুদ্ধং মধুরমপি ততটবর্ত্তোবগু-নিম্ব-চিঞ্চা-  
কপিথ-বিষবৃক্ষাদিভিঃ স্ব-স্ব-মূলদ্বারা গৃহীতং বিরসং  
বিরুদ্ধরসং চ যথা ভবেত্তথৈব তেষাং তেষাম্ ব্যাখ্যাতৃণাং  
মুখং প্রাপ্য বেদার্থো বিরসো বিরুদ্ধফলপ্রদশ্চ ভবেদिति  
ভাবঃ ॥৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** পারম্পর্য্য অনুসারে অর্থাৎ গুরুর  
উপদেশ-পরম্পরায়। পাষণ্ডমতি অর্থাৎ অতিশয় তমঃ  
প্রকৃতির বলিয়া বেদবিরুদ্ধমতি। যেমন ভাগীরথীর জল  
শুদ্ধ মধুরও বটে, তবে তাহার তটবর্ত্তী এরও, নিম্ব, চিঞ্চা,  
(তৈঁতুল) কপিথ, বিষবৃক্ষ প্রভৃতির স্বস্বমূলদ্বারা  
গৃহীত বিরস ও বিরুদ্ধ রস হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন  
ব্যাখ্যাতার মুখে পড়িয়া বেদার্থ বিরস ও বিরুদ্ধফলপ্রদ  
হয় ॥ ৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** ব্যাখ্যাতার প্রকৃতি অনুসারেই  
বেদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশিত হয়। বেদবিরুদ্ধ মতই  
পাষণ্ডমত ॥ ৮ ॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।

শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথাকৃচি ॥ ৯ ॥

**অন্নয়।** (হে) পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!)  
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ যথাকর্ম্ম যথাকৃচি (কর্ম্মানু-  
সারেণ রুচ্যমুসারেণ চ) অনেকান্তং (নানাবিধং) শ্রেয়ঃ  
(তৎসাধনং) বদন্তি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।** হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়ার  
বিমোহিত-চিত্ত পুরুষেরা কচিকর্ম্মভেদ অনুসারে নানাবিধ  
শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** অনেকান্তং নানাবিধম্ ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অনেকান্ত অর্থাৎ নানাবিধ ॥ ৯ ॥

**অনুদর্শিনী।** গুণময়ী মায়ার প্রসাদে গুণের  
বৈচিত্র্য বটে, গুণবৈচিত্র্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি  
অনুসারেই জীবের বিচিত্র কর্ম্মের সংঘটন ও তাহাতে  
তাহাদের রুচি জন্মে। সুতরাং রুচি অনুসারে ফলের

প্রতি আসক্তি ও তাহার সাধনে জীবের নানাবিধ মতের  
উদ্ভাবনা হয় ॥৯॥

ধর্ম্মমেকে যশশ্চাত্তো কামং সত্যং দমং শমম্।

অন্তো বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।

কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥১০॥

**অন্নয়।** (তদেবাহ) একে (কর্ম্মমীমাংসকাঃ)  
ধর্ম্মম্, অন্তো (কাব্যালঙ্কারকৃতঃ) যশঃ চ, (অন্তো বাৎস্তা-  
য়নাদয়ঃ) কামম্, অন্তো (যোগশাস্ত্রকৃতঃ) সত্যং দমং শমম্,  
(অন্তো দৃষ্টার্থবাদিনো দণ্ডনীতিকৃতঃ) ঐশ্বর্য্যং বৈ এব  
স্বার্থং (পুরুষার্থম্, অন্তো লোকায়াতিকাঃ) ত্যাগভোজনং  
(দানং ভোগঞ্চ, কেচিৎ) যজ্ঞং তপঃ দানং ব্রতানি নিয়মান্  
যমান্ (চ শ্রেয়ঃ কথয়ন্তি) ॥১০॥

**অনুবাদ।** তন্মধ্যে কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ কাম,  
কেহ সত্য, দম, শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান-ভোগ, কেহ  
বা যজ্ঞ-তপঃ-দান-ব্রত-নিয়ম-যম প্রভৃতিকে শ্রেয়ঃসাধন  
বর্ণন করিয়া থাকেন ॥১০॥

**বিশ্বনাথ।** তদেবাহ,—ধর্ম্মমিতি সাক্ষেন। ধর্ম্মং  
কর্ম্মমীমাংসকাঃ। তদুক্তং “মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র  
কাম্যনিবিক্রয়োঃ। নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যাবায়-  
জিহাসয়া ॥” ইত্যাদি। যশঃ কাব্যালঙ্কারকৃতঃ। যথাহঃ—  
“যাবৎ কীর্ত্তির্মহুয়াণাং পুণ্যলোকেষু গীয়তে। তাবদ্বর্ষ-  
সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥” ইতি। কামং  
বাৎস্তায়নাদয়ঃ। সত্যং দমং শমমিতি শাস্তিশাস্ত্রকৃতঃ।  
অন্তো দৃষ্টার্থবাদিনঃ দণ্ডনীতিকৃতঃ। বৈ প্রসিদ্ধং। ঐশ্বর্য্য-  
মেব স্বার্থং বদন্তি। অতঃ সামান্যাপায়া এব শ্রেয়ঃ-  
সাধনমিতি তেষাং মতং তথৈব ত্যাগং ভোজনঞ্চ লোকায়া-  
তিকাঃ। যজ্ঞাদিকং বৈদিকাঃ। নিয়মান্ যমান্  
তপোব্রতাদিনিষ্ঠাঃ ॥১০॥

**বঙ্গানুবাদ।** কর্ম্মমীমাংসকগণ ধর্ম্মকে, কথিত  
আছে—‘কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে মোক্ষার্থী প্রবৃত্ত হ’ন না;  
তবে প্রত্যাবায়ত্যাগনিমিত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন’।  
প্রভৃতি। কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্রাকারগণ যশকে; যেমন  
বলিয়াছেন—‘নুহুয়গণের কীর্ত্তি যে পর্য্যন্ত পুণ্যলোকে গীত;

হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বৎসর তাহারা স্বর্গলোক ভোগ করেন'। বাৎসায়নাদি কামকে; শান্তিশাস্ত্রকারগণ সত্য, দম ও শমকে; অপরে অর্থাৎ দৃষ্টার্থবাদী দণ্ডনীতি-কারগণ প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যকেই স্বার্থ বলেন। অতএব তাঁহাদের মতে সামাদি উপায়ই শ্রেয়ঃসাধন। সেইরূপ আবার লোকায়তিকগণ ত্যাগ ও ভোগকে; বৈদিকগণ যজ্ঞাদিকে, তপোব্রতাদিনিষ্ঠগণ যমনিয়মকে ॥১০॥

**অনুদর্শিনী।** বিভিন্ন-রুচিবিশিষ্ট জনগণ বিভিন্ন ফলে আসক্ত। সুতরাং সেই সেই ফলপ্রাপ্তিহেতু বিভিন্ন বিষয়কে তাহারা শ্রেয়ঃসাধন বলিয়াছেন।

কাম্যকর্ম-অগ্নিহোত্রাদি, নিষিদ্ধ—কলঙ্গ (তাত্রকূট, বিষাজ্জবিদ্ধ যুগাদি) ভক্ষণাদি, নিত্য—সঙ্ক্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক—জাতৈষ্ঠাদি।

কাব্যালঙ্কারকগণ—ভরত-দণ্ডি-মন্মঠাদি।

বাৎসায়নাদি কামকে—‘কামং জীসন্তোগং শ্রেয়ঃ-সাধনাদি তৎসাধনঞ্চ’। অর্থাৎ জীসন্তোগই প্রকৃত কাম-সাধন, অত্যাশ্র সাধন তাহার প্রতিপাদক যাত্র।

সত্য—যথার্থভাষণ, দম—বাহ্যেজিয়নিয়মন, শম—অন্তরিয়নিয়মন।

লোকায়তিকগণ পানভোজনকে—‘ভক্ষীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ। তস্যাং সর্বপ্রযত্নেন ঋণং কৃদ্ধা দ্বতং পিবেৎ।’ মৃত্যুর পর দেহ ভক্ষীভূত হইলে তাহার পুনরাগমন বালকোক্তিমাত্র; অতএব যতদিন জীবিত থাকি যায়, কোন মতে দেহকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। ঋণ করিয়াও দ্বত ভোজন করা কর্তব্য ॥১০॥

আত্মস্তুবস্ত এবেষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।

দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥১১॥

**অন্বয়।** (তেবাং তুচ্ছফলত্বমাহ) এষাং (পূর্বোক্তানাং জনানাং) কর্মবিনির্মিতাঃ (কর্মজনিতাঃ) লোকাঃ (ফল-ভূতানি পদানি) আত্মস্তুবস্তঃ (অনিত্যাঃ) দুঃখোদর্কাঃ (দুঃখানি উদর্কাণি উত্তরফলানি যেষাং তে) তমোনিষ্ঠাঃ

(মোহাবসানাঃ) ক্ষুদ্রাঃ (অগ্নাঃ) মন্দাঃ (হীনাঃ) শুচা (শোকেন) অর্পিতাঃ (ব্যাপ্তাশ্চ ভবন্তি) ॥১১॥

**অনুবাদ।** পূর্বোক্ত জনগণের কর্মবিনির্মিত লোকসমূহ অনিত্য, পরিণামে দুঃখ ও মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন, এবং শোকপ্রদ হইয়া থাকে ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** এতেবাং লোকাঃ এতৈঃ সাধ্যানি ফলানি। তমোনিষ্ঠা মোহাবসানাঃ ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ।** এই সকল লোক বা ভুবন, ইহাদের সাধ্য ফলসমূহ। তমোনিষ্ঠ অর্থাৎ মোহজনক ॥১১॥

**অনুদর্শিনী।** ইহাদের মধ্যে কর্মলভ্য লোকসকল এবং ঐ সকল পুরুষার্থের সাধ্যফলসমূহ ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর ও মোহজনক ॥১১॥

ময্যার্পিতাশ্ননঃ সত্য নিরপেক্ষস্ত সর্বতঃ।

ময়াশ্ননা সুখং যৎ তৎ কৃতঃ শ্রাদ্ধযয়াশ্ননাম্ ॥১২॥

**অন্বয়।** (ভক্তেমুখ্যত্বমাহ) (হে) সত্য! ময়ি অর্পিতাশ্ননঃ (সমর্পিতচিত্তস্ত) সর্বতঃ (সর্ববিষয়েষু) নিরপেক্ষস্ত (বাসনাশূন্যস্ত জনস্ত) আশ্ননা (স্বরূপত্বেন ক্ষুরতা) ময়া (পরমানন্দরূপেণ) যৎ সুখং শ্রাৎ (ভবেৎ) বিষয়াশ্ননাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) তৎ কৃতঃ (তাদৃশং সুখং কথং শ্রাৎ, কথমপি নেতব্যঃ) ॥১২॥

**অনুবাদ।** হে সত্য! আমাতে সমর্পিত-চিত্ত, বিষয়বাসনাশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে মদীয় পরমানন্দস্বরূপের স্ফুর্তি হওয়ার যে সুখের উদয় হয়, বিষয়াসক্ত পুরুষের সেই রূপ সুখ কি প্রকারে সম্ভব? অর্থাৎ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে ॥১২॥

**বিশ্বনাথ।** তস্মাদ্ভক্তাবেব বেদস্ত তাৎপর্য্যং সৈব সর্বশ্রেষ্ঠেতি নির্দ্ধায্য তন্মৈব মাং প্রাপ্নোতীত্যাহ—ময়া-ত্যাদিনা উদ্ধবপ্রশ্নপর্য্যন্তেন গ্রহেণ। ময়া রূপগুণসমুদ্রেশ আশ্ননা প্রেমাঙ্গাদেন হেতুনা বিষয়েষু মায়িকবস্তুষু শমদম-জ্ঞানাদিষপি মনো যেষাং তেষাং জ্ঞানাদীনামপি সাত্ত্বিক-ত্বেন মায়িকত্বাৎ ন চ তৎ প্রাপ্যং ব্রহ্মৈবেত্যপি বাচ্যম্। “কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ত্রাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা

শ্রেয়োভিরতৈশ্চ ন যত্রানুপ্রদো হরিঃ” ইতি  
নারদোক্তেঃ ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ।** অতএব ভক্তিতেই বেদের তাৎপর্য।  
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ—ইহা নির্ধারণ করিয়া ভক্তিদ্বারাই  
আমাকে পাওয়া যায়। এই শ্লোক হইতে উদ্ধবের প্রশ্নের  
পূর্বপর্যন্ত এই কথাই বলিতেছেন। রূপগুণসমুদ্র আমি  
আত্মা অর্থাৎ প্রেমাস্পদহেতু। বিষয়াত্মা অর্থাৎ বাহ্যাদের  
বিষয় বা মায়িকবস্ত্ত-সমূহে শমদমজ্ঞানাদিতেও মন;  
জ্ঞানাদিও সাত্ত্বিক বলিয়া মায়িক, তাহাদ্বারা ব্রহ্ম পাওয়া  
নায় না—ইহাই বক্তব্য। ‘যাগ, সাংখ্য, হ্যাস, স্বাধ্যায়,  
কিংবা অন্তশ্রেয়ঃ লইয়া কি হইবে, যেখানে আত্মপ্রদ হরি  
নাই’—নারদের এই উক্তি-অনুসারে ( ভাঃ ৪।৩।১২) ॥১২॥

**অনুদর্শিনী।** ভক্তিই বেদের তাৎপর্য—‘স হোবাচ  
যাজ্ঞবল্ক্যন্তং পুমানাত্ম-হিতায় প্রেমো হরিস্তুজেন।’

ছান্দোগ্যপরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতি

তিনি বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আত্মমঙ্গলের জন্ত  
সেই পুরুষ হরিকে প্রেমদ্বারা ভজনা কর।

ভগবান্ ব্রহ্মকাং স্ম্যেন ত্রৈবীক্ষ্য মনীষয়া।

তদধ্যবন্তং কূটস্থো রতিরান্ন যতো ভবেৎ ॥

ভাঃ ২।২।৩৪

শ্রীশুকদেব বলিলেন—

ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমস্তবেদ তিনবার আলো-  
চনা করিয়া বাহাতে ভগবানে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়,  
তাহাই বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন। এই ভক্তিযোগ  
উৎপন্ন হইলে ভগবানে রতি জন্মিয়া থাকে।

“রতি অর্থাৎ প্রেম। কেননা, প্রেমের প্রথমাবস্থা  
রতি।

শ্রীভগবান্‌ই নিখিল-রূপগুণের আধার। তিনিই  
একমাত্র প্রেমের বিষয়, জীব সেই প্রেমের আশ্রয়। সুতরাং  
ভগবানের প্রতি সমর্পিতাত্মা যেরূপ আনন্দলাভ করেন  
শমদমাদি-বটসাধনে চিত্তবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ সে আনন্দ লাভ  
করিতে পারেন না। কারণ শমদমাদি লভ্য জ্ঞান সাত্ত্বিক  
অর্থাৎ মায়িক। অতএব মায়িক জ্ঞানদ্বারা মায়াতীত

লীলাপর পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। ভক্তি কিন্তু  
নিগুণ। অতএব ভগবদতির পুরুষার্থিগণ সকলেই  
বিষয়ান্ন ॥১২॥

অকিঞ্চনস্ত দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।** (কিঞ্চান্যোবাং তত্তল্লোকাদিপরিচ্ছিন্নং  
সুখং। ভক্তস্য তু পরিপূর্ণমিত্যাহ) অকিঞ্চনস্য (সর্বত্র  
স্পৃহাশূন্যস্ত) দান্তস্ত (জিতেন্দ্রিয়স্ত) শান্তস্ত সমচেতসঃ  
ময়া (আত্মনা) সন্তুষ্টমনসঃ (পরিতৃপ্তস্ত জনস্ত) সর্বাঃ  
দিশঃ সুখময়াঃ (সুখপ্রদত্বেন প্রতীয়ন্তে) ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।** অকিঞ্চন, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সর্বত্র  
সমচিত্ত, আত্মপরিতৃপ্ত পুরুষের নিকট সর্বজগৎ সুখময়রূপে  
প্রতীত হয় ॥ ১৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** ভক্তস্ত সুখং সুখস্যানুভাবং চ  
বিবৃণোতি,—অকিঞ্চনস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ময়া ধ্যানপ্রাপ্তেনৈ-  
বালৌকিকশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধলীলা-রূপাদি-মহামাধুর্যবত।  
সন্তুষ্টানি মনঃপ্রভৃতিসর্কেন্দ্রিয়াণি যস্য তস্য। সর্বা  
ইতি সচ যা দিশো বাতি তা এব সুখময়াঃ। যথা গ্রহি-  
নিবন্ধানশ্বরমহাধনে মানুবোহয়ং যং দেশং বাতি তত্রৈব  
তস্য ভোগৈশ্বর্য্যসুখানীত্যর্থঃ। অতএবাকিঞ্চনস্য মল্লক্ষণ-  
সম্পূর্ণানশ্বরমহাধনপ্রাপ্ত্যেব। কিঞ্চনশব্দবাচ্যপরিমিত-  
নশ্বরপ্রাকৃতধনজনাদিগ্রহণবিমুক্তস্য বাহ্যাত্মন্তরবিষয়েষি-  
ন্দ্রিয়াণাং স্বয়মরোচকত্বেনৈব নিবৃত্তেঃ দান্তস্য শান্তস্য  
শমো মনিস্ততা বুদ্ধেরিত্যাগ্রিমোক্তেমদৈকনিষ্ঠবুদ্ধেঃ। অতএব  
সমচেতসঃ স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** ভক্তের সুখ ও সুখের অনুভাব দুইটী  
শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। অলৌকিক শব্দস্পর্শরূপরস-  
গন্ধলীলারূপা-প্রভৃতি-মহামাধুর্যময় আমাকে ধ্যানে প্রাপ্ত  
হইয়া বাহার মন-প্রভৃতি সর্ক-ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট, তাহার সমস্ত  
দিক্ অর্থাৎ তিনি যে যে দিকে যান, সেই সমস্ত সুখময়।  
গ্রহিবদ্ধ অনশ্বর-মহাধন লইয়া মনুষ্য যে দেশে যান, সেই-

খানেই যেমন তাহার ভোগৈশ্বর্য-সুখ। অতএব অকিঞ্চন সম্পূর্ণ অনশ্বর-মহাধন আমাকে পাইয়াই সুখী। পরিমিত নশ্বর প্রাকৃত-ধনজনাদি কিঞ্চন-শব্দবাচ্য, এই সকল গ্রহণে বিমুখ (অকিঞ্চন), বাহ্য ও অভ্যন্তর বিষয়ে ইন্দ্রিয়গুলি স্বয়ং রুচিহীন বলিয়া নিবৃত্তিহেতু দাস্ত শাস্ত অর্থাৎ পরে কথিত ( ভাঃ ১১।১৪।৩৬ ) ‘শম মগ্নিষ্ঠতা বুদ্ধি’ অনুসারে আমাতে একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট; অতএব সমচেতা; অর্থাৎ স্বর্গাপবর্গনরকেও তুল্যার্থদর্শী ( ভাঃ ৬।১৭।২৮ ) ॥ ১৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** তত্ত্ব নিজ-ইষ্টদেবকে অন্তরে দর্শন করিয়া নিজের অপ্রাকৃত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে মহামাধুর্যময় ভগবানের অপ্রাকৃত শব্দ-স্পর্শাদি অনুভূতিতে নিত্যানন্দে নিমগ্ন হন। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই সর্বাকর্ষক হনীকেশের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি অন্তরে যেকণ সুখী; তাঁহার বাহ্য ব্যবহারেও তাঁহাকে পরমানন্দমগ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে তিনি সর্বদাই পরানন্দ-পরায়ণ। ‘বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে’ ( চন্দ্রামৃত )—সমস্তই তাঁহার সুখময়।

শ্রীভগবান্ পূর্ণ-বস্ত্ত। সেই পূর্ণ-বস্ত্ত-লাভে ভক্তেরও অপূর্ণতা থাকে না, তিনিও পরিপূর্ণতা লাভ করেন। সুতরাং বিশ্বের পরিমিত, অপূর্ণ ও নশ্বর ধনে তাঁহার প্রয়োজন না থাকায় তিনি উহা গ্রহণে বিমুখ অতএব অকিঞ্চন।

তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ পর রাসর আশাদ প্রাপ্তিতে জগতের প্রাকৃত বিরস ও নীরস বস্তুসমূহে স্বাভাবিক রুচিহীন।

ভক্ত, ভগবানে নিত্য ভতিযুক্ত বা সেবা-পরায়ণ বলিয়া প্রভুর সেবা-ব্যতীত অগ্র কামনা বা স্পৃহা তাঁহার নাই। ‘স্বর্গ মুক্তি ও নরকে ভক্তি-সুখ-রহিত বলিয়া তিনি তাহাতে অরুচি বিশিষ্ট এবং অবিশেষ অর্থাৎ অভেদদর্শী’—শ্রীল বিশ্বনাথ।

তাৎপর্য—(১) পুণ্যবলে স্বর্গপ্রাপ্তিতে জীব, দৃশ্য লৌকিক জগতে লভ্য-সুখাপেক্ষা অবিকতর সুখলাভে এতাদৃশ জড়-বিষয়ে অতিনিবিষ্ট হয় যে, দেবরাজ্যের

অধিবাসী হইয়াও ভগবানের সেবায় তাহার রুচি হয় না। (২) পাপফলে নরকপ্রাপ্তিতে জীব সর্বদা অনাকাঙ্ক্ষিত নানাবিধ দুঃখভোগ করে, তাই তাহার ভগবৎস্মৃতির সুযোগ হয় না আর (৩) জ্ঞানচর্চায় জীবের মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসাদৃশ্য প্রাপ্তিতে উপাস্য, উপাসক, উপাসনা—এই ত্রিগুটি-বিনাশে স্বরূপ, পররূপ অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপ এবং সেবাস্বরূপের জ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং উপাস্য-উপাসকের অভাবে মুক্তিতে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-সুখ নাই। তাই, ভক্তিমান্ জীব স্বরূপের নিত্যরুচি—ভক্তিব্যাজনের সুযোগ না পাইয়া স্বর্গ, নরক ও মুক্তিকে সমভাবেই দর্শন করেন এবং তাহাতে রুচিরহিত হন।

‘কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তাঁর কার্য্য মানি।’

“স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ‘নরক’ করি’ মানে।’

চৈ, চ, ম ১৯ পঃ

‘কল্প করি’ ‘মুক্তি’ দেবে নরকের সম ॥ ঐ ৯ পঃ ॥ ১৩ ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ঠ্যং

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিন্ধৌরপুনর্ভবং বা

মযাপিতায়েচ্ছতি মদ্বিনান্যং ॥ ১৪ ॥

**অনুব্র।** (পরিপূর্ণতামেবাহ) ময়ি (পরমাত্মনি) অর্পিতাত্মা (সমর্পিতচিত্তঃ পুমান্) মৎ বিনা (মাং হিত্বা) অতঃ পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) ন ইচ্ছতি (ন প্রার্থয়তি) মহেন্দ্রধিষ্ঠ্যং ন (ইন্দ্রপদং নেচ্ছতি) সার্বভৌমং ন (সমস্ত-পৃথিবীস্বরত্বং নেচ্ছতি) রসাধিপত্যং ন (পাতাললোকাধিপত্যং নেচ্ছতি) যোগসিন্ধিঃ (অগ্নিমাতেঋষ্যাগ্নি নেচ্ছতি) বা (অথবা) অপুনর্ভবং (মোক্ষঞ্চ নেচ্ছতি) ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।** আমাতে সমর্পিতচিত্ত পুরুষ আমাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্বভৌমপদ, পাতাল-লোকাধিপত্য, অগ্নিমাতি-যোগসিন্ধি অথবা মোক্ষলাভের ইচ্ছাও করেন না ॥ ১৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** তস্য কিঞ্চনশব্দবাচ্যপদার্থে স্পৃহা-রাহিত্যমাহ,—নেতি। পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদং। অপুনর্ভবং

সামুদ্র্যসুখঞ্চ। ময্যর্পিতাত্মেতি। “যে যথা মাং প্রপচ্ছন্তে  
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” ইতি মৎকৃত-নিয়মাদহমপি তস্মিন-  
পিতাত্মা ভবামীত্যত এব মদ্বিনেতি অহমেব তস্য  
সর্কেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতয়া সর্দৈব বর্ত্ত এব। নহি নিরন্তরদিব্য-  
মৃতরাসাদিনে জনায় মৃত্তিকা রোচত ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

**বক্ষ্যন্তুবাদ।** কিঞ্চনশব্দবাচ্য পদার্থে তাঁহার  
স্পৃহাৱাহিত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন। পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ  
ব্রহ্মপদ। অপূনর্ভব অর্থাৎ সামুদ্র্যসুখ। ‘ময্যর্পিতাত্মা’  
—‘যাহারা যে ভাবে আমাতে প্রপন্ন হন, তাঁহাদিগকে  
সেইভাবেই আমি ভজনা করি’—আমার কৃত (গীতা  
৪।১১) নিয়ম-অনুসারে আমিও তাঁহাতে আত্মা অর্পণ  
করি। অতএব মদ্বিনা বা আমি ছাড়া অর্থাৎ আমিই  
তাঁহার সর্কেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া সর্কদাই থাকি। নিরন্তর  
দিব্য-অমৃতরস-আস্বাদনকারীজনের মৃত্তিকা রুচিগ্রদ হয়  
না—সেইরূপ ॥ ১৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্কভৌমপদ ও  
পাতালাধিপতির পদ—এই চারি-লোকের চারি পদবীর  
মধ্যে ব্রহ্মপদই শ্রেষ্ঠ, আর তিনটী পরপর নূন। অতএব  
উত্তমপদই যখন ভক্ত আকাজক্ষা করেন না, তখন নিম্ন  
পদবীর কা কথা। যোগসিদ্ধি সার্কত্রিক। মোক্ষসুখেরও  
(অপবর্গশব্দে) অপরিপূর্ণ দেখান হইয়াছে।

ভক্তই অকিঞ্চন—

পূর্বশ্লোকে যে ‘অকিঞ্চন’ পুরুষের কথা উল্লিখিত  
হইয়াছে, আলোচ্যশ্লোকে সেই অকিঞ্চনের  
লক্ষণ বলিতেছেন। জগতে যাহারা কিঞ্চন অর্থাৎ  
ইতরবাসনাযুক্ত তাহাদের ভগবানের চরণসেবালাভের  
ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তদ্ব্যতীত স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের  
আধিপত্য, সর্কোপরি ব্রহ্মপদে, অগ্নিাদি যোগসিদ্ধিতে  
অথবা সামুদ্র্য-মুক্তিতে স্পৃহা থাকে। অকিঞ্চন কিন্তু ঐ  
সকলে স্পৃহাশূন্য, কেবল শ্রীভগবানেরই পাদপদ্মভার্থী।  
ভক্ত মুচুকুন্দ বলিয়াছেন—

‘ন কানয়েহতং তবপাদসেবনা-

দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।

আরাধ্য কন্তুং হৃদবর্গদং হরে

বৃণীত আৰ্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ভাঃ ১০।৫।১৫৫

অর্থাৎ হে বিভো, আমি অকিঞ্চনগণের সর্কোত্তম  
প্রার্থনীয় আপনার পাদপদ্মসেবন-ব্যতীত অত বর প্রার্থনা  
করি না। যে হেতু, কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তিদাতা  
আপনার আরাধনা করিয়া স্বকীয়-বন্ধনহেতুভূত অত বর  
প্রার্থনা করে?

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—‘ন নাকপৃষ্ঠং ন চ  
পারমেষ্ঠ্যং’ ভাঃ ৬।১।২৫ এবং নাগপন্নীগণের বাক্য—  
‘ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্কভৌমং’ ভাঃ ১০।১৬।৩৭ শ্লোকদ্বয়  
আলোচ্য।

‘যে দারাগারপুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমাং পরম্।

হিস্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তু মুংসহে ॥’

ভাঃ ৯।৪।৬৫

শ্রীভগবান্ দুর্কাসাকে বলিলেন—যে সকল সাধু গৃহ,  
দার, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ, ইহলোক পরিত্যাগ  
করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, আমি  
তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? সুতরাং ‘যে  
ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি  
তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি’—(‘যাহারা ‘আমার  
প্রভুর জন্ম-কর্ষ নিত্য’ জানিয়া তত্তৎ-লীলায় কৃত-মনোরথ-  
বিশিষ্ট হইয়া আমাকে ভজনা করিয়া আমাকে সুখ দেয়,  
আমিও ঈশ্বর বলিয়া ‘কর্ত্তুমকর্ত্তুমত্থথাকর্ত্তুন্’ সমর্থ,  
তাহাদেরও জন্মকর্ষের নিত্যত্ব করিতে তাহাদিগকে  
স্বপার্দ করিয়া তাহাদের সহিতই যথাসময়ে অবতীর্ণ  
এবং অন্তর্হিত হইয়া প্রতিক্ষণ তাহাদিগকে অহুগ্রহ  
করিতে তত্ত্বজনফল প্রেমই দান করিয়া থাকি।’  
গীঃ ৪।১১ শ্লো-টীকায়--শ্রীবিধনাথ।)—এই নিয়মে ভক্ত যেমন  
ভক্তিভূতিতে ভগবানে সমর্পিতাত্মা, ভক্তিবাধ্য ভগবান্ ওসেই  
ভক্তে সমর্পিতাত্মা। অর্থাৎ ভগবান্ ঐরূপ ভক্তের অপ্রাকৃত  
চক্ষুর্গাদিদ্বারা স্বীয়সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌস্বর্য্যাদি অনুভব  
করাইয়া সর্কদা তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে আবদ্ধ থাকেন।

ভক্ত ব্রহ্মা বলিয়াছেন—‘ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ  
তেষাং নারৈষি নাথ হৃদয়াধুকহাং স্বপুংসাম্ ॥’

ভাঃ ৩৯।৫ অর্থাৎ যে সকল ভক্ত প্রেমভক্তিসযোগে আপনার চরণকমল গ্রহণ করেন, হে নাথ, সেই সকল নিজজনের হৃদয়কমল হইতে আপনি কখনও দূরে যান না ।

‘ভক্তগণ যেমন আপনার চরণপদ্মেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না ; আপনিও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্যময় হৃদয়ান্তরেই লোভী, তাহা ত্যাগ করেন না ( অর্থাৎ ভক্ত আপনার বশ, আপনিও ভক্তবশ )—এইরূপে পরস্পরের বশাকার স্থচিত হয় ।’—শ্রীবিষ্ণুনাথ ।

অতএব ‘উৎকৃষ্ট-বিষয়প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে’—এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিরন্তর দিব্য-অমৃতরস-আস্বাদনপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জড়রসাধার তুচ্ছ মৃত্তিকা ধেরূপ রুচি প্রদ হয় না ; তদ্রূপ ভগবানে সর্মর্পিতাত্মা আকিঞ্চন নিত্য পরমেশ্বরানুভবস্থ এত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হন যে, তাঁহার নিকট অনিত্য তদ্রূপদবীর ত কা কথা, ভগবানের চরণসেবানন্দশূন্য, সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি-অনুভবশূন্য এবং লীলামৃত-আস্বাদন-রহিত ব্রহ্মসুখও অকিঞ্চিৎকরবোধে রুচি প্রদ হয় না । তাই ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—‘স্বংসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাক্রি-স্থিতস্য মে। স্নুখানি গোপ্পাদয়ন্তে ব্রাহ্মণাপি জগদ্গুরো ॥’ হরিভক্তিসুধোদয়ে । অর্থাৎ হে জগৎগুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধ সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোপ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে ; ব্রহ্মলয়ে জীবের যে স্নুখ, তাহাও গোপ্পদস্বরূপ ( অর্থাৎ গরুর পদটিছে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে পরিমাণ জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি অল্প ) ।

ভক্ত যেমন ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন এবং ভক্তের হৃদয়েই চির আবদ্ধ হন—

অপহৃতসকলৈষণামলায়-

হৃদীরতমেধিতভাবনোপহৃতঃ ।

নিজজনবশগত্বমাত্মনোহয়ন-

ন সুরতি ছিদ্ৰবদক্ষরঃ সতাং হি ॥

ভাঃ ৪।৩।২০

শ্রীনারদ বলিলেন—সকল-কামনানিশ্চুক্ত সাধুগণের শুদ্ধমনে শ্রীহরি নিরন্তর ভাবনাধারা আহৃত হইয়া বাস করেন । শ্রীহরি তাঁহার নিজজনের বশ্বতা প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য আকাশের তায় সে-স্থান হইতে অতৃত গমন করেন না ।

ভগবান্ রূপাপ্রকাশে ভক্তের সর্বৈন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকেন—

পশুস্তি তে মে রুচিরাণ্যস সন্তঃ

প্রসন্নবস্ত্রাকরণলোচনানি ।

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি

সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি ॥ ভাঃ ৩২।৫।৩৫

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ, আমার যে সকল প্রকাশ মূর্ত্তির বদন প্রসন্ন এবং নয়ন অরুণবর্ণ, সেই সকল অতীষ্ট-সেবাপ্রদমূর্ত্তি ভক্তগণ দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহারহিত সেবাভিলাষ জাপন করেন ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—ভক্তগণের দর্শন উপলক্ষণ—দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন, অঙ্গগন্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং লীলামৃতও অধরামৃতের আস্বাদ গ্রহণ করেন । রূপসমূহ উপলক্ষণ—নয়নে যেমন রূপ দর্শন করেন, কর্ণে শব্দ শ্রবণ, নাসায় ঘ্রাণগ্রহণ, জিহ্বায় রসাস্বাদন এবং অঙ্গে স্পর্শানুভব করেন ।

ভক্তভাবান্বীকারী সর্বাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই ভক্তগণের স্পৃহারাহিত্য-সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন—

ন ধনং ন জনং ন স্নন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনীষ্মরে ভবতাত্ত্বিকিরহৈতুকী স্মরি ॥

শিক্ষাষ্টক

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা স্নন্দরী ।

শুদ্ধভক্তি দেহ মোরো কৃষ্ণ রূপা করি ॥ চৈঃ চঃ অ২০ পঃ

কেননা—কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অমুরাগ ।

কৃষ্ণ বিহু অতৃত তার নাহি রহে রাগ ॥

ঐ অ ৭ পঃ ॥ ১৪ ॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্শঙ্করঃ ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১৫॥

**অনুব্রজ্য ।** (মমাপি স এব প্রেষ্ঠ ইত্যাহ) ভবান্ (ঋং ভক্ত ইত্যর্থঃ) মে (মম) যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোহপি) তথা ন (তদ্বৎ প্রিয়তমো ন ভবতি) শঙ্করঃ (মৎস্বরূপভূতোহপি) ন, সঙ্কর্ষণঃ (ভ্রাতাপি) ন চ, শ্রীঃ ন (ভাৰ্য্যাপি) আত্মা চ ন এব (মূর্তিরপি তথা ন ভবতীত্যর্থঃ) ॥১৫॥

**অনুবাদ ।** তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভাৰ্য্যা লক্ষ্মীদেবী এমন কি নিজস্বরূপও সেইরূপ প্রিয়তম নহে ॥১৫॥

**বিশ্বনাথ ।** স চ ভক্তস্তব কীদৃক্ প্রিয় ইত্যত আহ,—ন তপেতি । আত্মযোনিব্রহ্মা পুত্রোহপি শঙ্করো মৎস্বরূপভূতোহপি সঙ্কর্ষণো ভ্রাতোহপি শ্রীভাৰ্য্যাপি আত্মা মূর্তিরপি যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যোহিতিহর্ষণোহ ভবানিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । অত্র ব্রহ্মাদীনাম্ ভক্তত্বোহপি তেষু ভক্তত্বাংশাদপি পুত্রত্বাংশা অধিকা বর্ত্তন্তে অতঃ প্রাধান্যেন ব্যপদেশো ভবন্তীতি জ্ঞায়েন তে পুত্রাদিভেদৈব ব্যপদিগন্তে ন তু ভক্তত্বেন । নন্দযশোদাদিষু তু মহাপ্রেমবদ্বাং । পিতৃত্বাংশেভ্যোহপি ভক্তত্বলক্ষণোৎশোধিকতর ইতি তেষু ভক্তত্বমেবেতি তে কৃষ্ণজ্ঞাতি প্রিয়তমা এব । যদুক্তং—“দর্শয়ন্তুদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্তাতাম্ ইতি তেবাং ভক্তশব্দবাচ্যত্বং স্বাতিবশীকারকত্বঞ্চ । নেমাং বিরিক্ষো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া । প্রসাদং লেভিরে গোপীতি সর্কোৎকর্ষচ । যদ্বা তাদৃশভক্তেষুপি মধ্যে ভবান্ যথা মে প্রিয়তমস্তথা মনুখাদেব শূদ্রিত্যাহ—ন তপেতি । তেন সর্বভক্তেষু মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদপি গোপ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তেনাপি তাসাং চরণধূলিপ্রার্থনাদিতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তঃ ॥১৫॥

**বঙ্গানুবাদ ।** সেই ভক্ত আপনার কিরূপ প্রিয়—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন । আত্মযোনি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও,

সঙ্কর্ষণ (বলদেব) ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা হইলেও, আত্মা অর্থাৎ আমার শ্রীমূর্তিও, যেমন ভক্তগণ এইটি বক্তব্য কিন্তু অতিহর্ষে বলিলেন যেমন তুমি’ (স্বামিচরণ বা শ্রীধরস্বামীর টীকা) । এ স্থলে ব্রহ্মাদি ভক্ত হইলেও তাঁহাদিগের ভিতর ভক্তত্বাংশ হইতে পুত্রত্বাদি অংশ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান (অর্থাৎ তাঁহারা যে পরিমাণে ভক্ত, তদপেক্ষা তাঁহারা অধিক পরিমাণে পুত্র প্রভৃতি) । অতএব প্রাধান্তদ্বারাই ব্যপদেশ অর্থাৎ নামোল্লেখ হয় এই জ্ঞানানুসারে তাঁহাদের পুত্রাদিরূপেই পরিচয়, ভক্তরূপ নহে । কিন্তু নন্দযশোদাদি মহাপ্রেমশীল উহাদের ভিতর পিতৃত্বাদি অংশ অপেক্ষা ভক্তত্বলক্ষণ অংশই অধিকতর । অতএব তাঁহাদের ভিতর ভক্তত্বই বর্ত্তমান ; সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম । ‘নিজমহাত্ম্যজগণের নিকট নিজের ভক্তাধীনত্ব দেখাইয়া’ (ভাঃ ১০।১১।৯)—এই উক্তি অনুসারে তাঁহারা ভক্তশব্দবাচ্য এবং তাঁহাকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছেন । ‘বিরিক্ষি অর্থাৎ ব্রহ্মা, ভব অর্থাৎ শিব, এমন কি অঙ্গসংশ্রয়া শ্রী (লক্ষ্মী) পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই । গোপী যশোদা যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন’—(ভাঃ ১০।১২।২০)—এইরূপে গোপীর সর্কোৎকর্ষ । অথবা সেইরূপ ভক্তগণের মধ্যেও তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, তাহা আমার মুখ হইতেই শ্রবণ কর । অতএব সর্বভক্ত মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও গোপীগণ শ্রেষ্ঠ । উদ্ধব-কর্তৃক তাঁহাদের চরণধূলি-প্রার্থনাহেতু—ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ॥১৫॥

### অনুদর্শিনী ।

সঙ্কর্ষণ—“গর্ভসঙ্কর্ষণাং তং বৈ প্রাহঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি ।”

(ভাঃ ১০।২।১৩)

দেবকী দেবীর গর্ভ হইতে রোহিণী দেবীতে গর্ভ আকর্ষণহেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে ‘সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত ।

লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ভক্তের সৌভাগ্য—

স ঋং মমাপ্যুচ্যত শীর্ষি বন্দিতং

করাবুজং যৎ ত্বদধারি সাত্ত্বতাম্ ।

বিভর্ষি না লক্ষ্য বরেণ্য মায়য়া ।

ক ঈশ্বরশ্চেহিতমুহিতং বিভুঃ ॥ ইতি ॥

ভাঃ ৫।১৮।২৩

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন—হে অচ্যুত, তোমার যে করকমলকে ভক্তগণ নিখিল কামবর্ষী বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যাহা তুমি তাঁহাদিগের মস্তকে ধারণ করিয়া থাক, সেই করকমল আমার মস্তকেও অর্পণ কর ।

হে বরেণ্য, তুমি কেবল কপটতাদ্বারাই আমাকে স্বর্ণরেখারূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাক অর্থাৎ তুমি কেবল আমাকে বাহ্যে আদরমাত্র প্রদর্শন করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণকেই পরম কৃপা কর । তুমি—ঈশ্বর, তোমার আশ্রয় কে-ই বা বুঝিতে সমর্থ ?

ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দ হইতেও ভক্তস্বরূপানন্দ ভগবানের অতি স্পৃহণীয়—

“নাহ্মান্মানমাশাসে মদুত্তৈঃ সাধুভির্বিদ্যা ।

শ্রিয়ঞ্চাত্যস্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥”

ভাঃ ৯।৪।৬৪

শ্রীভগবান্ দুর্কাসাকে কহিলেন—হে ব্রাহ্মণবর, যাহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না ।

“ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হলাদিনীর সার ভক্ত ভগবানকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন । সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে । অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত ।”—শ্রীল চক্রবর্তী পাদের চাঁকার মর্ম্ম ) ।

ভক্তই কৃষ্ণের প্রিয়তম—

“শেষ, রমা, অজ, ভব, নিজদেহ হৈতে ।

বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়—কহে ভাগবতে ॥”

চৈঃ ভাঃ অ ৪ অঃ

“কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥

আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে ॥”

চৈঃ চঃ আ ৬ পঃ

সর্বভক্ত মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—

“স্বস্ত ভাগবতেষহম” । ভাঃ ১১।১৬।২৯

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমি ভাগবতগণের মধ্যে তুমি অর্থাৎ উদ্ধবস্বরূপ—

“নোদ্ধবোহয়পি মনু্যনঃ” ভাঃ ৩।৪।৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—“আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিন্নাত্ত্রাও নূন নহে ।

গোপীগণের শ্রেষ্ঠতা—

ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা ব্রহ্মশ্চ পার্থিব ।

ন চ লক্ষ্মী ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম ॥

( আদিপুরাণোক্ত ভগবদ্ভাক্য )

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জুন, ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী এবং আমার শ্রীবিগ্রহ—এসকল আমার তত প্রিয়তম নহে, গোপীগণ আমার যত প্রিয়তম ।

ন পারয়েহহং নিরবন্তসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধ্যুযাপি বঃ ।  
যা মাহভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চাতদ্বঃ প্রতিবাতু  
সাধুনা ॥ ভাঃ ১০।৩২।২২

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময় । তোমরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ তজ্জন্ত আমি দেবতাদিগের গ্রায় দীর্ঘায় প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না । অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও ।

“দরোত্তম ভজন এই সর্বভক্তি জিনি’ ।

অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তোমার ধ্বনি ॥

চৈঃ চঃ অঃ ৭ পঃ

ভক্তপ্রবর উদ্ধব হইতে শ্রীগোপীগণ শ্রেষ্ঠ—

আসামহো চরণরেণুজ্বামহং শ্রাং

বৃন্দাবনে কিমপি গুণ্মলতৌষধীনাম্ ।

যা দৃস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিষ্টা

ভেজুমুর্কন্দপদবীং শ্রতিভির্বিমুগ্যাম্ ॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬১

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—যাহারা দৃস্ত্যজ পতিপুত্রাদি



আত্মীয়-স্বজন এবং লোকমার্গপরিচ্যাগপূর্বক শ্রুতিসমূহের  
অবেশ্যণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো,  
আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুণ-  
লতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিব।

শ্রীগোপীপদরেণু-বন্দনা—

বন্দে নন্দব্রজস্বীণাং পাদরেণুমভীকৃশঃ।

যাসাং হরিকথোদ্যীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ভাঃ ১০৮৭৬৩

শ্রীউদ্ধব কহিলেন—আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপী-  
গণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-  
বিষয়ক গান দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।

“কেহ বলে—‘ভক্তনাম যতেক প্রকার’।

বৃন্দাবনে গোপক্ৰীড়া—অধিক সবার ॥

গোপ-গোপী ভক্তি—সব তপস্যার ফল।

যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল ॥

অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল ভাব পায়।

যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥”

চৈঃ ভাঃ অঃ ৭ অঃ

“ঐশ্বর্যাজ্ঞান হৈতে কেবলভাব—প্রধান।

পৃথিবীতে ভক্ত নাই উদ্ধব সমান ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।

যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥”

চৈঃ চঃ অঃ ৭, আঃ ৬ অঃ

তং শ্রীমহুদ্রবং বন্দে কৃষ্ণপ্রোষ্ঠবরোহপি যঃ।

গোপীপাদাজ্জধূলিস্পৃক্ তুণজমাপ্যবাচয় ॥১৫॥

নিরপেক্ষ মুনিং শান্তং নিৰ্বেৰ্যং সমদর্শনম্।

অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পুয়েয়েত্যজ্জ্বরেণুভিঃ ॥১৬॥

অনুস্ম। অহম্ অজ্জ্বরেণুভিঃ (ভক্তচরণধূলিভিঃ)।  
পুয়েয় (মদন্তর্ভক্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্যাম্) ইতি (এবং  
ভাবনয়া) নিত্যং (সর্বদা) নিরপেক্ষং (নিকামং) মুনিং  
(মদ্রূপগুণলীলাপরিকরাদিমননপরং) শান্তং (শমগুণবৃজং)

নিৰ্বেৰ্যং (বৈরভাবরহিতং) সমদর্শনং (সমবুদ্ধিং ভক্তম্)  
অনুব্রজামি (ব্রজন্তমহুসরামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। আমি ভক্তের চরণধূলির দ্বারা  
ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব, এরূপ মনে করিয়া সর্বদা নিকাম,  
মদ্রূপাদি মননশীল, শান্ত, বৈরভাবরহিত, সমদর্শী ভক্তের  
অনুগমন করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। কিং বহুনা, ভক্তো যথা সদা মামনু-  
চরতি তথাহমপি ভক্তঃ পরোক্ষঃ সন্ ভক্তমহুচরামি।  
ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ইতি মদীয়-শুকোক্তেরিত্যাহ,—  
নিরপেক্ষমিতি। মুনিং মদ্রূপগুণলীলাপরিকরাদিমননপরং।  
পুয়েয় মদন্তর্ভক্তিব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্যামিতি ভাবনয়েত্যর্থ  
ইতি শ্রীশ্রামিচরণাঃ। তদ্ব্যক্ত্যনিকৃতিদোষাৎ পবিত্রিতঃ  
শ্রামিতি ভাবেনেত্যর্থঃ। ইতি সন্দর্ভঃ। বস্তুতস্ত ভক্ত-  
চরণধূলিগ্রহণং বিনা ভক্তির্নাশ্রাৎ। ভক্ত্যা বিনা মমাধুর্ঘ্য-  
রসানুভবে ন শ্রাদিতি ময়ৈব মর্যাদা স্থাপিতা। অতোহহ-  
মপি ভক্ত ইব ভক্ত্যা পূর্ণমমাধুর্ঘ্যরসো নিমগ্নো ভবেয়মিতি  
ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিক কি বলিব? ভক্ত যেমন  
সর্বদা আমার অনুবর্তী, সেইরূপ আমিও পরোক্ষ ভক্ত  
হইয়া ভক্তের অনুবর্তী। ‘ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্’—এই  
আমার শ্লোকের উক্তি (ভাঃ ১০৮৬৫৯) অনুসারে। মুনি  
অর্থাৎ আমার রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদিরই মননপর।  
পুয়েয় অর্থ পবিত্র হইব অর্থাৎ আমার অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ড-  
সমূহকে পবিত্র করিব—এই ভাবনাদ্বারা (শ্রীশ্রামিচরণ-),  
তাঁহার ভক্তির পরিশোধাভাব-দোষহেতু পবিত্রীকৃত হইব  
এই ভাবদ্বারা। ইহা ক্রমসন্দর্ভ টীকার শ্রীপাদজীষ  
গোস্বামীর মত। কিন্তু বস্তুতঃ ভক্তচরণধূলিগ্রহণ ব্যতীত  
ভক্তি হইবে না। ভক্তিবিদ্যা আমার মাধুর্ঘ্যরসানুভব  
হইবে না। এইজন্ত আমিই মর্যাদা স্থাপন করিয়া ছ।  
অতএব আমিও আমার ভক্তের শ্রায় ভক্তিদ্বারা পূর্ণ আমার  
মাধুর্ঘ্যরসে নিমগ্ন হইব” ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। মনি এবং স্ববর্ণের শ্রায় যে রূপ  
ভগবান্ ও তাঁহার সেবকের পরস্পর সংশ্লেষ রখিত

হইয়াছে সেবকগণের সহিত শ্রীভগবানের অন্তরে ও বাহিরে সেইরূপ আচারের কথাও কথিত হইয়াছে।

যে সমস্ত ভক্ত প্রেমপাশে ভগবানের পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ভগবান্ সেই সকল ভক্তকে কখনই ত্যাগ করেন না—‘বিসৃজতি হৃদয়ং ন যন্ত সাক্ষাৎ’—ভাঃ ১১।২।৫৫ এই শ্লোকে যেরূপ অন্তর-সংশ্লেষের কথা আছে, সেই-রূপ কথিতশ্লোকে বহিঃসংশ্লেষ স্থিরীকৃত হইয়াছে।—

“বহিস্তু ভয়থা স্থতেরাচার্য্যচ”। বেদান্ত দর্শন ৩য় অঃ ৪র্থ পাদ ৪৩ সূত্রের শ্রীবলদেব প্রভুর গোবিন্দভাষ্য দৃষ্টব্য। এই শ্লোকে ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তিমানের পরিচয়।

ভগবান্ ভক্তের অমুগামী—

অস্মাকম্ গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।

মত্ত্বতা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব ॥

আদিপুরাণ

অর্থাৎ হে রাজন্, ভক্তগণ আমাদের গুরু, আমরা ভক্তগণের গুরু। আমার ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমি তথায় গমন করি।

ভগবান্ ভক্তের অমুবর্তী—

• সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য

বীরাসনাছুগমন-সুবন-প্রণামান্।

মিথ্যেযু পাণ্ডুযু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণো-

র্ত্ত্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ॥ ভাঃ ১। ১৬।১৭

স্বত গোস্বামী বলিলেন—ঐহাকে জগতের সমস্ত জীবই প্রণতি করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় পাণ্ডবগণের সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবা, সখ্য, দ্বারপালের ত্রায় নিশিযোগে অসিহস্তে দ্বার রক্ষণ, অছুগমন সুব ও প্রণাম করিয়াছিলেন, গায়কদিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণসরোজে নরপতির (মহারাজ পরীক্ষিতের) নিরতিশয় ভক্তির উদ্বেক হইল।

ভক্ত যেমন ভগবানে ভক্তিমান্ ভগবান্ও তেমনি ভক্তে ভক্তিমান্—

যেমনে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।

কৃষ্ণ সেইমত দাসে ভজেন আপনে ॥

চৈঃ ভাঃ অ ৩ অ

‘তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ।’

ভাঃ ৮।১৬।১৪

তথাপি (অর্থাৎ সর্বত্র সম হইয়াও) পরমেশ্বর ভক্তের ভজনা করেন।

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্ ॥

গী ৯।২৯

অর্থাৎ আমি সর্বভূতের প্রতি সম, আমার কেহ দ্বেষ নাই, প্রিয় নাই। কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমিও তাহাতে আসক্ত।

‘যাহারা কিন্তু আমাকে ভজন করেন অর্থাৎ শ্রবণাদি-ভক্তিদ্বারা অমুরাগ করেন, তাহারা ভক্তিদ্বারা অমুরক্ত হইয়া আমাতে অবস্থান করেন, আমিও সর্বৈশ্বর হইয়া তাহাদিগে অবস্থান করি, ‘মণি-সুবর্ণ-ত্ৰায়’ অমুসারে ভগবানেরও ভক্তে ভক্তি আছে। ‘ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্’ (ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) এই শ্রীশুকবাক্য হইতে প্রেমদ্বারা পরস্পর বর্ত্তনবিশেষ দৃষ্ট হয়’—শ্রীবলদেব।

ভক্তের পবিত্রতা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমার রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি মননপর ভক্ত এত পবিত্র যে অপবিত্রকেও পরম-পবিত্রকারী। আমি তাঁহার স্পর্শে আমার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাওসমূহসহ নিজেকে পবিত্র করি।

শ্রীগৌরভগবান্ও ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বলিয়াছেন—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি’ লঞা গেলা।

পিণ্ডার উপরে আপন-পাশ বসাইলা ॥

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সন্মার্জন।

তেহৌ কহে,—‘মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন’

প্রভু কহে,—‘তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে

ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাও শোধিতে

চৈঃ চঃ ম ২০ পং

অজিত ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই জিত হন, ভক্তি স্থানেই  
তার পরাভব। তাই ভক্ত শ্রীধর বলিয়াছেন—

‘ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।  
ভক্তিযোগে যশোদায় বাঞ্ছিল তোমারে ॥  
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।  
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা ॥  
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটি বহে যারে মনে।  
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে ॥’

চৈঃ ভাঃ ম ৯ অঃ

শুধু তাই নয়, ভক্তিরসপাত্র ভক্তের ভক্তির পরিশোধ  
করিতে না পারিয়া ভগবান্ নিজেকে ধনী মনে করেন—

ন পারয়েহং নিরবগ্ন সংযুজাং  
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধ্যায়্যপি বঃ।  
যা মাতজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ  
লংবৃশ্যতদ্বঃ প্রতিষাতু সাধুনা ॥ ভাঃ ১০৩২।২২  
অর্থ পূর্বে ১৫ শ্লোকের অন্তর্দর্শনী দ্রষ্টব্য।

ভক্তি-ব্যতীত কেহ কোন উপায়েই ভগবান্কে লাভ  
বরিতে পারে না; আবার সেই ভক্তিপাত্র ভক্তের চরণ-  
ধূলি গ্রহণ ব্যতীত ভক্তিনাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।

ন হৃদ্বুতং স্বচরণাঙ্করেণুভি-  
ইতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেহমলা।  
মৌহুর্জিকাদ্ যস্য সমাগমাচ্চ মে  
দুস্তর্কমুলোহপহতোহিবিবেকঃ ॥ ভাঃ ৫।১৩২২

শ্রীরত্নগণরাজা ভরতমুমিকে বলিলেন—আপনাদের  
চরণধূলি প্রাপ্তি মাত্রেই জীব নিশ্বাস হইয়া ভগবানে  
ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ শুদ্ধভক্তিলাভ করিয়া থাকে, ইহা বিচিত্র  
নহে। মুহূর্ত্তমাত্র আপনার সম্মুখভে আমার কুতর্কের  
মূল কারণ অবিবেক অর্থাৎ সংসার-মোহ দ্রুতীভূত হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও  
বলিয়াছেন—

“ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।  
ভক্তভুক্ত শেষ,—তিন সাধনের বল ॥

এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।

পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে কুকারিয়া কয় ॥”

চৈঃ চঃ অ ১৬ পঃ

স্বয়ং ভগবান্ নিজ আচরণ দ্বারা জগতে ভক্তি ও ভক্তের  
মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তভৃগুকে বলিয়াছেন—

‘পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাশ্চ মঙ্গতান্।  
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥  
অত্যাং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।  
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতিভবংপাদহতাংহসঃ ॥’

ভাঃ ১০।৮৯।১০-১১

শ্রীল রুদ্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় ইহার অর্থ—

‘এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।  
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন স্নানার্থল ॥  
যতক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।  
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥  
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।  
অক্ষয় হইয়া রহ তোমার চরিত্র ॥  
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিরুধূলি।  
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী ॥  
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজ বক্ষে দিল আমি স্থান।  
বেদে যেন ‘শ্রীবৎস-লাঞ্জন’ বলে নাম ॥’

চৈঃ ভাঃ অ ৯ অ

ভক্ত স্রদামা যখন দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন

তখন—

অথোপবেশ্য পৰ্য্যকে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্।  
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ॥  
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবান্ লোকপাবনঃ।

ভাঃ ১০।৮০।২০-২১

শুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, অনন্তর ত্রিলোকপাবন  
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পৰ্য্যকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ংই উপচার-  
সমূহ অর্পণ পূর্বক তদীয় পাদপুগল প্রক্ষালান্তে উক্ত  
পাদশৌচোদক মন্তকে ধারণ করিলেন।

শ্রীগোরাবতারেও দেখা যায়—

“সবার চরণধূলি লয় বিশ্বস্তর।” চৈঃ ভাঃ ম ২ অঃ

প্রেমভক্তি-দ্বারাই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যসের অমুভব হয়। শ্রীভগবান্ প্রেমের ‘বিষয়’ এবং তত্ত্ব প্রেমের ‘আশ্রয়’। তত্ত্ব ভক্তিতে শ্রীভগবানের কিরূপ আশ্বাদ পান ইহা অমুভবের জন্য ভগবানেরই স্বভক্তের তায় নিজ-তত্ত্ব হইবার অভিলাষ। তাই গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকভক্তচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর এই স্থানে “আমিও আমার ভক্তের তায় ভক্তিদ্বারা-পূর্ণ আমার মাধুর্য্যসে নিমগ্ন হইব” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীগৌরলীলা-প্রকটের আভাস প্রদান করিয়াছেন। কেননা, আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীরও বচনে পাই—

‘সেই প্রেমার রাধিকা পরম ‘আশ্রয়’।

সেই প্রেমার আমি হই কেবল ‘বিষয়’ ॥

বিষয়-জাতীয় স্মৃতি আমার আশ্বাদ।

আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আশ্বাদ ॥

আশ্রয়-জাতীয় স্মৃতি পাইতে মন ধায়।

যত্নে আশ্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।

তবে এই প্রেমানন্দের অমুভব হয় ॥

এত চিন্তি’ রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।

হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধ্বংসকি ॥

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।

স্বমাধুর্য্য দেখি’ কৃষ্ণ করেন বিচার ॥

অদ্ভুত, অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।

ত্রিভুগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।

আমার মাধুর্য্যমূর্ত্ত আশ্বাদে সকলি ॥

\*

\*

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।

স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আশ্বাদয় ॥

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।

আশ্বাদিতে হয় লোভ আশ্বাদিতে নারি ॥

বিচার করিয়ে যদি আশ্বাদ-উপায়।

রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥

\*

\*

সেই রাধাভাব লক্ষ্য চৈতন্যাবতার।

যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।

রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥

সেই রস আশ্বাদিতে কৈল অবতার।

আনুবন্ধে কৈল সব রসের প্রচার ॥

চৈঃচঃআঃ ৪পঃ ॥ ১৬ ॥

— — —

নিষ্কিঞ্চনা মধ্যমুরক্তচেতসঃ

শান্তা মহাত্তোহখিলজীববৎসলাঃ।

কামৈরনালকধিয়ো জুষন্তি তে

যন্নৈরপেক্ষাং ন বিহুঃ স্মৃৎসং মম ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। (মহত্ত্বানাং স্মৃৎসং এতাবদেবভূতমিতি বা  
কো বক্তুং সমর্থঃ যতঃ স্বসংবেদ্যং নিরূপমমিত্যাহ)  
(যে) নিষ্কিঞ্চনাঃ (বিষয়-নিষ্পৃহাঃ) শান্তাঃ মহাত্তাঃ  
(নিরভিমানাঃ) অখিলজীববৎসলাঃ (সর্বভূতে দয়াযুক্তাঃ)  
কামৈঃ (বিষয়রাগৈঃ) অনালকধিয়ঃ (অস্পৃষ্টচিত্তাঃ) ময়ি  
(পরমাগ্নি) অমুরক্তচেতসঃ (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) মম  
(মাং) জুষন্তি (সেবন্তে) তে (তে এব) যৎ নৈরপেক্ষং  
(নাস্তি অপেক্ষণীয়ং যেষাং তে নিরপেক্ষান্তিরেব লভ্যং  
ন তু মোক্ষাপেক্ষেরপীত্যর্থঃ) স্মৃৎসং বিহুঃ (লভন্তে) ন  
(অন্তে তৎস্মৃৎসং ন বিহুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। যে সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান,  
সর্বজীববৎসল, বিষয়রাগের দ্বারা অস্পৃষ্টচিত্ত পুরুষ  
আমাতে অমুরক্তচিত্ত হইয়া সেবা করিয়া থাকেন,  
তাহারাই নিরপেক্ষজনলভ্য পরমস্মৃতি লাভ করেন, অন্তে  
সেই স্মৃতি লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। যতো মদ্রপগুণাদিমাধুর্য্যমুভবস্মৃৎসং  
মহত্ত্বৈব লভ্যং নান্যথेत্যাহ—নিষ্কিঞ্চনা ইতি। নিষ্কিঞ্চনা  
জ্ঞানিনোহপি ভবন্তীতি কেচিচ্ছান্ত্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—মধ্যমু-  
রক্তচেতস ইতি। অখিলজীববৎসলা অখিলেভ্যোহপি  
জীবেভ্যো ভক্তিরসাদিসংসারতঃ। অতএব মহাত্তন্তং-  
সংজ্ঞ্যৈব লোকৈক্যচ্যামানাঃ কামৈর্দৈবদাদাপতিতৈরপি

ভোগৈর্ন অলঙ্কা ছিন্না ধীর্ষেবাং তে যস্যম স্মৃৎ জুযস্তি  
আস্বাদয়ন্তি তৎ স্মৃৎ তে এব বিহ্নীতে । কুতঃ নৈরপেক্ষ্যঃ  
নাস্তি অপেক্ষাং মোক্ষাদিকমপি যেবাং তে নৈরাপেক্ষা-  
স্তেষেব জাতম্ ॥ ১৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ ।** যেহেতু আমার রূপগুণাদিমাধুর্য্যানু-  
ভবসুখ আমার ভক্তি-দ্বারাই লভ্য, অত্ প্রকারে নহে,  
তাহাই বলিতেছেন । নিষ্কিঞ্চন—নিষ্কিঞ্চন ত' জ্ঞানীরাও  
হইয়া থাকেন, কেহ কেহ এরূপ বলেন, তাহার নিরাশ জন্ম  
বলিতেছেন আমাতে অনুরক্তচিত্ত । অখিলজীবৎসল  
অখিল জীবগণকেও ভক্তিরূপ প্রদান করিতে সমুৎসুক,  
অতএব মহান্ত—এই সংজ্ঞা দ্বারাই লোকগণ-কর্তৃক  
কথিত । কাম অর্থাৎ দৈবাৎ আপতিত ভোগকর্তৃক  
তঁাহাদের ধী অলঙ্ক অর্থাৎ ছিন্ন নহে । তঁাহারা আমার  
যে স্মৃৎ জোষণ অর্থাৎ আস্বাদন করেন, সেই স্মৃৎ তঁাহারা  
জানেন, অত্ নয় । কেন ? না, নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ  
মোক্ষাদিরও অপেক্ষা তাঁহাদের নাই তঁাহারা নিরপেক্ষ,  
কেবল তাঁহাদের মধ্যেই জাত নৈরপেক্ষ্য ॥ ১৭ ॥

**অনুদর্শিনী ।** জ্ঞানিগণের হৃদয়ে বিষয়াসক্তি না  
থাকিলেও ভগবানে আসক্তিভাবের সম্পূর্ণ অভাব । কিন্তু  
ভক্তগণ কৃষ্ণানুরক্ত-চিত্ত হওয়ায় সর্বদা সকল বাসনামুক্ত  
এবং প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন ।

ন যেবাং ভজনাদন্ত্ৰিচিকীর্ষিতনত্ৰীপ্সিতম্ ।

জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিক্ষিতে জ্ঞেয়া নিষ্কিঞ্চনা বুধৈঃ ॥

পৌরাণিকোক্তি

অর্থাৎ বাঁহাদের ভজন ব্যতীত অত্ বাঞ্ছিত, অত্ৰীপ্সিত  
এবং কিক্ষিৎ জিজ্ঞাসিত বিষয় নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহা-  
দিগকেই নিষ্কিঞ্চন জানেন ।

ভক্তগণ অখিলজীবৎসল—

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরাং পরা-

নষ্টদ্বিযুক্তানপুনর্ভবং বা ।

আন্তিঃ প্রপঞ্চেখিলদেহভাঙ্গা-

মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ( ভাঃ ৯২।১।১২ )

রক্তিদেব বলিলেন—আমি ভগবানের নিকট অষ্টসিদ্ধি-  
সম্বিত অপুনর্ভব বা মোক্ষ প্রার্থনা করি না, কিন্তু যেন  
সর্বজীবের অন্তঃস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখপ্রাপ্ত হই,  
তদ্বারা যেন অত্ জীবের দুঃখরহিত হয় ।

শ্রীগৌরাবতারে পরদুঃখদুঃখী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও  
বলিয়াছেন—

‘জীবের দুঃখ দেখি’ মোর হৃদয় বিদরে ।

সর্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥

জীবের পাপ লঞা মুক্তি করি নরক ভোগ ।

সকল জীবের, প্রভু, যুচাও ভবরোগ ॥’

চৈঃ চঃ ম ১৫ পঃ

অতএব ভক্তই মহান্ত—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে কচিৎ ॥

( ভাঃ ১০।৮।৪ )

নন্দমহারাজ গর্গমুনিকে বলিলেন—হে ভগবন,  
দীনচেতা গৃহি-লোকদিগের নিত্য মঙ্গল সাধনের জন্য  
মহদ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অত্ কারণে  
গমন করেন না ।

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পায় ।

নিজকার্য্য নাই তবু যান তার ঘর ॥ চৈঃ চঃ ম ৮পঃ

ভক্তগণ সর্বদা কামদেব ভগবানের সেবানিরত থাকায়  
জাগতিক ভোগ সনাগত হইলেও তাঁহাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়  
হয় না । তাঁহারা সর্বদা নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত । “তাঁহারা  
কৃষ্ণসেবানন্দে যে কি স্মৃৎ আস্বাদন করেন, তাহা তাঁহারা  
জানেন, অত্ নয়”—এই বাক্যও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন  
যে, আমার সেবানন্দ, সেব্য আমিও জানিতে পারি না—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি’ কৃষ্ণের চমৎকার ।

কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?

কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে ।

ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে ॥

চৈঃ চঃ অঃ ২৮পঃ

মোক্ষাদিতেও ভক্তগণের কোন অপেক্ষা নাই।  
কেন না,—

‘মোক্ষ স্বেথা ‘অন্ন’ মানে কৃষ্ণ-অন্নচরে ॥’

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩ অঃ

‘মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এককণ’!

পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥’

চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ ১৭৭

বাধ্যমানোহপি মন্ত্ৰেণ বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥১৮॥

**অনুব্র।** (অপি চাস্তাং তাবদুত্তম-মন্ত্ৰকথা যতঃ প্রাকৃতোহপি ভক্তঃ কৃতার্থ এবত্যাহ) (হে উদ্ধব!) অজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ে সর্বথা সামর্থ্যাশূন্যঃ) মদভক্তঃ (মম প্রাকৃতভক্তোহপি) বিষয়ৈঃ বাধ্যমানঃ (আকৃষ্যমাণঃ) অপি প্রগল্ভয়া (সমর্থয়া) ভক্ত্যা (হেতুভূতয়া) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) বিষয়ৈঃ ন অভিভূয়তে (ন বিষয়েষাসত্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব! যিনি সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত-ভক্তও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন না ॥ ১৮ ॥

**বিশ্বনাথ।** অপি চ আস্তাং তাবদুৎপন্নভাবভক্ত-কথা যতো ভক্তৌ প্রথমবর্তমানোহপি ভক্তঃ কৃতার্থ এবত্যাহ,—বাধ্যমান ইতি। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া প্রায়ৈণৈব প্রবলীভবন্ত্যা কিং পুনঃ প্রগল্ভয়া। যদ্বা। জ্ঞানিপ্রকরণে যথা ছুরাচারো জ্ঞানী নিম্নিষ্ঠতে জ্ঞানিভ্বঞ্চ তস্মা নিম্নিষ্ঠতে। ‘যস্যসংযতবড়বর্ণ’ ইত্যাদিনা তথাত্র ভক্তপ্রকরণে ছুরাচারো ভক্তো ন নিম্নো ভক্তত্বঞ্চ তস্মা ন নিম্নিষ্ঠমিত্যাহ—বাধ্যমান ইতি। যদুত্তমঃ “অপি চেৎ সুরাচারো ভজতে মামনন্ত্যাক। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ভাবসিতো হি সঃ” ইতি। কিঞ্চাত্র বিষয়ৈর্বাধ্যমানোহপি বিষয়ৈর্নাভিভূয়ত ইত্যুভয়ত্রাপি বর্তমাননির্দেশাৎ বিষয়বাধ্যত্ব-দশায়ামপি বিষয়বাধ্যত্বং ভক্তিসম্ভাবাৎ যথা বৈরিকৃত-

কিঞ্চিচ্ছুরাচাতং প্রাপ্তস্ত্যাপি ন পরাভবিষুতা শৌর্য্যসম্ভাবা-দিতি যথা বা পীতজরয়মহৌষধস্য তদ্বিবসে আয়াতোহপি জরো বাধকোহপ্যবাধক এব তস্য বিনশ্চদবস্থত্বাৎ দিনান্তরে চ সম্যজ্-নষ্টীভাবিত্বাচ্চ ॥ ১৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** উৎপন্নভাবভক্তের কথা দূরে থাকুক, যেহেতু ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও কৃতার্থ। প্রায় প্রগল্ভা অর্থাৎ প্রবলীভূতা হইবার পক্ষে, পূর্ণ প্রগল্ভা বা বলবতী হইলে আর কথা কি? অথবা জ্ঞানিপ্রকরণে যেমন ছুরাচার জ্ঞানীর নিন্দা হইবে, তাঁহার জ্ঞানেরও নিন্দা হইবে ‘যাহার বড়বর্ণ অসংযত’—এই সব বচনানু-সারে (ভাঃ ১১।১৮।৪০) এই ভক্তপ্রকরণে ভক্ত ছুরাচার হইলেও সেরূপ নিন্দনীয় ন’ন, তাঁহার ভক্তত্বও নিষিদ্ধ নহে। যেমন (গীতা ৯।৩০) বলা হইয়াছে ‘সুছুরাচার ব্যক্তিও যদি অনগ্র ভজন বা একনিষ্ঠ হইয়া আমাকেই ভজনা করে, তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি সম্যক ব্যবসায় বা সাধু অন্তর্ধানপর’। আর এস্থলে বিষয়কর্তৃক বাধ্যমান অর্থাৎ আকৃষ্ট হইতেছেন কিন্তু বিষয়কর্তৃক সম্পূর্ণ অভিভূত হইতেছেন না, এই উভয়স্থলেই বর্তমান নির্দেশহেতু বিষয়বাধ্যত্ব-দশাতেই বিষয়ের অবাধ্যত্ব—এই ভক্তি আছে বলিয়া, যেমন শত্রুকর্তৃক কিছু শঙ্কাত্যাত পাইলেও শৌর্য্য থাকার জন্ত পরাভব হয় না, অথবা যেমন জরয় মহৌষধ ব্যবহারের দিনে জর আসিলেও এবং পীড়া দিলেও সে অবাধকই। যেহেতু তাহার বিনাশোন্মুখ অবস্থা, অতদিনে সম্যক নষ্ট হইবে এই জন্ত ॥ ১৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** জ্ঞানমার্গে ছুরাচারীজ্ঞানী জগতে নিম্নিত। যেহেতু তিনি অন্তরের রিপুকুলকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভক্তিমার্গে আমাতে শরণাগত ভক্ত ছুরাচারী হইলেও নিন্দনীয় নহেন। গীতার “অপি চেৎ সুরাচারঃ” শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকায় শ্রীল চক্রবর্তি-পাদ বলেন—“স্বভক্তেই আমার আসক্তি স্বাভাবিক, সেই আসক্তি ছুরাচারী ভক্তের প্রতিও কমে না, তাহাকেই উৎকৃষ্ট করি। সুছুরাচার অর্থাৎ পরহিংসা-পরদার-পর-দ্রব্যাদি-গ্রহণ-পরায়ণও যদি আমাকে ভজন করে

কি প্রকার ভজনবান্? উত্তরে বলিতেছেন—অনন্তভাক্  
অর্থাৎ আমা ব্যতীত দেবতান্তর, মন্ত্ৰুক্তি ব্যতীত অন্য  
কদাচারে দৃষ্টি থাকিলে, সাধুত্ব কি প্রকারে হয়? উত্তরে—  
মন্তব্য অর্থাৎ মননীয়, সাধুত্বেই তাঁহাকে জানিতে হইবে।  
মন্তব্য—ইহা বিধিবাক্য, অত্যাচার প্রত্যাবায় হয় এবিষয়ে  
আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি প্রশ্ন হয়—আপনাকে  
ভজন করেন—এই অংশে সাধু এবং পরদারাদি-গ্রহণাংশে  
অসাধু বলিয়া তাহাকে মনন করিতে হইবে; তদুত্তরে  
বলিতেছেন—‘এব’ অর্থাৎ সর্বোপায়েই সাধু, কখনও তাঁহার  
অসাধুত্ব দেখিতে হইবে না। সম্যক্ প্রকারে ব্যবসিত  
অর্থাৎ নিশ্চয় বাহার তিনি। ‘দুস্ত্যজ স্বপাশে আমি  
নরক-বা তির্ঘ্যাগ্যোনী যাই কিন্তু ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন  
ত্যাগ করিব না’—এই শোভন অধ্যবসায় করিয়াছেন।

‘সুদূরচার-শকার্ধ্য ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের  
আচার দুই প্রকার, সাধুত্বিক ও স্বরূপগত। শরীররক্ষা  
সমাজরক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য  
ও পুষ্টিকর অভাব নির্বাহী আচার অহুষ্ঠিত হয়, সেই  
সমস্তই সাধুত্বিক। শুদ্ধজীবস্বরূপ আচার আমার প্রতি  
চিন্ত্যকার্যরূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত।  
তাহার অন্ত নাম—অমিশ্র বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধ-দশায়  
জীবের কেবলাভক্তি ও সাধুত্বিক আচারের সহিত অনি-  
বার্য্য সম্বন্ধ রাখে। অনন্তভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদ্ভিত  
হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাধুত্বিক আচার অবশ্য  
থাকিবে। ভক্তি উদ্ভিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে  
না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে  
ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না  
হওয়া পর্য্যন্ত কখন কখন ইতররুচি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক  
কদাচার অবলম্বন করে। কিন্তু অভিশীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-  
রুচিবারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি সোপানাক্রম  
জীবদিগের ব্যবসায় সহজে সর্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে  
যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দূরচার কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়,  
তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপ  
মন্ত্ৰুক্তি দূষিত হয় না, ইহাই জানিবে।’—শ্রীল ভক্তি-  
বিনোদ ঠাকুর।

নৃসিংহ-পুরাণেও পাওয়া যায় —

ভগবতি চ হরাবনন্তচেতা ভূশমন্নিমোহপি

বিরাজতে মন্তব্যঃ।

নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতা-

মুপৈতি চন্দ্রঃ ॥

অর্থাৎ যে মন্তব্য ভগবান্ হরিতে একান্তভাবে চিত্ত সন্নি-  
বেশ করিয়াছেন, যদি বাহ্যে তাহার অত্যন্ত দূরচারও  
দেখা যায়, তথাপি তিনি অন্তর্গত ভক্তিপ্রভাবে বিরাজমান  
হন। যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও  
কখনও তিমিরের নিকট পরাভূত হন না।

এইরূপ ভক্ত বিষয়ে বাধ্য হইয়াও বিষয়বাধ্য থাকেন  
না। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শম্ভুচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥

গীতা ১৮।৩১

হে কৌন্তেয়, আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমার অনন্ত  
ভক্তিপথাক্রম জীব কখনই নষ্ট হইবে না। তিনি শীঘ্র  
ধর্ম্মাত্মা হইবেন এবং পরম শান্তি লাভ করিবেন।

‘আমার একান্তী ভক্ত অতি পবিত্র সর্বোৎকর্ষ আমার  
হৃদয়ে ধারণ করার আমার দ্বারাই আগন্তুক দূরচার  
বিরোধিত হইয়া শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠমনা হন।

পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করার আমার স্মৃতি-প্রতিকূল  
বিষয় হইতে নিত্য নিবৃত্তি বা শান্তি লাভ হয়’—শ্রীবলদেব।  
তাই নবযোগেন্দ্রের অগ্রতম শ্রীকরভাজন বলিয়াছেন—

‘স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ত

ত্যাক্তাত্তাবাস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম্ম যচোৎপতিতং কথঞ্চিৎ

ধুনোতি সর্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ ॥’

ভাঃ ১১।১৫।৪২

যিনি অনন্তভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা  
করেন, তাদৃশ প্রিয় ভক্ত যদি কখন প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ  
কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর  
হরি সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জরয়-মহৌষধ ব্যবহারের দিন জর আসিলেও যেমন পরদিনে রোগ সম্যক্ নষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপপ্রবৃত্তির মূল অবিচ্ছাদিনাশিনী ভক্তির আশ্রয়কারীকে সাময়িক পাপা-চরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট দেখিলেও অচিরেই ঐ বৃত্তিসমূহ নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানে ওঁদাসীতাই চরাচর এবং তদভিমুখতাই প্রকৃত সদাচার ॥১৮॥

যথাগ্নিঃ সূসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কুংস্রশঃ ॥১৯॥

অনুব্র। (হে) উদ্ধব! অগ্নিঃ (পাকাত্মকং প্রজ-লিতোহপ্যগ্নিঃ) যথা সূসমৃদ্ধার্চিঃ (প্রবুদ্ধশিখাঃ সন্) এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্বিষয়া (রাগাদি-নাপি কথঞ্চিৎমদ্বিষয়া সতী) ভক্তিঃ এনাংসি (পাপানি) কুংস্রশঃ (সাকল্যেন ভস্মসাৎ করোতি) ॥১৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! রন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বেরূপ প্রবুদ্ধশিখায়ুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। তস্যাজিতেন্দ্রিয়তাজ্ঞাপাপস্য ভক্তিরেব বিনাশিকাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তো যথাগ্নিরিতি। হে উদ্ধবেতি। ভ্রমত্রোদ্ধবমেব লভস্বেতি ভাবঃ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহার অজিতেন্দ্রিয়জনিত পাপকে ভক্তিই নষ্ট করেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত যেমন অগ্নি। হে উদ্ধব। তুমি (ভক্তি) এক্ষেত্রে উদ্ধবকে লাভ কর—ইহাই ভাব ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি কেবল জীবের প্রারব্ধপাপ বিনাশ করেন না, অপ্রারব্ধ-পাপও বিনাশ করেন। সুতরাং অজিতেন্দ্রিয়তা জ্ঞাপাপ তিনিই বিনাশ করেন। এবিষয়ে আর বেশী বক্তব্য কি?

ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য ফল এবং অবিচ্ছাদ বা পাপাদি বিনাশ আনুঘঙ্গিক।

শ্রীগৌরপার্বদপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিজপ্রভু-সমীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্বরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের পূর্ববিঃ ১নঃ ১২ সংখ্যায় শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য-বর্ণন-মুখে বলিয়াছেন যে—

ক্লেশশ্রী শুভদা মোক্ষলঘুতাকুং স্তুত্বভতা।

সাম্ভ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥

অর্থাৎ ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশশ্রী, শুভদা, মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান, অতিশয় দুঃখভা, সাম্ভ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

উক্তয়া ভক্তি সর্বপ্রথমই ক্লেশশ্রী। ক্লেশ তিন প্রকার—‘পাপ’, ‘পাপবীজ’ ও ‘অবিচ্ছাদ’। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয় সকলই ‘পাপ’।

(১) ‘পাপ’ বিবিধ—(ক) ‘অপ্রারব্ধ’ বাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং বাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, উহা অনাদি ও অনন্ত।

(খ) ‘প্রারব্ধ’—বাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে। এই প্রারব্ধ-পাপ-প্রভাবই নীচকূলে জন্ম পরিগ্রহ প্রভৃতি হয়।

ভক্তি এই ‘অপ্রারব্ধ’ এবং ‘প্রারব্ধ’ উভয়বিধ পাপই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।

ভক্তিপ্রাপ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকথিত-শ্লোকে স্বভক্ত উদ্ধবকে স্বভক্তির প্রারব্ধপাপহারিত্ব সম্বন্ধেই বলিয়াছেন।

ভক্তির ‘প্রারব্ধ’-পাপহারিত্ব—

যন্মামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাং

যৎপ্রহরগাদ্ যৎস্মরণাদপি কৃচিং।

ঋদোহপি সত্ত্বঃ সর্বনাশ কল্পতে

কুতঃ পুনস্তে ভগবন্মূর্দনাং ॥ ভাঃ ৩৩৩৬

মাতা দেবহুতি শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছেন—হে ভগবন্, কুকুরভোজী অন্ত্যজকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোম-যজ্ঞের অধিকারী হন; আর যাহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?



পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে—

অপ্রারন্ধফলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।

ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্তচিত্ত জনগণের ‘অপ্রারন্ধ ফল’, ‘কুট’, ‘বীজ’ ও ‘ফলোন্মুখ’—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ।

‘অপ্রারন্ধফল’—যাহাতে কুটস্থাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরম্ভ হয় নাই । কুটস্থ অপ্রারন্ধের অন্তর্ভুক্ত ।

‘কুট’—বীজের উন্মুখতা-কারণ ।

‘বীজ’—বাসনাময় বা প্রারন্ধের উন্মুখতা কারণ ।

‘ফলোন্মুখ’—প্রারন্ধ ।

(২) ‘পাপবীজ’—পাপ করিবার বাসনা সকল ।

ভক্তিপূতহৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থান লাভ করে না ।

ভক্তির পাপবীজ হরত্ব—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ ।

নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাজিৎসেবয়া ॥ ভাঃ ৬।২।১৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন—তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয় । কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়মালিন্য অথবা পাপের মূল চিত্তবৃত্তি-রূপ-সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না । শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই তাহা হইয়া থাকে ।

(৩) ‘অবিদ্যা’—অজ্ঞান বা জীবের স্বরূপভ্রম । শুদ্ধ-ভক্তির উদয়ে ‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব স্বরূপভ্রমরূপ ‘অবিদ্যা’ আর থাকে না । ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা

কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।

তদ্বদ্বিক্তমতয়ে যতয়েইপি রুদ্ধ-

স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাস্তুদেবম্ ॥

ভাঃ ৪।২২।৩৯

শ্রীসনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে বলিলেন—ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রতুল্য অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্রবণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময়

হৃদয়-গ্রন্থিকে অনারাসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না । অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাস্তুদেবের ভজনা কর ।

ভক্তিবাধ্য ভগবান্ স্বভক্তিমহিমায় আশ্চর্য্যায়িত হইয়া বলিতেছেন—‘হে ভক্তি, তুমি এক্ষণে উদ্ধবকেই লাভ কর’।

ভক্তি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিস্থানাদিনীসারবৃত্তি-ভূতা । তিনি কেবল ক্লেশব্রী নহেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণা-কর্ম্মিণী । এ হেন ভক্তির মহিমাকীর্ত্তনে আনন্দময় ভগবান্ও পরমানন্দে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ তত্ত্বল্য উদ্ধবকে লাভ বা আশ্রয় করিবার আদেশ করিলেন । কেন না, তিনি নিজেই সর্বার্কর্ষক হইয়াও ‘গ্রহের লোভ্য-দ্রব্যগ্রহণের ত্রায়’ ভক্তকে আগ্রহেই গ্রহণ করেন—‘কৃষ্ণ-গ্রহগ্রহীতাত্মা’—ভাঃ ৭।৪।৩৭ ॥ ১৯ ॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাধ্য্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজ্জিতা ॥২০॥

অনুন্নয় । (অত এবম্বুতং শ্রেয়ো নাভদন্তীত্যাহ) (হে) উদ্ধব! মম উজ্জিতা (প্রবুদ্ধা সাধনাত্মিকা) ভক্তিঃ মাং যথা সাধয়তি (বশীকরোতি) যোগঃ ন (তথা ন সাধয়তি) সাংখ্যং ন, ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়ঃ তপঃ ত্যাগঃ (চ) ন তথা সাধয়তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । হে উদ্ধব! মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবুদ্ধা ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্তা কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ । নহু ভক্তির্থথা স্বৎপ্রাপ্তিসাধনং তথা জ্ঞানযোগাদিকমপীতি কেনাংশেন ভক্তেরূপকর্ষ ইত্যত আহ,—নেতি দ্বাভ্যাম্ । ন সাধয়তি ন মৎপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি উজ্জিতা জ্ঞানকর্মাশ্রয়ত্বেন প্রবলা তীরেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । আচ্ছা, ভক্তি যেমন আপনাকে প্রাপ্ত হইবার সাধন, সেইরূপ জ্ঞান যোগাদিও, তবে কোন অংশে ভক্তির উৎকর্ষ? ইহার উত্তর দুইটী শ্লোকে ।

আমাকে সাধন করে না অর্থাৎ আমার প্রাপ্তির সাধন নহে। উজ্জিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদি দ্বারা অনাবৃত বলিয়া প্রবলা তীত্রা—ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

### অনুদর্শিনী।

“নাহং মথৈবৈ স্থলভন্তপোতি-

ধোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী ॥” ভাঃ ৪।২০।১৬

শ্রীভগবান্ পৃথুকে কহিলেন—সমচিত্ত ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্রে আমি প্রকাশিত হইয়া থাকি। যজ্ঞ, তপস্তা বা যোগদ্বারা আমি কখনও সহজপ্রাপ্য নহি।

শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তি সম্পন্ন বলিয়া সর্বসাধনগম্য হইলেও ভক্তি যেরূপ ভগবান্কে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবার সাধন, কর্মজ্ঞানযোগাদি সাধনসমূহ তজ্রপ নহে—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।

একো নানৈয়তে তদন্তগবান্ শাস্ত্রবজ্রভিঃ ॥

ভাঃ ৩।৩২।৩৩

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহুতিকে বলিলেন—যেমন রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি দ্রব্য একই বিষয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাব্যুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা নানাবিধরূপে প্রতীত হয়, তজ্রপ এক অদ্বয়বস্ত্ত ভগবান্ই শাস্ত্রের বিভিন্ন বজ্রদ্বারা বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের মীমাংসায় স্বকৃত ভাগবতামৃতগ্রন্থে বলিয়াছেনঃ—

“যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা। ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ দৃশ্য শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাস্তথা। উপাসনাভির্বহুধা স একোহপি প্রতীয়তে ॥ জিহ্বায়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্যং তস্য নাপটৈঃ। তথৈব চক্ষুরাদীনি গুরুন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥ তথাত্মা বাহ্যকরণ-স্থানীয়োপাসনাখিলা। ভক্তিস্ত চৈতঃস্থানীয়া তত্তৎ সর্বার্থলাভতঃ ॥ ইতি প্রবলশাস্ত্রেষু তস্ত ব্রহ্মস্বরূপতঃ। মাধুর্যাদিগুণাধিক্যাং কৃষ্ণস্ত শ্রেষ্ঠত্বোচ্যতে ॥”

এতদ্বৃষ্টে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উপরি-উক্ত ভাগবতের শ্লোকের টীকায় বলেন—“রূপরসাদি বহুগুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন মার্গে প্রবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা নানারূপে প্রতীত হয়। অর্থাৎ

চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর, ত্বক্দ্বারা শীতল, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ, কর্ণদ্বারা ক্ষীর এইনাম—ইত্যাদি এক এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই সেই সেই ইন্দ্রিয়ের স্বগ্রাহ্য ধর্ম্ম অনুভূত হয়, কিন্তু এক ইন্দ্রিয়দ্বারা অত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-ধর্ম্ম অনুভূত হয় না; অতএব তত্ত্বদ্বন্দ্ববান্, ক্ষীররূপই অর্থ নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মনদ্বারাই কেবল সুখদ, তৃপ্তিকর, শুক্ল, মধুর, শীতল, সুগন্ধি, ক্ষীরবস্ত্তর তত্তৎসর্বধর্ম্মযুক্ত ক্ষীরার্থই প্রতীত হয়; তজ্রপই শাস্ত্রবজ্র—কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনসমূহদ্বারাও স্বর্গাপবর্গাদিরূপ বলিয়া স্বর্গপ্রদ ঈশ্বর, অপবর্গপ্রদ আত্মা ব্রহ্ম—এই একঅংশই অনুভূত হয়; কিন্তু সাধনমুখ্য ভক্তিদ্বারা প্রেমবিষয়ীভূত ভগবান্, যিনি স্বর্গাপবর্গাদি-সর্বফলপ্রদ ঈশ্বরশব্দবাচ্য তিনি সর্বথাই অনুভূত হইয়া থাকেন।”

অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অধিকার, সেই ইন্দ্রিয় ক্ষীরের সেই অংশটি মাত্র গ্রহণ করে, সমগ্র বস্ত্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন চক্ষু ক্ষীরের রূপমাত্র দর্শন করে, রস নহে। আবার নাসিকা কেবল গন্ধমাত্র গ্রহণেই ক্ষীরবস্ত্তকে অবধারণ করে, তার আর অত্রভাব গ্রহণে সামর্থ্য নাই। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা ক্ষীরের রূপ-রসাদি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম গৃহীত হইলেও যেমন মনের নিকট ক্ষীরের সকল ভাবই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তজ্রপ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি দ্বারা শ্রীভগবানের বাহ্য প্রতীতি, অসম্যক বা আংশিক প্রতীতি লাভ হইলেও কেবলমাত্র ভক্তিযোগদ্বারাই মাধুর্য্যাদি-গুণালয় ভগবন্তার পূর্ণতম-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভক্তিতেই ভগবানের প্রীতি—

প্রীয়তেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিভূষনম্।

ভাঃ ৭।৭।৫২ ॥

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিলেন—কেবলমাত্র নিকামভক্তি-দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, ভক্তি-ব্যতীত অত্র সমস্তই বিড়ম্বনা অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর।

‘বিড়ম্বনং নটমাত্রম্,’—শ্রীধর।’

‘বিড়ম্বনং—পুক্কণের প্রত্যা তিরস্কারকারণ’

—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে ।  
ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥  
ব্রহ্ম-অঙ্গ কাস্তি তাঁর, নির্কিংশেব প্রকাশে ।  
সূর্য্য যেন চন্দ্রচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে ॥  
পরমাত্মা য়েহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ ।  
আত্মার ‘আত্মা’ হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংশ ॥  
‘ভক্ত্যে’ ভগবানের অন্তর্য্য-পূর্ণরূপ ।  
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

জ্ঞান-কর্ষ-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।  
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণ-প্রেমরস ॥

ঐ আ ১৭ পঃ ।

ঐহে শাস্ত্রে কহে—কর্ষ-জ্ঞান-যোগ ত্যজি ।  
‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

ঐ ম ২০ পঃ ॥২০॥

উর্জ্জিতা ভক্তি—

‘অত্যাভিলাষিতাশুচ্যং জ্ঞানকর্ষ্মাচ্চনাবৃতম্ ।  
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভঃ রঃ সি পুঃ ১ল ॥২০॥

—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়ায়া প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥২১॥

অন্বয় । শ্রদ্ধয়া ( শ্রদ্ধাজনিতয়া ) একয়া ( কেবলয়া )  
ভক্ত্যা ( এব ) আত্মা ( পরমাত্মা ) প্রিয়ঃ ( চ ) অহং সতাং  
( সাধুনাং ) গ্রাহঃ ( লভ্যো ভবেয়ং ) মন্নিষ্ঠা ভক্তিঃ  
স্বপাকান্ ( চণ্ডালান্ ) অপি সম্ভবাৎ ( জাতিদোষাৎ )  
পুণাতি ( বিমুক্তী করোতি ) ॥২১॥

অনুবাদ । শ্রদ্ধাজনিত কেবলা ভক্তির দ্বারাই  
পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের গ্রাহ হইয়া  
থাকি । মন্নিষ্ঠ-ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া  
থাকে ॥২১॥

বিশ্বনাথ । যথেন্তি । স্ববাক্যেন প্রাপ্তং যোগা-  
দীনামপি স্বপ্রাপ্তিসাধনত্বমাশঙ্ক্যাহ,—ভক্ত্যেন্তি । একয়া  
নত্বন্যেন যোগাদিনেত্যর্থঃ । তেন যদন্তত্র জ্ঞানাদীনামপি  
ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনত্বং ক্ষয়তে তত্রস্থা গুণভূতা ভক্তিরেব  
তৎপ্রাপিকেন্তি জ্ঞেয়ম্ । তদেবং জ্ঞানসৎকর্ষ্মাদিকং  
ভগবন্তং সাধয়িতুমসমর্থং কেবলং পাপনাশকতয়েব সার্থকম-  
ভূদিতি স্থিতম্ । তত্রাপি ভক্ত্যেবাপা পাপনাশকতা ন  
তথা জ্ঞানাদীনামিত্যাহ,—ভক্তিরিতি সাক্ষ্যেন । সম্ভবাৎ  
জাতিদোষাদপীতি । ত্রীস্বামিচরণাঃ তেন প্রারব্ধপাপ-  
নাশকতা ভক্ত্যেবুধ্যতে ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ । ( ভক্তি যেমন, যোগাদি তেমন সাধন  
নহে)—এই নিজবাক্য হইতে যোগাদিও নিজেকে পাইবার  
সাধন বটে অর্থ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া  
বলিতেছেন । একা ভক্তিদ্বারা, অত কিছু অর্থাৎ যোগাদি-  
দ্বারা নহে । অতএব অত্থস্থানে যে জ্ঞানাদিও ব্রহ্মপ্রাপ্তির  
সাধন বলিয়া শুনা যায়, সেক্ষেত্রে গুণভূতা ভক্তিই উহা  
পাওয়াইয়া দেন, এইরূপ জানিতে হইবে । জ্ঞান,  
সৎকর্ষ্মাদি ভগবৎসাধনে অসমর্থ, কেবল পাপনাশক  
বলিয়া সার্থক হইয়া থাকে । সে স্থলেও ভক্তি যে পরিমাণে  
পাপনাশ করে, জ্ঞানাদি সেরূপ নহে । ইহাই ‘ভক্তিঃ  
পুনাতি’ হইতে সাক্ষ্য ( দেড় ) শ্লোকে বলিতেছেন ।  
সম্ভব অর্থাৎ জাতিদোষ হইতেও ( স্বামিচরণ ) ইহাদ্বারা  
ভক্তি প্রারব্ধ-পাপনাশিকা, ইহাই বুঝা যায় ॥২১॥

অনুদর্শিনী । কেবল ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ লভ্য—

“পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনশ্চয়া ।” গী ৮।২২

‘যোগেন বহিমিব দাক্ষ্যু নাভতঃ শ্রাৎ ॥’

ভাঃ ৭।৯।৪৭

ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন—দাক্ষতে অবস্থিত অগ্নি যেরূপ  
মথনেরই দ্বারা পাওয়া যায় অতপ্রকারে নহে, তদ্রূপ  
বিবেকিগণ ভক্তিযোগ-দ্বারা আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া  
থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাদি-দ্বারা নহে ।

যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রীপ্রহ্লাদকথিত শ্লোকে ভক্তি শব্দের  
স্পষ্ট উল্লেখ নাই কেন ? তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—

‘বহি পক্ষে যোগ অর্থাৎ মখনদ্বারা কথিত হওয়ায় ‘ভক্তি’  
—এই শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ হয় নাই।’

তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশ-

মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্। ভাঃ ৮।৩।২১

শ্রীগজেন্দ্র কহিলেন—সেই পরেশ, অক্ষর, অব্যক্ত,  
পরম ব্রহ্ম আধ্যাত্মিক-যোগ লভ্য।

“আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যন্তেন  
গম্যৎ”—শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ আত্মাকে অর্থাৎ তোমাকেই অধিকার করিয়া  
‘ভক্তি’-আখ্য যে যোগ তদ্বারাই লভ্য।

জ্ঞানযোগাদি ভক্তির হ্রায় সাধন নহে—

ক্রিয়ায় ক্রতুভিদানৈস্তপঃস্বাধ্যায়মর্শনৈঃ।

আত্মেন্দ্রিয়জয়েনাপি সন্ন্যাসেন চ কর্মণাম্॥

যোগেন বিবিধানেন ভক্তিযোগেন চৈব হিঃ।

ধর্মেণোভয়চিহ্নেন যঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমান্॥

আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।

দ্বয়তে ভগবানেভিঃ স্বগুণে নিগুণঃ স্বদৃক্॥

ভাঃ ৩।৩২।৩৪-৩৬।

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পূর্ত্তক্রিয়া, যজ্ঞ, দান,  
তপশ্চা, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, মীমাংসা বা শাস্ত্রবিচার  
মন ও ইন্দ্রিয়জয়াদি, ত্যাগ, বিবিধ অঙ্গসম্পন্ন রাজযোগ,  
ভক্তিযোগ, সকাম ও নিকাম ধর্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি  
ধর্ম, আত্মতত্ত্ববোধ ও দৃঢ় বৈরাগ্য, এই সকল মার্গদ্বারা  
স্বপ্রকাশ সগুণ ও নিগুণ ভগবান্কে লাভ করা যায়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—  
“পূর্ত্তক্রিয়া, যজ্ঞ ও দান—গৃহস্থের ধর্ম। তপঃ—বান-  
প্রস্থের। স্বাধ্যায়-মীমাংসা ব্রহ্মচারির। আত্মা বা মন  
ও ইন্দ্রিয়াদি জয় ভিক্ষুর ধর্ম। “ভক্তিযোগেন চৈব হি”  
এই ‘চ’ কার-দ্বারা ক্রিয়া প্রভৃতিতে ভক্তিমিশ্র জ্ঞাপন  
করিতেছে। ‘ভক্তিযোগ-সহিত ক্রিয়াদ্বারা’ ‘ভক্তিযোগ-  
সহ যজ্ঞাদি দ্বারা’, এবং ‘ভক্তিযোগের সহিত দানাদি দ্বারা’,  
এইরূপ পাঠে সর্বত্র ভক্তিশব্দ যোগহেতু ভক্তিযোগমিশ্রণ-  
ব্যতীত ক্রিয়াদি সাধনসমূহের স্বফলসাধনে অযোগ্যতাই

বুঝাইতেছে। ‘এব’ এবং ‘হি’ অবধারণ ও নিশ্চয়বাচক  
এই দুইটি শব্দদ্বারা ক্রিয়াদি-সাধনসাধ্য বস্তু কেবল  
ভক্তিযোগদ্বারাই নিশ্চিত লভ্য হয়—ইহাই বুঝায়। অতএব  
ভগবৎস্বরূপেরই ভক্তিযোগের সর্বমুখ্য জানিতে হইবে।  
উভয় চিহ্ন অর্থাৎ সকাম-নিকামলক্ষণ। তাহাই স্পষ্ট  
করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমান্। সগুণ  
—ক্রিয়া-যজ্ঞাদিপ্রাপ্য—স্বর্গাদি, নিগুণ—সন্ন্যাসযোগাদি  
প্রাপ্য—ব্রহ্মপরমাত্মাদিস্বরূপ। স্বদৃক্ - স্বরূপেই সর্ব-  
সাধনসাধ্য-দ্রষ্টা। অথবা যিনি নিজ অনন্তভক্তগণকেই  
আসক্তিসহ দর্শন করেন। অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিযোগপ্রাপ্য  
ভগবৎরূপ—এই অর্থ।”

তাৎপর্য—যজ্ঞদানাদি প্রবৃত্তিমার্গদ্বারা সগুণ স্বর্গাদি-  
রূপে, সন্ন্যাসাদি নিবৃত্তিমার্গদ্বারা নিগুণ ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি  
স্বরূপে এবং ভক্তিযোগদ্বারা স্বপ্রকাশ, স্বরাট, নিত্য  
স্ব-স্বরূপে ভগবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব  
‘ভক্তিযোগই সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য পরিপূর্ণ বস্তু প্রদান করিতে  
সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

চৈঃ চঃ ম ২৪ পঃ

“ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়া।”

ঐ অ ৪ পঃ

ভক্তি প্রারন্ধনাশিনী—

‘যন্মাধেয়শ্রবণানুকীর্ণনাৎ’ ॥ ( ভাঃ ৩।৩৩।৬ )।

[ অর্থ পূর্বে ১৯ শ্লোকের অন্তর্দর্শিনী দ্রষ্টব্য ]

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—  
স্বপ্নও সৃষ্টি অর্থাৎ তৎক্ষণই সর্বন অর্থাৎ সোমযোগের  
যোগ্য হন। সোমযোগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের মতই পূজ্য হন—  
এই কথায় দুর্জাতি-আরম্ভক-প্রারন্ধ-পাপনাশ হইল  
জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণগোপালিপাদ বলিয়াছেন—(এস্থলে

ঋণচক্রপ ) দুর্জাতিই সোমবাগে অযোগ্যতার কারণ এবং দুর্জাতির আরম্ভক ( অর্থাৎ নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ করা-ইবার কারণ )-পাপকে প্রারম্ভ বলে । ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ১ লঃ ।

শ্রীল শুকদেবগোবর্ধনীও বলিয়াছেন—

‘চিত্রং বিদূরবিগতঃ সঙ্কদাদদীত

যন্মামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম ॥ ভাঃ ৫।১।৩৫

অর্থাৎ অন্ত্যজও যদি একবারমাত্র সেই ভগবানের শ্রীনাম গ্রহণ করেন, তিনিও তদুৎকৃষ্টেই অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

‘বিদূরবিগত অন্ত্যজও নামোচ্চারণক্ষণেই ‘বন্ধ’, ‘তদ্ব’ ও ‘তদ্ব’ শ্রীধরস্বামিসম্মত ত্রিবিধপাঠে (১) বন্ধ—কর্মবন্ধন ( মুক্ত হন ) (২) তদ্ব অর্থাৎ তদ্ব । তৎক্ষণাৎ (সেই) তদ্বত্যাগ না দেখিলেও সেই তদ্ব-আরম্ভক-কর্ম অর্থাৎ প্রারম্ভ-কর্ম ক্ষয় হয়, (৩) তদ্ব অর্থাৎ মহৎ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থল-স্বক্ষ্মদেহদ্বয় (নাশ হয়) তাহা হইলেও গতাস্তরা-ভাবে অচির্ত্যশক্তিপ্রভাবহেতু সেই দেহদ্বয়ের স্থিতি জানিতে হইবে ।’—শ্রীল বিশ্বনাথ ।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ ।

খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হচ্যুততাং গতঃ ॥

ভাঃ ৭।৭।৫৪

হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পশু ও পক্ষিজাতীয় প্রাণিগণের এবং পাপ-জীবগণেরও শ্রীঅচ্যুতের প্রতি ভক্তিযোগ-প্রভাবে অমৃতত্ব বা অচ্যুত-অমৃত-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ।

“ভক্তি সজ্জাত্যাদি অপেক্ষা করে না । অচ্যুততা অর্থাৎ চিস্তায়-শরীর লাভ হওয়ায় অচ্যুততুল্যত্ব । অথবা অচ্যুতি লাভ হয় অর্থাৎ কর্মীর ত্রায় পুনরায় চ্যুত হন না । কানীশও কথিত আছে—‘যাহার ভক্তগণ প্রলয়রূপ মহা-আপদেও চ্যুত হন না, সেই বিষ্ণু ভগবান্ই সংসারে পণ্ডিতগণকর্তৃক অচ্যুত বলিয়া পরিগীত হন’ ।—শ্রীল বিশ্বনাথ ।

স্বয়ংভগবান্ই অর্জুনকে বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যু পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্ণাশ্চাত্মা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

গীতা ৯:২

হে পার্থ, অন্ত্যজ স্লেচ্ছগণ বৈশ্যাদি পতিতা-স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য; শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমাকে বিশিষ্ট-রূপে, আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে ।

ভক্তিগন্ধ-যুক্ত পাপাত্মাও কৃতার্থ হন—

কিরাতহুগান্ধ পুলিন্দপুরুশা

আতীরশুক্ষা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।

যেহেতু চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ভাঃ ২।৪।১৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কিরাত, হুগ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুরুশ, আতীর, শুক্ষ, যবন ও খশ প্রভৃতি লোক তাঁহার ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া পবিত্রতা লাভে সমর্থ হয়, ইহা বিচিত্র নহে, কারণ শ্রীভগবানের প্রভাব অচিন্ত্য । সেই ভগবান্কে নমস্কার করি ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—“সদৃশ-চরণাশ্রয়মাত্রই জাতিকর্ম হইতে পাপিগণ মুক্ত হন—এই কথায় ভক্তির প্রারম্ভ-অপ্রারম্ভ-পাপনাশকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । কিরাতাদির অন্তর্নিহিত দুর্জাতির কারণ, দুর্জাতিতে জন্ম গ্রহণ করাইবার পাপই প্রারম্ভ । দুর্জাতিত্বের নাশই তাঁহাদের মুক্তি । নতুবা মুক্ত হন এই কথার অসঙ্গতি হয় । অতএব তাঁহাদের প্রারম্ভ-পাপের নাশই হইল জানা যায় । তথাপি তাঁহারা যে দুর্জাতিতে খ্যাত হন, তাহা ব্যবহারতই, পরমার্থত নহে—জানিতে হইবে । ‘যাহার অর্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি...সে নারকী’—পদ্মপুরাণোক্ত-বাক্যে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ হইয়াছে । এমন কি এতাদৃশ দুর্জাতিগণেও ভক্তি উপদেশ করিবার বিধি পাওয়া যায় ‘স্ত্রীগণ এবং শূদ্রাদি নীচজনগণ আপনাদের ত্রায় ভগবন্তভক্তগণের রূপার যোগ্য’—ভাঃ ১১।৫।৪ । এই শ্লোকে ‘আদি’ শব্দে দুর্জাতিগণই পাওয়া যায় । ইহাতে অসন্তাবনাদি সকল

অপেক্ষা পরিত্যাগের জ্ঞাত বলা হইয়াছে—প্রভবিষ্ণু। ইহাও ভগবানের একটী স্বাভাবিকী প্রভূতা; ইহাতে যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে না।”

“তোমার নাম শুনি হয় স্বপচ পাবন।

অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কখন॥”

চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ

‘যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।

তথাপিহ সর্বোত্তম সর্বশাক্তে কহে॥

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি’ মরে॥’

চৈঃ ভাঃ ম ১০ অ॥ ২১॥

ধর্মঃ সত্যদয়্যোপেতো বিজ্ঞা বা তপসাস্থিতা।

মদ্ভক্ত্যাপেতমাশ্রয়ং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি ॥২২॥

অনুস্ম। (ভক্ত্যভাবহেতুঃ সাধনং বার্থমিত্যাহ) সত্যদয়্যোপেতঃ (সত্যেন দয়য়া চ উপেতঃ যুক্তঃ) ধর্মঃ তপসা অস্থিতা (যুক্তা) বিজ্ঞা (জ্ঞানং) বা মদ্ভক্ত্যা অপেতং (রহিতম্) আশ্রয়ং (অন্তঃকরণং) হি (নুনং) সম্যক্ ন চ পুনাতি (বিশুদ্ধীকরোতি) ॥ ২২॥

অনুবাদ। সত্য ও দয়াযুক্ত ধর্ম বা তপসায়ুক্ত জ্ঞান মদ্ভক্তিরহিত মানবের অন্তঃকরণকে নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না ॥২২॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। ধর্মজ্ঞানাদীনাং পাপনাশকত্বমপি ভক্তিসাহিত্যেনৈব। ভক্তিরাহিত্যেন তু কিঞ্চিন্মাত্রমেবেত্যাহ ধর্ম ইতি। বিজ্ঞা—জ্ঞানম্ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। আর ধর্মজ্ঞানাদি যেটুকু পাপনাশক তাহাও ভক্তির সাহচর্য্যে। তবে ভক্তিরহিত হইলে কিঞ্চিন্মাত্র। বিজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান ॥২২॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিহীন জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম বা সংকল্পসমূহ ভগবানের সাক্ষাৎকার-সাধনে অসমর্থ। তবে উহারা পাপনাশক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহারা ভক্তির ছায়া পাপনাশক নহে। ধর্ম-জ্ঞানাদি ভক্তির সাহায্যে আগন্তুক পাপকে নষ্ট করে;

ভক্তি কিন্তু পাপ, পাপবীজ এবং অবিজ্ঞা পর্য্যন্ত বিনাশ করে। স্তবরাং ধর্মজ্ঞানাদি ভক্তির যোগে প্রচুর ফল প্রদান করে, ভক্তির অভাবে তাদৃশ ফল প্রদানে সমর্থ হয় না ॥২২॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।

বিনানন্দাশ্রকলয়া শুদ্ধোদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥২৩॥

অনুস্ম। রোমহর্ষং বিনা দ্রবতা (আদ্রোণ)

চেতসা বিনা আনন্দাশ্রকলয়া বিনা কথং (ভক্তির্গম্যতে) ভক্ত্যা বিনা আশয়ঃ (চিত্তঞ্চ কথং) শুদ্ধোৎ ॥২৩॥

অনুবাদ। রোমহর্ষ চিত্তের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্র উদ্গম ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে পারে, ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীত চিত্তই বা কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। অন্তঃকরণস্থ সম্যক্তয়া ভক্তিরেষ শোধয়তি নান্যং সাধনম্। সা চ ভক্তীরোমাঞ্চাত্ম-ভবগম্যোতাহ,—কথমিতি। ভক্ত্যা হেতুনা যদ্রবচেতস্তেন বিনা কথং সাধনান্তুরেণ রোমহর্ষঃ। কথং বা আনন্দাশ্রকলয়া রোমহর্ষং বিনা। আনন্দাশ্রকলয়া চ বিনা কথমাশয়ঃ শুদ্ধোদিতাশয়ঃ। যদুদ্ভক্তং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—“শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামুতাং। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রপুলকাদয়ঃ” ইতি। তেন নিষ্কামকর্ম-যোগাদয়ো বহুপ্রমাণসিদ্ধা অন্তঃকরণস্থ শোধকান্তাবস্তবন্ত। কিন্তু তত্ত্ব যেন কষায়েণ ভগবদপরোক্ষানুভবো ন ভবতি তং কষায়ং তু প্রেমভক্তিরেব জালয়তি ন তু জ্ঞানায়িরপীতি ভাঃ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু ভক্তিই সম্যকভাবে অন্তঃকরণ শোধন করে। অতঃ সাধন নয়। সেই ভক্তি আবার রোমাঞ্চপ্রভৃতিদ্বারা অনুভবগম্য। ভক্তিহেতু চিত্তদ্রব না হইলে অতঃসাধনদ্বারা কিরূপে রোমহর্ষ, কিরূপেই বা আনন্দাশ্রকলা। আর রোমহর্ষ না হইলে ও আনন্দাশ্রকলা না হইলে আশয় (চিত্ত) কিরূপে শুদ্ধ হইবে? কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণচেতন্তদেব) যাহা বলিয়াছেন (পদ্মাবলী ৩৯ সংখ্যা)—উপনিষৎ-প্রতিপাদ

নির্কির্ষেব ব্রহ্মের বিষয় ঐত হইলেও উহা কৃষ্ণকথারূপ  
অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ক-  
শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্র, পুলকাদি প্রকাশ  
কিছুমাত্র হয় না। অতএব বহুপ্রমাণসিদ্ধ নিকাম-  
কর্মযোগাদি অন্তঃকরণের শোধক হউক কিন্তু যে  
কথায় জন্ম তাহার শ্রীভগবানের অপরোক্ষানুভূতি হয়  
না সেই কথায় প্রেমভক্তিতে দগ্ধ করে, জ্ঞানাগ্নিও  
নহে ॥২৩॥

**অনুদর্শিনী।** কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই জীবের  
অন্তঃকরণ সম্যক পরিশোধিত হয়, অথ কোন সাধনে হয়  
না—

তৈস্তাশ্চাখ্যানি পুরস্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।

নাধর্মজং তদ্বদয়ং তদপীশাজিৎসেবয়া ॥ তা: ৬।২।১৭  
তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপ  
সমূহ নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠান জন্ম হৃদয়-  
নালিত্ব অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ  
প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই তাহা  
হইয়া থাকে।

“অধর্ম্ম হইতে জাত পাপসমূহের স্কন্ধরূপ মূল অর্থাৎ  
হৃদয় কিন্তু পবিত্র হয় না নাশ হয় না, তাহাও দৈশাজিৎ-  
সেবা অর্থাৎ হরিচরণে ভক্তিদ্বারা নবধাভক্তি মধ্যে এক  
প্রকরণিকা কীর্তনরূপা ভক্তিদ্বারাই বাসনা পর্যন্ত পাপ-  
ক্ষয় হইতে চিত্ত শুদ্ধ হয়।”—শ্রীবিষ্ণুনাথ।

হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তিভাব হইলে বাহিরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি  
লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো

তক্ত্যা শ্রবদ্বয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।

ওৎকর্ষ্য বাস্পকলয়া মুহুর্দ্যমানঃ। তা: ৩।২৮।৩৪

এইরূপে সাধকের ভগবান্ শ্রীহরিতে যখন ভাবের  
উদয় হয়, তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া  
উঠে; আনন্দাতিশয় হেতু তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে  
থাকে এবং ওৎসুকজনিত আনন্দাশ্রু কলাদ্বারা তিনি  
বারংবার আনন্দমাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকেন।

অতএব ভক্তিদ্বারা আশ্রয় বা চিত্তের আত্যন্তিক শুদ্ধি  
হয় এবং চিত্তশুদ্ধিতে সেবারসে চিত্ত দ্রব হয়, তৎফলে  
বাহ্যে রোমাহর্ষ আনন্দাশ্রু প্রকাশ পায়। শ্রীহরিকথা  
শ্রবণ, কীর্তন-ফলে শ্রীহরিতে ভক্তির উদয় হয়। কিন্তু  
যাঁহারা হরিকথা ত্যাগ করিয়া উপনিষদ পাঠাদি দ্বারা  
জ্ঞানামুশীলনে যত্নবান্ হন, তাঁহাদের সেই নির্কির্ষেব  
চিল্লীলারহিত ব্রহ্মের অমুশীলনে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেও  
প্রেমের অভাবে চিত্ত দ্রব হয় না এবং বাহিরের কম্প, অশ্রু  
পুলকাদি প্রকাশ পায় না।

জ্ঞানাদির অমুশীলনে চিত্তশুদ্ধি হইলেও পাপরূপ  
কথায় বিনষ্ট হয় না—

যদ্বক্ষসাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি  
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।

অপৈতি নামক্ষুরণেন তন্তে

প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরোতি বেদঃ ॥

শ্রীরূপগোষ্ঠামিকৃত-শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রে।

অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্থায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম-  
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ  
ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম, তোমার ক্ষুণ্ণি  
মাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়, বেদ এই বাক্যই পুনঃ পুনঃ  
কীর্তন করিয়াছেন।

প্ৰীতিন্ যাবন্ময়ি বাসুদেবে

ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ তা: ৫।৫।৬

শ্রীকৃষ্ণভবদেব বলিলেন—যে কাল পর্যন্ত ভগবান্ বাসু-  
দেব—আমাতে প্রীতি না হয় সে কাল পর্যন্ত জীবের দেহ-  
বন্ধন হইতে মুক্তি হয় না।

অতএব যে অবিজ্ঞা জীবের ভগবদানুভূতির অন্তরায়,  
তাহা প্রেমভক্তি ব্যতীত জ্ঞানায়িতো দগ্ধ হয় না ॥২৩॥

বাগ্গদগদা দ্রবতে যশ্চ চিন্তং

রুদত্যাভীক্ষং হসতি কচিচ্চ।

বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ

মন্তস্তিযুক্তো ভুবনং পুন্যতি ॥২৪॥

অন্ময়। যশ্চ বাক্ (বচনং) গদগদা (গদগদাকার)

অস্পষ্টাক্ষরা ভবতি) চিত্তং দ্রবতে ( আদ্রী ভবতি ) অভীক্ষঃ  
( পুনঃ পুনঃ ) রুদতি কচিৎ হসতি চ বিলজ্জঃ ( সন্ )  
উদগায়তি ( উচ্চৈর্হৃদয়িতং গায়তি ) নৃত্যতে চ মদভক্তি-  
যুক্তঃ ( সঃ ) ভুবনং পুন্যতি ( পবিত্রীকরোতি ) ॥২৪॥

**অনুবাদ।** ষাঁহার বাক্য গদগদ ও চিত্ত দ্রবীভূত  
হয় এবং যিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করেন, কখনও বা হাস্য  
করেন, কখনও বা বিলজ্জ হইয়া উচ্চকণ্ঠে গান করেন ও  
নৃত্য করিতে থাকেন, তাহাশ ভক্তিমান পুরুষ ভুবন পবিত্র  
করিয়া থাকেন ॥২৪॥

**বিশ্বনাথ।** প্রেমভক্তিযুক্তো জনস্ত সমুদ্ররতীতি  
কিং চিত্রং যতো ভুলোকমপ্যুদ্রতীত্যাহ—বাগিতি। যন্ত  
বাক্য গদগদা গদগদাকারী অস্পষ্টাক্ষরেত্যর্থঃ। দ্রবতে  
দ্রবতি যতশ্চিত্তদ্রবাস্তিস্তমভীক্ষঃ রুদতি রোদিতি অভীক্ষ-  
মৌৎকর্ষ্যেন জাজল্যমানম্বাদিতি ভাবঃ। কচিচ্চেতি  
সর্করিত্যেতি। দ্রবচ্চিত্তস্ত সার্করিক এব ॥২৪॥

**বঙ্গানুবাদ।** প্রেমভক্তিযুক্ত ব্যক্তি কেবল নিজেকে  
উদ্ধার করিবেন এ আর কি এমন কথা, যেহেতু তিনি  
ভুবন পর্য্যন্ত উদ্ধার করেন। ষাঁহার বাক্য গদগদাকার  
অর্থাৎ অস্পষ্টাক্ষরা। দ্রব হয়, যেহেতু চিত্তদ্রবজন্তু চিত্ত  
পুনঃ পুনঃ রোদন করে, পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষা হেতু দক্ষীভূত  
হয় বলিয়া কচিৎ চ কখনও কখনও সর্করিত অমুসরণ করে  
কিন্তু দ্রবচিত্ত সর্করকণ্ঠই ॥২৪॥

**অনুদর্শিনী।** ভগবদ্ভক্তই স্বপ্ন-পবিত্রকারী—

“স্থয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনস্তি ন য়ে বিমুখাঃ ॥

ভাঃ ১০।৮৭।২৭

ঋতিগণ ভগবানের স্তবমুখে বলিতেছেন—ষাঁহার।  
আপনার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন তাঁহারাই নিজেকে এবং  
অপরকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অতের পক্ষে তাহা  
অসম্ভব।

শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন প্রভুকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।

ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোষিতে ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ

প্রেমভক্তিমানের লক্ষণ—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য।

জাভামুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হমতাথো রোদিতি রৌতি গায়-

তুন্মাদবনৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪০

এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নামকীর্তনাদি  
নিবন্ধন অমুরাগযুক্ত এবং বিগলিতচিত্ত পুরুষ লোকের  
হাস্য-প্রশংসাদিতে অবধানশূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য,  
রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্যবিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত তমু-ক্ষোভ।

কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।

উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায় ॥

স্বৈদ, কল্প, রোমাঞ্চাঙ্গ, গদগদ, বৈবর্ণ্য।

উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ক, হর্ষ, দৈহ্য ॥

এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।

কৃষ্ণের আনন্দাগতসাগরে ভাসায় ॥

চৈঃ চঃ আ ৭ পঃ

“কৃষ্ণপ্রেমহীন ভক্তগণ যে ইন্দ্রিয়চাক্ষুর্ষ্য প্রদর্শন করিয়া  
হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও গীতাদিতে উন্মত্ত হয়, উহা তাহা-  
দিগের কৃত্রিম শারীর ও ইন্দ্রিয়চাক্ষুর্ষ্য। কেননা,  
আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির উদয়ে যে ভাব ও প্রেমা উপস্থিত  
হয়, তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, গান, নৃত্য এবং উৎকর্ষা  
উদিত হয়। এ সবই সেবোন্মুখ ব্যক্তির অকৃত্রিম চেষ্টা।  
অজাতপ্রেমা ব্যক্তির উচ্চপদবী গ্রহণ করিবার ষ্টম্ভতা  
জগতে অনর্থ বা জঞ্জাল আনয়ন করে।”—শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীল বিশ্বনাথও ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোকে ‘ভদ্রম্মসারং’ টীকায়  
রলিয়াছেন—‘বাহিরে অশ্রুপুলক থাকিলেও যে হৃদয়ের  
বিকার হয় না, তাহা অম্মসার। ... কনিষ্ঠাধিকারী  
সমৎসরণগণের চিত্ত অপরাধযুক্ত থাকায় বহু নামগ্রহণেও  
নাম-মাধুর্য্যের অনুভব অভাবে চিত্তের বিকার হয় না। ×  
তাহাদের অশ্রুপুলকাদি সঙ্কেত তাহার অম্মসার-হৃদয়  
বলিয়া নিন্দিত’।



শ্রীল জীবগোষ্ঠামী প্রভুর স্বকৃত শ্রীতিসদর্ভে ৬৬ সংখ্যায় লিখিত বিষয় পাঠে জানা যায়—“ভগবৎপ্রেম-রূপা বৃত্তি কখনই মায়াময়ী নহে, পরন্তু আনন্দরূপ স্বরূপ-শক্তি; যেহেতু শ্রীভগবান্ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এই প্রকার শ্রীতির লক্ষণই চিত্তের দ্রবতা এবং তৎ-ফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণে চিত্তদ্রব বা রোম-হর্ষাদি সত্ত্বেও আশয়শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক আবির্ভাব হয় নাই বুঝিতে হইবে। ‘আশয়শুদ্ধি’ অর্থে অত্র তাৎপর্য পরিচ্যাগ এবং শ্রীতিতাৎপর্য। অতএব ‘অহৈতুকী’ ও ‘স্বাভাবিকী’ ইহার বিশেষণ।”

উৎকর্ষায় দক্ষীভূত অবস্থা—

কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।

কাহাঁ করৌ, কাহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর মুখ॥

চৈঃ চঃ ম ২পঃ

হরিকীর্তনে ত্রিভুবন পবিত্র

বন্দে নন্দব্রজস্ট্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ।

যাসাং হরিকথোদ্যতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

ভাঃ ১০।৪৭।৬৩ ॥২৪॥

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি

দ্বাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কৰ্ম্মানুশয়ং বিধুয়

মন্তুক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥২৫॥

অনুব্র। (অপিচ ভক্ত্যেবাত্মশুদ্ধিনাশ্রিত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ) হেম (সুবর্ণং) যথা অগ্নিনা দ্বাতং (তাপিতমেব সৎ) মলম্ (অন্তর্মলং) জহাতি (ত্যাগতি; ন কালনাদিনা, কিঞ্চ) পুনঃ স্বং (নিজং) রূপং (উজ্জল্যং) ভজতে (প্রাপ্নোতি) চ (তথা) আত্মা চ (চিত্তমপি) মন্তুক্তিযোগেন কৰ্ম্মানুশয়ং (কৰ্ম্মবাসনাং) বিধুয় (পরিহৃত্য) অথো (অনন্তরং) মাং ভজতি (মহাপ্রেমা-বিভাবাৎ পূর্ণাং সেবা-পদ্ধতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥২৫॥

অনুব্র। সুবর্ণ যেরূপ অনলে পরিদগ্ধ হইয়াই অন্তর্মল পরিচ্যাগ এবং স্বকীয় উজ্জল্য ধারণ করে, মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্ত্যেযোগের দ্বারাই কৰ্ম্মবাসনা পরিচ্যাগপূর্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাব-বশতঃ আমার পূর্ণ সেবাপদ্ধতি লাভ করিয়া থাকে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। ভক্ত্যেবাত্মশুদ্ধিনাশ্রিত এবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেন্দি। যথাগ্নিনা দ্বাতং দ্বাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্মলং জহাতি ন কালনাদিভিঃ স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। তথৈবাত্মা জীবঃ কৰ্ম্মানুশয়ং কৰ্ম্মবাসনা-অকং মলং বিধুয়াথো মদীয়লোকে মাং ভজতি সাক্ষাদেব সেবতে ॥২৫॥

বঙ্গানুব্র। আর, ভক্তিদ্বারাই আত্মশুদ্ধি, অর্থাৎ উপায়ে নয়। ইহা দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন ॥ যেমন অগ্নি-কর্তৃক উত্তপ্ত হইয়া হেম অর্থাৎ সুবর্ণ অন্তর্মল ত্যাগ করে, ধৌত-করণাদি দ্বারা নিজরূপ ধারণ করে না, সেইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব কৰ্ম্মানুশয় অর্থাৎ কৰ্ম্মবাসনাত্মক মল বিধৌত করিয়া আমার লোকে (গোলোকবন্দাবনে) আমার সাক্ষাৎ সেবা করে ॥২৫॥

অনুদর্শিনী।

“দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি. পুনঃ কাঞ্চনং কাস্তবর্ণম্।”

অর্থাৎ স্বর্ণ পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও কমণীয় বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে—যেমন অগ্নিই স্বর্ণের অন্তর্মল নাশ করিয়া তাহার নিজরূপ ধারণ করায়, অত্র কোন বস্তুরা বা প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের স্বাভাবিক রূপপ্রাপ্তি হয় না; তদ্রূপ ভক্তি-ব্যতীত কৰ্ম্মজানাদি কোনও উপায়েই জীবের কৰ্ম্মবাসনাত্মক মল বিধৌত হইয়া আত্ম-শুদ্ধি বা স্বস্বরূপ-প্রাপ্তি হয় না।

‘যৎপাদপঙ্কজপাদসাবিনাসভক্ত্যা

কৰ্ম্মানুশয়ং গ্রথিতযুদগ্ৰথয়ন্তি সন্তঃ।’

ভাঃ ৪২২।৩৯

অর্থ এই অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

অবশ্য ভক্তির মুখ্যফল—ভগবদ্ভরণে প্রেমলাভ, মুক্তিলাভ আনুসঙ্গিক। অতএব ভক্তিদ্বারাই নিত্য ভগবন্তলোকে ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা-প্রাপ্তি হয়।

পূর্বে ভা: ১১।৬।৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২৫॥

যথা যথাআ পরিমৃজ্যতেহসৌ

মংপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।

তথা তথা পশুতি বস্ত্র স্মৃক্ষং

চক্ষুর্যথৈবাজনসম্প্রযুক্তম্ ॥২৬॥

অন্থর্য। (নম্র ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরং। তমেব বিদিত্বাতিমুখ্যমেতীত্যাदिश्रुतिভ্যো জ্ঞানাদেবাবিভূনিবৃত্তাং তৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে, কুতো ভক্তিযোগেনেতু্যচ্যতে তত্রাহ) অসৌ আত্মা (চিত্তং) মংপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ (মদীয়পুণ্যচরিত-শ্রবণকীর্তনৈঃ) যথা যথা (যাবদ্ যাবৎ) পরিমৃজ্যতে (শোধ্যতে) অজনসম্প্রযুক্তম্ (অজন-প্রয়োগযুক্তং) চক্ষু যথা (যদং স্মৃক্ষং বস্ত্র পশুতি তথা) এব (তদপি) তথা তথা (তাবতাবৎ) স্মৃক্ষং বস্ত্র (অধোক্ষজং তত্ত্বং) পশুতি (উপলব্ধুঃ সমর্থো ভবতি) ॥২৬॥

অনুবাদ। উক্ত চিত্ত মদীয় পবিত্র গুণগাথা শ্রবণ-কীর্তনদ্বারা যে-পরিমাণ বিশুদ্ধতা লাভ করে, অজনযুক্ত চক্ষুর স্থায় ততই স্মৃক্ষ বস্ত্র অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। আদিভজনমারম্ভ কেবলমাত্র তত্ত্বোপাঙ্গ-শোধানতারতম্যেন শ্রবণকীর্তনশ্রবণাদিতারতম্যাৎ মন্থা-ধূর্য্যামুভবতারতম্যং প্রাপ্তোতীতাহ,—যথা যথেন্তি। তদ্ব্যস্মং তত্ত্বং মজ্জপলীলাদিবিরূপং স্মৃক্ষং তন্মাধূর্য্যামুভববিশেষং তয়োদৈক্যম্। যদা। স্মৃক্ষং তত্ত্বং পূর্বনিপাতাভাব আধঃ। চক্ষুর্যথেন্তি প্রথমমন্ধাৎ কাণেহপ্যুভয়মুভয়াৎ চক্ষুর্মান চক্ষুর্মানতোহপি সিদ্ধাজনরসাজিতেন্দ্রঃ স্মৃক্ষং পশুতি ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। প্রথমে ভজন আরম্ভ করিয়া কেবলা ভক্তিদ্বারাই আত্মশোধনের তারতম্য অনুসারে শ্রবণ-

কীর্তন-শ্রবণাদির তারতম্যহেতু আমার মাধূর্য্যামুভূতিরও তারতম্য প্রাপ্ত হয়। 'তদ্ব্যস্মং'—এই পাঠ হইলে—তদ্ব্য অর্থাৎ আমার রূপলীলাদিবিরূপ, স্মৃক্ষ অর্থাৎ তাহার মাধূর্য্যের অমুভববিশেষ, এই দুই-এর সংযোগ, অথবা স্মৃক্ষতত্ত্ব—এখানে 'স্মৃক্ষ' এই শব্দ পূর্বে ব্যবহৃত না হওয়ায় আর্ষদোষদৃষ্ট। চক্ষু প্রভৃতি—প্রথমে অন্ধ হইতে একচক্ষু উভয়, তাহা হইতে চক্ষুমান, তাহা হইতেও সিদ্ধাজনরসে অঞ্জিতচক্ষু স্মৃক্ষ দর্শন করিবে ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তির ফল-মাহাত্ম্য দৃষ্টান্ত সহকারে কীর্তন করিয়াছেন। যেরূপ চক্ষুতে অজন-সংযোগে নষ্টদৃষ্টি অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি, নিম্নল দৃষ্টি লাভ হইয়া অবশেষে অতি স্মৃক্ষবস্ত্র দর্শনের যোগ্যতারূপ সুনিম্নল দৃষ্টি লাভ হয়; তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিলে সাধক চিত্তশুদ্ধি লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ভগবদর্শনের এবং ভগবন্মাধূর্য্যামুভবের সৌভাগ্য লাভ করেন।

ভক্তই সেই ভক্তিরসের আধার বা পাত্র। তাই নিজ-ইষ্টদেব ভক্তপ্রিয় ভগবানের স্বভক্তিফল-মহিমা বর্ণনের রূপাপ্রদর্শনে রসিকভক্তচূড়ামণি গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুরও সেই শ্রীকৃষ্ণাকবিরূপ ভক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মহর্ষি শ্রীবেদব্যাসের নিকট ভক্তপ্রবর নারদ নিজের এই ভক্তি-লাভের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই শ্রীনারদ-কথিত (ভা: ১।৫।২৪-২৮ এবং ১।৬।১৭-২১ শ্লো:) বাক্য হইতে ইনি সেই ভক্তির আরম্ভ হইতে চরম-প্রয়োজন বা প্রাপ্তি-ফলের ভূমিকা সমূহ দেখাইয়াছেন—

(১) সাধুরূপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপদাশ্রয়, (৫) ভজনসম্পূহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থ-পগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণদর্শন এবং (১৪) কৃষ্ণ-মাধূর্য্যামুভব।

(এতৎপ্রসঙ্গে 'স্তেন স্রবাপো' ভা: ৬।২।৯-১০ শ্লোক-দ্বয়ের সারার্থদর্শিনীও দ্রষ্টব্য)।

সেই কেবলাভক্তি বা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই—

অছাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মান্বিতাম্।

আমুকুল্যেণ কৃষ্ণামুশীলনং ভক্তিরূপম্॥

ভ: র: সি: পু: ল:

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন—

লক্ষণং ভক্তিয়োগস্ত নিগুণস্ত হৃদাহতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তি: পুরুষোত্তমে॥

ভা: ৩২৯।১২

নিগুণ ভক্তিয়োগের লক্ষণ—পুরুষোত্তম-স্বরূপ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবাস্তরফলামুসন্ধান-রহিতা।

এবমিধ শুদ্ধভক্তির আভাসেই সাধকের আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু কোন মহাজন যেমন স্বীয় আশ্রিত জন-গণের আশ্রয় গ্রহণের তারতম্যামুসারে পালনের তারতম্য করেন, তদ্রূপ ভক্তিদেবীর আশ্রয়গ্রহণের তারতম্যে ভক্তের ভক্তিক্ষললাভেরও তারতম্য ঘটে। শুদ্ধভক্তির অন্তরায়গুলি যে কাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণে সাধকের অন্তরে অবস্থান করে, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই পরিমাণে সাধকের আত্মশুদ্ধির তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে অছাভিলাষ, ভুক্তি এবং মুক্তিবাসনা থাকিলে বাঞ্ছাকল্পতরুরূপিণী সর্কফলদাত্রী ভক্তিদেবী সাধককে সেই সেই ফল দান করেন; আর সর্কবাঞ্ছাশূন্য নিষ্কপটে ভক্তিদেবীর আশ্রিত জন আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া ভক্তির ফল ভক্তিই লাভ করেন।

সেই ভক্তি শ্রবণ-কীর্তনাদিলক্ষণা—

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম: পর: স্মৃত:।

ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মাত্রগ্রহণাদিভি:॥

ভা: ৬।৬।২২

সেই শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ধর্মই ভক্তি। সাধনদশায়

উহা সাধনভক্তি এবং উহাই পাকদশায় প্রেমভক্তি বলিয়া কথিত হইলেও ঐ দুই প্রকারই ভক্তিশব্দে কথিত হয়। সাধনভক্তি নববিধ—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো: শ্রবণং পাদসেবনম্।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যামান্নিবেদনম্॥

ভা: ৭।৫।২৪

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর নামাদির শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পাদ-সেবা, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথিত এই নববিধ ভক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান—

তস্মাস্তারত সর্কাত্মা ভগবানীশ্বরো হরি:।

শ্রোতব্য: কীর্তিতব্য:চ শ্রুতব্য:চচ্ছতাংভয়ম্॥

ভা: ২।১।৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভরতবংশাদিত্যস, যিনি অভয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং শ্রবণীয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—“এই শ্লোকে ‘হরি’ এই শব্দ বিশেষ্যপদ, সর্কাত্মা ভগবান্ ও দৈশ্বর্য—বিশেষণত্রয়দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিনী, রাগামুগা ও বৈধী ভক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। (১) অভয় অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সকল জীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হরিই শ্রোতব্য। (২) অভয় অর্থাৎ যে রূপে নিষ্কপ হয় তাহা, লোভবান্ পুরুষকর্তৃক ভগবান্ অতিঅন্দের নন্দহরু শ্রোতব্য। (৩) অভয় অর্থাৎ ভয় রহিত হরিই শ্রোতব্য।”

এই শ্লোকের অর্থ ও টীকায় সাধকের হৃদয়ে কামনা বা অভিলাষের পার্থক্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ সাধকের প্রয়োজন হিসাবে ভক্তিদেবীকে আশ্রয়ের তারতম্য প্রমাণিত হইতেছে এবং তৎফলে তাহাদের শ্রবণ-কীর্তন-শ্রবণাদিরও যে তারতম্য হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত দেখা যায় যে ভক্তি যেমন অভিধেয়সার তদ্রূপ ভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে নামসংকীর্তনই মহারাজ-চক্রবর্ত্তিতুল্য।

এতদ্বিক্ষিতশানানামিচ্ছিতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীৰ্তনম্ ॥

ভাঃ ২।১।১১

শ্রীউদ্ধবদেব বলিলেন—হে রাজন, যাহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহারা স্বৰ্গমোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহারা আত্মারাম যোগী পুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূৰ্ব্ব আচার্য্যগণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

কলিযুগপাবনাবতারীর বাক্যও পাওয়া যায়—

প্রভু কহে—“শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন।

কৃষ্ণপ্রেমসেবাকলের ‘পরম সাধন ॥’

শ্রবণ-কীর্তন হইতে কৃষ্ণ হয় প্রেম।।

সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥”

চৈঃ চঃ ম ৯ পঃ

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীৰ্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥”

ঐ অঃ ৪ পঃ

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিতে ভক্তিরই যাজন হয় এবং তৎফলে নামনামী-অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীকে আশ্রয় করিবার তারতম্যে যেমন আত্মশুদ্ধির তারতম্য হয়, আবার আত্মশুদ্ধির তারতম্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিরও তারতম্য ঘটে। যদি সাধক সলক্ষণা শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, তবে শ্রবণ-কীর্তনস্মরণাদিও শুদ্ধভাবে হয়। কিন্তু কীর্তনাদিতে আবার সাধকের হৃদয়ে যে অন্তরায় বা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় সেগুলিকে অপরাধ বলে। ঐ অপরাধসমূহ সম্পূর্ণভাবে তাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণাদি না করিলে কীর্তনাদির সফল লাভ হয় না। শ্রীমদ্ব্যাহাও তাই বলিলেন—

‘অপরাধ ছাড়ি’ কর কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন।

অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥”

চৈঃ চঃ অঃ ৭ পঃ

নিরপরাধে হরিকীর্তন করিলে তৎক্ষণাৎই হরিপদ-লাভ হয়। কিন্তু ‘অচিরাৎ’ শব্দ প্রয়োগে বুঝা যায় যে, সাধকের অপরাধক্ষয়তারতম্যে প্রেমলাভের তারতম্য এবং বিলম্ব।

“এক” কৃষ্ণনাম করিলে সর্বপাপ নাশ।

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

অন্যাসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।

এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥”

ঐ আ ৮ পঃ

“হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রদ্ধার ॥

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অক্ষুর ॥”

ঐ ম ৮ পঃ

দশবিধ নামাপরাধ—

(১) সাধুগণের নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম হইতে ভেদদর্শন অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন দর্শন, (৩) গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দন, (৫) হরিনামমাহাত্ম্যকে অতিস্থিত বলিয়া চিন্তন, (৬) হরিনামসমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা, (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অজ্ঞ শুভ-ক্রিয়াসমূহের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে সমজ্ঞান, (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও শ্রীনামে অপ্রীতি—(পদ্মপুরাণ স্বৰ্গখণ্ড ৪৮ অঃ শ্লোকসমূহের মর্মার্থ)।

নামকীর্তন বলিলে তিন প্রকার নামকীর্তন বুঝায়— শুদ্ধ নামকীর্তন, অপরাধযুক্ত নামকীর্তন এবং নামাভাস-কীর্তন। অপরাধযুক্ত অবস্থায় এবং শুদ্ধনামকীর্তন-যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। নামাপরাধে ধর্ম, অর্থ, কাম-লাভ, নামাভাসে মুক্তিলাভ এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। অতএব এই কীর্তনেও সাধকের ভক্তির আশ্রয় তারতম্যে কলতারতম্য অবশ্যস্বাভাবী।

সাধক অপরাধমুক্ত হইয়া শুদ্ধ নামকীর্তনের অধিকারী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে যদি শাস্ত্রশাসনমতে ভজনের স্পৃহা থাকে তবে তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী, আর যদি স্নানসৌভাগ্যফলে তাঁহার আত্মায় স্বাভাবিক রাগ উদ্ভিত হয়, তবে তিনি রাগাধুগ-ভজনে অধিকারী। এই ভক্তি কেবল ব্রহ্মজনের আধুগতো ব্রহ্মজ্ঞানজনের ভজন। অতএব বৈধী ও রাগাধুগ ভক্তের ভক্তির তারতম্যে শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিরও তারতম্য ঘটে।

রাগাধুগ ভক্তির আশ্রিতজনবর্গের বিচারে দেখা যায় যে—রস লাভের অধিকারিদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্বোত্তম। রস-বিষয়ে যে রাগোদয় হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া রস-চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না, কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণেকনিষ্ঠতারূপ গুণটী দাস্যরূপে মনতাবৃত্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ। আবার সখ্য-রসে—কৃষ্ণেকনিষ্ঠতা ও মনতা বিশ্রান্তের সহিত বৃত্ত হইয়া অধিকতর প্রকুল। বাৎসল্য রসে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণত্রয় মেহাধিক্যের সহিত বৃত্ত হইয়া প্রতীক্ষমান হয়। কান্তভাবরূপ মধুর রসে ঐ চারিটী গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

‘দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।  
চারি প্রেম চতুর্বিধ তত্বেই আধার ॥  
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।  
নিজভাবে করে কৃষ্ণস্থখ আনন্দনে ॥  
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।  
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥’

আ: ৩ প:

শ্রীমহাপ্রভুর মর্দ্য পাবর্দ শ্রীরামানন্দ রায়ও বলিয়াছেন—

‘কৃষ্ণপ্রাপ্তিতারতম্য বহুত আছয়।  
কিন্তু ধীর যেই রস, সেই সর্বোত্তম।  
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম ॥  
পূর্ব পূর্ব রসের গুণ—পরে পরে হয়।  
এক ছই গণনে পঞ্চ পর্যাস্ত বাড়য় ॥  
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।  
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যে গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

... ..  
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই ‘প্রেমা’ হৈতে।  
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥  
চৈ: চ: ম চ প ॥২৬॥

অতএব রসতারতম্যে ভক্তিরসের আধার ভক্তের ভজনীয় ভগবান্ কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভূতিরও তারতম্য। মধুর রসে সেই মাধুর্য্যের সম্পূর্ণানুভূতি। তাই চক্ষুরোগের নাশান্তে যেমন সিদ্ধাঞ্জন প্রয়োগে চক্ষুর অতি সূক্ষ্মবস্ত দর্শনে যোগ্যতা হয় তদ্রূপ জীব মাধুর্য্যপায় ভক্তির আশ্রয়ে বদ্ধাবস্থা হইতে বিমুক্তাবস্থায় চরম এবং পরমাবস্থায় প্রেম-ভক্তির মধুর রসিতে সম্পূর্ণ কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভূতি লাভে কৃতকৃতার্থ হন ॥২৬॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।  
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥ ৭॥

অনুব্র। (কিঞ্চ জ্ঞানং নাম চিত্তস্ত মদাকারপরিণামঃ।  
স চ মাং ভজতঃ স্বভাবত এব ভবতি, ন যদ্বাস্তরমপেক্ষত  
সদৃষ্টান্তমাহ) বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিত্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং  
বিষয়েষু বিষজ্জতে (আসক্তং ভবতি) মাম্ অনুস্মরতঃ  
(অনুক্ষণং চিত্তয়তঃ পুংসঃ) চিত্তং ময়ি (পরমাশ্রয়িণি) এব  
প্রবিলীয়তে (নিমগ্নং ভবতি) ॥২৭॥

অনুবাদ। নিরন্তর বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত  
যে রূপ বিষয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ

যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন তাঁহার চিন্তা আমাতেই  
নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥২৭॥

**বিশ্বনাথ ।** তাদৃশশ্রবণকীর্তনশ্রবণাদিনিষ্ঠানাং  
বৃত্তজ্ঞানাং চিত্তং স্থয়ি কীদৃশং স্যাদিভ্যত আহ—  
বিষয়ানিতি । বিষয়ধ্যানাসক্তং চিত্তং যথা বিষয়মাধুর্য্য-  
নিমগ্নং দৃষ্টং তথৈব মদীয়ধ্যানাসক্তং সমাধুর্য্যমাত্রনিমগ্নং  
জ্ঞাৎ ॥২৭॥

**বঙ্গানুবাদ ।** ঐরূপ শ্রবণ-কীর্তন-শ্রবণাদিতে  
নিষ্ঠাযুক্ত আপনার ভক্তগণের চিত্ত আপনাতে কি প্রকার  
থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। বিষয়-  
ধ্যানাসক্ত চিত্ত যেমন বিষয়মাধুর্য্য-নিমগ্ন দেখা যায়,  
সেইরূপই আমার ধ্যানাসক্তচিত্ত কেবল আমার মাধুর্য্যেই  
নিমগ্ন থাকিবে ॥২৭॥

**অনুদর্শিনী ।** অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্বাভাবিকী  
বৃত্তিই আসক্তি বা অনুরাগ । বাহ্য শব্দাদি-বিষয়গ্রহণের  
জন্ত যখন চিত্তের বৃত্তি ধাবিত হয় তখন তাহার নাম  
বিষয়-আসক্তি, উহাই সংসারবন্ধন; আর, যখন ভগবৎ-  
সম্বন্ধীয় শব্দাদিগ্রহণে চিত্তের বৃত্তি ধাবিত হয়, তখন ঐ  
আসক্তির নাম ভক্তি, উহাই সংসারমুক্তি ।

‘কাকাক্সিগোলকচ্ছায়’ অর্থাৎ কাকের উভয় নেত্র  
থাকিলেও সে যেমন যখন যে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে তখন  
তাহার অপর চক্ষু থাকিতেও যেমন সে চক্ষু কোন কার্য্যকরী  
হয় না, তেমনি চিত্তের বৃত্তি যখন যেদিকে ধাবিত হয়,  
তখন তাহার বিপরীত দিকে সে বৃত্তি পরিদৃষ্টা হয় না ।  
অর্থাৎ চিত্ত যখন বিষয়ে ধাবিত হয় তখন সে বিষয়ধ্যানে  
নিমগ্ন হইয়া বিষয়েই আসক্ত থাকে, শ্রীভগবানে দৃষ্টি  
থাকে না, আর যখন শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হয়,  
তখন সে ভগবানেই নিমগ্ন থাকে, আর বিষয়ের দিকে  
দৃষ্টি করে না ।

তাই শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

‘বিষয়ে আরতি করে মরিবার তরে ।

শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে ॥’

চৈতন্যমঙ্গল ম-১৯৪ ॥ ২৭ ॥

তস্মাদসদভিধানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।

হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মন্তাবভাবিতম্ ॥২৮॥

**অন্বয় ।** তস্মাৎ স্বপ্নমনোরথং যথা ( স্বপ্নকালীন-  
মনোবিলাসবৎ ) অসদভিধানম্ ( অশ্লেষামসতাং সাধনা-  
নামভিধানং চিত্তাং ) হিত্বা ( সম্যজ্জা ) মদভাবভাবিতং  
( মদভাবেন মদভজনেন ভাবিতং শোধিতং ) মনঃ ময়ি  
( এব ) সমাধৎস্ব ( সমাহিতং কুরু ) ॥২৮॥

**অনুবাদ ।** অতএব স্বপ্নমনোরথতুল্য অশ্রান্ত অসৎ  
সাধনসমূহের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদীয় ভজনপ্রভাবে  
শোধিত চিত্তকে আমাতেই সমাহিত কর ॥২৮॥

**বিশ্বনাথ ।** যস্মাদন্তঃ সাধনং তৎফলং চ স্বপ্নমনো-  
রথবদসদভিধানমাত্রং তস্মাদত্দিহায় কেবলমৈব তক্ত্য-  
নয্যেব মনঃ সমাহিতং কুর্কিতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি—  
তস্মাদিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । মন্তাবেন মন্তাবনমৈব ভাবতি  
ভাবপুঞ্জীকৃতম্ ॥২৮॥

**বঙ্গানুবাদ ।** যেহেতু অশ্র সাধন ও তাহার ফল  
স্বপ্নমনোরথের তায় অসদভিধানমাত্র, সেই হেতু উহা  
পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি-সহযোগে আমাতেই মন  
সমাহিত কর—এই প্রকরণের অর্থের উপসংহার  
করিতেছেন ( শ্রীস্বামিচরণ ) । আমার ভাব বা ভাবনাদ্বারাই  
ভাবিত বা ভাবযুক্ত কৃত ॥২৮॥

**অনুদর্শিনী ।** কস্মাদি সাধন ও তৎফল স্বর্গাদি  
মিথ্যা এবং মনোমাত্র-বিলসিত । উহা পরিত্যাগ করিয়া  
কেবলভক্তি অভ্যাসনীয়া ॥২৮॥

জীণাং জীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আশ্রবান্ ।

ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিহ্নয়েন্মামতজ্জিতঃ ॥২৯॥

**অন্বয় ।** আশ্রবান্ ( বীরঃ জনঃ ) জীণাং জীসঙ্গিনাং  
( চ ) সঙ্গং দূরতঃ ত্যক্ত্বা ক্ষেমে ( নির্ভয়ে ) দেশে বিবিক্তে  
( বিজনে ) আসীনঃ ( উপবিষ্টঃ ) অতজ্জিতঃ ( সাবধানশ্চ  
সন্ ) মাং ( পরমাশ্রানং ) চিত্তয়েৎ ( ধ্যায়েৎ ) ॥২৯॥

**অনুবাদ।** ধীরব্যক্তি শ্রী এবং শ্রীসঙ্গিগণের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয় নির্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সাবধানে আমার ধ্যান করিবে ॥২৯॥

**বিশ্বনাথ।** বিশেষতঃ বাৎস্যায়নাদি কাম-মার্গান্ত্যাজ্য ইত্যাহ—শ্রীগামিতি। যত আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ তেষাং সঙ্গ সতি ধৃতির্ন তিষ্ঠেদিতি ভাবঃ। ক্ষেমে নির্ভয়দেশে বিবিক্তে নির্জনে ॥২৯॥

**বঙ্গানুবাদ।** বিশেষতঃ বাৎস্যায়নাদি কথিত কামমার্গসমূহ ত্যাগ করা উচিত। যেহেতু আত্মবান্ ধৃতিযুক্ত তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ধৃতি আর থাকিবে না। ক্ষেম অর্থাৎ নির্ভয়দেশ, বিবিক্ত বা নির্জন ॥২৯॥

**অনুদর্শিনী।** ভাগবতে ১১।১৪।১০ শ্লোকে কথিত কামমার্গ অবশ্য ত্যাজ্য। বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কামূকের সঙ্গ চিত্তবিক্ষেপের প্রধান কারণ।

সঙ্গং ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু

যোগশ্চ পারং পরমাকুরুক্যুঃ।

সংসেবয়া প্রতিলক্সাভলাভে

বদন্তি যা নিরয়দারমসা ॥ ভাঃ ৩।৩।৩৯

অর্থ পূর্বে ১১।৮।৬ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

চূর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দারুপ্রকৃতি হরে মূনেরপি মন ॥ চৈঃ ৫ অ ২ প

এমন কি

মাত্ৰা স্বপ্না হুহিত্ৰা বা নাবিবিজ্ঞাসনো বসেৎ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কৰ্শতি ॥

ভাঃ ৯।১৯।১৫

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং হুহিতার সহিত নির্জনে কখনও থাকিবে না। কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে ॥২৯॥

ন তথাস্থ ভবেৎ ক্রেশো বন্ধশ্চাত্তপ্রসঙ্গতঃ।

যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩০॥

**অনুব্র।** (এতদুপপাদয়তি) যোষিৎ সঙ্গাৎ (শ্রী-সঙ্গাৎ) তথা (যদ্বৎ) তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিৎসঙ্গিসঙ্গাৎ)

অস্য পুংসঃ (পুরুষস্য) যথা (যদ্বৎ) ক্রেশঃ বন্ধঃ চ (সংসারবন্ধনঞ্চ) ভবেৎ অত্ প্রসঙ্গতঃ (বিষয়াস্তরসঙ্গাৎ) তথা ন (তদ্বৎক্রেশোবন্ধশ্চ ন ভবেৎ) ॥৩০॥

**অনুবাদ।** শ্রীসঙ্গ এবং শ্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্রেশ ও সংসারবন্ধন লাভ হয়, অত্ কোন বিষয়ের সঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না ॥৩০॥

**বিশ্বনাথ।** যথা তৎসঙ্গিসঙ্গত ইতি যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গত্যাগে ভূয়ানেন বন্ধঃ কর্তব্যঃ যতো যোষিৎসঙ্গে লজ্জা স্বীয়া প্রতিষ্ঠা চ বাধিকাস্তি তৎসঙ্গিসঙ্গে তু প্রায়শ্চে অপি ন বাধিকে পরঞ্চ যোষিৎসঙ্গী যথা তৎকথাভিত্ত্যসা-মাসঞ্জয়তি লজ্জাভয়াদিকমপি ত্যাজয়তি ন তথা যোবিদ-পীত্যা উত্তরত্র তন্নির্দেশঃ ॥৩০॥

**বঙ্গানুবাদ।** যেরূপ তাহার সঙ্গীর সঙ্গ হইতে—অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগে প্রচুর বন্ধ কর্তব্য, যেহেতু যোষিৎসঙ্গে লজ্জা ও নিজপ্রতিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গীর সঙ্গে প্রায়ই তাহারাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ যোষিৎসঙ্গী যেরূপ যোষিৎসম্বন্ধে কথা দ্বারা যোষিতে আসক্তি সংঘটিত করে ও লজ্জাভয়াদিও ত্যাগ করায়, যোষিৎ নিজে ততটা পারে না। এই হেতু পরে যোষিৎসঙ্গীর কথা উল্লিখিত ॥৩০॥

**অনুদর্শিনী।** এই শ্লোকের অম্বরূপ শ্লোক—ভাঃ ৩।৩।১৫ দ্রষ্টব্য।

যোষিতেঁর সঙ্গ হইতে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ভয়াবহ। কেননা প্রথমে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ হইতেই যোষিতেঁর অনুসন্ধানাদি ক্রেশ হয় পরে যোষিৎসঙ্গ হইতে বন্ধন হয়। অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ প্রথমেই ত্যাগ করা কর্তব্য।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ভাঃ ১।৮।১৩ শ্লোকোক্ত ভগবৎ সঙ্গীর সঙ্গ-মহিমা বর্ণনের টীকায় বলিয়াছেন—“যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ যেরূপ অতিনিন্দ্য কথিত হইয়াছে; তদ্রূপই ভগবৎসঙ্গ হইতেও ভগবৎসঙ্গিগণের সঙ্গ অতিবন্দ্য, অতিপ্রশস্য অত্যভিলষণীয় বুঝিতে হইবে ॥”

ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহুতিকে যোসিৎসঙ্গীর

সঙ্গের কুফল বর্ণনা করিয়া সঙ্গত্যাগের কথাই বলিয়া-  
ছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মোনং বুদ্ধির্হীঃ শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা ।  
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥  
তেষশাস্তেষু যুচেযু খণ্ডিতান্ধসাদুযু ।  
সঙ্গং ন কুৰ্য্যাচ্ছোচোষু যোষিৎ ক্রীড়ামুগেষু চ ॥

ভাঃ ৩।৩।৩৩-৩৪

সত্য, শৌচ, দয়া, মোন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শৌচ, আত্মবিনাশকারী, অশান্ত, যুট যোষিৎক্রীড়ামুগ অসাদু সঙ্গ কখনই করিবে না।

শ্রীমদ্বাহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসংসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।

জসঙ্গী—এক অসাদু কৃষ্ণভক্ত আর ॥

চৈঃ চঃ নঃ ২০ পঃ ৥৩০॥

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথা স্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্ ।

ধ্যায়েন্মুমুকুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥৩১॥

অব্রহ্ম । শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ (হে) অববিন্দাক্ষ মুমুকুঃ (জনঃ) যথা স্বাং যাদৃশং (যাদৃক্ বিশেষণবিশিষ্টং) যাবদাত্মকং (যৎস্বরূপঞ্চ) ধ্যায়েৎ (তথা) মে (মম) এতৎ (তদাস্যরূপং) ধ্যানং স্বং মে (মহং) বক্তুম্ অর্হসি ॥৩১॥

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে পদ্মপলার্শ-লোচন, মুমুকু ব্যক্তি আপনাকে যে প্রকারে ও যৎস্বরূপে ধ্যান করেন, দাসভাবে আমি যে স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকি, তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥৩১॥

বিশ্বনাথ । তত্ত্বিং বিনা কিমপি সাধ্যং ন সিদ্ধ্য-  
তীতি ভগবদ্বাক্যান্শিত্য সর্বেষাং মার্গাণাং প্রকারজ্ঞানং  
বিনা স্বমার্গোৎকর্ষজ্ঞানমতিসুখদং ন ভবতীতি ভাবেন  
মোক্ষাকাজিক্ণে ধ্যানভক্তেঃ প্রকারাদীন্ পৃচ্ছতি,—

যথেন্তি । তত্র প্রকারপ্রশ্নঃ । যাদৃশমিতি ধ্যেয়বিশেষ-  
প্রশ্নঃ, যদাত্মকমিতি ধ্যেয়স্বরূপপ্রশ্নঃ । অত্র মে ইত্যসা  
পৌনরুক্ত্যাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্ । যথা মুমুকুস্তাং ধ্যায়েন্তম্মে  
বক্তুমর্হতি নম্র মুমুক্ক্ষোধ্যানেন পৃষ্টেন তবৈকান্তিকভক্তস্য  
কিং তস্মাৎ যথা স্বামহং ধ্যায়ামি তদ্বদিত্যেবং পৃচ্ছতা-  
মিত্যত আহ—মে মম তু এতদ্ব্যানমিতি সংহতত্বাণিদ্বয়েন  
তস্য চরণদ্বয়ং দর্শয়তি । ধ্যানং স্বং বক্তুমর্হসীতি পাঠঃ  
সুগমঃ ॥৩১॥

বক্তানুবাদ । তত্ত্বিং বিনা কোন সাধ্যই সিদ্ধ হয়  
না—ভগবানের এই বাক্য হইতে নিশ্চিত হইয়া সমস্ত  
সাধন-পথের প্রকার-জ্ঞান-বাতীত নিজপথের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান  
অতি সুখদ হয় না—এই ভাবিয়া মোক্ষাকাজিকা-  
পরায়ণগণের ধ্যানতত্ত্ব-প্রকারাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।  
যথা—সে সম্বন্ধে প্রকারপ্রশ্ন, যাদৃশ—ধ্যৈবিশেষপ্রশ্ন,  
যদাত্মক—ধ্যৈয়স্বরূপ-প্রশ্ন । মে (আমার ও আমাকে)  
ইহার পুনরুক্তি হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।  
মুমুকু আপনাকে যেরূপ ধ্যান করেন তাহা আমাকে  
বলুন। যদি প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, মুমুকুর ধ্যানের কথা জিজ্ঞাসা  
করিয়া ঐকান্তিক ভক্ত তোমার কি? সেই হেতু যেরূপ  
আপনাকে আমি ধ্যান করি সেইরূপ কি—এই প্রকার  
প্রশ্ন হউক। তাই বলিতেছেন—আমার কিন্তু এইরূপ  
ধ্যান, এই বলিয়া হস্তদ্বয় সংহত করিয়া তাঁহার চরণদ্বয়  
প্রদর্শন করিতেছেন। ‘ধ্যানং স্বং বক্তুমর্হসি’ এই পাঠ  
হইলে সুগম হইত ॥৩১॥

অনুদর্শিনী । “স্বয়োপভুক্তসঙ্গগন্ধ”—ভাঃ ১১।৬।৪৬  
শ্লোক হইতে জানা যায় যে, তত্ত্বপ্রবর উদ্ধবের  
ভগবদ্বাক্তৈক পুরুষার্থ। সুতরাং বর্তমান প্রশ্ন তাঁহার  
নিজের নহে, কিন্তু পরার্থেই। কেননা, সকল মার্গের  
তারতম্য জ্ঞানে নিজ ভজনমার্গের উৎকর্ষ জ্ঞান হয়।  
মুমুকুগণ ভগবান্কে যে ভাবে ও যে প্রকারে এবং যে  
রূপের ধ্যান করেন সেই বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন ॥৩১॥



### শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাস্থখম্।

হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকুতেক্ষণঃ ॥

প্রাণসা শোধয়েন্মার্গং পূরকুস্তকরেচকৈঃ।

বিপর্যায়েরাপি শনৈরভ্যাসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩২-৩৩॥

অনুব্র। শ্রীভগবান্ উবাচ—সমে ( নাতুচ্ছিতে নাতিনীচে ) আসনে ( কঞ্চলাদৌ ) সমকায়ঃ ( সন্ ) যথা-স্থখম্ আসীনঃ ( উপবিষ্টঃ সন্ ) উৎসঙ্গে ( ক্রোড়ে ) হস্তৌ আধায় স্বনাসাগ্রকুতেক্ষণঃ ( স্বনাসাগ্রেদন্তদৃষ্টিঃ ) নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ( ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীলঃ জনঃ ) পূরককুস্তকরেচকৈঃ প্রাণশ্চ মার্গং শোধয়েৎ ( তথা ) বিপর্যায়ের অপি ( রেচক-পূরক-কুস্তক-ক্রমেণাপি ) শনৈঃ অভ্যাসেৎ ( অভ্যাসং কুর্য্যাৎ ) ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—সমতল ভূমিতে কঞ্চলাদি আসনে অবক্রভাবে যথাস্থখে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্বক নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টিসংযম করতঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল পুরুষ পূরক, কুস্তক, রেচক এবং রেচক-কুস্তক-পূরকক্রমে প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবেন ॥৩২-৩৩॥

বিশ্বনাথ। স্বনাসাগ্রকুতেক্ষণ ইতি চিত্তৈস্থ্যায়। “অন্তর্লক্ষ্যোহবহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্তঃ স্তসঙ্গতঃ” ইতি যোগ-শাস্ত্রোক্তেঃ। বিপর্যায়ের রেচক-পূরক কুস্তক-ক্রমেণ ॥৩২-৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। স্বনাসাগ্রকুতেক্ষণ—ইহা চিত্তৈস্থ্যায় নিমিত্ত। অন্তর্লক্ষ্যঃ অবহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্তা স্তসঙ্গতঃ এই যোগশাস্ত্রের বচন। বিপর্যায় দ্বারা অর্থাৎ রেচক কুস্তক পূরক ক্রমে ॥৩২-৩৩॥

অনুদর্শিনী। দুইটি শ্লোকে শ্রীভগবদ্ ধ্যানের অঙ্গরূপ আসন ও প্রাণায়ামের প্রকার বলিতেছেন। অন্তরে ভগবদ্ মূর্তিতে লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নাসিকার অগ্র-ভাগে দৃষ্টিক্রদ্ধ করিলে লয় ও বিক্ষেপ অভাবে চিত্ত স্থির হয়। অন্তর্লক্ষ্য—হৃদিলক্ষ্যেকদৃষ্টি। অবহির্দৃষ্টি—বাহ্য বিঘ্নানুসন্ধানশূন্য।

আসন সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ মাতা দেবহুতি ও ভক্ত অর্জুনকে বলিয়াছেন—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।

তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ধাজুকায়ঃ সমস্তসেৎ ॥

যদা মনঃ স্তবিরজং যোগেন স্তসমাহিতম্।

কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রবলোকনঃ ॥

ভাঃ ৩২।৮।, ১২

( হে মাতঃ ) পরে জিতাসন হইয়া পবিত্রস্থানে আসন বিস্তার করতঃ যথাস্থখে সরল শরীরে উপবেশন পূর্বক প্রাণসংযমের অভ্যাস করিবে। এই প্রকার যখন মন সম ক্ নিশ্চল ও যোগদ্বারা স্তসমাহিত হইবে তখন স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীমূর্তি ধ্যান করিবে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাঙ্গনঃ।

নাতুচ্ছিত্ তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎযা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

উপবিষ্টাসনে যুগ্মাদ্ যোগমায়াবিগুন্ধেয় ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরম্।

সমংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্জ্ঞাচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আদীত মৎপরঃ ॥

গীতা ৬।১১-১৪

( একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, ) কুশাসনো-পরি যুগচন্দ্রাসন, তত্বপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্ত মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন। শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অত্রদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্ত নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টিকরতঃ প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন পূর্বক চতুর্ভূজস্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন।

প্রাণায়াম সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতাকে বলিয়াছেন—

প্রাণস্ত শোধয়েন্মার্গং পূরককুস্তকরেচকৈঃ ।

প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথা স্থিরমচঞ্চলম্ ॥

ভাঃ ৩২৮।২৯

অর্থাৎ পূরক, কুস্তক ও রেচক অথবা প্রতিলোমক্রমে রেচক, কুস্তক ও পূরক দ্বারা প্রাণবায়ুর গতাগতির পথকে এরূপভাবে শোধন করিবে, যে, উহা যেন পুনর্বার চঞ্চল না হয় ।

“বামনাসাধারা বায়ুবায়ুর অন্তরে প্রবেশন—পূরক । প্রবিষ্ট বায়ুর ধারণ কুস্তক । দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচন—রেচক । প্রতিকূল অর্থাৎ রেচক-কুস্তক-পূরকদ্বারা ।”

শ্রীল বিশ্বনাথ ।

যোগশাস্ত্রেও দেখা যায়—

ইডয়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলা ততঃ ।

পিঙ্গলাপূরিতং বায়ুমিডয়া চ পরিত্যজেৎ ॥

অর্থাৎ ইড়া বা বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া পিঙ্গলা বা দক্ষিণনাসাদ্বারা ত্যাগ করিবে এবং ( বিপরীত ভাবে অর্থাৎ ) পিঙ্গলাদ্বারা পূরিত বায়ু ইড়া দ্বারা পরিত্যাগ করিবে ।

কুস্তক—অস্ত্রনিহিত বায়ুকে নিস্তরঙ্গ কুস্তক জলের ছায় স্নুঘ্ণা বা মধ্যনাসায় রক্ষা করা ( বা উভয় নাসায় অবরোধ ) ।

ইড়া পিঙ্গলা ও স্নুঘ্ণা নাড়িত্রয়—

দক্ষিণা পিঙ্গলা সর্বা ইড়া বামা প্রকীর্তিতাঃ ।

নাড়্যোথ মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ স্নুঘ্ণা বেদপারগৈঃ ॥

ভাগবততন্ত্রে ॥৩২-১৩॥

— — —

হৃদবিচ্ছিন্নমোক্ষারং ঘণ্টানাদং বিসোর্গবৎ ।

প্রাণেনোদীর্ঘ্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥৩৪॥

অন্থয় । ( মূলাধারাং আরভ্য মূর্দ্ধাস্তপর্ধ্যন্তং ) বিসোর্গবৎ ( কমলনালতন্তুবৎ ) বিচ্ছিন্নং ( সন্ততং ) ঘণ্টানাদং ( ঘণ্টানাদতুল্যং ) ওঙ্কারং হৃদি ( স্থিতং ) প্রাণেন

উদীর্ঘ্য ( উর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্ধ্যন্তং নীত্বা ) অথ পুনঃ তত্র ( মাত্রাভীতে ) স্বরং ( পঞ্চদশং বিন্দুং ) সংবেশয়েৎ ( সংযোজয়েৎ ) ॥৩৪॥

অনুবাদ । মূলাধার হইতে মস্তক পর্যন্ত অবস্থিত মৃণালহস্ততুল্য নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিত ঘণ্টাধ্বনিসদৃশ ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুদ্বারা উর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুলস্থান পর্যন্ত উত্তোলন পূর্বক তাহাতে স্বর অর্থাৎ পঞ্চদশবিন্দু স্থাপন করিবেন ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ । হৃদিত মূলাধারাদারভ্য বিচ্ছিন্নং সন্ততং । ঘণ্টানাদতুল্যমোঙ্কারং হৃদি স্থিতং প্রাণেনোদীর্ঘ্য উর্দ্ধং দ্বাদশাঙ্গুলপর্ধ্যন্তং নীত্বা কথং বিসোর্গবৎ কমলনাল-তন্তুবৎ । অথ পুনস্তত্র স্বরং নাদং বিন্দুং বা সংবেশয়েৎ স্থিরীকুর্য্যৎ ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ । মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সন্তত হৃদয়েস্থিত ঘণ্টানাদতুল্য ওঙ্কারকে প্রাণবায়ুর সহিত উদীরণ করিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুল পর্যন্ত লইয়া, কিরূপে বিসোর্গবৎ অর্থাৎ কমলনালের তন্তুর ছায় । তৎপরে পুনরায় সেইখানে স্বর অর্থাৎ নাদ বা বিন্দু সংবেশ করিবে অর্থাৎ স্থির রাখিবে ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী । প্রাণায়াম দ্বিবিধ—সগর্ভ অর্থাৎ মন্ত্রসহিত অগর্ভ অর্থাৎ মন্ত্রশূন্য । উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণগর্ভের কথা বলিতেছেন—

রেচক, পূরক, স্তম্ভনাদি ক্রিয়ামাত্র ; ঐ অবস্থার সহিত ওঙ্কারধ্বনি সাধকের অল্পমেয় । প্রাণবায়ুকে যখন আকর্ষণ করা যায়, তখন অপান বায়ুও মূলাধার হইতে আকৃষ্ট হইয়া সন্মান বায়ুর সাহায্যে প্রাণের সহিত মিলিত হয় । বায়ু আকর্ষণের সঙ্গে উক্ত ওঙ্কারকে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হৃদয়স্থানে অনাহত চক্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ আনয়ন করতঃ ক্রমে স্থির করিতে হইবে ॥৩৪॥

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যাসেৎ ।

দশকৃৎপ্রিববণং মাসাদবর্বাগ্ জিতানিল ॥৩৫॥

অন্থয় । এবং ( অমেন ক্রমেণ ) প্রণবসংযুক্তং প্রাণম্ এব ( প্রাণায়ামমেব ) প্রিববণং ( ত্রিসংক্রাং ) দশকৃতঃ

( দশবারান্ যঃ ) সমভ্যসেৎ ( সং ) মাসাৎ অর্কাক্ ( মাসাদ্ বহিরেব ) জিতানিলঃ ( বশীকৃত প্রাণঃ স্তাৎ ) ॥৩৫॥

**অনুবাদ ।** এইপ্রকারে যিনি প্রণবসংযুক্ত প্রাণায়া-  
মেরই প্রত্যাহ ত্রিসংখ্যা দশবার সংযমে অভ্যাস করেন,  
তিনি একমাস মধ্যেই প্রাণজয়ে সমর্থ হন ॥৩৫॥

**বিশ্বনাথ ।** মাসাদর্কাক্ মাসাবহিরের ॥৩৫॥

**বঙ্গানুবাদ ।** মাস হইতে অর্কাক্ অর্থাৎ  
বাহিরে ॥৩৫॥

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্ ।

ধ্যাত্বা হৃদ্বাক্ষমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সর্গণিকম্ ।

কর্ণিকায়াং ত্র্যসেৎ সূর্যাসোমাদ্গীত্বত্তরোত্তরম্ ॥

বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রুপং মমৈতদ্ধানমঙ্গলম্ ।

সমং প্রশান্তং স্মৃখং দীর্ঘচাক্ষুচতুর্ভুজম্ ॥

সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।

সমানকর্ণ-বিভূষিতসুন্দরকুণ্ডলম্ ॥

হোমস্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকৈতনম্ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতম্ ॥

নুপুটৈর্বিলসৎপাদং কোমলপ্রভয়া যুতম্ ।

দ্যামৎকিরীটকটক-কটিসূত্রাদায়ুতম্ ॥

সর্বদ্বন্দ্বসুন্দরং হৃৎ প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ ।

সুকুমারমভিধায়েৎ সর্বদ্বন্দ্বেষু মনো দধৎ ॥

ইন্দ্রিয়ার্ণবীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাক্ষয় তন্মনঃ ।

বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্নয়ি সর্বতঃ ॥৩৬-৪২॥

**অনুবাদ ।** অন্তঃস্থং ( দেহান্তরবর্তী ) উর্দ্ধনালং অধো-  
মুখং ( মুকুলিতঞ্চ কদলীপুষ্পসঙ্কাশং যদন্তি তৎ ) সর্গণিকং  
( কর্ণিকায়ুক্তং ) অষ্টপত্রং হৃৎপুণ্ডরীকং ( হৃদয়কমলং )  
উদ্ধমুখং উন্নিদ্রং ( বিকসিতং চ ) ধ্যাত্বা কর্ণিকায়াং  
উত্তরোত্তরং ( ক্রমশঃ ) সূর্যাসোমাদ্গীত্ব ত্র্যসেৎ ( চিন্তয়েৎ ) ।  
বহ্নিমধ্যে ধ্যানমঙ্গলং ( ধ্যানস্য শুদ্ধং বিষয়ং ) মম্ এতৎ  
( বক্ষ্যমাণং ) রূপং স্মরেৎ ( ধ্যায়েৎ ) । সমং ( অনুরূপা-  
বয়বং ) প্রশান্তং স্মৃখং ( সূপ্রসন্নং ) দীর্ঘচাক্ষুচতুর্ভুজং

( দীর্ঘাঃ চারবঃ চত্বারঃ ভুজাঃ যস্মিন্ তৎ ) সুচারু ( অতি-  
রমাং ) সুন্দরগ্রীবং ( সুন্দরা গ্রীবা যস্মিন্ তৎ ) সুকপোলং  
( শোভনো কপোলো যস্মিন্ তৎ ) শুচিস্মিতং ( শুচি  
শোভনং স্মিতং মন্দহাসো যস্মিন্ তৎ ) সমানকর্ণবিভূষিত  
সুন্দরকুণ্ডলঃ ( সমানয়োঃ কর্ণয়োঃ বিভূষিতো সুন্দরী  
মকরাকারে কুণ্ডলে যস্মিন্ তৎ ) হোমস্বরং ( হেমবৎ পীতে  
অস্বরে যন্ত তৎ ) ঘনশ্যামং ( জলদনীলং ) শ্রীবৎস-  
শ্রীনিকৈতনং ( শ্রীবৎসশ্রিয়োনিকৈতনং বক্ষসি দক্ষিণ-  
বামতন্ত্রাভ্যাং যুক্তমিত্যর্থঃ ) শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালা-  
বিভূষিতং নুপুটৈঃ বিলসৎপাদং ( বিলসন্তো -পাদৌ যন্ত  
তৎ ) কোমলপ্রভয়া যুতং ( যুৎ ) দ্যামৎকিরীটকটকটি-  
সূত্রাদায়ুতং ( দ্যামন্তিঃ দ্যুতিমন্তিঃ কিরীটাতিভিঃ আস-  
নন্তাৎ যুতং অলঙ্কৃতং ) সর্বদ্বন্দ্বসুন্দরং হৃৎ ( মনোহরং )  
প্রসাদসুমুখেক্ষণং ( প্রসাদেন শোভনং মুখবীক্ষণঞ্চ যস্মিন্  
তৎ ) সুকুমারং ( অতিকোমলং মম রূপং ) সর্বদ্বন্দ্বেষু  
( সর্বেষু পাদাদি মূর্তীভেষু অঙ্গেষু ) মনঃ দধৎ ( ধারয়ন্  
সন্ ) অভিধায়েৎ । ধীরঃ ( পুরুষঃ ) মনসা ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ  
( শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ ) ইন্দ্রিয়ার্ণব আকৃষ্য ( প্রত্যাহৃত্য )  
সারথিনা ( সারথিভূতয়া ) বুদ্ধ্যা তৎ মনঃ ( চিন্তং ) সর্বতঃ  
( সর্বদ্বন্দ্বযুক্তে ) ময়ি প্রণয়েৎ ( প্রকর্ষেণ নয়েৎ ) ॥৩৬-৪২॥

**অনুবাদ ।** দেহমধ্যে উর্দ্ধনাল অধোমুখ কদলী-  
পুষ্পসন্নিভ মুকুলিত কর্ণিকায়ুক্ত অষ্টদল হৃদয়পদ্মকে উন্নিদ্র  
এবং বিকসিতরূপে ধ্যান করিয়া ঐ পদ্মের কণিকামধ্যে  
উত্তরোত্তর স্বর্ঘ্য, চন্দ্র ও অগ্নির সন্নিবেশপূর্বক অগ্নিমধ্যে  
ধ্যানমঙ্গল আমার কথিতরূপ চিন্তা করিবে । অনুরূপ  
অবয়ববিশিষ্ট, প্রশান্তমূর্ত্তি স্বস্বরূপ দীর্ঘ ও মনোহর  
চতুর্কোমলবিশিষ্ট, সুচারু সুন্দর গ্রীবা, অতিসুন্দর গণ্ডস্থল  
বিশিষ্ট মনোহর সহাসা, সমান কর্ণদ্বয়ে দীপ্তিমান মকরা-  
কৃতি কুণ্ডলযুগল, পীতসুবর্ণ বসন পরিহিত, জলদনীলকান্তি,  
বক্ষোদেশের বাম ও দক্ষিণভাগে শ্রীবৎস চিহ্ন ও শ্রীচিহ্নে  
চিহ্নিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাবিভূষিত, নুপুরশোভিত  
পাদপদ্ম, দীপ্তিময় কোমল, দীপ্তিমান কিরীট বলয় কটিসূত্র  
অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণদ্বারা অলঙ্কৃত, সর্বদ্বন্দ্বসুন্দর, মনোহর,  
সুন্দর কটাক্ষযুক্ত প্রসন্ন বদন, অতি সুকোমল মদীয় রূপ,

চিন্তা করিবে এবং সর্কীঙ্গে মনঃ সংযোগ করিবে। বিবেকী পুরুষ চিন্তদ্বারা বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধিরূপ সারথিদ্বারা সেই চিন্তকে আমার সর্কীঙ্গের প্রতি সংযুক্ত করিবে ॥ ৩৬-৪২ ॥

**বিশ্বনাথ।** হৃৎপুণ্ডরীকং মন এব কমলং তচ্চ বহিরপি যাতীতি ব্যাবর্তয়তি। অন্তঃস্থং দেহান্তর্কর্ত্তি। উর্দ্ধনালমধোমুখং মুকুলিতঞ্চ কদলীপুষ্পসংকাশং যদন্তি তদ্বিপরীতং ধ্যানেদিত্যর্থঃ। ত্রাসেং সংচিন্তয়েৎ। ধ্যান-মঙ্গলং ধ্যানস্য শুভং বিষয়ম্। সমং অনুরূপাবয়বং। প্রশান্তমনুগ্রহম্। শ্রীবৎসশ্রীয়ে বক্ষোদক্ষিণবামস্থে নিতরাং কেতনে অসাধারণচিহ্নে বস্য তং আযুতং সমস্তাদলঙ্কতম্। সাজ্জখ্যানার্থং মনস একাগ্রপ্রকারমাহ,—ইন্দ্রিয়ানি চক্ষুরা-নীনি। বিষয়েভ্যো রূপাদিভ্যঃ সকাশাং মনসা আকৃষ্য মনস্যেব প্রণয়েৎ। তন্মনো বুদ্ধ্যা আকৃষ্য নগ্নি সর্বতঃ সর্কীঙ্গযুক্তে প্রণয়েৎ প্রকর্ষণে নয়েৎ ॥ ৩৬-৪২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** হৃৎপুণ্ডরীক অর্থাৎ মনই কমল। সেত' বাহিরেও যায়—এইটী নিষেধ করিতেছেন। অন্তঃস্থ অর্থাৎ দেহান্তর্কর্ত্তী। কদলীপুষ্প (মোচা)-র তায় উর্দ্ধনাল ও অধোমুখ অর্থাৎ পদ্ম যেমন থাকে তাহার বিপরীত ধ্যান করিবে। ত্রাস অর্থাৎ সম্যক্ চিন্তা করিবে। ধ্যানমঙ্গল অর্থাৎ ধ্যানের শুভ বিষয়। সম অর্থাৎ অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট, প্রশান্ত অনুগ্রহ। শ্রীবৎস ও শ্রী বক্ষের দক্ষিণ—বামস্থ সম্যক্ কেতন অর্থাৎ অসাধারণ চিহ্ন ধার তাঁহাকে। আযুত—সর্কীঙ্গে অলঙ্কত। গাঢ় ধ্যানের নিমিত্ত মনের একাগ্রপ্রকার বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়-গণ—চক্ষুঃ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় রূপাদি হইতে মনের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মনেই প্রণয়েৎ অর্থাৎ লইবে। সেই মনকে বুদ্ধিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া সর্বত সর্কীঙ্গযুক্ত আমাতে প্রণয় করিবে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে লইবে ॥ ৩৬-৪২ ॥

**অনুদর্শিনী।** প্রাণায়ামের ফলে বায়ু জয় করিতে পারিলে বাসনাবশে চিত্ত আর দোলায়মান হইবে না। তখন যে হৃদয়পদ্ম বিষয়াতিমুখতা বশতঃ পূর্বে অধোমুখী ছিল, এক্ষণে বিষয়-প্রবণতা ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়াছে

এবং কর্ণিকার মধ্যে ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি হইবে। তথায় সূর্য্য, সোম ও অগ্নিই ভগবানের আসন। যথা—‘সূর্য্যমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হতাসনঃ। বহ্নিমধ্যে স্থিতঃ সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোহচ্যুতঃ।’

শ্রীবৎস—বক্ষের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত শুভ্রমৃগাল-তন্তুবৎ হৃঙ্গরোমাবলীর আকার।

শ্রী—বামস্তনোদ্ধে লক্ষ্মীরেখা—কণ্ঠিপাথরে স্বর্ণরেখা তুল্যরেখা। (—ভাঃ ১২।১১।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।)

ধ্যানের প্রকার—মনের নিবৃত্তিই শান্তি। মন ইন্দ্রিয়-দ্বারে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়। সেই মনের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রূপাদি বিষয় হইতে মনেই স্থির করিতে হইবে। পরে, বুদ্ধিদ্বারা সেই মনকে আকর্ষণ করতঃ শ্রীভগবানের অনুরূপমরূপে স্থির করিতে হইবে। এই প্রকার ধ্যানের কথা ভাঃ ২২।২০-২২ এবং ভাঃ ৩২।১৩-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৩৬-৪২।

তত্র সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্টকত্র ধারয়েৎ।

নাগ্গানি চিন্তয়েদ্বৈয়ঃ স্মৃতিং ভাবয়েন্মুখম্ ॥ ৪৩ ॥

**অন্নয়।** তৎ সর্বব্যাপকং (সর্কীঙ্গাভিনিবিষ্টং) চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র (অঙ্গে) ধারয়েৎ (ত্রাসেং) ভূয়ঃ অগ্গানি (অঙ্গানি) ন চিন্তয়েৎ, স্মৃতিং মুখং ভাবয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ।** সর্কীঙ্গে অভিনিবিষ্ট চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া এক অঙ্গ ধ্যান করিবে। অগ্গানি অঙ্গ আর চিন্তা করিবে না, কেবল স্মৃতির হাতযুক্ত বদনমণ্ডল চিন্তা করিবে ॥ ৪৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** সর্বব্যাপকং সর্কীঙ্গেষু সঞ্চরৎ চিত্তং আকৃষ্য একত্র একস্থিরঙ্গে। তদেবাহ,—মুখমিতি ॥ ৪৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সর্বব্যাপক—সর্কীঙ্গে সঞ্চরণশীল চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একত্র অর্থাৎ এক অঙ্গ মুখে ॥ ৪৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** চিত্তকে সকল পদার্থ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ শ্রীভগবানের সর্কীঙ্গের প্রতি

যুগপৎ নিরুদ্ধ করিতে হইবে। সর্কাবয়ব-চিন্তাতে চিত্ত সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কেবলমাত্র এক অঙ্গ—শ্রীমুখের ধ্যান কর্তব্য ॥৪৩॥

তত্র লক্ষপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোমি ধারয়েৎ ।

তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চদপি চিস্তয়েৎ ॥৪৪

অন্বয় । তত্র ( মুখে ) লক্ষপদং ( লক্ষং স্বৈর্য্যং যেন তৎ ) চিত্তম্ আকৃষ্য ব্যোমি ( সর্কারণরূপে ) ধারয়েৎ, তৎ ( কারণং চ ( অপি ) ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ( ময়ি শুদ্ধব্রহ্মণ্যাক্রুতঃ সন্ ) কিঞ্চিৎ ( ধ্যাতৃধ্যায়-বিভাগম্ ) অপি ন চিস্তয়েৎ ॥৪৪॥

অনুবাদ । মুখমণ্ডলের চিত্তা স্পৃষ্ট হইলে চিত্তকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া সর্কারণরূপ আকাশে ধারণ করিবে। পরে সে চিত্তাও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ব্রহ্মরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অণু কিছুই চিত্তা করিবে না ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ । লক্ষপদং ততোহস্ত্যঙাগচ্ছতত্রৈব স্থিরীভূতমিত্যর্থঃ । ততশ্চ তত্র মুখধ্যান এব লক্ষপদং মুখধ্যানমজহদেবত্যাঃ । “ভক্ত্যর্পিতমনা ন পৃথগ্দি-দৃক্ষেৎ” ইতি শ্রীকপিলদেবোক্তেঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানাদিত্যাগশ্চেব ধ্যানভক্তিত্যাগেচ্ছায়াশ্চ নিবিদ্ধত্বাৎ আকৃষ্য দেহেন্দ্রিয়াদিভাঃ পৃথক্কৃত্য ন তু ধ্যানভক্তেরপি পৃথক্ কৃত্তব্যত্যাঃ । ব্যোমি আকাশে ধারয়েৎ । ততশ্চ তচ্চিত্তমপি ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ময়ি ব্রহ্মণ্যাক্রুতঃ সন্ ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েৎ কিন্তু ভক্তি-কণিকায়ুক্তো জীবো ব্রহ্মপ্রবিষ্টো ব্রহ্মৈবানুভবেদিত্যি ভাবঃ । শ্রীহংসদেবেন গুণচেতসোস্তুত্যাগো ব উক্তস্তস্যায়মেব প্রকার ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ । লক্ষপদ—তাহা হইতে অতত্র আগ-মন করিতে করিতে তাহাতে স্থিরীভূত। অর্থাৎ মুখধ্যানেই লক্ষপদ। মুখধ্যান ত্যাগ না করিয়াই।

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন, ‘আর্হভক্তিযোগে অর্পিত-মন ভক্ত ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত অণু কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না।’ ( ভাঃ ৩২৮।৩৩ ) কৰ্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগের আর ধ্যানভক্তিত্যাগের ইচ্ছাও নিবিদ্ধ। আকর্ষণ

করিয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ করিয়া, কিন্তু ধ্যানভক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া নয়। ব্যোম-আকাশে ধারণ করিবে, তাহা হইতেও সেই চিত্তকে ত্যাগ করিয়া মদারোহ—ব্রহ্মরূপ আমাতে আকৃষ্ট হইয়া কিছুই চিত্তা করিবে না। কিন্তু ভক্তিকণিকায়ুক্ত জীব ব্রহ্মই অনুভব করিবে। শ্রীহংসদেবকথিত ( ভাঃ ১১।১৩।২৮ ) দে গুণ ও চিত্তের ত্যাগ, তাহার এই উপায়—ইহাই জানিতে হইবে ॥৪৪॥

অনুদর্শিনী । যুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীভগবানের বদন-মণ্ডলে আকৃষ্টচিত্তকে বদনেরই ধ্যানে আবদ্ধ রাখিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ করিবেন। যে ভক্তিবলে চিত্ত বদনধ্যানে সামর্থ্যলাভ করে, সেই ভক্তিত্যাগ করিলে অধঃপতনই হয়, তদন্তর দশা প্রাপ্তি হয় না। অতএব ধ্যান-ভক্তি ত্যাগ না করিয়া আকাশের চিত্তা করিবেন। কেননা ভগবান্ ‘নভোলিঙ্গং’ ( ভাঃ ১।৩২৬ ) তদনন্তর ব্রহ্মরূপে আকৃষ্ট হইয়া কিছুই চিত্তা করিবেন না। ভক্তি-কণিকায়ুক্ত জীব ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মই অনুভব করেন—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মন্তুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গী ১৮।৫৪॥৪৪॥

এবং সমাহিতমতির্মামেবানুমানমাত্মনি ।

বিচষ্টে ময়ি সর্কাঅনু জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥২৫॥

অন্বয় । এবং সমাহিতমতিঃ ( সমাহিতা স্থিরীকৃতা মতিঃ যন্ত সং ) জ্যোতিষি সংযুতং জ্যোতিঃ ইব নাম্ এব ( ব্রহ্ম ) আত্মনি ( জীবাত্মনি ) আত্মানং ( চ ) সর্কাঅনু ( সর্কাঅনি ) ময়ি ( সংযুতং ) বিচষ্টে ॥৪৫॥

অনুবাদ । এইরূপে সমাহিতচিত্ত পুরুষ জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির আর ব্রহ্মরূপ আমাকে জীবাত্মার এবং জীবাত্মাকে সর্কাঅনি স্বরূপ আমাতে দর্শন করিবে ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ । কিন্তু ধ্যানময়ী ভবেদিত্যাং—এবমিতি । সমাহিতা সমাধিযুক্তা মতির্ঘস্য সং । মামেব ব্রহ্ম আত্মনি-জীবাত্মনি বিচষ্টে আত্মানঞ্চ সর্কাঅনি ময়ি সংযতং বিচষ্টে। জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতমিতি ব্রহ্মজীবায়োরপ্রাকৃতস্বীয়-পূর্ণজ্যোতির্জ্যোতিকণত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥৪৫॥

**বঙ্গানুবাদ।** কিন্তু ধ্যানময় হইবে—ইহাই বলিতে ছেন। সমাহিতমতি ঘাঁহার মতি সমাহিতা বা সমাধি-বৃত্তা। আমাকেই ব্রহ্মকে, আত্মা জীবাত্মাতে বিচষ্টে দেখেন, অর্থাৎ আপনাকেও সর্বাত্মা যে আমি সেই আমাতে সংযুক্ত দর্শন করেন। জ্যোতিতে জ্যোতিঃ সংযুক্ত—এস্থলে ব্রহ্ম ও জীবের অপ্রাকৃত স্বীয় পূর্ণজ্যোতি ও জ্যোতির কণা ইহাই জানান হইল ॥৪৫॥

**অনুদর্শিনী।** জ্যোতিঃ অর্থাৎ কিরণ জ্যোতিষি অর্থাৎ কিরণমালী স্বর্ঘ্যে সংযুত হইয়া যেরূপ নিজেকে স্বর্ঘ্যের নিত্যাপ্তিত দর্শন করে তদ্রূপ।

ব্রহ্ম—পূর্ণজ্যোতিঃ, জীব—জ্যোতিঃ কণা—

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যাদাস।

কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

স্বর্ঘ্যাস্তকিরণ যেন অগ্নিজালাচয়।”

চৈঃ চঃ ন ২০ প

“চিংকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।

নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণ করেন আদর।”

প্রেমবিবর্ত ॥৪৫॥

ধ্যানেন্থং স্মৃতীত্রেণ যুজ্যতো যোগিনো মনঃ।

সংযাস্তাত্যাস্ত নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥১৪॥

**অন্নয়।** ইথং স্মৃতীত্রেণ ধ্যানেন মন যুজ্যতঃ (সমা-দধতঃ) যোগিনঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ (দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াসু অধিভূতাদিদৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমঃ অধ্যাসরূপঃ) আস্ত নির্বাণং (শান্তিঃ) সংযাস্ততি (সম্যক্ যাতি) ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়স্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

**অনুবাদ।** এইপ্রকার স্মৃতীত্র ধ্যানের দ্বারা মনের সমাধান করিলে যোগিগুরুবের দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়াবিষয়ক অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রম শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

**বিশ্বনাথ।** এবম্ভূতসমাধিপৰ্য্যাস্ত ধ্যানস্ত ফলমাহ—ধ্যানেনেতি। যুজ্যতঃ সমাদধতঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াসু অধি-ভূতাদিদৈবাধ্যাত্মসু ভ্রমঃ অধ্যাসরূপঃ নির্বাণং শান্তিঃ সম্যক্ যাতি যাস্ততি ॥৪৬॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

একাদশে সঙ্গতঃ সংসঙ্গতোহভূচ্চতুর্দশঃ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তীকুরকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী

টীকা সমাপ্তা।

**বঙ্গানুবাদ।** এই প্রকার সমাধি পর্য্যাস্ত ধ্যানের ফল বলিতেছেন। যোগ অর্থাৎ সমাধানকারী। দ্রব্য-জ্ঞান ক্রিয়াসমূহে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই সকলে ভ্রম—অধ্যাসরূপ নির্বাণ অর্থাৎ শান্তি সম্যক্ প্রাপ্ত হন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের চতুর্দশাধ্যায়ের

সাধুজনসম্মত ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী

টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

**অনুদর্শিনী।** কিরণ ও স্বর্ঘ্য তেজোময় বলিয়া উভয়ে যেমন একজাতীয়, জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে চিং বা চেতন বলিয়া তেমন একজাতীয়।

এইপ্রকার সমাধি—জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর একজাতীয় বিচারে ঐক্যভাবনাভূত।

দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়া অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম।

মহতত্ত্ব বিকুরীণাদ্রভঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।

তমঃপ্রধানস্তবদ্রব্যজ্ঞানক্রিয়ায়কঃ ॥ ভাঃ ২।৫।২০

অর্থাৎ রজঃ ও সত্ত্বগুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত তমঃপ্রধান মহতত্ত্ব হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপ বা অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপ অর্থাৎ মহাভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতার আধারস্বরূপ অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইল।

অতএব মুমুক্শু ব্যক্তি উপরিউক্ত ধ্যানফলে ঐ সকল ভ্রম অর্থাৎ অগ্যাস পরিত্যাগে শান্তি প্রাপ্ত হন ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ের

সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

## পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ

### শ্রীভগবানুবাচ

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ ।

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥১॥

অন্নয় । শ্রীভগবান্ উবাচ—জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য  
( স্থিরচিত্তস্য ) জিতশ্বাসস্য ময়ি চেতঃ ধারয়তঃ যোগিনঃ  
সিদ্ধয়ঃ উপতিষ্ঠন্তি ( স্বয়মেবাগচ্ছন্তি ) ॥১॥

অনুবাদ । শ্রীভগবান্ বলিলেন—( হে উদ্ধব ),  
জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে যুক্তচিত্ত যোগি-  
গণের নিকট অগ্নিমাди সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই উপস্থিত  
হয় ॥১॥

### বিশ্বনাথ

অগ্নিমাдиঃ সিদ্ধয়োহষ্টাদশ গোণান্তথাপরঃ ।

ধারণাথাঃ পঞ্চদশে যোগবিস্তরয়োদিতাঃ ॥

এবং যোগাভ্যাসিনঃ সিদ্ধয়োহপ্যাবির্ভবন্তি স্বাপনি-  
স্পৃহো ভবেদিতি জ্ঞাপয়িতুমাহ,—জিতেন্দ্রিয়স্যোতি ।  
যুক্তস্য স্থিরচিত্তস্য ॥১॥

বঙ্গানুবাদ । পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধারণা হইতে জাত  
অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি ও গোণ দশটী যোগের বিস্তর ইহাই  
কথিত হইয়াছে ।

এইরূপ যোগাভ্যাসিনী সিদ্ধিও আবির্ভূত হয় । সে-  
গুলিতেও নিঃস্পৃহ হইতে হইবে । যুক্ত অর্থাৎ স্থির-  
চিত্ত ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী । যোগী অন্তরায়স্বরূপ অষ্ট-  
সিদ্ধিতে নিঃস্পৃহ হইয়া পরমেশ্বরপর হইবেন ॥১॥

— — —

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কা শ্বিং কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত ।

কতি বা সিদ্ধয়ো ক্রহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥২॥

অন্নয় । শ্রীউদ্ধব উবাচ—( হে ) অচ্যুত, ভবান্,  
(এব) যোগিনাং সিদ্ধিঃ ( সিদ্ধিপ্রদো ভবতি, অতঃ )

কয়া ধারণয়া কা শ্বিং ( কিং নামা ) কথং বা ( কীদৃশী বা )  
সিদ্ধিঃ ( ভবতি ) সিদ্ধয়ঃ বা ( ধারণাশ্চ ) কতি ( কতি-  
সংখ্যকাঃ ইতি ) ক্রহি ( বর্ণয় ) ॥২॥

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে অচ্যুত, আপনিই  
যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদাতা সুতরাং কোন্ ধারণাধারা  
কীদৃশী সিদ্ধি লাভ হয় এবং ধারণা এবং সিদ্ধিই বা কত  
প্রকার তাহা আপনি বর্ণন করুন ॥২॥

বিশ্বনাথ । শ্বিং প্রশ্নে বিতর্কে বা ॥২॥

বঙ্গানুবাদ । শ্বিং প্রশ্নে বা বিতর্কে ॥২॥

### শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োহষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ ।

তাসামাষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥৩॥

অন্নয় । শ্রীভগবান্ উবাচ—যোগপারগৈঃ সিদ্ধয়ঃ  
ধারণাঃ ( চ ) অষ্টাদশ প্রোক্তাঃ ( কথিতাঃ ) তাসাং অষ্টৌ  
মৎপ্রধানাঃ ( অহমেব প্রধানং মুখ্যং স্বভাবত আশ্রয়ো  
বাসাং তাঃ ) ( অত্যাঃ ) দশ গুণহেতবঃ সঙ্কোৎকর্ষহেতুকাঃ  
এব ॥৩॥

অনুবাদ । শ্রীভগবান্ বলিলেন—যোগপারদর্শী  
মুনিগণ ধারণা ও তজ্জনিত সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া-  
ছেন । তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার সিদ্ধি প্রধানভাবে আমাকে  
আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, অপর দশপ্রকার সঙ্কটগুণের  
উৎকর্ষহেতু আবির্ভূত হয় ॥৩॥

বিশ্বনাথ । ধারণাশ্চাষ্টাদশেত্যমুশঙ্কঃ । মৎপ্রধানা  
অহমেব প্রধানং মুখ্যং স্বভাবত আশ্রয়ো বাসাং তাঃ । ময়ি  
তাঃ পূর্ণা এব মৎস্বরূপশক্ত্যুৎসাদনামায়িক্যঃ । অতত্র  
সাধনবশাৎ কিঞ্চিন্নূনা মায়িক্য এব প্রায়ো ভবন্তীতি  
ভাবঃ । অত্যা উন্নিবাহিতাদয়ো দশ গুণহেতবঃ সঙ্কাদি-  
গুণহেতুকাঃ এব ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ । ধারণাও অষ্টাদশ—ইহাই অমুশঙ্ক ।  
মৎপ্রধান—যাহাদের আমিই প্রধান বা মুখ্য অর্থাৎ  
স্বভাবত আশ্রয় । আমাতে তাহারা পূর্ণ ও আমার স্বরূপ  
শক্তি হইতে জাত বলিয়া অমায়িক । অতস্থলে সাধনবশ

কিছু কম ও মায়িকই প্রায় হইয়া থাকে। অতঃ উদ্ভি  
রাহিত্য প্রভৃতি দশটি গুণহেতু-সদ্বাদিশুণ্ণজন্তু গোণ ॥৩॥

**অনুদর্শিনী।** অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে আটটি  
অমায়িক বা গুণাতীত আর অপর দশটি মায়িক অর্থাৎ  
ত্রিগুণাত্তরিত বা গোণ ॥৩॥

---

অগ্নিমা মহিমা মূর্ত্তেল্যঘিমা প্রাপ্তিরিদ্ভিঃ।

প্রাকাম্যঃ শ্রুতদৃষ্টেযু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥

গুণেষুসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তুদবশতি ।

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবোৎপত্তিকা মতাঃ ॥৪-৫॥

**অনুব্র।** অগ্নিমা মহিমা লঘিমা (চ) মূর্ত্তেঃ (দেহস্থ  
তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ), ইদ্ভিঃ (সর্বপ্রাণিনামিদ্ভিঃ সহ  
তত্তদ্বিষ্ঠাত্তদেবতারূপেণ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ) প্রাপ্তিঃ (প্রাপ্তিনাম  
সিদ্ধিঃ) শ্রুতদৃষ্টেযু (শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেযু দর্শন-  
যোগেষুপি সর্বেষু ভূবিবরাদিপিহিতেষুপি) প্রাকাম্যঃ  
(ভোগদর্শনসামর্থ্যঃ সিদ্ধিঃ) শক্তিপ্রেরণঃ (শক্তীনাং  
মায়াতদংশভূতানাং প্রেরণম্) ঈশিতা (নাম সিদ্ধিঃ),  
গুণেষু (বিষয়ভোগেষু) অসঙ্গঃ বশিতা (নাম সিদ্ধিঃ)  
যৎকামঃ (যদ্ যৎ স্তুং কাময়তে) তৎ (তত্তৎ স্তুং)  
অবশতি (তস্ত তস্ত সীমানং প্রাপ্নোত্যর্টমী সিদ্ধিঃ)। (হে)  
সৌম্য এতাঃ মে (মম) অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ উৎপত্তিকাঃ  
(স্বাভাবিক্যো নিরতিশয়াঃ) চ মতাঃ ॥ ৪-৫ ॥

**অনুবাদ।** অগ্নিমা, মহিমা ও লঘিমা এই তিনটি  
সিদ্ধি দেহের, বদ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাত্তদেবতার  
দর্শনাদি সিদ্ধি হয়, তাহা প্রাপ্তি নামী সিদ্ধি,  
পারলৌকিক ও ঐহিক সর্বত্র ভোগদর্শন-সামর্থ্য প্রাকাম্য  
নামী সিদ্ধি, শক্তিসমূহের প্রেরণা ঈশিতা নামী সিদ্ধি,  
বিষয়ভোগে অনাসক্তি বশিতা নামী সিদ্ধি, যে স্তুংভোগে  
ইচ্ছা হয়, সম্পূর্ণরূপে সেই স্তুংপ্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা  
সিদ্ধি। হে উদ্ধব, এই অষ্টসিদ্ধি স্বাভাবিকী এবং নিরতিশয়া  
বলিয়া সম্মত হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** তাস্তষ্টম্ মধ্যে অগ্নিমা মহিমা লঘিমা  
চেতি তিভ্যঃ সিদ্ধয়ো মূর্ত্তেদেহস্থ ইদ্ভিঃ সৈদ্ভিঃ সর্বৈ-

ন্দ্রিয়প্রবিষ্টৈরতীষ্টসর্ববিষয়প্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তিনাম সিদ্ধিঃ।  
শ্রুতেষু দর্শনযোগ্যেষু দৃষ্টেযু দর্শনযোগ্যেষুপি সর্বেষু  
ভূবিবরাদিপিহিতেষুপি ভোগদর্শনসামর্থ্যঃ প্রাকাম্যঃ নাম  
সিদ্ধিঃ। শক্তিপ্রেরণং জীবেষু স্বশক্তিসঞ্চারণং ঈশিতা নাম  
সিদ্ধিঃ। গুণেষুসঙ্গঃ বিষয়ভোগেষুপ্যনাসক্তির্বশিতা-নাম  
সিদ্ধিঃ। যৎকামঃ যদ্ যৎ স্তুং কাময়তে তত্তদবশতি তস্ত  
সীমানং প্রাপ্নোত্যর্টমী কামাবসায়িতা নাম সিদ্ধিঃ  
উৎপত্তিকাঃ স্বাভাবিক্যঃ নিরতিশয়াঃ ॥ ৪-৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সেই আটটির মধ্যে অগ্নিমা, মহিমা,  
ও লঘিমা এই তিনটি সিদ্ধি বৃষ্টি অর্থাৎ দেহের, ইন্দ্রিয়দ্বারা  
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সহিত সর্বৈন্দ্রিয় প্রবিষ্টদ্বারা অতীষ্ট সর্ব-  
বিষয়ের প্রাপ্তি, ইহা প্রাপ্তিনামে সিদ্ধি। শ্রুতদৃষ্ট অর্থাৎ  
দর্শনযোগ্য ও দর্শনযোগ্য সমস্ত বিষয় ভূবিবরাদি মধ্যে  
আবৃত থাকিলেও ভোগদর্শনের সামর্থ্য প্রাকাম্য নামে  
সিদ্ধি। শক্তিপ্রেরণ অর্থাৎ জীবগণে স্বশক্তিসঞ্চারণ  
ঈশিতা নামে সিদ্ধি। গুণসমূহে বা বিষয়ভোগে অসঙ্গ  
বা অনাসক্তি বশিতা নামে সিদ্ধি। যৎকাম অর্থাৎ যে যে  
স্তুং কামনা করে, সেই সেই তাহার অবসান বা সীমাপ্রাপ্ত  
হয়—ইহাই অষ্টমসিদ্ধি-কামাবসায়িতা, উৎপত্তিক অর্থাৎ  
স্বাভাবিক ও নিরতিশয় ॥ ৪-৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** দেহের সিদ্ধি—(১) অগ্নিমা—অগ্নু  
হইয়া শিলায়ও প্রবেশ করিতে পারে; (২) মহিমা—মহান্  
বা বৃহৎ হইয়া সর্বব্যাপী হয়; (৩) লঘিমা—লঘু হইয়া  
স্বর্ষাকিরণ অবলম্বন করিয়া স্বর্ষ্যালোকে যায়। ইন্দ্রিয়ের  
সিদ্ধি—প্রাপ্তি—অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ  
করে ॥ ৪-৫ ॥

অনুশ্রীমদ্ভূঃ দেহেহস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।

মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥

স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।

যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাস্ত্রাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ৬-৭ ॥

**অনুব্র।** (গুণহেতুঃ সিক্তীরাহ) অস্মিন্ দেহে  
অনুশ্রীমদ্ভূঃ (স্বুংপিপাসাদিরাহিত্যং) দূরশ্রবণদর্শনং (দূরে



শ্রবণং দর্শনঞ্চৈতি ধে সিন্ধী ) মনোজবঃ ( মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ ) কামরূপং ( কামিতরূপপ্রাপ্তিঃ ) পরকারঃ-প্রবেশনং ( পরদেহ-প্রবেশঃ ) স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ ( স্বেচ্ছামৃত্যুঃ ) দেবানাং সহ ক্রীড়াস্তাদর্শনম্ ( অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং বাঃ ক্রীড়াস্তাসাম্ অনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ ) যথাসঙ্কল্পসংসিক্টিঃ ( সঙ্কল্পানুরূপপ্রাপ্তিঃ ) অপ্রতিহতগতিঃ ( আ সমস্তাং গতির্থতাঃ সা ) আজ্ঞা ( চ ইতি এতাঃ দশ ) ॥৬-৭॥

**অনুবাদ।** নিম্নোক্ত দশটি সিদ্ধি মায়িক। এই দেহমধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরাহিত্য, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন মনোবেগের দ্বারা দেহের গতি, ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ, পরদেহ-প্রবেশ। ইচ্ছামৃত্যু, অপ্সরাগণ সহ দেবগণের ক্রীড়াদর্শন, সঙ্কল্পিত পদার্থের প্রাপ্তি, অপ্রতিহত গতি ও আজ্ঞা ॥ ৬-৭ ॥

**বিশ্বনাথ।** গুণনিবন্ধনা দশ সিদ্ধিরাহ, — অনুশ্লিষ্ম-জং ক্ষুৎপিপাসাদিষড়ুশ্মিরাহিত্যং। দূরশ্রবণদর্শনমিতি দূরদর্শনং দূরশ্রবণমিতি ধে সিন্ধী ইত্যেকৈ, একৈবেত্যন্তে। মনোজবঃ মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ। কামরূপং কামিত-রূপপ্রাপ্তিঃ। অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং বাঃ ক্রীড়াস্তা-সামনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ। যথা সঙ্কল্পসংসিক্টিঃ সঙ্কল্পিত-পদার্থপ্রাপ্তিঃ। ইয়ং কিঞ্চিং কায়িকাদিপ্রযত্নসাপেক্ষেতি কামাবসায়িতাভেদঃ কল্প্যঃ। অপ্রতিহতা আজ্ঞা গতিশ্চে-ত্যেকৈব সিক্কিরিত্যেকৈ। অপ্রতিহতাজ্ঞয়মপ্রতিহত-গতিত্বমিতি ধে সিন্ধী ইত্যপরে ॥ ৬-৭ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** গুণ-নিবন্ধন দশটি সিদ্ধির কথা বলিতেছেন। অনুশ্লিষ্ম অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়ুশ্মিরাহিত্য, দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ—কেহ কেহ এই দুইটি সিদ্ধি, কেহ কেহ বা একটা বলেন। মনোজব বা মনের বেগসমান দেহের গতি। কামরূপ—কামিত বা অতিলষিতরূপপ্রাপ্তি। দেবগণের অপ্সরা সহিত যে ক্রীড়া তাহার অনুদর্শন অর্থাৎ প্রাপ্তি। ইহা কিছু কায়িক প্রভৃতি প্রযত্ন-সাপেক্ষ বলিয়া কামাবসায়িতা হইতে ভিন্ন কল্পনা করিতে হইবে। অপ্রতিহত আজ্ঞা বা গতি—একই সিদ্ধি কেহ কেহ বলেন, কেহ কেহ বা দুইটি সিদ্ধি বলেন ॥ ৬-৭ ॥

**অনুদর্শিনী।** যড়ুশ্মি—ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহ-জরামৃত্যু ॥ ৬-৭ ॥

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্ব পরচিত্তাভিজ্ঞতা।

অগ্ন্যর্কাসু বিবাদীনাং প্রতিষ্ঠন্তোহপরাজয়ঃ ॥

এতাশ্চোদেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।

যয়া ধারণয়া যা স্তাদ্যথা বা স্তান্নিবোধ মে ॥৮-১॥

**অনুব্র।** ( কুদ্রসিন্ধীশ্চ পঞ্চাহ ) ত্রিকালজ্ঞত্বম্ অদ্বন্দ্বম্ ( শীতোষ্ণাত্তনভিভবঃ ) পরচিত্তাভিজ্ঞতা অগ্ন্যর্কাসু-বিবাদীনাং ( অগ্নি-সূর্য্য-জল-বিষ-প্রভৃতীনাং ) প্রতিষ্ঠন্তঃ ( স্তম্ভনম্ ) অপরাজয়ঃ ( চ পঞ্চ ক্ষুদ্রাঃ সিদ্ধয়ঃ ) এতাঃ যোগধারণসিদ্ধয়ঃ উদ্দেশতঃ ( লক্ষণপূর্ব্বকসংজ্ঞামাত্রতঃ ) প্রোক্তাঃ চ যয়া ধারণয়া যা ( সিদ্ধিঃ ) স্তাৎ যথা বা স্তাৎ ( তৎ ) মে ( মন্তঃ ) নিবোধ ( শৃণু ) ॥ ৮-১ ॥

**অনুবাদ।** আর এই পাঁচটি ক্ষুদ্রসিদ্ধি—ত্রিকালজ্ঞত্ব, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, অন্তের চিন্তাবৃত্তি জানিবার শক্তি অগ্নি-সূর্য্য-জল-বিষ প্রভৃতির শক্তির স্তম্ভন ও সর্বত্র জয় ॥ ৮-১ ॥

**বিশ্বনাথ।** কুদ্রসিন্ধীশ্চ পঞ্চাহ,—ত্রিকালজ্ঞত্বমিতি। অদ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাত্তনভিভবঃ। অগ্ন্যাदीनां স্তম্ভনম্ ॥ ৮-১ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** পাঁচটি ক্ষুদ্রসিদ্ধির কথা বলিতেছেন। অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণকর্কটক অনভিভব ( অভিভূত না হওয়া ), অগ্নিপ্রভৃতির স্তম্ভন ॥ ৮-১ ॥

**অনুদর্শিনী।** অগ্নিপ্রভৃতির স্তম্ভন অর্থাৎ অগ্নি-প্রভৃতির দাহাদি শক্তির প্রতিবন্ধন। যথা—“অগ্ন্যা-দি-শক্তিসংস্তম্ভত্ব-সংস্তম্ভ ইয়তে।”—কৌশ্লে। ( অগ্নি ) প্রভৃতি শব্দে—শস্ত্র-অস্ত্র-নখ-দস্ত-তাড়ন-শাপাদি দ্বারা অপ্রতিহতি বুঝিতে হইবে ॥ ৮-১ ॥

ভূতস্বপ্নান্নি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েম্মমঃ।

অগিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥১০॥

**অনুব্র।** ভূতস্বপ্নান্নি ( ভূতস্বপ্নোপাধৌ ) ময়ি তন্মাত্রং ( ভূতস্বপ্নাকারং ) মনঃ ধারয়েৎ ( সং ) তন্মাত্রো-

পাসকঃ মমঃ (মদীয়ং) অগিমানম্ অবাপ্নোতি  
(লভতে) ॥১০॥

**অনুবাদ।** স্থলভূতরূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত  
আমার প্রতি, স্থলভূতরূপ মনের ধারণা করিলে সেই  
উপাসক আমার অগিমা নামক সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥১০॥

**বিশ্বনাথ।** ভূতস্থল্লাম্বনি ভূতস্থল্লাম্বিপাধৌ ময়ি।  
তন্মাত্রাং ভূতস্থল্লাম্বিকারং স তন্মাত্রোপাসকঃ মম মদীয়-  
মগিমানং পরমাধ্বাকারতাং সিদ্ধিং। যয়া শিলামপি  
প্রবেষ্টুং শক্নোতি ॥১৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** ভূতস্থল্লাম্বা—ভূতস্থল্—উপাধি-  
বিশিষ্ট আমাতে। তন্মাত্র ভূতস্থল্লাম্বিকার। সেই তন্মাত্রো  
পাসক আমার অগিমা অর্থাৎ পরমাণু-আকারতা সিদ্ধি।  
যদ্বারা শিলাতেও প্রবেশ করা যায় ॥১০॥

### অনুদর্শিনী।

ভূতস্থল্লাম্বানাম্বনি পরমাণুস্থিতেহ্লরূপে।  
তন্মাত্রাবয়বে স্থল্লে পরমাধ্বভিনানকে ॥  
প্রত্যেকগণুরূপস্ত বিষ্ণুং ধ্যায়েরনুর্ভবেৎ। কাপিলেয়ে  
শ্রীভগবান্ 'অগিমা'কে মদীয় বলয় বুঝিতে হইবে  
যে, উহা ভগবানের একাংশই। জগদ্ব্যাপার-বর্জিত  
হায়ে তৎপ্রাপ্তি অসম্ভব ॥১০॥

মহত্ত্বান্ননি ময়ি যথাসংস্থং মনোদধৎ।

মতিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১১॥

**অনুব্র।** মহত্ত্বান্ননি- (জ্ঞানশক্তিপ্রদানে মহত্ত্বো-  
পাধৌ) ময়ি যথাসংস্থং (মহত্ত্বাকারং) মনঃ দধৎ  
(ধারণ্যং) মহিমানম্ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ভূতানাং চ  
(আকাশাদি-ভূতোপাধৌ চ মনো ধারণ্যং) পৃথক্ পৃথক্  
(তদ্রূপং মহিমানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১১॥

**অনুবাদ।** জ্ঞানশক্তি-প্রদান মহত্ত্বরূপ উপাধি-  
বিশিষ্ট আমাতে মহত্ত্বাকার চিত্ত ধারণাদ্বারা মদীয় মহিমা  
নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এইরূপ আকাশাদি অগ্ৰা  
ভৌতিক উপাধিতে মনের ধারণাদ্বারা তাহাদের অল্পরূপ  
সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় ॥১১॥

**বিশ্বনাথ।** মহত্ত্বান্ননি জ্ঞানশক্তিমহত্ত্বোপাধৌ  
ময়ি। যথাসংস্থং মহত্ত্বাকারং মহিমানং পরমমহদাকারতাং  
যয়া সর্বমপি ব্যাপ্তুং শক্নোতি। ভূতানাঞ্চেতি আকাশাদি  
ভূতোপাধৌ চ ময়ি মনো ধারণ্যং তদ্রূপং মহিমানং  
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১১॥

**বঙ্গানুবাদ।** মহান্, আত্মাতে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি  
মহত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট আমাতে যথা সংস্থ অর্থাৎ মহত্ত্বা-  
কার মহিমা—পরমমহৎ আকার বিশিষ্টতা, যদ্বারা সমস্ত  
পদার্থকেই ব্যাপিয়া রাখিতে পারা যায়। ভূতগণেরও  
আকাশাদিভূত—উপাধিবিশিষ্ট আমাতে মন ধারণা করিয়া  
সেই সেই রূপ অর্থাৎ মহিমা প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

### অনুদর্শিনী।

আকাশবৎ স্থলতাং যৌ ব্যাপ্তিস্থেইনবমপ্যতে।

তন্মাত্রব্যাপিনং বিষ্ণুং চিস্তয়ন্ স তথা ভবেৎ ॥  
কাপিলেয়ে।

আকাশাদিভূতোপাধি আমাতে—আকাশাদিশরীরক  
ভগবানে (ভাঃ ২।১।৩০ দ্রষ্টব্য) ॥১১॥

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।

কালস্থল্লাম্বার্থতাং যোগী লঘিমানমবাণুয়াৎ ॥১২॥

**অনুব্র।** যোগী ভূতানাং পরমাণুময়ে (বাণুদি  
ভূতানাং যে পরমাণবঃ তন্ময়ে তদ্রূপাধৌ) ময়ি চিত্তং  
রঞ্জয়ন্ (ধারণ্যং) কালস্থল্লাম্বার্থতাং (কালপরমাণুপাধিরূপতাং)  
লঘিমানম্ অবাণুয়াৎ ॥১২॥

**অনুবাদ।** যোগী বায়ু প্রভৃতি ভূত সকলের পরম  
স্থল্লাম্ব পরমাণুময় আমাতে চিত্ত ধারণাদ্বারা স্থল পরমাণু  
তুল্য লঘিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥১২॥

**বিশ্বনাথ।** পরমাণুময়ে বায়ুদিভূতানাং যে পর-  
মাণবস্তন্ময়ে তদ্রূপাধৌ ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্ কালস্থল্লাম্বার্থতাং।  
কালস্য বঃ স্থল্লাম্বঃ পরমাণু স এবার্থ উপাধির্ঘস্য তত্ত্বাং  
তদ্বদতিলঘুত্বরূপং লঘিমানম্। তদ্বক্ত— স কালঃ  
পরমাণুর্বে যৌ ভুঙ্তে পরমাণুতাম্ ইতি ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ।** পরমাণুময় বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের  
যে সকল পরমাণু তদ্বক্ত সেই উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে

চিত্ত রঞ্জন বা ধারণ করিয়া কালস্থলার্থতা অর্থাৎ কালের যে স্থল্যাংশ পরমাণু সেই অর্থ বা উপাধিব্যুক্ত অর্থাৎ সেইরূপ অতি লঘুত্বরূপ লঘিমা। কথিত আছে—যে কাল পরমাণু অবস্থা ভোগ করে তাহাকে পরমাণুকাল বলে। (ভাঃ ৩।১।১৪)

**অনুদর্শিনী।** পরমাণু—ভারশূন্য পরমস্থল্যবস্থা। তদুপাধি অর্থাৎ তদন্তর্ধামী আমাতে চিত্তরঞ্জন করিয়া যোগী সেই প্রকার অতিলব্ধতা প্রাপ্ত হন।

এই সিদ্ধিতে যোগী স্বর্ঘ্যের কিরণজালকে অবলম্বন করিয়া স্বর্ঘ্যালোকে গমন করেন ॥১২॥

— — —

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বেন মনো বৈকারিকেহখিলম্।

সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মম্মনাঃ ॥১৩॥

**অনুব্র।** বৈকারিকে অহংতত্ত্বেন (বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ) ময়ি অখিলম্ (একাগ্রং) মনঃ ধারয়ন্ মম্মনাঃ (মদগতচিত্তঃ সন্ যোগী) সর্বেন্দ্রিয়াণাং আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃস্বয়ং) প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি ॥১৩॥

**অনুবাদ।** যিনি বৈকারিক অহঙ্কাররূপ উপাধির অভ্যন্তরস্থিত আমার প্রতি একাগ্র মন ধারণা করেন, তিনি সর্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপা প্রাপ্তিলাভী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥১৩॥

**বিশ্বনাথ।** বৈকারিকাহঙ্কারোপাধৌ ময়ি অখিলং একাগ্রং সর্বেন্দ্রিয়াণাং সর্বেষামেবেন্দ্রিয়াণামভীষ্টবিষয়-গ্রাহকানাং আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃস্বয়মিত্যর্থঃ ॥১৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** বৈকারিক অর্থাৎ অহঙ্কার উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে অখিল একাগ্র সর্বেন্দ্রিয়—সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় গ্রাহকগণের আত্মস্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপে ভোক্তৃ ॥১৩॥

**অনুদর্শিনী।** সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট-বিষয়-গ্রাহক-গণের আত্মস্বরূপে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে ভোক্তৃ লাভ হয়।

এই শ্লোকে ভগবান্ ‘মম্মনা’ শব্দে জানাইয়াছেন যে,

আমাতে মনোধারণার প্রভাব হইতেই—এই সিদ্ধি লাভ হয়, অত্ৰ অতীব-হেতু নহে ॥১৩॥

— — —

মহত্যাঅনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্।

প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেহব্যক্তজন্মনঃ ॥১৪॥

**অনুব্র।** যঃ সূত্রে (ক্রিয়াশক্তিপ্রদানে) মহতি আত্মনি (মহত্ত্বোপাধৌ) ময়ি আত্মনি (পরমাঅনি) মানসং ধারয়েৎ (সঃ) অব্যক্তজন্মনঃ (অব্যক্তাজ্জন্মস্য তস্য সূত্রস্য তদুপাধেঃ) মে (মম) পারমেষ্ঠ্যং (সর্বোৎকৃষ্টং) প্রাকাম্যং বিন্দতে (লাভতে) ॥১৪॥

**অনুবাদ।** যে যোগী সূত্রে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট আমাতে মনের ধারণা করে, সে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট আমার প্রাকাম্যরূপ সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥১৪॥

**বিশ্বনাথ।** ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্ত্বমেব সূত্রং তদুপাধৌ ময়ি প্রাকাম্যমৈশ্বর্যং বিন্দতে। তদেব কিং। পারমেষ্ঠ্যং পরমেষ্ঠিনো ভাবঃ পারমেষ্ঠ্যং। কথন্তু তস্য মে। অব্যক্তজন্মনঃ অব্যক্তাজ্জন্মস্য তস্য সূত্রস্য সূত্রোপাধে-রিত্যর্থঃ ॥১৪॥

**বঙ্গানুবাদ।** ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্ত্বই সূত্র, সেই উপাধি-বিশিষ্ট আমাতে প্রাকাম্য—ঈশ্বর্যলাভ করে। তাহা কি? পারমেষ্ঠ্য—পরমেষ্ঠীর ভাব। কাহার পারমেষ্ঠ্য? অব্যক্ত জন্ম অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে যাহার জন্ম সেই সূত্রোপাধি আমার ॥১৪॥

**অনুদর্শিনী।** সামান্যতঃ ত্রিগুণই প্রধান। কাল-ক্রমে সদ্ভাংশের উদ্রেকে মহত্ত্ব, রাজো-অংশের উদ্রেকে মহত্ত্বভেদ—সূত্রতত্ত্ব, তমো-অংশের উদ্রেকে অহঙ্কার-তত্ত্ব। ভাঃ ২।৫।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

সূত্রতাং রজো বা ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্ত্বই সূত্র। এই সূত্রতত্ত্বের অন্তর্ধামীতে চিত্তধারণা দ্বারা যোগী প্রাকাম্য সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রাকাম্য—নিজের ইচ্ছামুরূপ দৃষ্টাদৃষ্টভোগপ্রাপ্তির

সামর্থ্য। যোগী ইচ্ছা করিলে জলে নিমজ্জনাতির তায়  
ভূমিতে যথেষ্ট উন্মজ্জিত বা নিমজ্জিত হইতেও  
পারেন ॥১৪॥

— — —

বিষেী ত্রাধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে ।

স ঈশিহমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥১৫॥

অনুব্র। ত্রাধীশ্বরে (ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি) কাল-  
বিগ্রহে (আকস্মিকরূপে) বিষেী (অন্তর্য়ামিণি ময়ি যঃ)  
চিত্তং ধারয়েৎ সঃ ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাং (ক্ষেত্রজ্ঞানাং  
জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তত্পাদীনাঞ্চ চোদনাং প্রেরণরূপম্)  
ঈশিত্বম্ অবাপ্নোতি (লভতে, নতু বিশ্বসৃষ্টাদিককর্তৃত্ব-  
লক্ষণমিত্যর্থঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। যে ত্রিগুণরূপা মায়ার নিয়ন্তা কাল-  
মূর্ত্তি সর্বান্তর্য়ামী বিষ্ণুরূপী আমাতে চিত্ত ধারণা করে সেই  
ব্যক্তি জীব এবং জীবের উপাধি দেহ-প্রেরণারূপ ঈশিত্ব  
নামক সিদ্ধি লাভ করে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। অধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি কাল-  
বিগ্রহে কালঃ কলয়িতা দ্রষ্টা তৎস্বরূপে। ঈশিত্বং বিশি-  
নষ্ট, —ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তত্পাদীনাঞ্চ।  
চোদনং প্রেরণং তত্র তত্র স্বশক্তিসঞ্চারণমিত্যর্থঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। অধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণমায়ার নিয়ন্তা,  
কালবিগ্রহ—কাল অর্থাৎ কলয়িতা বা দ্রষ্টা, সেই কাল-  
স্বরূপ। ঈশিত্বের কথা বিশেষভাবে বলিতেছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ  
জীবগণের ও তত্পাদি ক্ষেত্রসমূহের চোদন অর্থাৎ প্রেরণ,  
সেই সেই ব্যাপারে স্বশক্তিসঞ্চারণ ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। কালের অন্তর্য়ামী ভগবানের  
উপাসকগণ ঈশিত্ব সিদ্ধিলাভ করেন। ঐশ্বর্য্যে ভূত ও  
ভৌতিক-পদার্থের উপর স্বশক্তি-সঞ্চারণে সমর্থ হন।  
তিনি ইচ্ছা করিলে পরমাণুর মিলনে পর্কত নির্মাণ এবং  
পর্কতকে পরমাণুতে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু  
পরমেশ্বরের তায় বিশ্বসৃষ্টাদি-কর্তৃত্ব তাহার লাভ হয়  
না ॥১৫॥

— — —

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছন্দশক্তিতে ।

মনো ময়াদধদ্যোগী মনুস্মা বশিতামিয়াং ॥১৬॥

অনুব্র। তুরীয়াখ্যে (বিরাট্-হিরণ্যগর্ভ কারণ  
রূপোপাধিতুরীয়াতীতে) ভগবচ্ছন্দশক্তিতে (ষড়ৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধে)  
নারায়ণে ময়ি মনঃ আদধৎ (ধারণন্ যোগী মনুস্মা (মন)  
বশিতাং (গুণেষসঙ্গম্) ইয়াং (লভতে) ॥১৬॥

অনুবাদ। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ তুরীয় নারায়ণ-  
রূপী আমাতে চিত্ত ধারণ করেন, তিনি মদীয় ধর্ম্মযুক্ত  
হইরা বশিতা অর্থাৎ গুণসমূহে অনাসক্তি লাভ করিয়া  
থাকেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। তুরীয়াখ্যে,—“বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ  
কারণক্ষেত্ৰোপাধয়ঃ। ঈশস্য বক্তিত্বিহীনং তুরীয়ং তৎপদং  
বিভুঃ।” ইত্যেবং তুরীয় আখ্যা যস্য তস্মিন্মিত্যনেন  
ভগবচ্ছন্দশক্তিতে ইত্যনেন চ নারায়ণস্য তুরীয়স্তে ষড়ৈশ্বর্য্য-  
বস্ত্রে চ মনসা ধার্য্যমাণে সত্যোবেতি ভাবঃ। অমর্থঃ। যস্য  
স্থূলং সূক্ষ্মক্ষেতি কার্য্যদ্বয়ং নোপাধিঃ। কারণং মায়্যা চ  
নোপাধিঃ কিন্তু তুরীয়ং সচ্চিদানন্দবস্ত্র আখ্যা আখ্যাগম্যা  
আকারো যস্য তস্মিন্ নারায়ণে। স চ কেন শব্দেনোচ্যতে  
তত্রাহ ভগবচ্ছন্দশক্তিতং। বশিতাং গুণেষসঙ্গম্ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। তুরীয়াখ্যে—“বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও  
কারণ—এই সকল মায়িক উপাধি। উপাধি শূন্যতত্ত্বই  
তুরীয় (চতুর্থ)’—(ভাবার্থদীপিকা)।—এই প্রকার যার  
তুরীয় আখ্যা, তাহাতে। এই হেতু ভগবৎশব্দশক্তিত,  
এই জ্ঞান-নারায়ণের তুরীয়ত্ব বা ষড়ৈশ্বর্য্যবস্ত্র মনে ধারণা  
হইলে। অর্থ এই—বাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্যদ্বয় উপাধি  
নয়। কারণ মায়্যাও উপাধি নয়, কিন্তু তুরীয় সচ্চিদানন্দ  
বস্ত্র আখ্যা, আখ্যাগম্যা আকার বাহার। তিনি কোন্  
শব্দবাচ্য? তাহাতে বলিতেছেন—ভগবৎশব্দশক্তি।  
বশিতা গুণগণে অসঙ্গ বা অনাসক্তি ॥১৬॥

অনুদর্শিনী। বিরাট্ অর্থাৎ স্থূল, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ  
সূক্ষ্ম, কারণ অর্থাৎ অবিজ্ঞা বা প্রকৃতি। ইহার ঈশ  
অর্থাৎ মহৎস্রষ্টা পুরুষাবতারের বিশেষ প্রকাশসমূহ। এই  
সকল উপাধি-সম্বন্ধ-বর্জিত পদই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ—

কারণার্গব-গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষত্রয়াতীত বৈকুণ্ঠনাথ  
শ্রীনারায়ণ।

ষড়ৈশ্বর্য্য—‘ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।  
জ্ঞানবৈরাগ্য্যৈশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইতীক্ষনা ॥’—বিষ্ণুপুরাণ।  
অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীৰ্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী—  
সৌন্দর্য্যও সম্পত্তি, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য্য—এই  
ছয়টি অচিন্ত্য গুণ বাহাতে অস্বাদিতাবে হস্ত, তিনিই  
ভগবান্।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীনারায়ণই ভগবৎশব্দশব্দিত অর্থাৎ  
তিনিই ভগবান্—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।

গৃহীতমায়োকুণ্ডলঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ভাঃ ২।৬।৩১

শ্রীব্রহ্ম নারদকে বলিলেন—ভগবান্ নারায়ণেই এই  
বিশ্ব অধিষ্ঠিত। ভগবান্ স্বতঃ অগুণ হইয়া ও সৃষ্টিকার্য্য  
নির্কাহের জন্ত মায়াদ্বারা গুণসকল অঙ্গীকার করিয়া  
থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ভক্ত ভীষ্মবাক্য—‘এব বৈ ভগবান্  
সাক্ষদাপ্তো নারায়ণঃ পুমান্’—ভাঃ ১।৯।১৮, শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য—  
‘স্বর্ঘ্যো স্থিতো’—ভাঃ ৭।৯।৩২, শ্রীপিপ্ললয়ন-বাক্য—  
‘স্থিতাস্তবপ্রলয়হেতুরহেতুস্ত’—ভাঃ ১।১৩।৩৫, শ্রীক্রমিল  
বাক্য—‘অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ’—ভাঃ ১।১৪।৩ ও  
শ্রীস্থতবাক্য—‘নারায়ণং দেবমদেবমীশ’—ভাঃ ১২।১২।৫৬  
শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।

যোগী ভগবান্ শ্রীনারায়ণে চিত্তধারণা দ্বারা বশিতা  
নাম্নীসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণে অসঙ্গী হইতে  
পারেন ॥১৬॥

নিগুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।

পরমানন্দমাপ্নোতি তত্র কামোহবসীয়তে ॥ ১৭ ॥

অন্নয়। নিগুণে (প্রাকৃতগুণরহিতে) ব্রহ্মণি ময়ি  
বিশদং (শুদ্ধং) মনঃ ধারয়ন্ যত্র (পরমানন্দরূপে)  
(সর্কোহপি) কামঃ অবসীয়তে (সমাপ্যতে তৎ)  
পরমানন্দম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। আমার নির্কির্শেব ব্রহ্মরূপে যে ব্যক্তি  
নির্মল মনের ধারণা করে, সেই ব্যক্তি কামবসায়িতা অর্থাৎ  
বাহাতে সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি হয় তাদৃশ পরমানন্দ  
লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। সর্কোহপি কামো যত্রাবসীয়তে  
সমাপ্যতে তৎ পরমানন্দং ব্রহ্মসামুজ্যমিতি সন্দর্ভঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত কামেরই যেখানে অবসান বা  
সমাপন, সেই পরমানন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মসামুজ্য—ইহা ক্রম-  
সন্দর্ভ টীকার মত ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। “সকল কামই ব্রহ্মানন্দাংশভূত।  
শ্রুতি বলেন—“এতসৌবানন্দস্যাত্মানি ভূতানি মাত্রামুপ-  
জীবন্তি। এইরূপে ব্রহ্মসামুজ্যও সিদ্ধিমধ্যেই গণিত।”  
—শ্রীল জীবগোস্বামী। অতএব যোগী নির্কির্শেব ব্রহ্ম-  
ধারণাদ্বারা ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

শ্বেতদ্বীপপতোঁ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।

ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি যড়ুশ্মিরহিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

অন্নয়। শুদ্ধে (সম্ব্যক্তকে) ধর্ম্মময়ে (সাত্ত্বিক  
ধর্ম্মাধিষ্ঠাতরি) শ্বেতদ্বীপপতোঁ ময়ি চিত্তং ধারয়ন্  
যড়ুশ্মিরহিতঃ (ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতঃ) নরঃ শ্বেততাং  
(শুদ্ধরূপতাং) যাতি (লভতে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সাত্ত্বিক ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা, সম্ব্যক্ত, শ্বেতদ্বীপ-  
পতি আমাতে চিত্ত ধারণা করিলে মানব ক্ষুধাহৃষাদি  
মর্ত্ত-ধর্ম্ম-রহিত হইয়া শুদ্ধরূপ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। অতঃপরং গুণহেতুকাঃ শ্বেততাং  
শুদ্ধরূপতামিত্যনুশ্মিন্নব্দনাম্নী সিদ্ধিঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার পর গুণহেতু সিদ্ধিসমূহের কথা।  
শ্বেততা—শুদ্ধরূপতা ইহা অনুশ্মিন্নব্দ নামে সিদ্ধি ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। ইহার পর—অষ্টসিদ্ধির অন্তর।  
শুদ্ধরূপতা—রজস্তমোহীন সম্ব্যক্ততা ॥ ১৮ ॥

ময্যাকাশাশ্বনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্রহন ।

তত্রোপলদ্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

**অনুব্র** । আকাশাশ্বনি প্রাণে ( আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিরূপস্তদ্রূপে ) ময়ি মনসা ঘোষণ ( নাদং ) উদ্রহন ( চিস্তয়ন্ ) অসৌ হংসঃ ( জীবঃ ) তত্র ( আকাশে ) উপলদ্ধাঃ ( অভিব্যক্তাঃ ) ভূতানাং বাচঃ ( বাক্যানি ) শৃণোতি ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ** । যে ব্যক্তি সমষ্টিপ্রাণরূপ উপাদিবিষিষ্ট আকাশাত্মা আমাতে মনের দ্বারা নাদ চিন্তা করে, সেই জীব আকাশে উচ্চারিত ভূতসকলের বাক্য দূর হইতেই শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

**বিশ্বনাথ** । আকাশাত্মা যঃ প্রাণঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ-স্তদ্রূপে ময়ি । মনসা ঘোষণ নাদং উদ্রহন চিস্তয়ন্ তত্রাকাশে উপলদ্ধা অভিব্যক্তা বা ভূতানাং বাচস্তা দূরতো হংসঃ শুদ্ধঃ সন্ শৃণোতীতি দূরশ্রবণম্ ॥ ১৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ** । আকাশাত্মা যে প্রাণ সমষ্টিব্যষ্টিরূপ-স্তদ্রূপ আমাতে । মনের দ্বারা ঘোষণ বা নাদ উদ্রহন বা চিন্তা করিতে করিতে সেই আকাশে উপলদ্ধ বা অভিব্যক্ত যে ভূতগণের বাক্য বা বাক্যসমূহ দূর হইতে হংস ( জীব ) শুদ্ধ হইয়া শ্রবণ করে—ইহাই দূরশ্রবণ ॥ ১৯ ॥

**অনুদর্শিনী** । হংস—জীব ।

ত্যাগাৎ পূর্ব্বশরীরাপাং নবান্নাং সঞ্চয়েন চ ।

জীবং হংস ইতি প্রাহস্তদ্ধেতুস্বাক্ষরিং পরম্ ॥ ভাঃতে

পূর্ব্বশরীর-সমূহ ত্যাগহেতু এবং নবদেহসমূহ সঞ্চয়জত জীবকে হংস এবং সেই ত্যাগও প্রাপ্তিরহেতু শ্রীহরিকে পরমতত্ত্ব বলা হয় ।

“হংসং গৃধানম্”—ভাঃ ৫।৭।১৪ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী জীবকে ॥ ১৯ ॥

চক্ষুস্তৃষ্ণির সংযোজ্য হৃষ্টারমপি চক্ষুষি ।

মাং তত্র মনসা ধায়ন্ বিশ্বং পশুতি দূরতঃ ॥ ২০ ॥

**অনুব্র** । হৃষ্টরি ( আদিত্যে তন্নিরূপরিচ্ছিন্নে ) চক্ষুঃ সংযোজ্য হৃষ্টারং অপি চক্ষুষি ( সংযোজ্য ) তত্র ( উভয়-

সংযোগে ) মাং মনসা ধায়ন্ দূরতঃ (এব) বিশ্বং পশুতি ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ** । হৃষ্যেতে চক্ষুকে এবং চক্ষুতে হৃষ্যকে সংযোগ করিয়া সেই উভয় সংযোগে চিত্তদ্বারা আমাকে ধ্যান করিলে, দূর হইতে সমস্ত বিশ্ব দর্শন হয় ॥ ২০ ॥

**বিশ্বনাথ** । হৃষ্টা হৃষ্যস্তন্নি চক্ষুঃ সংযোজ্য চক্ষুষি তং সংযোজ্য তত্রোভয়সংযোগে মাং ধায়ন্ বিশ্বং দূরস্থিতমপি পশুতীতি দূরদর্শনম্ ॥ ২০ ॥

**বঙ্গানুবাদ** । হৃষ্টা বা হৃষ্যে চক্ষু সংযোজন করিয়া চক্ষুতে হৃষ্যকে সংযোজন করিয়া সেখানে উভয়-সংযোগে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত দূরস্থিত বিশ্বও দর্শন করে ইহাই দূরদর্শন ॥ ২০ ॥

**অনুদর্শিনী** । সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী ভগবানের ধ্যানে দূরদর্শন লাভ হয় । ছান্দোগ্যে—“অথ য এষোহস্ত-রাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে ।” হিরণ্যময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় বা চৈতন্যময় পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন । “ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ ।”

হৃষ্যমণ্ডলমধ্যবর্তী কমলাসনে উপবিষ্ট—শ্রীনারায়ণ সর্বদা ধ্যেয় । ভাঃ ৫।৭।৩-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥

ধ্যানেন পুরুষোহরঞ্চ দ্রষ্টব্য হৃষ্যমণ্ডলে ।

সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥

—অগ্নিপুর্বাণ ॥ ২০ ॥

মনো ময়ি স্মসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা ।

মন্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥ ২১ ॥

**অনুব্র** । মনঃ দেহং (চ) তদনু (তদনুবর্তিনা) বায়ুনা সহ ময়ি স্মসংযোজ্য (যা) মন্ধারণা (ক্রিয়তে) (তত্ত্বাঃ) অনুভাবেন (প্রভাবেন) যত্র (মনো যাতি) তত্র বৈ আত্মা (দেহো যাতি) ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ** । মন ও দেহকে তদনুবর্তী বায়ু-সহ আমাতে উভয়রূপে সংযোগপূর্ব্বক মদীয় ধারণা প্রভাবে মন যে স্থানে গমন করে, দেহও তথায় গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

**বিশ্বনাথ।** মনো ময়িসংযোজ্য তদনুবর্ত্তি বায়ুনা সহ দেহঃ সংযোজ্য বা মদ্বারণা ক্রিয়তে তত্ৰাঃ প্রভাবেন যত্র আত্মা মনো যান্তি তত্রৈবাত্মা স্থলদেহোহপি যাতীতি মনোজবঃ ॥২১॥

**বঙ্গানুবাদ।** মন আমাতে সংযোগ করিয়া তদনুবর্ত্তী বায়ুর সহিত দেহকেও সংযোগ করিয়া যে আমার ধারণা করা হয়, তাহার প্রভাবে যেখানে আত্মা বা মন যায় সেখানেই আত্মা বা স্থল দেহও যায়—এই তইল মনোজব ॥২১॥

**অনুদর্শিনী।** মন প্রকৃতির অগিষ্ঠাতা আমাতে মনের অমুকুল বায়ু ও দেহ সংযোগে যোগিগণ আমার যে ধারণা করেন। দেহ মনেরই অঙ্গ। সুতরাং মন যেখানে যায়, দেহও সেখানেই যায় ॥২১॥

যদা মন উপাদায় যদ্যক্রপং বভূবতি।

তত্তত্তদেন্মানোরূপং মদ্যোগবলমাত্রয়ঃ ॥২২॥

**অনুয়।** (যোগী) যদা মনঃ উপাদায় (উপাদান-ধারণা কৃৎস্না) যৎ যৎ রূপং (দেবাদিরূপং) বভূবতি (ভবিতুং ইচ্ছতি) তৎ তৎ মনোরূপম্ (মানসো অতীষ্ট-রূপং) ভবেৎ (যতঃ) মদ্যোগবলং (মোহমচিন্ত্য-শক্তির্নানাকারঃ তস্মিন্ ময়ি মনসো যো যোগো ধারণা তত্র বলং প্রভাবঃ স এব) আশ্রয়ঃ (কাঃ) ॥২২॥

**অনুবাদ।** যেকালে যোগী মনকে উপাদান করিয়া যে যে দেবাদিরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে তাহার সেই সেই অতীষ্টরূপ নান্দ হইয়া থাকে, অচিন্ত্যশক্তিবৃত্ত আমার প্রতি চিত্তধারণার পন্যই উহার কারণ ॥২২॥

**বিশ্বনাথ।** মন উপাদায় উপাদানকাবৎ কৃৎস্না যদ দেবাদিরূপং ভবিতুমিচ্ছতি তত্তত্তদেন্মানোরূপং মনোহতীষ্ট-রূপং ভবেৎ। তত্র ময়ি যোগো যোগধারণা তস্য বলং প্রভাব এব আশ্রয়ঃ শাধকগিতি কাম্যরূপম্ ॥২২॥

**বঙ্গানুবাদ।** মনকে উপাদান ধারণ করিয়া যে দেবাদিরূপ হইতে ইচ্ছা করে সেই সেই মনের রূপ অর্থাৎ মনের অতীষ্টরূপ হইতে পাবে। সেখানে আমাতে যোগ

বা যোগধারণা, তাহার বল বা প্রভাবেই আশ্রয় বা শাধক—ইহা কাম্যরূপ ॥২২॥

**অনুদর্শিনী।** অতীষ্টরূপ—মনের অতীষ্ট দেবাদিরূপ। আমাতে যোগধারণার বল—অচিন্ত্যশক্তি নানা-কার যে আমি, সেই আমিই আশ্রয় বা কারণ ॥২২॥

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।

পিণ্ডং হিহা বিশেৎ প্রাণোবায়ুভূতঃ ষড়জিবৃৎ ॥২৩॥

**অনুয়।** সিদ্ধঃ (যোগী) পরকায়ং বিশন্ তত্র (যত্র প্রবিক্রিতি তত্র) আত্মানং ভাবয়েৎ (চিন্তয়েৎ, ততঃ) পিণ্ডং (স্বদেহং) হিহা প্রাণঃ (প্রাণপ্রধানলিঙ্গ-শরীরোপাধিঃ) বায়ুভূতঃ (বাহুবায়ো ভূতঃ প্রবিষ্টস্তেন মার্গেণেতর্যঃ) ষড়জিবৃৎ (ভূক্ষো যথা পুষ্পাং পুষ্পান্তর-মনারাসেন প্রবিশতি তথা) বিশেৎ (প্রবিশেৎ) ॥২৩॥

**অনুবাদ।** সিদ্ধ ব্যক্তি পরদেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরদেহ মধ্যে আত্মাকে চিন্তা করিবেন। তাহা হইলে ভূঙ্গ যেমন অনারাসে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীররূপ উপাদি-যুক্ত আত্মা বাহুবায়ুপথে পরশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥২৩॥

**বিশ্বনাথ।** তত্র পরকায়ে পিণ্ডং স্থলদেহং হিহা প্রাণঃ প্রাণপ্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ সন্ বায়ুভূতঃ বাহুবায়ুনা ভূতঃ প্রাণঃ বিশেৎ পরকায়ং প্রবিশেৎ ষড়জিবৃৎ পুষ্পাং পুষ্পান্তরং বিশতি মদ্যোগধারণা প্রভাবেণেতি যোজ্য-মিতি পরকায়প্রবেশঃ ॥২৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** সেই পরদেহে পিণ্ড-স্থলদেহ তাগ করিয়া প্রাণ-প্রধান-লিঙ্গশরীর উপাধিনিশিষ্ট হইয়া বায়ু-ভূত অর্থাৎ বাহুবায়ুদ্বারা ভূত বা প্রাণ হইয়া পরদেহে প্রবেশ করিতে পারে। মধুকর যেমন পুষ্প হইতে অত্র পুষ্পে প্রবেশ করে, আমার যোগধারণা প্রভাবেই যোজ্য—ইহা পরকায়প্রবেশ ॥২৩॥

**অনুদর্শিনী।** প্রাণাদি উপাধিতে শ্রীভগবানেরই অধিষ্ঠান। সুতরাং সেই ভগবদযোগধারণার প্রভাবেই

যোগী অস্ত্রের শরীরে নিজের প্রাণাদি-উপাধি লইতে পারেন ॥২৩॥

পার্ষ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদ্রঃকণ্ঠমূৰ্দ্ধস্থ ।

আরোপ্য ব্রহ্মরঞ্জন ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥২৪॥

অন্বয় । পার্ষ্য ( পার্শ্বিনা ) গুদম্ আপীড্য ( নিরুধ্য ) প্রাণং ( প্রাণোপাধিমাগ্ধানম্ ) হৃদ্রঃকণ্ঠমূৰ্দ্ধস্থ ( ক্রমেণ ) আরোপ্য ( নীত্বা ততঃ ) ব্রহ্মরঞ্জন ( মূৰ্দ্ধদ্বারেণ ) ব্রহ্ম ( নির্কির্শেষং সবিশেষং বা ব্রহ্ম ) নীত্বা ( মনসা নীত্বা ) তনুম্ ( স্বদেহম্ ) উৎসৃজেৎ ( ত্যজেৎ ) ॥২৪॥

অনুবাদ ॥ পাদমূলের দ্বারা গুহ্যদেশ নিরোধ-পূর্বক প্রাণোপহিত আত্মাকে ক্রমশঃ হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে আরোপিত এবং তথা হইতে ব্রহ্মরঞ্জন দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর নিকট উপনীত করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিবে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ । পার্ষ্য পার্শ্বিনা । গুদং নিরুধ্য প্রাণং প্রাণোপাধিমাগ্ধানং ব্রহ্মরঞ্জন মূৰ্দ্ধদ্বারেণ ব্রহ্মনির্কির্শেষং সবিশেষং বা নীত্বা প্রাপ্য তনুং ত্যজেদিতি স্বচ্ছন্দ-মৃত্যুঃ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ । পার্শ্ব অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা গুদ বা গুহ্য পায়ুদেশ নিরোধ করিয়া প্রাণ অর্থাৎ প্রাণোপাধি-যুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরঞ্জন-মস্তকে উৰ্দ্ধস্থদ্বার সবিশেষ বা নির্কির্শেষ ব্রহ্ম সমীপে লইয়া বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দেহত্যাগ করিবে—ইহাই স্বচ্ছন্দমৃত্যু ॥২৪॥

অনুদর্শিনী । প্রাণোপাধি আত্মাকে ক্রমান্বয়ে হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও অবশেষে মূৰ্দ্ধদেশে লইয়া ব্রহ্মরঞ্জন ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে স্বচ্ছন্দমৃত্যু হয় ।

“সংগীড়য় সীবিনীং স্বপ্তান্”—এই বাক্যকথিত মুক্তা-সনের কথা ॥২৪॥

বিহরিয়ন্ সুরাক্রীড়ে মৎসং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ।

বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্বভীঃ সুরজিয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয় । সুরাক্রীড়ে ( সুরাঃ আক্রীড়য়ন্তি যস্মিন্ তস্মিন্ দেবোত্তানে ) বিহরিয়ন্ ( বিহর্তুং যস্মিন্ ) মৎসং

( মম্মুৰ্ত্তিপং শুদ্ধং ) সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ( চিন্তয়েৎ তদা ) সত্ত্বভীঃ ( সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সত্ত্বাংশভূতাঃ ) সুরজিয়ঃ বিমানেন উপতিষ্ঠন্তি ( তৎসমীপম্ আগচ্ছন্তি ) ॥২৫॥

অনুবাদ । যোগী দেবোত্তানাদিতে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি আমার মূর্ত্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের চিন্তা করিবেন, তাহা হইলে সত্ত্ববৃত্তি দেবরমণীগণ দিব্য বিমানারোহণে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ । সত্ত্বং স্বীয়ান্তঃকরণং মৎসং মদগতং চিন্তয়েৎ । ততঃ সত্ত্বভীঃ সত্ত্ববৃত্তয়ঃ সুরজিয়স্তমাগত্য সেবন্তে ইতি দেবকীড়াপ্রাপ্তিঃ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ । সত্ত্ব—স্বীয় অন্তঃকরণ, মৎসং—মদগত বলিয়া চিন্তা করিবে । তৎপরে সত্ত্ববৃত্তি সুরজীগণ তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া সেবা করে ইহাই দেবকীড়া-প্রাপ্তি ॥২৫॥

অনুদর্শিনী । শুদ্ধসত্ত্ব আমিহি অন্তঃকরণের আশ্রয় বলিয়া চিন্তা করিবে । দেবজীগণ সত্ত্বাংশভূতা বলিয়া তাঁহারা যোগীর নিকট আসিবে ॥২৫॥

যথা সঙ্কল্পয়েদ্বুক্ত্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্ ।

ময়ি সত্যে মনো যুজ্ঞংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥২৬॥

অন্বয় । মৎপরঃ ( ময়ি বিশ্বাসবান্ ) পুমান্ সত্যে ( সত্যসঙ্কল্পে ) ময়ি ননঃ যুজ্ঞম্ ( নিবেশয়ন্ ) যদা ( যস্মিন্-কালে ) যথা বা ( যেন প্রকারেণ ) বুক্ত্যা যথা সঙ্কল্পয়েৎ তথা তৎ ( তদনুরূপং সৰ্ব্বং ) সমুপাশ্নুতে ( প্রাপ্নোতি ) ॥২৬॥

অনুবাদ । আমাতে বিশ্বাসবান্ যে পুরুষ সত্যস্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া বুদ্ধিদ্বারা যেরূপে যে বিষয়ের সঙ্কল্প করেন, তিনি সেইরূপেই সেই সঙ্কল্পিত বস্তু লাভ করিয়া থাকেন ॥২৬॥

বিশ্বনাথ । যদা বা অকালে কালেইপি বেত্যর্থঃ । যথা বেতি পাঠে যথা সঙ্কল্পয়েৎ যথা যেন বা প্রকারেণ মৎপরঃ শ্রুৎ । সত্যে সত্যসঙ্কল্পে ময়ি তথা তেইনব প্রকারেণ তৎস্বাভীষ্টং বস্তু প্রাপ্নোতীতি সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ ॥২৬॥



**বঙ্গানুবাদ।** যে সময়ে অকালে বা যথাকালে 'যথা বা'—এই পাঠ হইলে যথা (যে রূপ) সঙ্কল্প করিবে, যথা বা—বা যে প্রকারে মৎসর হইবে। সত্য—সত্য-সঙ্কল্প আমাতে তথা সেই প্রকারে তাঁহার স্বাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হন—ইহাই সঙ্কল্পসিদ্ধি ॥২৬॥

**অনুদর্শিনী।** সত্যসঙ্কল্প ভগবানে নন নিবিশ্ত করিলে যোগীও সঙ্কল্প ও বিশ্বাসানুরূপ বস্তু লাভ করে ॥২৬॥

( স্বজন্মমৃত্যুভ্যামুপবৃংহিতা তৎসহিতা ) ত্রৈকালিকী (ত্রিকালবস্ত্তবিষয়া) বুদ্ধিঃ ( জ্ঞানং ভবতি ) ॥২৮॥

**অনুবাদ।** আমার ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ধারণাবিৎ যোগীর জন্মমৃত্যুজ্ঞানের সহিত ত্রৈকালিক যাবতীয় বস্ত্ত-বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥২৮॥

**বিশ্বনাথ।** অতঃপরং ক্ষুদ্রাঃ। ধারণাবিদ ইতি ত্রিকালজ্ঞেধরধারণা সূচিতি। ত্রৈকালিকী ত্রিকাল-বিষয়া। জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা জন্মমরণয়োর্বৃত্তয়োরাপি উপ-বৃংহিতা বুদ্ধিমেষ প্রাপ্তা ভবতি নতু কিঞ্চিদপি হ্রস্বতীত্যর্থঃ। ইতি ত্রিকালজ্ঞত্বম্ ॥২৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** অতঃপর ক্ষুদ্রা। ধারণাবিদগণ—ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের ধারণা সূচিত হইতেছে। ত্রৈকালিকী—ত্রিকালবিষয়া। জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু এই বৃত্তিদ্বয়েও উপবৃংহিত অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।—ইহাই ত্রিকালজ্ঞত্ব ॥২৮॥

**অনুদর্শিনী।** গুণহেতু বলিয়া ক্ষুদ্র। জগৎ-সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কালজ্ঞ ঈশ্বরে বৃত্তচিত্ত জীব ভক্তিবলে ত্রিকালজ্ঞত্ব লাভ করে। জন্মের দ্বারা পূর্ব জন্মের এবং মৃত্যুদ্বারা বর্ত্তমান জন্মের জ্ঞান হ্রাস না হওয়ায় নিজের ও অপরের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন ॥২৮॥

যো বৈ মন্তাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।

কুতশ্চিন্ন বিহন্তেত তস্ম চাঞ্জা যথা মম ॥২৭॥

**অম্বয়।** যঃ পুমান্ বৈ ঈশিতুঃ ( সর্বনিয়ন্তঃ ) বশিতুঃ ( সর্বান্ বশীকর্ত্তুঃ ) মৎ ( মন্তঃ সকাশাৎ ) ভাবং ( স্বভাবং ) আপন্নঃ ( প্রাপ্তঃ ) যথা মম ( তথা ) তস্ম ( চ ) আঞ্জা কুতশ্চিৎ ন বিহন্তেত ( প্রতিহতা ন ভবেৎ ) ॥২৭॥

**অনুবাদ।** যে যোগী সর্বনিয়ন্তা ও সর্ববশীকর্ত্তা আমার ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার আঞ্জা আমার আঞ্জার ত্রায় কোথাও প্রতিহত হয় না ॥২৭॥

**বিশ্বনাথ।** মৎ মন্তঃ সকাশাস্তাবং ধ্যানাতিশয়েন ঈশিতৃত্বং বা। মন্তঃ কীদৃশাৎ ঈশিতুঃ বশিতুঃ সর্বান্ বশীকর্ত্তুঃ ন বিহন্তেত ন বিহতা ভবেদিত্যপ্রতিহতা-জ্ঞত্বম্ ॥২৭॥

**বঙ্গানুবাদ।** আমা হইতে ভাব বা ধ্যানাতিশয় জন্ত ঈশিতৃত্ব। কিরূপ আমা হইতে? ঈশিতা বা বশিতা—সকলকে বশীকরণকারী আমা হইতে। বিহতা হইবে না—ইহাই অপ্রতিহতাজ্ঞ ॥২৭॥

**অনুদর্শিনী।** সর্ববশীকরণকারী ঈশ্বরে ধ্যানাতি-শয় চিত্ত সংযোগ করিলে জীবও ঈশিতৃত্ব লাভ করে ॥২৭॥

অগ্ন্যাदिभिर्न হন্তেত মুনৈর্বোগময়ং বপুঃ।

মদ্ব্যোগশাস্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥২৯॥

**অম্বয়।** উদকং যথা যাদসাং ( জলচরাগাং অভি-ঘাতকং ন ভবতি, তথা ) মদ্ব্যোগশাস্তচিত্তস্য ( মম ধ্যান-যোগেন শাস্তং অবিকৃতং চেতঃ যস্য তস্য ) মুনৈঃ যোগময়ং ( যোগপরিপকং ) বপুঃ ( অপি ) অগ্ন্যাदिभिঃ ন হন্তেত ॥২৯॥

**অনুবাদ।** জলচরগণের দেহ যে রূপ জলদ্বারা অভিভূত হয় না, তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগে শাস্তচিত্ত মুনির যোগপরিপক দেহও অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা নষ্ট হয় না ॥২৯॥

মন্তন্ত্যা শুদ্ধসদ্বস্ত্ত যোগিনো ধারণাবিদঃ।

তস্ম ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥২৮॥

**অম্বয়।** মন্তন্ত্যা শুদ্ধসদ্বস্ত্ত ধারণাবিদঃ ( ত্রিকালজ্ঞে-ধরধারণাজ্ঞাতুঃ ) তস্ম যোগিনঃ জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা

**বিশ্বনাথ।** অগ্নাদি সর্কোপখাতশূন্যো ভগবানিত্যেবন্তৃত্ত্বানযোগেন শান্তচিত্তস্য মুনের্বোগময়ং যোগ-পরিপকং বপুরখ্যাং দিহিন্ হন্তেত। যথা যাদসামুদকমুপ-সংখাতকং ন ভবতি প্রত্যুত ক্রীডাস্পদম্। তথৈব তচ্চাগ্নাদয় ইত্যগ্ন্যাং দি প্রতিষ্ঠন্তঃ ॥২৯॥

**বঙ্গানুবাদ।** অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত উপখাতশূন্য ভগবান্—এইরূপ ধ্যানযোগদ্বারা শান্তচিত্ত মুনির যোগময়—যোগপরিপক বপু অগ্নি প্রভৃতিদ্বারা হত হয় না। যেরূপ কুন্তীরাদি জলজন্তুদিগের সম্বন্ধে উদক ( জল ) উপসংখাতক হয় না, বরং ক্রীডাস্পদ। অগ্নি প্রভৃতি তাঁহার পক্ষে সেইরূপই—ইহাই অগ্নি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠন্তঃ ॥২৯॥

**অনুদর্শিনী।** শান্তচিত্ত—অবিরুদ্ধচিত্ত। প্রতিষ্ঠন্তঃ—প্রতিবন্ধ, বোধ। ‘অগ্নাদিষু হরিং ব্যায়ন্ তৎপ্রতি-স্তন্তকো ভবেৎ’—হরিসংহিতা ॥২৯॥

মদ্বিত্তীরভিধায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ।

ধ্বজাতপত্রব্যজ্ঞনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥৩০॥

**অম্বয়।** ( যঃ ) ধ্বজাতপত্রব্যজ্ঞনৈঃ ( মহ ) শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ মদ্বিত্তীরভিধায়ন্ ( মদবতারান্ ) অজুধ্যায়ন্ সঃ অপরাজিতঃ ভবেৎ ॥৩০॥

**অনুবাদ।** যে ব্যক্তি ধ্বজ, ছত্র, চানর, শ্রীবৎস ও অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত আমার অবতার সকল চিন্তা করেন, তিনি সর্বত্র অপরাজিত হন ॥৩০॥

**বিশ্বনাথ।** মদ্বিত্তীর্যদবতারান্। সধ্বজাদিভিঃ সহিতো ভবেৎ। অপরাজিতশ্চ ভবেদিত্যপরাজয়নারী সিদ্ধিঃ ॥৩০॥

**বঙ্গানুবাদ।** মদ্বিত্তি অর্থাৎ তদযুক্ত অবতার সমূহ। তিনি ধ্বজাদিযুক্ত হইবেন ও অপরাজিত হইবেন—ইহাই অপরাজয়নারী সিদ্ধি ॥৩০॥

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণা মুনেঃ।

সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥৩১॥

**অম্বয়।** এবং যোগধারণা—এবং পূষণ ধারণা-দিভিঃ) মাম্ ( মম ) উপাসকস্য মুনেঃ পূর্বকথিতাঃ সিদ্ধয়ঃ অশেষতঃ। সর্বাঃ) উপতিষ্ঠন্তি ( আগচ্ছন্তি ) ॥৩১॥

**অনুবাদ।** পূর্বোক্ত যোগধারণাসমূহদ্বারা আমার উপাসক মুনির পূর্ব-কথিত খাবতীয় সিদ্ধিই আপনা হইতে উপস্থিত হয় ॥৩১॥

**বিশ্বনাথ।** উপসংহরতি,—উপাসকস্যেতি ॥৩১॥

**বঙ্গানুবাদ।** উপসংহার করিতেছেন। উপাসকের ॥৩১॥

**অনুদর্শিনী।** উপাসকের যোগাঙ্গিকা ধারণা দ্বাৰাই ॥৩১॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দাস্তস্য জিতশ্বাসায়নো মুনেঃ।

মন্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥৩২॥

**অম্বয়।** জিতেন্দ্রিয়স্য দাস্তস্য ( সংযতমনসঃ ) জিতশ্বাসায়নঃ ( জিতঃ শ্বাসঃ প্রাণঃ আত্মা দেহশ্চ যেন তস্ত ) মদ্বধারণাং ( ‘নারায়ণে তুরীয়াখ্যে’ ইত্যাক্রোক্তাং ) ধারয়তঃ মুনেঃ ( বা ) সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ( স্যাৎ ) সা কা ॥৩২॥

**অনুবাদ।** যিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, শ্বাসজয়ী, চিত্তজয়ী এবং সর্বদা আমার ধারণায় রত থাকেন, এই প্রকার মুনির পক্ষে কোন সিদ্ধিই সুদুর্লভ নহে ॥৩২॥

**বিশ্বনাথ।** দাস্তস্য সংযতমনসঃ জিতঃ শ্বাসঃ আত্মা ব্যবহারিকঃ স্বভাবশ্চ যেন সঃ ॥৩২॥

**বঙ্গানুবাদ।** দাস্ত—সংযতমনা, যিনি শ্বাস ও আত্মা অর্থাৎ ব্যবহারিক-স্বভাব জয় করিয়াছেন ॥৩২॥

**অনুদর্শিনী।** নানা-ধারণাপ্রয়াস অপেক্ষা যাহারা ব্যবহারিক স্বভাব জয় করিয়া ভাঃ ১১।১৫।১৬ শ্লোক-কথিত শ্রীনারায়ণের ধারণায়ুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ নহে। কেননা স্বভাবতঃ সর্বসিদ্ধিনিষেধিত ভগবানের নিকট কামনামাত্রেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয় ॥৩২॥

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুজ্ঞতো যোগমুক্তমম্।

ময়া সম্পত্তমানস্য কালক্ষণং হেতবঃ ॥৩৩॥

**অম্বয়।** ( এতাঃ সিদ্ধয়ঃ ) উত্তমং যোগং ( ভক্তি-যোগং ) যুজ্ঞতঃ ময়া সম্পত্তমানস্য ( মজ্জপামেব সম্পত্তি-

মিচ্ছতো ভক্তস্য) কালক্ষণগ্ৰহণতঃ এতাঃ অন্তরায়ান্  
(বিঘ্নান্) বদন্তি (কথয়ন্তি) ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।** যিনি উত্তম ভক্তিয়োগের আচরণে  
আমার স্বরূপভূত সম্পত্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে  
পূর্বকথিত সিদ্ধিসমূহ বৃথা কালাক্ষয়-হেতুক বিঘ্ন বলিয়া  
কথিত হইয়া থাকে ॥৩৩॥

**বিশ্বনাথ।** সিদ্ধয়ো হ্যেতাংগম্যৈষ্য চমৎকার-  
কারিণ্যো নত্ৰভিজ্ঞস্তেত্যাহ,—অন্তরায়ানিতি। ময়া মৎ-  
প্রাপ্ত্যা সম্পত্তমানস্য মদ্ব্যক্তস্য কালক্ষণগ্ৰহণতঃ ইতি  
দিনে দিনে তস্য মৎপ্রাপ্তিকালক্ষণসম্পত্তিঃ সত্যো বত্যাৎ  
যোগেনৈব কালং যাপয়েত তু তৎফলভূতভিঃ সিদ্ধিভি-  
রিতি ভাবঃ ॥৩৩॥

**বঙ্গানুবাদ।** এই সকল সিদ্ধি বালকের নিকটই  
চমৎকারকারিণী, অভিজ্ঞের নিকট নহে। আমাসহিত  
অর্থাৎ আমাকে পাইয়া সম্পত্তমান মদ্ব্যক্তভক্তের কাল-  
ক্ষণগ্ৰহণে, দিনে দিনে তাঁহার আমাকে প্রাপ্তি কালক্ষণ  
সম্পত্তির হাস হয়। অতএব যোগ লইয়াই কালযাপন  
করা উচিত, তাহার ফলভূতসিদ্ধি লইয়া নহে ॥৩৩॥

**অনুদর্শিনী।** যমাদি-অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গাবলম্বনকারি-  
গণের চিত্ত চঞ্চলতা ত্যাগ না করায় অগিমাদি সিদ্ধি সকল  
তাঁহাদের পক্ষে চমৎকারকারী। কিন্তু যুক্তপাদপদ্যসেবী  
ভাগবতগণের চিত্ত সেব্যের সেবায় সমাকৃষ্ট থাকায় নিশ্চল  
ও শান্ত (—কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত। তুজি-  
মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥ চৈঃ চঃ)। অতএব  
সেবাসম্পত্তিপ্রাপ্ত সেবকগণের সেবাব্যতীত অল্প কামনা  
নাই (—‘ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভব বা’ ভাঃ ৬।১২২৫)।  
তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধিসমূহ ভজন-বিঘ্নরূপ ও বৃথাকালক্ষয়-  
হেতুক। ভক্তিয়োগের উদয় ব্যতীত জীবের যোগসিদ্ধিতে  
বিরতি হয় না—

“তাবন্ন যোগগতিভির্ঘতিরপ্রমত্তো

যাবদদাগ্রজকথাস্থ রতিং ন কুর্ধ্যাৎ ॥

ভাঃ ৪।২৩।২

অর্থাৎ যতদিন শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না জন্মে, ততদিনই  
যোগীর সিদ্ধি সকলের প্রতি লোভ জন্মিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—“এই  
শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে, শুদ্ধভক্তির ফল বিবিধ—অল্প-  
সংহিত এবং অনল্পসংহিত। অল্পসংহিত—প্রেমভক্তিই।  
অনল্পসংহিত—জ্ঞানসিদ্ধাদি। অল্পসংহিত ফলে সিদ্ধি-  
প্রভৃতি স্বতঃই প্রাপ্ত হয়। যদি কোন ভক্তের উহা  
গ্রহণের ইচ্ছা হয়, তবে তখন শুদ্ধভক্তির সঙ্কেচ হয়।  
যেমন একাদশস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—“অন্তরায়ান্  
বদন্ত্যেতে”। কিন্তু আবার শুদ্ধভক্তির অভ্যাসবলেই তত্তৎ  
ত্যাগ-সামর্থ্যও হয়।”

বিশেষ দ্রষ্টব্য (১) আলোচ্য শ্লোকে ‘যোগমুক্তমন্-  
শব্দে উদ্ভূত অর্থাৎ নিষ্কাম, যোগ অর্থাৎ ভক্তিয়োগ - সন্দর্ভ।  
সুতরাং ভক্তিয়োগ ব্যতীত হঠযোগ, রাজযোগাদিও  
ভক্তির অন্তরায়—‘যমাদিভির্যোগপথেঃ কামলোভভূতো  
মুহঃ। যুক্তসেবয়া বদন্ত্যাদ্বাদ্যা ন শাম্যতি।’—  
ভাঃ ১।৬।৩৬। অর্থাৎ কামলোভাদি দ্বারা নিরন্তর অভিভূত  
চিত্ত, যুক্তসেবায় নিরত হইনামাত্র যেরূপ আশ্রিত উদ্বেগ-  
শূন্য হয়, যমনিয়মাদি যোগমার্গ অবলম্বনেও তাদৃশ সামা-  
লাভ করে না।

(২) এই অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ব্রহ্মসাব্যুজ্যও সিদ্ধি  
মধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব আলোচ্য শ্লোকে  
শ্রীভগবান্ সেই ‘ব্রহ্মসাব্যুজ্য’কেও ভক্তির অন্তরায় প্রদর্শন  
করিয়াছেন ॥৩৩॥

জন্মোষধিতপোমম্বৈর্ঘাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ ।

যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্বা নাঠৈর্যোগগতিং

ব্রজেন ॥৩৪॥

**অন্বয়।** ইহ (লোকে) জন্মোষধিতপোমম্বৈঃ  
(জন্মভিঃ ওষধিভিঃ তপোভিঃ মম্বৈশ্চ) যাবতীঃ (যাবত্যাঃ)  
সিদ্ধয়ঃ তাঃ সর্বাঃ যোগেন (মদ্ধারণাক্রপেণ) আপ্নোতি  
অঠৈঃ (উপায়াস্তরৈঃ) যোগগতিং (মৎসালোক্যাদিমুক্তিং)  
ন ব্রজেন (ন প্রাপ্নুরাৎ) ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ।** ইহলোকে জন্ম, ওষধি, তপঃ ও মন্ত্রবলে  
যে সকল সিদ্ধির উদয় হয়, আমার ধারণাক্রপে যোগদ্বারা

সে সকল সিদ্ধিই লাভ হয়। অতএব অত্র উপায়ে আমার সালোক্যাদি-সিদ্ধির জ্ঞান চেষ্টা করিবে না ॥ ৩৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** কিঞ্চ। জন্মেতি কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিদ্ধয়ো জন্মাদিভিরপি ভবন্তি যথা জন্মেনৈব দেবানাং সিদ্ধয়ঃ। যথা চ জন্মেনৈব যাদানামুদকস্তম্ভঃ। পক্ষিণাং খেচরস্বং প্রেতানামন্তর্দানপরকায়প্রবেশাভাঃ। তদুক্তং পাতঞ্জলে “জন্মোবধি-তপোমন্ত্রযোগজাঃ সিদ্ধয়ঃ” ইতি। যাবতীর্থাবতাঃ তাঃ সর্বা এব যোগেনাপ্নোতি। যোগগতিং সালোক্যাদিমুক্তিঞ্চ ॥ ৩৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** কোন কোন সিদ্ধি জন্মাদিদ্বারাও হইয়া থাকে; যেমন জন্মের দ্বারা দেবগণের সিদ্ধি। জলজন্তুগণের উদকস্তম্ভ, পক্ষিগণের খেচরস্ব, প্রেতগণের অন্তর্দান পরকায়প্রবেশ প্রভৃতি। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“জন্ম, ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র এবং যোগ হইতে সিদ্ধি সকল লাভ হয়।” যাবতী বা যত সিদ্ধি আছে সে সমস্তই যোগদ্বারা প্রাপ্ত হয়, যোগগতি অর্থাৎ সালোক্যাদিমুক্তি ॥ ৩৪ ॥

**অনুদর্শিনী।** এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার কান্যাধারনা ত্যাগ করিয়া অহৈতুকী ধারণার কথা বলিতেছেন।

“জন্মোবধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈনরেতরৈঃ”।

ভাঃ ৪।৬।৯

অর্থাৎ, জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা ও যোগ এই পঞ্চ উপায়ে লব্ধ-সিদ্ধ দেবগণ।

ঔষধি সিদ্ধি—রসায়নাদির সেবনে বা গুটিকাদির প্রয়োগে অন্তর্দান ও যথেষ্টভ্রমণ।

মন্ত্রসিদ্ধি—মন্ত্রজপের দ্বারা ভূতপ্রেতাদির উপর আধিপত্য বা আকাশাদি-গমন।

তপঃসিদ্ধি—বিশ্বামিত্রাদির দ্বারা তপোযোগে সিদ্ধি লাভ।

সকল সিদ্ধি যোগদ্বারা পাওয়া গেলেও উহা ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া ত্যাজ্য। যোগগতি (সালোক্যাদি-মুক্তি) ভগবদ্ধারণা ব্যতীত লাভ হয় না বলিয়া যোগীর

ফলাভিদানানুশ্রুত হইয়া ভগবদ্ধারণায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য ॥ ৩৪ ॥

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।

অহং যোগস্য সাঙ্খ্যাস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

**অন্নয়।** অহং সর্বাসাম্ অপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ ( কারণং ) পতিঃ ( পালয়িতা ) প্রভুঃ ( স্বামী চ ভবামি, কিঞ্চ ) অহন্ (এব) যোগস্য ( মদীয়ধ্যানযোগস্য ) সাংখ্যাস্য ( জ্ঞানস্য ) ধর্মস্য ( তদ্ব্যপদেশ্যুণাং ) ব্রহ্মবাদিনাম্ ( অপি অহম্ হেতুঃ, গতিঃ প্রভু চ স্যাম ) ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।** আমিই সকল সিদ্ধির, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম এবং ব্রহ্মবাদিগণের হেতু, পালক এবং প্রভুস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

**বিশ্বনাথ।** যতো মম ধ্যানেনৈব সর্বাঃ সিদ্ধয়ন্তস্মা দহমেব তাসাং হেতুঃ। ন কেবলং হেতুরেব পতিঃ পালয়িতা চ। প্রভুঃ স্বামী চ। ন কেবলং সিদ্ধীনামের হেতুপ্রভৃতয়োহহং, যতো যোগস্য মদীয়ধ্যানযোগস্যাপি অহমেব হেতুঃ, ন কেবলধ্যানযোগস্য সাংখ্যস্য জ্ঞানস্তাপি জ্ঞানসাধনধর্মস্য নিকামকর্মণোহপি ॥ ৩৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যেহেতু আমার ধ্যানেই সমস্ত সিদ্ধি, সেই হেতু আমিই সে সকলের হেতু, কেবল হেতু নয় পতি পালয়িতা ও প্রভু স্বামী। কেবল সিদ্ধিগণেরই আমি হেতু প্রভৃতি নই, কেবল ধ্যানযোগের নয়, সাংখ্যজ্ঞানেরও জ্ঞানসাধনধর্ম নিকাম কর্মেরও ॥ ৩৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবান্‌ই ধর্ম, কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান, সিদ্ধি, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই হেতু, পতি ও স্বামী। তিনি সর্বময়, সর্বাভিধেয়ের একমাত্র গতি এবং সর্বাশ্রয়।—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়ান্ ভূবিসৃষ্টদাম্।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥

ভাঃ ১০।৮৪।১৯

ভক্ত স্তুদামা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবাই স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য, সর্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভেরমূল-কারণ-স্বরূপ।

জ্ঞানসাধন-কৰ্ম ও নিষ্কাম কৰ্ম -

যদত্র ক্রিয়তে কৰ্ম ভগবৎপরিতোষণম্।

জ্ঞানং যত্তদধীনাং হি ভক্তিয়োগসমমিতম্ ॥

ভাঃ ১।৫।৩৫

শ্রীনারদ বলিলেন—“ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান মোক্ষসাধক এবং সেই জ্ঞানও ভগবৎ-তুষ্টিজনক কৰ্মদ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে। ভগবদর্পিত বলিয়া ভগবৎপরিতোষণ নিষ্কাম যে কৰ্ম, তজ্জগৎহেতু জ্ঞান তাহার অধীন। ভক্তিয়োগ রহিত জ্ঞানের কিন্তু মোক্ষ-সাধকত্ব শক্তির অভাব (ভাঃ ১।৫।১২ শ্লোক) ‘যদ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ঈদৃশ জ্ঞান ও যদি ভগবান্ অচ্যুত-ভক্তি-বর্জিত হয়’ ইত্যাদি দ্বারা তিরস্কারই দৃষ্ট হয়”—শ্রীবিষ্মনাথ। ৩৫।

অহমাশ্রান্তরো বাহোহিনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্।

যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাঃ সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্থর। যথ্য ভূতেষু (চতুর্কিণ্ডেযু) ভূতানি (মহা-ভূতানি) বহিঃ অন্তঃ চ (ভবন্তি) তথা স্বয়ং অহম্ (অপি) সর্বদেহিনাং বাহুঃ (ব্যাপকঃ) আন্তরঃ (অন্তর্ধামী) অনাবৃতঃ আত্মা (ভবামি) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্তায়ঃ  
সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। যেমন মহাভূত সর্বভূতের বহির্দেশে ও অন্তরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমি স্বয়ংই সর্বপ্রাণিগণের বাহ্যে ব্যাপক এবং অন্তরাশ্রায়রূপে বিবাজিত আছি ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ ধ্যানশ্রাবণনোহ-  
প্যাহমেবেতাং—অহমান্তর আত্মা অন্তর্ধামী। তর্হি

কিমন্তর্বর্তিত্বাৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন বাহুশ্চ ব্যাপক ইত্যর্থঃ।  
তত্র হেতু—অনাবৃতঃ। এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ। ভূতেষু  
চতুর্কিণ্ডেযু মহাভূতানি যথা বহিষ্ঠাশ্রিত্য ভবন্তি স্বয়মহমপি  
তথৈত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিত্বাৎ হর্ষিণ্যাং ভক্ত্যচেষ্টসাম্।

একাদশে পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্তীকুরকৃত শ্রীমদ্ভাগবতে

একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্ত সারার্থদর্শিনী

টীকা সমাপ্ত।

বঙ্গানুবাদ। যোগী ও জ্ঞানিগণের ধ্যানের  
অবলম্বনও আমি। অন্তর আত্মা অর্থাৎ অন্তর্ধামী। তবে  
কি অন্তর্বর্তী বলিয়া পরিচ্ছিন্ন? না বাহ্যেও—ব্যাপক।  
এবিষয়ে হেতু—অনাবৃত। ইহা দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন,  
চারিপ্রকার ভূতে, মহাভূতগণ যেমন বাহিরে ও মধ্যে  
থাকে, স্বয়ং আমি ও তাই ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের

নাথুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী

টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ সর্বজীবের অন্তরেও  
বাহিরে বিবাজিত—‘ঈশ্বরো নারায়ণঃ সর্বাশ্রয়ামী যঃ  
পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যন্ত  
পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্ধাম্য-  
মৃতঃ। বঃ ৩৭।৩

‘যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বঃ।  
অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।’ নারায়ণীয়ে।

‘অন্তরোহনন্তরো ভাতি’—ভাঃ ১।১৩।৪৮ অর্থাৎ তিনিই  
অন্তরেও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছেন।

‘সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’ গী ১৫।১৫, ঈশ্বরঃ সর্ব-  
ভূতানাং হৃদ্যেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি’ গী ১৮।১১ এবং ‘সর্বস্ত চ  
হৃদ্যবস্থিতঃ’ ভাঃ ৪।৯।৪ শ্লোকসমূহ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ও বলিয়াছেন—‘যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চাবচেৎসহ। প্রবিষ্টাঃ প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষুহম্॥ ভাঃ ২।৯।৩৫

অর্থাৎ যে-প্রকার মহাভূতসকল উচ্চনীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে বর্তমান, সেইরূপ আমি ভূত-ময় জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টভাবে বিরাজ করিতেছি।

প্রাণী চারিপ্রকার—‘গার্ভম্বেদদ্বিজোহুদ্যাম্’ ভাঃ ৩।৭।২৭ অর্থাৎ জরায়ুজ—মহুম্মগবাদি, বেদজ—দংশ-মশকাদি, অণুজ—সর্প-মৎস্ত পক্ষী কুকুলাসাদি এবং উদ্ভিজ্জ—তরুলতাতৃণগুণ্ধ্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ভৌতিক দেহের অন্তর পরিচ্ছিন্ন এবং বাহির ব্যাপক। শ্রীভগবান্ সেই দেহের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিলেও তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিতে পরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক না হইয়াও বিরাজ করেন। কেননা, তিনি মায়িক বস্তুর গ্রাম বাহ্যন্তর-রহিত—‘ন চাত্তনবহির্ষন্ত ন পূর্কং নাপি চাপরম্। পূর্কাপরং বহিঃচাত্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।’ ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪ তাহা ছাড়া, তিনি কাল-দেশাদির দ্বারা স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশতঃ পরিচ্ছিন্ন-অপ্রাকৃতস্বরূপে ব্যাপক এবং ব্যাপক—স্বরূপেও পরিচ্ছিন্নলীলাবিশিষ্ট।

“যেমন দেবমহুম্মত্যতির্যগাদি প্রাণিসমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহারা অল্পপ্রবিষ্টও বটে, আবার পৃথক অবস্থানহেতু অপ্রবিষ্টও, তরুণ আমি সেই ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক শুদ্ধদ্বায়াক স্বরূপে বর্তমান। বলিয়া অপ্রবিষ্টও থাকি; কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাভূতসমূহ অচেতন বলিয়া তাহাদের ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশে কোন আসক্তি নাই, কিন্তু আমার পূর্ণ-চেতনর থাকিলেও ‘ইনি আকাশের গ্রাম নির্লিপ্তভাবে নিজগৃহে বাস করেন’ এই বাক্যের গ্রাম সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে আমার যে প্রবেশ,

ব্যবস্থাপন ও পালনক্রিয়া তাহা আসক্তিরহিত, এইভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে আমার ক্রীড়া।” শ্রীলবিশ্বনাথ।

এতৎপ্রসঙ্গে ‘ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুর্জিনা’—ভূতভ্রম চ ভূতস্বে মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥’ গী ৯।৪-৫ এবং ‘আমি ত’ জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমি জগতে॥ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার।’ চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ—প্রভৃতি বাক্য আলোচ্য।

যোগী ও জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রীভগবানের অত্যধিক প্রিয়। সুতরাং “শ্রীভগবান্ যোগি-জ্ঞানীগণের ধ্যান-বলদ্বন্দ্ব্যরূপ অব্যক্ত পরমাত্মস্বরূপে তাহাদের হৃদয়ে ও বাহিরে বিরাজিত থাকিলেও ‘প্রসিদ্ধ প্রণত ভক্তজনের, অন্তঃকরণে দর্শন প্রদান করিবার জন্ত আমি তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এবং বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নরমে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিবার জন্ত, নাসিকায় স্থায় সৌরভ প্রবিষ্ট করাইবার জন্ত, তাঁহাদের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর স্বরানুতলহরী চালিবার জন্ত, স্পর্শ ও আসিঙ্গনাদিদানে তাঁহাদের অঙ্গে স্থায় তঞ্চন-মধুরাদি ঠাণ্ডা অমৃতব করাইবার জন্ত অপ্রবিষ্ট থাকি।’ আমি অন্তরে ও বাহিরে ঐহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই গুণাতীত ভক্তগণের সহিত পরম আসক্তির সহিতই তাঁহার নিত্য বিলাস।”—শ্রীল-বিশ্বনাথ।

এতৎসহ শ্রীগোপীগণের প্রতি শ্রীভগবদ্বক্ত্তি—‘অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা যং বাভূব’ যুজ্যোতির্দন্ডনা॥ ভাঃ ১০।৮২।৪৫’ ব্লোক এবং ‘পঞ্চভূত যৈছে ভূতব তিতরে বাহিরে। ভক্তগণে ক্ষুরি আমি বাহিরে অন্তরে। ভক্ত আমি বা ক্ষরছে হৃদয় কমলে। বাহ্য নেত্র পড়ে, তাহা দেখয়ে আনারে॥’ চৈঃ চঃ ম ২৫ পঃ—বাক্যসমূহ আলোচ্য॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শনী টীকা সমাপ্ত।

## ষোড়শোধ্যায়ঃ

### শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাগ্নস্তমপাবৃতম্ ।

সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ধবঃ ॥ ১ ॥

অনুয় । শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—ত্বম্ অনাগ্নস্তম্ ( আগ্নস্ত-  
শূন্তম্ ) অপাবৃতং ( নিরাবরণং স্বতন্ত্রং বা ) সাক্ষাৎ পরং  
ব্রহ্ম, সর্বেষাম্ অপি ভাবানাং ( মহাদাদীনাং ) ত্রাণস্থিত্য-  
প্যয়োদ্ধবঃ ( ত্রাণং রক্ষণং স্থিতিঃ জীবনং ত্রাণস্থিতি-সহিতৌ  
অপ্যয়োদ্ধবৌ যস্মাৎ স ত্বম্ উপাদানকারণমিত্যর্থঃ ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব বলিলেন—আপনি অনাদি,  
অনন্ত, আবরণাধিশূন্য সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম এবং মহাদাদি  
সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি, রক্ষণ ও সংহারের কারণ-  
স্বরূপ ॥ ১ ॥

### বিশ্বনাথ ।

যদ্বদ্ব্যখ্যং যেষু যেষু প্রভাবজ্ঞানশক্তিভিঃ ।

তত্তত্ত্বিত্ত্বিশক্তিকোত্তং বস্ত্ত্ব ষোড়শ উচ্যতে ॥

‘সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং’ত্যাदिना सर्वेषां सर्ववैभवं  
नत एवेतुक्तम् । तं श्रद्धा प्राकृताप्राकृततद्वैभवान्पदानि  
जिज्ञासमानस्तु सर्वाश्रयस्त्वमुवदति—तं ब्रह्मेति, तत्रापि  
परमं भगवत्कृपं तत्रापि साक्षात् स्वयं भगवत्कृपं ।  
तत्राप्यानाग्नस्तमप्रावृत्तमिति परिच्छिन्नमाहुवाकारदेहपि  
सर्वकालदेशव्यापकम् । यः स्रष्टादिकर्ता विष्णुः सोऽपि  
वदंशश्चाद्वमेवेत्याह—विपद्यो रक्षणं त्राणं जीविका-  
प्रदानं स्थितिः सर्वेषामपीति ॥ १ ॥

বঙ্গানুবাদ । ষোড়শ-অধ্যায়ে যে যে মুখ্যবস্তু  
ভগবানের জ্ঞানাদিশক্তিপ্রভাবে তত্তত্ত্বিত্ত্বিশব্দবাচ্য—  
তাহাই বর্ণিত হইয়াছে ।

‘সমস্ত সিদ্ধিগণের মধ্যে’ ( ভাঃ ১১।১৫।৩৫ )—ইত্যাদি  
দ্বারা সকলের সকল বৈভব আমি হইতেই, ইহাই বলা  
হইয়াছে । তাহা স্বরণ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তদ্বৈভব-  
আম্পাদ-সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার সর্বাশ্রয়  
বিষয়ে বলিতেছেন । তাহাতে পরম ভগবদ্রূপ, তাহাতে

আবার সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবদ্রূপ, তাহাতেও আবার অনাদি,  
অনন্ত, অপাবৃত ( আবরণ-রহিত )—এইভাবে পরিচ্ছিন্ন  
মানুষ্যাকার সত্ত্বেও সর্বকালদেশব্যাপকরূপ । যিনি স্রষ্টাদি-  
কর্তা বিষ্ণু, তিনিও আপনার অংশভূত বলিয়া আপনিই ।  
ত্রাণ—বিপদ হইতে রক্ষণ, স্থিতি—জীবিকাপ্রদান, সকলের  
পর্যন্ত ॥ ১ ॥

### সারার্থানুদর্শিনী

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, বিষ্ণু প্রভৃতি অংশ—

যস্ত্রাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বেংপত্তিলয়োদয়াঃ ।

ভবন্তি কিল বিশ্বাঋংস্তং ত্বাচ্চাহং গতিং গতা ॥

ভাঃ ১০।৮।৫।৩১

শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন—হে নিখিলান্তর্যামিন্, আদি-  
পুরুষ, বাহার অংশভূত মহাবৈকুণ্ঠনাথের অংশভূত মহা-  
পুরুষাংশভূতা প্রকৃতির অংশ পরমাণুমাত্রদ্বারা এই বিশ্বের  
সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারক্রিয়া সাধিত হয়, আমি অগ্নি সেই  
আপনাকে আশ্রয় করিতেছি ।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব-অবতारी, সর্বকারণ-প্রদান ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা—সবার আধার ॥

চৈঃ চঃ ন ৮ পঃ

সর্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্বত্র বাস ।

ইহাতে সংশয় যার, সেই যার নাশ ॥

চৈঃ ভাঃ অ ৬ পঃ

হর্তা, কর্তা, ভর্তা, কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা ।

‘জগৎ পোষণ করে, জগতের নাথ’

“সবার পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-সর্ববল ।”

ঐ আঃ ৭ অঃ ১১ ॥

উচ্চাবেচেষু ভূতেষু ত্বজ্জৈয়মকৃতাত্মভিঃ ।

উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথা তথেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২ ॥

অনুয় । (হে) ভগবন্, ব্রাহ্মণাঃ ( বেদতাৎপর্যবিদঃ )  
উচ্চাবেচেষু ( উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টেষু ) ভূতেষু ( স্থিতং ) অকৃতাত্মভিঃ

( অশোধিতাস্তঃকরণৈঃ জর্নৈঃ ) দুজ্জেষ্যং স্বাং যাথাতথ্যেন  
( যথার্থত্বেন সর্কভূতকারণত্বেন ) উপাসতে ( আরাধয়ন্তি )  
॥ ২ ॥

**অনুবাদ।** হে তগবন্, বেদতাৎপর্যাবিদ পুরুষগণ  
উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টাদি সর্কভূতে অবস্থিত এবং অশুদ্ধচিত্ত-  
জনগণের দুজ্জেষ্য আপনাকে যথার্থরূপে উপাসনা  
করেন ॥ ২ ॥

**বিশ্বনাথ।** যশ্চ স্বং বিষ্ণুরূপেণ সর্কেষাং কারণং  
অতএব সর্কেষু ভূতেষু তৎকার্যেযু উচ্চাবচেযু চ উৎকৃষ্ট-  
নিকৃষ্টেষু স্বাং সন্তং অকৃতাত্মাভিঃ স্বয়াকৃতমনস্কৈঃ ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম  
বেদং বিদন্তীতি বেদজ্ঞা উপাসতে। যাথাতথ্যেন যত্র যত্র  
স্বং যথা যথা বর্তসে তত্র তত্র তথা তথৈব স্বাং তারতম্যে-  
নোপাসত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** যে আপনি বিষ্ণুরূপে সকলের কারণ,  
অতএব তৎকার্য উচ্চাবচ—উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সর্কভূতে বর্তমান  
অকৃতাত্মা—আপনাতে অকৃতমনস্ক জনগণের দুজ্জেষ্য আপ-  
নাকে ব্রহ্ম বা বেদ জানেন, এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে  
উপাসনা করেন। যাথাতথ্যরূপে অর্থাৎ আপনি যেখানে  
যেখানে যে যে ভাবে থাকেন, সেখানে সেখানে সেই সেই  
ভাবেই আপনাকে তারতম্য অনুসারে উপাসনা করেন ॥২॥

**অনুদর্শিনী।** “অহং সর্কেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ  
সদা।” ( ভাঃ ৩২।৯।১ ) ভগবান্ কপিলদেব মাতা  
দেবহুতিকে বলিলেন—আমি অন্তর্ধামিরূপে সর্কদা  
সর্কভূতে অবস্থিত।

উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আপনি অকৃতমনস্ক জনগণের  
দুজ্জেষ্য কিন্তু বেদজ্ঞগণ আপনাকে সর্কভূতে অবস্থিত  
জানিয়া সেই সেই স্থানে সেই সেই ভাবে আপনার  
উপাসনা করেন ॥ ২ ॥

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা স্বাং পরমর্ষয়ঃ।

উপাসীনাঃ প্রপত্তস্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।** পরমর্ষয়ঃ যেষু যেষু ভূতেষু চ ভক্ত্যা স্বাং  
-উপাসীনাঃ (সেবয়ানাঃ সন্তঃ) সংসিদ্ধিং প্রপত্তস্তে (লভস্তে)  
-তৎ মে (মহং) বদস্ব (বর্ণয়) ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।** পরমর্ষিগণ যে যে ভূতে ভক্তিপূরক  
আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট  
বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

**বিশ্বনাথ।** সর্কত্রোপাসনায়ামপ্যধিক্যোনোপাসনার্থং  
বিভূতীঃ পৃচ্ছতি,—যেষু যেষিতি। প্রপত্তস্তে সংসিদ্ধিং  
প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সর্কত্রই উপাসনাতে আধিক্যজ্ঞ  
উপাসনা-নিমিত্ত বিভূতিসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।  
প্রাপ্তি অর্থাৎ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

**অনুদর্শিনী।** লোকহিতকামী উদ্ধব শ্রীভগবানের  
দ্বারা তাঁহারই বিভূতিসমূহ প্রকাশের জন্ত প্রশ্ন  
করিলেন ॥ ৩ ॥

গূঢ়চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।

ন স্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥৪॥

**অনুবাদ।** (হে) ভূতভাবন (ভূতানি ভাবয়ন্তি যঃ  
সঃ) ভূতাত্মা (ভূতাত্মাত্মা অন্তর্ধামী স্বঃ) ভূতানাং  
(প্রাণিনাং মধ্যে) গূঢ়ঃ (অক্ষুটঃ) চরসি। তে (স্বরা)  
মোহিতানি ভূতানি (প্রাণিনঃ) পশ্যন্তং স্বাং ন পশ্যন্তি ॥৪॥

**অনুবাদ।** হে ভূতভাবন, আপনি সর্কভূতাত্মধামী,  
ভূতগণের মধ্যে গূঢ়রূপে বিচরণ করেন। প্রাণিগণ  
আপনাকর্তৃক মোহিত হইয়া আপনি তাহাদিগকে  
দেখিলেও তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় না ॥ ৪ ॥

**বিশ্বনাথ।** হর্কিজ্জেষ্যস্বাহ—গূঢ় ইতি। ভূতাত্মা  
সর্কভূতাত্মধামী ভবন্নপি ভূতভাবনঃ প্রাণিশ্রেয়স্বরূপস্বং  
ভূতানাং গূঢ় এব অতএব স্বাং ন পশ্যন্তি। নির্বিসর্গপার্শ্বে  
হে ভূতভাবন ॥ ৪ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** দুজ্জেষ্য স্ব বিধয়ে বলিতেছেন। ভূতাত্মা—  
সর্কভূতের অন্তর্ধামী হইয়াও ভূতভাবন—প্রাণিগণের  
শ্রেয়োবিধাতা আপনি ভূতগণের পক্ষে গূঢ়, অতএব  
আপনাকে দেখে না। ‘ভূতভাবন’ ইহার পর বিসর্গ না  
থাকিলে অর্থ হইবে—হে ভূতভাবন ॥ ৪ ॥



অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ সর্বভূতের অন্তর্ধামী—  
“দৈশ্বর্যঃ সর্বভূতানাং হৃদশেহজ্জুন তিষ্ঠতি”।

গী ১৮।৬১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জুন, সর্বজীবের হৃদয়ে  
অন্তর্ধামি-পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত।

শ্রীভগবান্ অশোকজ বা অতীন্দ্রিয়। স্মৃতাং তিনি  
জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সর্বদা সকলকে দেখিলেও জীব  
তাঁহাকে দেখিতে পায় না—

অজ্ঞাপি বাচস্পত্যন্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।

পশুস্তোহপি ন পশুস্তি পশুস্তং পরমেশ্বরম্॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৪

ভক্তপ্রবর শ্রীনারদ বলিলেন—বাচস্পতিগণ তপশ্চা,  
বিদ্যা ও সমাধিপ্রভৃতি উপায়-দ্বারা সতত অনুসন্ধান  
করিয়াও আজ পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে  
পারেন নাই।

শ্রীভগবান্ জীব-হৃদয়ে কিরূপ গুঢ়ভাবে অবস্থান করেন  
এবং তিনি সর্বসাক্ষী হইয়াও সকলেরই অদৃশ্য তাহা  
আমরা শ্রীষম-ভাগবতের বচনেও পাই—

যং বৈ ন গোতির্মনসাস্তুভির্বা

হৃদা গিরা বাস্তুভূতো বিচক্ষতে।

আত্মানমন্তুর্হৃদি সন্তুমানুনাং

চক্ষুর্ধৈবাকৃতয়ন্ততঃ পরম্॥ ভাঃ ৬।৩।১৬

এই পরমেশ্বর সর্বজীবের মধ্যে দ্রষ্টা হইয়া বর্তমান  
রহিয়াছেন; তথাপি প্রাণিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কন্ডেন্দ্রিয়, মন,  
প্রাণ, চিত্ত ও বাক্যদ্বারা ইঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়  
না। চক্ষুঃ রূপসকলের প্রকাশক বলিয়া যেরূপ রূপসকল  
চক্ষুকে জানিতে পারে না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের  
দ্রষ্টা বলিয়া জীবসকলও তাঁহাকে জানিতে পারে না।

জীবের পরম মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ—ভক্তি। “শ্রেয়ঃস্বতিং  
ভক্তিম্” ভাঃ ১০।১৪।৪ সেই ভক্তির ফল শ্রীভগবানের চরণে  
প্রেম। শ্রীভগবানেরই রূপায় জীব সেই প্রেমধনে অধিকারী  
হয়।—তাই ভগবান্ ভূতভাবন “ভূতানি ভাববন্তি প্রেম-  
বন্তি কেরোতি” (ভাঃ ১০।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিষ্ণু-  
নাথ)। অতএব এই কথিত-শ্লোকে উদ্ধব ভগবান্কে

‘ভূতভাবন’ সম্বোধনে তাহাকেই জীবকুলের প্রকৃত  
শ্রেয়োবিধাতা জানাইয়াছেন।

হৃদয়ে, বাহিরে সর্বত্র গুপ্তভাবে অবস্থিত সেই  
ভগবান্কে সাধারণ লোকে দেখিতে বা জানিতে না  
পারিলেও তিনি ভক্তের নিকট আত্মগোপন করিতে  
পারেন না—

“আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।

তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে”

চৈঃ চঃ আ ৩ পঃ

স্মৃতাং আজ ভক্তপ্রবর উদ্ধব সেই গুপ্ত ভগবানের  
গোপনীয় স্বভাব ব্যক্ত করিয়া মঙ্গলবিধাতা নিজ প্রভুর  
নিকট জীবমঙ্গল কামনায় ‘ভূতাত্মা’ ‘ভূতভাবন’ প্রভৃতি  
বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়ঃ

বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।

তা মহ্যমাখ্যাহনুভাবিতাস্তে

নমামি তে তীর্থপদাজিহ্ম-পদ্মম্ ॥ ৫ ॥

অন্নয়। (হে) মহাবিভূতে, ভূমৌ (পৃথিব্যাং)  
দিবি (স্বর্গে) রসায়ঃ (রসাতলে) দিক্ষু বৈ (চতুর্দিকে  
চ) তে তব যাঃ কাঃ চ বিভূতয়ঃ অনুভাবিতাঃ (স্বয়ং  
কেনচিৎ শক্তিবিশেষেণ সংযোজিতাঃ বর্তন্তে) মহ্যং তাঃ  
(বিভূতীঃ) আখ্যাহি (বর্ণয়)। তে (তব) তীর্থ-  
পদাজিহ্মপদ্মং (তীর্থানাং পদঞ্চ তদজিহ্মপদ্মঞ্চ তৎ)  
নমামি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে মহৈশ্বর্যশালিন, পৃথিবীতে, স্বর্গে,  
রসাতলে এবং চতুর্দিকে আপনাকর্তৃক অনুভাবিত যে  
সকল বিভূতি বর্তমান আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা  
করুন। সর্বতীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মে  
আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদ্ভূতঃ স্ববিভূতীঃ স্বয়মেব প্রকাশয়ে-  
ত্যাহ—যা ইতি। তে স্বয়ং অনুভাবিতা অনুভবগোচরী-  
কারিতাস্তা, আখ্যাহি ব্রহ্মভাবয় চেতর্ঘ্যঃ। চিন্ময়স্য

ভগবতশ্চিন্ময়া বিলাসা অংশা উচ্যন্তে মায়াময়াস্ত বিভূতয়  
ইতি সৰ্বত্র ব্যবহারঃ। অত্র তু বিভূতিশব্দেনৈধ্বরং  
প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুমাত্রমেব তথা প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুসারশ্চা-  
গ্রিমগ্রদৃষ্ট্যা উচ্যতে ইতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৫ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** অতএব গুঢ় স্বীয় বিভূতিসমূহ  
নিজেই প্রকাশ করুন। আপনার (আপনাকর্তৃক)  
অনুভাবিত অর্থাৎ আপনি যেগুলিকে অনুভবগোচর  
করাইয়া দেন, সেইগুলি বলুন অর্থাৎ অনুভব করাইয়া  
দিন। চিন্ময় ভগবানের চিন্ময় বিলাসকে ‘অংশ’ বলা হয়।  
বিভূতিসমূহ মায়াময়ী—এইরূপ সৰ্বত্র ব্যবহার। এখানে  
কিন্তু বিভূতিশব্দদ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তু-  
মাত্রই লক্ষিত। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তুর পরবর্তী প্রসঙ্গ  
দর্শন করিয়া বলা হইতেছে, ইহা বিবেচনা করিতে  
হইবে ॥ ৫ ॥

**অনুদর্শিনী।** বদ্ধ জীব নিজ ধারণায় প্রাকৃত  
ভগবদ্বিভূতিকে ভগবান্ মনে করিয়া ভগবানের প্রকৃত  
স্বরূপ বুঝিতে পারে না বলিয়া ভক্ত-প্রবর উদ্ধব  
শ্রীভগবান্কে উহা অনুভব করাইবার জন্ত প্রার্থনা  
জানাইলেন। কেননা, ভগবানের পাদপদ্মই সকল গুরু-  
পরম্পরাগণের আশ্রয় ॥ ৫ ॥

### শ্রীভগবানুবাদ

এবমেতদহং পৃষ্ঠঃ প্রশ্নঃ প্রশ্নবিদাশ্রয়।

যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরজ্জুনেন বৈ ॥ ৬ ॥

**অনুব্র।** শ্রীভগবান্ উবাচ (হে) প্রশ্নবিদাশ্রয়,  
(প্রশ্নতত্ত্ববিদানাং অশ্রয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ) বিনশনে (কুরুক্ষেত্রে)  
সপত্নৈঃ (দুর্যোধনাদিভিঃ সহ) যুযুৎসুনা (যোদ্ধুঃ  
ইচ্ছতা) অর্জুনেন বৈ অহম্ এবম্ এতৎ প্রশ্নঃ (প্রশ্নব্যং)  
পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।** শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে প্রশ্নবিদগণ্য  
উদ্ধব, কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী অর্জুন  
আমাকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

**বিশ্বনাথ।** প্রশ্নঃ প্রশ্নব্যং বিনশনে কুরুক্ষেত্রে ॥ ৬ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** প্রশ্ন প্রশ্নব্যং, জিজ্ঞাসার বিষয়।  
বিনশন—কুরুক্ষেত্রে ॥ ৬ ॥

**অনুদর্শিনী।** নরাবতারভূত সখা অর্জুনের প্রশ্নের  
থায় সখা উদ্ধবের প্রশ্ন একরূপ হওয়ায় শ্রীভগবান্ শ্রীভগবান্  
সহিত উত্তর প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া অর্জুনের নামোল্লেখ  
করিলেন। শ্রীমদর্জুনের প্রশ্ন—“বলুন হৃদ্যাশেষেণ দিব্যা  
হাস্যবিভূতয়ঃ” গী ১০।১৬-১৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

**কুরুক্ষেত্রে—**‘কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্’—জাবালোপনিষৎ  
১।১ ‘তৎক্ষেত্রস্ত ধর্মপ্রবর্তকস্তম্ প্রসিদ্ধম্।’ শ্রীবিশ্বনাথ ০।১।১  
অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র দেবযজনক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রধর্ম-  
প্রবর্তক হেতু প্রসিদ্ধি।

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হামধর্ম্যং রাজ্যাহেতুকম্।

ততো নিবৃত্তো হস্তাহং হতোহয়মিতি লৌকিকঃ ॥ ৭ ॥

**অনুব্র।** (যুযুৎসোঃ বিভূতিপ্রশ্নে কঃ প্রশ্নস্তত্ত্বাহং)  
অহং হস্তা (জ্ঞাতীনাম্ বিনাশকঃ) অয়ঃ (জ্ঞাতিজনাং)  
হতঃ (ময়া বিনষ্টঃ) ইতি (এবং) লৌকিকঃ (প্রাকৃত-  
মতিঃ অর্জুনঃ) রাজ্যাহেতুকং (রাজ্যলাভার্থং) জ্ঞাতিবধং  
গর্হাং (নিন্দ্যম্) অধর্ম্যং (ধর্মবিগর্হিতং) জ্ঞাত্বা ততঃ  
(জ্ঞাতিবধাৎ) নিবৃত্তঃ (অভূৎ) ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।** ‘আমি হস্তা এবং এই ব্যক্তি আমা-  
কর্তৃক হত’ এইরূপ বুদ্ধিতে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া  
অর্জুন রাজ্যলাভহেতু জ্ঞাতিবধকে নিন্দনীয় ও ধর্মবিগর্হিত  
জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

স তদা পুরুষব্যাক্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।

অভ্যাভাষত মাংমেব যথা ত্বং রণমূর্খনি ॥ ৮ ॥

**অনুব্র।** (হে) পুরুষব্যাক্রো (পুরুষশ্রেষ্ঠ) তদা সঃ  
(অর্জুনঃ) মে (ময়া) যুক্ত্যা (যুক্তিতঃ) প্রতিবোধিতঃ  
(সন্) রণমূর্খনি (সংগ্রামমুখে) মাং এবম্ অভ্যাভাষত  
(পৃষ্ঠবান্) যথা ত্বম্ (অভিভাষসে) ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।** হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি যেমন আমাকে  
জিজ্ঞাসা করিতেছ, এইরূপ অর্জুন আমার যুক্তিদ্বারা

প্রতিবোধিত হইয়াও রণক্ষেত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-  
ছিলেন।

**বিশ্বনাথ।** যুৎসোরজ্জুনস্যা বিভূতিপ্রণে কঃ  
প্রসঙ্গস্তত্রাহ,—জ্ঞাত্যেতি। রাজ্যহেতুকং জ্ঞাতিবধং অধর্মং  
জ্ঞাত্বা তস্মান্নিবৃত্তঃ। কীদৃশঃ অস্যা হস্তা অহং সন্ধ্যায় হত  
ইত্যেবং লৌকিকং প্রাকৃতলোকে ভবং চেষ্টিতং যশ্চ  
সঃ ॥ ৭-৮ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** বুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক অজ্জুনের বিভূতি-  
প্রণে কি প্রসঙ্গ, সেই বিষয়ে বলিতেছেন। রাজ্যহেতু  
জ্ঞাতিবধ অধর্ম জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল।  
ইহার হস্তা কিরূপ? না, আমি। আমা কর্তৃক হত,  
এইরূপ লৌকিক অর্থাৎ প্রাকৃতলোকে উৎপন্ন যাহার  
চেষ্টিত বা ক্রিয়া ॥ ৭-৮ ॥

**অনুদর্শিনী।** গীতা ১২৮-৪৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭-৮ ॥

অহমাআদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।

অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

**অনুব্র।** (হে) উদ্ধব, অহম্ অমীষাং ভূতানাং  
আত্মা (পরমাত্মা) সুহৃৎ (হিতকারী) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা),  
অহং সর্ব্বাণি ভূতানি, তেষাং (সর্ব্বভূতানাং) স্থিত্যুদ্ভ-  
বাপ্যয়ঃ (স্থিতিঃ জীবনং, উদ্ভবঃ উৎপত্তিকারণং, অপ্যয়ঃ  
বিনাশকারণং ভবানীতি শেষঃ) ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব, আমি এই ভূতগণের আত্মা,  
সুহৃৎ এবং ঈশ্বর; আমিই সর্ব্বভূতস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের  
স্থিতি-স্থিতি সংহার কারণ স্বরূপ ॥ ৯ ॥

**বিশ্বনাথ।** তা বিভূতীঃ সামান্যতঃ কথয়তি ॥ ৯ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** সেই বিভূতিগুলি সাধারণভাবে  
বলিতেছেন ॥ ৯ ॥

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্।

গুণানাকাপ্যাংহ সাম্যাং গুণিগ্নৌৎপাদিকৌ গুণঃ ॥ ১০ ॥

**অনুব্র।** অহং গতিমতাং গতিঃ (ফলং) অহং  
কলয়তাং (বশীকূর্ততাং মধ্যে) কালঃ, গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং

মধ্যে) অপি চ অহং সাম্যাং (প্রকৃতিঃ) গুণিনি (ধর্ম্মিণি)  
উৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ যঃ) গুণঃ (সোহহং) ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।** আমি গতিবিশিষ্টদিগের গতিস্বরূপ,  
বশীকর্তৃ পুরুষগণের মধ্যে কালস্বরূপ, সত্ত্বাদিগুণসমূহের  
মধ্যে প্রকৃতি এবং গুণিবস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক গুণ-  
স্বরূপ ॥ ১০ ॥

**বিশ্বনাথ।** বিশেষতো বিভূতীরাহ,—অহমিতি।  
অত্র প্রাকৃতপ্রাকৃতবস্তুরা এব বিভূতয় উচ্যন্তে।  
তাশ্চ কচির্নির্দারগণ্যষ্ঠা কচিৎ সম্বন্ধগণ্য চাশ্চক্ষসমানাধি-  
করণাঃ প্রথমাস্তা দ্বিতীয়াস্তাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। . গতিমতাং কস্মি-  
জ্ঞানিপ্রভৃতীনাং গতিঃ প্রাপ্যফলং কলয়তাং বশীকূর্ততাং  
মধ্যে কালঃ সাম্যাং প্রকৃতিঃ। গুণিনি ধর্ম্মিণি উৎপত্তিকঃ  
স্বাভাবিকৌ যৌ গুণঃ সোহহম্। যথা আকাশে শব্দঃ ॥ ১০ ॥

**বঙ্গানুবাদ।** বিশেষভাবে বিভূতিগুলি বলিতেছেন।  
এখানে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-বস্তুরাগুলিকেই বিভূতি বলা  
হইতেছে। (ব্যাকরণ)—কোনও স্থলে সেগুলিকে  
নির্দারণে বস্তু, কোনও স্থলে বা সম্বন্ধে বস্তু প্রয়োগদ্বারা  
প্রথমাস্ত 'অহং' ও দ্বিতীয়াস্ত 'মাং' (যেমন ১৫, ১৬ শ্লোকে)  
এইরূপ 'অস্মৎ' শব্দের সমানাদিকরণভূত বলিয়া জানিতে  
হইবে। গতিমৎ অর্থাৎ কস্মিজ্ঞানি প্রভৃতিগণের গতি-  
প্রাপ্য ফল। কলয়ৎ অর্থাৎ বশীকরণশালিগণের মধ্যে  
কাল, সাম্যা-প্রকৃতিঃ। গুণী অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত, বস্তুতে  
উৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক যে গুণ সেই আমি। যেমন  
আকাশে শব্দ ॥ ১০ ॥

**অনুদর্শিনী।** শ্রীভগবানই সকলের গতি এবং  
সর্ব্বময়। 'কালঃ কলয়তামহম্' গী ১০।৩০, 'শব্দঃ যৌ'  
গী ৭।৮ ॥ ১০ ॥

গুণিনামপ্যাংহ সূত্রং মহতাকং মহানহম্।

সুস্মাণামপ্যাংহ জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুব্র।** অহং গুণিনাম্ (ধর্ম্মিণাং) অপি সূত্রং  
(প্রথমকার্য্যং) অহং মহতাং চ মধ্যে মহান্ (মহত্ত্বং) অহং  
সুস্মাণাম্ (মধ্যে) অপি জীবঃ (সুস্মাণাধিভাং দুজ্জয়ত্বাচ্চ  
জীবন্ত সূক্ষ্মত্বং) দুর্জ্জয়ানাং (বন্তুনাং মধ্যে) অহং মনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।** আমি গুণিগণের মধ্যে সূত্র, মহদন্তর মধ্যে মহতত্ত্ব, সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীবস্বরূপ এবং দুর্জয় পদার্থের মধ্যে মনঃস্বরূপ ॥ ১১ ॥

**বিশ্বনাথ ।** সূত্রং সূত্রতত্ত্বং প্রাণ ইত্যর্থঃ । মহতাং মহতত্ত্ববতামন্তঃকরণানাং মধ্যে মহাংশ্চিৎতমিত্যর্থঃ । জীব ইতি । এষোহণ্ডায়া চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চাঙ্গা সংবিবেশেতি । “বালাগ্রশতভাগস্ত্র শতধা ক্লিতস্ত্র চ । ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” ইতি । ‘আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিঃ ॥ অত্র জীবস্ত পরমাণু-প্রমাণত্বেপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমন্তঃ জতু-জটিতস্য মহামণেমহৌষধিখণ্ডস্য চ শিরসি স্ততস্য পূর্ণদেহপুষ্টি-করিশুশ্রুতিস্বমিব ন বিরুদ্ধম্ ॥১১॥

**বঙ্গানুবাদ ।** সূত্র—সূত্রতত্ত্বপ্রাণ । মহদগণের অর্থাৎ মহতত্ত্ববান্ বা অন্তঃকরণের মধ্যে মহান্ অর্থাৎ চিত্ত । জীব—শ্রুতি বলিতেছেন—( যুগুৎ ৩।১৯ ) এই যে অণুপরিমাণ আত্মা, ইহাকে চেতঃ বা চিত্তদ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহাতে প্রাণ পঞ্চবিভাগে প্রবিষ্ট । ‘কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম ( ঋতাস্তব ৫।৯ ), ‘সূচ্যগ্রমাত্র ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট’ । এস্থলে জীব পরমাণু প্রমাণ হইলেও সম্পূর্ণ-দেহব্যাপিশক্তিমান্, যেমন জতুজটিত মহামণি যে মহৌষধি তাহার খণ্ডমাত্র শিরোধৃত হইয়া পূর্ণভাবে দেহের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ, সেইরূপ, ইহাতে কিছু বিরুদ্ধ ভাব নাই ॥১১॥

**অনুদর্শিনী ।** বাহুদেবই—চিত্ত—

যত্নঃ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছ শান্তং ভগবতঃ পদম্ ।

যদাহর্বাহুদেবাখ্যং চিত্তং তন্নহদাত্মকম্ ॥

ভাঃ ৩২৬২১

শ্রীকপিলদেব মাতাকে বলিলেন—যে চিত্ত সত্ত্বগুণ-সমন্বিত, বিশদ, রাগাদিরহিত, ভগবদুপলব্ধিস্থানভূত, পণ্ডিতগণ যাহাকে ‘বাহুদেব’ নামে কীর্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহতত্ত্বের স্বরূপ ।

জীবস্বরূপ-পরিমাণ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশদৃশায়কঃ ।

জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহস্য সংখ্যাতেতো হি চিৎকণঃ ॥

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শত-শতাংশদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ;—জীব চিৎকণ ও সংখ্যাতেই ।

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ।

তার সম সূক্ষ্ম জীবের ‘স্বরূপ’ বিচারি ॥

চৈঃ চঃ ন ১১প

পরমাণুপ্রমাণ আত্মার সর্বদেহব্যাপ্তিঃ—

“গুণাদ্বালোকবৎ ।” বেদান্তদর্শন ২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৪স্থ ।

জীব অণু হইলেও চেতয়িত্বলক্ষণ চিৎপ্রণ-দ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীর ব্যাপী হইয়া থাকে । সূর্য্য প্রভৃতির আলোক যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাবারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে জীবও তাহার মত সকল দেহ ব্যাপ্ত করে । ভগবান্ নিজেই ঐ প্রকার বলিয়াছেন—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি তারত ॥

গী ১৩৩৩

অর্থাৎ “আদিত্য যেমন একাকী এই অখিল লোক ব্যক্ত করেন, জীবও তাহার আয় সকল শরীর প্রকাশিত করে ।”

—শ্রীবলদেব ১১১

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৎ ।

অক্ষরাণামকারোহস্মি পদানি ছন্দসামহম্ ॥১২॥

**অনুব্র ।** ( অহং ) বেদানাং ( তেযামধ্যাপকানাং মধ্যে ) হিরণ্যগর্ভঃ ( ব্রহ্ম ), মন্ত্রাণাং ( মধ্যে ) ত্রিবৎ প্রণবঃ, ( অস্মি ), অক্ষরাণাং ( মধ্যে ) অকারঃ অস্মি, ছন্দসাং ( মধ্যে ) পদানি ( ত্রিপদা গায়ত্রী ভবামি ) ॥১২॥

**অনুবাদ ।** আমি বেদাধ্যাপকগণের মধ্যে ব্রহ্মা, মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব, অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং ছন্দসমূহের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রীস্বরূপ ॥১২॥

**বিশ্বনাথ**। বেদানাং বেদাধ্যাপকানাং মধ্যে হিরণ্য-  
গর্ভো ব্রহ্মা। পদানি ত্রিপদা গায়ত্রীত্যর্থঃ ॥১২॥

**বঙ্গানুবাদ**। বেদ অর্থাৎ বেদাধ্যাপকগণের মধ্যে  
হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। পদ অর্থাৎ ত্রিপদা গায়ত্রী ॥১২॥

**অনুদর্শিনী**। “ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ” গী ১০।৩৩;  
“গায়ত্রী চন্দ্রসামহম্।” গী ১০।৩৪ অর্থাৎ আমি চতুর্মুখ  
ব্রহ্মা। চন্দ্রদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী ॥১২॥

— — —

ইন্দ্রোহং সর্বদেবানাং বসুণামগ্নি হব্যবাট্।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্কজ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥১৩॥

**অন্বয়**। সর্বদেবানাং (মধ্যে) অহং ইন্দ্রঃ, বসুনাং  
(মধ্যে অহং) হব্যবাট্ (পাবকঃ) অগ্নি, আদিত্যানাং  
(মধ্যে অহং বিষ্ণুঃ বামনঃ) কজ্রাণাম্ (একাদশানাং  
অহং) নীললোহিতঃ (নীলঃ কণ্ঠে লোহিতঃ কেশে গুণো  
বিন্ধতে অস্ম্য ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শিবঃ) ॥১৩॥

**অনুবাদ**। আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের  
মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং কজ্রগণের  
মধ্যে শিব-স্বরূপ ॥১৩॥

— — —

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।

দেবর্ষীণাং নারদোহং হবির্কান্ধাশ্মি ধেনুষু ॥১৪॥

**অন্বয়**। ব্রহ্মর্ষীণাং (মধ্যে) অহং ভৃগুঃ, রাজর্ষীণাং  
(মধ্যে) অহং মনুঃ, দেবর্ষীণাং (মধ্যে) অহং নারদঃ,  
ধেনুষু (মধ্যে) অহং হবির্কান্ধাশ্মি (কামধেনুর্হাশ্মি) ॥ ১৪॥

**অনুবাদ**। আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষি-  
গণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং ধেনুগণের  
মধ্যে কামধেনুস্বরূপ ॥১৪॥

**বিশ্বনাথ**। হবির্ধানী কামধেনুঃ ॥১৪॥

**বঙ্গানুবাদ**। হবির্ধানী অর্থাৎ কামধেনু ॥১৪॥

**অনুদর্শিনী**। “ধেনুনাশ্মি কামধুক্” গী ১০।১৮  
অর্থাৎ ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু ॥১৪॥

— — —

সিন্ধেশ্বরানাং কপিলঃ সুপর্ণোহং পতঞ্জিণাম্।

প্রজাপতীনাং দক্ষোহং পিতৃণামহমর্ষমা ॥১৫॥

**অন্বয়**। সিন্ধেশ্বরানাং (মধ্যে) অহং কপিলঃ  
(অশ্বি) পতঞ্জিণাং পক্ষিণাং (মধ্যে) অহং সুপর্ণঃ  
(গরুড়ঃ), প্রজাপতীনাং (মধ্যে) অহং দক্ষঃ, পিতৃণাং  
(মধ্যে) অহম্ অর্ঘ্যমা (ভবামি) ॥১৫॥

**অনুবাদ**। আমি সিন্ধেশ্বরগণমধ্যে কপিল, পক্ষি-  
গণের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ এবং পিতৃ-  
গণের মধ্যে অর্ঘ্যমা ॥১৫॥

মাং বিদ্ধুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্।

সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥১৬॥

**অন্বয়**। (হে) উদ্ধব, দৈত্যানাং (মধ্যে) মাং  
অসুরেশ্বরং প্রহ্লাদং বিদ্ধি (জানীহি) নক্ষত্রৌষধীনাং  
(মধ্যে) সোমং (চন্দ্রং) যক্ষরক্ষসাং (যক্ষণাং রক্ষস্কা  
(মধ্যে) ধনেশং (কুবেরং) বিদ্ধি ॥১৬॥

**অনুবাদ**। হে উদ্ধব, আমাকে দৈত্যদিগের মধ্যে  
দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্র ও ঔষধিগণের মধ্যে চন্দ্র এবং  
যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনাধিপতি কুবের বলিয়া  
জানিবে।

**বিশ্বনাথ**। নক্ষত্রৌষধীনাং প্রভুং সোমং যক্ষরক্ষসাং  
প্রভুম্ ॥১৬॥

**বঙ্গানুবাদ**। ‘নক্ষত্রৌষধিগণের প্রভু সোম, যক্ষ  
রাক্ষসগণের প্রভু (কুবের)

**অনুদর্শিনী**। ‘নক্ষত্রাণামহং শশী।’ গীতা ১০।১১  
‘বিশ্বেশো যক্ষরক্ষসাম্।’

গীতা ১০।২৩।১৬

ঐরাবতং গজেন্দ্রানাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।

তপতাং ছ্যামতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥১৭॥

**অন্বয়**। (মাং) গজেন্দ্রানাং (মধ্যে) ঐরাবতং, যাদসাং  
(জলচরাং মধ্যে তেষাং) প্রভুং বরুণং, তপতাং (প্রতা-  
পতাং) ছ্যামতাং (দীপ্তিমতাক্ষ মধ্যে) সূর্য্যং, মনুষ্যাণাং  
(মধ্যে) ভূপতিং (রাজানাং বিদ্ধি) ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।** আমাকে গজেন্দ্রগণমধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণেরও প্রভু বরুণ, তেজস্বী ও দীপ্তিমান বস্তুসমূহের মধ্যে সূর্য্য এবং মহুয়গণ মধ্যে নরপতি বলিয়া জান ॥১৭॥

**বিশ্বনাথ।** গজেন্দ্রাণং মধ্যে যাদসাত্ত্ব প্রভুন্ ॥১৭

**বঙ্গানুবাদ।** গজেন্দ্রগণের মধ্যে, কিন্তু জলজন্তু-গণের প্রভু ॥১৭॥

**অনুদর্শিনী।** “ঐরাবতং গজেন্দ্রাণং” গীতা ১০।২৭  
“বরুণো যাদসামহম্।” গীতা ১০।২৯

— — —

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতুনামস্মি কাঞ্চনম্।

যমঃ সংযমতাকাং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥১৮॥

**অনুবাদ।** অহং তুরঙ্গাণাং ( অশ্বানাং মধ্যে ) উচ্চৈঃ-শ্রবাঃ ( স্নানমথ্যাত ঘোটকঃ ) ধাতুনাং ( মধ্যে ) কাঞ্চনং ( স্তবর্ণম্ ) অস্মি, সংযমতাং ( দণ্ডয়তাং মধ্যে ) যমঃ, সর্পাণাং ( মধ্যে ) বাসুকিঃ অস্মি ॥১৮॥

**অনুবাদ।** আমি অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতু ঝকলের মধ্যে আমি স্বর্ণ, দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে আমি যম এবং সর্পসমূহের মধ্যে আমি বাসুকি ॥১৮॥

**বিশ্বনাথ।** সংযমতাং দণ্ডয়তাম্ ॥১৮॥

**বঙ্গানুবাদ।** সংযমনকারিগণ—দণ্ডদানকারি-গণ ॥১৮॥

**অনুদর্শিনী।** “যমঃ সংযমতামহম্”।

গীতা ১০।২৯ ॥১৮॥

— — —

নাগেন্দ্রাণামনন্তোহং যুগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্টিণাম্।

আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোহনঘ ॥১৯॥

**অনুবাদ।** ( হে ) অনঘ ( নিষ্পাপ উদ্ধব ) অহং নাগেন্দ্রাণাং ( সর্পশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ) অনন্ত ( শেষনাথঃ নাগঃ ) শৃঙ্গিদংষ্টিণাং ( শৃঙ্গিণাং দংষ্টিগাঞ্চ মধ্যে ) যুগেন্দ্রঃ ( তেবাং প্রভূর্বা শৃঙ্গিণাং মধ্যে যুগেন্দ্রঃ কৃষ্ণসারঃ, দংষ্টিণাং মধ্যে যুগেন্দ্রঃ সিংহঃ ) অহং আশ্রমাণাং ( মধ্যে ) তুর্য্যঃ ( সন্ন্যাসঃ ) বর্ণানাং ( মধ্যে ) প্রথমঃ ( ব্রাহ্মণঃ অস্মি ) ॥১৯॥

**অনুবাদ।** হে উদ্ধব, আমি সর্পগণের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গিগণের মধ্যে কৃষ্ণসার, দংষ্টিগণের মধ্যে সিংহ, আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস এবং বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ ॥১৯॥

**বিশ্বনাথ।** শৃঙ্গিণাং মধ্যে যুগেন্দ্রঃ কৃষ্ণসারঃ। দংষ্টিণাং যুগেন্দ্রঃ সিংহঃ তুর্য্যঃ সন্ন্যাসঃ প্রথমো ব্রাহ্মণঃ ॥১৯॥

**বঙ্গানুবাদ।** শৃঙ্গিগণের মধ্যে যুগেন্দ্র কৃষ্ণসার, দংষ্টিগণের ( দন্তসহায় জীব ) মধ্যে সিংহ। তুর্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাস। প্রথম—ব্রাহ্মণ ॥১৯॥

**অনুদর্শিনী।** “যুগাণাঞ্চ যুগেন্দ্রোহিম্”।

গীতা ১০।৩০ ॥১৯॥

— — —

তীর্থানাং শ্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্।

আয়ুধানাং ধনুঃ ত্রিপুরনো ধনুস্তাম্ ॥২০॥

**অনুবাদ।** অহং তীর্থানাং শ্রোতসাং ( প্রবাহানাং মধ্যে ) গঙ্গা, সরসাং ( স্থিরোদকশয়ানাং মধ্যে ) সমুদ্রঃ আয়ুধানাং ( অজ্ঞাণাং মধ্যে ) ধনুঃ, ধনুস্তাম্ ( ধনুর্দ্ধরাণাং মধ্যে ) ত্রিপুরনঃ ( ত্রিপুরঃ হস্তীতি শিবঃ অস্মি ) ॥২০॥

**অনুবাদ।** আমি তীর্থ ও প্রবাহগণমধ্যে গঙ্গা, স্থির-জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র, অজ্ঞসমূহের মধ্যে ধনু এবং ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শিব ॥২০॥

**বিশ্বনাথ।** সরসাং স্থিরজলাশয়ান্ ॥২০॥

**বঙ্গানুবাদ।** সরঃসমূহ—স্থির-জলাশয়গুলির মধ্যে সমুদ্র ॥২০॥

**অনুদর্শিনী।** “সরসামস্মি সাগরম্”।

গীতা ১০।২৭ ॥২০॥

— — —

ধিক্ষ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।

বনস্পতীণামস্ম্যহং ঔষধীণামহং যবঃ ॥২১॥

**অনুবাদ।** অহং ধিক্ষ্যানাং ( নিবাসস্থানানাং মধ্যে ) মেরুঃ ( স্তমেরুঃ ) অস্মি, গহনানাং ( ভূর্গমানাং মধ্যে চ ) হিমালয়ঃ, বনস্পতীনাং ( বৃক্ষানাং মধ্যে ) অস্ম্যহং, ঔষধীণাং ( মধ্যে ) অহং যবঃ ( অস্মি ) ॥২১॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ  
অধ্যায় পর্য্যন্ত মূল শ্লোক, অর্থ ( শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্যে ),  
অনুবাদ, গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর মহামহোপাধ্যায়  
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী  
টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানু-  
গত্যে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সহিত।

[সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিচারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ, এম, এ,  
বি, এল, মহোদয় শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদকার্য্যে  
সহায়তা করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইল]